শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

অন্বয়বোধিনী, বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ, শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা,
শাঙ্করভাষ্য, স্বামী কৃষ্ণানন্দকৃত গীতার্থসন্দীপনী এবং
স্বামী প্রেমেশানন্দকৃত মন্তব্য সহ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সঙ্কলক ও সম্পাদক ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার
উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩
e-mail : baghbazar.publication@rkmm.org

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি
৫ জানুয়ারি ২০২১

প্রথম পুনর্মুদ্রণ
মাঘ ১৪২৭
January 2021
6C

ISBN : 978-81-949204-5-8

প্রচ্ছদ অলংকরণ ঃ তপন ব্যানার্জি

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

পূজনীয় স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল গত ২০১৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে। পাঠকগণ অধীর আগ্রহে দ্বিতীয় খণ্ডটি হাতে পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করেছিলেন। তাই অতি শীঘ্রই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় খণ্ডটি (দশম অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়) প্রকাশ করে পাঠকদের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাকে আরো বৃদ্ধি করার প্রয়াস করা হয়েছে।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে স্বধর্ম পালন ও কর্তব্যে প্রণোদিত করতে ভগবানের প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশাবলি নিয়েই গীতার শুরু। ভগবানের মুখ থেকে গীতারূপ অমৃতধারা উৎসারিত হয়ে শুধু অর্জুনকেই মোহ থেকে মুক্ত করেনি, যুগ যুগ ধরে তাপদগ্ধ নরনারীর প্রাণকে শীতল করছে। ভারতীয় দর্শনের মুকুটমণি হচ্ছে বেদান্তদর্শন এবং এই দর্শনের তিনটি মূল আকরগ্রন্থ—উপনিষদ্‌সমূহ, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও ব্রহ্মসূত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা উপনিষদের সারভূতা এবং স্বয়ং একখানি উপনিষদ্। গীতা আমাদের সবার কাছে স্নেহময়ী জননীর মতো হিতকারিণী, গীতার বাণী নিখিল মানবের অন্তরে নিত্যকাল অমৃতবর্ষিণী। গীতার ধ্যানেও বলা হয়েছে, 'হে মাতঃ, আপনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃতা, প্রাচীন মুনি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতে গ্রথিতা, অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্তা, আপনি অদ্বৈত-তত্ত্বরূপ অমৃত বর্ষণকারিণী, আপনি মুক্তিদায়িনী ভগবতী, আমি আপনার ধ্যান করি।'

অমৃতপানতুল্য ভগবদ্‌গীতার বাণী সনাতনী; সর্ব দেশের, সর্ব কালের মানুষের হৃদয়গ্রাহিণী; তাই এই গ্রন্থখানির গৌরব আজও অম্লান রয়েছে এবং নিত্যকাল থাকবে। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আচার্যগণ এবং আধুনিক কালের ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ গীতার ওপর কত নব-নব চিন্তার আলোকপাত করেছেন, তবুও গীতার ব্যাখ্যা আজও শেষ হয়নি, কোনো দিন শেষ হবে বলেও মনে হয় না।

পূজনীয় স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ সকল বয়সের পাঠকদের উপযোগী করে এবং সেইসঙ্গে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের গভীরভাবে গীতা অধ্যয়নের কথা ভেবে দুই খণ্ডে গীতার বিষয়বস্তুগুলি ক্রমানুসারে সাজিয়ে দিয়েছেন। যেমন, একটি শ্লোকের সঙ্গে রয়েছে—শ্লোকের অন্বয়বোধিনী, সরল বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ, শ্রীধরস্বামীর টীকা, শাঙ্করভাষ্য, শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতার্থসন্দীপনী ব্যাখ্যা এবং স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজের সরল মন্তব্য। পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ

করা হয়েছে বিস্তারিত শব্দসূচি এবং শ্লোকসূচিতে প্রতিটি শ্লোকের প্রথম এবং দ্বিতীয় লাইন ধরে পৃথগ্‌ভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আশা করি পাঠকগণ বিশেষ করে যুবসমাজ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অমৃত জ্ঞানসুধা পান করে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতায়—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমন্বয়ে জীবন-কর্মে পূর্ণতা ও আনন্দ লাভ করবে ইহা নিশ্চিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বের সকল অধ্যাত্মপিপাসু ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ভাব ও ভাবনা দ্বারা সমৃদ্ধ হবেন এবং জীবনে চলার পথে নতুন আলোর সন্ধান পাবেন। 'শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ট্রাস্ট মন্দির'-কে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বইটির প্রকাশনার কাজে নিযুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি
৫ জানুয়ারি ২০২১

স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ

সূচিপত্র

গীতার বিষয়সূচি

দশমোঽধ্যায়ঃ

একাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ
ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) মহাবাহো (হে মহাবাহো!) ভূয়ঃ এব (পুনর্বার) মে (আমার) পরমং (উৎকৃষ্ট) বচঃ (বচন) শৃণু (শ্রবণ করো) যৎ (যাহা) প্রীয়মাণায় (প্রীতিযুক্ত) তে (তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (হিত কামনায়) বক্ষ্যামি (বলিব)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, হে মহাবাহো! তুমি পুনর্বার আমার উৎকৃষ্ট বচন শ্রবণ করো। তোমারই হিত কামনায় আমি প্রীতিপূর্বক তাহা বলিতেছি॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **মহাবাহো**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **পরমম্**=পৃ+অচ্=পর; পর-মা+ক=পরম, ২য়া একবচন। **বচঃ**=বচ্+অণ্, ২য়া একবচন। **শৃণু**=শ্রু+লোট্ হি। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **প্রীয়মাণায়**=প্রী+শানচ্—প্রীয়মাণ, ৪র্থী একবচন। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **হিতকাম্যয়া**=ধা+ক্ত=হিত; কম্+ণিচ্+যৎ=কাম্য; কাম্য+টাপ্=কাম্যা (ইচ্ছা); হিতস্য কাম্যা=হিতকাম্যা—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **বক্ষ্যামি**=ব্রূ+লৃট্ স্যামি॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ

উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্বত্রেশ্বর-দৃষ্টয়ে॥

এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং; তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" ইত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ, অষ্টমে চ "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইত্যাদিনা, নবমে চ "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদিনা। অথেদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চাবশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্যায়াং বা কুশলৌ বাহূ যস্য তথা, হে মহাবাহো! ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু। কথম্ভূতম্? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্। মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি, তৎ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সপ্তমেঽধ্যায়ে ভগবতস্তত্ত্বং বিভূতয়শ্চ প্রকাশিতা নবমে চ। অথেদানীং যেষু যেষু ভাবেষু চিন্ত্যো ভগবাংস্তে তে ভাবা বক্তব্যাঃ। তত্ত্বং চ ভগবতো বক্তব্যমুক্তমপি। দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদিতি। অতঃ—শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় ইতি। ভূয় এব ভূয়ঃ পুনর্হে মহাবাহো শৃণু মে মদীয়ং পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়বস্তুনঃ প্রকাশকং বচো বাক্যম্। যৎ পরমং তে তুভ্যং প্রীয়মাণায়—মদ্বচনাৎ প্রীয়সে ত্বমতীবামৃতমিব পিবংস্ততঃ—বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে "তৎ" পদার্থ স্বরূপ পরমেশ্বরের সোপাধিক ও নিরুপাধিক উভয়স্বরূপই প্রদর্শিত হইয়াছে। "তৎ" পদার্থের বিভূতিরাশি সোপাধিক-স্বরূপ ধ্যানের এবং নিরুপাধিক-স্বরূপ জ্ঞানের উপায়ীভূত। সপ্তম অধ্যায়ে "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" বচন দ্বারা এবং নবম অধ্যায়ে "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" বচন দ্বারা বিভূতিরাশি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে দুর্বিজ্ঞেয় ভগবানের ধ্যানসুগমার্থ উহা বিস্তৃতরূপে কথিত হইবে। কঠিন বিষয় বিস্তরপূর্বক না বলিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না; এই জন্য দশম অধ্যায় কথিত হইতেছে।

অর্জুন প্রীতিপূর্বক ভগবানের সকল কথা শুনিতেছেন ও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন বলিয়া, অর্জুনকে ভগবান আরও সদুপদেশ দিয়া তাঁহার পূর্ণমঙ্গলসাধনার্থ স্নেহযুক্তচিত্তে আগ্রহপূর্বক আরও উত্তমোত্তম তত্ত্বকথা বলিতেছেন॥১॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মে (আমার) প্রভবং (আবির্ভাব তত্ত্ব) ন বিদুঃ (জানেন না) মহর্ষয়ঃ ন (মহর্ষিগণও না) হি (কেননা) অহং (আমি) দেবানাং (দেবতাদিগের) মহর্ষীণাং চ (ও মহর্ষিদিগের) সর্বশঃ (সকল প্রকারে) আদিঃ (আদি কারণ)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ আমার আবির্ভাব তত্ত্ব পরিজ্ঞাত নন; কেননা, আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারেই আদি কারণ॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **অহমাদির্হি**=অহম্+আদিঃ+হি। **সুরগণাঃ**=সু-রা+ক=সুর; সুরাণাং গণঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রভবম্**=প্র-ভূ+অপ্=প্রভব, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **বিদুঃ**=বিদ্+লট্ অন্তি। **মহর্ষয়ঃ**=মহান্তঃ ঋষয়ঃ—কর্মধারয়; ১মা বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **হি**=অব্যয়। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **দেবানাম্**=দিব্+অচ্=দেব, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **মহর্ষীণাম্**=মহান্ ঋষিঃ=মহর্ষিঃ—কর্মধারয়; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **সর্বশঃ**=সর্ব+শস্। **আদিঃ**=আ-দা+কি॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উক্তস্যাপি পুনর্বচনে দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ—ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়োঽপি ভৃগ্বাদয়ো ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চাদিঃ কারণং সর্বশঃ সর্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্তকত্বেন চ, অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিমর্থমহং বক্ষ্যামীতি? অত আহ—ন মে ইতি। ন মে বিদুর্ন জানন্তি সুরগণা ব্রহ্মাদয়ঃ। কিং তে ন বিদুঃ? মম প্রভবং প্রভাবং প্রভুশক্ত্যতিশয়ম্। উৎপত্তিং বা। নাপি মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ো বিদুঃ। কস্মাত্তে ন বিদুরিতি? উচ্যতে—অহমাদিঃ কারণং হি যস্মাদ্দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ তাঁহারই প্রভাবে যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে, উহা ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও ভৃগু আদি মহর্ষিগণও বিদিত নন। কেননা, তিনিই তাঁহাদিগের উৎপাদক ও বুদ্ধির প্রবর্তক। বস্তুতঃ, ভগবান স্বয়ং কাহারও নির্মল বুদ্ধিতে আরূঢ় না হইলে বুদ্ধিবিচার দ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। তিনি মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ও অপার॥২॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অনাদিং (অনাদি) লোকমহেশ্বরং চ (ও সর্বলোকমহেশ্বর বলিয়া) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) মর্ত্যেষু (জীবলোকে) অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জিত হইয়া) সর্বপাপৈঃ (সমস্ত পাপ কর্তৃক) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হন)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্বলোকমহেশ্বর বলিয়া বিদিত হন, তিনিই মোহবর্জিত হইয়া সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অনাদিম্**=আ-দা+কি=আদি; নাস্তি আদিঃ যস্য সঃ—নঞ্ বহুব্রীহি। **অজম্**=নঞ্-জন্+ড, ২য়া একবচন। **লোক-মহেশ্বরম্**=লোক+ঘঞ্=লোক; মহান্ ঈশ্বরঃ=মহেশ্বরঃ—কর্মধারয়; লোকানাং মহেশ্বরঃ=লোকমহেশ্বরঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **বেত্তি**=বিদ্+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মর্ত্যেষু**=মৃ+তন্=মর্ত্য, ৭মী বহুবচন। **অসংমূঢ়ঃ**=সম্-মুহ্+ক্ত=সংমূঢ়ঃ; ন সংমূঢ়ঃ=অসংমূঢ়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **সর্বপাপৈঃ**=সর্ব+অচ্=সর্ব; পা+প=পাপ; সর্বাণি পাপানি=সর্বপাপানি—কর্মধারয়; ৩য়া বহুবচন। **প্রমুচ্যতে**=প্র-মুচ্+লট্ তে (ভাববাচ্যে)॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি। সর্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিম্, অতএবাজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি, স মনুষ্যেষু সম্মোহরহিতঃ সন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—যো মামিতি। যো মামজমনাদিং চ—যস্মাদহমাদির্দেবানাং মহর্ষীণাং চ। ন মমান্য আদির্বিদ্যতে। অতোঽহমজোঽনাদিশ্চ। অনাদিত্বমজত্বে হেতুঃ। তং মামজমনাদিং চ যো বেত্তি বিজানাতি। লোকমহেশ্বরং লোকানং মহান্তমীশ্বরং তুরীয়মজ্ঞানতৎকার্যবর্জিতম্। অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জিতঃ। স মর্ত্যেষু মনুষ্যেষু। সর্বপাপৈঃ সর্বৈঃ পাপৈর্মতিপূর্বামতিপূর্বকৃতৈঃ। প্রমুচ্যতে প্রমোক্ষ্যতে॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি ভগবানকে মনুষ্যবুদ্ধিতে না দেখিয়া তাঁহাকে অজ, সমস্ত কারণের কারণ এবং অনাদি পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন—তিনি পূর্বকৃত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পাপ হইতে মুক্ত হন। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপরাশি নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানের বীজস্বরূপ "অহং মমেতি" অভিমান বিদূরিত হয় না। "প্রমুচ্যতে" এই পদের "প্র" শব্দ দ্বারা ভগবান ইহাই দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিলে জীবের কায়, মন ও বচন-কৃত ত্রিবিধ পাপ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালকৃত পাতকরাশি এবং পাপবুদ্ধির বীজভূমি অবিদ্যা এবং মহামোহ, এই সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায়॥৩॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অসংমোহঃ (মোহহীনতা) ক্ষমা (ক্ষমা) সত্যং (সত্য) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম) শমঃ (চিত্তসংযম) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) ভবঃ (উৎপত্তি) অভাবঃ (বিনাশ) ভয়ং চ অভয়ং চ এব (ভয় ও অভয়) অহিংসা (অহিংসা) সমতা (সমভাব) তুষ্টিঃ (সন্তোষ) তপঃ (তপস্যা) দানং (দান) যশঃ (যশ) অযশঃ (অযশ) ভূতানাং (প্রাণিবর্গের) [এই সমস্ত] পৃথগ্বিধাঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ভাবাঃ (ভাবসমূহ) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়)॥৪-৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহহীনতা, ক্ষমা, সত্য, বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম, চিত্তসংযম, সুখ, দুঃখ, উৎপত্তি, বিনাশ, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমভাব, সন্তোষ, তপস্যা, দান এবং যশ ও অযশ—প্রাণিবর্গের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে॥৪-৫॥

ব্যাকরণ ঃ **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্, ১মা একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্, ১মা একবচন। **অসংমোহঃ**=সম্-মুহ্+ঘঞ্=সংমোহঃ; ন সংমোহঃ=অসংমোহঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **ক্ষমা**=ক্ষম্+অ+টাপ্, ১মা একবচন। **সত্যম্**=সৎ+ষ্যঞ্, ১মা একবচন। **দমঃ**=দম্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **শমঃ**=শম্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **সুখম্**=সুখ+অচ্, ১মা একবচন। **দুঃখম্**=দুস্+খন+ড, ১মা একবচন। **ভবঃ**=ভূ+অপ্, ১মা একবচন। **অভাবঃ**=ভূ+ঘঞ্=ভাবঃ, ন ভাবঃ=অভাবঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **ভয়ম্**=ভী+অচ্, ১মা একবচন। **অভয়ম্**=ন ভয়ম্=অভয়ম্—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। চ=অব্যয়। **অহিংসা**=হিন্স্+অ+টাপ্=হিংসা; ন হিংসা=অহিংসা—নঞ্ তৎপুরুষ; (স্ত্রী) ১মা একবচন। **সমতা**=সম+তল্+আ, ১মা একবচন। **তুষ্টিঃ**=তুষ্+ক্তিন্, ১মা একবচন। **তপঃ**=তপ্+অস্=তপস্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **দানম্**=দা+অনট্, ১মা একবচন। **যশঃ**=অশ্+অসুন্=যশস্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অযশঃ**=যশ্+অচ্=যশঃ, ন যশঃ=অযশঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **ভূতানাম্**=ভূ+ক্ত=ভূত, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **পৃথগ্বিধাঃ**=পৃথ্+ককি=পৃথগ্; বি-ধা+অঙ্+টাপ্=বিধা; পৃথক্ বিধা যস্য সঃ=পৃথগ্বিধঃ—

বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। ভাবাঃ=ভূ+ঘঞ্=ভাব, ১মা বহুবচন। মত্তঃ=মৎ (অস্মদ্, ৫মী একবচন)+তস্ (পঞ্চম্যামং তসিল্)। এব=অব্যয়। ভবন্তি=ভূ+লট্ অন্তি॥৪-৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ লোকমহেশ্বরতাং স্ফুটয়তি—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং, জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্, অসংমোহঃ ব্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্ষমা সহিষ্ণুত্বং, সত্যং যথার্থভাষণং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ, সুখমনুকুল-সংবেদনীয়ং, দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতং, ভব উদ্ভবঃ, অভাবস্তদ্বিপরীতঃ, ভয়ং ত্রাসঃ, অভয়ং তদ্বিপরীতম্—অস্য লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ, সমতা রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং মিত্রামিত্রতুল্যতা চ, তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদিবক্ষ্যমাণং, দানং ন্যায়ার্জিতস্য ধনাদেঃ পাত্রেঽর্পণং, যশঃ সৎকীর্তিঃ, অযশোদুষ্কীর্তিঃ—এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি॥৪-৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইতশ্চাহং মহেশ্বরো লোকানাং—বুদ্ধিরিতি। বুদ্ধিরন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মাদ্যর্থাববোধনসামর্থ্যম্। তদ্বন্তং বুদ্ধিমানিতি হি বদন্তি। জ্ঞানমাত্মাদিপদার্থানামববোধঃ। অসংমোহঃ প্রত্যুপপন্নেষু বোদ্ধব্যেষু বিবেকপূর্বিকা প্রবৃত্তিঃ। ক্ষমা—আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বাঽবিকৃতচিত্ততা। সত্যং—যথাদৃষ্টস্য যথাশ্রুতস্য বাত্মানুভবস্য পরবুদ্ধিসংক্রান্তয়ে তথৈবোচার্যমাণা বাক্ সত্যমুচ্যতে। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপশমঃ। শমোঽন্তঃকরণস্যোপশমঃ। সুখমাহ্লাদঃ। দুঃখং সন্তাপঃ। ভব উদ্ভবঃ। অভাবস্তদ্বিপর্যয়ঃ। ভয়ং চ ত্রাসঃ। অভয়মেব চ তদ্বিপরীতম্।

অহিংসেতি। অহিংসাঽপীড়া প্রাণিনাম্। সমতা সমচিত্ততা। তুষ্টিঃ সন্তোষঃ পর্যাপ্তবুদ্ধির্লাভেষু। তপ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বকং শরীরপীড়নম্। দানং যথাশক্তি সংবিভাগঃ। যশো ধর্মনিমিত্তা কীর্তিঃ। অযশস্ত্বধর্মনিমিত্তাঽকীর্তিঃ। ভবন্তি ভাবা যথোক্তা বুদ্ধ্যাদয়ঃ। ভূতানাং প্রাণিনাম্। মত্ত এবেশ্বরাৎ পৃথগ্বিধা নানাবিধা স্বকর্মানুরূপেণ॥৪-৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ নিঃসংশয়রূপে সূক্ষ্মার্থ বুঝিবার জন্য অন্তঃকরণের শক্তিবিশেষের নাম বুদ্ধি। আত্ম-অনাত্ম পদার্থের বিচারপূর্বক বোধের নাম জ্ঞান। জ্ঞাতব্য বা কর্তব্য পদার্থজন্য অব্যাকুলভাব অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট ফলবিচারযুক্ত স্থিরভাবের নাম অসংমোহ। অন্য কর্তৃক তিরস্কৃত বা পীড়নযুক্ত হইলে, তাহাকে দণ্ড দিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্তঃকরণের যে বৃত্তি তাহাকে নিবৃত্ত করে, তাহার নাম ক্ষমা। অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা পদার্থের অবিকৃত স্বরূপ নিরূপিত বা ব্যাখাত হয়, তাহার নাম সত্য। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার শক্তি যে বৃত্তিতে আছে, তাহার নাম দম। যে বৃত্তির দ্বারা শব্দাদি বিষয় অন্তঃকরণে স্থান পায় না, তাহার নাম শম। যে অবস্থায় মনুষ্যচিত্ত প্রসাদ বা আনন্দ লাভ করে এবং যাহা ধর্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সুখ। যাহা অধর্ম হইতে উৎপন্ন এবং জীবের বিবিধ পরিতাপের কারণ, তাহা দুঃখ। উৎপত্তির নাম ভব, [সত্তার নাম ভাব] অসত্তার নাম অভাব। ত্রাসের নাম ভয়,

ত্রাসাভাবের নাম অভয়। স্থাবরজঙ্গমাদি কোনো জীবকে দুঃখ না দিবার ইচ্ছার নাম অহিংসা। ইষ্টানিষ্ট রাগদ্বেষাদিরহিত অবস্থার নাম সমতা। প্রারব্ধভোগ্য প্রাপ্ত বস্তুমাত্রেই তৃপ্তি লাভের নাম তুষ্টি। শাস্ত্রানুমোদিত কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রত সাধনের নাম তপঃ। উত্তম দেশ-কাল বিচার করিয়া সৎপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নসুবর্ণাদি প্রদানের নাম দান। ধর্মাদিজনিত প্রশংসার নাম যশঃ। অধর্মজন্য লোকাপবাদের নাম অযশঃ। এইরূপ সমস্ত বৃত্তিরই উৎপাদনের মূলাধার একমাত্র ভগবান। বস্তুতঃ, তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে॥৪-৫॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষি) পূর্বে (পূর্ববর্তী) [অপর] চত্বারঃ (সনকাদি চারি জন) তথা মনবঃ (ও মনুগণ) মদ্ভাবাঃ (আমার প্রভাবসম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (আমার মন হইতে উৎপন্ন) লোকে (এই লোকে) যেষাম্ (যাঁহাদিগের) ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (প্রজাসমূহ) [সৃষ্ট হইয়াছে]॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সৃষ্টির আদিতে ভৃগু আদি সপ্ত মহর্ষি ও তৎপূর্ববর্তী সনকাদি চারি জন মহর্ষি এবং মনুগণ আমারই প্রভাবসম্পন্ন এবং আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। আমারই আদেশক্রমে তাঁহারা এই লোক ও প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়াছেন॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ **সপ্ত**=সপ্+তন্। **মহর্ষয়ঃ**=মহান্তঃ ঋষয়ঃ—কর্মধারয়; ১মা বহুবচন। **পূর্বে**=পূর্ব+অচ্=পূর্ব, ১মা বহুবচন। **চত্বারঃ**=চতুর্ (পুং), ১মা বহুবচন। **তথা**=অব্যয়। **মনবঃ**=মন্+উ=মনু, ১মা বহুবচন। **মদ্ভাবাঃ**=মম ভাবঃ=মদ্ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; মদ্ভাব+অচ্=মদ্ভাবঃ, ১মা বহুবচন। **মানসাঃ**=মনস্+অণ্ (জাতার্থে)=মানস, ১মা বহুবচন। **জাতাঃ**=জন্+ক্ত=জাত, ১মা বহুবচন। **লোক**=লোক+ঘঞ=লোক, ৭মী একবচন। **যেষাম্**=যদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ইমাঃ**=ইদম্ (স্ত্রী), ১মা বহুবচন। **প্রজাঃ**=প্র-জন্+ড+টাপ্, ১মা বহুবচন॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ, "সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ" ইত্যাদি—পুরাণ-প্রসিদ্ধাস্তেভ্যোঽপি পূর্বেঽন্যে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো মদ্ভাবা মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে হিরণ্যগর্ভাত্মনো মমৈব মনসঃ সংকল্পমাত্রাজাতাঃ। প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাঞ্চ ইমা-ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—মহর্ষয় ইতি। মহর্ষয়ঃ সপ্ত ভৃগ্বাদয়ঃ। পূর্বেঽতীতকালসম্বন্ধিনশ্চ-ত্বারঃ। মনবস্তথা সাবর্ণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ। তে চ মদ্ভাবা মদ্‌গতভাবনা বৈষ্ণবেন সামর্থ্যেনোপেতাঃ। মানসা মনসৈবোৎপাদিতা ময়া। জাতা উৎপন্নাঃ। যেষাং মনূনাং মহর্ষীণাং চ সৃষ্টির্লোক ইমাঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ প্রজাঃ॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কেবল সাধারণ জীবসকলই যে ভগবানের বিভূতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে। প্রজাসকলের সৃষ্টিকর্তা চতুর্দশ মনু এবং বেদপ্রচারকর্তা মহর্ষিগণ প্রমুখ সকলেই ভগবৎসত্তা হইতে সম্ভূত, অর্থাৎ ভগবান সকলেরই আদি॥৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই) বিভূতিং (বিভূতি) যোগং চ (ও যোগৈশ্বর্য) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (বিদিত আছেন) সঃ অবিকম্পেন (নিঃসংশয়) যোগেন (যোগ দ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হন) অত্র (এই বিষয়ে) ন সংশয়ঃ (সন্দেহ নাই)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমার এই বিভূতি এবং যোগৈশ্বর্য যিনি যথার্থরূপে বিদিত আছেন, তিনি নিঃসন্দেহে সম্যগ্‌দর্শনযুক্ত হইয়া থাকেন॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **এতাম্**=এতদ্ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **বিভূতিম্**=বি-ভূ+ক্তিন্=বিভূতি, ২য়া একবচন। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **তত্ত্বতঃ**=তদ্+ত্ব (ভাবে)=তত্ত্ব; তত্ত্ব+তসিল্ (তৃতীয়ায়াম্)। **বেত্তি**=বিদ্+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **অবিকম্পেন**=বি-কম্প্+অপ্=বিকম্প; ন বিকম্পঃ=অবিকম্পঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **যোগেন**=যুজ্+ঘঞ্, ৩য়া একবচন। **যুজ্যতে**=যুজ্+লট্ তে। **অত্র**=ইদম্ (বা এতদ্)+ত্রল্ (৭মী স্থানে)। **ন**=অব্যয়। **সংশয়ঃ**=সম্-শী+অচ্, ১মা একবচন।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদি-লক্ষণাং মম বিভূতিং যোগঞ্চৈশ্বর্যলক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্‌দর্শনেন যুক্তো ভবতি, নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এতামিতি। এতাং যথোক্তাং বিভূতিং বিস্তারং যোগং চ যুক্তিং চাত্মনো ঘটনম্। অথবা যোগৈশ্বর্যসামর্থ্যং সর্বজ্ঞত্বং যোগজং যোগ উচ্যতে। মম মদীয়ং যোগং যো বেত্তি। তত্ত্বতস্তত্ত্বেন যথাবদিত্যেতৎ। সোঽবিকম্পেনাপ্রচলিতেন যোগেন সম্যগ্‌দর্শনস্থৈর্যলক্ষণেন। যুজ্যতে সংবধ্যতে। নাত্র সংশয়ঃ। নাস্মিন্নর্থে সংশয়োঽস্তি॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি গুরু ও শাস্ত্র উপদেশের দ্বারা ভগবানের এই বিভূতিতত্ত্ব এবং ঐশ্বর্যপ্রভাব বিদিত হন, তাঁহার বুদ্ধি নিশ্চল ও সমাধিযুক্ত হয়; তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই থাকে না॥৭॥

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) সর্বস্য (সমস্ত জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) মত্তঃ (আমা

হইতে) সর্বং (সমস্ত) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়) ইতি (ইহা) মত্বা (জানিয়া) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজন্তে (আরাধনা করেন)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হইতেই সকলের বুদ্ধি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানিগণ প্রেমপূর্বক আমার আরাধনা করিয়া থাকেন॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ অহম্=অস্মদ্, ১মা একবচন। **সর্বস্য**=সর্ব (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রভবঃ**=প্র-ভূ+অপ্, ১মা একবচন। **মত্তঃ**=মৎ+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **সর্বম্**=সর্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রবর্ততে**=প্র-বৃত্+লট্ তে। **ইতি**=অব্যয়। **মত্বা**=মন্+ক্ত্বাচ্। **বুধাঃ**=বুধ্+ক=বুধ, ১মা বহুবচন। **ভাবসমন্বিতাঃ**=ভূ+ঘঞ্=ভাব, সম্-অনু-ই+ক্ত=সমন্বিতঃ; ভাবেন সমন্বিতঃ=ভাবসমন্বিতঃ—৩য়া তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **মাম্**= অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ভজন্তে**=ভজ্+লট্ অন্তে॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যথা চ বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্‌জ্ঞানাবাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি—অহমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। অহং সর্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদিমন্বাদিরূপবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ মত্ত এব চ সর্বস্য "বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ" ইত্যাদি সর্বং প্রবর্ততে, ইত্যেবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কীদৃশেনাবিকম্পেন যোগেন যুজ্যত ইতি? উচ্যতে—অহমিতি। অহং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্বস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ। মত্ত এব স্থিতিনাশক্রিয়াফলোপভোগলক্ষণং বিক্রিয়ারূপং সর্বং জগৎ প্রবর্তত ইতি। এবং মত্বা ভজন্তে সেবন্তে মাং বুধা অবগতপরমার্থতত্ত্বা ভাবসমন্বিতাঃ। ভাবো ভাবনা পরমার্থতত্ত্বাভিনিবেশঃ। তেন সমন্বিতাঃ সংযুক্তা ইত্যর্থঃ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ভগবানেরই প্রেরণাতে লোকের বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং চন্দ্রসূর্যাদির গতিবিধি চালিত হইতেছে; অর্থাৎ তিনিই সর্বময় কর্তা—এইরূপ যাঁহার স্থির বিশ্বাস, তিনিই প্রীতিযুক্ত হইয়া মনের সাধে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন॥৮॥

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মচ্চিত্তাঃ (মদ্‌গতচিত্ত) মদ্‌গতপ্রাণাঃ (মদ্‌গতপ্রাণ) [ব্যক্তিগণ] মাং (আমার কথা) পরস্পরং বোধয়ন্তঃ (পরস্পরকে বুঝাইয়া) নিত্যং (সর্বদা) কথয়ন্তঃ চ (ও কীর্তনপূর্বক) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (সন্তোষ ও শান্তি লাভ করেন)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহারা মন-প্রাণ আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হন, তাঁহারা পরস্পর আমারই কথা কীর্তন করিয়া পরম সন্তোষ ও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ মচ্চিত্তাঃ=ময়ি চিত্তং যেষাং তে—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **মদ্‌গতপ্রাণাঃ**=মাং

গতঃ=মদ্‌গতঃ—২য়া তৎপুরুষ; মদ্‌গতাঃ প্রাণাঃ যেষাং তে=মদ্‌গতপ্রাণাঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। মাম্=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **পরস্পরম্**=পরং পরং প্রতি=পরস্পরম্—নিত্য সমাস। **বোধয়ন্তঃ**=বুধ্+ণিচ্+শতৃ, ১মা বহুবচন। **নিত্যম্**=নি+ত্যপ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **কথয়ন্তঃ**=কথ্+ণিচ্+শতৃ, ১মা বহুবচন। **তুষ্যন্তি**=তুষ্+লট্ অন্তি। **রমন্তি**=রম্+লট্ অন্তি (আর্ষপ্রয়োগ)॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রীতিপূর্বকং ভজনমাহ—মচ্চিত্তা ইত্যাদি। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্‌গতপ্রাণাঃ ময্যর্পিতজীবনা ইতি বা, এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোঽন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্বোধয়ন্তো বুদ্ধা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্তয়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি অনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ-মচ্চিত্তা ইতি। মচ্চিত্তাঃ—ময়ি চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ। মদ্‌গতপ্রাণাঃ—মাং গতাঃ প্রাপ্তাশ্চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা যেষাং তে মদ্‌গতপ্রাণাঃ। ময্যুপসংহৃতকরণা ইত্যর্থঃ। অথবা মদ্‌গতপ্রাণা মদ্‌গতজীবনা ইত্যেতৎ। বোধয়ন্তোঽবগময়ন্তঃ। পরস্পরমন্যোঽন্যম্। কথয়ন্তশ্চ জ্ঞানবলবীর্যাদিধর্মৈর্বিশিষ্টং মাম্। তুষ্যন্তি চ পরিতোষমুপযান্তি। রমন্তি চ রতিং চ প্রাপ্নুবন্তি প্রিয়সংগত্যেব॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান ব্যতীত আর কিছুতেই যাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয় না, যাঁহাদের চক্ষু-কর্ণাদি ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না, অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই চান না; এইরূপ সমান সমান ব্যক্তিতে এবং গুরু-শিষ্যে ভগবদ্বার্তালাপ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণের পরস্পর আলাপে পরস্পরে বিমুগ্ধ ও গদ্‌গদচিত্ত হন॥৯॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সততযুক্তানাং (নিত্যযুক্ত) প্রীতিপূর্বকং (প্রীতিপূর্বক) ভজতাং (ভজনশীল) তেষাং (তাঁহাদিগকে) তং (সেই) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিযোগ) দদামি (প্রদান করি) যেন (যদ্দ্বারা) তে (তাঁহারা) মাম্ (আমাকে) উপযান্তি (লাভ করিয়া থাকেন)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহারা এইরূপে একাগ্রচিত্তে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **সততযুক্তানাম্**=সম্-তন্+ক্ত=সতত; যুজ্+ক্ত=যুক্তঃ; সততং যুক্তঃ—২য়া তৎপুরুষ; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **প্রীতিপূর্বকম্**=প্রী+ক্তিন্=প্রীতি; প্রীতিঃ পূর্বা যস্য তৎ—বহুব্রীহি; প্রীতিপূর্ব+কন্=

প্রীতিপূর্বকম্, ২য়া একবচন। **ভজতাম্**=ভজ্+শতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন (বিবক্ষয়া)। **তেষাম্**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **বুদ্ধিযোগম্**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি; যুজ্+ঘঞ্=যোগঃ; বুদ্ধিঃ এব যোগঃ—রূপক কর্মধারয় বা বুদ্ধ্যা যোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **দদামি**=দা+লট্ মি। **যেন**=যদ্ (পুং), ৩য়া একবচন। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **উপযান্তি**=উপ-যা+লট্ অন্তি॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্‌জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি। তমিতি কম্? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যে যথোক্তৈঃ প্রকারৈর্ভজন্তে মাং ভক্তাঃ সন্তঃ প্রীতিপূর্বকং—তেষামিতি। তেষাং সততযুক্তানাং নিত্যাভিযুক্তানাম্। নিবৃত্তসর্ববাহ্যৈষণানাং ভজতাং সেবমানানাম্। কিমর্থিত্বাদিনা কারণেন? নেত্যাহ—প্রীতিপূর্বকং প্রীতিঃ স্নেহঃ। তৎপূর্বকং মাং ভজতামিত্যর্থঃ। দদামি প্রযচ্ছামি বুদ্ধিযোগম্। বুদ্ধিঃ সম্যগ্‌দর্শনং মত্তত্ত্ববিষয়ম্। তেন যোগো বুদ্ধিযোগঃ। তং বুদ্ধিযোগম্। যেন বুদ্ধিযোগেন সম্যগ্‌দর্শনলক্ষণেন মাং পরমেশ্বরমাত্মভূতমাত্মত্বেনোপযান্তি প্রতিপদ্যন্তে। কে তে? যে মচ্চিত্তত্বাদিপ্রকারৈর্মাং ভজন্তে॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহাদের চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইয়াছে, সেই ভক্তগণের প্রতি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হয়। সেই কৃপাদৃষ্টির গুণে সাধকের হৃদয়ে নির্মলা বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে; এবং সেই ভগবদ্বোধিনী বুদ্ধির দ্বারাই সাধক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। আমাদিগের সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা ভগবৎসত্তার অনুভব করা যায় না। যে-বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়, তাহা তাঁহারই সাধনার দ্বারা সাধক প্রাপ্ত হন। ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য মন-প্রাণ সম্পূর্ণ লালায়িত হইলে ভগবান স্বয়ং সাধকের বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া দেন॥১০॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তেষাম্ (তাঁহাদিগের প্রতি) অনুকম্পার্থম্ এব (অনুগ্রহার্থই) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া) ভাস্বতা (দীপ্তিশীল) জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানপ্রসূত) তমঃ (অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি তাঁহাদের আত্মাকার বৃত্তিতে স্থিত হইয়া জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা অজ্ঞানাবরণরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া থাকি॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজম্**=তেষাম্+এব+অনুকম্পার্থম্+অহম্+অজ্ঞানজম্।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো=নাশয়ামি+আত্মভাবস্থঃ। **তেষাম্**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অনুকম্পার্থম্**=অনু-কম্প্+অ+টাপ্=অনুকম্পা; অনুকম্পায়ৈ ইদম্=অনুকম্পার্থম্—নিত্য সমাস। **এব**=অব্যয়। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **আত্মভাবস্থঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্, আত্মনঃ ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; আত্মভাবে তিষ্ঠতি ইতি—আত্মভাব-স্থা+ক=আত্মভাবস্থঃ—উপপদ তৎপুরুষ। **ভাস্বতা**=ভাস্+মতুপ্=ভাস্বৎ, ৩য়া একবচন। **জ্ঞানদীপেন**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; দীপ্+ক=দীপ; জ্ঞানম্ এব দীপঃ—রূপক কর্মধারয়; ৩য়া একবচন। **অজ্ঞানজম্**=জ্ঞা+জন্+ড=জ্ঞানজঃ; ন জ্ঞানজঃ=অজ্ঞানজঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **তমঃ**=তম্+অসুন্=তমস্, ২য়া একবচন। **নাশয়ামি**=নশ্+ণিচ্+লট্ মি॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্যন্তং তমাবিষ্কৃত্যাবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি। কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন, তমো নাশয়সীত্যত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিমর্থং কস্য বা ত্বৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধহেতোর্নাশকং বুদ্ধিযোগং তেষাং ত্বদ্ভক্তানাং দদাসীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—তেষামিতি। তেষামেব কথং নু নাম শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যনুকম্পার্থং দয়াহেতোরহমজ্ঞানজমবিবেকতো জাতং মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং তমো নাশয়ামি। আত্মভাবস্থঃ—আত্মনো ভাবোঽন্তঃকরণাশয়ঃ। তস্মিন্নেব স্থিতঃ সন্। জ্ঞানদীপেন বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিষিক্তেন মদ্ভাবনাঽভিনিবেশবারিতেন ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসংস্কারবৎপ্রজ্ঞাবর্তিনা বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিষয়ব্যাবৃত্তচিত্তরাগদ্বেষাকলুষিতনিবাতাপবারকস্থেন নিত্যপ্রবৃত্তৈকাগ্র্যধ্যানজ নিতসম্যগ্দর্শনভাস্বতা জ্ঞানদীপেনেত্যর্থঃ॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান যে ভক্তগণের সমস্ত অভাব ও দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন, তাহা পূর্বে অনেক বার কথিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার ইহাও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, যে-ভক্ত তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহারও আরাধনা করেন না, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্মজন্মান্তরের কর্মবীজস্বরূপ অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেন। বাহিরের কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিরস্ত হয় না। তিনি আত্মাস্বরূপে সাধকের হৃদয় মধ্যেই জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া দেন। অন্তরের দেবতা অন্তরে থাকিয়াই সাধকের পুনরাবৃত্তির বীজ বিনষ্ট করেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আপনি জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া সাধককে দর্শন দেন। তিনি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কোনো কৌশলেই কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। প্রবলবায়ুবর্জিত স্থানে যেমন প্রদীপ নির্বাণ হইবার আশঙ্কা নাই, তেমনই ভক্তির ধীর সমীরণ যেখানে বহিতে থাকে, সেখানে জ্ঞানপ্রদীপ কখনও নির্বাপিত হয় না। জ্ঞানালোকে জ্ঞেয় পদার্থ দৃষ্ট হইলেই, জ্ঞানের আর আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু আত্মদর্শী মুক্তপুরুষ কখনও ভগবদ্ভক্তিরূপ মৃদুমন্দ সমীরণ হইতে বঞ্চিত হন না। শুক নারদাদি মুক্ত হইয়াও ভক্তিযুক্ত ছিলেন॥১১॥

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) ভবান্ (তুমি) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) পরং ধাম (পরম আশ্রয়) পরমং পবিত্রম্ (পরম পবিত্র)। সর্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষি) দেবর্ষিঃ নারদঃ (দেবর্ষি নারদ) তথা (এবং) অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ [চ] (অসিত, দেবল ও ব্যাস) ত্বাং (তোমাকে) শাশ্বতং (নিত্য) পুরুষং (পুরুষ) দিব্যম্ (স্বপ্রকাশ) আদিদেবম্ (আদিদেব) অজং (জন্মরহিত) বিভুম্ [চ] (ও ব্যাপক) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) স্বয়ম্ এব চ (এবং তুমি নিজেই) মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছ)॥১২-১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে ভগবন্! তুমি পরব্রহ্ম ও পরম ধাম এবং তুমিই পরম পবিত্র। তুমি শাশ্বত, তুমিই আদিদেব, অজ ও বিভু। ভৃগু আদি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস প্রমুখ তোমাকে এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, [এবং] তুমিও আমাকে এইরূপ বলিতেছ॥১২-১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **আহুস্ত্বামৃষয়ঃ**=আহুঃ+ত্বাম্+ঋষয়ঃ। **অর্জুনঃ**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **ভবান্**=ভবৎ, ১মা একবচন। **পরম্**=পৄ+অচ্=পর; পর-মা+ক=পরম; (ক্লীব) ১মা একবচন। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন। **ধাম**=ধা+মনিন্=ধামন্, ১মা একবচন। **পরমম্**=পরম, ১মা একবচন। **পবিত্রম্**=পূ+ইত্র, ১মা একবচন। **সর্বে**=সর্ব (পুং), ১মা বহুবচন। **ঋষয়ঃ**=ঋষ্+কি, ১মা বহুবচন। **দেবর্ষিঃ**=দেবঃ চাসৌ ঋষিশ্চেতি—কর্মধারয়; ১মা একবচন। **নারদঃ**=নার-দা+ক। **তথা**=অব্যয়। **অসিতঃ**=ন সিতঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; **দেবলঃ**=দেব-লা+ক। **ব্যাসঃ**=বি-আ-অস্+অচ্। **চ**=অব্যয়। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **শাশ্বতম্**=শশ্বৎ+অণ্=শাশ্বত, ২য়া একবচন। **পুরুষম্**=পুর্+কুষন্। **দিব্যম্**=দিব্+যৎ। **আদি-দেবম্**=আ-দা+কি=আদি; দিব্+অচ্=দেব; আদিঃ দেবঃ—কর্মধারয়; ২য়া একবচন। **অজম্**=নঞ্-জন্+ড। **বিভুম্**=বি-ভূ+ডু। **আহুঃ**=ব্রূ+লট্ অন্তি। **স্বয়ম্**=সু-অয় (গমন করা)+অম্, অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৪র্থী একবচন। **ব্রবীষি**=ব্রূ+লট্ সি॥১২-১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ পরমং পবিত্রং ভাবানেব, কুত ইত্যত আহ—যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং, তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ং প্রকাশম্, আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ, তথা অজম্ অজন্মানং বিভুঞ্চ ব্যাপকং ত্বামেবাহুঃ। কে ত আহুরিত্যাহ—আহুরিতি। ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্বে, দেবর্ষিশ্চ নারদঃ, অসিতশ্চ দেবলশ্চ ব্যাসশ্চ, স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি॥১২-১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যথোক্তাং ভগবতো বিভূতিং যোগং চ শ্রুত্বাঽর্জুন উবাচ—পরমিতি। পরং

ব্রহ্ম পরমাত্মা। পরং ধাম পরং তেজঃ। পবিত্রং পাবনম্। পরমং প্রকৃষ্টং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং নিত্যম্। দিব্যং দিবি ভবম্। আদিদেবং সর্বদেবানামাদৌ ভবমাদিদেবম্। অজম্। বিভুং বিভবনশীলম্।

ঈদৃশম্—আহুরিতি। আহুঃ কথয়ন্তি ত্বামৃষয়ো বশিষ্ঠাদয়ঃ সর্বে। দেবর্ষির্নারদস্তথা। অসিতো দেবলোঽপ্যেবমেবাহ। ব্যাসশ্চ। স্বয়ং চৈব ত্বং ব্রবীষি মে মহ্যম্॥১২-১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ তুমি উপাধিবর্জিত পরমপুরুষ। তুমিই নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপ উপাসনার অতীত পরব্রহ্ম। সমস্ত জগৎ তোমারই আশ্রিত। তুমি সমস্ত পবিত্রকারকগণের পরম পাবন মঙ্গলস্বরূপ। ভগবদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জুন ভগবানকে যেরূপে বিদিত হইলেন, মহর্ষি দেবর্ষি প্রমুখ মহাত্মগণও তাঁহাকে সেইরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমস্ত তত্ত্ববেত্তৃগণের বাক্য অর্জুনের বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে। যখন মনুষ্য কাহারও নিকট কোনো উপদেশ লাভ করে, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য বলিয়া জানিতে হইবে। আজ ভগবদ্বাক্য শাস্ত্রবাক্যের অনুমোদিত বলিয়া অর্জুনের বুদ্ধি আরও দৃঢ়ীভূত হইল॥১২-১৩॥

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কেশব (হে কেশব!) মাং (আমাকে) যৎ (যাহা) বদসি (বলিতেছ) এতৎ সর্বম্ (এই সমস্ত) ঋতং (সত্য) [বলিয়া] মন্যে (স্বীকার করিতেছি) হি (যেহেতু) [হে] ভগবন্ (হে ভগবন্!) তে (তোমার) ব্যক্তিং (প্রভাব) দেবাঃ (দেবগণ) ন বিদুঃ (জানেন না) দানবাঃ (দানবগণ) ন [বিদুঃ] (জানেন না)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা যাহা বলিলে, আমি সমস্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। হে ভগবন্! দেব ও দানবগণ কেহই তোমার প্রভাব জানেন না॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **কেশব**=কেশ (শিব)-বা+ক, সম্বোধনে ১মা। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **যৎ**= যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **বদসি**=বদ্+লট্ সি। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সর্বম্**=সর্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **ঋতম্**=ঋ+ক্ত, (ক্লীব), ১মা একবচন। **মন্যে**=মন্+লট্ এ। **ভগবন্**=ভগ+ মতুপ্=ভগবৎ, ১মা একবচন, সম্বোধনে ১মা। **তে**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ব্যক্তিম্**=বি-অন্জ্+ ক্তি=ব্যক্তি, ২য়া একবচন। **দেবাঃ**=দিব্+অচ্, ১মা বহুবচন। **দানবাঃ**=দনু+অণ্=দানব, ১মা বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **বিদুঃ**=বিদ্+লট্ অন্তি॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অতো মমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্যেঽসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ—সর্বমেতদিতি। এতদ্ভবানেব 'পরং ব্রহ্মে'ত্যাদি সর্বমপি ঋতং সত্যং মন্যে, যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ," ইত্যাদি, তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবংস্তব

ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ অস্মদনুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি, দানবাশ্চ অস্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সর্বমিতি। সর্বমেতদ্‌যথোক্তমৃষিভিস্ত্বয়া চ তদৃতং সত্যমেব মন্যে। যন্মাং প্রতি বদসি ভাষসে হে কেশব। ন হি তে তব ভগবন্ ব্যক্তিং প্রভবং বিদুর্দেবাঃ ন দানবাঃ॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ বুদ্ধি-বিচার দ্বারা কেহই তাঁহার প্রভাব জানিতে সক্ষম হয় না। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও মধুকৈটভাদি দানবগণ তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে জানিয়াও জানিতে পারে নাই। অর্জুনের প্রতি দয়া করিয়া যেমন তিনি নিজ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন, তেমনই তিনি দয়া করিয়া কাহাকেও না বুঝাইলে কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। তিনি যে দেবতাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ এবং দানবদলনার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা তাহারা কেহই জানিতে পারিতেছে না; কেননা, তিনি দুর্বিজ্ঞেয়॥১৪॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) ভূতভাবন (হে ভূতভাবন!) ভূতেশ (হে ভূতেশ!) দেবদেব (হে দেবদেব!) জপৎপতে (হে জগৎপতে!) ত্বং (তুমি) স্বয়ম্ এব (স্বয়ং-ই) আত্মনা (আপনার দ্বারা) আত্মানং (আপনাকে) বেত্থ (জানিতেছ)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি অন্যের উপদেশ না লইয়া নিজ স্বরূপানুভূতিতেই আপনাকে বিদিত হইতেছ॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **পুরুষোত্তম**=পুর্+কুষন্=পুরুষ; উৎ+তম্+অচ্=উত্তম; পুরুষেষু উত্তমঃ শ্রেষ্ঠঃ—সুপ্‌সুপা সমাস; সম্বোধনে ১মা। **ভূতভাবন**=ভূ+ক্ত=ভূত; ভূ+ণিচ্+অনট্=ভাবন; ভূতানাং ভাবনঃ=ভূতভাবন—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা। **ভূতেশ**=ভূতানাম্ ঈশঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা। **দেবদেব**=দেবানাং দেবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা। **জগৎপতে**=গম্+ক্বিপ্=জগৎ; পা+অতি=পতি; জগতঃ পতি=জগৎপতি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **স্বয়ম্**=সু-অয় (গমন করা)+অম্। **এব**=অব্যয়। **আত্মনা**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৩য়া একবচন। **আত্মানম্**=আত্মন্, ২য়া একবচন। **বেত্থ**=বিদ্+লোট্ সি॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি, নান্যঃ; তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভসম্বোধনানি—হে ভূতভাবন—ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ—নিয়ন্তা, দেবানামাদিত্যাদিনাং দেব—প্রকাশক। জগৎপতে—বিশ্বপালক!॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যতস্ত্বং দেবাদীনামাদিরতঃ—স্বয়মিতি। স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ জানাসি ত্বং নিরতিশয়জ্ঞানৈশ্বর্যবলাদিশক্তিমন্তমীশ্বরং হে পুরুষোত্তম। ভূতানি ভাবয়তীতি ভূতভাবনঃ। তৎসম্বুদ্ধৌ হে ভূতভাবন। হে ভূতেশ ভূতানামীশ। হে দেবদেব। হে জগৎপতে॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি মায়া ও গুণের অতীত, তিনি পুরুষোত্তম। সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি ভূতভাবন। যিনি সমস্ত ভূতের নিয়ামক ও রক্ষক, তিনি ভূতেশ। যিনি ইন্দ্র ও আদিত্যাদি দেবতারও দেবতা, তিনি দেবদেব। যিনি সাধুহৃদয়ে শুভকর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করেন, তিনি জগৎপতি। কোনো সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে জ্ঞানবান গুরুর উপদেশ আবশ্যক। অর্জুন দেখিলেন, কাহারও উপদেশ না লইয়া, কাহারও সাধন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে আপনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতেছেন। ইনি পরব্রহ্ম না হইলে এই স্বতঃসিদ্ধ স্বাত্মানুভূতি হইবার সম্ভাবনা নাই॥১৫॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ত্বং (তুমি) যাভিঃ (যে যে) বিভূতিভিঃ (বিভূতির দ্বারা) ইমান্ (এই) লোকান্ (লোকসমূহ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠসি (রহিয়াছ) [হে] দিব্যাঃ (দিব্য) আত্মবিভূতয়ঃ (আত্মবিভূতিসকল) অশেষেণ হি (সম্যগ্‌রূপে) বক্তুম্ (বলিতে) অর্হসি (যোগ্য হও)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্। তুমি যে যে বিভূতি দ্বারা সর্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তোমার সেই দিব্য বিভূতিসকল সম্যগ্‌রূপে কীর্তন করো॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বম্**=যাভিঃ+বিভূতিভিঃ+লোকান্+ইমান্+ত্বম্। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **যাভিঃ**=যদ্ (স্ত্রী), ৩য়া বহুবচন। **বিভূতিভিঃ**=বি-ভূ+ক্তিন্=বিভূতি, ৩য়া বহুবচন। **ইমান্**=ইদম্ (পুং), ২য়া বহুবচন। **লোকান্**=লোক+ঘঞ্=লোক, ২য়া বহুবচন। **ব্যাপ্য**=বি-আপ্+ল্যপ্। **তিষ্ঠসি**=স্থা+লট্ সি। **দিব্যাঃ**=দিব্+যৎ=দিব্য (স্ত্রী), ১মা বহুবচন। **আত্মবিভূতয়ঃ**=আত্মনঃ বিভূতয়ঃ=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **অশেষেণ**=শিষ্+ঘঞ্=শেষ; ন শেষঃ=অশেষঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **হি**=অব্যয়। **বক্তুম্**=বচ্+তুমুন্। **অর্হসি**=অর্হ্+লট্ সি॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাত্তবাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি, ন দেবাদয়স্তস্মাদ্বক্তুমর্হসীতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্বা বক্তুং ত্বমেবার্হসি যোগ্যোঽসি। যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ বক্তুমিতি। বক্তুং কথয়িতুমর্হস্যশেষেণ। দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ আত্মনো বিভূতয়ো যাস্তা বক্তুমর্হসি। যাভির্বিভূতিভিরাত্মনো মাহাত্ম্যবিস্তরৈরিমাল্লোঁকাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন যে, সৃষ্টিমধ্যে ভগবানের বিভূতি

ভিন্ন আর কিছুই নাই; এবং সেই সকল বিভূতির গূঢ়তত্ত্ব তিনি ভিন্ন আর কেহই জানেন না ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। ভগবত্তত্ত্ব ভগবান স্বয়ং ব্যতীত আর কেহই সম্যগ্‌রূপে অবগত নন। তাই অর্জুন ভগবানের বিভূতি ভগবানেরই মুখে শুনিতে চাহিলেন॥১৬॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] যোগিন্ (হে যোগিন!) সদা [তোমাকে] পরিচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) [আমি] কথং (কীভাবে) ত্বাম্ (তোমাকে) অহং (আমি) বিদ্যাম্ (জানিব)? [হে] ভগবন্ (হে ভগবন!) ময়া (মৎকর্তৃক) কেষু কেষু (কী কী) ভাবেষু চ (পদার্থসমূহে) [তুমি] চিন্ত্যঃ (চিন্তনীয়) অসি (হও)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে যোগিন! আমি তোমাকে কোন্ পদার্থে কীরূপ বিভূতির দ্বারা কীভাবে চিন্তা করিব, তাহা বলিয়া দাও॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **যোগিংস্ত্বাম্**=যোগিন্+ত্বাম্; যোগিন্=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, সম্বোধনে ১মা। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **কথম্**=অব্যয়; কিম্+থমু। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **সদা**=সর্ব+দাচ্ (কালে)। **পরিচিন্তয়ন্**=পরি-চিন্ত্+শতৃ, ১মা একবচন। **বিদ্যাম্**=বিদ্+বিধিলিঙ্ যাম্। **ভগবন্**=ভগ+মতুপ্=ভগবৎ, সম্বোধনে ১মা। **কেষু**=কিম্ (পুং), ৭মী বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **ভাবেষু**=ভূ+ঘঞ্=ভাব; ৭মী বহুবচন। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **চিন্ত্যঃ**=চিন্তি+যৎ, ১মা একবচন। **অসি**=অস্+লট্ সি॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্। হে যোগিন! কথং কৈর্বিভূতির্ভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্? বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽসি, ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি?॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথমিতি। কথং বিদ্যাং বিজানীয়ামহং হে যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্? কেষু কেষু চ ভাবেষু বস্তুষু চিন্ত্যোঽসি ধ্যেয়োঽসি ভগবন্ ময়া?॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান সমস্ত ঐশ্বর্যসম্পন্ন বলিয়া অর্জুন তাঁহাকে "যোগিন্" শব্দে সম্বোধন করিলেন। ভগবানের বিভূতি অনন্ত। তিনি কত ভাবে কোথায় কীরূপে বিরাজ করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই নিজ কল্যাণসাধনার্থ অর্জুন নিজ ধ্যানোপযোগী আরাধ্য বিভূতির কথা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥১৭॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] জনার্দন (হে জনার্দন!) আত্মনঃ (স্বীয়) যোগং (যোগ) বিভূতিং চ (ও

বিভূতি) বিস্তরেণ (সবিস্তার) ভূয়ঃ (পুনর্বার) কথয় (বলো) হি (কেননা) [তোমার] অমৃতং (বচনামৃত) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) তৃপ্তিঃ (পরিতোষ) ন অস্তি (হইতেছে না)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে জনার্দন! তুমি পুনর্বার তোমার যোগ ও বিভূতির তত্ত্ব আমাকে সবিস্তারে বলো; কেননা, তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **জনার্দন**=জন-অর্দি+অনচ্, সম্বোধনে ১মা, জনস্য অর্দনঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **আত্মনঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **বিভূতিম্**=বি-ভূ+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **বিস্তরেণ**=বি-স্তৃ+অপ্=বিস্তর, ৩য়া একবচন। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **কথয়**=কথ্+লোট্ হি। **হি**=অব্যয়। **অমৃতম্**=মৃ+ক্ত=মৃত; ন মৃতম্=অমৃতম্—নঞ্ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **শৃণ্বতঃ**=শ্রু+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **তৃপ্তিঃ**=তৃপ্+ক্তিন্, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **অস্তি**=অস্+লট্ তি॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং বহির্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্বজ্ঞত্বসর্বশক্তিত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়, যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধির্নাস্তি॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ বিস্তরেণেতি। বিস্তরেণাত্মনো যোগং যোগৈশ্বর্যশক্তিবিশেষং বিভূতিং চ বিস্তরং ধ্যেয়পদার্থানাম্। হে জনার্দন—অর্দতের্গতিকর্মণো রূপম্। অসুরাণাং দেবপ্রতিপক্ষভূতানাং জনানাং নরকাদিগময়িতৃত্বাজনার্দনঃ। অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপুরুষার্থপ্রয়োজনঃ সর্বৈর্জনৈর্যাচ্যত ইতি বা। ভূয়ঃ পূর্বমুক্তমপি কথয়। তৃপ্তির্হি পরিতোষো যস্মান্নাস্তি মে শৃণ্বতস্ত্বন্মুখনিঃসৃতবাক্যামৃতম্॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি জীবসকলের স্বর্গসুখাদিদাতা ও মুক্তিবিধানকর্তা, তিনিই জনার্দন। তাই অর্জুন নিজ কল্যাণের আশায় জনার্দনরূপী ভগবানকে বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কেননা, তিনি ভিন্ন দীনদুঃখী জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবার আর কে আছে? একে তো ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা এতই মধুর যে, তাহা ভক্তমুখে শুনিলেই শ্রোতার তৃপ্তি হয় না। শুকের মুখে মহারাজ পরীক্ষিৎও ভগবৎ-কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। ভগবানের নিজ মুখে নিজ কথা যে আরও অমৃতময়ী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কী? এই জন্য অর্জুন উহা ভূয়োভূয় শুনিতে চাহিতেছেন॥১৮॥

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) হন্ত [হে] কুরুশ্রেষ্ঠ (হে কুরুশ্রেষ্ঠ!)

দিব্যাঃ (দিব্য) আত্মবিভূতয়ঃ (আত্মবিভূতিসমূহ) প্রাধান্যতঃ (প্রধানতঃ) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলিব) হি (যেহেতু) মে (আমার) বিস্তরস্য (বিস্তৃত বিভূতির) অন্তঃ ন অস্তি (শেষ নাই)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কুরুবংশাবতংস! আমার দিব্য বিভূতি অসীম ও অপার; তবে প্রধান বিভূতিগুলি বিস্তারপূর্বক বলিতেছি॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **হন্ত**=অব্যয় (হেন+ত) (হর্ষে)। **কুরুশ্রেষ্ঠ**=কৃ+কু=কুরু; প্রশস্য+ইষ্ঠ=শ্রেষ্ঠ; কুরূণাং শ্রেষ্ঠঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা। **দিব্যাঃ**=দিব্+যৎ=দিব্য, ১মা বহুবচন। **আত্ম-বিভূতয়ঃ**=বি-ভূ+ক্তি=বিভূতি; আত্মনঃ বিভূতিঃ= আত্মবিভূতিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **প্রাধান্যতঃ**=প্রধান+ষ্যঞ=প্রাধান্য; প্রাধান্য+তসিল্ (তৃতীয়ায়াম্)। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **কথয়িষ্যামি**=কথ্+লৃট্ স্যামি। **হি**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **বিস্তরস্য**=বি-স্তৃ+অপ্=বিস্তর, ৬ষ্ঠী একবচন। **অন্তঃ**=অম্+তন্, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **অস্তি**=অস্+লট্ তি॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পা-সম্বোধনে, দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোঽবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ হন্ত ত ইতি। হন্তেদানীং তে তব দিব্যা দিবি ভবা আত্মবিভূতয় আত্মনো মম বিভূতয়ো যাস্তাঃ কথয়িষ্যামীত্যেতৎ। প্রাধান্যতো যত্র যত্র প্রধানা যা যা বিভূতিস্তাং তাং প্রধানাং প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যাম্যহম্। কুরুশ্রেষ্ঠ। অশেষতস্তু বর্ষশতেনাপি ন শক্যা বক্তুম্। যতো নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে। মম বিভূতীনামিত্যর্থঃ॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "হন্ত" পদ দ্বারা ভগবান অর্জুনের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন ইহাই আশ্বাস দিলেন। তাঁহার অনন্ত বিভূতির কথা, অনন্ত বর্ষার ধারায় লিপিবদ্ধ হইলেও শেষ হয় না। এই জন্য ভগবান নিজ সুপ্রসিদ্ধ বিভূতিগুলির কথা বলিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং অর্জুন যে স্বকীয় কল্যাণার্থ তাহা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছেন, অর্জুনের সে আশা এতাবৎ বিভূতি ব্যাখ্যাতেই পরিপূর্ণ হইবে॥১৯॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] গুড়াকেশ (হে গুড়াকেশ!) সর্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্বভূতের হৃদয়স্থিত) আত্মা অহম্ এব (আত্মা আমিই) ভূতানাম্ (সর্বভূতের) অহম্ [এব] (আমিই) আদিঃ চ (উৎপত্তি) মধ্যং চ (স্থিতি) অন্তঃ চ (ও বিনাশ)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে গুড়াকেশ! সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আনন্দঘন চৈতন্যস্বরূপ আমি। আমিই সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশস্বরূপ॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ গুড়াকেশ=গুড়-আক+টাপ্=গুড়াকা; গুড়াকায়াঃ (নিদ্রায়াঃ) ঈশঃ (জিতম্) ইতি গুড়াকেশ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **সর্বভূত-আশয়স্থিতঃ**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ভূ+ক্ত=ভূত; আ-শী+অচ্=আশয়; স্থা+ক্ত=স্থিত; সর্বাণি ভূতানি=সর্বভূতানি—কর্মধারয়; সর্বভূতানাম্ আশয়ঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সর্বভূতাশয়ে তিষ্ঠতি ইতি, সর্বভূতাশয়+স্থা+ক=সর্বভূতাশয়স্থিত—উপপদ তৎপুরুষ। **আত্মা**=অত+মনিন্=আত্মন্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **ভূতানাম্**=ভূ+ক্ত=ভূত, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **আদিঃ**=আ-দা+কি, ১মা একবচন। **মধ্যম্**=মন্+যক্, ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **অন্তঃ**=অম্+তন্, ১মা একবচন॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে গুড়াকেশ! সর্বেষাং ভূতানামাশয়েষ্বন্তঃকরণেষু সর্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহম্ আদির্জন্ম, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ সর্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র প্রথমমেব তাবচ্ছৃণু—অহমিতি অহমাত্মা প্রত্যগাত্মা। গুড়াকেশ—গুড়াকা নিদ্রা। তস্যা ঈশো গুড়াকেশো জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ। ঘনকেশ ইতি বা। সর্বেষাং ভূতানামাশয়েঽন্তর্হৃদিস্থিতোঽহমাত্মা প্রত্যগাত্মা নিত্যং ধ্যেয়ঃ। তদশক্তেন চোত্তরেষু ভাবেষু চিন্ত্যোঽহং চ চিন্তয়িতুং শক্যঃ। যস্মাদহমেবাদির্ভূতানাং কারণম্। তথা মধ্যং চ স্থিতিঃ। অন্তঃ প্রলয়শ্চ। এবং চ ধ্যেয়োঽহম্॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন, তিনি গুড়াকেশ। অর্জুনকে আলস্য ও তন্দ্রাদি বিযুক্ত জানিয়া ভগবান এইরূপে প্রধান বিভূতি ব্যাখ্যা করিলেন যে, তিনিই জীবের অন্তরাত্মা। জীব আপনাকে জানিতে পারিলেই তাঁহাকে অবগত হইতে পারে। তিনিই সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুস্বরূপ। অর্থাৎ, সকল কার্যেরই মূল কারণ তিনি। সংযতচিত্তগণ ভগবানকে অভিন্ন বোধে এইরূপে চিন্তা করিবেন॥২০॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহম্ (আমি) আদিত্যানাং (আদিত্যগণের মধ্যে) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণুনামক আদিত্য) জ্যোতিষাম্ (প্রকাশগণের মধ্যে) অংশুমান্ (রশ্মিযুক্ত) রবিঃ (সূর্য) মরুতাং (বায়ুগণের মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচি) নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং শশী অস্মি (আমি চন্দ্র হই)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণুনামক আদিত্য, প্রকাশগণের মধ্যে আমি সূর্য, মরুদ্‌গণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্রমা॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ অহম্=অস্মদ্, ১মা একবচন। **আদিত্যানাম্**=অদিতি+ণ্য=আদিত্য, ৬ষ্ঠী বহুবচন, (নির্ধারণে ৬ষ্ঠী)। **বিষ্ণুঃ**=বিষ্+নুক্, ১মা একবচন। **জ্যোতিষাম্**=দ্যুৎ+ইস্=জ্যোতিষ, ৬ষ্ঠী বহুবচন

(নির্ধারণে ৬ষ্ঠী)। **অংশুমান্**=অন্‌শ্‌+কু=অংশু; অংশু+মতুপ্‌, ১মা একবচন। **রবিঃ**=রব+ইন্‌, ১মা একবচন। **মরুতাম্**=মৃ+উতি=মরুৎ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **মরীচিঃ**=মৃ+ঈচি, ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্‌+লট্‌ মি। **নক্ষত্রাণাম্**=নঞ্‌-ক্ষি বা ক্ষর্‌+ষ্ট্রন্‌=নক্ষত্র, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **শশী**=শশ+ইন্‌=শশিন্‌, ১মা একবচন॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। আদিত্যানাঞ্চ দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহং, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্‌ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্যোঽহং, মরুতাং দেববিশেষাণাং (বায়ূনাং) মধ্যে মরীচিনামহমস্মি, যদ্বা সপ্ত মরুদ্‌গণাঃ—তে চ আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ, পরাবহঃ, উদ্বহঃ, সংবহঃ, পরিবহঃ, ইতি মরুদ্‌গণাঃ বায়বস্তেষাং মধ্যে, নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহম্‌। অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্ধারণে ষষ্ঠী, ক্বচিচ্চ "ভূতানামস্মি চেতনা" ইত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী, তচ্চ তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ। বিষ্ণুরিত্যাদিরবতারোঽপি প্রভাবাতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দিশ্যতে। অতঃপরঞ্চাধ্যায়স্যাস্পষ্টার্থত্বেঽপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আদিত্যানামিতি। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং বিষ্ণুর্নামাদিত্যোঽহম্‌। জ্যোতিষাং রবিঃ প্রকাশয়িতৄণামংশুমান্‌ রশ্মিমান্‌। মরীচির্নাম মরুতাং মরুদ্দেবতাভেদানামস্মি। নক্ষত্রাণামহং শশী চন্দ্রমাঃ॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সমস্ত বস্তুর মধ্যে যেখানে প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, সেইখানেই ভগবানের বিভূতি অনুভূত হইয়া থাকে। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে তিনি বিষ্ণু। অগ্নি আদি যত জ্যোতিষ্মান পদার্থ আছে, তন্মধ্যে প্রকাশের আধারভূমি সূর্যই তিনি। মরুদ্‌গণের মধ্যে মরীচিতে তাঁহারই বিভূতির প্রকাশ। অশ্বিনী আদি নক্ষত্ররাজির অধিপতি চন্দ্রমা তিনি। সমস্ত পদার্থই তাঁহার বিভূতি হইলেও যাহাতে বিশেষ বিশেষ বিভূতির প্রকাশ, ভগবান তাহারই উল্লেখ করিতেছেন॥২১॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥২২॥
রুদ্রাণাং শংকরশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্‌।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্‌॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [আমি] বেদানাং (বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ অস্মি (সামবেদ হই) দেবানাং (দেবগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ চ অস্মি (আমি মন) ভূতানাং (ভূতগণের মধ্যে) চেতনা (চেতনা) অস্মি (হই) রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শংকরঃ অস্মি (আমি শঙ্কর) যক্ষরক্ষসাং চ (ও যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের) অহং (আমি) বসূনাং (বসুগণের মধ্যে) পাবকঃ (অগ্নি) অস্মি (হই) শিখরিণাং চ (ও পর্বতগণের মধ্যে) মেরুঃ (সুমেরু)॥২২-২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনাস্বরূপ। রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু॥২২-২৩॥

ব্যাকরণ ঃ **বেদানাম্**=বিদ্+ঘঞ্=বেদ, ৬ষ্ঠী বহুবচন (নির্ধারণে ৬ষ্ঠী)। **সামবেদঃ**=সো+মন্=সামন্, ১মা একবচন=সাম; সামঃ নাম বেদঃ—সুপ্‌সুপা সমাস। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **দেবানাম্**=দিব্+অচ্=দেব, ৬ষ্ঠী বহুবচন (নির্ধারণে ৬ষ্ঠী)। **বাসবঃ**=বসু+অণ্, ১মা একবচন। **ইন্দ্রিয়াণাম্**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **মনঃ**=মন্+অসুন্, ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **ভূতানাম্**=ভূ+ক্ত=ভূত, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **চেতনা**=চিৎ+অনট্=চেতন, চেতন+টাপ্=চেতনা। **রুদ্রাণাম্**=রুদ্+রক্=রুদ্র, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **শংকরঃ**=শম্-কৃ+ট, ১মা একবচন। **যক্ষ-রক্ষসাম্**=যক্ষ্+ঘঞ্=যক্ষ; রক্ষ্+অসুন্=রক্ষস্; যক্ষাশ্চ রক্ষাংসি চ=যক্ষরক্ষাংসি—দ্বন্দ্ব, (ইতরেতর), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বিত্ত-ঈশঃ**=বিত্ত্+ঘঞ্=বিত্ত; ঈশ্+ক=ঈশ; বিত্তানাম্ ঈশঃ—৬ষ্ঠী বহুবচন। **বসূনাম্**=বস্+উ=বসু, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **পাবকঃ**=পূ+ণক্, ১মা একবচন। **শিখরিণাম্**=শিখর+ইন্=শিখরিন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **মেরুঃ**=মি+রু॥২২-২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বেদানামিতি। বাসব ইন্দ্রঃ ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি। রুদ্রাণামিতি! রক্ষসামপি ক্রুরত্বাদিসাম্যাদ্‌যক্ষৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দেশঃ, তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি পাবকোঽগ্নিঃ শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ॥২২-২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ বেদানামিতি। বেদানাং মধ্যে সামবেদোঽস্মি। দেবানাং রুদ্রাদিত্যাদীনাং বাসব ইন্দ্রোঽস্মি। ইন্দ্রিয়াণামেকাদশানাং চক্ষুরাদীনাং মনশ্চাস্মি। সংকল্পবিকল্পাত্মকং মনশ্চাস্মি। ভূতানামস্মি চেতনা। কার্যকারণসংঘাতেঽভিব্যক্তা বুদ্ধের্বৃত্তিশ্চেতনা। রুদ্রাণামিতি। রুদ্রাণামেকাদশানাং শংকরশ্চাস্মি। বিত্তেশঃ কুবেরো যক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং রক্ষসাং চ। বসূনামষ্টানাং পাবকশ্চাস্ম্যগ্নিঃ। মেরুঃ শিখরিণাং শিখরবতামহম্॥২২-২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ স্বরমাধুরীর প্রাধান্যহেতু বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদে ভগবানের বিশেষ বিভূতির প্রকাশ। অগ্নি, বায়ু আদি সমস্ত দেবতাই ভগবদ্বিভূতি হইলেও শ্রেষ্ঠত্বহেতু ইন্দ্রই তাঁহার বিভূতি। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নেতৃত্বহেতু মনেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। আর ভৌতিক রাজ্য মধ্যে চেতনা ব্যতীত কোনো কার্যই হয় না, এই জন্য চেতনাই তাঁহার বিভূতি। রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর নিজ ভক্তগণকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন, এই জন্য শঙ্কর তাঁহার বিভূতি। যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে কুবেরই সম্পূর্ণ ধনের অধিকারী, এই জন্য কুবের তাঁহার বিভূতি। অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বহেতু অগ্নিই তাঁহার বিভূতি। পর্বতসমূহের মধ্যে স্বর্ণরত্নাদির প্রধান আকরভূমি বলিয়া সুমেরুই তাঁহার বিভূতি॥২২-২৩॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) পুরোধসাং চ (পুরোহিতগণের) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং (বৃহস্পতি বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) অহং (আমি) সেনানীনাং (সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্তিকেয়) সরসাং (জলাশয়সমূহের মধ্যে) সাগরঃ (সমুদ্র) অস্মি (হই)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়া আমাকে জানিও। সেনাপতিগণের মধ্যে স্কন্দ আমি এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে সাগর আমি॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **পুরোধসাম্**=পুরস্-ধা+অসি=পুরোধস্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **মুখ্যম্**=মুখ+যৎ, ২য়া একবচন। **বৃহস্পতিম্**=বৃহতাং পতিঃ=বৃহস্পতিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **সেনানীনাম্**=সেনা-নী+ক্বিপ্=সেনানী, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **স্কন্দঃ**=স্কন্দ+অচ্, ১মা একবচন। **সরসাম্**=সৃ+অস্=সরস্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **সাগরঃ**=সগর+অচ্। **অস্মি**=অস্+লট্ মি॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি, সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি, সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পুরোধসামিতি। পুরোধসাং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং প্রধানং মাং বিদ্ধি জানীহি হে পার্থ বৃহস্পতিম্। স হীন্দ্রস্যেতি মুখ্যঃ স্যাৎ পুরোধসাম্। সেনানীনাং সেনাপতীনামহং স্কন্দো দেবসেনাপতিঃ। সরসাং—যানি দেবখাতানি সরাংসি তেষাং সরসাং সাগরোঽস্মি ভবামি॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ রাজাদিগের মধ্যে ত্রিলোকপতি দেবরাজ শ্রেষ্ঠ। বৃহস্পতি তাঁহার পুরোহিত বলিয়া রাজপুরোহিতগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। পৌরোহিত্যে বৃহস্পতির শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত বৃহস্পতি তাঁহার বিভূতি। সমস্ত সেনানায়কের মধ্যে দেবসেনাধিনায়ক কার্তিকেয়ের ন্যায় অব্যর্থ বীর্যবান সেনাপতি আর কেহ হন নাই, এই জন্য তাঁহাতে ভগবানের বিভূতির প্রকাশ। অগাধত্ব ও বিশালত্ব হেতু সাগরই জলাশয়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই জন্য সাগর তাঁহার বিভূতি॥২৪॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিদিগের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু) অস্মি (হই) গিরাম্

(শব্দসমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরং [অস্মি] (আমি একাক্ষর—প্রণব) যজ্ঞানাং (যজ্ঞসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ (জপরূপ যজ্ঞ) [এবং] স্থাবরাণাং (স্থাবরগণের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয় পর্বত) অস্মি (হই)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু; আমি শব্দসমূহের মধ্যে একাক্ষর—ওঁকার; আমি সকল যজ্ঞের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ এবং আমি স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ **গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্**=গিরাম্+অস্মি+একম্+অক্ষরম্। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **মহর্ষীণাম্**=মহান্ ঋষি=মহর্ষি—কর্মধারয়; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ভৃগুঃ**=ভৃজ্+ক্বিপ্+উ, ১মা একবচন। **অস্মি**= অস্+লট্ মি। **গিরাম্**=গির্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **একম্**=এক (ক্লীব), ১মা একবচন। **অক্ষরম্**=ক্ষর+অচ্=ক্ষর; ন ক্ষরঃ=অক্ষরঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **যজ্ঞানাম্**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **জপ-যজ্ঞঃ**=জপ্+অল্=জপ; জপঃ এব যজ্ঞঃ—রূপক কর্মধারয়। **স্থাবরাণাম্**=স্থা+বরচ্=স্থাবর, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **হিমালয়ঃ**=হিমস্য আলয়ঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি। যজ্ঞানাং শ্রৌতস্মার্তানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোঽস্মি॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ মহর্ষীণামিতি। মহর্ষীণাং ভৃগুরহম্। গিরাং বাচাং পদলক্ষণানামেকমক্ষর-মোঙ্কারোঽস্মি। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি। স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং হিমালয়ঃ॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ঋষিদিগের মধ্যে ভৃগু অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন; তাঁহার পদচিহ্ন বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে লক্ষিত হয়। এই জন্য ভৃগুতে তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। অর্থবাচক যত পদ, শব্দ, বাক্য উচ্চারিত হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মবাচক একাক্ষরস্বরূপ ওঁকারই ভগবানের বিভূতি। অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম আদি যত প্রকার যজ্ঞ কথিত আছে, তন্মধ্যে সকল যজ্ঞেই প্রায় হিংসারূপ দোষ দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভগবানের নামজপরূপ মহাযজ্ঞে সেই দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য জপেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। জগতে যত প্রকার অচল পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে হিমালয় বহুরত্নের আকরস্থান, পতিতপাবনী গঙ্গার প্রবাহস্থান এবং ভগবদ্ধ্যানস্তিমিতনেত্র ঋষি, যোগী ও ভক্তগণের আবাসস্থান বলিয়া উহা ভগবানের বিভূতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে॥২৫॥

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥২৬॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [আমি] সর্ববৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষসকলের মধ্যে) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থবৃক্ষ) দেবর্ষীণাং চ (ও দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ (নারদ ঋষি) গন্ধর্বাণাং (গন্ধর্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ (চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব) সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (কপিল মুনি) অশ্বানাং (অশ্বগণের মধ্যে) মাম্ (আমাকে)

অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃতমন্থনকালে জাত) উচ্চৈঃশ্রবসং (উচ্চৈঃশ্রবা) বিদ্ধি (জানিও) গজেন্দ্রাণাম্ (গজেন্দ্রগণের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) [জানিও] নরাণাং চ (ও মনুষ্যগণের মধ্যে) নরাধিপম্ (রাজা) [বলিয়া জানিও]॥২৬-২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি। আমাকে অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া জানিও॥২৬-২৭॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্ববৃক্ষাণাম্**=সর্ব+বচ্=সর্ব; ব্রশ্চ্+কস্=বৃক্ষ; সর্বে বৃক্ষাঃ=সর্ববৃক্ষাঃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অশ্বত্থঃ**=ন+শ্বঃ (কল্য)=অশ্বঃ, নঞ্ তৎপুরুষ; অশ্বঃ+স্থা+ক, ১মা একবচন। **দেবর্ষীণাম্**=দেবঃ চাসৌ ঋষিশ্চেতি=দেবর্ষি—কর্মধারয়; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **নারদঃ**=নার-দা+ক, ১মা একবচন। **গন্ধর্বাণাম্**=গন্ধ-অর্ব্+অচ্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **চিত্ররথঃ**=রম্+ক্থন্=রথ; চিত্রঃ রথঃ যস্য সঃ=বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **সিদ্ধানাম্**=সিধ্+ক্ত=সিদ্ধ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **কপিলঃ**=কপ্+ইলচ্, ১মা একবচন। **মুনিঃ**=মন্+ই, ১মা একবচন। **অশ্বানাম্**=অশ্+ক্বন্=অশ্ব, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অমৃতোদ্ভবম্**=মৃ+ক্ত=মৃত; ন মৃতঃ=অমৃতঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; উৎ-ভূ+অপ্=উদ্ভব; অমৃতাৎ উদ্ভবঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **উচ্চৈঃশ্রবসম্**=উচ্চৈঃ শ্রবস্ যস্য সঃ=উচ্চৈঃশ্রবা—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **গজেন্দ্রাণাম্**=গজানাম্ ইন্দ্রঃ=গজেন্দ্রঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ঐরাবতম্**=ইরাবৎ+অণ্ (উৎপন্নার্থে)=ঐরাবত, ২য়া একবচন। **নরাণাম্**=নৃ+অচ্=নর, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **নরাধিপম্**=নরাণাম্ অধিপ=নরাধিপ, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি॥২৬-২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অশ্বত্থ ইতি। দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি, সিদ্ধানামুৎপত্তিত এবাধিগত পরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি। উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থং ক্ষীরোদধিমথনোদ্ভূতম্ উচ্চৈঃশ্রবসনামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেঽপি সংবধ্যতে, নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি॥২৬-২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অশ্বত্থ ইতি। অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাম্। দেবর্ষীণাং চ নারদঃ। দেবা এব সন্ত ঋষিত্বং প্রাপ্তাঃ—মন্ত্রদর্শিত্বাৎ—দেবর্ষয়ঃ। তেষাং নারদোঽস্মি। গন্ধর্বাণাং চিত্ররথো নাম গন্ধর্বোঽস্মি। সিদ্ধানাং জন্মনৈব ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলো মুনিঃ। উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাম্। উচ্চৈঃশ্রবা নামাশ্বরাজঃ। তং মাং বিদ্ধি জানীহি। অমৃতোদ্ভবমমৃতনিমিত্তমথনোদ্ভবম্। ঐরাবতমিরাবত্যা অপত্যম্। গজেন্দ্রাণাং হস্তীশ্বরাণাম্। তং মাং বিদ্ধি—ইত্যনুবর্ততে। নরাণাং মনুষ্যাণাং চ নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি জানীহি॥২৬-২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বনস্পতিবর্গের মধ্যে নানা সদ্গুণের বিদ্যমানতা প্রযুক্ত অশ্বত্থবৃক্ষই ভগবানের বিশেষ বিভূতি। ভক্তি ও জ্ঞান লাভে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তির জন্য দেবর্ষিগণের মধ্যে

নারদই তাঁহার বিভূতি। রূপ ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতার নিমিত্ত চিত্ররথই গন্ধর্বগণের মধ্যে তাঁহার বিভূতিস্বরূপ। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের আতিশয্যপ্রযুক্ত কপিল মুনির শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় সিদ্ধগণের মধ্যে তিনি ভগবদ্বিভূতি। সর্ববিধ সুলক্ষণ ও পরম শোভাজন্য অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাতে তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। দিব্যতেজ ও দেবরাজের বাহন হওয়ায় হস্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বহেতু ঐরাবতই তাঁহার বিভূতি। মনুষ্যগণকে ধর্মে প্রবৃত্ত ও অধর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার একমাত্র নেতা ও শাসনকর্তা বলিয়া রাজাই মানবগণের মধ্যে তাঁহার বিশেষ বিভূতি॥২৬-২৭॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ আয়ুধানাম্ (অস্ত্রসমূহের মধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং (বজ্র) ধেনূনাং (ধেনুগণের মধ্যে) কামধুক্ অস্মি (আমি কামধেনু) [আমি] প্রজনঃ (পুত্রোৎপাদন হেতু) কন্দর্পঃ (কাম) অস্মি (হই) সর্পাণাং চ (ও সর্পগণের মধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি (আমি বাসুকি)॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি আয়ুধসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, [কামনাসমূহের মধ্যে] পুত্রোৎপাদনার্থ কাম এবং সর্পগণের মধ্যে বাসুকি॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **আয়ুধানাম্**=আ-যুধ্+ক=আয়ুধ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **বজ্রম্**=বজ্+রন্, ১মা একবচন। **ধেনূনাম্**=ধে+নু=ধেনু, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **কামধুক্**=কাম্-দুহ্+ক্বিপ্, ১মা একবচন; কামং দোগ্ধি—উপপদ তৎপুরুষ। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **প্রজনঃ**=প্র-জনি+অচ্। **কন্দর্পঃ**=কম্-দৃপ্+ণিচ্+অচ্। **সর্পাণাম্**=সৃপ্+অচ্=সর্প, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **বাসুকিঃ**=বসু-কৈ+ড=বসুক; বসুক+ইঞ্=বাসুকি, ১মা একবচন॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রং, কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্, প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽস্মি। ন কেবলং সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ, সর্পাণাং সবিষাণাং রাজা বাসুকিরস্মি॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আয়ুধানামিতি। আয়ুধানামহং বজ্রং দধীচ্যস্থিসম্ভবম্। ধেনূনাং দোগ্ধ্রীণামস্মি কামধুগ্বশিষ্ঠস্য সর্বকামানং দোগ্ধ্রী। সামান্যা বা কামধুক্। প্রজনঃ প্রজনয়িতাঽস্মি কন্দর্পঃ কামঃ। সর্পাণাং সর্পভেদানামস্মি বাসুকিঃ সর্পরাজঃ॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বজ্র দধীচি মুনির তপস্তেজোযুক্ত অস্থিজাত বলিয়া অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্রই ভগবানের বিভূতি। যখন যাহা প্রার্থনা করা যায়, কামধেনু তখন তাহাই দান করিতে পারেন বলিয়া কামধেনুই ভগবানের বিভূতি। মৈথুনাভিলাষে যত প্রকার কাম-চেষ্টা আছে, তন্মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য কন্দর্পবৃত্তিই তাঁহার বিভূতি। “প্রজনশ্চ” পদের

চ-কার দ্বারা পুত্রকামনা ব্যতীত বৃথা মৈথুনের নিষেধ করিয়াছেন। সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, সর্পের রাজা বলিয়া তাঁহাতেই ভগবানের বিভূতি লক্ষিত হইয়াছে॥২৮॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥২৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ নাগানাম্ (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ অস্মি (আমি অনন্ত) যাদসাং চ (ও জলচরগণের মধ্যে) অহং বরুণঃ (আমি বরুণ) পিতৃণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) অর্যমা অস্মি (আমি অর্যমা) সংযমতাং চ (ও নিয়মকারিগণের মধ্যে) অহং যমঃ (আমি যম)॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা এবং নিয়মকারিগণের মধ্যে আমি যম॥২৯॥

ব্যাকরণ ঃ **নাগানাম্**=ন অগ=নাগ—সুপ্‌সুপা সমাস, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অনন্তঃ**=অস্+তন্=অন্ত; ন অন্তঃ=অনন্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **যাদসাম্**=যা+দস্=যাদস্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **বরুণঃ**=বৃ+উনন্, ১মা একবচন। **পিতৃণাম্**=পা+তৃচ্=পিতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অর্যমা**=অর্য-মা+কনিন্=অর্যমন্, ১মা একবচন (লঘিমন্ শব্দবৎ)। **সংযমতাম্**=সম্-যম্+ণিচ্+শতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **যমঃ**=যম্+ণিচ্+অচ্, ১মা একবচন॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অনন্ত ইতি। নাগানাং নির্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেষোঽস্মি, যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা বরুণোঽস্মি, পিতৃণাং রাজা অর্যমাস্মি, সংযমতাং নিয়মং কুর্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি॥২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অনন্ত ইতি। অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং—নাগবিশেষাণাং নাগরাজঃ। বরুণো যাদসামহম্—অব্দেবতানাং রাজাঽহম্। পিতৃণামর্যমা নাম পিতৃরাজশ্চাস্মি। যমঃ সংযমতাং সংযমনং কুর্বতামহম্॥২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বিষধর সর্পজাতি হইতে বিষহীন নাগজাতি ভিন্ন। শেষ বা অনন্ত নামক নাগরাজই ভগবানের বিভূতি। জলচরগণের অধিনায়ক বলিয়া বরুণই ভগবানের বিভূতি। পিতৃগণের মধ্যে আধিপত্য প্রযুক্ত অর্যমাই তাঁহার বিভূতি; এবং ধর্মাধর্ম, সুখ-দুঃখরূপ ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে অনুগ্রহ ও নিগ্রহরূপ সংযমকারী যত সমর্থ পুরুষ আছেন, তত্তাবতের মধ্যে যমেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ॥২৯॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥৩০॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥৩১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ দৈত্যানাং (দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অস্মি (আমি প্রহ্লাদ) কলয়তাং চ (সংখ্যাগণনাকারিগণের মধ্যে) অহং কালঃ (আমি কাল) মৃগাণাং চ (চতুষ্পদদিগের মধ্যে) অহং মৃগেন্দ্রঃ (আমি সিংহ) পক্ষিণাং চ (এবং পক্ষিগণের মধ্যে) বৈনতেয়ঃ (গরুড়) পবতাং (বেগগামিগণের মধ্যে) পবনঃ অস্মি (আমি পবন) শস্ত্রভৃতাম্ (শস্ত্রধারিগণের মধ্যে) অহং রামঃ (আমি রাম) ঝষাণাং (মৎস্যগণের মধ্যে) মকরঃ অস্মি (আমি মকর) স্রোতসাং চ (এবং নদীসমূহের মধ্যে) জাহ্নবী অস্মি (আমি গঙ্গা)॥৩০-৩১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, সংখ্যাগণনাকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, চতুষ্পদদিগের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। আমি বেগগামীদিগের মধ্যে বায়ু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা॥৩০-৩১॥

ব্যাকরণ ঃ **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **দৈত্যানাম্**=দিতি+ণ্য, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **প্রহ্লাদঃ**= প্র-হ্লাদ্+ণিচ্+অচ্, ১মা একবচন। চ=অব্যয়। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **কলয়তাম্**=কল্+স্বার্থে ণিচ্+শতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **কালঃ**=কল্+ণিচ্ স্বার্থে+অচ্, ১মা একবচন। **মৃগাণাম্**=মৃগ্+ক=মৃগ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **মৃগেন্দ্রঃ**=মৃগাণাম্ ইন্দ্রঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **পক্ষিণাম্**=পক্ষ+ইন্=পক্ষিন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বৈনতেয়ঃ**=বিনতা+ঢক্, ১মা একবচন। **পবতাম্**=পূ+শতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **পবনঃ**=পূ+অন্, ১মা একবচন। **শস্ত্রভৃতাম্**=শস্+ষ্ট্রন্=শস্ত্র; শস্ত্র-ভৃ+ক্বিপ্=শস্ত্রভৃৎ, ৬ষ্ঠী বহুবচন; শস্ত্রং বিভর্তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **রামঃ**=রম্+ণ, ১মা একবচন। **ঝষাণাম্**=ঝষ্+ঘ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **মকরঃ**=ম-কৃ+অচ্, ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **স্রোতসাম্**=স্রু+তসি=স্রোতস্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **জাহ্নবী**=জহ্নু+অণ্ (অপত্যার্থে)+ঙীপ্॥৩০-৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রহ্লাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহমস্মি, মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ, পক্ষিণাং মধ্যে গরুড়োঽস্মি। পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি, শস্ত্রভৃতাং বীরাণাং রামো দাশরথিঃ পরশুরামঃ, ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরনামা মৎস্যজাতিবিশেষোঽহং, স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী॥৩০-৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ প্রহ্লাদ ইতি। প্রহ্লাদো নাম চাস্মি দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাম্। কালঃ কলয়তাং কলনং গণনং কুর্বতামহম্। মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রঃ সিংহো ব্যাঘ্রো বাঽহম্। বৈনতেয়শ্চ গরুত্মান্ বিনতাসুতঃ পক্ষিণাং পতত্রিণাম্। পবন ইতি। পবনো বায়ুঃ পবতাং পাবয়িতৃণামস্মি। রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্। শস্ত্রাণাং ধারয়িতৃণাং দাশরথী রামোঽহম্। ঝষাণাং মৎস্যাদীনাং মকরো নাম জাতিবিশেষোঽহম্। স্রোতসাং স্রবন্তীনামস্মি জাহ্নবী গঙ্গা॥৩০-৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দৈত্যগণের মধ্যে সাত্ত্বিক স্বভাব ও ভক্তিভাবের জন্য প্রহ্লাদেই

তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। ঘটনাসমূহের সংখ্যাগণনাকারিগণের মধ্যে অখণ্ড দণ্ডায়মান (চিরদিন বিদ্যমান) বলিয়া কালই তাঁহার প্রধান বিভূতি। মৃগাদি পশুবর্গের মধ্যে বল বিক্রম ও গাম্ভীর্যজন্য সিংহেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ এবং আকাশগামী পক্ষিগণের মধ্যে স্বর্গ মর্ত রসাতলে যাতায়াতের সামর্থ্য আছে বলিয়া গরুড়ই তাঁহার বিভূতি। অতিবেগে ভ্রমণকারী পদার্থপুঞ্জের মধ্যে বিশালত্ব ও বেগাতিশয্য প্রযুক্ত বাতই তাঁহার বিভূতি। যুদ্ধকুশল শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রক্ষঃকুলনিধনকারী দশরথকুমার শ্রেষ্ঠবীর শ্রীরামচন্দ্রেই তাঁহার বিশেষ বিভূতির প্রকাশ। অত্যন্ত তেজস্বিতা এবং গঙ্গাদেবীর বাহনত্ব প্রযুক্ত মৎস্যগণের মধ্যে মকরেই ভগবদ্বিভূতি। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা ও সর্বপাতকসংহর্ত্রী বলিয়া নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গাতেই ভগবানের বিশেষ বিভূতি ব্যাখ্যাত হইল॥৩০-৩১॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥৩২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) সর্গাণাম্ (সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে) আদিঃ (উৎপত্তি) অন্তঃ চ (বিনাশ) মধ্যং চ (মধ্য) অহম্ এব (আমিই) বিদ্যানাম্ (বিদ্যাসমূহের মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (অধ্যাত্মবিদ্যা) প্রবদতাম্ (বাদিগণের মধ্যে) অহং বাদঃ (আমি বাদ নামক তর্ক)॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন, সৃষ্ট পদার্থসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আমি; বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা আমি এবং বিবদমান তার্কিক পুরুষগণের কথাসমূহের মধ্যে বাদ আমি॥৩২॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **সর্গাণাম্**=সৃজ্+ঘঞ্=সর্গ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। আদিঃ=আ-দা+কি, ১মা একবচন। **অন্তঃ**=অস্+তন্, ১মা একবচন। **মধ্যম্**=মন্+যক্, ১মা একবচন। চ=অব্যয়। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **বিদ্যানাম্**=বিদ্+ক্যপ্+টাপ্=বিদ্যা; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অধ্যাত্মবিদ্যা**=আত্মানম্ অধিকৃত্য ইতি অধ্যাত্মম্—অব্যয়ীভাব, অধ্যাত্ম+অচ্=অধ্যাত্ম; বিদ্+ক্যপ্+টাপ্=বিদ্যা; অধ্যাত্মস্য বিদ্যা—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **প্রবদতাম্**=প্র-বদ্+শতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বাদঃ**=বদ্+ঘঞ্, ১মা একবচন॥৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈ-বাহম্—"অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ" ইত্যত্র সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বং পারমৈশ্বর্যমুক্তম্; অত্র তে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিন্যো বাদজল্প-বিতণ্ডাখ্যাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোঽহং; যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতস্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈর্দূষ্যতে, স "জল্পো" নাম, যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি, অন্যস্তু ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি—ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি, সা "বিতণ্ডা" নাম কথা; তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্যয়োরন্যয়োর্বা তত্ত্বনিরূপণফলঃ, অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্মদ্‌বিভূতিরিত্যর্থঃ॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সর্গাণামিতি। সর্গাণাং সৃষ্টীনামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহম্। উৎপত্তিস্থিতিলয়া অহমর্জুন। ভূতানাং জীবাধিষ্ঠিতানামেবাদিরন্তশ্চেত্যাদ্যুক্তমুপক্রমে। ইহ তু সর্বস্যৈব সর্গমাত্রস্যেতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং—মোক্ষার্থত্বাৎ—প্রধানমস্মি। বাদোঽর্থনির্ণয়হেতুত্বাৎ প্রবদতাং প্রধানম্। অতঃ সোঽহমস্মি। প্রবক্তৃদ্বারেণ বদনভেদানামেব বাদজল্পবিতণ্ডানামিহ গ্রহণং প্রবদতামিতি ॥৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান যে চেতন পদার্থসমূহের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়স্বরূপ তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকে অচেতন পদার্থসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় আদিও তাঁহার বিভূতিরূপে কথিত হইল। অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা জীবের ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হয়, তজ্জন্য উহাও ভগবানের বিভূতি। তার্কিকগণ যে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডাময় কথা বলিয়া থাকেন, তন্মধ্যে প্রাধান্যহেতু বাদই ভগবানের বিভূতি। গুরু শিষ্যের মধ্যে অথবা সজ্জনগণের মধ্যে সত্যতত্ত্ব নিরূপণার্থ যে প্রশ্নোত্তর হইয়া থাকে, তাহারই নাম বাদ। পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া যে-সকল তর্ক-বিতর্ক হয়, তাহাদের নাম জল্প ও বিতণ্ডা ॥৩২॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অক্ষরাণাম্ (অক্ষরসমূহের মধ্যে) অ-কারঃ অস্মি (আমি অ-কার) সামাসিকস্য চ (ও সমাসসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্ব সমাস) অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ কালঃ (অক্ষয় কালস্বরূপ) অহং বিশ্বতোমুখঃ (আমি সর্বতোমুখ) ধাতা (কর্মফলবিধাতা ঈশ্বর) ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অ-কার, আমি সমাসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস, আমিই অক্ষয় প্রবাহরূপ কাল এবং আমি কর্মের ফলদাতৃগণের মধ্যে অন্তর্যামী ঈশ্বর ॥৩৩॥

ব্যাকরণ ঃ **অক্ষরাণাম্**=অন+ক্ষর=অক্ষর, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অকারঃ**=অ+কার স্বার্থে, ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **সামাসিকস্য**=সমাস+ঠক্=সামাসিক, (সমাসে সাধু=সামাসিক), ৬ষ্ঠী একবচন। **চ**=অব্যয়। **দ্বন্দ্বঃ**=দ্বি+দ্বি। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **অক্ষয়ঃ**=ক্ষি+অচ্=ক্ষয়; ন ক্ষয়ঃ=অক্ষয়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **কালঃ**=কল্+স্বার্থে ণিচ্+অচ্, ১মা একবচন। **বিশ্বতোমুখঃ**=বিশ্ব+(সপ্তম্যাম্) তসিল্=বিশ্বতঃ; বিশ্বতঃ মুখং যস্য স=বিশ্বতোমুখঃ—বহুব্রীহি ॥৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি, তস্য সর্ববাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, তথা চ শ্রুতিঃ—"অকারো বৈ সর্বা বাক্, সৈবা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি" ইতি স্তূয়ত ইতি শ্রেষ্ঠং, সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোঽস্মি উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমস্মি, 'কালঃ কলয়তামস্মীত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সম্বৎসরশতাদ্যায়ুঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে

সতি ক্ষীয়তে; অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যত ইতি বিশেষঃ। কর্মফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা সর্বকর্মফলবিধাতাঽমিত্যর্থঃ॥৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানামকারো বর্ণোঽস্মি। দ্বন্দ্বঃ সমাসোঽস্মি সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য। কিঞ্চ—অহমেবাক্ষয়োঽক্ষীণঃ কালঃ প্রসিদ্ধঃ ক্ষণাদ্যাখ্যঃ। অথবা পরমেশ্বরঃ কালস্যাপি কালোঽস্মি। ধাতাঽহং কর্মফলস্য বিধাতা সর্বজগতঃ। বিশ্বতোমুখঃ সর্বতোমুখঃ॥৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অ-কার সকল বর্ণের প্রথম, এই জন্য উহা ভগবানের বিভূতি। দ্বন্দ্ব সমাসে যেসকল পদ গৃহীত হয়, তাহাদের প্রত্যেক পদেরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া উহা ভগবানের বিভূতি। বহুব্রীহি আদি সমাসে যেমন একটি পদেরই মুখ্যার্থ থাকে, দ্বন্দ্ব সমাসে সেইরূপ পক্ষপাত দৃষ্ট হয় না। কাল সকল ঘটনারই সাক্ষিস্বরূপ; এই জন্য উহা ভগবানের বিভূতি। দেবাদির উদ্দেশে কর্মানুষ্ঠান করিলে তাঁহারা ফলদান করেন সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় চতুর্বর্গ ফলদানে কাহারও সামর্থ্য নাই, এই জন্য ঈশ্বর তাঁহার বিভূতি॥৩৩॥

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥৩৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) [সংহর্তৃগণের মধ্যে] সর্বহরঃ (সর্বহর) মৃত্যুঃ চ (মৃত্যু) ভবিষ্যতাম্ (ভাবিকল্যাণসমূহের বা প্রাণিগণের মধ্যে) উদ্ভবঃ চ (অভ্যুদয়) নারীণাং (নারীগণের মধ্যে) কীর্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ (কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা) [এই সপ্ত দেবতারূপ স্ত্রী আমার বিভূতি]॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি সংহর্তৃগণের মধ্যে মৃত্যু। আমি ভবিষ্যৎ কল্যাণসমূহের মধ্যে উৎকর্ষরূপ উদ্ভব; এবং আমি নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা [ধর্মের এই সপ্ত পত্নী]॥৩৪॥

ব্যাকরণ ঃ **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **সর্বহরঃ**=সর্ব+অচ্=সর্ব; হৃ+অচ্=হর; সর্বান্ হরতি যঃ সঃ=সর্বহরঃ—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **মৃত্যুঃ**=মৃ+ত্যুক্, ১মা একবচন। **ভবিষ্যতাম্**= ভূ+স্যতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **উদ্ভবঃ**=উৎ-ভূ+অচ্, ১মা একবচন। **নারীণাম্**=নর+ঙীষ্=নারী, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **কীর্তিঃ**=কীর্তি+ক্তিন্, ১মা একবচন। **শ্রীঃ**=শ্রি+ক্বিপ্, ১মা একবচন। **বাক্**=বচ্+ক্বিপ্=বাচ্, ১মা একবচন। **স্মৃতিঃ**=স্মৃ+ক্তিন্, ১মা একবচন। **মেধা**=মেধ্+অঙ্+টাপ্। **ধৃতিঃ**=ধৃ+ক্তিন্, ১মা একবচন। **ক্ষমা**=ক্ষম্+অ+টাপ্, ১মা একবচন॥৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মধ্যে সর্বহরো মৃত্যুরহং, ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহং, নারীণাং মধ্যে কীর্ত্যাদ্যাঃ সপ্তদেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহং; যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ॥৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ মৃত্যুরিতি—মৃত্যুর্দ্বিবিধঃ। ধনাদিহরঃ প্রাণহরশ্চ। তত্র যঃ প্রাণহরঃ সর্বহরঃ স উচ্যতে। সোঽহমিত্যর্থঃ। অথবা পর ঈশ্বরঃ প্রলয়ে সর্বহরণাৎ সর্বহরঃ। সোঽহম্। উদ্ভব উৎকর্ষোঽভ্যুদয়ঃ। তৎপ্রাপ্তিহেতুশ্চাহম্। কেষাম্? ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানামুৎকর্ষপ্রাপ্তিযোগ্যা-নামিত্যর্থঃ। কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমেত্যেতা উত্তমাঃ স্ত্রীণামহমস্মি। যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি লোকঃ কৃতার্থমাত্মানং মন্যতে॥৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জীবমাত্রেরই উপর মৃত্যুর আধিপত্য আছে বলিয়া উহা ভগবানের বিভূতি। ঐশ্বর্যের উৎকর্ষরূপ উদ্ভবই পরম কল্যাণস্বরূপ; এই জন্য উহা ভগবদ্বিভূতি। ধর্মপ্রবৃত্তিসমূহের দ্বারা জীবের মুক্তিমার্গে গতি হয়, এই জন্য উহাও ভগবদ্বিভূতি। যাহার দ্বারা চতুর্দিকে যশ ব্যাপ্ত হয়, তাহার নাম কীর্তি। ধর্ম ও কামের নাম শ্রী; উজ্জ্বল শোভা বা কান্তির নামও শ্রী। সর্বার্থপ্রকাশিনী সংস্কৃত বাণীর নাম বাক্। যে-শক্তির দ্বারা পূর্বাভ্যস্ত বিষয় মনে পুনরভ্যুদিত হয়, তাহার নাম স্মৃতি। বহু গ্রন্থার্থ ধারণ করিবার শক্তির নাম মেধা। বহু পীড়াদি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও শরীরে [ইন্দ্রিয়রূপ সঙ্ঘাতের] স্থিরতা রক্ষা করিবার শক্তির নাম ধৃতি; অথবা প্রবর্তিত বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার শক্তির নাম ধৃতি। হর্ষ-বিষাদে অক্ষুণ্ণচিত্ততার নাম ক্ষমা॥৩৪॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥৩৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং সাম্নাং (সামসমূহের মধ্যে) বৃহৎসাম (বৃহৎসাম) ছন্দসাং (ছন্দসমূহের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী) মাসানাম্ (মাসসমূহের মধ্যে) অহং (আমি) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ) তথা (এবং) ঋতূনাং (ঋতুসমূহের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত ঋতু)॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি গীতিবিশেষরূপ সামসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, আমি ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রী। আমি মাসসমূহের মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) এবং আমি ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু॥৩৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **সাম্নাম্**=সো+মন্=সামন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বৃহৎসাম**=বৃহ+অতি=বৃহৎ; বৃহৎ সামঃ=বৃহৎসাম—কর্মধারয়। **ছন্দসাম্**=ছদি+অচ্=ছন্দস্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **গায়ত্রী**=গায়ৎ+ত্রৈ+ড+ঙীপ্। **তথা**=অব্যয়। **মাসানাম্**=মাস্+অণ্=মাস, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **মার্গশীর্ষঃ**=মার্গশীর্ষী+অণ্ (তদ্‌যুক্তার্থে)। **ঋতূনাম্**=ঋ (গমন করা)+তুক্=ঋতু, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **কুসুমাকরঃ**=কুসুমানাম্ আকরঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন, (কুস্+উম্)=কুসুম॥৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বৃহদিতি। "ত্বাম্ ইন্দ্রং হবামহে" ইত্যস্যাম্ ঋচি গীয়মানং বৃহৎ সামাহং, তেন চেন্দ্রঃ সর্বেশ্বরত্বেন স্তূয়ত ইতি শ্রেষ্ঠং; ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহং দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ; কুসুমাকরো বসন্তঃ॥৩৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ বৃহৎসামেতি। বৃহৎসাম মোক্ষপ্রতিপাদকসামবেদবিশেষস্তথা সাম্নাং প্রধানমস্মি। গায়ত্রী ছন্দসামহম্। গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং গায়ত্র্যহমিত্যর্থঃ। মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্। ঋতূনাং কুসুমাকরো বসন্তঃ॥৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ যে ভগবানের বিভূতি ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ নামের মধ্যে যেখানে ইন্দ্রের স্তুতিরূপ গীতি আছে, সেই বৃহৎসাম ভগবানের বিশেষ বিভূতি। সকল ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীর দ্বিজত্বসম্পাদকতা শক্তি থাকায় উহা ভগবানের বিভূতি। মার্গশীর্ষে উত্তাপের অল্পতা হয় বলিয়া উহাও ভগবানের বিভূতি। বসন্ত ঋতুতে বন ও উপবন নানা পুষ্পগন্ধে আমোদিত হয় বলিয়া এবং সুস্নিগ্ধ সমীরণে রোগিগণ আরোগ্য লাভ করে বলিয়া বসন্তে ভগবদ্বিভূতির প্রকাশ॥৩৫॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥৩৬॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥৩৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) ছলয়তাং (প্রবঞ্চকগণের) দ্যূতং (দ্যূতক্রীড়ারূপ ছল) তেজস্বিনাং (তেজস্বী পুরুষগণের) তেজঃ অস্মি (তেজ হই) অহং (আমি) জয়ঃ অস্মি (জয় হই) [উদ্যোগিগণের] ব্যবসায়ঃ (অধ্যবসায়) অস্মি (হই) অহং (আমি) সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিকগণের) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) অহং (আমি) বৃষ্ণীনাং (যাদবগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ (বাসুদেব) অস্মি (হই) পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) মুনীনাম্ অপি (মুনিগণের মধ্যে) ব্যাসঃ (বেদব্যাস) কবীনাম্ (কবিগণের মধ্যে) উশনা কবিঃ (কবি শুক্র)॥৩৬-৩৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি প্রবঞ্চকগণের দ্যূতক্রীড়ারূপ ছল, তেজস্বী পুরুষদিগের আমি তেজ, আমিই বিজয়ী পুরুষদিগের জয়, আমি ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়, আমি সত্ত্বগুণযুক্তপুরুষদিগের সত্ত্বগুণ। আমি যাদবগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, আমি মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্র॥৩৬-৩৭॥

ব্যাকরণ ঃ **তেজস্তেজস্বিনামহম্**=তেজঃ+তেজস্বিনাম্+অহম্। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ছলয়তাম্**=ছো+কলচ্=ছল; ছল+অচ্=ছল, ছল+শতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **দ্যূতম্**=দিব্+ক্ত=দ্যূত (ক্লীব), ১মা একবচন। **তেজস্বিনাম্**=তেজস্+বিনি=তেজস্বিন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **তেজঃ**=তিজ্+অস্=তেজস্, (ক্লীব), ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **জয়ঃ**=জি+অচ্, ১মা একবচন। **ব্যবসায়ঃ**=বি-অব-সো+ঘঞ্, ১মা একবচন। **সত্ত্ববতাম্**=সদ্+ত্ব(ভাবে)=সত্ত্ব; সত্ত্ব+মতুপ্=সত্ত্ববৎ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **সত্ত্বম্**=সৎ+ত্ব=সত্ত্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **বৃষ্ণীনাম্**=বৃষ+নি=বৃষ্ণি, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বাসুদেবঃ**=বসুদেব+অণ্, ১মা একবচন। **পাণ্ডবানাম্**=পাণ্ডু+অণ্, ৬ষ্ঠী বহুবচন।

ধনঞ্জয়ঃ=ধন+জি+খচ্; ধনং জয়তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **মুনীনাম্**=মন্+ইন্=মুনি, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **ব্যাসঃ**=বি-আ-অস্+অচ্, ১মা একবচন। **কবীনাম্**=কব্+ইন্,=কবি, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **উশনা**=বস+কনসি=উশনস্; ১মা একবচন। **কবিঃ**=কব্+ইন্, ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+ লট্ মি॥৩৬-৩৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোঽন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি, তেজস্বিনাং প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবোঽস্মি; জেতৃণাং জয়োঽস্মি, ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি; সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহম্। বৃষ্ণীনামিতি। বাসুদেবো যোঽহং ত্বামুপদিশামি, ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ, মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽস্মি, কবীনাং শাস্ত্রদর্শিনামুশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ॥৩৬-৩৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ দ্যূতমিতি। দ্যূতমক্ষদেবনাদিলক্ষণং ছলয়তাং ছলস্য কর্তৃণামস্মি। তেজোঽহং তেজস্বিনাম্। জয়োঽস্মি জেতৃণাম্। ব্যবসায়োঽস্মি ব্যবসায়িনাম্। সত্ত্বং সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানামহম্। বৃষ্ণীনামিতি। বৃষ্ণীনাং যাদবানাং বাসুদেবোঽস্মি—অয়মেবাহং ত্বৎসখঃ। পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ—ত্বমেব। মুনীনাং মননশীলানাং সর্বপদার্থজ্ঞানামপ্যহং ব্যাসঃ। কবীনাং ক্রান্তদর্শিনামুশনাঃ কবিরস্মি॥৩৬-৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে যে উপায়ের দ্বারা পরকে প্রবঞ্চনা করা যায়, দ্যূতক্রীড়া তন্মধ্যে প্রধান; এই জন্য উহা ভগবদ্বিভূতি। তেজস্বিগণের প্রভাবে অপর লোকসকল আজ্ঞাবহ থাকে, এই জন্য সেই প্রভাবও ভগবানের বিভূতি। বিজয়ী পুরুষগণ অন্যকে পরাভব করিয়া নিজ জয়জন্য পরমোল্লাসযুক্ত হন; এই জন্য জয়ও ভগবানের বিভূতি। সদুপায়ের দ্বারা উদ্যোগিগণ যে-বৃত্তি অবলম্বন করেন, নির্দোষিতাপ্রযুক্ত ঐ ব্যবসায়ও ভগবদ্বিভূতি। সাত্ত্বিক পুরুষগণের যে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যরূপ সত্ত্বগুণের কার্য, তাহাও ভগবানের বিশেষ বিভূতি।

যদুকুলে কৃষ্ণরূপ দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূভারহরণ ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণমূর্তি তাঁহার বিভূতি। ভগবানের সহিত সখ্যপ্রযুক্ত পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুন তাঁহার বিভূতি। মননশীল মুনিগণের মধ্যে বেদপ্রচারের প্রযত্নজন্য বেদব্যাস বেদবক্তা ভগবানের বিশেষ বিভূতি। শাস্ত্রের সূক্ষ্মার্থ বুঝিবার সামর্থ্যজন্য শুক্র নামক কবিতে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ॥৩৬-৩৭॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥৩৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) দময়তাং (দমনকারিগণের) দণ্ডঃ অস্মি (দণ্ড হই) জিগীষতাং (জয়েচ্ছুগণের) নীতিঃ অস্মি (নীতি হই) গুহ্যানাং (গোপ্যবিষয়-সমূহের মধ্যে) মৌনম্ এব (মৌনই) জ্ঞানবতাং চ (ও জ্ঞানিগণের) জ্ঞানম্ অস্মি (জ্ঞান হই)॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি দমনকারিগণের দণ্ডস্বরূপ, আমি জিগীষুগণের ন্যায়রূপ নীতি, আমি গুহ্যার্থ বিষয়ে মৌন এবং আমি জ্ঞানিগণের জ্ঞানস্বরূপ॥৩৮॥

ব্যাকরণ ঃ **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **দময়তাম্**=দম্+শতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **দণ্ডঃ**=দণ্ড্+অচ্, ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **জিগীষতাম্**=জি+সন্+শতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **নীতিঃ**=নী+ক্তিন্, ১মা একবচন। **গুহ্যানাম্**=গুহ্+ক্যপ্=গুহ্য, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **মৌনম্**=মুনি+অণ্, (ক্লীব), ১মা একবচন। **এব**= অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **জ্ঞানবতাম্**=জ্ঞা+ল্যুট্(অনট্)+মতুপ্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+ল্যুট্(অনট্), ১মা একবচন॥৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ দণ্ড ইতি। দময়তাং দমনকর্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি, যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি, স দণ্ডো মদ্বিভূতিঃ, জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যুপায়রূপা নীতিরস্মি, গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনবচনমস্মি, নহি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে, জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যৎ জ্ঞানং তদহমস্মি॥৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ দণ্ড ইতি। দণ্ডো দময়তাং দময়িতৃণামস্মি—অদান্তানাং দমনকারণম্। নীতিরস্মি জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাম্। মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং গোপ্যানাম্। জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কুপথগামিগণকে সুপথে আনিবার জন্য শিক্ষক বা রাজা প্রমুখ যে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, সেই দণ্ড ভগবানের বিভূতি। অন্যায় উপায়ে অনেকে অন্যকে পরাভব করিয়া থাকে, তাহা নিন্দিত। এই জন্য যে ন্যায়রূপ নীতি দ্বারা অন্যকে পরাভব করা যায়, সেই নীতিই ভগবানের বিভূতি। গোপনীয় বিষয় প্রকাশিত হইলে পাছে নিজের বা অপরের হানি হয়, এই জন্য লোকে যে মৌনাবলম্বন করে, সেই মৌনতাও ভগবদ্বিভূতি। সন্ন্যাসের সহিত শ্রবণ-মননপূর্বক আত্মনিদিধ্যাসনই প্রকৃত মৌনাবলম্বন। জ্ঞানীর আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারপাশ বিমোচন হয়, এই জন্য জ্ঞান ভগবানের সাক্ষাৎ বিভূতি॥৩৮॥

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥৩৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) যৎ চ (যাহা কিছু) সর্বভূতানাং (ভূতসমূহের) বীজং (মূলকারণ) তৎ অপি (তাহাও) অহম্ (আমি)। ময়া বিনা (আমা ব্যতীত) যৎ স্যাৎ (যাহা হইতে পারে) তৎ (সেই) চরাচরং ভূতং (স্থাবরজঙ্গম বস্তু) ন অস্তি (নাই)॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভূতসমূহের মূলকারণ চেতনস্বরূপ আমি। আমা ব্যতীত চরাচরে কোনো বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, এরূপ বস্তু নাই॥৩৯॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়।

অপি=অব্যয়। **সর্বভূতানাম্**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ভূ+ক্ত=ভূত; সর্বাণি ভূতানি=সর্বভূতানি—কর্মধারয়; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বীজম্**=বি-জন্+ড (ক্লীব), ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অহম্**= অস্মদ্, ১মা একবচন। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **বিনা**=অব্যয়। **স্যাৎ**=অস্+বিধিলিঙ্ যাৎ। **চর-অচরম্**=চর্+অচ্=চর; ন চরঃ=অচরঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; চরঞ্চ অচরঞ্চ=চরাচরম্—দ্বন্দ্ব, ১মা একবচন। **ভূতম্**=ভূ+ক্ত=ভূত (ক্লীব), ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **অস্তি**=অস্+লট্ তি॥৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যচ্চাপীতি। যদপি সর্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণ তদহং, তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ স্যাদ্‌ভবেৎ তচ্চরমচরং বা ভূতং নাস্ত্যেবেতি॥৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যচ্চাপীতি। যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণম্। তদহমর্জুন। প্রকরণোপসংহারার্থং বিভূতিসংক্ষেপমাহ—ন তদস্তি ভূতং চরাচরং চরমচরং বা। ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবেৎ। ময়াঽপ্রবিষ্টং পরিত্যক্তং নিরাত্মকং শূন্যং হি তৎ স্যাৎ। অতো মদাত্মকং সর্বমিত্যর্থঃ॥৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বৃক্ষের কারণ যেমন বীজ, সেইরূপ সর্বভূতের মূলকারণ মায়োপহিত চৈতন্যে ভগবানের বিভূতি। সেই মূলবীজ ব্যতীত কোনো ভূতই উৎপন্ন হইতে পারে না॥৩৯॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥৪০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পরন্তপ (হে পরন্তপ!) মম (আমার) দিব্যানাং (দিব্য) বিভূতীনাম্ (বিভূতিসমূহের) অন্তঃ (সীমা) ন অস্তি (নাই)। এষ তু (এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বিস্তর) ময়া (মৎকর্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল)॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমার বিভূতির সীমা নাই; হে পরন্তপ! আমি যাহা কিছু তোমাকে বলিলাম তাহা আমার বিভূতির সংক্ষেপ মাত্র॥৪০॥

ব্যাকরণ ঃ **বিভূতের্বিস্তরঃ**=বিভূতেঃ+বিস্তরঃ; বিস্তরঃ=বি-স্তৃ+অপ্=বিস্তর, ১মা একবচন। **পরন্তপ**=পর-তপ্+ণিচ্+খচ্; পরং তাপয়তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **দিব্যানাম্**=দিব্+যৎ=দিব্য, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বিভূতীনাম্**=বি-ভূ+ক্তিন্=বিভূতি, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অন্তঃ**= অস্+তন্, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **অস্তি**= অস্+লট্ তি। **এষঃ**=এতদ্ (পুং), ১মা একবচন। **তু**= অব্যয়। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **উদ্দেশতঃ**=উৎ-দিশ্+ঘঞ্=উদ্দেশ; উদ্দেশ+তসিল্ (তৃতীয়ায়াম্)। **প্রোক্তঃ**=প্র-ব্রূ+ক্ত॥৪০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রকরণার্থমুপসংহরতি—নান্তোঽস্তীতি। অনন্তত্বাদ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে; এষ তু বিভূতিবিস্তর উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ॥৪০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ নান্ত ইতি। নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং বিস্তরাণাং পরন্তপ। ন হীশ্বরস্য সর্বাত্মনো দিব্যানাং বিভূতীনামিয়ত্তা শক্যা বক্তুং জ্ঞাতুং বা কেনচিৎ। এষ তূদ্দেশত একদেশেন প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥৪০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গের সন্তাপদাতা, এই জন্য ভগবান তাঁহাকে পরন্তপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ভগবানের বিভূতি বলিয়া শেষ করা যায় না। সর্বজ্ঞ ব্যক্তিও তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন না। পাছে অর্জুন বলেন, ভগবন্! তবে তুমি কীরূপে নিজ বিভূতি ব্যাখ্যা করিলে? তাই ভগবান বলিলেন যে, তাঁহার দিব্য বিভূতি যাহা কিছু কথিত হইল, তাহা সংক্ষেপ মাত্র। বস্তুতঃ, বিস্তারপূর্বক তাহার বর্ণনা হওয়াই অসম্ভব॥৪০॥

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥৪১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্যযুক্ত) শ্রীমৎ (লক্ষ্মীযুক্ত অর্থাৎ শোভাসম্পন্ন) ঊর্জিতম্ এব বা (কিংবা প্রভাবসম্পন্ন) যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং (পদার্থ) তৎ তৎ এব (তাহা তাহাই) মম (আমার) তেজোঽংশসম্ভবং (প্রভাবের অংশসমুদ্ভূত) ত্বম্ (তুমি) অবগচ্ছ (জানিও)॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাহা যাহা ঐশ্বর্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত ও বলশালী, সেই সেই পদার্থই আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে॥৪১॥

ব্যাকরণ ঃ **তত্তদেবাবগচ্ছ**=তৎ+তৎ+এব+অবগচ্ছ। **বিভূতিমৎ**=বি-ভূ+ক্তিন্=বিভূতি; বিভূতি+মতুপ্=বিভূতিমৎ। **শ্রীমৎ**=শ্রি+ক্বিপ্=শ্রী; শ্রী+মতুপ্=শ্রীমৎ। **ঊর্জিতম্**=ঊর্জ+ক্ত=ঊর্জিত, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **বা**=অব্যয়। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সত্ত্বম্**=সৎ+ত্ব=সত্ত্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **তেজঃ-অংশ-সম্ভবম্**=তিজ্+অসুন্=তেজস্, (ক্লীব), ১মা একবচন=তেজ; অংশ=অন্শ্ (ভোগ করা)+ঘঞ্; সম্-ভূ+অপ্=সম্ভব; অংশাৎ সম্ভবম্=অংশ-সম্ভবম্—৫মী তৎপুরুষ; তেজসঃ অংশ-সম্ভবম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **অবগচ্ছ**=অব-গম্+লোট্ হি॥৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যৎ যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্যযুক্তং শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্ ঊর্জিতং কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্‌যৎ সর্বং বস্তুমাত্রং ভবেত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতম্ অবগচ্ছ জানীহি॥৪১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদ্‌যদিতি। যদ্‌যল্লোকে বিভূতিমদ্বিভূতিযুক্তং সত্ত্বং বস্তু। শ্রীমৎ—শ্রীলক্ষ্মীঃ। তয়া সহিতম্। ঊর্জিতমেব বা। উৎসাহোপেতং বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং জানীহি—মমেশ্বরস্য তেজোমংঽশসম্ভবম্। তেজসোঽংশ একদেশঃ সম্ভবো যস্য তত্তেজোঽংশসম্ভবমিত্যবগচ্ছ ত্বং জানীহি॥৪১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ উপসংহারকালে ভগবান অর্জুনকে সংক্ষেপে এই কথা বলিলেন যে, যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা শ্রেষ্ঠ বা যাহাতেই অসাধারণ ভাব দেখিবে, তাহাতেই ভগবানের শক্তির বিকাশ বলিয়া বুঝিয়া লইবে॥৪১॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অথবা [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) এতেন বহুনা (এত অধিক) জ্ঞাতেন (জানিয়া) তব (তোমার) কিম্ (কী প্রয়োজন)? [এইমাত্র জানিয়া রাখো যে] অহম্ (আমি) ইদং (এই) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ একাংশেন (জগৎ একাংশমাত্রে) বিষ্টভ্য (ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (অধিষ্ঠান করিতেছি)॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অথবা হে অর্জুন! অধিক জানিবার আর তোমার কী প্রয়োজন? ইহাই জানিয়া রাখো যে, আমি আমার একাংশমাত্রে এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি॥৪২॥

ব্যাকরণ ঃ **অথবা**=অব্যয়। **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **এতেন**=এতদ্ (পুং), ৩য়া একবচন। **বহুনা**=বংহ্+কু=বহু, ৩য়া একবচন। **জ্ঞাতেন**=জ্ঞা+ক্ত=জ্ঞাত, ৩য়া একবচন। **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **কিম্**=অব্যয়। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **কৃৎস্নম্**=কৃৎ+কৃস্ন (ক্লীব), ২য়া একবচন। **জগৎ**=গম্+ক্বিপ্, ২য়া একবচন। **এক-অংশেন**=অন্শ্+অচ্=অংশ; একঃ অংশ=একাংশ—কর্মধারয়, ৩য়া একবচন। **বিষ্টভ্য**=বি-স্তম্ভ+ল্যপ্। **স্থিতঃ**=স্থা+ক্ত॥৪২॥

দশমোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন? সর্বত্র সমদৃষ্টিমেব কুর্বিত্যাহ—অথবেতি। বহুনা পৃথক্ জ্ঞাতেন কিং তব কার্যম্? যস্মাদিদং সর্বং জগদেকাংশনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেবাবস্থিতঃ, ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" (ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের ৩য় মন্ত্র) ইতি শ্রুতেঃ॥৪২॥

"ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি।
ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতির্দশমেঽব্রবীৎ॥"

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথবেতি। অথবা বহুনৈতেনৈবমাদিনা কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন স্যাৎ সাবশেষেণ? অশেষতস্ত্বমিমমুচ্যমানমর্থং শৃণু—বিষ্টভ্য বিশেষতঃ স্তম্ভনং দৃঢ়ং কৃত্বা। ইদং কৃৎস্নং জগৎ। একাংশেনৈকাবয়বেনৈকপাদেন সর্বভূতস্বরূপেণেত্যেতৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি[1]। স্থিতোঽহমিতি॥৪২॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই শ্লোকে প্রথমে "অথবা" শব্দের দ্বারা ভগবান ইহারই সূচনা করিলেন যে, তাঁহার কথিত পূর্বোল্লিখিত বিভূতিসকল অল্পাধিকারিগণ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানলাভ করিবে। কিন্তু অর্জুনকে জ্ঞানী জানিয়া তিনি বলিলেন যে, তোমার এত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি জানিবার প্রয়োজন নাই। তুমি উত্তমাধিকারী। পরমাত্মার একাংশমাত্রে জগৎ অবস্থিত—এইরূপে তাঁহাকে সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষ বলিয়া ধ্যান করো॥৪২॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥

---

১ ঋগ্বেদসংহিতা, ১০/৯০/৩

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ
মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া) পরমং গুহ্যম্ (পরম গুহ্য) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং (আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক) যৎ বচঃ (যে-কথা) ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) উক্তং (উক্ত হইল) তেন (তদ্দ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ বিগতঃ (মোহ দূর হইল)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে ভগবন্! তুমি অনুগ্রহ করিয়া যে অধ্যাত্মতত্ত্বের পরম গুহ্যকথা বর্ণনা করিলে, তাহা শুনিয়া আমার মোহ অপনোদিত হইল॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **মৎ-অনুগ্রহায়**=অনু-গ্রহ্+অপ্=অনুগ্রহ; মম বা ময়ি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ বা সুপ্সুপা তস্মৈ, তাদর্থ্যে ৪র্থী। **পরমম্**=পৃ+অচ্=পর; পর-মা+ক=পরম (ক্লীব), ১মা একবচন। **গুহ্যম্**=গুহ্+ক্যপ্=গুহ্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্**=আত্মানম্ অধিকৃত্য ইতি অধ্যাত্ম=অব্যয়ীভাব; অধ্যাত্মস্য সংজ্ঞা—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্-জ্ঞা+অঙ্=সংজ্ঞা; অধ্যাত্মসংজ্ঞা+ইতচ্ জাতার্থে=অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **বচঃ**=বচ্+অসুন্=বচস্ (ক্লীব), ১মা একবচন (কর্মে)। **ত্বয়া**=যুষ্মদ্, ৩য়া একবচন। **উক্তম্**=ব্রূ+ক্ত=উক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **তেন**=তদ্ (ক্লীব), ৩য়া একবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অয়ম্**=ইদম্ (পুং), ১মা একবচন। **মোহঃ**=মুহ্+ঘঞ্ ১মা একবচন। **বিগতঃ**=বি-গম্+ক্ত॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ

বিভূতের্বৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ।
দিদৃক্ষোরর্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তং; তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্বোক্তমভিনন্দয়ন্নর্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মদনুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেক-বিষয়ং যত্ত্বয়োক্তং বচঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" (২/১১) ইত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্যন্তং যদ্বাক্যং, তেন মমায়ং মোহঃ—'অহং হন্তা, এতে হন্যন্তে' ইত্যাদি লক্ষণভ্রমো বিগতো বিনষ্ট আত্মনঃ কর্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ ভগবতো বিভূতয় উক্তাঃ। তত্র চ—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ—ইতি ভগবতাঽভিহিতং শ্রুত্বা যজগদাত্মরূপমাদ্যমৈশ্বরং তৎ সাক্ষাৎকর্তুমিচ্ছন্নর্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি। মদনুগ্রহায় মদনুগ্রহার্থম্‌। পরমং নিরতিশয়ম্‌। গুহ্যং গোপ্যম্‌। অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ম্‌। যত্ত্বয়োক্তং বচো বাক্যম্‌। তেন বচসা মোহোঽয়ং বিগতো মম। অবিবেকবুদ্ধিরপগতেত্যর্থঃ॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভ্রাতা পুত্রাদির মরণ স্মরণ করিয়া অর্জুন যে ক্ষত্রধর্ম পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণে এতগুলি জীবের প্রাণ নষ্ট হইবে এই যে আশঙ্কা হইয়াছিল, ভগবানের মুখে তাঁহার বিভূতিতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এতাবদ্‌ভ্রান্তির শান্তি হইল। যে-সকল শাস্ত্রীয় গুহ্যকথা অনধিকারী পুরুষগণ শুনিতে পায় না এবং যাহা আত্মানাত্মবিবেকযুক্ত পুরুষ ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না, সেই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি শ্রবণ করিয়া অর্জুন আপনাকে যে ভীষ্ম দ্রোণাদির হননকর্তা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; সেই মিথ্যা অভিমান দূরীভূত হইল। অর্জুন বুঝিলেন যে, কোনো কার্যেই আমার কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই॥১॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্‌॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কমলপত্রাক্ষ (হে পদ্মপলাশলোচন!) ত্বত্তঃ (তোমার নিকট হইতে) ভূতানাং (ভূতগণের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও লয়) ময়া (মৎকর্তৃক) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) শ্রুতৌ (শ্রুত হইল) [তোমার] অব্যয়ং (অক্ষয়) মাহাত্ম্যম্‌ অপি চ (মাহাত্ম্যও) [মৎকর্তৃক শ্রুত হইল]॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কমলপত্রাক্ষ! তোমার নিকট ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় এবং তোমার সোপাধিক ও নিরুপাধিক অব্যয়মাহাত্ম্য আমি সবিস্তারে শ্রবণ করিলাম॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **কমল-পত্র-অক্ষ**=কমলস্য পত্রম্‌=কমলপত্রম্‌—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; কমলপত্রম্‌ ইব অক্ষি যস্য ইতি=কমলপত্রাক্ষি+ষচ্‌=কমলপত্রাক্ষঃ, তৎ সম্বোধনে। **ত্বত্তঃ**=তৎ (যুষ্মদ্‌ ৫মী একবচন)+তসিল্‌ (পঞ্চম্যাম্‌)। **ভূতানাম্‌**=ভূ+ক্ত=ভূত, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ভবাপ্যয়ৌ**=ভূ+অচ্‌ কর্তরি বা ঘ করণে=ভবঃ। অপি+ই+অচ্‌=অপ্যয়; ভবশ্চ অপ্যয়শ্চ=(ভবাপ্যয়ৌ)—দ্বন্দ্ব; ১মা দ্বিবচন। **ময়া**=অস্মদ্‌, ৩য়া একবচন। **বিস্তরশঃ**=বি-স্তৃ+অপ্‌=বিস্তর; বিস্তর+শস্‌=বিস্তরশঃ; **শ্রুতৌ**=শ্রু+ক্ত=শ্রুত, ১মা দ্বিবচন। **অব্যয়ম্‌**=বি+ই+অচ্‌ ভাবে=ব্যয়; অবিদ্যমানঃ ব্যয়ঃ অস্য ইতি—অব্যয়ম্‌। **মাহাত্ম্যম্‌**=মহাত্মন্‌+ষ্যঞ্‌, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ ভবেতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবত ইতি শ্রুতৌ ময়া "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃপুনঃ। কমলস্য পত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য তব হে কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি

চাব্যয়ম্ অক্ষয়ং শ্রুতম্। বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বেঽপি সর্বনিয়ন্তৃত্বেঽপি শুভাশুভকর্মকারয়িতৃত্বেঽপি বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপি অবিকারাবৈষম্যাসঙ্গৌদাসীন্যাদি লক্ষণমপরিমিতং মহত্ত্বঞ্চ শ্রুতম্ "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" ইতি, "ময়া ততমিদং সর্বম্" ইতি, "ন চ মাং তানি কর্মাণি" ইতি "সমোঽহং সর্বভূতেষু" ইত্যাদিনা চ; অতস্ত্বৎপরতন্ত্রাণামপি জীবানামহং কর্তেত্যাদির্মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—ভবাপ্যয়াবিতি। ভব উদ্ভব উৎপত্তিঃ। অপ্যয়ঃ প্রলয়ো হি ভূতানাম্। তৌ ভবাপ্যয়ৌ শ্রুতৌ বিস্তরশঃ। ন সংক্ষেপতঃ। ময়া। ত্বত্তস্ত্বৎসকাশাৎ। কমলপত্রাক্ষ—কমলস্য পত্রং কমলপত্রম্। তদ্বদক্ষিণী যস্য তব স ত্বং কমলপত্রাক্ষঃ। হে কমলপত্রাক্ষ! মহাত্মনো ভাবো মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্। অক্ষয়ম্। শ্রুতমিত্যনুবর্ততে॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কমলপত্রাক্ষ সম্বোধন দ্বারা এক পক্ষে ভগবানের মুখসৌন্দর্য বর্ণিত হইল, পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কম্ অলতি প্রকাশয়তি ইতি কমলম্ আত্মজ্ঞানম্। "ক" স্ব-স্বরূপানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ প্রকাশকের নাম কমল। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই ইহা প্রকাশিত হয়। পতনাৎ ত্রায়তে ইতি পত্রম্। জীব জন্মজন্মান্তর-প্রবাহরূপ সংসারসমুদ্রে পতন হইতে যাহার দ্বারা রক্ষিত হয় তাহার নাম পত্র, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান। কমলপত্রেণ অক্ষ্যতে প্রাপ্যতে ইতি কমলপত্রাক্ষঃ। আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি কমলপত্রাক্ষ বা ভগবান। ভগবানের উপাধিযুক্ত ও নিরুপাধিক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন বুঝিলেন যে, ভগবানই জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ॥২॥

এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পরমেশ্বর (হে পরমেশ্বর!) যথা (যেরূপ) ত্বম্ (তুমি) আত্মানম্ (স্বীয় রূপ বা তত্ত্ব) আত্থ (ব্যাখ্যা করিলে)—এতৎ (ইহা) এবম্ (এইরূপ বটে) [তথাপি] [হে] পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) তে (তোমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপং (রূপ) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তুমি যে নিজ আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তাহা সমস্তই যথার্থ। তথাপি হে পুরুষোত্তম! তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শনে আমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **পরমেশ্বর**=পর-মা+ক=পরম; ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বর। পরমঃ ঈশ্বরঃ=পরমেশ্বর—কর্মধারয়। **যথা**=অব্যয়। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **আত্মানম্**=অত+মনিন্=আত্মন্, ২য়া একবচন। আত্থ=ব্রূ+লট্ সি। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **এবম্**=অব্যয়। **পুরুষোত্তম**=পুর্+কুষন্=পুরুষ; উদ্+তমপ্=উত্তম; পুরুষেষু উত্তমঃ শ্রেষ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ—সুপ্‌সুপা। **তে**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ঐশ্বরম্**=ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বর; ঈশ্বর+অণ্=ঐশ্বরম্। **রূপম্**=রূপ+ক=রূপ, ২য়া একবচন। **দ্রষ্টুম্**=দৃশ্+তুমুন্। **ইচ্ছামি**=ইষ্+লট্ মি।॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ এবমেতদিতি। "ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামি"ত্যাদি ময়া শ্রুতং; যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"; ইত্যেবং কথয়সি, হে পরমেশ্বর! এতদেবমেব অত্রাপ্যবিশ্বাসো মম নাস্তি, তথাপি হে পুরুষোত্তম! তবৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবীর্যাদিভিঃ সম্পন্নং তদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবমিতি। এবমেতৎ। নান্যথা। যথা যেন প্রকারেণাত্থ কথয়সি ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর। তথাপি দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে তব জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সম্পন্নমৈশ্বরং বৈষ্ণবং রূপম্। হে পুরুষোত্তম॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান যে-বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অর্জুনের কিছুমাত্র অবিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু আপনার জন্ম-জীবন সার্থক করিবার জন্য অর্জুন সেই অপরূপ রূপ দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন॥৩॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] প্রভো (হে প্রভু!) যদি তৎ (যদি সেই রূপ) ময়া দ্রষ্টুং (আমার দেখিবার) শক্যম্ (উপযুক্ত) ইতি (ইহা) মন্যসে (বিবেচনা কর) ততঃ (তবে) [হে] যোগেশ্বর (হে যোগেশ্বর!) ত্বং (তুমি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) আত্মানং (আত্মরূপ) দর্শয় (প্রদর্শন করাও)॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে প্রভো! আমাকে যদি তোমার সেই অদ্ভুত রূপদর্শনের যোগ্য বিবেচনা কর, তবে হে যোগেশ্বর! আমাকে তোমার সেই অবিনাশী নিত্যরূপ প্রদর্শন করাও॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রভো**=প্র-ভূ+ডু=প্রভু, সম্বোধনে একবচন। **যদি**=অব্যয়। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন (উক্তে কর্মণি) **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **দ্রষ্টুম্**=দৃশ্+তুমুন্। **শক্যম্**=শক্+যৎ=শক্য, ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **মন্যসে**=মন্+লট্ সে। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাং—তস্মাৎ হেতৌ) **যোগ-ঈশ্বর**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; যোগ+অচ্ মত্বর্থে=যোগঃ। ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বর; যোগস্য (যোগমার্গস্য) ঈশ্বরঃ=যোগেশ্বর—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৪র্থী একবচন। **অব্যয়ম্**=বি+ই+অচ্=ব্যয়; অবিদ্যমানঃ ব্যয়ঃ অস্য ইতি—২য়া একবচন। **আত্মানম্**=অত+মনিন্=আত্মন্, ২য়া একবচন। **দর্শয়**=দৃশ্+ণিচ্+লোট্ হি॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যং, কিং তর্হি? মন্যস ইতি। যোগিন এব যোগাস্তেষামীশ্বর! ময়ার্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে, ততস্তর্হি তদ্রূপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মে দর্শয়॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ মন্যস ইতি। মন্যসে চিন্তয়সি যদি ময়াঽর্জুনেন তচ্ছক্যং দ্রষ্টুমিতি।

প্রভো স্বামিন্। যোগেশ্বর—যোগিনো যোগাঃ। তেষামীশ্বরো যোগেশ্বরঃ। হে যোগেশ্বর। যস্মাদহমতীবার্থী দ্রষ্টুম্। ততস্তস্মান্মে মদর্থং দর্শয় ত্বমাত্মানমব্যয়ম্॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে ভগবান অর্জুনকে তাঁহার দিব্যরূপ দর্শনের অনধিকারী ভাবিয়া উপেক্ষা করেন, এই জন্য অর্জুন তাঁহাকে প্রভু সম্বোধনে নিজ যোগ্যাযোগ্যতার বিচার করিতে বলিলেন। ভগবান যোগীদিগের ঈশ্বর; সুতরাং অণিমা, লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিই তাঁহার আয়ত্ত। অসম্ভব বিষয় সাধন করা তাঁহার পক্ষে সহজ। অর্জুন অনুপযুক্ত হইলেও তাঁহাকে ভগবানের নিজরূপ প্রদর্শন করা কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) [হে] পার্থ (হে পার্থ!) মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানাবিধানি (নানাবিধ) নানাবর্ণাকৃতীনি চ (ও নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ সহস্রশঃ (ও সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপসকল) পশ্য (দেখো)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন—হে পার্থ! নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র অদ্ভুত অবয়বযুক্ত আমার এই রূপ দর্শন করো॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **দিব্যানি**=দিব্+যৎ=দিব্য, ২য়া বহুবচন। **নানাবিধানি**=ন+নাঞ্=নানা; নানা বিধা এষাং তানি=নানাবিধানি—বহুব্রীহি; (ক্লীব) ২য়া বহুবচন। **নানাবর্ণ-আকৃতীনি**=বর্ণাশ্চ আকৃতয়শ্চ=বর্ণাকৃতয়ঃ—দ্বন্দ্ব; নানা বর্ণাকৃতী যেষাং তানি=নানাবর্ণাকৃতীনি—বহুব্রীহি; (ক্লীব) ২য়া বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **শতশঃ**=শত+শস্ (বীপ্সায়াম্)। **অথ**=অব্যয়। **সহস্রশঃ**=সহ-হস্+র=সহস্র; সহস্র+চশস্। **রূপাণি**=রূপ+ক=রূপ, (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **পশ্য**=দৃশ্+লোট্ হি॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানো ভবত্যে-বমর্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ! রূপস্যৈকত্বেঽপি নানাবিধত্বাদ্রূপাণীতি বহুবচনম্, অপরিমিতানি অনেকপ্রকারাণি দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য; বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ, আকৃতয়ঃ অবয়বসন্নিবেশবিশেষাঃ, নানা অনেকবর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং চোদিতোঽর্জুনেন ভগবানুবাচ—পশ্যেতি। পশ্য মে মম পার্থ রূপাণি। শতশঃ। অথ সহস্রশঃ। অনেকশ ইত্যর্থঃ। তানি চ নানাবিধান্যনেকপ্রকারাণি। দিবি ভবানি দিব্যান্যপ্রাকৃতানি। নানাবর্ণাকৃতীনি চ—নানা বিলক্ষণা নীলপীতাদিপ্রকারা বর্ণাস্তথাকৃতেয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষা যেষাং রূপাণাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবদ্বাক্যে যাঁহার বিশ্বাস, ভগবচ্চরণে যাঁহার একান্ত ভক্তি, ভগবান ব্যতীত যাঁহার আর কিছুই ভাবনা নাই—সাধক! আজ তাঁহার উচ্চাধিকার দর্শন করো। বিশ্বাসের গুণে, প্রেমের গুণে আজ অর্জুন ভগবানের দেবদুর্লভ অলৌকিক রূপ দর্শন করিতেছেন। তাঁহাতে অশেষ বর্ণের সমাবেশ, অবর্ণনীয় আকৃতির আবির্ভাব অথবা তাঁহাতে কত কী যে আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অর্জুনের চক্ষু যাহা কখনও দেখে নাই, কঠোর তপস্যায় কত লোক যাহা দেখিতে পায় না, আজ ভক্ত অর্জুনের একটিবার মাত্র প্রার্থনাতেই ভগবান নিজ অদ্ভুত রূপ দেখিবার জন্য অর্জুনকে অনুমতি করিলেন। ভক্তই ধন্য! ভক্তবৎসল ভগবানও ধন্য! ভক্তের প্রতি তাঁহার এত দয়া না থাকিলে লোকে সকল সুখৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইবে কেন?॥৫॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) [আমার দেহে] আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য) বসূন্ (অষ্ট বসু) রুদ্রান্ (রুদ্রগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা মরুতঃ (মরুদ্‌গণ) পশ্য (দেখো) [এবং] বহূনি (অনেক) অদৃষ্টপূর্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব) আশ্চর্যাণি (আশ্চর্য বিষয়সকল) পশ্য (দেখো)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! এই দেখো আমার দেহের মধ্যে আদিত্যমণ্ডল, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্‌গণ রহিয়াছেন; এবং যাহা পূর্বে কখনও দেখ নাই, এইরূপ অনেক অদ্ভুত রূপও দেখিয়া লও॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ **ভারত**=ভরত+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **আদিত্যান্**=অদিতি+ণ্য=আদিত্য, ২য়া বহুবচন। **বসূন্**=বস্+উ=বসু, ২য়া বহুবচন। **রুদ্রান্**=রুদ্+রক=রুদ্র, ২য়া বহুবচন। **অশ্বিনৌ**=প্রশস্তঃ অশ্বঃ অস্তি যয়োঃ ইতি অশ্ব+ইনি=অশ্বিনৌ। **তথা**=অব্যয়। **মরুতঃ**=মৃ+উতি=মরুৎ, ২য়া বহুবচন। **পশ্য**=দৃশ্+লোট্ হি। **বহূনি**=বংহ্+কু=বহু (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **অদৃষ্টপূর্বাণি**=দৃশ্+ক্ত=দৃষ্ট; পূর্বং দৃষ্টানি ইতি দৃষ্টপূর্বাণি—সুপ্‌সুপা সমাস; ন তথা ইতি অদৃষ্টপূর্বাণি—নঞ্ তৎপুরুষ। **আশ্চর্যাণি**=আ-চর্+যৎ=আশ্চর্য, ২য়া বহুবচন॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তান্যেবাহ—পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে পশ্য, মরুৎ একোনপঞ্চাশদ্দেবতাবিশেষান্ অদৃষ্টপূর্বাণি ত্বয়া চান্যেন বা পূর্বমদৃষ্টানি রূপাণি আশ্চর্যাণ্যত্যদ্ভুতানি॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পশ্যাদিত্যানিতি। পশ্যাদিত্যান্ দ্বাদশ। বসূনষ্টৌ। রুদ্রানেকাদশ। অশ্বিনৌ দ্বৌ। মরুতঃ সপ্ত সপ্তগণা যে তান্। তথা চ বহূন্যন্যান্যদৃষ্টপূর্বাণি মনুষ্যলোকে ত্বয়া। ত্বত্তোঽন্যেন বা কেনচিৎ। পশ্যাশ্চর্যাণি রূপাণ্যদ্ভুতানি ভারত॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আজ ভক্তের অনুরোধে ভগবান একাধারে—নিজ দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশ মরুৎ এবং আরও কত কত দেবতা দেখাইতেছেন। সাধক! স্মরণ রাখিও যে, একমাত্র ভগবানের সেবা করিলে বিনা তপস্যায় অন্যান্য দেবতারও দর্শন হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, জীব যাহা কিছু স্বপ্নেও ভাবে না, এমন অনেক আশ্চর্য বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে॥৬॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] গুড়াকেশ (হে গুড়াকেশ!) ইহ (এই) মম (আমার) দেহে (শরীরে) একস্থং (একাংশমাত্রে স্থিত) কৃৎস্নং (সমস্ত) সচরাচরং জগৎ (স্থাবরজঙ্গমসহিত জগৎ) অন্যৎ চ যৎ (আরও যাহা কিছু) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) [তাহা] অদ্য পশ্য (আজ দেখিয়া লও)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে গুড়াকেশ! আমার দেহের একাংশমাত্রে স্থাবরজঙ্গমসহিত সমস্ত জগৎ দেখিয়া লও; অথবা আরও যদি কিছু দেখিবার থাকে, তাহাও অদ্য দেখিয়া লও॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **গুড়াকেশ**=গুড়-আক্+টাপ্=গুড়াকা; গুড়াকায়াঃ (নিদ্রায়াঃ) ঈশঃ (জিতঃ) ইতি গুড়াকেশ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা। **ইহ**=অস্মিন্ স্থলে 'ইহ' আদেশ হয়। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **দেহে**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ, ৭মী একবচন। **একস্থম্**=একস্মিন স্থানে ইতি এক-স্থা+ক= একস্থ—উপপদ তৎপুরুষ। **কৃৎস্নম্**=কৃত+কৃস্ন (ক্লীব), ২য়া একবচন। **স-চর-অচরম্**=চর্+অচ্=চর; চরাঞ্চ অচরাঞ্চ=চরাচরম্—দ্বন্দ্ব; চরাচরেণ সহ বর্তমান ইতি সচরাচরম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **জগৎ**=গম্+ক্বিপ্, ২য়া একবচন। **অন্যৎ**=অন্+যৎ=অন্য, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **দ্রষ্টুম্**=দৃশ্+তুমুন্। **ইচ্ছসি**=ইষ্+লট্ সি। **অদ্য**=ইদম্+দ্য (সপ্তম্যার্থে)। **পশ্য**=দৃশ্+ লোট্ হি॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেঽবয়বরূপেণৈকত্র স্থিতমদ্যাধুনৈব পশ্য, যচ্চান্যজগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যন্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি, তৎ সর্বং পশ্য॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ন কেবলমেতাবদেব—ইহৈকস্থমিতি। ইহৈকস্থমেকস্মিন্নেব স্থিতম্। জগৎ। কৃৎস্নং সমস্তম্। পশ্য। অদ্যেদানীম্। সচরাচরং—সহ চরেণাচরেণ চ বর্ততে। মম দেহে গুড়াকেশ। যচ্চান্যজ্জয়পরাজয়াদি যচ্ছঙ্কসে—যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিতি যদবোচঃ— তদপি দ্রষ্টুং যদীচ্ছসি॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানের এক লোমকূপে সচরাচর সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। যে-জগৎ সম্পূর্ণরূপে ভ্রমণ করিতে জন্মজন্মান্তর কাটিয়া যায়, আজ সেই জগন্মণ্ডল, ভগবান ভক্তের সমক্ষে এক স্থানে দেখাইলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—ত্রিকালের ঘটনা সমস্তই ভগবৎসত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, তোমার আশঙ্কা নিবারণার্থ উপস্থিত যুদ্ধে কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইবে, ইচ্ছা হয় তো তাহাও দেখিয়া লও॥৭॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অনেন (এই) স্বচক্ষুষা এব (স্বীয় চর্মচক্ষুর দ্বারা) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুং (দেখিতে) ন তু শক্যসে (সমর্থ হইবে না) [এই জন্য] তে (তোমাকে) দিব্যং চক্ষুঃ (অসাধারণ চক্ষু) দদামি (দিতেছি) মে (আমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) যোগং (যোগশক্তি) পশ্য (দর্শন করো)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! তুমি সামান্য চক্ষুর দ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। আমি এই জন্য তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা আমার ঐশরূপ দর্শন করো॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **অনেন**=ইদম্ (পুং), ৩য়া একবচন। **স্বচক্ষুষা**=স্বন্ (শব্দ করা)+ড=স্ব; চক্ষ+উস্=চক্ষুস্; স্বস্য চক্ষুঃ=স্বচক্ষুঃ, ৩য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **দ্রষ্টুম্**=দৃশ্+তুমুন্। **ন**=অব্যয়। **শক্যসে**=শক্+লট্ সে (আর্ষপ্রয়োগ 'শক্নোষি'-র পরিবর্তে)। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **দিব্যম্**=দিব্+যৎ=দিব্য, ২য়া একবচন। **চক্ষুঃ**=চক্ষ+উসি=চক্ষুস্। **দদামি**=দা+লট্ মি। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ঐশ্বরম্**=ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বর; ঈশ্বর+অণ্=ঐশ্বর; ২য়া একবচন। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ, ২য়া একবচন। **পশ্য**=দৃশ্+লোট্ হি॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদুক্তমর্জুনেন "মন্যসে যদি তচ্ছক্যম্" ইতি, তত্রাহ—ন তু মামিতি! অনেনৈব তু স্বীয়েন চর্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি; অতোঽহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তুভ্যং দদামি মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটনঘটনসামর্থ্যং পশ্য॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিন্তু—ন তু মামিতি। ন তু মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্টুমনেন প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা। স্বকীয়েন চক্ষুষা যেন তু শক্যসে দ্রষ্টুং দিব্যেন তদ্দিব্যং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুঃ। তেন পশ্য মে মম যোগমৈশ্বরম্। ঈশ্বরসম্বন্ধিনমৈশ্বরং যোগম্। যোগশক্ত্যতিশয়মিত্যর্থঃ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মনুষ্যের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় বা মনোবুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে দর্শন বা অনুভব করা যায় না। তাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন। কিন্তু মনুষ্য তাহা নিজ যত্ন বা চেষ্টার দ্বারা লাভ করিতে পারে না। যিনি ভগবানের শরণাগত হন, তাঁহাকেই কেবল

করুণানিধান ভগবান কৃপা করিয়া দিব্যদৃষ্টি দান করেন। আজ ভক্তির গুণে ভগবচ্চরণশরণাগত অর্জুন বিনা প্রার্থনায় দিব্যচক্ষু লাভ করিতেছেন॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) [হে] রাজন্ [ধৃতরাষ্ট্র] (হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র!) মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ (মহাযোগেশ্বর হরি) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ততঃ (তদনন্তর) পার্থায় (অর্জুনকে) পরমম্ (দিব্য) ঐশ্বরং রূপং (ঐশরূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয় বলিতেছেন—হে রাজন! মহাযোগেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া অর্জুনকে নিজ দিব্য ঐশরূপ দেখাইলেন॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ **সঞ্জয়**=কর্তায় ১মা। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **রাজন্**=রাজন্, সম্বোধনে একবচন। **মহাযোগ-ঈশ্বরঃ**=মহান্ যোগ=মহাযোগঃ—কর্মধারয়; ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বর; মহান্ যোগেশ্বরঃ ইতি মহাযোগেশ্বরঃ—কর্মধারয়। **হরিঃ**=হৃ+ই, ১মা একবচন। **এবম্**=অব্যয়। **উক্ত্বা**=ব্রূ+ক্ত্বাচ্। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **পার্থায়**=পৃথা+অণ্=পার্থ, ৪র্থী একবচন। **ঐশ্বরম্**=ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বর; ঈশ্বর+অণ্=ঐশ্বর; ২য়া একবচন। **পরমম্**=পৄ+অচ্=পর; পর-মা+ক=পরম, ২য়া একবচন। **রূপম্**=রূপ+ক=রূপ, ২য়া একবচন। **দর্শয়ামাস**=দৃশ্+ণিচ্+লিট্ অ॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবমুক্ত্বা ভগবানার্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবাংস্তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বার্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবমিতি। এবং যথোক্তপ্রকারেণোক্ত্বা। ততোঽনন্তরম্। রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র। মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ মহাযোগেশ্বরঃ। হরির্নারায়ণঃ। দর্শয়ামাস দর্শিতবান্। পার্থায় পৃথাসুতায়। পরমং রূপং বিশ্বরূপম্। ঐশ্বরম্॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আজ অন্ধ কুরুরাজকে ভক্তবৎসলের অপার মহিমা বুঝাইবার জন্য এবং ঈশ্বরের পরম কৃপাপাত্র অর্জুন এই যুদ্ধে যে জয়লাভ করিবেন, তাহারই ইঙ্গিত করিবার জন্য সঞ্জয় বলিলেন যে, যে-ভক্তের প্রতি ভগবানের এত করুণা, বিনা প্রার্থনায় যাঁহাকে তিনি দিব্যচক্ষু দান করিলেন, তাঁহার যে জয়লাভরূপ পরম মঙ্গল হইবেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কী?॥৯॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥১০॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অনেকবক্ত্রনয়নম্ (বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ (অনেক অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট) অনেকদিব্যাভরণং (অসংখ্য দিব্যভূষণে ভূষিত) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং (বহুবিধ উজ্জ্বল আয়ুধধারী) দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত) দিব্যগন্ধানুলেপনং (দিব্য সুগন্ধ বস্তুর দ্বারা অনুলিপ্ত) সর্বাশ্চর্যময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্যময়) দেবম্ (প্রকাশস্বরূপ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন) বিশ্বতোমুখম্ (সর্বতোমুখ) [রূপ দেখাইলেন]॥১০-১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাহাতে অনেক মুখ ও নেত্র, যাহাতে অনেক অদ্ভুত বস্তুর সমাবেশ, যাহাতে অনেক দিব্যভূষণের সজ্জা এবং যাহাতে অনেক উজ্জ্বল আয়ুধপুঞ্জ বিদ্যমান, অর্জুনকে ভগবান এই প্রকার রূপ দেখাইলেন। (হে রাজন!) দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্রে সুশোভিত, দিব্য সুগন্ধবস্তু দ্বারা অনুলিপ্ত, অত্যন্ত আশ্চর্যময়, প্রকাশস্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বতোমুখ (রূপ দেখাইলেন)॥১০-১১॥

ব্যাকরণ ঃ **অনেক-বক্ত্র-নয়নম্**=ন একম্ ইতি অনেকম্—নঞ্ তৎপুরুষ। বচ্+ষ্ট্রন্=বক্ত্র; নী+ল্যুট্ (অনট্)=নয়ন; বক্ত্রানি চ নয়নানি চ=বক্ত্রনয়নম্—সমাহার দ্বন্দ্ব; অনেক বক্ত্রনয়নং যস্য—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **অনেক-অদ্ভুত-দর্শনম্**=অৎ (আশ্চর্যরূপে)-ভূ অথবা ভা+ভুতচ্=অদ্ভুত; দৃশ্+ল্যুট্=দর্শন; অনেকম্ অদ্ভুতং দর্শনম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **অনেক-দিব্য-আভরণম্**=দিব্+যৎ=দিব্য; আ-ভৃ+অনট্=আভরণ; দিব্যানি আভরণানি=দিব্যাভরণানি—কর্মধারয়; অনেক দিব্যাভরণানি যস্য—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **দিব্য-অনেক-উদ্যত-আয়ুধম্**=উৎ (বিপরীত)-যম্+ক্ত=উদ্যত; আ-যুধ্+ক=আয়ুধ; দিব্যানি আয়ুধানি=দিব্যায়ুধানি—কর্মধারয়; উদ্যতানি দিব্যায়ুধানি=উদ্যতদিব্যায়ুধানি—কর্মধারয়; অনেক উদ্যতদিব্যায়ুধানি যস্মিন্ তৎ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **দিব্য-মাল্য-অম্বর-ধরম্**=দিব্+যৎ=দিব্য; মা+রন্+টাপ্=মালা; মালা+যৎ=মাল্য; অম্ব-রা+ক=অম্বর; ধৃ+অচ্=ধর; মাল্যঞ্চ অম্বরঞ্চ মাল্যাম্বরে—দ্বন্দ্ব; দিব্যে মাল্যাম্বরে যত্র—বহুব্রীহি। **দিব্যগন্ধ-অনুলেপনম্**=দিব্+যৎ=দিব্য; গন্ধ্+অচ্=গন্ধ; অনু-লিপ+ল্যুট্=অনুলেপন; দিব্য গন্ধঃ=দিব্যগন্ধঃ—কর্মধারয়; দিব্যগন্ধস্য অনুলেপনং যস্মিন্ তৎ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **সর্ব-আশ্চর্যময়ম্**=আ-চর্+যৎ=আশ্চর্য; সর্বাণি আশ্চর্যাণি=সর্বাশ্চর্যাণি—কর্মধারয়; সর্বাশ্চর্যাণি বিদ্যন্তে অস্মিন্ ইতি—সর্বাশ্চর্য+ময়ট্ (প্রাচুর্যার্থে) **দেবম্**=দিব্+অচ্=দেব, ২য়া একবচন। **অনন্তম্**=অম্+তন্=অন্তঃ; নাস্তি অন্তঃ যস্য সঃ=অনন্ত—নঞ্ বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **বিশ্বতোমুখম্**=বিশ্ব+তসিল্ (সপ্তম্যাম্)=বিশ্বতঃ; বিশ্বতঃ মুখম্ অস্য=বিশ্বতোমুখম্—বহুব্রীহি॥১০-১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কথম্ভূতম্? তদিত্যত্রাহ—অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিংস্তৎ, অনেকৈষামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ; অনেকানি দিব্যাভরণানি

যস্মিংস্তৎ, দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি যস্মিংস্তৎ; কিঞ্চ দিব্যেতি—দিব্যানি মাল্যান্যম্বরাণি চ ধারয়ন্তীতি তৎ; তথা দিব্যো গন্ধো যস্য তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ, সর্বাশ্চর্যময়মনেকাশ্চর্যপ্রায়ং দেবং দ্যোতনাত্মকম্, অনন্তমপরিচ্ছিন্নম্। বিশ্বতঃ সর্বতো মুখানি যস্মিংস্তৎ॥১০-১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অনেকেতি। অনেকবক্ত্রনয়নম্—অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ রূপে তদনেকবক্ত্রনয়নম্। অনেকাদ্ভুতদর্শনম্—অনেকান্যদ্ভুতানি বিস্মাপকানি দর্শনানি যস্মিন্ রূপে তদনেকাদ্ভুতদর্শনং রূপম্। তথাঽনেকদিব্যাভরণম্—অনেকানি দিব্যান্যাভরণানি যস্মিংস্তদনেকদিব্যাভরণম্। তথা দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং—দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি যস্মিংস্তদ্দিব্যা নেকোদ্যতায়ুধম্। দর্শয়ামাসেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ।

কিঞ্চ—দিব্যেতি। দিব্যমাল্যাম্বরধরং—দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পাণ্যম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেনেশ্বরেণ তং দিব্যমাল্যাম্বরধরম্। দিব্যগন্ধানুলেপনং—দিব্যং গন্ধানুলেপনং যস্য তং দিব্যগন্ধানুলেপনম্। সর্বাশ্চর্যময়ং সর্বাশ্চর্যপ্রায়ম্। দেবম্। অনন্তং—নাস্যান্তোঽস্তীত্যনন্তঃ। তম্। বিশ্বতোমুখং সর্বতোমুখম্। সর্বভূতাত্মভূতত্বাৎ। তং দর্শয়ামাস। অর্জুনো দদর্শেতি বাঽধ্যাহ্রিয়তে॥১০-১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহার চারিদিকে দৃষ্টি, যিনি সর্বতোমুখ, যাঁহার সৌন্দর্যসজ্জার সীমা নাই, আজ সেই অপার মহিমা ও সৌন্দর্যের আধার ভগবান ভক্ত অর্জুনকে মহারণস্থলে চক্র-গদা-আদি দিব্য আয়ুধযুক্ত পরম রমণীয় রূপ দেখাইলেন।

ভক্তের সম্মুখে ভগবান যে-রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে পুষ্প ও রত্নাদি রচিত কত দিব্যমাল্য, পীতাম্বরাদি কত দিব্যবস্ত্র, চন্দনাদির অনুলেপন, অথবা তাহাতে কত আশ্চর্য তেজ, বল, বীর্য, শক্তি, রূপ, গুণ ও অবয়ব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। তাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। সে-রূপের পরিচ্ছেদ বা সীমা নাই; এবং যেদিকে দেখ, সেই দিকেই তাঁহাকে সম্মুখবর্তী বলিয়া বোধ হয়॥১০-১১॥

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ দিবি (আকাশে) যদি সূর্যসহস্রস্য (যদি সহস্র সূর্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (একই সঙ্গে) উত্থিতা (সমুদিত) ভবেৎ (হয়) [তবেই] সা (সেই প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ (সেই মহিমময়ের) ভাসঃ (প্রভার) সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হইতে পারে)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ (হে রাজন!) যদি আকাশে একই সঙ্গে সহস্র সূর্যের প্রভা প্রকাশ পায়, তবেই সেই রূপের তুলনা হইতে পারে॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ **দিবি**=দিব্, ৭মী একবচন। **যদি**=অব্যয়। **সূর্যসহস্রস্য**=সৃ+ক্যপ্=সূর্য; সহ-হস্+র=

সহস্র; সহস্রং সূর্যা=সূর্যসহস্রম্ অথবা সূর্যাণাং সহস্রম্=সূর্যসহস্রম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৬ষ্ঠী একবচন। **ভাঃ**=ভাস্+ক্বিপ্=ভাস্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **যুগপৎ**=যুগ+পদ্-ক্বিপ্। **উত্থিতা**=উৎ-স্থা+ক্ত+টাপ্। **ভবেৎ**=ভূ+বিধিলিঙ্ যাৎ। **সা**=তদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **তস্য**=তদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মহাত্মনঃ**=মহান্ আত্মা যস্য সঃ=মহাত্মন্—বহুব্রীহি; ৬ষ্ঠী একবচন। **ভাসঃ**=ভাস্+অচ্=ভাস, ৬ষ্ঠী একবচন। **সদৃশী**=সমান-দৃশ্+কঞ্=সদৃশ; সদৃশ+ঙীপ্=সদৃশী। **স্যাৎ**=অস্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বিশ্বরূপদীপ্তের্নিরুপমত্বমাহ—দিবি সূর্যেতি। দিবি আকাশে সূর্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ, অন্যোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ; তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যা পুনর্ভগবতো বিশ্বরূপস্য ভাস্তস্যা উপমোচ্যতে—দিবীতি। দিব্যন্তরীক্ষে তৃতীয়স্যাং বা দিবি। সূর্যাণাং সহস্রং সূর্যসহস্রম্। তস্য যুগপদুত্থিতস্য যা যুগপদুত্থিতা ভাঃ সা যদি সদৃশী স্যাৎ তস্য মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ। যদি বা ন স্যাৎ। ততোঽপি বিশ্বরূপস্যৈব ভা অতিরিচ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আকাশে কখনও সহস্র সূর্য উদিত হয় না। সুতরাং, ভগবানের রূপেরও তুলনা হয় না। সাধারণ চক্ষু একটি সূর্যের দিকেই তাকাইয়া উঠিতে পারে না; তবে এই সহস্র সূর্যোপম অপূর্ব রূপের ছটা দেখিবে কীরূপে? যাঁহাকে তিনি স্বয়ং দেখা দিয়াছেন, তিনি ব্যতীত আর কেহই এই অতুল রূপরাশি দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন না॥১২॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (অর্জুন) তত্র (সেই বিশ্বরূপে) দেবদেবস্য শরীরে (ভগবানের শরীরে) অনেকধা (নানাভাগে) প্রবিভক্তং (বিভক্ত) কৃৎস্নং জগৎ (সমস্ত জগৎ) একস্থম্ (একত্র স্থিত) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ (হে রাজন!) তখন অর্জুন বৃন্দারকবৃন্দবন্দনীয় ভগবানের বিশ্বরূপ শরীরের একাংশমধ্যে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জগৎ দেখিয়াছিলেন॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **তদা**=তদ্+দাচ্ (কালে)। **পাণ্ডবঃ**=পাণ্ডু+অণ্ (অপত্যার্থে), ১মা একবচন। **তত্র**=তদ্+ত্রল্ (স্থানে)। **দেবদেবস্য**=দেবানাং দেবঃ—দেবদেব, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৬ষ্ঠী একবচন শেষে ষষ্ঠী। **শরীরে**=শৄ+ঈরন্=শরীর, ৭মী একবচন। **অনেকধা**=অনেক+ধাচ্ (প্রকারে)। **প্রবিভক্তম্**=প্র-বি-ভজ্+ক্ত=প্রবিভক্ত; (ক্লীব) ২য়া একবচন। **কৃৎস্নম্**=কৃত+ক্স্ন (ক্লীব), ২য়া একবচন। **জগৎ**=গম্+ক্বিপ্,

২য়া একবচন। **একস্থম্**=একস্মিন্ স্থানে তিষ্ঠতি ইতি—এক-স্থা+ক=একস্থ—উপপদ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **অপশ্যৎ**=দৃশ্+লঙ্ দ॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগদ্দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেনৈকত্র ব্যবস্থিতং, তদা পাণ্ডবোঽর্জুনোঽপশ্যৎ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—তত্রৈকস্থমিতি। তত্র তস্মিন্ বিশ্বরূপে। একস্মিন্ স্থিতমেকস্থম্। জগৎ কৃৎস্নম্। প্রবিভক্তমনেকধা দেবপিতৃমনুষ্যাদিভেদৈঃ। অপশ্যদ্দৃষ্টবান্। দেবদেবস্য হরেঃ শরীরে। পাণ্ডবোঽর্জুনঃ তদা॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ইতঃপূর্বে ভগবান অর্জুনকে তাঁহার অদ্ভুত শরীরের একাংশমাত্রে জগৎ দেখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাই অর্জুন তাকাইয়া দেখিলেন যে, বিশ্বরূপের একাংশমাত্রে দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোকাদি অনেক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে॥১৩॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ততঃ (তদনন্তর) সঃ ধনঞ্জয়ঃ (সেই ধনঞ্জয়) বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত হইয়া) দেবং (দেবকে) শিরসা (মস্তক দ্বারা) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ (করজোড়ে) অভাষত (বলিতে লাগিলেন)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তদনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়ান্বিত ও আনন্দে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া অবনত মস্তকে নারায়ণকে নমস্কারপূর্বক করজোড়ে বলিতে লাগিলেন॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **ধনঞ্জয়ঃ**=ধন+জি+খচ্; ধনং জয়তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **বিস্ময়-আবিষ্টঃ**=বি-স্মি+অচ্=বিস্ময়ঃ, আ-বিশ্+ক্ত=আবিষ্ট, বিস্ময়েন আবিষ্ট=বিস্ময়াবিষ্ট—৩য়া তৎপুরুষ। **হৃষ্টরোমা**=হৃষ্+ক্ত=হৃষ্ট; হৃষ্টানি রোমাণি যস্য সঃ=হৃষ্টরোমা—বহুব্রীহি। **দেবম্**=দিব্+অচ্=দেব, ২য়া একবচন। **শিরসা**=শৃ+অসুন্=শিরস্, ৩য়া একবচন। **প্রণম্য**=প্র-নম্+ল্যপ্। **কৃতাঞ্জলিঃ**=কৃতঃ বিহিতঃ অঞ্জলি অনেন—বহুব্রীহি। **অভাষত**=ভাষ্+লঙ্ ত॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যত্রাহ—তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টরোমা হৃষ্টান্যুৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়স্তমেব দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃত-হস্তো ভূত্বা অভাষতোক্তবান্॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত ইতি। ততস্তং দৃষ্ট্বা। স বিস্ময়েনাবিষ্টো বিস্ময়াবিষ্টঃ। হৃষ্টানি রোমাণি

যস্য সোঽয়ং হৃষ্টরোমা। চাভবদ্ধনঞ্জয়ঃ। প্রণম্য প্রকর্ষেণ নমনং কৃত্বা প্রহ্বীভূতঃ সঞ্জিরসা। দেবং বিশ্বরূপধরম্। কৃতাঞ্জলির্নমস্কারার্থং সংপুটীকৃতহস্তঃ সন্। অভাষতোক্তবান্॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ রাজসূয়যজ্ঞ কালে যে-অর্জুন সমস্ত রাজাকে রণে পরাস্ত করিয়া ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি মহাদেবের সঙ্গে মহারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজ সেই বীরকেশরীর রত্নমণ্ডিত কিরীটযুক্ত মস্তক ভগবানের চরণে অবনত হইয়া কৃতার্থ হইল, ভক্তের হৃদয় পূর্ণ হইল। হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া ভক্ত নিজ প্রাণসখাকে কয়েকটি মনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥১৪॥

অর্জুন উবাচ
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে, সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) [হে] দেব (হে দেব!) তব (তোমার) দেহে (বিশ্বরূপ দেহে) [অথবা—তব (তোমার) দেবদেহে (দেবশরীরে)] সর্বান্ (সকল) দেবান্ (দেবগণকে) তথা (এবং) ভূতবিশেষসংঘান্ (স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসমূহকে) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ (ঋষিবৃন্দকে) সর্বান্ উরগান্ চ (ও সমুদয় সর্পকে) ঈশং (সর্বনিয়ন্তা) কমলাসনস্থং (পদ্মাসনস্থিত) ব্রহ্মাণং চ (ব্রহ্মাকেও) পশ্যামি (দেখিতেছি)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে দেব! তোমার এই বিশ্বরূপদেহে আমি সকল দেবতাকে দেখিতেছি, স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসমূহকে দেখিতেছি, কমলাসনস্থ সর্বনিয়ন্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি এবং ঋষিগণকে ও সর্পগণকেও দেখিতেছি॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **দেব**=দিব্+অচ্, সম্বোধনে ১মা। **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **দেহে**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ, ৭মী একবচন। **সর্বান্**=সর্ব (পুং), ২য়া বহুবচন। **দেবান্**=দেব, ২য়া বহুবচন। **তথা**=অব্যয়। **ভূতবিশেষসংঘান্**=ভূ+ক্ত=ভূত; বি-শিষ্+ঘঞ্=বিশেষ; সম্-হন্+অপ্=সংঘ; ভূতানাং বিশেষঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। তেষাং সংঘাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **দিব্যান্**=দিব্+যৎ=দিব্য, ২য়া বহুবচন। **উরগান্**=উরস্-গম্+ড=উরগ, ২য়া বহুবচন। **কমল-আসনস্থম্**=আস্+অনট্=আসন; আসনে তিষ্ঠতি ইতি—আসন-স্থা+ক=আসনস্থ; কমলস্য আসনম্=কমলাসনম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; কমলাসনে তিষ্ঠতি যঃ স—উপপদ তৎপুরুষ। **ব্রহ্মাণমীশম্**=ব্রহ্মাণম্+ঈশম্; ঈশম্=ঈশ্+ক=ঈশ, ২য়া একবচন; ব্রহ্মাণম্=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ২য়া একবচন। **পশ্যামি**=দৃশ্+লট্ মি। **ঋষীন্**=ঋষ্+কি=ঋষি, ২য়া বহুবচন॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ভীষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব! তব দেহে দেবানাদিত্যাদীন্ পশ্যামি; তথা সর্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং সংঘাংশ্চ তথা দিব্যানৃষীন্

বশিষ্ঠাদীন্ উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্ তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ। কথম্ভূতম্? কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থ, যদ্বা ত্বন্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথং যত্ত্বয়া দর্শিতং বিশ্বরূপং তদহং পশ্যামীতি স্বানুভবমাবিষ্কুর্বন্নর্জুন উবাচ—পশ্যামীতি। পশ্যাম্যুপলভে। হে দেব। তব দেহে দেবান্ সর্বান্। তথা ভূতবিশেষসংঘান্— ভূতবিশেষাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং নানাসংস্থানবিশেষাণাং সংঘা ভূতবিশেষসংঘাঃ। তান্। কিঞ্চ ব্রহ্মাণং চতুর্মুখম্। ঈশমীশিতারং প্রজানাম্। কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুকর্ণিকাসনস্থমিত্যর্থঃ। ঋষীংশ্চ বশিষ্ঠাদীন্। সর্বানুরগাংশ্চ বাসুকিপ্রভৃতীন্। দিব্যান্ দিবি ভবান্॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন দিব্যচক্ষু পাইয়া বিশ্বরূপদেহে বসু রুদ্র ও আদিত্য আদিকে, স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ আদি স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর ও সমস্ত চরাচরের বিধাতা ব্রহ্মাকে, ভৃগু আদি ঋষিগণকে এবং বাসুকি আদি সর্পগণকে দেখিতে পাইলেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার ও টীকাকার "দেব" পদ সম্বোধন ও "দেহে" পদ সপ্তমী ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু "দেবদেহে" একেবারে সমাসযুক্ত একপদ করিয়া সপ্তমী করিলেই সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়, অর্থাৎ ভগবান মানবদেহে দ্বিভুজ সারথিরূপ হইয়াছেন; কেননা অর্জুন বলিতেছেন— "তোমার দেবদেহে" অর্থাৎ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতে আমি স্থাবরজঙ্গম, ব্রহ্মা ও নাগাদি এবং এই দেবদেহেই (পর পর শ্লোক), "অনেকবাহূদরাদি", "দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্" আমি দর্শন করিতেছি॥১৫॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং, পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং, পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] বিশ্বেশ্বর (হে বিশ্বেশ্বর!) বিশ্বরূপ (হে বিশ্বরূপ!) অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ (বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট) অনন্তরূপং (অনন্তরূপধারী) ত্বাং (তোমাকে) সর্বতঃ (সর্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি) পুনঃ (এবং) তব (তোমার) ন অন্তং, ন মধ্যং, ন আদিং পশ্যামি (অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাইতেছি না)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! সর্বত্র তোমাকে বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট অনন্ত রূপধারী দর্শন করিতেছি; তোমার অন্ত-মধ্য-আদি দেখিতে পাইতেছি না॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **পুনস্তবাদিম্**=পুনঃ+তব+আদিম্। **বিশ্ব-ঈশ্বর**=বিশ্বস্য ঈশ্বরঃ=বিশ্বেশ্বরঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা। **বিশ্বরূপ**=বিশ্বমেব রূপমস্য—বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা। **অনেক-বাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রম্**=অনেকে বাহবঃ, অনেকানি উদরাণি চ বক্ত্রানি চ নেত্রানি যস্য সঃ—বহুব্রীহি;

২য়া একবচন। **অনন্তরূপম্**=অনন্তানি রূপাণি যস্য সঃ=অনন্তরূপঃ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **সর্বতঃ**=সর্ব+তসিল্ (সপ্তম্যাম্)। **পশ্যামি**=দৃশ্+লট্ মি। **পুনঃ**=পন্+অরু, ১মা একবচন। **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ন**=অব্যয়। **অন্তম্**=অম্+তম্=অন্ত, ২য়া একবচন। **মধ্যম্**=মহ+যক্, ২য়া একবচন। **আদিম্**=আ-দা+কি, ২য়া একবচন। **পশ্যামি**=দৃশ্+লট্ মি॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ অনেকেতি। অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি, অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্বতঃ পশ্যামি, তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্বগতত্বাৎ॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অনেকেতি। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্—অনেকে বাহব উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্য তব স ত্বমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রঃ। তমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্। পশ্যামি ত্বা ত্বাম্। সর্বতঃ সর্বত্র। অনন্তরূপম্—অনন্তানি রূপাণ্যস্যেত্যনন্তরূপঃ। তমনন্তরূপম্। নান্তম্। অন্তোঽবসানম্। ন মধ্যম্। মধ্যং নাম দ্বয়োঃ কোট্যোরন্তরম্। ন পুন-স্তবাদিং পশ্যামি। ন তব দেবস্যান্তং পশ্যামি। ন মধ্যং পশ্যামি। ন পুনরাদিং পশ্যামি। হে বিশ্বেশ্বর। হে বিশ্বরূপ॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানের নেত্র-নাসাদির শেষ নাই, শোভার শেষ নাই, রূপের শেষ নাই। কোথায় তাঁহার আদি, কোন্ স্থান তাঁহার মধ্য ও কোথায় তাঁহার অন্ত, তাহার কিছুই বুঝিবার উপায় নাই॥১৬॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ, তেজোরাশিং সর্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং চক্রিণং চ (গদা ও চক্রধারী) সর্বতঃ (সর্বত্র) দীপ্তিমন্তং (প্রকাশমান) তেজোরাশিং (তেজপুঞ্জ) দুর্নিরীক্ষ্যং (অতিকষ্টে দর্শনীয়) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট) অপ্রমেয়ং (ও অপ্রমেয়) ত্বাং (তোমাকে) সমন্তাৎ (সর্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! কিরীট, গদা ও চক্র বিশিষ্ট, তেজপুঞ্জস্বরূপ, সর্বথা প্রকাশমান, অতিকষ্টে দর্শনীয় প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয়স্বরূপ তোমাকে আমি সর্বত্র নিরীক্ষণ করিতেছি॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **কিরীটিনম্**=কৃ+কীটন্=কিরীট; কিরীট+ইনি=কিরীটিন্, ২য়া একবচন। **গদিনম্**=গদা+ইনি=গদিন্, ২য়া একবচন। **চক্রিণম্**=চক্+রক্=চক্র; চক্র+ইনি=চক্রিন্, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **সর্বতঃ**=সর্ব+তসিল্ (সপ্তম্যাম্)। **দীপ্তিমন্তম্**=দীপ্+ক্তিন্=দীপ্তি; দীপ্তি+মতুপ্=দীপ্তিমৎ, ২য়া একবচন। **তেজোরাশিম্**=তিজ্+অসুন্=তেজস্, তেজসাং রাশিঃ=তেজোরাশিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন।

দুঃনিরীক্ষ্যম্=নির্-ঈক্ষ্+ল্যপ্=নিরীক্ষ্য; দুঃখেন নিরীক্ষ্য—প্রাদিতৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **দীপ্ত-অনল-অর্ক-দ্যুতিম্**=দীপ্+ক্ত=দীপ্ত; নাস্তি অল (তৃপ্তি) যস্য সঃ—বহুব্রীহি; অর্ক+অর্চ্=অর্ক; দ্যুৎ+ক্তিন্=দ্যুতি; দীপ্তৌ অনলার্কৌ—কর্মধারয়; তয়োঃ দ্যুতিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; দীপ্তানলার্কদ্যুতিরিব দ্যুতিরস্য—বহুব্রীহি। **অপ্রমেয়ম্**=প্র-মা+যৎ (শকার্থে)=প্রমেয়; ন প্রমেয়=অপ্রমেয়—নঞ্ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **সমন্তাৎ**=সমন্ত+আৎ (সপ্তম্যাম্) সমন্ত=সম্যক্+অন্ত। **পশ্যামি**=দৃশ্+লট্ মি॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। মুকুটবন্তং গদিনং গদাবন্তং চক্রিণং চক্রবন্তং সর্বতো দীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যম্। তত্র হেতুঃ দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তম্, অতএবাপ্রমেয়ম্ এবম্ভূত ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং—কিরীটং নাম শিরোভূষণবিশেষঃ। তদ্‌যস্যাস্তি স কিরীটী। তং কিরীটিনম্। তথা গদিনম্। গদা যস্য বিদ্যত ইতি গদী। তং গদিনম্। তথা চক্রিণম্। চক্রমস্যাস্তীতি চক্রী। তং চক্রিণং চ। তেজোরাশিং তেজঃপুঞ্জম্। সর্বতোদীপ্তিমন্তং—সর্বতোদীপ্তির্যস্যাস্তীতি সর্বতোদীপ্তিমান্। তং সর্বতোদীপ্তিমন্তম্। পশ্যামি ত্বাম্। দুর্নিরীক্ষ্যং—দুঃখেন নিরীক্ষ্যো দুর্নিরীক্ষ্যঃ। তং দুর্নিরীক্ষ্যম্। সমন্তাৎ সমন্ততঃ সর্বত্র। দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্—অনলশ্চার্কশ্চানলার্কৌ। দীপ্তাবনলার্কৌ দীপ্তানলার্কৌ তয়োর্দীপ্তানলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো যস্য তব স ত্বং দীপ্তানলার্কদ্যুতিঃ। তং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্। অপ্রমেয়ং—ন প্রমেয়মপ্রমেয়ম্ অশক্যপরিচ্ছেদমিত্যর্থঃ॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন দেখিতেছেন—ভগবানের মস্তকে মুকুট, হস্তে গদাচক্রাদির শোভা, রূপে জগৎ আলো করিতেছে; তেজের দিকে তাকাইতে পারা যায় না—অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তি বাহির হইতেছে। বস্তুতঃ, তাঁহার রূপের তুলনা কোথাও নাই। অন্যের দর্শনযোগ্য না হইলেও, দিব্যদৃষ্টির গুণে, অর্জুন এই সমস্ত দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন॥১৭॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ত্বম্ (তুমি) অক্ষরং পরমং (অক্ষর পরমব্রহ্ম) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্য) ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (জগতের) পরং (পরম) নিধানং (আশ্রয়) ত্বম্ (তুমি) অব্যয়ঃ (নিত্য) শাশ্বতধর্মগোপ্তা (সনাতনধর্ম প্রতিপালক) ত্বং (তুমি) সনাতনঃ পুরুষঃ, (সনাতন পুরুষ)—[ইহা] মে (আমার) মতঃ (অভিমত)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তুমি পরম অক্ষর ও তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই জগতের পরম আশ্রয় ও

তুমিই অব্যয়, তুমিই নিত্যধর্ম প্রতিপালক এবং তুমিই সনাতন পরমাত্মা পুরুষ, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **অক্ষরম্**=ক্ষর্+অচ্=ক্ষর; ন ক্ষরঃ=অক্ষরঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **পরমম্**=পৃ+অচ্=পর; পর-মা+ক=পরম; ১মা একবচন। **বেদিতব্যম্**=বিদ্+তব্য=বেদিতব্য, ১মা একবচন। **অস্য**=ইদম্, ৬ষ্ঠী একবচন। **বিশ্বস্য**=বিশ্+ক্বন্=বিশ্ব, ৬ষ্ঠী একবচন। **পরম্**=পৃ+অচ্=পর। **নিধানম্**=নি-ধা+অনট্=নিধান, ১মা একবচন। **অব্যয়ঃ**=বি+অয়+অচ্=ব্যয়; ন ব্যয়ঃ=অব্যয়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **শাশ্বতধর্মগোপ্তা**=শশ্বৎ+অণ্=শাশ্বত; ধৃ+মন্=ধর্ম; গুপ্+তৃচ্=গোপ্তৃ, ১মা একবচন=গোপ্তা; শাশ্বতঃ ধর্মঃ—কর্মধারয়; শাশ্বতধর্মস্য গোপ্তা=শেষে, ষষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **সনাতনঃ**=সনা+ট্যু (সনা অব্যয়, মানে সদা)। **পুরুষঃ**=পুর্+কুষণ্, ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মতঃ**=মন্+ক্ত, ১মা একবচন॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্যং তস্মাত্ত্বমিতি। ত্বমেব অক্ষরং পরমং পরং ব্রহ্ম, কথম্ভূতম্? বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ। অতএব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ শাশ্বতস্য নিত্যস্য ধর্মস্য গোপ্তা পালকঃ; সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষো মতো মে মম সম্মতোঽসি॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইত এব তে যোগশক্তিদর্শনাদনুমিনোমি—ত্বমিতি। ত্বমক্ষরম্। ন ক্ষরতীত্যক্ষরম্। পরমং পরং ব্রহ্ম। বেদিতব্যং জ্ঞাতব্যং মুমুক্ষুভিঃ। ত্বমস্য বিশ্বস্য সমস্তস্য জগতঃ পরং প্রকৃষ্টং নিধানম্। নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানম্। পর আশ্রয় ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বমব্যয়ঃ। ন চ তব ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ। শাশ্বতধর্মগোপ্তা। শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতো নিত্যো ধর্মঃ। তস্য গোপ্তা শ্বাশ্বতধর্মগোপ্তা। সনাতনশ্চিরন্তনঃ। ত্বং পুরুষঃ পরমঃ। মতোঽভিপ্রেতঃ। মে মম॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে ভগবন্! বেদান্তপ্রতিপাদ্য অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম তুমিই এবং সেই জন্যই মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্যও তুমি। তুমি প্রপঞ্চ জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ ও নিত্যপুরুষ। তুমিই বেদপ্রতিপাদিত আশ্রমধর্মাদির ব্যবস্থাপক ও পালনকর্তা। তুমি নিত্য বিদ্যমান পরমাত্মা॥১৮॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্ত রহিত) অনন্তবীর্যম্ (অনন্তপ্রভাবশালী) অনন্তবাহুং (অনন্তহস্ত) শশিসূর্যনেত্রং (চন্দ্রসূর্যরূপ চক্ষুবিশিষ্ট) দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মুখযুক্ত) স্বতেজসা (স্বীয় তেজের দ্বারা) ইদং (এই) বিশ্বং (জগৎ) তপন্তং (সন্তাপকারী) ত্বাং (তোমাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! আমি দেখিতেছি—তুমি উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ বর্জিত; অনন্তপ্রভাবশালী ও অনন্তবাহু; চন্দ্র সূর্য তোমার নেত্র; তোমার মুখমণ্ডলে যেন প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে; তুমি নিজ তেজে যেন সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করিতেছ॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **আদি-মধ্য-অন্তম্**=আ-দা+কি=আদি; মা-ধা+যক্=মধ্য; অম্+তন্=অন্ত; আদিশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ=আদিমধ্যান্তাঃ—দ্বন্দ্ব। অবিদ্যমানাঃ আদিমধ্যান্তাঃ যস্য—বহুব্রীহি। **অনন্ত-বীর্যম্**= অম্+তন্=অন্ত; ন অন্তঃ=অনন্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; বীর+যৎ=বীর্য; অনন্তং বীর্যং যস্য সঃ= অনন্তবীর্যম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **অনন্ত-বাহুম্**=বহ্+উণ্=বাহু; অনন্তাঃ বাহবঃ অস্য=অনন্ত-বাহুঃ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **শশি-সূর্য-নেত্রম্**=শশ+ইনি=শশিন্; সৃ+ক্যপ্=সূর্য; নী+ষ্ট্রন্=নেত্র; শশিচ সূর্যশ্চ নেত্রে যস্য সঃ=শশিসূর্যনেত্র—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **দীপ্ত-হুতাশ-বক্ত্রম্**=দীপ্+ক্ত=দীপ্ত; হুত-অশ্+অণ্=হুতাশ; বচ্+ষ্ট্রন্=বক্ত্র; দীপ্তঃ হুতাশঃ—কর্মধারয়; দীপ্তহুতাশস্য বক্ত্রম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; দীপ্তহুতাশবক্ত্রমিব বক্ত্রমস্য—বহুব্রীহি। **স্ব-তেজসা**=স্বন্+ড=স্ব; তিজ্+অসুন্=তেজস্; তম্। স্বস্য তেজঃ=স্বতেজঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন (করণে)। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **বিশ্বম্**=বিশ্+ক্বন্=বিশ্ব, ২য়া একবচন। **তপন্তম্**=তপ্+শতৃ, ২য়া একবচন। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **পশ্যামি**=দৃশ্+লট্ মি॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্ উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতম্, অনন্তং বীর্যং প্রভাবো যস্য তম্, অনন্তবাহুম্ অনন্তা বাহবো যস্য তং, শশিসূর্যৌ নেত্রে যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি। তথা দীপ্তো হুতাশোঽগ্নির্বক্ত্রেষু যস্য তং; স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্—আদিশ্চ মধ্যং চান্তশ্চ ন বিদ্যতে যস্য সোঽয়মনাদিমধ্যান্তঃ। তং ত্বামনাদিমধ্যান্তম্। অনন্তবীর্যম্—ন তব বীর্যস্যান্তোঽস্তীত্যনন্তবীর্যঃ। তং ত্বামনন্তবীর্যম্। তথা—অনন্তবাহুম্—অনন্তা বাহবো যস্য তব স ত্বমনন্তবাহুঃ। তং ত্বামনন্তবাহুম্। শশিসূর্যনেত্রম্—শশিসূর্যৌ নেত্রে যস্য তব স ত্বং শশিসূর্যনেত্রঃ। তং ত্বাং শশিসূর্যনেত্রং চন্দ্রাদিত্যনয়নম্। পশ্যামি ত্বাম্। দীপ্তহুতাশবক্ত্রং দীপ্তশ্চাসৌ হুতাশশ্চ। স বক্ত্রং যস্য তব স ত্বং দীপ্তহুতাশবক্ত্রঃ। তং ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্। স্বতেজসা বিশ্বং সমস্তমিদং তপন্তং সন্তাপয়ন্তম্॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে ভগবন্! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমার এই বিশ্বরূপের আদি, অন্ত, মধ্য বা সীমা নাই। তোমার অপরিমেয় প্রভাবেরও শেষ নাই। "অনন্তবাহুম্" এই পদ দ্বারা পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই অনন্ত, ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে। তোমার অবয়বের সীমা করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। পরমজ্যোতির আধারস্বরূপ চন্দ্র সূর্য তোমার নয়নদ্বয় ও জ্বলন্ততেজ হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে দীপ্তি পাইতেছে। তোমার তেজে এই জগৎ সন্তপ্ত হইতেছে॥১৯॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাত্মন্‌ (হে মহাত্মন্‌!) দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) ইদম্‌ (এই) অন্তরম্‌ (মধ্যস্থল—অর্থাৎ আকাশ) একেন (একমাত্র) ত্বয়া হি (তোমা কর্তৃকই) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) সর্বাঃ দিশঃ চ (ও দিকসকল) [ব্যাপ্ত আছে]; তব (তোমার) অদ্ভুতম্‌ (অদ্ভুত) ইদম্‌ (এই) উগ্রং (ভয়ানক) রূপং (মূর্তি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ং (ত্রিলোক) প্রব্যথিতম্‌ (অতি ভীত হইতেছে)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহাত্মন্‌, তুমি একাকী হইলেও স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ এবং দিকসমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্রমূর্তি দর্শন করিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরম্‌**=দ্যাবাপৃথিব্যোঃ+ইদম্‌+অন্তরম্‌। **ত্বয়ৈকেন**=ত্বয়া+একেন। **মহাত্মন্‌**=মহান্‌ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; সম্বোধনে একবচন। **দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ**=দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ= দ্যাবাপৃথিব্যৌ—দ্বন্দ্ব; ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **ইদম্‌**=ইদম্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন (কর্মে)। **অন্তরম্‌**=অন্ত-রা+ক=অন্তর, ২য়া একবচন। **একেন**—এক (পুং), ৩য়া একবচন। **ত্বয়া**=যুষ্মদ্‌, ৩য়া একবচন। **হি**= অব্যয়। **ব্যাপ্তম্‌**=বি-আপ্‌+ক্ত=ব্যাপ্ত, (ক্লীব) ১মা একবচন। **সর্বাঃ**=সর্ব (স্ত্রী), ১মা বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **দিশঃ**=দিশ, ১মা বহুবচন। **তব**=যুষ্মদ্‌, ৬ষ্ঠী একবচন। **অদ্ভুতম্‌**=অৎ-ভূ+ভুতচ্‌=অদ্ভুত, ২য়া একবচন। **উগ্রম্‌**=উচ্‌+রক্‌=উগ্র, ২য়া একবচন। **রূপম্‌**=রূপ+ক=রূপ, ২য়া একবচন। **দৃষ্ট্বা**=দৃশ্‌+ক্তাচ্‌। **লোকত্রয়ম্‌**=লোক+ঘঞ্‌=লোক; ত্রি+অয়চ্‌=ত্রয়; লোকানাং ত্রয়ম্‌=লোকত্রয়ম্‌—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **প্রব্যথিতম্‌**=প্র-ব্যথ্‌+ক্ত=প্রব্যথিত, ১মা একবচন॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং, দিশশ্চ সর্বা ব্যাপ্তাঃ, অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্বং ত্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্যামীতি পূর্বস্যৈবানুষঙ্গঃ॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হ্যন্তরীক্ষং ব্যাপ্তং ত্বয়ৈবৈকেন বিশ্বরূপধরেণ। দিশশ্চ সর্বা ব্যাপ্তাঃ। দৃষ্ট্বোপলভ্য। অদ্ভুতং বিস্মাপকং রূপমিদং তব। উগ্রং ক্রূরম্‌। লোকানাং ত্রয়ং লোকত্রয়ম্‌। প্রব্যথিতং ভীতং প্রচলিতং বা। হে মহাত্মন্নক্ষুদ্রস্বভাব॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে ভক্তভয়হারিন্‌ বিশ্বরূপ ভগবন্‌! স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ অথবা যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকে তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। দেখিতেছি, তুমি ভিন্ন যেন আর কোনো পদার্থই নাই। বুঝিলাম "ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্‌"[১], সমস্ত জগৎ-ই ব্রহ্মরূপ। হে ভগবন্‌! তোমার ঈদৃশ রূপ আর কেহ কখনও দেখে নাই। তোমার এই চমৎকার রূপ দর্শনে ও ইহার উগ্রতেজঃ প্রভাবে ত্রিলোক ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে॥২০॥

---

১ নৃসিংহউত্তরতাপনীয়ঃ উপনিষদ্‌, ৭

অমী হি ত্বাং[1] সুরসংঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অমী (ঐ) সুরসংঘাঃ (দেবতাগণ) ত্বাং হি (তোমাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন) কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটে) গৃণন্তি (স্তুতি করিতেছেন) মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ (মহর্ষি ও সিদ্ধগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা (স্বস্তি—এই কথা বলিয়া) পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ (প্রচুর স্তুতিসমূহ দ্বারা) ত্বাং (তোমাকে) স্তুবন্তি (স্তব করিতেছেন)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! এই সমস্ত দেবতা ভীতান্তঃকরণে তোমার শরণ লইতেছেন; কেহ কেহ-বা শঙ্কিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার স্তুতি করিতেছেন; মহর্ষি ও সিদ্ধগণ প্রচুর "স্বস্তি" বচনে তোমার স্তব করিতেছেন॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ **অমী**=অদস্ (পুং), ১মা বহুবচন। **সুরসংঘাঃ**=সম্-হন্+অপ্=সংঘ; সুরাণাং সংঘঃ=সুরসংঘঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **ত্বাম্**—যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **হি**=অব্যয়। **বিশন্তি**=বিশ্+লট্ অন্তি। **কেচিৎ**=কে [কিম্ শব্দের (পুং) ১মা বহুবচন]+চিৎ (অনিশ্চয়ার্থে)। **ভীতাঃ**=ভী+ক্ত=ভীত, ১মা বহুবচন। **প্রাঞ্জলয়ঃ**=প্র-অনজ্+অলি=প্রাঞ্জলি, প্রবদ্ধাঃ অঞ্জলয়ঃ যৈঃ তে=প্রাঞ্জলয়ঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **গৃণন্তি**=গৄ (উচ্চৈঃস্বরে বলা)+লট্ অন্তি। **মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ**=মহান্ ঋষি=মহর্ষি—কর্মধারয়; সিধ্+ক্ত=সিদ্ধ; সম্-হন্+অপ্=সংঘ; মহর্ষিণাং সিদ্ধানাং চ সংঘাঃ=মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **স্বস্তি**=সু-অস্+ক্তিচ্। **ইতি**=অব্যয়। **উক্ত্বা**=ব্রূ+ক্ত্বাচ্। **পুষ্কলাভিঃ**=পুষ্+কলচ্=পুষ্কল; পুষ্কল+টাপ্=পুষ্কলা, ৩য়া বহুবচন। **স্তুতিভিঃ**=স্তু+ক্তিন্=স্তুতি, ৩য়া বহুবচন। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **স্তুবন্তি**=স্তু+লট্ অন্তি॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ অমী হীতি। অমী সুরসংঘাঃ ভীতাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি, শরণং প্রবিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পুটকরযুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে, স্পষ্টমন্যৎ॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথাধুনা পুরা—যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিত্যর্জুনস্য সংশয় আসীৎ তন্নির্ণয়ায় পাণ্ডবজয়মৈকান্তিকং দর্শয়ামীতি প্রবৃত্তো ভগবান্। তং ভগবন্তং পশ্যন্নাহ—অমী হীতি। কিঞ্চ—অমী হি যুধ্যমানা যোদ্ধারস্ত্বা ত্বাং সুরসংঘাঃ—যেঽত্র ভূভারাবতারায়াবতীর্ণা বস্বাদিদেবসংঘা মনুষ্যসংস্থানাস্তে—বিশন্তি প্রবিশন্তো দৃশ্যন্তে। তত্র কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সন্তো গৃণন্তি স্তুবন্তি ত্বাং পলায়নেঽপ্যশক্তাঃ সন্তঃ। যুদ্ধে প্রত্যুপস্থিত উৎপাতাদিনিমিত্তান্যুপলক্ষ্য স্বস্ত্যস্তু জগৎ ইত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ—মহর্ষীণাং চ সিদ্ধানাং চ সংঘাঃ—স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ সম্পূর্ণাভিঃ॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে বিশ্বরূপধারী! দেখিতেছি, বসু রুদ্র আদিত্যাদি দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন। ত্বা অসুরসংঘাঃ—এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে ইহাই প্রতীত হয়

১ ত্বাসুরসংঘা ইতি পাঠান্তরঃ

যে, অসুরাংশে জাত দুর্যোধনাদি ও সেনাগণের মধ্যে কেহ কেহ, অনলে পতঙ্গপাতের ন্যায়, তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে। নারদাদি ঋষিগণ ও কপিলাদি সিদ্ধগণ, জগৎ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য স্বস্তি বচনে তোমার স্তুতিগান করিতেছেন॥২১॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ (বসুগণ) যে চ সাধ্যাঃ (যাঁহারা সাধ্যদেব) বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) মরুতঃ চ (ও মরুদ্গণ) উষ্মপাঃ চ (উষ্মপায়ী) [পিতৃগণ], গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ চ (এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (চমৎকৃত হইয়া) ত্বাং (তোমাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছেন)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, উষ্মপগণ এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ আদি সকলেই তোমাকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেছেন॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ **রুদ্র-আদিত্যাঃ**=রুদ্+রক্=রুদ্র; অদিতি+ণ্য=আদিত্য; রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ= রুদ্রাদিত্যাঃ—দ্বন্দ্ব; ১মা বহুবচন। **বসবঃ**=বস্+উ=বসু, ১মা বহুবচন। **যে**—যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **সাধ্যাঃ**=সাধ্য, ১মা বহুবচন। **বিশ্বে**=বিশ্+ক্বন্=বিশ্ব; ১মা বহুবচন। **অশ্বিনৌ**=প্রশস্তঃ অশ্বঃ অস্তি যয়োঃ অশ্ব+ইনি=অশ্বিন্, তৌ। **মরুতঃ**=মৃ+উতি=মরুৎ, ১মা বহুবচন। **উষ্মপাঃ**=উষ্+ মন্=উষ্মন্, উষ্মানং পিবন্তি ইতি—উষ্মন্-পা+ক্বিপ্ কর্তরি উষ্মপাঃ। **গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধ-সংঘাঃ**= গন্ধ-অর্ব+অণ্=গন্ধর্ব; যক্ষ্+ঘঞ্=যক্ষ; সিধ্+ক্ত=সিদ্ধ; সম্-হন্+অপ্=সংঘ; গন্ধর্বানাং যক্ষানাম্ অসুরাণাং সিদ্ধানাং সংঘাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **সর্বে**=সর্ব (পুং), ১মা বহুবচন। **এব**= অব্যয়। **বিস্মিতাঃ**=বি-স্মি+ক্ত=বিস্মিত, ১মা বহুবচন। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া বহুবচন। **বীক্ষন্তে**= বি-ঈক্ষ্+লট্ অন্তে॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ বসবশ্চ যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ বিশ্বে বিশ্বদেবাঃ অশ্বিনৌ চ দেবৌ মরুতো মরুদ্গণাশ্চ উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ পিতর— "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ, স্মৃতিশ্চ "যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং তাবদশ্নন্তি বাগ্যতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ॥"[1] ইতি গন্ধর্বাশ্চ যক্ষাশ্চ অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ, সিদ্ধসংঘাঃ সিদ্ধানাং সংঘাশ্চ সর্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তস্ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চান্যৎ—রুদ্রেতি। রুদ্রাদিত্যাঃ। বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ। রুদ্রাদয়ো গণাঃ। বিশ্বেঽশ্বিনৌ। বিশ্বে দেবাঃ। অশ্বিনৌ চ দেবৌ। মরুতশ্চ বায়বঃ। উষ্মপাশ্চ পিতরঃ।

১ মনু, ৩/২৩৭

গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ—গন্ধর্বা হাহাহূহূপ্রভৃতয়ঃ। যক্ষাঃ কুবেরপ্রভৃতয়ঃ। অসুরা বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ। সিদ্ধাঃ কপিলাদয়ঃ। তেষাং সংঘা গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ। তে বীক্ষন্তে পশ্যন্তি। ত্বা ত্বাম্। বিস্মিতাঃ বিস্ময়মাপন্নাঃ সন্তঃ। ত এব সর্বে॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে বিশ্বরূপ! তোমার এই অদ্ভুত রূপ কেহ কখনও স্বপ্নেও দেখে নাই। দেবতাগণ সকলে অবাক হইয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে নির্নিমেষ নেত্রে তোমাকে অবলোকন করিতেছেন। তোমার অনন্তমায়া বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। "উষ্মপাঃ" পদে পিতৃগণ উপলক্ষিত হইয়াছেন। "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" (শ্রুতি)। পিতৃগণকে মন্ত্রাবাহনাদি দ্বারা যে দুগ্ধ দধি ঘৃতাদি নিবেদন করা যায়, তাহা তাঁহারা মনুষ্যের ন্যায় ভোজন করেন না; কিন্তু বংশধরগণ শ্রদ্ধাপূর্বক যাহা যাহা তাঁহাদের জন্য নিবেদন করেন, তত্তাবতের "উষ্মভাগ" অর্থাৎ, তত্তৎপদার্থনিহিত পবিত্র তেজঃশক্তি পান করিয়া পুষ্টিলাভ করেন। যে অনার্যবুদ্ধি পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রাদ্ধাদিতে নিবেদিত দ্রব্য বা পিণ্ডোদকাদি যদি পিতৃগণ গ্রহণই করেন, তবে উহার পরিমাণ কমিয়া যায় না কেন? "উষ্মপাঃ" পদের গূঢ়ার্থ বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের এই সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারিবে॥২২॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাবাহো (হে মহাবাহো!) তে (তোমার) বহুবক্ত্রনেত্রং (বহুমুখ ও বহুনেত্রযুক্ত) বহুবাহূরুপাদং (বহু বাহু, বহু ঊরু ও বহু চরণ বিশিষ্ট) বহূদরং (অনেক উদরবিশিষ্ট) বহুদংষ্ট্রাকরালং (অসংখ্য বৃহৎ দন্ত দ্বারা অতি ভয়াবহ) মহৎ রূপং (মহতী আকৃতি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (সমস্ত জীব) প্রব্যথিতাঃ (ভীত হইয়াছে) তথা (সেইরূপ) অহম্ (আমি) [ভীত হইয়াছি]॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহাবাহো! তোমার এই মহৎ ও বহুনেত্রযুক্ত বহু মুখমণ্ডল, বহু বাহু, বহু ঊরু, বহু পদ, বহু উদর ও বহু দংষ্ট্রাবিকাশ-ভয়ানক বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া সমস্ত জীব ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভয় পাইয়াছি॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ **মহাবাহো**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা। **তে**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **বহুবক্ত্রনেত্রম্**=বন্হ্+কু=বহু; বচ্+ষ্ট্রন্=বক্ত্র; নী+ষ্ট্রন্=নেত্র; বহূনি বক্ত্রানি চ নেত্রানি চ যস্মিন তৎ=বহুবক্ত্রনেত্রম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **বহু-বাহু-ঊরু-পাদম্**=বন্হ্+কু=বহু; বহ্+উণ্= বাহু; ঊর্ণু+কু=ঊরু; পদ্+ঘঞ্=পাদ; বহবঃ বাহবশ্চ ঊরবশ্চ পাদাশ্চ যস্মিন্ তৎ=বহুবাহূরুপাদম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **বহূদরম্**=উৎ-ঋ+অচ্=উদর; বহূনি উদরাণি যস্মিন তৎ=বহূদরম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **বহুদংষ্ট্রাকরালম্**=দন্শ্+ষ্ট্রন্+টাপ্ (করণবাচ্যে)=দংষ্ট্রা; বহবঃ করালাঃ দংষ্ট্রা যস্মিন্ তৎ=বহুদংষ্ট্রাকরালম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **মহৎ**=মহৎ (ক্লীব), ২য়া একবচন।

রূপম্=রূপ+ক=রূপ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **দৃষ্ট্বা**=দৃশ্+ক্ত্বাচ্। **লোকাঃ**=লোক+ঘঞ্=লোক; ১মা বহুবচন। **প্রব্যথিতাঃ**=প্র-ব্যথ্+ক্ত=প্রব্যথিতঃ, ১মা বহুবচন। **তথা**=অব্যয়। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ রূপমিতি। হে মহাবাহো মহদত্যূর্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্বে প্রব্যথিতাঃ অতিভীতাঃ, তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোঽস্মি কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি যস্মিংস্তৎ, বহব ঊরবঃ পাদাশ্চ যস্মিংস্তৎ বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তৎ বহ্বীভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাৎ—রূপমিতি। রূপং মহদতিপ্রমাণং তে তব। বহুবক্ত্রনেত্রং—বহূনি বক্ত্রানি মুখানি নেত্রাণি চক্ষুংষি চ যস্মিংস্তদ্রূপং বহুবক্ত্রনেত্রম্। হে মহাবাহো। বহুবাহূরুপাদং—বহবো বাহব ঊরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ রূপে তদ্বহুবাহূরুপাদম্। কিঞ্চ বহূদরং—বহূন্যুদরাণি যস্মিন্ রূপে তদ্বহূদরম্। বহুদংষ্ট্রাকরালং—বহ্বীভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং তদ্বহুদংষ্ট্রাকরালম্। দৃষ্ট্বা রূপমীদৃশম্। লোকা লৌকিকাঃ প্রাণিনঃ। প্রব্যথিতাঃ প্রচলিতা ভয়েন। তথাঽহমপি॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে ভগবন্! তোমার এই বহুপাদোরুনেত্রাদিযুক্ত বিরাট দেহ যেন সংহারসূচক বলিয়া বোধ হইতেছে। লোকত্রয় তোমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া যে ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কী? আমাকে তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই অপূর্ব রূপ দেখাইলে, উহা দেখিবার জন্য দিব্যচক্ষুও দান করিলে; কিন্তু তথাপি আমি ভীত হইতেছি। প্রভো! "অন্যে পরে কা কথা"॥২৩॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] বিষ্ণো (হে বিষ্ণো!) নভঃস্পৃশং (আকাশব্যাপী) দীপ্তম্ (তেজোযুক্ত) অনেকবর্ণং (নানাবর্ণবিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিস্ফারিত মুখ) দীপ্তবিশালনেত্রং (প্রদীপ্ত বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট) ত্বাং (তোমাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিতান্তরাত্মা (ব্যথিতমনাঃ) [আমি] ধৃতিং (ধৈর্য) শমং চ (ও শান্তি) ন হি বিন্দামি (পাইতেছি না)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে বিষ্ণো! তোমার নভোমণ্ডলব্যাপী মহাতেজস্বী নানাবর্ণবিশিষ্ট বিস্ফারিত মুখমণ্ডল ও প্রদীপ্ত বিশাল নেত্রবিশিষ্ট মূর্তি দর্শন করিয়া আমি ধৈর্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ **বিষ্ণো**=বিষ্+নুক্=বিষ্ণু; সম্বোধনে ১মা একবচন। **নভঃস্পৃশম্**=নভঃ স্পৃশতি ইতি—উপপদ তৎপুরুষ; নভস্-স্পৃশ্+ক্বিপ্=নভঃস্পৃশ্; ২য়া একবচন। **দীপ্তম্**=দীপ্+ক্ত=দীপ্ত, ২য়া একবচন। **অনেক-বর্ণম্**='অনেকেবর্ণা' যস্য তম্=অনেকবর্ণ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **ব্যাত্তাননম্**=

বি-আ-অত+ক্ত=ব্যাত্ত (বিস্তৃত, প্রসারিত); আ-অন্+অনট্=আনন; ব্যাত্তানি আননানি যস্য তম্=ব্যাত্তাননঃ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **দীপ্ত-বিশাল-নেত্রম্**=দীপ্+ক্ত=দীপ্ত; বি-শালচ্=বিশাল; নী+ষ্ট্রন্=নেত্র; দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য=দীপ্তবিশালনেত্র—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **দৃষ্ট্বা**=দৃশ্+ক্ত্বাচ্। **প্রব্যথিত-অন্তরাত্মা**=প্র-ব্যথ্+ক্ত=প্রব্যথিত; অন্তঃস্থিতঃ আত্মা=অন্তরাত্মা—কর্মধারয়; প্রব্যথিতঃ অন্তরাত্মা অস্য সঃ=প্রব্যথিতান্তরাত্মা—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **ধৃতিম্**=ধৃ+ক্তিন্=ধৃতি, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **শমম্**=শম+ঘঞ্=শম, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **বিন্দামি**=বিদ্+লট্ মি॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ন কেবলং ভীতোঽহমেতাবদেব অপি তু নভ ইতি। নভঃস্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তম্ অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ, দীপ্তং তেজোযুক্তম্, অনেকে বর্ণা যস্য তম্ অনেকবর্ণং, ব্যাত্তানি বিবৃতান্যাননানি যস্য তং, দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তম্, এবম্ভূতং হি ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্যমুপশমঞ্চ ন লভে॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্রেদং কারণং—নভঃস্পৃশমিতি। নভঃস্পৃশং দ্যুস্পর্শমিত্যর্থঃ। দীপ্তং প্রজ্বলিতম্। অনেকবর্ণম্—অনেকে বর্ণা ভয়ংকরা নানাসংস্থানা যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বামনেকবর্ণম্। ব্যাত্তাননং—ব্যাত্তানি বিবৃতান্যাননানি মুখানি যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বাং ব্যাত্তাননম্। দীপ্তবিশালনেত্রং—দীপ্তানি প্রজ্বলিতানি বিশালানি বিস্তীর্ণানি নেত্রাণি যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বাং দীপ্তবিশালনেত্রম্। দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা। প্রব্যথিতঃ প্রভীতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য মম সোঽহং প্রব্যথিতান্তরাত্মা। প্রব্যথিতান্তরাত্মা সন্ ধৃতিং ধৈর্যং ন বিন্দামি ন লভে। শমং চোপশমং মনস্তুষ্টিম্। হে বিষ্ণো॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে বিষ্ণো! তোমাকে দেখিয়া যে কেবল ভীত ও ব্যথিত হইয়াছি, তাহা নহে; তোমার উজ্জ্বল দীপ্তি আমার চক্ষু সহ্য করিতে পারিতেছে না। তোমার সর্বদিগ্ব্যাপিরূপ আমার মন ধারণ করিতে অসমর্থ। তোমার সর্বগ্রাসী ভয়ানক মুখ ও প্রলয়দৃষ্টি-বিশালায়ত নেত্র দর্শনে আমার চিত্তবৈকল্য জন্মিতেছে। বলিতে কী, আমি স্থির ও শান্ত থাকিতে পারিতেছি না। তুমি শীঘ্র এই ভয়ানক রূপের প্রতিসংহার না করিলে আমি নিতান্ত বিকল হইয়া পড়িব। ভগবান বিশ্বব্যাপক রূপধারণ করিয়াছেন বলিয়া অর্জুন এখানে "বিষ্ণো"—এই সম্বোধন করিলেন॥২৪॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] দেবেশ (হে দেবেশ!) দংষ্ট্রাকরালানি (দংষ্ট্রা দ্বারা বিকৃত) কালানল সন্নিভানি চ (প্রলয়াগ্নিসদৃশ) তে (তোমার) মুখানি (মুখসমূহ) দৃষ্ট্বা এব (দেখিয়াই) [আমি] দিশঃ (দিকসকল) ন জানে (জানিতে পারিতেছি না) শর্ম চ (ও সুখ) ন লভে (পাইতেছি না) (হে) জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস!) প্রসীদ (প্রসন্ন হও)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তোমার দংষ্ট্রাকরাল প্রলয়াগ্নিসন্নিভ মুখমণ্ডল দর্শনে আমার দিগ্‌ভ্রম হইতেছে; মনে সুখ পাইতেছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ **দেবেশ**=দেব+ঈশ; দিব্+অচ্=দেব; ঈশ্+ক=ঈশ; দেবানাম্ ঈশ=দেবেশ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **দংষ্ট্রাকরালানি**=দন্শ্+ষ্ট্রন্+টাপ্ (করণবাচ্যে)=দংষ্ট্রা; দংষ্ট্রাভিঃ করালানি=দংষ্ট্রাকরালানি—৩য়া তৎপুরুষ; ২য়া বহুবচন। **কাল-অনল-সন্নিভানি**=কল্+অচ্=কাল; নাস্তি অল (তৃপ্তি) যস্য সঃ=অনল—নঞ্ বহুব্রীহি; সম্-নি-ভা+ক=সন্নিভ; কালস্য (প্রলয়স্য) অনলঃ=কালানলঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; কালানলেন তুল্যানি ইতি কালানলসন্নিভানি—নিত্য সমাস (নিত্যঃ সমাসো নিত্যসমাসঃ যস্য বিগ্রহো নাস্তি)। **চ**=অব্যয়। **তে**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মুখানি**=খন+অল্ (বা অচ্)=মুখ, ২য়া বহুবচন। **দৃষ্ট্বা**=দৃশ্+ক্ত্বাচ্। **এব**=অব্যয়। **দিশঃ**=দিশ্, ২য়া বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **জানে**=জ্ঞা+লট্ এ। **শর্ম**=শৃ+মনিন্=শর্মন্, ২য়া একবচন। **লভে**=লভ+লট্ এ। **জগন্নিবাস**=গম্+ক্বিপ্=জগৎ; নি-বস্+ঘঞ্=নিবাস; জগতঃ নিবাসঃ=জগন্নিবাস—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, সম্বোধনে ১মা একবচন। **প্রসীদ**=প্র-সদ্+লোট্ হি॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি। হে দেবেশ! তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি, শর্ম চ সুখং ন লভে, ভো জগন্নিবাস! প্রসন্নো ভব। কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা? দংষ্ট্রাভিঃ করালানি, কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসদৃশানি॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কস্মাৎ?—দংষ্ট্রাকরালানীতি। দংষ্ট্রাকরালানি—দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি। তে তব মুখানি দৃষ্ট্বৈবোপলভ্য। কালানলসন্নিভানি—প্রলয়কালে লোকানাং দাহকোঽগ্নিঃ কালানলঃ। তৎসন্নিভানি কালানলসদৃশানি। দৃষ্ট্বেত্যেতৎ। দিশঃ পূর্বাপরবিবেকেন ন জানে। দিঙ্‌মূঢ়োঽস্মি জাতঃ। অত ন লভে চ নোপলভে চ শর্ম সুখম্। অতঃ প্রসীদ প্রসন্নো ভব। হে দেবেশ। জগন্নিবাস॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে ভগবন্! ভাবিয়াছিলাম তোমার অলোকসামান্য বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া পরমসুখ লাভ করিব; কিন্তু হে প্রকাশস্বরূপ! তুমি যে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার পূর্বাপর দিগ্‌ভ্রম হইতেছে এবং উদ্বেগে, ভয়ে ও চাঞ্চল্যে সমস্ত সুখই বিনষ্ট হইতেছে। হে জগন্নিবাস! [সর্বজগৎ যাঁহাতে অবস্থিতি করিয়া সুখভোগ করে] তুমি প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করিয়া আমার—তোমার শরণাগত ভক্তের—তৃপ্তি সাধন করো॥২৫॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥২৬॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অবনিপালসংঘৈঃ সহ (নৃপতিমণ্ডলসহ) অমী চ সর্বে এব (ওই সমস্ত) ধৃতরাষ্ট্রস্য

(ধৃতরাষ্ট্রের) পুত্রাঃ (পুত্রগণই) তথা (এবং) ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ (ভীষ্ম, দ্রোণ) অসৌ সূতপুত্রঃ (ও ওই কর্ণ) অস্মদীয়ৈঃ (আমাদের) যোধমুখ্যৈঃ অপি সহ (প্রধান যোদ্ধাদিগেরও সহিত) ত্বাং (আপনাতে) ত্বরমাণাঃ (ত্বরাযুক্ত হইয়া) তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দংষ্ট্রাকরাল) ভয়ানকানি (ভয়ানক) বক্ত্রাণি (মুখসমূহ মধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন)। কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ (চূর্ণিত) উত্তমাঙ্গৈঃ (মস্তকসমূহ) [লইয়া] দশনান্তরেষু (দন্তসমূহের সন্ধিস্থলে) বিলগ্নাঃ (লীন) সংদৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হইতেছে)॥২৬-২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনাদি পুত্রগণ ও রাজমণ্ডলী তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ—এই বীরত্রয়, আমাদের আত্মীয় যোদ্ধৃবর্গের সহিত তোমার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। হে ভগবন্! তোমার দংষ্ট্রাকরাল মুখমধ্যে অতিবেগে দুর্যোধনাদি প্রবেশ করিতেছে। কাহারও কাহারও মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে ও দেখিতেছি কেহ কেহ-বা তোমার বিশাল দংষ্ট্রার সন্ধিস্থলে সংলগ্ন হইয়া যাইতেছে॥২৬-২৭॥

ব্যাকরণ ঃ **অবনি-পাল-সংঘৈঃ**=অব্+অনি (কর্তৃবাচ্যে), পালি+অণ্=পাল; সম্-হন্+অপ্=সংঘ; অবন্যাঃ পালঃ=অবনিপালঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তেষাং সংঘঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৩য়া বহুবচন। **সহ**= অব্যয়। **অমী**=অদস্ (পুং), ১মা বহুবচন। **ধৃতরাষ্ট্রস্য**=যেন রাষ্ট্রং ধৃতং সঃ=ধৃতরাষ্ট্রঃ—বহুব্রীহি; ৬ষ্ঠী একবচন; রাজ্+ষ্ট্রন্=রাষ্ট্র। **সর্বে**=সর্ব+অচ্=সর্ব, ১মা বহুবচন। **পুত্রাঃ**=পুৎ-ত্রৈ+ক=পুত্র, ১মা বহুবচন। **তথা**=অব্যয়। **ভীষ্মঃ**=ভী+মক্=ভীষ্ম, ১মা একবচন। **দ্রোণঃ**=দ্রোণী+অচ্, ১মা একবচন। **অসৌ**=অদস্ (পুং), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **সূতপুত্রঃ**=সূ+ক্ত=সূত; পুৎ-ত্রৈ+ক=পুত্র; সূতস্য পুত্রঃ=সূতপুত্র—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **অস্মদীয়ৈঃ**=অস্মদ্+ছ (ঈয়)=অস্মদীয়, ৩য়া বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **যোধমুখ্যৈঃ**=যুধ্+অচ্=যোধ; মুখ+যৎ=মুখ্য; যোধানাং মুখ্যাঃ=যোধমুখ্যাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৩য়া বহুবচন (সহার্থে)। **সহ**=অব্যয়। **ত্বরমাণাঃ**=ত্বর্+শানচ্=ত্বরমাণ, ১মা বহুবচন। **তে**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **দংষ্ট্রাকরালানি**=দন্শ্+ষ্ট্রন্+টাপ্=দংষ্ট্রা; দংষ্ট্রাভিঃ করালানি=দংষ্ট্রাকরালানি—৩য়া তৎপুরুষ; ২য়া বহুবচন। **ভয়ানকানি**=ভী+আনক=ভয়ানক, ২য়া বহুবচন। **বক্ত্রাণি**=বচ্+ষ্ট্রন্=বক্ত্র, ২য়া বহুবচন। **কেচিৎ**=কে (কিম্+পুং, ১মা বহুবচন)+চিৎ (অনিশ্চয়ার্থে)। **চূর্ণিতৈঃ**=চূর্ণ+ক্ত=চূর্ণিত, ৩য়া বহুবচন। **উত্তমাঙ্গৈঃ**=উৎ-তম্+বচ্=উত্তম; অঙ্গ+অচ্=অঙ্গ; উত্তমম্ অঙ্গম্=উত্তমাঙ্গম্—কর্মধারয়; ৩য়া বহুবচন। **দশন-অন্তরেষু**=দন্শ্+অনট্=দশন; অন্ত-রা+ক=অন্তর; দশনয়োঃ অন্তরাণি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তেষু, অধিকরণে ৭মী। **বিলগ্নাঃ**=বি-লসজ্+ক্ত=বিলগ্ন; ১মা বহুবচন। **সংদৃশ্যন্তে**=সম্-দৃশ্+কর্মণি লট্ অন্তে॥২৬-২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবিজয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্নাহ—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্যোধনাদয়ঃ সর্বে অবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সংঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রশ্চ কর্ণঃ, ন কেবলং ত এব বিশন্তি, অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডিঃ-ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ। বক্ত্রাণীতি—এতে সর্বে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি ভয়ংকরাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতাঃ, দন্ত-সন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে॥২৬-২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ যেভ্যো মম পরাজয়শঙ্কা যা প্রাগেবাসীৎ সা চাপগতা। যতঃ—অমী চেতি। অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্যোধনপ্রভৃতয়ঃ। ত্বরমাণা বিশন্তীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। সর্বে সহৈব সহিতা অবনিপালসংঘৈঃ। অবনিং পৃথ্বীং পালয়ন্তীত্যবনিপালাঃ। তেষাং সংঘৈঃ। কিঞ্চ ভীষ্মঃ। দ্রোণঃ। সূতপুত্রঃ কর্ণস্তথাঽসৌ। সহাস্মদীয়ৈরপি ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিভির্যোধমুখ্যৈঃ। যোধানাং মুখ্যৈঃ প্রধানৈঃ সহ। কিঞ্চ—বক্ত্রাণীতি। বক্ত্রাণি মুখানি তে তব ত্বরমাণাস্ত্বরাযুক্তাঃ সন্তো বিশন্তি। কিংবিশিষ্টানি মুখানি? দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ভয়ংকরানি। কিঞ্চ কেচিন্মুখানি প্রবিষ্টানাং মধ্যে বিলগ্না দশনান্তরেষু দন্তান্তরেষু মাংসমিব ভক্ষিতং সংদৃশ্যন্তে। চূর্ণিতৈশ্চূর্ণীকৃতৈঃ। উত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিঃ॥২৬-২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই মহাযুদ্ধে যাহারা হত হইবে, ভগবান অর্জুনের উৎসাহ ও সাহস বর্ধনার্থ ও অর্জুনের নিশ্চয় জয় হইবে, এই আশা দিবার নিমিত্ত তত্তাবৎকে নিজ কালকরাল বদনে প্রবিষ্ট হইতে দেখাইতেছেন। তাই অর্জুন বলিতেছেন, হে ভগবন্! শল্যাদি রাজগণসহ ধার্তরাষ্ট্রগণ, অজেয় ভীষ্মদেব, দুর্জয় দ্রোণাচার্য, আমার চির প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যোদ্ধৃবর্গ তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন। দুর্যোধনাদি দুষ্টগণ তোমার বিকটদন্ত বদনমধ্যে শীঘ্র ধাবিত হইতেছে। প্রবেশকালে কাহারও কাহারও মস্তক যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে ও কেহ কেহ-বা তোমার দন্তপার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া রহিতেছে॥২৬-২৭॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি[১]॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যথা (যেমন) নদীনাং (নদীসকলের) বহবঃ (বহু) অম্বুবেগাঃ (জলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ (অভিমুখ হইয়া) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে) তথা (সেইরূপ) অমী (ওই সকল) নরলোকবীরাঃ (বীরপুরুষরা) তব (তোমার) বিজ্বলন্তি (সর্বত্র দীপ্যমান) বক্ত্রাণি (মুখসমূহ) অভি (অভিমুখে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে)॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! যেমন বহুধারাপ্রবাহিত নদীর জলরাশি সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ মনুষ্যলোকমধ্যে এই বীরগণ তোমার সর্বত্র প্রকাশিত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **যথা**=অব্যয়; যদ্+থাল্। **নদীনাম্**=নদ্+ঙীপ্=নদী, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বহবঃ**=বন্‌হ্+কু=বহু, ১মা বহুবচন। **অম্বুবেগাঃ**=অন্‌ব্+উণ্=অম্বু; বিজ্+ঘঞ্=বেগ; অম্বূনাং বেগঃ=অম্বুবেগঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **অভিমুখাঃ**=খন্+অল্=মুখ; মুখমভিগতাঃ ইতি অভিমুখাঃ—প্রাদিতৎপুরুষ। অভি+খন্+অল্=অভিমুখ; ১মা বহুবচন। **সমুদ্রম্**=সম্+উত্+রা-ক=সমুদ্র, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়।

১ অভিতো জ্বলন্তি ইতি পাঠান্তরঃ

দ্রবন্তি=দ্রু+লট্ অন্তি। **তথা**=অব্যয়। **অমী**=অদস্ (পুং), ১মা বহুবচন। **নরলোকবীরাঃ**=নৃ+অচ্=নর; লোক+ঘঞ্=লোক; বীর্+অচ্=বীর; নরাণাং লোকঃ=নরলোকঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; নরলোকস্য বীরাঃ=নরলোকবীরাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অভিবিজ্বলন্তি**=অভি-বি-জ্বল্+লট্ অন্তি। **বক্ত্রাণি**=বচ্+ষ্ট্রন্=বক্ত্র, ২য়া বহুবচন। **বিশন্তি**=বিশ্+লট্ অন্তি॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রবেশনে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। নদীনামনেকমার্গ-প্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বূনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তো যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি, তথা অমী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিতো জ্বলন্তি সর্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথং প্রবিশন্তি মুখানীতি? আহ—যথা নদীনামিতি। যথা নদীনাং স্রবন্তীনাং বহবোঽম্বূনাং বেগা অম্বুবেগাস্ত্বরাবিশেষাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখাঃ প্রতিমুখা দ্রবন্তি প্রবিশন্তি। তথা তদ্বত্তবামী ভীষ্মাদয়ো নরলোকবীরা মনুষ্যলোকশূরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি প্রকাশমনানি॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যেমন নদীসমূহ নানা ধারায় বিভক্ত হইয়া নানা দিক দিয়া সাগরের দিকে অযত্নসুলভ ভাবে আপনা-আপনি সবেগে ধাবিত হইয়া সাগরমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ দুর্যোধনাদি রাজা ও বীরবর্গ যেন বুদ্ধি-বিচার-চেষ্টা না করিয়া অনায়াসে তোমার মুখমধ্যে চলিয়া যাইতেছে॥২৮॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥২৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যথা (যেমন) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গগণ) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিবেগে ধাবিত হইয়া) নাশায় (মরণের জন্য) প্রদীপ্তং (প্রজ্বলিত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে) তথা (সেইরূপ) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিবেগযুক্ত হইয়া) লোকাঃ অপি (লোকগণও) নাশায় এব (মরণের নিমিত্তই) তব (তোমার) বক্ত্রাণি (মুখবিবরসমূহে) বিশন্তি (প্রবিষ্ট হইতেছে)॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! যেমন পতঙ্গগণ অতিবেগে ধাবিত হইয়া নিজ মরণের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকল নিজ নিজ মরণের নিমিত্ত অতিবেগে তোমার মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে॥২৯॥

ব্যাকরণ ঃ **যথা**=যদ্+থাল্; অব্যয়। **পতঙ্গাঃ**=পত (পক্ষ)-গম্+খচ্=পতঙ্গ, ১মা বহুবচন। **সমৃদ্ধবেগাঃ**=সম্-ঋধ্+ক্ত=সমৃদ্ধ; বিজ্+ঘঞ্=বেগ; সমৃদ্ধঃ বেগঃ যেষাম্—বহুব্রীহি, তে। **প্রদীপ্তম্**=প্র-দীপ্+ক্ত=প্রদীপ্ত, ২য়া একবচন। **জ্বলনম্**=জ্বল্+ল্যুট্=জ্বলন, ২য়া একবচন। **বিশন্তি**=বিশ্+লট্ অন্তি। **তথা**=তদ্+থাল্; অব্যয়। **লোকাঃ**=লোক+ঘঞ্=লোক, ১মা বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **নাশায়**=নশ্+ঘঞ্=নাশ, ৪র্থী একবচন। **এব**=অব্যয়। **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **বক্ত্রাণি**=বচ্+ষ্ট্রন্=বক্ত্র, ২য়া বহুবচন॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অবশত্বেন প্রবেশে নদীবেগ-দৃষ্টান্ত উক্তো, বুদ্ধিপূর্বক প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি! প্রদীপ্তং জ্বলন্তমগ্নিং পতঙ্গাঃ শলভাঃ বুদ্ধিপূর্বকং সমৃদ্ধো বেগো যেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি, তথৈব লোকা এতে জনা অপি তব মুখানি প্রবিশন্তি॥২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তে কিমর্থং প্রবিশন্তি? কথং চেতি? আহ—যথেতি। সমৃদ্ধ উদ্ভূতো বেগো গতির্যেষাং তে সমৃদ্ধবেগাঃ। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনমগ্নিং পতঙ্গাঃ পক্ষিণো বিশন্তি নাশায় বিনাশায়। তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাঃ প্রাণিনস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বীরবর্গ যে কেবল নদীর জলধারার ন্যায় অজ্ঞানপূর্বকই তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা নহে। পতঙ্গগণ যেমন ইচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেইরূপ দুর্যোধনাদি বীরগণও মরিবার জন্য ইচ্ছাপূর্বকই তোমার বিকট বক্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে॥২৯॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥৩০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [তুমি] জ্বলদ্ভিঃ (জ্বলন্ত) বদনৈঃ (মুখসমূহ দ্বারা) সমগ্রান্ (সমস্ত) লোকান্ (লোকদিগকে) গ্রসমানঃ (গ্রাসকরতঃ) সমন্তাৎ (সর্বতোভাবে) লেলিহ্যসে (ভক্ষণ করিতেছ)। [হে] বিষ্ণো (হে বিষ্ণো!) তব (তোমার) উগ্রাঃ (তীব্র) ভাসঃ (প্রভাবসমূহ) তেজোভিঃ (তোজোরাশি দ্বারা) সমগ্রং (সকল) জগৎ (জগৎকে) আপূর্য (ব্যাপিয়া) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে)॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে বিষ্ণো! তুমিও যেন সমগ্র লোকের গ্রাসাভিলাষী হইয়া নিজ প্রদীপ্ত বদন বিস্তার করিয়া বীরবর্গকে ভক্ষণ করিতেছ এবং তোমার অত্যুগ্রদীপ্তি সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছে॥৩০॥

ব্যাকরণ ঃ **জ্বলদ্ভিঃ**=জ্বল্+শতৃ, ৩য়া বহুবচন। **বদনৈঃ**=বদ্+অনট্=বদন, ৩য়া বহুবচন। **সমগ্রান্**=সম্-গ্রহ্+ড=সমগ্র, ২য়া বহুবচন। **লোকান্**=লোক+ঘঞ্=লোক, ২য়া বহুবচন। **গ্রসমানঃ**=গ্রস্+শানচ্, ১মা একবচন। **সমন্তাৎ**=সমন্ত+আৎ, ৭মী-স্থানে। **লেলিহ্যসে**=লিহ্+যঙ্+লট্ সে (পুনঃ পুনঃ লেহি ইতি)। **বিষ্ণো**=বিষ্+নুক্=বিষ্ণু, সম্বোধনে ১মা, একবচন। **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **উগ্রাঃ**=উচ্+রক্=উগ্র, ১মা বহুবচন। **ভাসঃ**=ভাস্+অচ্=ভাস, ১মা বহুবচন। **তেজোভিঃ**=তিজ্+অসুন্=তেজস্, ৩য়া বহুবচন। **আপূর্য**=আ-পূর্+ল্যপ্। **সমগ্রম্**=সম্-গ্রহ্+ড=সমগ্র, ২য়া একবচন। **জগৎ**=গম্+ক্বিপ্, ২য়া একবচন। **প্রতপন্তি**=প্র-তপ্+লট্ অন্তি॥৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিমত আহ—লেলিহ্যসে ইতি। গ্রসমানোঽপি সন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্বানেতান্ বীরান্ সর্বতো লেলিহ্যসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি। কৈঃ? জ্বলদ্ভির্বদনৈঃ;

কিঞ্চ হে বিষ্ণো! তব ভাসো দীপ্তয়স্তেজোভির্বিস্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি॥৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ত্বং পুনঃ—লেলিহ্যসে ইতি। লেলিহ্যসে আস্বাদয়সি। গ্রসমানোঽন্তঃ প্রবেশয়ন্। সমন্তাৎ সমন্ততঃ। লোকান্ সমগ্রান্ সমস্তান্। বদনৈর্বক্ত্রৈঃ জ্বলদ্ভির্দীপ্যমানৈঃ। তোজোভিরাপূর্য সংব্যাপ্য জগৎ। সমগ্রং সহাগ্রেণ। সমস্তমিত্যেতৎ। কিঞ্চ ভাসো দীপ্তয়স্তবোগ্রাঃ ক্রূরাঃ প্রতপন্তি সন্তাপং কুর্বন্তি। হে বিষ্ণো ব্যাপনশীল॥৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে ভগবন্! বীরগণই যে কেবল মরিবার জন্য আপনা-আপনি ছুটিয়া আসিতেছে, তাহা নহে; তুমিও তাহাদের বিনাশেচ্ছু। তোমার গ্রাসেচ্ছার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উহারা বেগে আসিতেছে; আর তুমি নিজ প্রদীপ্ত বদনে সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছ। তোমার এই সংহারময়ী দীপ্তির তেজে জগৎ নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে॥৩০॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥৩১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্তিধারী) ভবান্ (তুমি) কঃ (কে)—[ইহা] মে (আমাকে) আখ্যাহি (বলো) তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (প্রণাম করি) [হে] দেববর (হে দেববর!) প্রসীদ (প্রসন্ন হও)। আদ্যং (আদিপুরুষ) ভবন্তং (তোমাকে) বিজ্ঞাতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করিতেছি) হি (যেহেতু) তব (তোমার) প্রবৃত্তিং (বৃত্তান্ত) ন প্রজানামি (জানি না)॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! এই উগ্রমূর্তিধারী তুমি কে, ইহা আমাকে বলো। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। সর্বকারণস্বরূপ তোমাকে জানিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে; কেননা, তোমার বৃত্তান্ত আমি কিছুই জানি না॥৩১॥

ব্যাকরণ ঃ **উগ্ররূপঃ**=উচ্+রক্=উগ্র; রূপ+ক=রূপ; উগ্রং রূপং যস্য সঃ=উগ্ররূপ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **ভবান্**=ভবৎ, ১মা একবচন। **কঃ**=কিম্ (পুং), ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৪র্থী একবচন। **আখ্যাহি**=আ-খ্যা+লোট্ হি। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **নমঃ**=নমস্, ১মা একবচন। **অস্তু**=অস্+লোট্ তু। **দেববর**=দিব্+অচ্=দেব; বৃ+অপ্=বর; দেবানাং বরঃ=দেববরঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **প্রসীদ**=প্র-সদ্+লোট্ হি। **আদ্যম্**=আদৌ ভব ইতি; আদি+যৎ=আদ্য, তম্। **ভবন্তম্**=ভবৎ, ২য়া একবচন। **বিজ্ঞাতুম্**=বি-জ্ঞা+তুমুন্। **ইচ্ছামি**=ইষ্+লট্ মি। **হি**=অব্যয়। **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রবৃত্তিম্**=প্র-বৃৎ+ক্তিন্=প্রবৃত্তি, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **প্রজানামি**=প্র-জ্ঞা+লট্ মি॥৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি। ভবানুগ্ররূপঃ ক ইত্যাখ্যাহি

কথয়, তুভ্যং নমোঽস্তু, হে দেববর! প্রসীদ প্রসন্নো ভব। ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি, যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি, এবম্ভূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্তামপি ন জানামীতি বা॥৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত এবমুগ্রস্বভাবোঽতঃ—আখ্যাহীতি। আখ্যাহি কথয়। মে মহ্যম্। কো ভবানেবমুগ্ররূপোঽতিক্রূরাকারঃ? নমোঽস্তু তে তুভ্যম্। হে দেববর দেবানাং প্রধান। প্রসীদ প্রসাদং কুরু। বিজ্ঞাতুং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যম্। আদৌ ভবমাদ্যম্। ন হি যস্মাৎ প্রজানামি তব ত্বদীয়াং প্রবৃত্তিং চেষ্টাম্॥৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে ভগবন্! তুমি যে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছ, ইহা দেখিয়া তোমাকে আমি চিনিতে পারিতেছি না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দেবোত্তম! তুমি কি প্রলয়কারী মহারুদ্র বা প্রলয়ানল, অথবা মহামৃত্যু, কিংবা কালান্তক, বা পরমপুরুষ অথবা আর কিছু? তুমি তোমার স্বরূপ পরিষ্কার করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও। তুমি জগদ্‌গুরু, আমি তোমার অনুগত শিষ্য—ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো। আমি তোমার সখা ও শিষ্য হইয়াও তোমার অলৌকিক তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ, তোমার তত্ত্ব তুমি অনুগ্রহ করিয়া না বুঝাইয়া দিলে কেহই নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। তোমার অনন্ত রূপ—অনন্ত ভাব—অনন্ত চেষ্টা ও অলৌকিক প্রকৃতি কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই বলিতেছি, হে ত্রিলোকনাথ! তোমার এই বিকট বিশ্বরূপের নিগূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করো॥৩১॥

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥৩২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) [আমি] লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী) প্রবৃদ্ধঃ (অতিভীষণ) কালঃ (কালস্বরূপ) অস্মি (হই) লোকান্ (লোকসকলকে) সমাহর্তুম্ (সংহার করিতে) ইহ (এক্ষণে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি)। ত্বাম্ ঋতে অপি (তোমা ব্যতীতও—তুমি না মারিলেও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষ দলে) যে যোধাঃ (যে-বীরগণ) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত) সর্বে (সকলেই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকিবে না)॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী সাক্ষাৎ কালস্বরূপ। আপাততঃ দুর্যোধনাদিকে ভক্ষণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধৃগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না।॥৩২॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **লোকক্ষয়কৃৎ**=

লোক+ঘঞ্=লোক; ক্ষি+অচ্=ক্ষয়; লোকানাং ক্ষয়=লোকক্ষয়—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; লোকক্ষয়ঃ করোতি ইতি—উপপদ তৎপুরুষ; কৃৎ=কৃ+ক্বিপ্। **প্রবৃদ্ধঃ**=প্র-বৃধ্+ক্ত, ১মা একবচন। **কালঃ**=কল্+অচ্, ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **লোকান্**=লোক+ঘঞ্=লোক, ২য়া বহুবচন। **সমাহর্তুম্**=সম্-আ+হৃ+তুমুন্। **ইহ**=স্থানার্থে "অস্মিন্" স্থানে "ইহ" আদেশ হয়। **প্রবৃত্তঃ**=প্র-বৃৎ+ক্ত, ১মা একবচন। **ত্বাম্**=যুস্মদ্, ২য়া একবচন। **ঋতে**=অব্যয়। **অপি**=অব্যয়। **প্রত্যনীকেষু**=প্রতিপক্ষাঃ অনীকাঃ শাকপার্থিবাদিবৎ—তেষু বিষয়াধিকরণে ৭মী। **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **যোধাঃ**= যুধ্+অচ্=যোধ, ১মা বহুবচন। **অবস্থিতাঃ**=অব-স্থা+ক্ত=অবস্থিত, ১মা বহুবচন। **সর্বে**=সর্ব (পুং), ১মা বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **ভবিষ্যন্তি**=ভূ+লৃট্ স্যন্তি॥৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—কাল ইতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্তা প্রবৃদ্ধোঽত্যুৎকটঃ কালোঽস্মি, লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি; অতঃ ঋতে ত্বাং হন্তারং বিনাপি ন ভবিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি। যদ্যপি ত্বয়া ন হন্তব্যাঃ এতে তথাপি ময়া কালাত্মনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিষ্যন্ত্যেব। কে তে? প্রত্যনীকেষু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীষ্ম-দ্রোণাদীনাং সর্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্বেঽপি॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কালোঽস্মীতি। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ। লোকানাং ক্ষয়ং করোতীতি লোকক্ষয়কৃৎ। প্রবৃদ্ধঃ প্রবৃদ্ধিং গতঃ। যদর্থং প্রবৃত্তস্তচ্ছৃণু—লোকান্ সমাহর্তুং সংহর্তুমিহাস্মিন্ কালে প্রবৃত্তঃ। ঋতেঽপি বিনাঽপি ত্বা ত্বাম্। ন ভবিষ্যন্তি ভীষ্মদ্রোণকর্ণপ্রভৃতয়ঃ সর্বে। যেভ্যস্তবাশঙ্কা। যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষ্বনীকমনীকং প্রতি প্রত্যনীকেষু প্রতিপক্ষভূতেষ্বনীকেষু। যোধা যোদ্ধারঃ॥৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে অর্জুন! সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়া আমিই আবার তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকি। দুর্যোধনাদি দুষ্প্রবৃত্তির জন্য আমার সংহারিণী শক্তি মায়ার শাসনাধীন হইয়াছে। কেবল দুর্যোধনাদি নহে, তুমি যে ভীষ্ম দ্রোণাদির বধার্থ শঙ্কিত হইতেছ, দুষ্টপক্ষীয় সেই মহারথিবর্গেরও এবার নিস্তার নাই। তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, আমার সংহারমায়ার উগ্রতেজে এবার তাঁহারা সকলেই দেহত্যাগ করিবেন॥৩২॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥৩৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থ উত্থিত হও) যশঃ (যশ) লভস্ব (লাভ করো) শত্রূন্ (শত্রুদিগকে) জিত্বা (জয় করিয়া) সমৃদ্ধং (নিষ্কণ্টক) রাজ্যং (রাজ্য) ভুঙ্ক্ষ্ব (ভোগ করো) ময়া এব (আমার দ্বারাই) এতে (ইহারা) পূর্বম্ এব (পূর্বেই) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে) [হে] সব্যসাচিন্ (হে সব্যসাচী!) [তুমি] নিমিত্তমাত্রং (নিমিত্তমাত্র) ভব (হও)॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অতএব, তুমি যুদ্ধার্থ সমুত্থিত হও, বিজয়যশোরাশি লাভ করো; শত্রুবর্গকে পরাভব করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করো। হে সব্যসাচী! দেখো, যুদ্ধ করিবার পূর্বেই তোমার শত্রুগণকে আমি সংহার করিয়া রাখিয়াছি; তুমি তাহাদের মরণের নিমিত্তমাত্র হও॥৩৩॥

ব্যাকরণ ঃ **তস্মাৎ**=তদ্ (পুং), ৫মী একবচন। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **উত্তিষ্ঠ**=উৎ-স্থা+লোট্ হি। **যশঃ**=অশ্+অসুন্=যশস্, ২য়া একবচন। **লভস্ব**=লভ্+লোট্ স্ব। **শত্রূন্**=শদ্+রু=শত্রু, ২য়া বহুবচন। **জিত্বা**=জি+ক্ত্বাচ্। **সমৃদ্ধম্**=সম্+ঋধ্+ক্ত=সমৃদ্ধ, ২য়া একবচন। **রাজ্যম্**=রাজন্+যব্=রাজ্য, ২য়া একবচন। **ভুঙ্ক্ষ্ব**=ভুজ্+লোট্ স্ব। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **এতে**=এতদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **পূর্বম্**=পূর্ব+অচ্=পূর্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **নিহতাঃ**=নি-হন্+ক্ত=নিহত, ১মা বহুবচন। **সব্যসাচিন্**=সূ+যৎ=সব্য (বাম); সব্য=সচ্+ণিনি=সব্যসাচিন্, সম্বোধনে ১মা একবচন। সব্যেন সচতে বাণম্—উপপদ তৎপুরুষ। **নিমিত্তমাত্রম্**=নি-মিদ্+তক্=নিমিত্ত; নিমিত্ত এব= নিমিত্তমাত্রম্—সুপ্‌সুপা সমাস; (ক্লীব) ১মা একবচন। **ভব**=ভূ+লোট্ হি॥৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ দেবৈরপি দুর্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জুনেন নির্জিতা ইত্যেবম্ভূতং যশোলভস্ব প্রাপ্নুহি; অযত্নতশ্চ শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব; এতে চ তব শত্রবস্ত্বদীয়যুদ্ধাৎ পূর্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াস্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব, হে সব্যসাচিন্, সব্যেন বামেন হস্তেন সাচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে॥৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাদেবং—তস্মাত্ত্বমিতি। তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ। ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতয়োঽতিরথা অবস্থিতা অজেয়া দেবৈরপ্যর্জুনেন জিতাঃ—ইতি যশো লভস্ব। কেবলং পুণ্যৈর্হি তৎ প্রাপ্যতে। জিত্বা শত্রূন্ দুর্যোধনপ্রভৃতীন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধমসপত্নমকণ্টকম্। ময়ৈবৈতে নিহতা নিশ্চয়েন হতাঃ প্রাণৈর্বিয়োজিতাঃ পূর্বমেব। নিমিত্তমাত্রং তব ত্বম্। হে সব্যসাচিন্। সব্যেন বামেনাপি হস্তেন শরাণাং ক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতেঽর্জুনঃ॥৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন! তুমি ভীত বা বিষণ্ণ হইও না। যে ভীষ্ম-দ্রোণ আদিকে জয় করিতে ইন্দ্রাদিও শঙ্কিত হন, সেই বীরবর্গ তোমার অল্প যুদ্ধেই হত হইবেন। ইহাতে তোমার বীরত্বের মহাযশ ঘোষিত হইবে। অযত্নসুলভ এমন যশ তুমি কেন পরিত্যাগ করিতেছ? তুমিই যদি ইঁহাদের বধের একমাত্র কারণ হইতে তাহা হইলে এই অনর্থপাত-জন্য তোমাকে উৎসাহিত করিতাম না; কিন্তু তাঁহাদের কর্মদোষে তাঁহারা আমার সংহার-মায়ার তীব্রতেজে যখন সকলে আপনা-আপনিই দগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তখন তোমার চিন্তা কী? কেবল লোকদৃষ্টিতে তুমি তাঁহাদিগকে বধ করিবে মাত্র। বস্তুতঃ, তুমি বধকারী নও এবং বধজন্য পাপভাগীও হইবে না। তুমি না মারিলেও তাঁহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব, নির্বোধের ন্যায় এই অনায়াসে যশোলাভের শুভ অবসর পরিত্যাগ করিও না। যুদ্ধ করিলেই তোমার নিশ্চয় জয় হইবে। তবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন? উঠো, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। ভীষ্মাদিকেও দুর্জয় মনে করিও

না; কেননা, আমি পূর্বেই তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া রাখিয়াছি। কাকতালীয়বৎ তুমি কারণমাত্র হইয়া বিজয়বিখ্যাতি লাভ করো। অর্জুন বাম হস্তেও শরসন্ধান করিতে পারিতেন বলিয়া ভগবান তাঁহাকে "সব্যসাচিন্" বলিয়া সম্বোধন করিলেন—অর্থাৎ, যাঁহার এত পরাক্রম—বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই সমান শরসন্ধানে যিনি সমর্থ, ভীষ্মাদিকে পরাভূত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে॥৩৩॥

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥৩৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ময়া (আমাকর্তৃক) হতান্ (হত) দ্রোণং চ, ভীষ্মং চ, জয়দ্রথং চ, কর্ণং চ (দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ) তথা (এবং) অন্যান্ (অন্য) যোধবীরান্ অপি (যোদ্ধৃগণকেও) ত্বং (তুমি) জহি (বধ করো) মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হইও না) রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে) [অতএব] যুধ্যস্ব (যুদ্ধ করো)॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণাদিকে আমি স্বরূপতঃ বধ করিয়া রাখিয়াছি; তুমি বহির্দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে বধ করো। তুমি ব্যথিত হইও না, যুদ্ধ করো। তুমি নিশ্চয়ই এই সংগ্রামে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে॥৩৪॥

ব্যাকরণ ঃ **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **হতান্**=হন্+ক্ত=হত, ২য়া বহুবচন। **দ্রোণম্**=দ্রুণ+অচ্=দ্রোণ, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **ভীষ্মম্**=ভী+ণিচ্+মক্=ভীষ্ম, ২য়া একবচন। **জয়দ্রথম্**=জয়ং রথঃ যস্য সঃ=জয়দ্রথ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **কর্ণম্**=কৃ+নন্, ২য়া একবচন। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে); অব্যয়। **অন্যান্**=অন্+য=অন্য, ২য়া বহুবচন। **যোধবীরান্**=যুধ্+ঘঞ্=যোধ; বীর্+অচ্=বীর; যোধানাং বীরাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তান্। **অপি**=অব্যয়। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **জহি**=হন্+লোট্ হি। **মা**=অব্যয়। **ব্যথিষ্ঠাঃ**=ব্যথ্+লুঙ্ থাস্ (মাঙি লুঙ্—ন মাং যোগে লুঙ্ প্রয়োগে অকার লোপ)। **রণে**=রণ+অচ্=রণ, ৭মী একবচন। **সপত্নান্**=সমানঃ পতিরস্যা ইতি সমান+পতি+স্ত্রিয়াম্=স+পত্ন+ঙীপ্=সপত্নী; সপত্নী+অ নিপাতনাৎ=সপত্নঃ। **জেতাসি**=জি+ল্যুট্+মধ্যমপুরুষ একবচন। **যুধ্যস্ব**=যুধ্+লোট্ স্ব॥৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো, যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ" (২/৬) ইতি যা আশঙ্কা, সাপি ন কার্যেত্যাহ—দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে, তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতাংস্ত্বং জহি ঘাতয়, মা ব্যথিষ্ঠা ভয়ং মা কার্ষীঃ, সপত্নান্ শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি॥৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ দ্রোণং চেতি। যেষু যেষু যোধেষ্বর্জুনস্যাশঙ্কাসীৎ তাংস্তান্ সর্বান্ ব্যপদিশতি

ভগবান্—ময়া হতানিতি। তত্র দ্রোণভীষ্ময়োস্তাবৎ প্রসিদ্ধমাশঙ্কাকারণত্বম্। দ্রোণো ধনুর্বেদাচার্যো দিব্যাস্ত্রসংপন্নঃ। আত্মনশ্চ বিশেষতো গুরুরিষ্টঃ। ভীষ্মঃ স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দিব্যাস্ত্রসংপন্নশ্চ। পরশুরামেণ দ্বন্দ্বমগমৎ। ন চ পরাজিতঃ। তথা জয়দ্রথোঽপি। যস্য পিতা তপশ্চরতি—মম পুত্রস্য শিরো ভূমৌ পাতয়িষ্যতি যস্তস্যাপি শিরঃ পতিষ্যতীতি। কর্ণোঽপি বাসবদত্তয়া শক্ত্যা ত্বমোঘয়া সম্পন্নঃ সূর্যপুত্রঃ কানীনো যতোঽতস্তং নাম্নৈব নির্দিশতি। ময়া হতাংস্ত্বং জহি নিমিত্তমাত্রেণ। মা ব্যথিষ্ঠাঃ। তেভ্যো ভয়ং মা কার্ষীঃ। যুধ্যস্ব জেতাসি দুর্যোধনপ্রভৃতীন্। রণে যুদ্ধে। সপত্নাঞ্ছত্রূন্॥৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে অর্জুন মনে করেন যে, দ্রোণাচার্য ব্রহ্মতেজোবিশিষ্ট ও ধনুর্বেদাচার্য এবং আমাদের গুরু; সুতরাং দুর্জয়। ভীষ্মদেব ইচ্ছামৃত্যু ও দিব্যাস্ত্র সম্পন্ন, পরশুরামও তাঁহাকে পরাভব করিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনিও অজেয়। জয়দ্রথ স্বয়ং শিবভক্ত। বিশেষতঃ, তাঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্র এই সঙ্কল্প করিয়া তপস্যা করিতেছেন যে, যে-যোদ্ধা তাঁহার পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, তাহারও মস্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া পড়িবে। অতএব, তাঁহাকে কীরূপে বধ করিব? কর্ণ সাক্ষাৎ সূর্যসদৃশ তেজীয়ান ও অক্ষয়কবচকুণ্ডলধারী, তাঁহাকেও বধ করা কঠিন। আবার কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও ভূরিশ্রবা প্রমুখ বীরগণও নিতান্ত সামান্য নন। এই সমস্ত বীরকে নিহত করা কি সহজ হইবে? এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, হে অর্জুন! তোমার আশঙ্কাস্পদ বীরবর্গ তো কালকবলিত। মৃত ব্যক্তিকে মারিতে তোমার পরিশ্রমই-বা কী? ভয় ও ভাবনাই-বা কী? বৃথা চিন্তিত বা ভীত হইও না। যখন যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া আসিয়াছ, তখন কাপুরুষের ন্যায় নিবৃত্ত না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তোমার নিশ্চয়ই জয় হইবে॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥৩৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) কেশবস্য (কেশবের) এতৎ (এই) বচনং (কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পিতকলেবর) কিরীটী (অর্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলি হইয়া) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) নমস্কৃত্বা (নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ (অতি ভীত চিত্তে) প্রণম্য (প্রণামপূর্বক) ভূয়ঃ এব (পুনর্বার) সগদ্‌গদম্ (গদ্‌গদভাবে) আহ (বলিলেন)॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! কিরীটী অর্জুন ভগবানের এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকলেবরে, অত্যন্ত ভীত হইতেও ভীতিবিহ্বল চিত্তে নমস্কারপূর্বক নম্রতাসহ গদ্‌গদভাবে বলিলেন॥৩৫॥

ব্যাকরণ ঃ সঞ্জয়=সম্-জি+খচ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। উবাচ=ব্রূ+লিট্ অ। কেশবস্য=ক (ব্রহ্মা)+ঈশ (শিব)=কেশ, তৌ বাতি চালযতি ইতি কেশব; কেশ-বা (চলনা করা)+ক=কেশব,

৬ষ্ঠী একবচন। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **বচনম্**=বচ্+অনট্=বচন, ২য়া একবচন। **শ্রুত্বা**=শ্রু+ক্ত্বাচ্। **বেপমানঃ**=বেপ্+শানচ্, ১মা একবচন। **কিরীটী**=কৃ+কীটন্=কিরীট; কিরীট+ইনি= কিরীটিন্, ১মা একবচন। **কৃত-অঞ্জলিঃ**=কৃতঃ (বদ্ধঃ) অঞ্জলি যেন—বহুব্রীহি। **কৃষ্ণম্**=কৃষ্+নক্=কৃষ্ণ, ২য়া একবচন। **নমস্কৃত্বা**=নমঃ-কৃ+ক্ত্বাচ্। **ভীতঃ**=ভী+ক্ত। **ভীতভীতঃ**=ভীতাৎ ভীতঃ—সুপ্‌সুপা সমাস। **প্রণম্য**=প্র-নম্+ল্যপ্। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্,=ভূয়স্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **সগদ্গদম্**=গদ্গদেন সহ বর্তমান—বহুব্রীহি, তৎ যথা তথা। **আহ**=ব্রূ+লট্ তি॥৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততো যদ্বৃত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদিতি। এতৎ পূর্বোক্তশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্; কথমাহ—ভয়হর্ষাদ্যাবেশবশাৎ গদ্গদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্তত ইতি সগদ্গদং যথা স্যাত্তথা, কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো ভূত্বা আহ॥৩৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এতচ্ছ্রুত্বেতি। এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য পূর্বোক্তম্। কৃতাঞ্জলিঃ সন্ বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী। নমস্কৃত্য ভূয়ঃ পুনরেবাহোক্তবান্ কৃষ্ণং সগদ্গদম্। সহ গদ্গদয়া বাচা মন্দশব্দেন। ভয়াবিষ্টস্য দুঃখাভিঘাতাৎ স্নেহাবিষ্টস্য চ হর্ষোদ্ভবাদশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি শ্লেষ্মণা কণ্ঠাবরোধঃ। ততশ্চ বাচোঽপাটবং মন্দশব্দত্বং যৎ স গদ্গদঃ। তেন সহ বর্তত ইতি সগদ্গদম্। বচনমাহেতি বচনক্রিয়াবিশেষণমেতৎ। ভীতভীতং পুনঃ পুনর্ভয়াবিষ্টচেতাঃ সন্ প্রণম্য প্রহ্বীভূয়। আহেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ।

অত্রাবসরে সঞ্জয়বচনং সাভিপ্রায়ম্। কথম্? দ্রোণাদিষ্বর্জুনেন নিহতেষ্বজয্যেষু চতুর্ষু নিরাশ্রয়ো দুর্যোধনো নিহত এবেতি মত্বা ধৃতরাষ্ট্রো জয়ং প্রতি নিরাশঃ সন্ সন্ধিং করিষ্যতি। ততঃ শান্তিরুভয়েষাং ভবিষ্যতীতি। তদপি নাশ্রৌষীদ্ধৃতরাষ্ট্রঃ। ভবিতব্যবশাৎ॥৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও জয়দ্রথাদি নিহত হইলে নিরাশ্রয় দুর্যোধনের নিশ্চয় পতন হইবে; অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি ব্যতীত আর আমাদের কল্যাণ নাই—যখন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রদত্তকিরীটধারী অর্জুন ভগবানকে নিজ সহায় বোধে, প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বিনয় ও সম্ভ্রমসহ আরও কী কী বলিলেন, তাহা শ্রবণ করুন॥৩৫॥

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥৩৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) [হে] হৃষীকেশ (হে হৃষীকেশ!) তব (তোমার) প্রকীর্ত্যা (মাহাত্ম্যকীর্তনের দ্বারা) জগৎ প্রহৃষ্যতি (জগৎ প্রহৃষ্ট হয়) অনুরজ্যতে চ (ও অনুরাগ লাভ করে)

রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিগ্‌দিগন্তে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে) সর্বে (সকল) সিদ্ধসংঘাঃ চ (সিদ্ধ মহাত্মাগণ) [তোমাকে] নমস্যন্তি (নমস্কার করেন)—[এ সমস্তই] স্থানে (যুক্তিযুক্ত)॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যকীর্তনে সমস্ত জগৎ যে প্রহৃষ্ট হয় ও অনুরাগ লাভ করে, রাক্ষসকুল যে ভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধ মহাত্মাগণ যে তোমাকে নমস্কার করেন—এ সমস্তই যুক্তিযুক্ত॥৩৬॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **হৃষীকেশ**=হৃষীকানাম্ ঈশঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রকীর্ত্যা**=প্র-কৃৎ+ক্তিন্=প্রকীর্তি, ৩য়া একবচন; প্রকৃষ্টা কীর্তি—প্রাদি সমাস। **জগৎ**=গম্+ক্বিপ্, ১মা একবচন। **প্রহৃষ্যতি**=প্র-হৃষ্+লট্ তি। **অনুরজ্যতে**=অনু-রন্জ্+লট্ তে। **চ**=অব্যয়। **রক্ষাংসি**=রক্ষ্+অসুন্=রক্ষস্, ১মা বহুবচন। **ভীতানি**=ভী+ক্ত=ভীত, ১মা বহুবচন। **দিশঃ**=দিশ্, ২য়া বহুবচন। **দ্রবন্তি**=দ্রু+লট্ অন্তি। **সর্বে**=সর্ব (পুং), ১মা বহুবচন। **সিদ্ধসংঘাঃ**=সিধ্+ক্ত=সিদ্ধ; সম্-হন্+অপ্=সংঘ; সিদ্ধানাং সংঘঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **নমস্যন্তি**=নমস্+ক্যচ্=নমস্য, নমস্+লট্ অন্তি। **স্থানে**= অব্যয়॥৩৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ স্থানে ইত্যেকাদশভিরর্জুনোক্তিঃ। স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে। হে হৃষীকেশ! যত এবং ত্বমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চাতস্তব প্রকীর্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি, কিন্তু জগৎ সর্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি, এতত্তু স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ; তথা জগদনুরজ্যতে চ অনুরাগমুপৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ সর্বে যোগতপোমন্ত্রাদি-সিদ্ধানাং সংঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব, ন চিত্রমিত্যর্থঃ॥৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ স্থান ইতি। স্থানে যুক্তম্। কিং তৎ? তব প্রকীর্ত্যা ত্বন্মাহাত্ম্যকীর্তনেন শ্রুতেন হৃষীকেশ যজগৎ প্রহৃষ্যতি প্রহর্ষমুপৈতি—তৎ স্থানে, যুক্তমিত্যর্থঃ। অথবা বিষয়বিশেষণং স্থান ইতি। যুক্তো হর্ষাদিবিষয়ো ভগবান্। যত ঈশ্বরঃ সর্বাত্মা সর্বভূতসুহৃচ্চেতি। তথাঽনুরজ্যতে চানুরাগমুপৈতি। তচ্চ বিষয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। কিঞ্চ রক্ষাংসি ভীতানি ভয়াবিষ্টানি দিশো দ্রবন্তি গচ্ছন্তি। তচ্চ স্থানে বিষয়ে। সর্বে নমস্যন্তি নমস্কুর্বন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ। সিদ্ধানাং সংঘাঃ সমুদায়াঃ কপিলাদীনাম্। তচ্চ স্থান ইতি॥৩৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে ভগবন্! তুমি ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্তক, অদ্ভুত-প্রভাবশালী ও ভক্তবৎসল। তোমার গুণগাথা কীর্তন ও শ্রবণ করিয়া সকল প্রাণী আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবেই তো। তুমি যেরূপ বলিয়াছ দুষ্টগণের সংহারজন্য তোমার আবির্ভাব, ইহা শুনিয়া রাক্ষসগণ যে ভয়ে পলায়ন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য কী! আবার তোমার কৃপায় মোহিত হইয়াও তোমার রাক্ষস-বিনাশ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দেব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণাদি যে তোমাকে নমস্কার করিবেন, তাহাও তো বিচিত্র নহে॥৩৬॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥৩৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাত্মন্ (হে মহাত্মা!) অনন্ত (হে অনন্ত!) দেবেশ (হে দেবেশ!) জগন্নিবাস (হে জগৎ-নিবাস!) ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মারও) গরীয়সে (গুরুতর) আদিকর্ত্রে চ (ও আদি কর্তা) তে (তোমাকে) [দেবগণ] কস্মাৎ (কেন) ন নমেরন্ (নমস্কার না করিবেন)? সৎ (ব্যক্ত) অসৎ (অব্যক্ত) পরং (সৎ ও অসতের অতীত) যৎ অক্ষরং (যে অক্ষর ব্রহ্ম) তৎ চ (তাহাও) ত্বম্ (তুমি)॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু ও জনক। তোমাকে দেবগণ কেনই-বা নমস্কার না করিবেন? হে ভগবন্! তুমি সৎ ও তুমি অসৎ; আবার তুমি উভয়েরই অতীত অক্ষর ব্রহ্ম॥৩৭॥

ব্যাকরণ ঃ মহাত্মন্=মহান্ আত্মা যস্য সঃ=মহাত্মা—বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা একবচন। **অনন্ত**=অম্+তন্=অন্ত; নাস্তি অন্ত যস্য সঃ—নঞ্ বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা একবচন। **দেবেশ**=দেবনাম্ ঈশঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **জগৎ-নিবাস**=গম্+ক্বিপ্=জগৎ; নি-বস্+ঘঞ্=নিবাস; জগতঃ নিবাসঃ=জগন্নিবাস—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **ব্রহ্মণঃ**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অপি**=অব্যয়। **গরীয়সে**=গুরু+ঈয়সুন্=গরীয়স্, ৪র্থী একবচন। **আদিকর্ত্রে**=আ-দা+কি=আদি; কৃ+তৃচ্=কর্তৃ; আদিঃ কর্তা=আদিকর্তা—কর্মধারয়; ৪র্থী একবচন। **চ**=অব্যয়। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **কস্মাৎ**=কিম্, ৫মী একবচন (হেতৌ)। **ন**=অব্যয়। **নমেরন্**=নম্+বিধিলিঙ্ ঈরন্। **সৎ**=অস্+শতৃ। **অসৎ**=ন সৎ—নঞ্ তৎপুরুষ। **পরম্**=পৃ+অচ্=পর, ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অক্ষরম্**=ক্ষর্+অচ্=ক্ষর; ন ক্ষরঃ=অক্ষরঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন॥৩৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্র হেতুমাহ—কস্মাদিতি। হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে মহাত্মন্! হে জগন্নিবাস! কস্মাদ্ধেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুর্যুঃ? কথম্ভূতায়? ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মাণোঽপি জনকায়। কিঞ্চ সদ্ব্যক্তম্, অসদ্ব্যক্তঞ্চ, তাভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বমেব; এতৈর্নবভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্বে নমস্যন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ॥৩৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ভগবতো হর্ষাদিবিষয়ত্বে হেতুং দর্শয়তি—কস্মাচ্চেতি। কস্মাচ্চ হেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কুর্যুর্হে মহাত্মন্। গরীয়সে গুরুতরায়। যত ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্যাপ্যাদিকর্তা কারণম্। অতস্তস্মাদাদিকর্ত্রে কথমেবং তে ন নমস্কুর্যুঃ? অতো হর্ষাদীনাং নমস্কারস্য চ স্থানং ত্বমর্হঃ। বিষয় ইত্যর্থঃ। হে অনন্ত। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। তমক্ষরং তৎ পরং যদ্বেদান্তেষু শ্রূয়তে। কিং তৎ? সদসদিতি। সদ্বিদ্যমানম্। অসচ্চ যত্র নাস্তীতি বুদ্ধিঃ। তে উপাধিভূতে সদসতী যস্যাক্ষরস্য। যদ্দ্বারেণ সদসদিত্যুপচর্যতে। পরমার্থতস্তু সদসতোঃ পরং তদক্ষরং যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি। তৎ ত্বমেব। নান্যদিত্যভিপ্রায়ঃ॥৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে পরমোদারচিত্ত! হে দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্য! হে হিরণ্যগর্ভাদিদেবতাগণেরও নিয়ন্তা! হে জগতের আশ্রয়স্বরূপ! তুমি জগদ্বিধাতারও পরমগুরু ও সৃষ্টিকর্তা। এই জন্য সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। আবার "অস্তি" ও "নাস্তি" পদের প্রত্যয়ভূত পদার্থও তুমি এবং অগম্য ও অপারও তুমি। তোমাকে যে সকলে নমস্কার বা অনুরাগ করেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কী!॥৩৭॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাঽসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥৩৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অনন্তরূপ (হে অনন্তরূপ!) ত্বম্ (তুমি) আদিদেবঃ পুরাণঃ পুরুষঃ (আদিদেব পুরাণপুরুষ) ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (একমাত্র) নিধানং (লয়স্থান) [তুমি] বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং চ (ও জ্ঞেয়) পরং চ ধাম (ও পরমধাম) অসি (হও) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) বিশ্বং (জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে)॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অনন্তরূপ! তুমিই আদিদেব, তুমিই পুরাণপুরুষ, তুমিই বিশ্বের একমাত্র নিধান, তুমিই সর্বজ্ঞ, তুমিই জ্ঞেয়বস্তু, তুমি পরমধাম ও তুমি বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান॥৩৮॥

ব্যাকরণ ঃ **অনন্তরূপ**=অনন্তানি রূপানি যস্য সঃ—বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা একবচন। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **আদিদেবঃ**=আদিঃ দেবঃ—কর্মধারয়। **পুরাণঃ**=পুরা+তন, ট্যু ভবার্থে (বিকল্পে "ত" লোপ্), ১মা একবচন। **পুরুষঃ**=পুর+শী-ড, ১মা একবচন। **অস্য**=ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **বিশ্বস্য**=বিশ্+ক্বন্=বিশ্ব, ৬ষ্ঠী একবচন। **পরম্**=পৃ+অচ্=পর (ক্লীব), ১মা একবচন। **নিধানম্**=নি-ধা+অনট্, ১মা একবচন। **বেত্তা**=বিদ্+তৃণ্=বেত্তৃ, ১মা একবচন। **বেদ্যম্**=বিদ্+ণ্যৎ=বেদ্য (ক্লীব), ১মা একবচন। চ=অব্যয়। **পরম্**=পর-মা+ক, ১মা একবচন। **ধাম**=ধা+মনিন্=ধামন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অসি**=অস্+লট্ সি। **ত্বয়া**=যুষ্মদ্, ৩য়া একবচন। **বিশ্বম্**=বিশ্+ক্বন্=বিশ্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **ততম্**=তন্+ক্ত=তত (ক্লীব), ১মা একবচন॥৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ ত্বমাদিদেব ইতি। ত্বম্ আদিদেবো দেবানামাদিঃ, যতঃ পুরাণোঽনাদিঃ পুরুষস্ত্বম্; অতএব ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানং, তথা বিশ্বস্য বেত্তা ত্বং, যচ্চ বেদ্যং বস্তুজাতং, পরঞ্চধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি, অতএব হে অনন্তরূপ! ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্; এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য ইত্যর্থঃ॥৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পুনরপি স্তৌতি—ত্বমিতি। ত্বমাদিদেবঃ। জগতঃ স্রষ্টৃত্বাৎ পুরুষঃ পুরি শয়ানাৎ পুরাণশ্চিরন্তনঃ। ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধানং—নিধীয়তেঽস্মিন্ জগৎ সর্বং মহাপ্রলয়াদাবিতি। কিঞ্চ বেত্তাঽসি বেদিতাঽসি সর্বস্যৈব বেদ্যজাতস্য। যচ্চ বেদ্যং বেদনার্হং

তচ্চাসি ত্বম্। পরমং চ ধাম পরমং পদং বৈষ্ণবম্। ত্বয়া ততং ব্যাপ্তং বিশ্বং সমস্তম্। হে অনন্তরূপ। অন্তো ন বিদ্যতে তব রূপাণাম্॥৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে অসীমসত্তাস্বরূপ! তুমি সকল সৃষ্টির আদি, তুমি অনাদি; অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে তুমিই পুরুষপদবাচ্য; পুর—শরীর মাত্রেই অন্তরাত্মারূপে তোমারই স্থিতি। তুমিই জগতের লয়স্থান, তুমি জগতের সকলই জ্ঞাত আছ, আবার তোমাকেই জ্ঞাত হইবার জন্য জগৎ ব্যাকুল। তুমিই সচ্চিদানন্দঘন অবিদ্যাবর্জিত বিষ্ণুর পরমপদ। হে বিশ্বরূপ! রজ্জু যেমন সর্পভ্রমের অধিষ্ঠানভূমি, তদ্রূপ সৎস্বরূপ তোমাতেই এই অসৎ জগৎ-রূপ ভ্রম জন্মিতেছে। বস্তুতঃ, জগতে ওতপ্রোতভাবে তোমারই সত্তা বিদ্যমান॥৩৮॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভুয়োঽপি নমো নমস্তে॥৩৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ত্বং (তুমি) বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ (বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ ও চন্দ্র) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) প্রপিতামহঃ চ (ও ব্রহ্মার জনক) [অতএব] তে (তোমাকে) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রবার) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি) পুনঃ চ (পুনর্বার) নমঃ (নমস্কার) ভূয়ঃ অপি (পুনর্বার) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃপুনঃ নমস্কার)॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ও প্রপিতামহরূপ সকল দেবতাই তুমি। তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমাকে পুনঃ বারংবার নমস্কার করি॥৩৯॥

ব্যাকরণ ঃ **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **বায়ুঃ**=বা+উণ্, ১মা একবচন। (যো বাতি চরাচরং জগৎ ধরতি বলিনাং বলিষ্ঠঃ বায়ুঃ)। **যমঃ**=যম্+ণিচ্+অচ্, ১মা একবচন (যচ্ছতি ধর্মমার্গমিতি যমঃ)। **অগ্নিঃ**=অন্গ্+নি, ১মা একবচন (অগতি গচ্ছতি উর্দ্ধমিতি অগ্নি)। **বরুণঃ**=বৃ+উনন্, ১মা একবচন (য সর্বান্ ধর্মাত্মনো বৃণোতি যশ্চ শিষ্টৈঃ ধর্মাত্মভিঃ ব্রিয়তে স বরুণঃ)। **শশাঙ্কঃ**= শশ্+অচ্=শশ; অন্‌ক্+ঘঞ্=অঙ্ক; শশঃ অঙ্কে যস্যঃ সঃ—বহুব্রীহি। **প্রজাপতিঃ**=প্রজানাং পতিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **প্রপিতামহঃ**=পিতৃ+ডামহ=পিতামহ; পিতামহস্য পিতা=প্রপিতামহঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **সহস্রকৃত্বঃ**=সহ-হস্+র=সহস্র; সহস্র+কৃত্বসুচ্। **নমঃ**=নমস্, ১মা একবচন। **অস্তু**=অস্+লোট্ তু। **পুনঃ**=পন্+অরু, ১মা একবচন। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্=ভূয়স্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়॥৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইতশ্চ সর্বৈস্ত্বমেব নমস্কার্যঃ সর্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তুবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি। বায়্বাদিরূপস্ত্বমিতি সর্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তং—প্রজাপতিঃ

পিতামহস্তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বম্; অতস্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোঽস্তু, পুনঃ সহস্রকৃত্বো নমোঽস্তু, ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমো নমঃ ইতি॥৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—বায়ুরিতি। বায়ুস্ত্বম্। যমশ্চ। অগ্নিঃ। বরুণোঽপাং পতিঃ। শশাঙ্কশ্চন্দ্রমাঃ। প্রজাপতিস্ত্বং কশ্যপাদিঃ। প্রপিতামহশ্চ—পিতামহস্যাপি পিতা প্রপিতামহঃ। ব্রহ্মণোঽপি পিতেত্যর্থঃ। নমো নমস্তে তুভ্যমস্তু সহস্রকৃত্বঃ। পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে। বহুশো নমস্কারক্রিয়াঽভ্যাবৃত্তিগণনং কৃত্বসুচোচ্যতে। পুনশ্চ ভূয়োঽপীতি শ্রদ্ধাভক্ত্যতিশয়াদ-পরিতোষমাত্মনো দর্শয়তি॥৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে ভগবন্! তুমিই বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছ; তুমিই যমরূপে আবার তাহাদিগকে সংহার করিতেছ। তুমিই তেজোরূপে জগৎকে উত্তপ্ত করিতেছ; আবার বারিরূপে সকলকে শীতল করিতেছ। সূর্য ও চন্দ্ররূপে তুমিই জগৎকে প্রকাশ করিতেছ। তুমি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিতেছ। তুমি সকলেরই প্রণম্য। আমি তোমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্বক বারংবার নমস্কার করিতেছি। তোমাকে যত বারই প্রণাম করি, কিছুতেই যেন আমার তৃপ্তি হইতেছে না—প্রাণ-মন যেন আরও প্রণাম করিতে চাহিতেছে॥৩৯॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥৪০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] সর্ব (হে সর্ব!) তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ পৃষ্ঠতঃ (এবং পশ্চাদ্ভাগে) নমঃ (নমস্কার) তে (তোমার) সর্বতঃ এব (চতুষ্পার্শ্বে) নমঃ অস্তু (নমস্কার) [হে] অনন্তবীর্য (হে অনন্তবীর্য!) ত্বম্ (তুমি) অমিতবিক্রমঃ (অসীমবিক্রমযুক্ত) সর্বং (নিখিল বিশ্বকে) সমাপ্নোষি (ব্যাপিয়া আছ) ততঃ (এই জন্য) সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) অসি (হও)॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে সর্বস্বরূপ! আমি তোমার সম্মুখভাগে নমস্কার করি, তোমার পশ্চাদ্ভাগে নমস্কার করি এবং তোমার চতুষ্পার্শ্বেই নমস্কার করি। তুমি অনন্তবীর্য ও অমিতবিক্রম এবং তুমি জগতের সর্বত্র বিদ্যমান। এই জন্য তুমি 'সর্ব' নামে অভিহিত হইয়া থাক॥৪০॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্ব**=সর্ব+অচ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **পুরস্তাৎ**=পুরস্+অস্তাৎ। **অথ**=অব্যয়। **পৃষ্ঠতঃ**=পৃষ্+থক্=পৃষ্ঠ; পৃষ্ঠ+তসিল্ (সপ্তম্যাম্)। **নমঃ**=নমস্, ১মা একবচন। **অস্তু**=অস্+লোট্ তু। **অনন্ত-বীর্য**=অম্+তন্=অন্ত, নাস্তি অন্ত যস্য সঃ=অনন্ত—নঞ্ বহুব্রীহি; বীর+যৎ=বীর্য। **অমিতবিক্রমঃ**=মা+ক্ত=মিত; নাস্তি মিতঃ যস্য সঃ=অমিতঃ—নঞ্ বহুব্রীহি; বি-ক্রম্+ঘঞ্=বিক্রম; অনন্তং বীর্যং চ অমিত বিক্রমশ্চ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **সর্বম্**=সর্ব+অচ্=সর্ব, ২য়া একবচন। **সমাপ্নোষি**=সম্-আপ্+লট্ সি। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **সর্বঃ**=সর্ব+অচ্=সর্ব, ১মা একবচন। **অসি**=অস্+লট্ সি॥৪০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ভক্তিশ্রদ্ধাদ্যাদরাতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নমঃ ইতি। হে সর্ব! সর্বাত্মন্! সর্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু সর্বাত্মকত্বমুপপাদয়ন্নাহ—অনন্তং বীর্যং সামর্থ্যং যস্য, তথা অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স এবম্ভূতস্ত্বং সর্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি, সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদিস্বকার্যং ব্যাপ্য বর্তসে; ততঃ সর্বরূপোঽসি॥৪০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তথা—নমঃ পুরস্তাদিতি। নমঃ পুরস্তাৎ পূর্বস্যাং দিশি তুভ্যম্। অথ পৃষ্ঠতস্তে পৃষ্ঠতোঽপি চ তে। নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্বাসু দিক্ষু সর্বত্র স্থিতায় হে সর্ব। অনন্তবীর্যামিতবিক্রমঃ—অনন্তং বীর্যমস্য। অমিতো বিক্রমোঽস্য। বীর্যং সামর্থ্যম্। বিক্রমঃ পরাক্রমঃ। বীর্যবানপি কশ্চিচ্ছত্রুবধাদিবিষয়ে ন পরাক্রমতে। মন্দপরাক্রমো বা। ত্বং ত্বনন্তবীর্যেঽমিতবিক্রমশ্চেত্যনন্তবীর্যামিতবিক্রমঃ। সর্বং সমস্তং জগৎ সমাপ্নোষি সম্যগেকেনাত্মনা ব্যাপ্নোষি যতস্ততস্তস্মাদসি ভবসি সর্বস্ত্বম্। ত্বয়া বিনাভূতং ন কিঞ্চিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥৪০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান স্বরূপতঃ আদ্যন্তপরিচ্ছেদশূন্য, তাঁহার অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ নাই। তবে ভক্তগণ তাঁহাকে সকল কর্মেরই আদি, মধ্য ও অন্ত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। এই জন্য অর্জুন সকল কর্মের আদিতে তাঁহার সম্মুখভাগ, অন্তে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ ও মধ্যে তাঁহার সর্বতোবিদ্যমানতা দর্শন করিয়াই, তাঁহার সম্মুখে, পশ্চাতে ও চারিদিকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কায়িক বল, রূপ, বীর্য ও শিক্ষার এবং শস্ত্রাদির প্রয়োগকুশলতারূপ বিক্রমের সীমা নাই। তিনি নিজ সত্তাস্ফুরণ দ্বারা জগদ্ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; এই জন্য তিনি কোনো বস্তুবিশেষের নামে অভিহিত না হইয়া "সর্ব" নামে আখ্যাত হইয়াছেন॥৪০॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাঽপি॥৪১॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাঽপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥৪২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তব (তোমার) মহিমানম্ (মহিমা) ইদম্ [চ] (ও এই) [বিশ্বরূপ] অজানতা (না জানিয়া) ময়া (মৎকর্তৃক) প্রমাদাৎ (প্রমাদবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা ভাবিয়া) হে কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) হে যাদব (হে যাদব!) হে সখে (হে সখে!) ইতি (এইরূপ) প্রসভং (হঠাৎ) যৎ উক্তম্ (যাহা কথিত হইয়াছে) [হে] অচ্যুত (হে অচ্যুত!) বিহারশয্যাসনভোজনেষু (বিহার, শয়ন, উপবেশন ও আহার বিষয়ে) একঃ (একাকী থাকিতে) অথবা তৎসমক্ষম্ (অথবা বন্ধুজনসমক্ষে) অবহাসার্থং (পরিহাসচ্ছলে) চ (এবং) যৎ (যে) অসৎকৃতঃ (অসম্মানিত) অসি (হইয়াছ) অহম্ (আমি) অপ্রমেয়ং (অপ্রমেয়স্বরূপ) ত্বাং (তোমার নিকট) তৎ (তাহার) ক্ষাময়ে (ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি)॥৪১-৪২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! তোমার এই বিশ্বরূপ ও ঐশ্বর্যমহিমা না জানিয়া, হে কৃষ্ণ! হে

যাদব! হে সখে! এইরূপ লৌকিক সম্বন্ধবুদ্ধিতে যাহা কিছু সামান্য ব্যবহার করিয়াছি [তুমি আমার তজ্জনিত অপরাধ ক্ষমা করো]। হে অচ্যুত! তোমার বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে অথবা যখন তুমি কখনও একাকী থাকিতে কিংবা তোমার অন্য বন্ধুবর্গ-মধ্যে অবস্থিতি করিতে তখন পরিহাসচ্ছলে আমি তোমাকে কত তিরস্কার করিয়াছি; তুমি অপ্রমেয়, তোমার নিকট আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি॥৪১-৪২॥

ব্যাকরণ ঃ **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মহিমানম্**=মহৎ+ইমনিচ্=মহিমন্, ২য়া একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অজানতা**=জ্ঞা+শতৃ=জানৎ; ন জানন্=অজানন্, ৩য়া একবচন। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **প্রমাদাৎ**=প্র-মদ্+ঘঞ্=প্রমাদ্, ৫মী একবচন। **প্রণয়েন**=প্র-নী+অচ্=প্রণয়, ৩য়া একবচন। **বা**=অব্যয়। **অপি**=অব্যয়। **সখা**=সহ-খ্যা+ডিন্, ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **মত্বা**=মন্+ক্তাচ্। **কৃষ্ণ**=কৃষ্+নক্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **প্রসভম্**=প্রসতা সভা (বিচারঃ) অস্মাৎ ইতি=প্রসভম্। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **উক্তম্**=ব্রূ+ক্ত=উক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **যাদব**= যদু+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **অচ্যুত**=চ্যুৎ+ক্ত=চ্যুত, অবিদ্যমানং চ্যুতমস্য—বহুব্রীহি—তৎ সম্বুদ্ধৌ ১মা একবচন। **বিহার-শয্যা-আসন-ভোজনেষু**=বি-হৃ+ঘঞ্=বিহার; শী+ক্যপ্ (ভাববাচ্যে)+ টাপ্=শয্যা; আস্+অনট্=আসন; ভুজ্+অনট্=ভোজনঃ, বিহারশ্চ শয্যা চ আসনঞ্চ ভোজনঞ্চ=বিহার শয্যাসনভোজনানি—দ্বন্দ্ব; ৭মী বহুবচন। **একঃ**=ই+কন্। **অথবা**=অব্যয়। **তৎ-সমক্ষম্**=অক্ষ্ণোঃ সাক্ষাৎ=সমক্ষম্—অব্যয়ীভাব; তেষাং সমক্ষম্=তৎ-সমক্ষম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **অবহাসার্থম্**=অব-হস্+ঘঞ্=অবহাস; অবহাসায় ইদম্=অবহাসার্থম্—নিত্য সমাস। **অসৎকৃতঃ**= অস্+শতৃ=সৎ; ন সৎ=অসৎ—নঞ্ তৎপুরুষ; অসৎ+কৃ+ক্ত=অসৎকৃত; ১মা একবচন; অসৎকৃতঃ ইতি অসৎকৃত—গতি তৎ। **অসি**=অস্+লট্ সি। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **অপ্রমেয়ম্**=প্র-মা+ যৎ (শকার্থে)=প্রমেয়; ন প্রমেয়ঃ=অপ্রমেয়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ক্ষাময়ে**=ক্ষম্+ণিচ্ লট এ॥৪১-৪২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি—সখেতি দ্বাভ্যাম্। ত্বাং প্রাকৃতঃ সখা সমানবয়া ইতি মত্বা প্রসভং হঠাৎ তিরস্কারেণ যদুক্তং, তৎ ক্ষাময়ে ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিং তৎ? হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি চ সন্ধিরার্ষঃ। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি। কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ। অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরস্থিতোঽপি, তৎ সর্বাপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়মচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি॥৪১-৪২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যতোঽহং ত্বন্মাহাত্ম্যাপরিজ্ঞানাদপরাদ্ধোঽতঃ—সখেতি। সখা সমানবয়া ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা বিপরীতবুদ্ধ্যা প্রসভমভিভূয় প্রসহ্য যদুক্তং—হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চ—অজানতাঽজ্ঞানিনা মূঢ়েন। কিমজানতেতি? আহ—মহিমানং মাহাত্ম্যং তবেদমীশ্বরস্য বিশ্বরূপম্। তবেদং মহিমানমজানতেতি? বৈয়ধিকরণ্যেন সম্বন্ধঃ। তবেমমিতি পাঠো যদ্যস্তি তদা

সামানাধিকরণ্যমেব। ময়া প্রমাদাদ্বিক্ষিপ্তচিত্ততয়া প্রণয়েন বাঽপি—প্রণয়ো নাম স্নেহনিমিত্তো বিশ্রম্ভস্তেনাপি কারণেন—যদুক্তবানস্মি।

যচ্চেতি। যচ্চাবহাসার্থং পরিহাসপ্রয়োজনায়াসৎকৃতঃ পরিভূতোঽসি ভবসি। ক্ব? বিহারশয্যাসনভোজনেষু। বিহরণং বিহারঃ পাদব্যায়ামঃ। শয়নং শয্যা। আসনমাস্থায়িকা। ভোজনমদনম্। ইত্যেতেষু বিহারশয্যাসনভোজনেষু। একঃ পরোক্ষঃ সন্নসৎকৃতোঽসি পরিভূতোঽসি। অথবাঽপি হে অচ্যুত তৎসমক্ষম্। তচ্ছব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণার্থঃ। প্রত্যক্ষং বাঽসৎকৃতোঽসি। তৎ সর্বমপরাধজাতং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ে ত্বামহম্। অপ্রমেয়ং প্রমাণাতীতম্॥৪১-৪২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিলেও সমবয়স্কতা ও সখ্য-জন্য তাঁহাকে হয়তো আপনার সাধারণ মাতুলপুত্র বোধে কখনও যাদব, কখনও কৃষ্ণ, কখনও-বা সখা বলিয়া লৌকিক বুদ্ধিতে ইতঃপূর্বে ঈশ্বরানুচিত সম্বোধন করিয়াছেন। এক্ষণে দিব্যদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয়স্বরূপ দর্শনে আপনাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বোধে ক্ষুব্ধ হইয়া নিজ পূর্বকৃত স্পর্ধা ও ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা চাহিলেন।

ক্রীড়ার সময়ে, শয্যায় শয়নকালে, আসনে বসিবার সময়ে এবং সজাতীয় বহুজনমণ্ডলীতে একত্র ভোজনকালে অথবা যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একাকী বিশ্রাম করিতেন কিংবা যখন তিনি মিত্রমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, অর্জুন হয়তো সেই সেই সময়ে কত উপহাসের কথা বলিয়াছিলেন; তাই এখন তাঁহার নিকট বিনীতভাবে বলিতেছেন, তুমি অচিন্ত্যপ্রভাবশালী, তুমি নির্বিকার ও পরমদয়ালু; আমার অজ্ঞানকৃত সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করো॥৪১-৪২॥

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥৪৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অপ্রতিমপ্রভাব (হে অনুপমপ্রভাবশালী!) ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) চরাচরস্য (চরাচরের) লোকস্য (লোকের) পিতা (জনক) পূজ্যঃ (পূজ্য) গুরুঃ (গুরু) গরীয়ান্ চ (ও গুরুতর) অসি (হও)। অতঃ (অতএব) লোকত্রয়ে (ত্রিজগতে) ত্বৎসমঃ অপি (তোমার তুল্যও) ন অস্তি (কেহ নাই)। [তোমা হইতে] অভ্যধিকঃ (গুরুতর) অন্যঃ কুতঃ (অন্য কোথায়)?॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অনুপমপ্রভাবশালী! এই চরাচর-সমস্ত লোকের তুমি পিতা; তুমি পূজ্য গুরু এবং গুরু হইতেও তুমি গুরুতর। ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহ নাই। তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেই-বা হইতে পারে?॥৪৩॥

ব্যাকরণ ঃ **অপ্রতিমপ্রভাব**=প্রতি-মা+অপ্=প্রতিম; প্র-ভূ+ঘঞ্=প্রভাব; প্রভাবস্য প্রতিম নাস্তি যস্য সঃ=অপ্রতিমপ্রভাব—নঞ্ বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা একবচন। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন।

অস্য=ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **চর-অচরস্য**=চর্+অচ্=চর; ন চরম্=অচরঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; চরশ্চ অচরশ্চ—দ্বন্দ্ব। **লোকস্য**=লোক+ঘঞ্=লোক, ৬ষ্ঠী একবচন। **পিতা**=পা+তৃচ্=পিতৃ, ১মা একবচন। **পূজ্যঃ**=পূজা+যৎ। **গুরু**=গৃ+কু, ১মা একবচন। **গরীয়ান্**=গুরু+ঈয়সুন্=গরীয়স্, ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **অসি**=অস্+লট্ সি। **লোক-ত্রয়ে**=লোকানাং ত্রয়ম্=লোকত্রয়ম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তস্মিন্, অধি ৭মী একবচন। **অপি**=অব্যয়। **ত্বৎসমঃ**=তব সমঃ=ত্বৎসমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **অস্তি**=অস্+লট্ তি। **অভ্যধিকঃ**=অতিশয়েন=অভ্য ধিকঃ—প্রাদি তৎপুরুষ। **অন্যঃ**=অন্+যৎ, ১মা একবচন। **কুতঃ**=কিম্+তসিল্ (সপ্তম্যাম্)॥৪৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ—পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি; অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াংশ্চ গুরুতরঃ; অতো লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো নাস্তি, পরমেশ্বরাদন্যস্যাভাবাৎ, ত্বত্তোঽধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ॥৪৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যতস্ত্বং—পিতাঽসীতি। পিতাঽসি জনয়িতাঽসি। লোকস্য প্রাণিজাতস্য। চরারস্য স্থাবরজঙ্গমস্য; ন কেবলং ত্বমস্য জগতঃ পিতা। পূজ্যশ্চ পূজার্হঃ। যতো গুরুঃ। গরীয়ান্ গুরুতরঃ। কস্মাদ্‌গুরুতরস্ত্বমিতি? আহ—ন চ ত্বৎসমস্ত্বত্তুল্যোঽন্যোঽস্তি। ন হীশ্বরদ্বয়ং সম্ভবতি। অনেকেশ্বরত্বে ব্যবহারানুপপত্তেঃ। ত্বৎসম এব তাবদন্যো ন সম্ভবতি। কুত এবান্যোঽভ্যধিকঃ স্যাল্লোকত্রয়েঽপি সর্বস্মিন্? আহ—অপ্রতিমপ্রভাব। প্রতিমীয়তে যয়া সা প্রতিমা। ন বিদ্যতে প্রতিমা যস্য তব প্রভাবস্য স ত্বমপ্রতিমপ্রভাবঃ। হে অপ্রতিমপ্রভাব। নিরতিশয়প্রভাব ইত্যর্থঃ॥৪৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সমস্ত জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন, এই জন্য তুমি সকলের পিতা। সকল দেবের দেবতা তুমি, এই জন্য তুমি পূজ্য। বেদাদির উপদেষ্টা তুমি, এই জন্য তুমি গুরু। তোমা হইতে কেহ আর শ্রেষ্ঠ নাই, এই জন্য তুমি গুরুতর। এবং তুমি, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"[১]—তোমার তুলনা তুমিই। তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"[২], তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছু দৃষ্ট হয় না॥৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঽর্হসি দেব সোঢুম্॥৪৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] দেব (হে দেব!) তস্মাৎ (অতএব) অহং (আমি) কায়ং (শরীরকে) প্রণিধায় (দণ্ডবৎ করিয়া) প্রণম্য (প্রণামপূর্বক) ঈড্যম্ (বন্দনীয়) ঈশং (ঈশ্বর) ত্বাং (তোমাকে) প্রসাদয়ে (প্রসন্ন করিতেছি) পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্য (পুত্রের) সখা ইব (সখা যেমন) সখ্যুঃ (মিত্রের) প্রিয়ঃ

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/২২
২ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/৮

(প্রিয় ব্যক্তি) [যেমন] প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) [অপরাধ ক্ষমা করেন] (সেইরূপ আমার অপরাধ) সোঢুম্ অর্হসি (সহ্য করিতে সক্ষম হও)॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অতএব দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক তোমাকে সকলের বন্দনীয় জানিয়া তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের, সখা মিত্রের, পতি পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমি তদ্রূপ আমার [অপরাধ] ক্ষমা করো॥৪৪॥

ব্যাকরণ ঃ **দেব**=দিব্+অচ্=দেব, সম্বোধনে ১মা একবচন। **তস্মাৎ**=তদ্, ৫মী একবচন (হেতৌ)। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **কায়ম্**=চি+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **প্রণিধায়**=প্র-নি-ধা+ল্যপ্। **প্রণম্য**=প্র-নম্+ল্যপ্। **ঈড্যম্**=ঈড্+ণ্যৎ যোগ্যার্থে, ২য়া একবচন। **ঈশম্**=ঈশ্+ক=ঈশ, ২য়া একবচন। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **প্রসাদয়ে**=প্র-সদ্+ণিচ্ লট্ এ। **পিতা**=পা+তৃচ্=পিতৃ, ১মা একবচন। **ইব**=অব্যয়। **পুত্রস্য**=পুৎ-ত্রৈ+ক=পুত্র, ৬ষ্ঠী একবচন। **সখা**=সহ-খ্যা+ডিন্ (কর্মবাচ্যে), ১মা একবচন। **সখ্যুঃ**=সখা, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রিয়ঃ**=প্রী+ক, ১মা একবচন। **প্রিয়ায়াঃ**=প্রিয়+টাপ্=প্রিয়া, ৬ষ্ঠী একবচন। **সোঢুম্**=সহ্+তুমুন্। **অর্হসি**=অর্হ্+লট্ সি॥৪৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগতঃ স্বামিনম্ ঈড্যং স্তুত্যং প্রসাদয়ামি। কথম্? কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপত্য প্রণম্য নত্বা, অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢুং ক্ষন্তুমর্হসি; কস্য ক ইব পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যুর্মিত্রস্যাপরাধং সখা নিরুপাধিবন্ধুর্যথা সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়াঃ সন্ধিরার্ষঃ অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদ্বৎ॥৪৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত এবং—তস্মাদিতি। তস্মাৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য। প্রণিধায় প্রকর্ষেণ নীচৈর্ধৃত্বা। কায়ং শরীরম্। প্রসাদয়ে প্রসাদং কারয়ে। ত্বামহমীশমীশিতারম্। ঈড্যং স্তুত্যম্। ত্বং পুনঃ—পুত্রস্যাপরাধং পিতা যথা ক্ষমতে সর্বম্। সখেব চ সখ্যুরপরাধম্। যথা বা প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ অপরাধং ক্ষমতে। এবমর্হসি হে দেব সোঢুং প্রসহিতুম্। ক্ষন্তুমিত্যর্থঃ॥৪৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন ভগবচ্চরণাবনত—প্রণত হইয়া দীনভাবে বলিতেছেন—প্রভো! তুমি সর্ব জগতের নিয়ন্তা এবং ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়, তোমার মহত্ত্বের অন্ত নাই। কিন্তু নাথ! যেমন শিশু পিতৃগতপ্রাণ, সখা যেমন প্রাণসখার অনুগত, পত্নী যেমন পতিকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না; তদ্রূপ আমিও তোমার আশ্রিত। আমাকে—শরণাগত ভক্তকে—রক্ষা করিবার কর্তা তুমি বই আর কেহ নাই। আমার মতো তোমার অনেক ভক্ত থাকিতে পারে; কিন্তু তোমার মতো আমার আর কেহ নাই। তাই বলি, দেবাদিদেব! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করো॥৪৪॥

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥৪৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] দেব (হে দেব!) অদৃষ্টপূর্বং (অপূর্ব) [তোমার রূপ] দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ

অস্মি (আহ্লাদিত হইয়াছি) ভয়েন চ (এবং ভয়ে) মে (আমার) মনঃ (মন) প্রব্যথিতম্ (ব্যাকুল হইতেছে)। [অতএব] [হে] দেবেশ (হে দেবেশ!) জগন্নিবাস (হে জগৎ-নিবাস!) তৎ এব রূপং (সেই পূর্ব রূপই) মে (আমাকে) দর্শয় (দেখাও) প্রসীদ (প্রসন্ন হও)॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে দেবেশ! তোমার এই অদৃষ্টচর অপূর্ব রূপ দর্শন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। হে জগন্নিবাস! তোমার সেই মনোহর পূর্ব রূপ দেখাও এবং আমার প্রতি প্রসন্নতা বিস্তার করো॥৪৫॥

ব্যাকরণ ঃ **দেব**=দিব্+অচ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **অদৃষ্টপূর্বম্**=দৃশ্+ক্ত=দৃষ্টমং কর্মণি; পূর্বং দৃষ্টম্ ইতি=দৃষ্টপূর্বম্—সুপ্‌সুপা সমাস; ন দৃষ্টপূর্বম্=অদৃষ্টপূর্বং—নঞ্ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **দৃষ্ট্বা**=দৃশ্+ক্ত্বাচ্। **হৃষিতঃ**=হৃষ্+ক্ত। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **ভয়েন**=ভী+অচ্=ভয়ম্, ৩য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মনস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রব্যথিতম্**=প্র-ব্যথ্+ক্ত=প্রব্যথিত (ক্লীব), ১মা একবচন। **দেবেশ**=দেবানাম্ ঈশঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **জগন্নিবাস**=গম্+ক্বিপ্=জগৎ; নি-বস্+ঘঞ্=নিবাস; জগতাং নিবাসঃ= জগন্নিবাস—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **রূপম্**=রূপ+ক=রূপ, ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৪র্থী একবচন। **দর্শয়**=দৃশ্+ণিচ্+লোট্ হি। **প্রসীদ**=প্র-সদ্+লোট্ হি॥৪৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং ক্ষাময়িত্বা প্রার্থয়তে—অদৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্। হে দেব! পূর্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতো হৃষ্টোঽস্মি, তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং, তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্নো ভব॥৪৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অদৃষ্টপূর্বমিতি। অদৃষ্টপূর্বং ন কদাচিদপি দৃষ্টপূর্বমিদং বিশ্বরূপং তব ময়া। অন্যৈর্বা। তদহং দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি। ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। অতস্তদেব মে মম দর্শয় হে দেব রূপং যন্মৎসখম্। প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। জগতো নিবাসো জগন্নিবাসঃ। হে জগন্নিবাস॥৪৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানের বিরাটমূর্তি দর্শনে অর্জুন কৃতার্থ ও আশ্চর্যরূপে মোহিত হইয়া, আনন্দিত হইয়াও সুখী হইতে পারেন নাই। কেননা, সেই ইন্দ্রিয় ও মনের ধারণার এবং ধ্যানের অযোগ্য, বিকট, ভয়ঙ্করভাবে তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই বলিতেছেন—প্রভো! তোমার এই স্বরূপ দর্শনে আর আমার অভিলাষ নাই। তোমার এই রূপ আশ্চর্য হউক, অনন্ত হউক, তোমার মহিমাব্যঞ্জক হউক, আমার ইহা দেখিতে ভাল লাগিতেছে না। তোমার স্ব-স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু হে দেব! তুমি যে-রূপে ভক্তের মন মোহিত কর, প্রেমিককে উন্মত্ত করিয়া দাও, অনুগত ও শরণাগতের মন কাড়িয়া লও, আমার সখাবেশধারী তোমার যে মোহন রূপটিকে আমি দেখিতে বড় ভালবাসি, আমাকে সেই হাসি হাসি মোহন বেশে দেখা দাও। আমার প্রাণভরা মনভুলানো রূপটি না দেখিতে পাইলে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। তুমি তো ভক্তবৎসল, ভক্ত যে-রূপ ভালবাসে তুমি তো ভক্তের

কাছে সেই রূপেই দেখা দাও, তবে তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র তোমার সেই পূর্বরূপ ধারণ করিয়া আমার ভয় ভঞ্জন করো।

এই প্রার্থিত দেবরূপ কী প্রকার, তাহাই অর্জুন পরশ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন॥৪৫॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥৪৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) তথা এব (সেই রূপই) কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং (গদাধারী) চক্রহস্তং (চক্রধারী) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) [হে] সহস্রবাহো (হে সহস্রবাহো!) বিশ্বমূর্তে (হে বিশ্বমূর্তে!) তেন (সেই) চতুর্ভুজেন রূপেণ এব (চতুর্ভুজ মূর্তিতেই) ভব (আবির্ভূত হও)॥৪৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! আমি কিরীটযুক্ত ও গদাচক্রহস্ত তোমার সেই পূর্ববৎ রূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্তে! এক্ষণে তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করো॥৪৬॥

ব্যাকরণ ঃ অহম্=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **এব**=অব্যয়। **কিরীটিনম্**=কৄ+ঈটন্=কিরীট; কিরীট+ইনি=কিরীটিন্; ২য়া একবচন। **গদিনম্**=গদা+ইনি=গদিন্, ২য়া একবচন। **চক্রহস্তম্**=চক্+রক্=চক্র; হস্+তন্=হস্ত; চক্রং হস্তে যস্য সঃ=চক্রহস্তম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **দ্রষ্টুম্**=দৃশ্+তুমুন্। **ইচ্ছামি**=ইষ্+লট্ মি। **সহস্রবাহো**=সহস্র=সহ-হস্+র; বহ্+উণ্=বাহু; সহস্রাণি বাহবঃ যস্য—বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা একবচন। **বিশ্বমূর্তে**=বিশ্+ক্বন্=বিশ্ব; মূর্চ্ছ+ক্তিন্=মূর্তি; বিশ্বং মূর্তিঃ যস্য সঃ=বিশ্বমূর্তি—বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা একবচন। **তেন**=তদ্, ৩য়া একবচন। **চতুর্ভুজেন**=ভুজ্+ক=ভুজ; চত্বারঃ ভুজাঃ যস্য তৎ (রূপ এর বিণ)=চতুর্ভুজ—বহুব্রীহি; ৩য়া একবচন। **রূপেণ**=রূপ+ক=রূপ, ৩য়া একবচন। **ভব**=ভূ+লোট্ হি॥৪৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ—কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি—যথা পূর্বং দৃষ্টোঽসি তথৈব, অতঃ হে সহস্রবাহো! বিশ্বমূর্তে! ইদং বিশ্বরূপম্ উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব আবির্ভব। তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জুনঃ পূর্বমপি কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে; যত্তু পূর্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে 'কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামী'তি তদ্বহুকিরীটাদ্যভিপ্রায়েন; যদ্বা, এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ সুপ্রসন্নমপশ্যং, তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেবমত্র বহুবচনব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ॥৪৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং কিরীটবন্তম্। তথা গদিনং গদাবন্তম্। চক্রহস্তম্। ইচ্ছামি ত্বাং প্রার্থয়ে ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব। পূর্বদিত্যর্থঃ। যত এবং তস্মাৎ তেনৈব

রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো বার্তমানিকেন বিশ্বরূপেণ ভব বিশ্বমূর্তে। উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ ভবেত্যর্থঃ॥৪৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভক্ত আপনার হৃদয়বল্লভকে নিজ মনোমোহন মূর্তিতেই দেখিতে ভালবাসেন। তাই অর্জুন ভগবানকে সহস্রবাহুযুক্ত বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া কিরীটাদিতে অলংকৃত গদাচক্রপাণি ভক্তবৎসল রূপ ধারণ করিতে প্রার্থনা করিলেন।

মনুষ্যের হাত দুইটি বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য ছিলেন না। তিনি ভগবান। সুতরাং, মানবাবয়বের সহিত তাঁহার বিভিন্নতা হওয়া একটা বিচিত্র ব্যাপার নহে। তিনি দ্বিভুজ মানববিগ্রহধারী হইলেও শিশুপালকে, মা যশোদাকে ও উদ্ধবকে তাঁহার অলৌকিকরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, বসুদেবনিবাসে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ দেখিলেও তাঁহাকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু বলিয়াই জানিতেন। ইহাই তাঁহার ইষ্টমূর্তি। ভগবানের যেকোনো মূর্তিই সাধক দর্শন করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার ইষ্টমূর্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অভেদবুদ্ধিবশতঃ সাধক ভগবানের নানা রূপে নিজ এক ইষ্টরূপই দর্শন করেন। অর্জুনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। যে-রূপ কেহ কখনও দেখে নাই, জপ, তপ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ আদি কোনো পুরুষার্থ দ্বারাই যে-রূপ দেখা যায় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া আত্মসামর্থ্যপ্রভাবে কেবল পার্থকে সেই রূপ দেখাইয়াছিলেন, সেই অনন্ত বিরাট বিগ্রহেও অর্জুন ওই চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ইষ্টমূর্তিই দেখিয়াছিলেন এবং সেই বিষ্ণুমূর্তিকেই "অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রযুক্ত" দর্শন করিয়াছিলেন। এই মূর্তি অর্জুনের পক্ষে "দুর্নিরীক্ষ্য" হইয়াছিল। অনন্তকালাগ্নিসদৃশ অসহ্য তেজোরাশি অশেষায়ুধ-যুক্ত অনন্তবাহু, করাল দংষ্ট্রামালা আদি কোটি ব্রহ্মাণ্ডবিলয়ের বিকট বিচিত্র চিত্রদর্শনে অর্জুন ভীতচকিত ও চমকিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি ইষ্টদেবের হাস্যবিকশিত শান্ত, সৌম্য মূর্তি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসখা অর্জুন নিজ ইষ্টমূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বিশ্বরূপ, অনন্ত আশ্চর্য বিরাট ব্রহ্মরূপ ও অশেষ যোগৈশ্বর্য দেখিয়াছিলেন, তাহাও বিষ্ণুমূর্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতেই অনেকবাহূদরবক্ত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষ্ণুমূর্তি ভিন্ন একেবারে কোনো স্বতন্ত্র অপরিচিত অভিনব মূর্তি হইলে অর্জুন সেই মূর্তিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না—ভাবিতেন, ইহা আর কেহ হইবে।

কেহ ইহা মনে করিবেন না যে, চতুর্ভুজ অর্থে তো চারি ভুজই বুঝায়, তবে গদা ও চক্র এই দুইটি মাত্র উল্লিখিত হইল কেন? ইহাতে দুইটি মাত্র হাতই বুঝাইতেছে, চারি হাত হইলে তো চতুর্হস্তধৃত চারিটি পদার্থেরই (গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্ম) উল্লেখ থাকিত। অর্জুন এখানে ভগবানকে "দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্" অনেক দিব্য সমুজ্জ্বল আয়ুধযুক্ত হস্ত দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন। তাই বলিলেন, প্রভো! তোমার যে-মূর্তিতে কেবল গদা ও চক্র ভিন্ন অন্য আয়ুধ নাই, সেই শান্ত মূর্তি ধারণ করো। শঙ্খ ও কমল তো ভয়ের কারণ নহে, তাই অর্জুন তাহা উল্লেখ করেন

নাই। বিশেষতঃ, গদা ও চক্র ধরাতেই বিষ্ণুর শঙ্খ ও কমলকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, অর্জুন দেবকীগর্ভজাত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর দুইটি মাত্র অস্ত্রে, দুইটি মাত্র হস্ত অনুমান করিলেও দ্বিভুজ কৃষ্ণ বুঝায় না; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ হইলেও তিনি গদাচক্রধারী ছিলেন না। গদাচক্র বিষ্ণুরই হস্তে বিদ্যমান। ভগবান মনুষ্যরূপে মোহনমুরলীধারী ছিলেন, শঙ্খও লইয়াছিলেন। কেবল দেবরূপেই গদাধর চক্রপাণি।

"সহস্র" শব্দ সংখ্যাবাচক। "অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্" আদি শ্লোকে ইহাই বুঝাইতেছে যে, ভগবানের বিরাট বিগ্রহে অর্জুন অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য মুখমণ্ডল, অসংখ্য নেত্রাদি দর্শন করিতেছিলেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনিই ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপে সর্বথা বিরাজ করিয়া থাকেন। তিনিই সমস্ত, সমস্তই তিনি। আবার তাঁহাতেই সমস্ত ও সমস্ততেই তিনি। তাঁহার সত্তা ব্যতীত দ্বিতীয়ের সত্তা কোথায়? তিনিই বিশ্বেশ্বর ও তিনিই বিশ্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।"[১]

যাঁহা হইতে সূর্যের উদয় হয় এবং যাঁহাতে সূর্য অস্তগমন করেন, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—

"একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"[২]

সেই এক স্বরূপই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, রূপে রূপে তিনিই ভিন্ন ভিন্ন নানারূপ হইয়াছেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।
যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি। শ্রুতি॥"[৩]

যাঁহা হইতে জীবগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে, জন্মিয়া যদ্দ্বারা জীবিত রহিয়াছে এবং পরিণামে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে—অর্থাৎ দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অথবা স্বেদজ, উদ্ভিজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ বা চেতন অচেতন সমস্তই তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে, আবার তাঁহার সত্তাতেই বিলীন হইতেছে—ইত্যাদি জ্ঞেয় বিষয়রাশি যোগী ও জ্ঞানবানদিগের "বুদ্ধির গোচর" হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এতাবৎ "নয়নগোচর" কাহারও হয় না ও হইবারও নহে। তিনিই "বিশ্বেশ্বর" হইয়া কৃপাপরবশচিত্তে অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়া, তিনিই যে "বিশ্বরূপ" তাহাই "নয়নগোচর" করাইলেন। সকল বাহুই যে তাঁহার বাহু, সকল উদরই যে তাঁহার উদর, সকল মুখই যে তাঁহার মুখ, সকল নেত্রই যে তাঁহার নেত্র, ইহাই অর্জুন দিব্যচক্ষে দর্শন করিলেন॥৪৬॥

---

১ কঠ উপনিষদ্, ২/১/৯
২ তদেব, ২/২/১০
৩ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩/১

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥৪৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) প্রসন্নেন (প্রসন্ন হইয়া) ময়া (মৎকর্তৃক) আত্মযোগাৎ (আত্মযোগবলে) তব (তোমাকে) ইদং (এই) তেজোময়ং (তেজোময়) বিশ্বম্ (সর্বাত্মক) অনন্তম্ (অন্তশূন্য) আদ্যং (সকলের আদিভূত) মে (আমার) পরং (উত্তম) রূপং (রূপ) দর্শিতং (প্রদর্শিত হইল) যৎ (যে-রূপ) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্যকর্তৃক) ন দৃষ্টপূর্বম্ (পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই)॥৪৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, হে অর্জুন! তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই আমি আত্মযোগবলে তোমাকে এই সর্বাত্মক অপূর্ব অনাদি অনন্ত ও তেজোময় রূপ দেখাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এ-পর্যন্ত আর কেহ দেখিতে পায় নাই॥৪৭॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **প্রসন্নেন**=প্র-সদ্+ক্ত, ৩য়া একবচন। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **আত্মযোগাৎ**=অত+মনিন্=আত্মন্; যুজ্+ঘঞ্=যোগ; আত্মনঃ যোগঃ=আত্মযোগ—৬ষ্ঠী তৎ; ৫মী একবচন। (ল্যব্ লোপে কর্মণি ৫মী—আত্মযোগম্ অবলম্ব্য ইত্যর্থঃ)। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তেজোময়ম্**=তিজ্+অসুন্=তেজস্ (ক্লীব), ১মা একবচন=তেজঃ; তেজসা প্রকৃতম্ ইতি—তেজঃ+ময়ট্ (প্রকৃত বচনে)=তেজোময়, ১মা একবচন। **অনন্তম্**=অম্+তন্=অন্ত; নাস্তি অন্তঃ যস্য সঃ=অনন্তঃ—নঞ্ বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **আদ্যম্**=আ-দা+কি=আদি; আদি+যৎ=আদ্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **পরম্**=পৃ+অচ্=পর, ১মা একবচন। **বিশ্বম্**=বিশ্+ক্বন্=বিশ্ব, ১মা একবচন। **রূপম্**=রূপ+ক, ১মা একবচন। **দর্শিতম্**=দৃশ্+ণিচ্+ক্ত, ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ত্বদন্যেন**=ত্বৎ+অন্যেন (সন্ধি); যুষ্মদ্, ৫মী একবচন=ত্বৎ (অন্যার্থেঃ); অন্+যৎ=অন্য, ৩য়া একবচন (অনুক্তে কর্তরি ৩য়া)। **ন**=অব্যয়। **দৃষ্টপূর্বম্**=দৃশ্+ক্ত=দৃষ্ট; পূর্ব+অচ্=পূর্ব; পূর্বং দৃষ্টম্ ইতি=দৃষ্টপূর্বম্—সুপ্‌সুপা সমাস॥৪৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং প্রার্থিতঃ সংস্তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ। হে অর্জুন! কিমিতি ত্বং বিভেষি, যতো ময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তদেবং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্ আত্মনো মম যোগাৎ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ। পরত্বমেবাহ—তেজোময়ং বিশ্বং বিশ্বাত্মকমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপং, ত্বদন্যেন এতাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন পূর্বং ন দৃষ্টম্॥৪৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অর্জুনং ভীতমুপলভ্যোপসংহৃত্য বিশ্বরূপং প্রিয়বচনেনাশ্বাসয়ন্ ভগবান্ উবাচ—ময়েতি। ময়া প্রসন্নেন। প্রসাদো নাম ত্বয্যনুগ্রহবুদ্ধিঃ। তদ্বতা। প্রসন্নেন ময়া তব হে অর্জুনেদং পরং রূপং বিশ্বরূপং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। আত্মন ঐশ্বর্যস্য সামর্থ্যাৎ। তেজোময়ং

তেজঃপ্রায়ম্। বিশ্বং সমস্তম্। অনন্তমন্তরহিতম্। আদৌ ভবমাদ্যম্। যদ্রূপং মে মম ত্বদন্যেন ত্বত্তোঽন্যেন কেনচিন্ন দৃষ্টপূর্বম্॥৪৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে অর্জুন! তুমি আমার বিশ্বরূপদর্শনে ভীত হইও না। আমি ভয় দেখাইবার জন্য এই রূপ তোমাকে দেখাই নাই। তোমার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া, অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াই তোমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য এই দেবদুর্লভ রূপ তোমাকে প্রদর্শন করিলাম। এই রূপের তেজে কোটি সূর্যের তেজ পরাভূত হয়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ইহার অন্তর্নিহিত। এই রূপের আদিও নাই, অন্তও নাই। অত্যন্ত প্রিয়তম ভক্ত তোমা ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে এই আশ্চর্য মূর্তি দর্শন করা ঘটে নাই। আমি ধৃতরাষ্ট্রভবনে ভীষ্মাদিকে, সময়ান্তরে অক্রূরকে ও শৈশবে মাতা যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলাম বটে; কিন্তু তাহা এই রূপের অবান্তর অংশমাত্র। এইরূপ সুস্পষ্ট ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন বিশ্বাত্মক রূপ তোমাকেই কৃপা করিয়া দেখাইলাম। একান্ত অনুগত—শরণাগত ভক্ত হওয়াতেই তুমি এই বিচিত্র রূপ দেখিতে পাইলে। ইহাতে ভীত না হইয়া বরং আপনাকে ধন্য মনে করো ও প্রসন্ন হও॥৪৭॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥৪৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কুরুপ্রবীর (হে কুরুপ্রবীর!) ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (না বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন দ্বারা) ন দানৈঃ (না দানধর্ম দ্বারা) ন চ ক্রিয়াভিঃ (না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা) ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ (না উগ্রতপস্যা দ্বারা) এবংরূপঃ (এইরূপ) অহং (আমি) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্যকর্তৃক) নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দর্শনযোগ্য হই)॥৪৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কুরুপ্রবীর! মনুষ্যলোকমধ্যে বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা যথেষ্ট দানধর্ম কর্ম করিয়াও, কিংবা অত্যুগ্র তপশ্চর্যা দ্বারাও তুমি ভিন্ন আমার এই রূপ আর কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই॥৪৮॥

ব্যাকরণ ঃ **বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন**=বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ+ন। **দানৈর্ন**=দানৈঃ+ন। **কুরুপ্রবীর**=কৃ+কু=কুরু; প্রকৃষ্টঃ বীরঃ যঃ সঃ=প্রবীরঃ—বহুব্রীহি; কুরূণাং প্রবীরঃ=কুরুপ্রবীর—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নৈঃ**=বিদ্+ঘঞ্=বেদ; যজ্+নঙ্=যজ্ঞ; অধি+ই+অনট্=অধ্যয়ন; বেদশ্চ যজ্ঞশ্চ অধ্যয়নঞ্চ=বেদযজ্ঞাধ্যয়নানি—দ্বন্দ্ব; ৩য়া বহুবচন (করণে)। **দানৈঃ**=দা+ল্যুট্=দান, ৩য়া বহুবচন (করণে)। **চ**=অব্যয়। **ক্রিয়াভিঃ**=কৃ+শ+টাপ্=ক্রিয়া, ৩য়া বহুবচন (করণে)। **উগ্রৈঃ**=উচ্+রক্=উগ্র, ৩য়া বহুবচন (করণে)। **তপোভিঃ**=তপ্+অসুন্=তপস্, ৩য়া বহুবচন (করণে)। **এবম্**=অব্যয়। **রূপঃ**=রূপ+ক, ১মা একবচন (উক্তে কর্মে ১মা)। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **নৃলোকে**=নৃণাং লোকঃ=নৃলোকঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী একবচন। **ত্বদন্যেন**=ত্বৎ+

অন্যেন; ত্বৎ=যুষ্মদ্, ৫মী একবচন (অন্যার্থৈঃ); অন্+যৎ=অন্য, ৩য়া একবচন (অনুক্তে কর্তরি ৩য়া)। **দ্রষ্টুম্**=দৃশ্+তুমুন্। **শক্যঃ**=শক্+যৎ, ১মা একবচন (বিসর্গ লোপ আর্ষপ্রয়োগে)॥৪৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতদ্দর্শনমতিদুর্লভং লব্ধা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ—ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাদ্‌যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে—বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ ন চ দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভির্ন চোগ্রৈস্তপোভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরেবংরূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ, অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি॥৪৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আত্মনো মম রূপদর্শনেন কৃতার্থ এব ত্বং সংবৃত্ত ইতি তৎ স্তৌতি—ন বেদেতি। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ—চতুর্ণামপি বেদানামধ্যয়নৈর্যথাবৎ। যজ্ঞাধ্যয়নৈশ্চ। বেদাধ্যয়নৈরেব যজ্ঞাধ্যয়নস্য সিদ্ধত্বাৎ পৃথগ্‌যজ্ঞাধ্যয়নগ্রহণং যজ্ঞবিজ্ঞানস্যোপলক্ষণার্থম্। তথা ন দানৈস্তুলাপুরুষাদিভিঃ। ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ শ্রৌতাদিভিঃ। নাপি তপোভিরুগ্রৈশ্চান্দ্রায়ণাদিভির্ঘোরৈঃ। এবংরূপো যথা দর্শিতং বিশ্বরূপং যস্য সোঽহমেবংরূপঃ শক্যঃ—ন শক্যোঽহং—নৃলোকে মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন ত্বত্তোঽন্যেন কুরুপ্রবীর॥৪৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কেহ ঋগাদি চতুর্বেদই অর্থবিচারপূর্বক পাঠ করুন অথবা বিধিপূর্বক বেদবোধিত কর্মরূপ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানই শিক্ষা করুন কিংবা তুলাপুরুষদান, কন্যাদান, গবাদিদান, অন্নসুবর্ণাদিদান করুন বা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রৌত স্মার্তাদি ক্রিয়াই করুন অথবা কেহ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিপূর্বক বা ইন্দ্রিয়সংযম ও কায়ক্লেশ কাতরতারূপ কঠোর তপোব্রতের আচরণই করুন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে না পারিলে এই সমস্তই ব্যর্থ ও পণ্ডশ্রম মাত্র। বিশেষতঃ, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি না হইলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অর্জুন ভগবানের শরণাগত হওয়ায় ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইয়াছিল, তাই তিনি দিব্যচক্ষু পাইয়াছিলেন এবং অলোকসামান্য বিশ্বাত্মক রূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। যে কর্মে, যে অনুষ্ঠানে, যে শাস্ত্রাধ্যয়নে, যে তপস্যায়, যে যোগে ও যে জ্ঞানে ভগবৎকৃপালাভ-রূপ উদ্দেশ্য বা সঙ্কল্প নাই, তাহা নিতান্ত নিন্দিত ও সাধুগণের উপেক্ষাযোগ্য॥৪৮॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥৪৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ঈদৃক্ (এই প্রকার) মম (আমার) ঘোরম্ (ভয়ঙ্কর) ইদং রূপং (এই রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) মা (না হউক) বিমূঢ়ভাবঃ চ (ও মোহ) মা (না হউক) ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়) প্রীতমনাঃ (ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া) পুনঃ ত্বং (পুনর্বার তুমি) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ রূপম্ এব (পূর্ব রূপই) প্রপশ্য (দেখো)॥৪৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! তুমি আমার এই ঘোর রূপ দর্শনে ব্যথিত বা বিমোহিত হইও না। তুমি নির্ভীক ও প্রসন্নচিত্তে আমার পূর্ব রূপই দর্শন করো॥৪৯॥

ব্যাকরণ ঃ **ঈদৃক্**=ইদং পশ্যন্তি জনাঃ তদেতৎ ইদমিব দৃশ্যতে ইতি ইদম্—দৃশ্+ক্বিপ্=ঈদৃশ্, ২য়া একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ঘোরম্**=ঘুর্+অচ্=ঘোর্, ২য়া একবচন। **রূপম্**=রূপ+ক=রূপ, ২য়া একবচন। **দৃষ্ট্বা**=দৃশ্+ক্তাচ্। **তে**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ব্যথা**=ব্যথ্+অঙ্, ১মা একবচন। **মা**=অব্যয়। **বিমূঢ়ভাবঃ**=বি-মুহ্+ক্ত=বিমূঢ়; ভূ+ঘঞ্=ভাব; বিমূঢ়স্য ভাবঃ=বিমূঢ়ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **চ**=অব্যয়। **ব্যপেতভীঃ**=বি-অপ্-ই+ক্ত=ব্যপেত; ব্যপেতা ভীঃ অস্য=ব্যপেতভী—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **প্রীতমনাঃ**=প্রী+ক্ত=প্রীত; প্রীতং মনঃ অস্য=প্রীতমনা—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **পুনঃ**=পন্+অরু, ১মা একবচন। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **প্রপশ্য**=প্র-দৃশ্+লোট্ হি॥৪৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি, তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা তে ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাঽস্তু, বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়ত্বঞ্চ মাঽস্তু, বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য॥৪৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ মা তে ব্যথেতি। মা তে ব্যথা মা ভূত্তে ভয়ম্। মা চ বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়চিত্ততা। দৃষ্ট্বোপলভ্য রূপং ঘোরমীদৃগ্‌যথা দর্শিতং মমেদম্। ব্যপেতভীর্বিগতভয়ঃ। প্রীতমনাশ্চ সন্। পুনর্ভূয়স্ত্বং তদেব চতুর্ভুজং রূপং শঙ্খচক্রগদাধরং তবেষ্টং রূপমিদং প্রপশ্য॥৪৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বহুবাহূরুবদনাদিবিশিষ্ট বিশ্বরূপ দর্শনে ভক্তের ভয় ও মোহ হইতেছে দেখিয়া ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান স্নেহপূর্বক অর্জুনকে বলিলেন যে, তুমি আর ভীত হইও না, প্রসন্নচিত্তে দেখো—যে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্তিতে তুমি মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, আমি সেই মনোহর রূপই ধারণ করিতেছি। ভক্ত যখন যাহা প্রার্থনা করেন, ভক্তবৎসল তখন তাহাই সিদ্ধ করিয়া থাকেন। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া ভগবান সেই বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আবার এক্ষণে পূর্ব রূপ দেখিতে চাহিলেন, ভগবান তাহাতেই সম্মত হইলেন। বদ্ধ জীব ভগবদ্ভক্তির দ্বারা মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি পায়; কিন্তু স্বয়ং ভগবান নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হইয়া থাকেন॥৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥৫০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) বাসুদেবঃ (কৃষ্ণ) অর্জুনম্ (অর্জুনকে) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ভূয়ঃ (পুনর্বার) তথা (সেই প্রকার) স্বকং রূপং (স্বীয় রূপ) দর্শয়ামাস

(দেখাইলেন) মহাত্মা (কৃপালু) সৌম্যবপুঃ (প্রসন্নমূর্তি) ভূত্বা (হইয়া) পুনঃ (পুনর্বার) ভীতম্ (ভীত) এনম্ (এই অর্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস চ (আশ্বস্ত করিলেন)॥৫০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন, [হে ধৃতরাষ্ট্র!] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনর্বার নিজ রূপ দেখাইলেন এবং পুনর্বার সৌম্যশরীর ধারণপূর্বক ভয়বিহ্বলচিত্ত অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন॥৫০॥

ব্যাকরণ ঃ **ইত্যর্জনম্**=ইতি+অর্জুনম্। **বাসুদেবস্তথোক্ত্বা**=বাসুদেবঃ+তথা+উক্ত্বা। বাসুদেবঃ= বসুদেব+অণ্ (অপত্যার্থে), ১মা একবচন। **অর্জুনম্**=অর্জ+উনন্, ২য়া একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **উক্ত্বা**=ব্রূ+ক্ত্বাচ্। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্=ভূয়স্, ১মা একবচন (ক্লীব)। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **স্বকম্**= স্ব+কন্=স্বক, ২য়া একবচন। **রূপম্**=রূপ+ক=রূপ, ২য়া একবচন। **দর্শয়ামাস**=দৃশ্+ণিচ্+লিট্ অ। **মহাত্মা**=মহান্ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **সৌম্যবপুঃ**=সোম+ঘঞ্=সৌম্য; বপ্+উস্=বপুস্ (ক্লীব), ১মা একবচন=বপু; সৌম্যং বপুঃ অস্য=সৌম্যবপুঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **ভূত্বা**=ভূ+ক্ত্বাচ্। **ভীতম্**=ভী+ক্ত=ভীত, ২য়া একবচন। **এনম্**=ইদম্ (পুং), ২য়া একবচন। **আশ্বাসয়ামাস**=আ-শ্বস্+ ণিচ্+লিট্ অ॥৫০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ— ইতীতি। শ্রীবাসুদেবোঽর্জুনমিত্যুক্ত্বা যথাপূর্বমাসীত্তথৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দর্শয়ামাস; এনমর্জুনং ভীতমেবং প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্; মহাত্মা বিশ্বরূপঃ কৃপালুরিতি বা॥৫০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইত্যর্জুনমিতি। ইত্যেবমর্জুনং বাসুদেবস্তথাভূতং বচনমুক্ত্বা স্বকং বসুদেবগৃহে জাতং রূপং দর্শয়ামাস দর্শিতবান্ ভূয়ঃ পুনঃ। আশ্বাসয়ামাস চাশ্বাসিতবান্ ভীতমেনম্। ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুঃ প্রসন্নদেহো মহাত্মা॥৫০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে-রূপ দেখিলে ভক্তের চিত্তে আনন্দ উথলিয়া উঠে, ভগবান বিশ্বাত্মকরূপ সংবরণ করিয়া সেই কিরীটকুণ্ডলযুক্ত মস্তক, শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিত ভুজচতুষ্টয়, শ্রীবৎসকৌস্তভবনমালাপীতাম্বরাদিযুক্ত সৌম্য কৃপাকল্পতরু রূপ ধারণপূর্বক অর্জুনের ধৈর্য সম্পাদন করিলেন। এই শ্লোকে কৃষ্ণ বা গোবিন্দ আদি ভগবানের কোনো নাম না দিয়া বাসুদেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; অর্থাৎ, বসুদেবগৃহে ভগবান যে-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই লক্ষিত হইয়াছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণু রূপে পরমভক্ত বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু কংসভয়ে ভীত হইয়া বসুদেব ভগবানকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"জাতোঽসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর॥
উপসংহর সর্বাত্মন্ রূপমেতচতুর্ভুজম্।" ইতি।

হে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী! হে দেবদেবেশ! হে সর্বাত্মন্! তুমি দয়া করিয়া এই চতুর্ভুজ দিব্যরূপ উপসংহার করো। এই জন্য ভগবান চতুর্ভুজ হইয়াও দ্বিভুজ মানবরূপে জগতে লীলা করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকেও ভগবানের শঙ্খ, চক্র ও গদার উল্লেখ আছে; পদ্মের উল্লেখ নাই। তবে কি ভগবানকে তিনহস্তবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে? আর্য ভাষায় ঐ তিনটি উল্লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু, চতুর্থটিও উপলক্ষিত জানিতে হইবে। অতএব, ভগবান চারি হাত লম্বা দ্বিভুজ নন। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি বাসুদেব। এই বাসুদেবই দ্বিভুজ মোহনমুরলীধর হইয়া ব্রজবালা ও ব্রজবালকবর্গের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। দ্বিভুজ মূর্তিতে কংসবধ এবং মথুরায় ও দ্বারকায় রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই দ্বিভুজ মূর্তিতেই কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন॥৫০॥

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥৫১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) [হে] জনার্দন (হে জনার্দন!) তব (তোমার) ইদং (এই) সৌম্যং (শান্ত) মানুষং রূপং (মানুষ-রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ইদানীং (এক্ষণে) [আমি] সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্ত) সংবৃত্তঃ অস্মি (হইলাম) [ও] প্রকৃতিং গতঃ (প্রকৃতিস্থ হইলাম)॥৫১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ-রূপ দর্শনে আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম॥৫১॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুনঃ**=অর্জ+উনন্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **জনার্দন**=জনান্ অর্দয়তি ইতি—উপপদ তৎপুরুষ; জন-অর্দি+ল্যুট্। **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **সৌম্যম্**=সোম+ঘঞ্=সৌম্য, ২য়া একবচন। **মানুষম্**=মনু+অণ্ (সম্বন্ধাদ্যর্থে), ২য়া একবচন। **রূপম্**=রূপ+ক=রূপ, ২য়া একবচন। **দৃষ্ট্বা**=দৃশ্+ক্ত্বাচ্। **ইদানীম্**=ইদম্+দানীম্ (কালার্থে)। **সচেতাঃ**=চেতসা সহ বর্তমানঃ যঃ সঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **সংবৃত্তঃ**=সম্-বৃৎ+ক্ত, ১মা একবচন। **প্রকৃতিম্**=প্র-কৃ+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **গতঃ**= গম্+ক্ত, ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি॥৫১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেদমিতি। সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তো জাতোঽস্মি, প্রকৃতিং স্বাস্থ্যঞ্চ প্রাপ্তোঽস্মি। শেষং স্পষ্টম্॥৫১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ দৃষ্ট্বেদমিতি। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং মৎসখং প্রসন্নং তব সৌম্যং জনার্দনেদানীমধুনাঽস্মি সংবৃত্তঃ সংজাতঃ। কিম্? সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ। প্রকৃতিং স্বভাবং গতশ্চাস্মি॥৫১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন নিজ সখাকে লোকোচিতরূপে প্রকাশিত দেখিয়া এক্ষণে

সুস্থির হইলেন। মন ও বুদ্ধি যাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না, মনের সাধ মিটাইয়া যাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রাণ চমকিয়া উঠে, ভক্তের হৃদয় ভগবানের সেই রূপ দেখিতে ইচ্ছা করে না॥৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥৫২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) মম (আমার) ইদং (এই) সুদুর্দর্শং (দুর্নিরীক্ষ্য) যৎ (যে) রূপং (রূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) দেবাঃ অপি (দেবতারাও) অস্য রূপস্য (এই রূপের) নিত্যং (সর্বদা) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাকাঙ্ক্ষী)॥৫২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, তুমি আমার যে-রূপ দর্শন করিলে, এই রূপ দর্শন নিতান্ত দুর্ঘট; দেবতাগণও নিত্যই এই রূপ দর্শনের কামনা করেন॥৫২॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান**=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **সুদুর্দর্শম্**=দুঃখেন দৃশ্যতে ইতি দুর্+দৃশ্+খল্ কর্মণি (কৃচ্ছ্রার্থে)=দুর্দর্শং; সু অতিশয়েন দুর্দর্শম্ ইতি=সুদুর্দর্শম্ (প্রাদি তৎপুরুষ)। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **রূপম্**=রূপ+ক, ২য়া একবচন। **দৃষ্টবান্**=দৃশ্+ক্তবতু, ১মা একবচন। **অসি**=অস্+লট্ সি। **দেবাঃ**=দিব্+অচ্, ১মা বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **অস্য**=ইদম্ (ক্লীব), ৬ষ্ঠী একবচন। **রূপস্য**=রূপ+ক, ৬ষ্ঠী একবচন। **নিত্যম্**=নি+ত্যপ্। **দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ**=দৃশ্+অনট্=দর্শন; কাঙ্ক্ষ+ইনি=কাঙ্ক্ষিন্; দর্শনং কাঙ্ক্ষন্তে যেঃ তেঃ=দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন॥৫২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—সুদুর্দর্শমিতি। যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি ইদং সুদুর্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যম্; অতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং, ন পুনরিদং পশ্যন্তি॥৫২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সুদুর্দর্শমিতি। সুদুর্দর্শং—সুষ্ঠু দুঃখেন দর্শনমস্যেতি। সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। দেবা অপ্যস্য মম রূপস্য নিত্যং সর্বদা দর্শনকাঙ্ক্ষিণো দর্শনেপ্সবঃ। দর্শনেপ্সবোঽপি ন ত্বমিব দৃষ্টবন্তঃ। ন দ্রক্ষ্যন্তি চেত্যভিপ্রায়ঃ॥৫২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ তুমি তো আমার বিশ্বরূপ দেখিয়া লইলে; কিন্তু দেবতাগণ এই রূপ দর্শন করিবার জন্য চিরদিন আকাঙ্ক্ষা করিয়াও ইহা দেখিতে পান নাই এবং পাইবেনও না। এই রূপ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বল, বুদ্ধি, কৌশল ও মন্ত্রৈশ্বর্যাদি কোনো উপায়েই ইহা দর্শন করা যায় না॥৫২॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥৫৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যথা (যে-রূপে) মাং (আমার) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) এবংবিধঃ (এইরূপ) অহং (আমি) ন বেদৈঃ (না বেদাধ্যয়নের দ্বারা) ন তপসা (না তপস্যার দ্বারা) ন দানেন (না দানের দ্বারা) ন চ ইজ্যয়া (না যজ্ঞের দ্বারা) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দৃষ্ট হইতে পারি)॥৫৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে, উহা বেদাধ্যয়ন দ্বারা, বা তপস্যা করিয়া, কিংবা দানের দ্বারা, অথবা অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না॥৫৩॥

ব্যাকরণ ঃ **যথা**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **দৃষ্টবান্**=দৃশ্+ক্তবতু, ১মা একবচন। **অসি**=অস্+লট্ সি। **এবংবিধঃ**=এবং বিধা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **বেদৈঃ**=বিদ্+ঘঞ্, ৩য়া বহুবচন (করণে)। **তপসা**=তপ্+অসুন্=তপস্, ৩য়া একবচন। **দানেন**=দা+অনট্, ৩য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **ইজ্যয়া**=যজ্+ক্যপ্+টাপ্=ইজ্যা, ৩য়া একবচন। **দ্রষ্টুম্**=দৃশ্+তুমুন্। **শক্যঃ**=শক্+যৎ॥৫৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি। স্পষ্টার্থঃ॥৫৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কস্মাৎ?—নাহমিতি। নাহং বেদৈর্ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব বেদৈশ্চতুর্ভিরপি। তপসোগ্রেণ চান্দ্রায়ণাদিনা। ন দানেন গোভূহিরণ্যাদিনা। ন চেজ্যয়া যজ্ঞেন। পূজয়া বা। শক্য এবংবিধো যথাদর্শিতপ্রকারো দ্রষ্টুম্। দৃষ্টবানসি মাং যথা ত্বম্॥৫৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যাদি দ্বারা বিচিত্র বিশ্বাত্মক রূপ দর্শন করিবার সামর্থ্য যে কাহারও জন্মে না, তাহা ভগবান এক বার ৪৮ শ্লোকে বলিয়াছেন। আবার এই শ্লোকে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, ইহা দৃঢ় করিয়া অর্জুনকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবদনুগ্রহে বঞ্চিত ভক্তিবিহীন ব্যক্তি সকল প্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিলেও কোনোমতেই ভগবানের স্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারে না। ভক্তি ও ভগবৎকৃপাদৃষ্টি লাভই সকল সাধনের লক্ষ্য; এবং ভগবানের স্বরূপদর্শন ও পরমানন্দপ্রাপ্তিই তাহার অমৃতময় ফল॥৫৩॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥৫৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পরন্তপ (হে পরন্তপ!) অর্জুন (হে অর্জুন!) অনন্যয়া (অনন্য) ভক্ত্যা তু

(ভক্তি দ্বারাই) এবংবিধঃ (এই প্রকার) অহং (আমি) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) জ্ঞাতুং (জানিতে) দ্রষ্টুং চ (দেখিতে) প্রবেষ্টুং চ (ও প্রবেশ করিতে) শক্যঃ (শক্য হই)॥৫৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পরন্তপ অর্জুন! জীব কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমার এইরূপ তত্ত্ব জানিতে, আমার স্বরূপ দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়॥৫৪॥

ব্যাকরণ ঃ **পরন্তপ**=পরান্ (শত্রূন্) তাপয়তি ইতি—উপপদ তৎপুরুষ; পরম্=পর-মা+ক। **অর্জুন**=অর্জ+উনন্। **তু**=অব্যয়। **অনন্যয়া**=অন্+যৎ=অন্য; অবিদ্যমানম্ অন্যং যস্যাং সা=অনন্যা—বহুব্রীহি (স্ত্রী); ৩য়া একবচন। **ভক্ত্যা**=ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি, ৩য়া একবচন। **এবংবিধঃ**=এবং বিধা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **জ্ঞাতুম্**=জ্ঞা+তুমুন্। **দ্রষ্টুম্**=দৃশ্+তুমুন্। **চ**=অব্যয়। **প্রবেষ্টুম্**=প্র-বিশ্+তুমুন্। **শক্যঃ**=শক্+যৎ, ১মা একবচন॥৫৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্যসে? তত্রাহ—ভক্ত্যাত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবম্ভূতো বিশ্বরূপোঽহং তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ, শাস্ত্রতো দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈরুপায়ৈঃ॥৫৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথং পুনঃ শক্য ইতি? উচ্যতে—ভক্ত্যেতি। ভক্ত্যা তু কিংবিশিষ্টয়েতি? আহ—অনন্যয়াঽপৃথগ্‌ভূতয়া। ভগবতোঽন্যত্র পৃথঙ্‌ন কদাচিদপি যা ভবতি সা ত্বনন্যা ভক্তিঃ। সর্বৈরপি করণৈর্বাসুদেবাদন্যন্নোপলভ্যতে যয়া সাঽনন্যা ভক্তিঃ তয়া ভক্ত্যা শক্যোঽহমেবংবিধো বিশ্বরূপপ্রকারো হে অর্জুন জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ। ন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ। দ্রষ্টুং চ সাক্ষাৎকর্তুং তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ। প্রবেষ্টুং চ মোক্ষং চ গন্তুং পরন্তপ॥৫৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ একমাত্র ভগবানে নিষ্ঠার উদয় হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে। এই ভক্তির দ্বারাই তাঁহার স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় এবং এই অনন্য ভক্তির দ্বারাই তাঁহাতে ও ভক্তে অভিন্ন রূপ হইয়া যায়; অর্থাৎ সাধক তাঁহাতে লীন হইয়া যান। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না, এই সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মন্ত্রাদি জপ পুরশ্চরণাদি না করিলে তাঁহার দর্শনলাভ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তও ভ্রমসঙ্কুল এবং নির্বিকল্প সমাধিলাভ না করিলে জীব ব্রহ্মে বিলীন হইতে পারে না, এই কথাও অভ্রান্ত নহে। বস্তুতঃ, সকল বিষয় হইতে চিত্ত আস্থাশূন্য হইয়া যদি ভগবানের চরণে শরণ লয় ও তাঁহাতেই একান্ত ভক্তি করিতে থাকে, তবে সেই ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মাত্মভাব আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। কর্মাদির পৃথক পৃথক সাধনা দ্বারা পৃথক পৃথক ফল হয় বটে, কিন্তু ভক্তিসাধনা দ্বারা জীবের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে। আবার কর্মই হউক, যোগই হউক বা জ্ঞানই হউক ভক্তিবর্জিত হইলে কখনোই তাহারা সুফল দানে সমর্থ হয় না। ভগবানের বিচিত্র বিশ্বাত্মক দিব্যস্বরূপ দর্শনাদি, অনন্য ভক্তি ভিন্ন কোনোমতেই হইতে পারে না। অর্জুন পুরুষার্থ ভুলিয়া অনন্যভক্তিসহ ভগবানের শরণাগত হইয়াছিলেন বলিয়াই এই বিশ্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন॥৫৪॥

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥৫৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) যঃ (যে-ব্যক্তি) মৎকর্মকৃৎ (মদর্থে কর্মানুষ্ঠানকারী) মৎপরমঃ (মৎপরায়ণ) সঙ্গবর্জিতঃ (আসক্তিবর্জিত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সর্বভূতেষু নির্বৈরঃ (সর্বভূতের অবিরোধী) সঃ (সেই ব্যক্তি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হন)॥৫৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পাণ্ডব! যে-ব্যক্তি আমারই কর্মের অনুষ্ঠান করে, মৎপরায়ণ ও মদ্ভক্ত, সর্বসঙ্গবর্জিত এবং সর্বভূতের অবিরোধী হয়, সেই ব্যক্তিই আমাকে অভেদরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥৫৫॥

ব্যাকরণ ঃ **পাণ্ডব**=পাণ্ডু+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মৎ-কর্ম-কৃৎ**=মম কর্ম=মৎকর্ম—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। মৎকর্ম করোতি ইতি=মৎকর্ম-কৃ+ক্বিপ্=মৎকর্মকৃৎ; ১মা একবচন। **মৎপরমঃ**=পর-মা+ক=পরমঃ, অহমেব পরমঃ যস্য সঃ=মৎপরমঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **সঙ্গবর্জিতঃ**=সন্‌জ্+ঘঞ্=সঙ্গ; বৃজ্+ক্ত=বর্জিত; সঙ্গেন বর্জিত=সঙ্গবর্জিত—৩য়া তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **মদ্ভক্তঃ**=ভজ্+ক্ত=ভক্ত; মম ভক্তম্=মদ্ভক্তঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **সর্বভূতেষু**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ভূ+ক্ত=ভূত; সর্বাণি ভূতানি=সর্বভূতানি—কর্মধারয়; ৭মী বহুবচন। **নির্বৈরঃ**=বীরস্য ভাবঃ কর্ম বা ইতি=বীর+অণ্=বৈরম্; নিরস্তং বৈরং যস্য=নির্বৈরঃ—নঞ্ বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **এতি**=ই+লট্ তি॥৫৫॥

একাদশোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অতঃ সর্বশাস্ত্রার্থসারং পরমরহস্যং শৃণ্বিত্যাহ—মৎকর্মকৃদিতি। মদর্থং কর্ম করোতীতি মৎকর্মকৃৎ, অহমেব পরমঃ পুরষার্থো যস্য সঃ, মমৈব ভক্ত আশ্রিতঃ, পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জিতো নির্বৈরশ্চ সর্বভূতেষু এবম্ভূতো যঃ, স মাং প্রাপ্নোতি, নান্য ইতি॥৫৫॥

দেবৈরপি সুদুর্দর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অধুনা সর্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোঽর্থো নিঃশ্রেয়সার্থোঽনুষ্ঠেয়ত্বেন সমুচ্চিত্যোচ্যতে—মৎকর্মকৃদিতি। মৎকর্মকৃৎ—মদর্থং কর্ম মৎকর্ম। তৎ করোতীতি মৎকর্মকৃৎ। মৎপরমঃ—করোতি ভৃত্যঃ স্বামিকর্ম। ন ত্বাত্মনঃ। পরমা প্রেত্য গন্তব্যা গতিরিতি স্বামিনং

প্রতিপদ্যতে। অয়ং তু মৎকর্মকৃন্মামেব পরমাং গতিং প্রতিপদ্যত ইতি মৎপরমঃ। অহং পরমঃ পরা গতির্যস্য সোঽয়ং মৎপরমঃ। তথা মদ্ভক্তো মামেব সর্বপ্রকারৈঃ সর্বাত্মনা সর্বোৎসাহেন চ ভজত ইতি মদ্ভক্তঃ। সঙ্গবর্জিতো ধনমিত্রপুত্রকলত্রবন্ধুবর্গেষু সঙ্গবর্জিতঃ। সঙ্গঃ প্রীতিঃ স্নেহঃ। তদ্বর্জিতঃ। নির্বৈরো নির্গতবৈরঃ। সর্বভূতেষু শত্রুভাবরহিতঃ। আত্মনোঽত্যন্তাপকারপ্রবৃত্তেষ্বপি য ঈদৃশঃ স মামেতি। অহমেব তস্য পরা গতিঃ। নান্যা গতিঃ কাচিদ্ভবতি। অয়ং তবোপদেশো ময়োপদিষ্টঃ। হে পাণ্ডবেতি॥৫৫॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাভাষ্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মুমুক্ষুগণের অনুষ্ঠানার্থ ভগবান এই শ্লোকে সংক্ষেপে গীতার সারাংশ ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে ব্যক্তি বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মানুষ্ঠানকালে স্বর্গাদি কামনা না করিয়া কেবল ভগবানের কৃপাদৃষ্টিলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভিন্ন আর কোনো বস্তু লাভের আশা করেন না, যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতিই একান্ত আসক্ত, যে ব্যক্তি পুত্র, কলত্র, ধন ও গৃহাদিতে কিছুমাত্র অনুরাগ করেন না, অথচ যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীর প্রতিই শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন না, অর্থাৎ যাঁহার সর্বত্র সমান দৃষ্টি, তিনিই ভগবানকে আপনার সহিত অভেদভাবে দর্শন করেন॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ
এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) এবং (এইরূপে) সততযুক্তা (সতত তদ্‌গতমনাঃ হইয়া) যে ভক্তাঃ (যে-ভক্তগণ) ত্বাং (তোমাকে) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন) যে চ অপি (ও যাঁহারা) অব্যক্তম্ অক্ষরং (অক্ষর ব্রহ্মকে) [ধ্যান করেন]; তেষাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) কে (কাহারা) যোগবিত্তমাঃ (যোগিশ্রেষ্ঠ)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যে-ব্যক্তি নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমার সাকার স্বরূপের শরণাগত হন এবং যে-ব্যক্তি তোমার অক্ষর, অব্যক্ত ও নির্গুণ স্বরূপের ধ্যান করেন, এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?॥১॥

ব্যাকরণ ঃ সততযুক্তাঃ=তন্ (বিস্তার করা)+ক্ত=তত; ততেন সহ বর্তমানং যৎ তথা= সততম্—বহুব্রীহি; যুজ্+ক্ত=যুক্ত, সততং যুক্তা—সুপ্‌সুপা বা সহসুপা সমাস। **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **পর্যুপাসতে**=পরি-উপ-আস্+লট্ অন্তে। **চাপ্যক্ষরমব্যক্তম্**=চ+অপি+অক্ষরম্+অব্যক্তম্; অক্ষরম্=ন ক্ষরতি ইতি=অক্ষরম্—নঞ্ তৎপুরুষ; নঞ্-ক্ষর+অচ্=অক্ষরম্; অব্যক্তম্=ন ব্যক্তম্—নঞ্ তৎপুরুষ; বি-অঞ্জ্+ক্ত=ব্যক্ত। **তেষাম্**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন (নির্ধারণে)। **যোগবিত্তমাঃ**= যুজ্+ঘঞ্=যোগ; যোগং বেত্তি ইতি—উপপদ তৎপুরুষ, যোগ+বিদ্+ক্বিপ্=যোগবিৎ; যোগবিৎ+তমপ্, ১মা বহুবচন=যোগবিত্তমাঃ॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ

নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে "মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ" ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং, "কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি" ইত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতং; তথা "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইত্যাদিনা "সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি" ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্; এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তং প্রতি অর্জুন উবাচ—এবমিতি। এবং সর্বকর্মার্পণাদিনা সততযুক্তাস্ত্বন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং পর্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্মাব্যক্তং নির্বিশেষমুপাসতে, তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ দ্বিতীয়প্রভৃতিষ্বধ্যায়েষু বিভূত্যন্তেষু পরমাত্মনো ব্রহ্মণোঽক্ষরস্য বিধ্বস্তসর্ববিশেষণস্যোপাসনমুক্তম্‌। সর্বযোগৈশ্বর্যসর্বজ্ঞানশক্তিমৎসত্ত্বোপাধেরীশ্বরস্য তব চোপাসনং তত্র তত্রোক্তম্‌। বিশ্বরূপাধ্যায়ে ত্বৈশ্বরমাদ্যং সমস্তজগদাত্মরূপং বিশ্বরূপং ত্বদীয়ং দর্শিতমুপাসনার্থমেব ত্বয়া। তচ্চ দর্শয়িত্বোক্তবানসি—মৎকর্মকৃদিত্যাদি। অতোঽহমনয়োরুভয়োঃ পক্ষয়োর্বিশিষ্টতরবুভুৎসয়া ত্বাং পৃচ্ছামীত্যর্জুন উবাচ-এবমিতি। এবমিত্যতীতানন্তরশ্লোকেনোক্তমর্থং পরামৃশতি—মৎকর্ম-কৃদিত্যাদিনা। এবং সততযুক্তা নৈরন্তর্যেণ ভগবৎকর্মাদৌ যথোক্তেঽর্থে সমাহিতাঃ সন্তঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। যে ভক্তা অনন্যশরণাঃ সন্তস্ত্বাং যথা-দর্শিতং বিশ্বরূপং পর্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি। যে চাপ্যক্ষরমিতি—যে চান্যেঽপি ত্যক্তসর্বৈষণাঃ সংন্যস্তসর্বকর্মাণো যথাবিশেষিতং ব্রহ্মাক্ষরং নিরস্তসর্বোপাধিত্বাদব্যক্তমকরণগোচরং—যদ্ধি লোকে করণগোচরং তদ্ব্যক্তমুচ্যতে। অঞ্জের্ধাতোস্তৎকর্মকত্বাৎ। ইদং ত্বক্ষরং তদ্বিপরীতং—শিষ্টৈশ্চোচ্যমানৈর্বিশেষণৈর্বিশিষ্টং তদ্‌ যে চাপি পর্যুপাসতে—তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ? কেঽতিশয়েন যোগবিদিত্যর্থঃ॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান "মৎকর্মকৃৎ" "মৎপরমঃ" আদি পদে বারবার "মৎ" (আমার) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই "আমার" পদ ভগবানের নিরাকার নির্গুণ স্বরূপ বা সাকার সগুণ স্বরূপের প্রতি লক্ষিত হইয়াছে—অর্জুনের এই সংশয় উপস্থিত হইল। কেননা, "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"—এই শ্লোকে ভগবান "মৎ" শব্দ নিরাকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন; আবার "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া" ইত্যাদি শ্লোকে "মৎ" শব্দ সাকার বস্তুর প্রতি লক্ষিত হইয়াছে। এই সংশয় সম্পূর্ণরূপে না মিটিলে অর্জুন কীরূপে ভগবানকে আরাধনা করিবেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না। এই জন্যই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌! যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক একান্তচিত্তে তোমার সগুণ রূপের উপাসনা করেন ও যাঁহারা সমাধিপূর্বক ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়ভূত তোমার নির্গুণ স্বরূপের সাধন করেন, এতদ্দ্বয়ের মধ্যে যোগবিত্তম বা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে? অথবা, আমি তোমার সাকার বা নিরাকার কোন্‌ স্বরূপের চিন্তা করিব? ইহা আমাকে বুঝাইয়া দাও॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) ময়ি (আমাতে) মনঃ (মনকে) আবেশ্য (একাগ্র করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যযুক্ত হইয়া) পরয়া (প্রকৃষ্ট) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার দ্বারা) উপেতাঃ (যুক্ত হইয়া) যে (যাঁহারা) মাম্‌ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) যুক্ততমাঃ (যোগবিত্তম) মে (আমার) মতাঃ (অভিমত)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, হে অর্জুন! যে-ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, আমার মতে তিনিই যোগবিত্তম॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **পরয়োপেতাস্তে**=পরয়া+উপেতাঃ+তে। **ভগবান্**=ভগ (ঐশ্বর্য)+মতুপ্=ভগবৎ, ১মা একবচন। **আবেশ্য**=আ-বিশ্+ণিচ্+ল্যপ্। **নিত্যযুক্তাঃ**=যুজ্+ক্ত=যুক্ত, নিত্যং যথা স্যাৎ তথা যুক্তাঃ—সহসুপা সমাস; নিত্যম্=ক্রিয়াবিশেষণ। **পরয়া**=পরা, ৩য়া একবচন। **শ্রদ্ধয়া**=শ্রৎ (বিশ্বাস, আস্থা)+ধা+অঙ্+টাপ্=শ্রদ্ধা, ৩য়া একবচন। **উপেতাঃ**=উপ-ইণ্+ক্ত=উপেত, ১মা বহুবচন। **উপাসতে**=উপ-আস্+লট্ অন্তে। **যুক্ততমাঃ**=যুজ্+ক্ত=যুক্তঃ; যুক্ত+তমপ্, ১মা বহুবচন। **মতাঃ**=মন্+ক্ত, ১মা বহুবচন॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্য-যুক্তা মদর্থকর্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মামারাধয়ন্তি, তে যুক্ততমা মমাভিমতাঃ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শ্রীভগবানুবাচ—যে ত্বক্ষরোপাসকাঃ সম্যগ্‌দর্শিনো নিবৃত্তৈষণাস্তে তাবত্তিষ্ঠন্তু। তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ। যে ত্বিতরে—ময়ীতি। ময়ি বিশ্বরূপে পরমেশ্বর আবেশ্য সমাধায় মনঃ। যে ভক্তাঃ সন্তো মাং সর্বযোগেশ্বরাণামধীশ্বরং সর্বজ্ঞং বিমুক্ত-রাগাদিক্লেশতিমিরদৃষ্টিম্। নিত্যযুক্তা অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তোক্তশ্লোকার্থন্যায়েন সততযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়া প্রকৃষ্টয়োপেতাঃ। তে মে মম মতা অভিপ্রেতা যুক্ততমা ইতি। নৈরন্তর্যেণ হি তে মচ্চিত্ততয়াঽহোরাত্রমতিবাহয়ন্তি। অতো যুক্তং তান্ প্রতি যুক্ততমা ইতি বক্তুম্॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সগুণ বা সাকার রূপে যাঁহার চিত্তের একাগ্র আবেশ, অর্থাৎ যিনি একমাত্র "গতিস্ত্বম্" বলিয়া অনন্যভাবে, প্রীতিপূর্ণচিত্তে ভগবানের শরণাগত হন—তিনি একাগ্রচিন্তন-জন্য ভগবৎস্বরূপই লাভ করিয়া থাকেন। "আমি যে-ভগবৎস্বরূপের আরাধনা করিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে নিস্তার করিবেন"—এইরূপ আস্তিক্যবুদ্ধিতে যাঁহার তাঁহাতে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার উদয় হয়, যিনি নিজ আরাধ্য রূপকে সর্বস্ব ও সর্বকল্যাণবিধাতা জানিয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করেন, তিনিই ভগবানের মতে যুক্ততম বা যোগিগণের মধ্যে প্রধান॥২॥

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥৩॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বত্র (সকল বিষয়ে) সমবুদ্ধয়ঃ (সমজ্ঞানযুক্ত) যে তু (যাঁহারা) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহ) সংনিয়ম্য (নিরোধ করিয়া) অনির্দেশ্যম্ (অনির্বচনীয়) অব্যক্তং (সূক্ষ্ম) সর্বত্রগম্ (সর্বত্র

বিদ্যমান) অচিন্ত্যং চ (অচিন্তনীয়) কূটস্থম্ (মায়াধিষ্ঠিত) অচলং (স্থির) ধ্রুবম্ (সত্য) অক্ষরং (নির্গুণস্বরূপকে) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন) সর্বভূতহিতে (সকলের মঙ্গলকার্যে) রতাঃ (নিযুক্ত) তে (তাঁহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন)॥৩-৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া এবং সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত ও সর্বভূতহিতনিরত হইয়া অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্র বিদ্যমান, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, নির্গুণ অক্ষর স্বরূপের নিরন্তর চিন্তা করেন, তাঁহারা নির্গুণ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥৩-৪॥

ব্যাকরণ ঃ **ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তম্**=তু+অক্ষরম্+অনির্দেশ্যম্+অব্যক্তম্। **সর্বত্র**=সর্ব+ত্রল্। **সমবুদ্ধয়ঃ**=সমা বুদ্ধিঃ যেষাং তে—বহুব্রীহি। **সর্বভূতহিতে**=সর্বাণি ভূতানি=সর্বভূতানি—কর্মধারয়; তেষাং হিতে—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **রতাঃ**=রম্+ক্ত, ১মা বহুবচন। **ইন্দ্রিয়গ্রামম্**=ইন্দ্রিয়াণাং গ্রামঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **সংনিয়ম্য**=সম্-নি-যম্+ল্যপ্। **অনির্দেশ্যম্**=নির্দেশ্যম্=নির্দেষ্টুং শক্যম্ ইতি; নির-দিশ্+ণ্যৎ, ন নির্দেশ্যম্=অনির্দেশ্যম্—নঞ্ তৎপুরুষ। **অব্যক্তম্**=অঞ্জ্ (রঞ্জিত করা, বর্ণিত করা)+ক্ত=অক্ত; বি-অঞ্জ্+ক্ত=ব্যক্ত; ন ব্যক্ত=অব্যক্ত (ক্লীব), ২য়া একবচন (ন কেনাপি প্রমাণেন ব্যজ্যতে)। **সর্বত্রগম্**=সর্ব+ত্রল্=সর্বত্র; সর্বত্র গচ্ছতি যৎ তৎ=সর্বত্রগম্—উপপদ তৎপুরুষ; সর্বত্র=গম্+ড। **অচিন্ত্যম্**=চিন্ত্+যৎ=চিন্ত্যম্; ন চিন্ত্যম্=অচিন্ত্যম্—নঞ্ তৎপুরুষ। **কূটস্থম্**=কূটে তিষ্ঠতি যৎ তৎ—উপপদ তৎপুরুষ—যদ্ধা কূটেন (মায়াবঞ্চনাদিপ্রকারেণ) তিষ্ঠতি ইতি—কূটস্থা+ক=কূটস্থ, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **অচলম্**=ন চলতি ইতি—নঞ্-চল্+অচ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ধ্রুবম্**=ধ্রুব্+ক। **প্রাপ্নুবন্তি**=প্র-আপ্+লট্ অন্তি॥৩-৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ত্বক্ষরং পর্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। অক্ষরস্য লক্ষণমনির্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দেশ্যশব্দেন নির্দেষ্টুমশক্যং, যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং, সর্বত্রগং সর্বব্যাপী, অব্যক্তত্বাদেবাচিন্ত্যং, কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিতমধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতমচলং স্পন্দনরহিতম্, অতএব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতম্। স্পষ্টমন্যৎ॥৩-৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিমিতরে যুক্ততমা ন ভবন্তি? ন। কিন্তু তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যং তচ্ছৃণু—যে ত্বিতি। যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যব্যক্তম্। অব্যক্তত্বাদশব্দগোচরমিতি। ন নির্দেষ্টুং শক্যতে। অতোঽনির্দেশ্যম্। অব্যক্তং—ন কেনাপি প্রমাণেন ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তম্। পর্যুপাসতে পরি সমন্তাদুপাসতে। উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রমুপাস্যস্যার্থস্য বিষয়ীকরণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ দীর্ঘকালং যদাসনং তদুপাসনমাচক্ষতে। অক্ষরস্য বিশেষণমাহ—সর্বত্রগং ব্যোমবদ্ব্যাপি। অচিন্ত্যং চাব্যক্তত্বাদচিন্ত্যম্। যদ্ধি করণগোচরং তন্মনসাঽপি চিন্ত্যম্। তদ্বিপরীতত্বাদচিন্ত্যম্। অক্ষরং কূটস্থম্। দৃশ্যমানগুণকমন্তর্দোষং বস্তু কূটম্। কূটরূপং কূটসাক্ষ্যমিত্যাদৌ কূটশব্দঃ প্রসিদ্ধো লোকে। তথা চাবিদ্যাদ্যনেকসংসারবীজমন্তর্দোষবন্মায়াব্যাকৃ-তাদিশব্দবাচ্যতয়া—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং[১]—মম মায়া দুরত্যয়েত্যাদৌ

১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪/১০

প্রসিদ্ধং যত্তৎ কূটম্। তস্মিন্ কূটে স্থিতং কূটস্থং তদধ্যক্ষতয়া। অথবা রাশিরিব স্থিতং কূটস্থম্। অত এবাচলম্। যস্মাদচলং তস্মাদ্ধ্রুবম্। নিত্যমিত্যর্থঃ।

সংনিয়ম্যেতি। সংনিয়ম্য সম্যঙ্নিয়ম্য সংহৃত্য। ইন্দ্রিয়গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ম্। সর্বত্র সর্বস্মিন্ কালে। সমবুদ্ধয়ঃ—সমা তুল্যা বুদ্ধির্যেষামিষ্টানিষ্টপ্রাপ্তৌ তে সমবুদ্ধয়ঃ। তে য এবংবিধাস্তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ। ন তেষাং বক্তব্যং কিঞ্চিৎ—মাং তে প্রাপ্নুবন্তীতি। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতমিতি হ্যুক্তম্। ন হি ভগবৎস্বরূপাণাং সতাং যুক্ততমত্বমযুক্ততমত্বং বা বাচ্যম্॥৩-৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বাক্য যাঁহাকে নির্দেশ করিতে পারে না [অর্থাৎ, লৌকিক ভাষা যে জাতি (মনুষ্য, পশ্বাদি), গুণ (নীলত্ব, পীতত্বাদি), ক্রিয়া (গমনোপবেশনাদি) ও সম্বন্ধ (পিতা, পুত্রাদি) অবলম্বন করিয়া বস্তুর নির্দেশ করিয়া থাকে, যিনি তাহা হইতে অতীত], যিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকেন [অর্থাৎ, যিনি দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদশূন্য], যিনি অচিন্ত্য [সর্বত্রব্যাপী বস্তুকে একদেশমাত্রচিন্তনপটু মন ধ্যান করিতে পারিবে কেন? "যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।"[১] যাঁহাকে লাভ করিতে গিয়া বাক্য মনের সহিত অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসে—তিনি কি চিন্তার গম্য?], যিনি কূটস্থ [মিথ্যা হইয়াও যাহা সত্যবৎ প্রতীত হয়, তাহার নাম কূট। কার্যপ্রপঞ্চের সহিত অজ্ঞানই কূট নামে প্রসিদ্ধ। যিনি এই অজ্ঞানরূপ কূটে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অধিষ্ঠানরূপে স্থিতি করেন, তিনি কূটস্থ। অবিদ্যাকল্পনা মিথ্যা হইলেও তদধিষ্ঠানভূত সাক্ষাৎ চৈতন্য নিত্য নির্বিকার], যিনি অচল বা যিনি বিকার দ্বারা বিচলিত হন না, যিনি ধ্রুব বা যাঁহার পরিণাম নাই বা নিত্য, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যিনি সমস্ত বৃত্তিবর্জিত হইয়া সমাহিত চিত্তে (অর্থাৎ, অনাত্মাকার তাবৎ জ্ঞানকে তিরস্কারপূর্বক), তৈলধারার ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান করেন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি শমদমাদি ষট্সম্পত্তিসম্পন্ন, যাঁহার বিষয়বাসনা বা হর্ষবিষাদাদি নাই, যাঁহার সর্বত্রই ব্রহ্মদৃষ্টি, তিনি নির্গুণ স্বরূপারাধনার অধিকারী। যিনি স্বয়ং গুণমায়াবর্জিত হইবেন, তিনিই নির্গুণারাধনার সুযোগ্য অধিকারী॥৩-৪॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তেষাম্ (সেই) অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের) অধিকতরঃ ক্লেশঃ (অধিকতর ক্লেশ) [হয়], হি (যেহেতু) দেহবদ্ভিঃ (দেহাভিমানিগণ কর্তৃক) অব্যক্তা (অব্যক্তবিষয়িণী) গতিঃ (নিষ্ঠা) দুঃখম্ (দুঃখে) অবাপ্যতে (লব্ধ হয়)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। কেননা, নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে নিতান্ত ক্লেশসাধ্য॥৫॥

১ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/৯

ব্যাকরণ ঃ অব্যক্ত-আসক্ত-চেতসাম্=অব্যক্ত=বি-অঞ্জ্+ক্ত=ব্যক্ত, ন ব্যক্ত=অব্যক্ত—নঞ্ তৎপুরুষ; আসক্ত=আ-সঞ্জ্+ক্ত; অব্যক্তে আসক্তানি চেতাংসি যেষাং তে=অব্যক্তাসক্তচেতসঃ—বহুব্রীহি; ৬ষ্ঠী বহুবচন। অধিকতরঃ=অধিক+তরপ্, অধ্যারূঢ়+কন্=অধিকম্ (উত্তরপদ লোপ)। ক্লেশঃ=ক্লিশ্+ঘঞ্। দেহবদ্ভিঃ=দিহ্+ঘঞ্=দেহ; দেহ+মতুপ্=দেহবৎ, ৩য়া বহুবচন (অনুক্তে কর্তায়)। গতিঃ=গম্+ক্তিন্। অবাপ্যতে=অব-আপ্+কর্মণি লট্ তে। দুঃখম্=দুষ্টানি খানি যস্মিন্—বহুব্রীহি; অথবা দুষ্টং ঋতি ইতি, দুস্-খন্+ড—উপপদ তৎপুরুষ॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু তেঽপি ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তি, তর্হীতরেষাং যুক্ততমত্বং কুতঃ? ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশাক্লেশকৃতং বিশেষমাহ—ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্বিশেষেঽক্ষরে আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশোঽধিকতরঃ হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভিমানিভির্দুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতে; দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্‌প্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ ক্লেশ ইতি। ক্লেশোঽধিকতরঃ—যদ্যপি মৎকর্মাদিপরাণাং ক্লেশোঽধিক এব। ক্লেশোঽধিকতরস্ত্বক্ষরাত্মনাং পরমার্থদর্শিনাং দেহাভিমানপরিত্যাগনিমিত্তঃ। অব্যক্তাসক্তচেতসাম্—অব্যক্ত আসক্তং চেতো যেষাং তেঽব্যক্তাসক্তচেতসঃ। তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি যস্মাদ্‌গতিরক্ষরাত্মিকা দুঃখং দেহবদ্ভির্দেহাভিমানবদ্ভিরবাপ্যতে। অতঃ ক্লেশোঽধিকতরঃ। অক্ষরোপাসকানাং যদ্বর্তনং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ নির্গুণ ব্রহ্মকে আরাধনা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে বেদান্ত বাক্যাদির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা চিত্তকে অতিশয় অন্তর্নিবৃত্ত করা আবশ্যক; কিন্তু সগুণ ব্রহ্মোপাসককে এত কাঠিন্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিতে হয় না; সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ভগবৎপ্রীত্যর্থ সমস্ত কার্য সম্পাদন ও পূজাদি করিলেই ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। এই সগুণ ব্রহ্মোপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করাই ভগবানের অভিপ্রায়। যদিও নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে [সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্] নির্গুণ ব্রহ্মলাভের সুখসাধ্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা বিবেকাদিসর্বসাধনসম্পন্ন নিষ্কাম কর্মী ও দেহাভিমানবর্জিত পুরুষদিগের জন্যই লক্ষিত হইয়াছে। "অহং মমেতি" বুদ্ধিযুক্ত পুরুষদিগের পক্ষে নির্গুণ সাধন যে অত্যন্ত ক্লেশকর, এই শ্লোকে তাহাই উক্ত হইল॥৫॥

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) যে তু (যে-সকল ব্যক্তি) সর্বাণি (সমস্ত) কর্মাণি (কর্ম)

ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (অর্পণপূর্বক) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন এব (অন্য কোনো বিষয় স্মরণ না করিয়া) যোগেন (সমাধিযোগ দ্বারা) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যানকরতঃ) উপাসতে (উপাসনা করেন) ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাং (আবিষ্টচিত্ত) তেষাং (তাঁহাদিগের) মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুসমাকুল সংসারসাগর হইতে) ন চিরাৎ (শীঘ্রই) অহং (আমি) সমুদ্ধর্তা (উদ্ধারকর্তা) ভবামি (হইয়া থাকি)॥৬-৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! যে-সকল ব্যক্তি আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য সমাধিযোগ দ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা করেন; আমি সেই আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে শীঘ্রই মৃত্যুসমাকুল সংসারসিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি॥৬-৭॥

ব্যাকরণ ঃ **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন, বিষয়াধিকরণে ৭মী। **সংন্যস্য**=সম্-নি-অস্ (নিক্ষেপ করা বা রাখা)+ল্যপ্। **মৎপরাঃ**=অহম্ এব পরঃ যেষাং তে—বহুব্রীহি। **অনন্যেন**=অবিদ্যমানঃ অন্যঃ যস্মিন্ তেন—বহুব্রীহি। **যোগেন**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ, ৩য়া একবচন। **ধ্যায়ন্তঃ**=ধ্যৈ+শতৃ, ১মা বহুবচন। **উপাসতে**=উপ-আস্+লট্ অন্তে। **আবেশিত-চেতসাম্**=আ-বিশ্ (প্রবেশ করা)+ণিচ্+ক্ত; আবেশিতং চেতো যেষাং তেষাম্—বহুব্রীহি সমাস। **মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ**=মৃ+ত্যুক্; মৃত্যুযুক্তঃ সংসারঃ—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়; মৃত্যুসংসারঃ সাগরঃ ইব—উপমিত কর্মধারয়, তস্মাৎ অপাদানে ৫মী। **চিরাৎ**=অব্যয়। **সমুদ্ধর্তা**=সম্-উৎ-ধৃ+তৃচ্ (কর্তরি), পুং ১মা একবচন॥৬-৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ মদ্ভক্তানান্তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তোঽনন্যেন ন বিদ্যতেঽন্যো ভজনীয়ো যস্মিংস্তেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ, তেষামিতি; এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেসাং মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং সম্যগুদ্ধর্তা অচিরেণ ভবামি॥৬-৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যে ত্বিতি। যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ীশ্বরে সংন্যস্য। মৎপরাঃ—অহং পরো যেষাং তে মৎপরাঃ সন্তঃ। অনন্যেনৈব—অবিদ্যমানমন্যদালম্বনং বিশ্বরূপং দেবমাত্মানং মুক্ত্বা যস্য সোঽনন্যঃ। তেনানন্যেনৈব। কেন? যোগেন সমাধিনা। মাং ধ্যায়ন্তশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে।

তেষাং কিম্?—তেষামিতি। তেষাং মদুপাসনৈকপরাণামহমীশ্বরঃ সমুদ্ধর্তা। কুত ইতি? আহ—মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। মৃত্যুযুক্তঃ সংসারঃ মৃত্যু-সংসারঃ। স এব সাগরবৎ সাগরঃ। দুরুত্তরত্বাৎ। তস্মান্মৃত্যুসংসারসাগরাদহং তেষাং সমুদ্ধর্তা ভবামি ন চিরাৎ। কিং তর্হি? ক্ষিপ্রমেব। হে পার্থ। ময্যাবেশিতচেতসাং—ময়ি বিশ্বরূপ আবেশিতং সমাহিতং চেতো যেষাং তে ময্যাবেশিতচেতসঃ। তেষাম্॥৬-৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সগুণ ব্রহ্মোপাসক অপেক্ষা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ যখন অধিক ক্লেশ সহ্য করেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকেন। অর্জুনের এই ভ্রম নিরসনার্থ ভগবান বলিলেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ গুরুসেবা, শ্রবণ ও মননাদি কঠোরতম সাধনা দ্বারা যাহা লাভ করিয়া থাকেন, সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ প্রীতিপূর্বক পূজা করিতে করিতে

অনায়াসে তত্তাবতের স্ফুরণ নিজ নিজ হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন। সগুণ উপাসকগণ যে কেবল সিদ্ধিলাভই করেন, তাহা নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"স এতস্মাজীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে"[১] অর্থাৎ, হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত উপাসকগণ ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া প্রত্যগ্‌ভিন্ন অদ্বিতীয় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। গুরুপদসেবন, শ্রবণ ও মননাদি সাধন না করিয়া শ্রদ্ধান্বিত সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ কেবল ভক্তির গুণেই কৈবল্য-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। নিত্য, নৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক—তাবৎ কর্মই যাঁহারা ভগবান বাসুদেবে ন্যস্ত করিয়া ভক্তিপূর্বক তাঁহারই শরণাগত হন, সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, সর্বথা ভগবানই যাঁহাদের অবলম্বন, ভগবানকে ভুলিয়া ক্ষণার্ধকাল জীবিত থাকা যাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন, ঈদৃশ সাধকগণ নানাভরণ ভূষিত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও নীলাদি বর্ণযুক্ত, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ, স্ত্রী বা পুরুষ যে-রূপেই তাঁহাদের অভিরুচি হউক—ভগবানের পূজা করিলে এবং উপাস্যরূপে চিত্তের আবেশ বা সমাধি হইলে ভগবান স্বয়ং কর্ণধার হইয়া নিজ পদাম্বুজরূপ পোতে মৃত্যুময়—অজ্ঞানময়—সংসারসমুদ্র হইতে উপাসকগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন॥৬-৭॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ আধৎস্ব (মন স্থির করো) ময়ি (আমাতে) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) নিবেশয় (স্থাপন করো) অতঃ (ইহা হইতে) ঊর্ধ্বং (পরে অর্থাৎ দেহান্তে) ময়ি এব (আমাতেই) নিবসিষ্যসি (স্থিতি করিবে) [ইহাতে] সংশয়ঃ ন (সন্দেহ নাই)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! তুমি মন ও বুদ্ধিকে আমাতে স্থির করো, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতে (শুদ্ধ ব্রহ্মে) অভেদ ভাবে স্থিতি করিবে, ইহাতে সংশয় নাই॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **মনঃ**=মন্‌+অসুন্‌=মনস্‌, (কর্মে) ২য়া একবচন। **আধৎস্ব**=আ-ধা+লোট্‌ স্ব। **বুদ্ধিম্‌**=বুধ্‌+ক্তিন্‌, ২য়া একবচন। **নিবেশয়**=নি-বিশ্‌+ণিচ্‌+লোট্‌ হি। **অত**=ইদম্‌+তস্‌ (৫মী স্থানে)। **ঊর্ধ্বম্‌**=ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। **নিবসিষ্যসি**=নি-বস্‌+লৃট্‌ স্যসি (আর্ষপ্রয়োগ—নিবৎস্যসি হইবে)। **সংশয়ঃ**=সম্‌-শী (শয়ন করা)+অচ্‌॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং তস্মান্ময্যেবেতি। ময্যেব সংকল্প-বিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু, বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্মিকাং ময্যেব নিবেশয়; এবং কুর্বন্‌ মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্নত ঊর্ধ্বং দেহান্তে মরণানন্তরং ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি, নাত্র সংশয়ঃ। তথা চ শ্রুতি—"দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" ইতি॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ যত এবং তস্মাৎ—ময্যেবেতি। ময্যেব বিশ্বরূপ ঈশ্বরে মনঃ

১ প্রশ্ন উপনিষদ্‌, ৫/৫

সংকল্পবিকল্পাত্মকমাধৎস্ব স্থাপয়। ময্যেবাধ্যবসায়ং কুর্বতীং বুদ্ধিং চাধৎস্ব নিবেশয়। ততস্তে কিং স্যাদিতি? শৃণু—নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি নিশ্চয়েন মদাত্মনা। ময়ি নিবাসং করিষ্যস্যেব। অতঃ শরীরপাতাদূর্ধ্বম্। ন সংশয়ঃ সংশয়োঽত্র ন কর্তব্যঃ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে অর্জুন! মনকে সমস্ত বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাতেই স্থির করিয়া রাখো। শব্দাদি বিষয়ে চিত্তকে প্রধাবিত না করিয়া আমাতেই আবিষ্ট করো। বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্বদা আমাকেই ধারণা করো। তাহা হইলে আপনা-আপনিই তোমার আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে ও মরণান্তে তুমি আমাতেই বিলীন হইবে॥৮॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) অথ (আর যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (মনঃ) স্থিরং (স্থির) সমাধাতুং (রাখিতে) ন শক্নোষি (না পার) ততঃ (তাহা হইলে) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাসযোগ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুম্ (পাইতে) ইচ্ছ (আকাঙ্ক্ষা করো)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ধনঞ্জয়! যদি সগুণ ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করিতে না পার, অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করো বা যত্ন করো॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ **অথ**=মঙ্গলসূচক শব্দ (অব্যয়), (অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা)=অর্থ্+ড (পৃষোদরাদিত্বাৎ র লোপঃ)। **স্থিরম্**=স্থা+কিরচ্=স্থির, ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। **সমাধাতুম্**=সম্-আ-ধা+তুমুন্। **শক্নোষি**=শক্+লট্ সি। **ততঃ**=তদ্+তস্ (৫মী স্থানে)। **অভ্যাসযোগেন**=অভ্যাসঃ এব যোগঃ—রূপক কর্মধারয়, তেন; অভ্যাসঃ=অভি-অস্+ঘঞ্; যোগঃ=যুজ্+ঘঞ্। **আপ্তুম্**=আপ্+তুমুন্। **ইচ্ছ**=ইষ্+লোট্ হি॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্রাশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ—অথেতি। স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি, তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃপুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণো যোঽভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ প্রযত্নং কুরু॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেতি। অথৈবং যথাঽবোচাম তথা ময়ি চিত্তং সমাধাতুং স্থাপয়িতুং স্থিরমচলং ন শক্নোষি চেত্ততঃ পশ্চাদভ্যাসযোগেন—চিত্তস্যৈকস্মিন্নালম্বনে সর্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃপুনঃ স্থাপনমভ্যাসঃ। তৎপূর্বকো যোগঃ সমাধানলক্ষণঃ। তেনাভ্যাসযোগেন মাং বিশ্বরূপমিচ্ছ প্রার্থয়স্বাপ্তুং প্রাপ্তুং হে ধনঞ্জয়॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সগুণ ব্রহ্মে বিধিপূর্বক চিত্ত স্থির করিতে না পারিলে সাধক যাহাতে ভগবৎ-লাভে বঞ্চিত না হন, এই জন্য ভগবান দয়া করিয়া বলিতেছেন যে, তাহা হইলে

অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ প্রতিমাদি বাহ্যমূর্তিতে ভগবদ্বুদ্ধি স্থাপনপূর্বক ভক্তিসহ পূজা করিবে ও হৃদয়ে সেই রূপের ধ্যান করিবে। তাহা হইলে আমাকে লাভ করিতে পারিবে॥৯॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অভ্যাসে অপি (অভ্যাসযোগেও) [যদি] অসমর্থঃ অসি (অসমর্থ হও) [তবে] মৎকর্মপরমঃ (আমার কর্মপরায়ণ) ভব (হও) মদর্থং (মৎপ্রীত্যর্থ) কর্মাণি (কর্মসমূহ) কুর্বন্ অপি (করিলেও) সিদ্ধিম্ (মোক্ষ) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তবে ভগবৎকর্মপরায়ণ হও; মদর্থে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তুমি ব্রহ্মভাব লাভ করিবে॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **অভ্যাসে**=অভি-অস্+ঘঞ্, ৭মী একবচন। **অসমর্থঃ**=ন সমর্থঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **অসি**=অস্+লট্ সি। **মৎকর্মপরমঃ**=মদর্থং কর্ম=মৎকর্ম—উত্তরপদলোপী কর্মধারয়, মৎ কর্ম পরমং যস্য স—বহুব্রীহি। **ভব**=ভূ+লোট্ হি। **মদর্থম্**=মহ্যম্ ইদম্=মদর্থম্—নিত্য সমাস। **কর্মাণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ২য়া বহুবচন। **কুর্বন্**=কৃ+শতৃ, ১মা একবচন। **সিদ্ধিম্**=সিধ্+ক্তিন্, কর্মে ২য়া। **অবাপ্স্যসি**=অব-আপ্+ল্যট্ স্যসি॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি। যদি পুনরভ্যাসেঽপ্যশক্তোঽসি, তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্মাণি একাদশ্যুপবাস-ব্রতপূজা-পরিচর্যা-নামসংকীর্তনাদীনি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশো ভব, এবম্ভূতানি কর্মাণ্যপি মদর্থং কুর্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অভ্যাসেঽপীতি। অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽস্যশক্তোঽসি যদি তর্হি মৎকর্মপরমো ভব। মদর্থং কর্ম মৎকর্ম। তৎপরমো মৎকর্মপরমঃ। মৎকর্মপ্রধান ইত্যর্থঃ। অভ্যাসেন বিনা মদর্থমপি কর্মাণি কেবলং কুর্বন্ সিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিযোগজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণাবাপ্স্যসি॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদি সাধক পূর্বোক্ত অভ্যাসযোগও করিতে না পারেন, কৃপাসিন্ধু ভগবান তজ্জন্য আরও সহজ উপায় বলিতেছেন যে, তবে আমার প্রীতির জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করো। তদ্‌যথা—(১) রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা ও শিবাদি নাম শ্রবণ করিবে, (২) সেই নাম আবার আপনিও শ্রদ্ধাপূর্বক কীর্তন করিবে, (৩) সুখে বা দুঃখে সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করিবে, (৪) ভগবৎপ্রতিমাদির চরণ সেবা করিবে, (৫) চন্দন, পুষ্প, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে, (৬) শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা তাঁহাকে নমস্কার ও বন্দনাদি করিবে, (৭) আপনাকে তাঁহার অনুগত দাস বলিয়া জ্ঞান করিবে, (৮) অথবা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিবে এবং

(৯) তোমার শরীর তাঁহাকেই নিবেদন করিয়া দিবে। এইরূপ কর্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া তোমাকে নির্গুণ ব্রহ্মভাব দান করিবে॥১০॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অথ (যদি) এতৎ অপি (ইহাও) কর্তুম্ (করিতে) অশক্তঃ অসি (অক্ষম হও) ততঃ (তবে) মদ্‌যোগম্ (আমার শরণ) আশ্রিতঃ (গ্রহণপূর্বক) যতাত্মবান্ (সংযতাত্মা হইয়া) সর্বকর্মফলত্যাগং (সকল কর্মের ফলত্যাগ) কুরু (করো)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যদি ভগবৎকর্মানুষ্ঠানেও অসমর্থ হও, তবে আমার যোগপরায়ণ ও সংযতাত্মা হইয়া সর্ব কর্মের ফলত্যাগ করো॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **অথৈতদপ্যশক্তোঽসি**=অথ+এতৎ+অপি+অশক্তঃ+অসি। **এতৎ**=এতদ্, ২য়া একবচন (ক্লীব)। **কর্তুম্**=কৃ+তুমুন্। **অশক্তঃ**=শক্+ক্ত=শক্তঃ; ন শক্তঃ=অশক্তঃ=নঞ্ তৎপুরুষ। **অসি**= অস্+লট্ সি। **যতাত্মবান্**=যম্+ক্ত=যত, আত্ম+মতুপ্=আত্মবান্; যতঃ আত্মা=যতাত্মা—কর্মধারয়, যতাত্মা+ মতুপ্=যতাত্মবৎ, ১মা একবচন। **মদ্‌যোগম্-আশ্রিতঃ**=ময়ি যোগঃ=সহসুপা সমাস; তম্, আশ্রিতঃ= আ-শ্রি+ক্ত। মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ—২য়া তৎপুরুষ (অলুক সমাস)। **সর্বকর্মফলত্যাগম্**=ফলস্য ত্যাগঃ= ফলত্যাগঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সর্বাণি কর্মাণি—কর্মধারয়, তেষাং ফলানি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্যন্তং ভগবদ্ধর্মপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ—অথেতি। যদ্যেতদপি কর্তুং ন শক্নোষি, তর্হি মদ্‌যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্ সর্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামা বশ্যকানাঞ্চাগ্নিহোত্রাদি-কর্মণাং ফলানি যতচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি—'ময়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্মাণি কর্তব্যানি, ফলং তাবদ্দৃষ্টমদৃষ্টম্বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভাবমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্যম্॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথৈতদিতি। অথ পুনরেতদপি যদুক্তং মৎকর্মপরমত্বং তৎ কর্তুমশক্তোঽসি মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ—ময়ি ক্রিয়মাণানি কর্মাণি সংন্যস্য যৎ করণং তেষামনুষ্ঠানং স মদ্‌যোগঃ। তমাশ্রিতঃ সন্। সর্বকর্মফলত্যাগং—সর্বেষাং কর্মণাং ফলসংন্যাসং সর্বকর্মফলত্যাগম্। ততোঽনন্তরং কুরু। যতাত্মবান্ সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদি পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে কার্য করিতে না পার, তবে সমস্ত কর্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সংযমপূর্বক নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মসমূহের ফলকামনা পরিত্যাগ করো। নিষ্কামকর্ম সাধনই ভগবদুপদেশের মুখ্য অভিপ্রায়॥১১॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অভ্যাসাৎ (অবিবেকপূর্বক অভ্যাসযোগ অপেক্ষা) জ্ঞানং হি (জ্ঞানই) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং (ধ্যান) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়) ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) কর্মফলত্যাগঃ (কর্মফলত্যাগ) [শ্রেষ্ঠ]; অনন্তরং (তৎপরে) ত্যাগাৎ (ত্যাগ হইতে) শান্তিঃ (শান্তি) [হয়]॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ও ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এই ত্যাগানন্তরই মুক্তিরূপ শান্তিলাভ হইয়া থাকে॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ **কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্**=কর্মফলত্যাগঃ+ত্যাগাৎ+শান্তিঃ+অনন্তরম্। **অভ্যাসাৎ**=অভি-অস্+ঘঞ্=অভ্যাস, ৫মী একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্ (ভাববাচ্যে)। **শ্রেয়ঃ**=প্রশস্য+ঈয়সুন্। **জ্ঞানাৎ**=জ্ঞা+অনট্, নিকৃষ্টাদ্ একোৎকর্ষে ৫মী। **ধ্যানম্**=ধ্যৈ+অনট্ (ভাববাচ্যে)। **বিশিষ্যতে**=বি-শিষ্ (শেষে রাখা বা থাকা) কর্মবাচ্যে লট্ তে। **কর্মফল-ত্যাগঃ**=কর্মণাং ফলানি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তেষাং ত্যাগঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **ত্যাগাৎ**=ত্যজ্+ঘঞ্; অপাদানে ৫মী। **অনন্তরম্**=অবিদ্যমানম্ অন্তরম্ অস্য তৎ যথা স্যাৎ তথা—বহুব্রীহি। **শান্তিঃ**=শম্+ক্তিন্॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি—শ্রেয়ো ইতি। সম্যগ্‌জ্ঞানরহিতাদভ্যাসাদ্ যুক্তিসহিতোপদেশপূর্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি তৎপূর্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং ভবতি, "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"[১] ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ, তস্মাদেবম্ভূতাৎ কর্মফলত্যাগাৎ কর্মসু কৃতফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন সমমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইদানীং সর্বকর্মফলত্যাগং স্তৌতি—শ্রেয় ইতি। শ্রেয়ো হি প্রশস্যতরং জ্ঞানম্। কস্মাৎ? অবিবেকপূর্বকাদভ্যাসাৎ। তস্মাদপি জ্ঞানাজ্জ্ঞানপূর্বকং ধ্যানং বিশিষ্যতে। জ্ঞানবতো ধ্যানাদপি কর্মফলত্যাগঃ। বিশিষ্যত ইত্যনুষজ্যতে। এবং কর্মফলত্যাগাৎ পূর্বোক্তবিশেষণবতঃ শান্তিরুপশমঃ সহেতুকস্য সংসারস্যানন্তরমেব স্যাৎ। ন তু কালান্তরমপেক্ষতে।

অজ্ঞস্য কর্মণি প্রবৃত্তস্য পূর্বোপদিষ্টোপায়ানুষ্ঠানাশক্তৌ সর্বকর্মণাং ফলত্যাগঃ শ্রেয়ঃসাধনমুপদিষ্টম্। ন প্রথমমেব। অতশ্চ শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাদিত্যুত্তরোত্তরবিশিষ্টত্বোপদেশেন সর্বকর্মফলত্যাগঃ স্তূয়তে। সম্পন্নসাধনানুষ্ঠানাশক্তাবনুষ্ঠেয়ত্বেন শ্রুতত্বাৎ। কেন সাধর্ম্যেণ স্তুতিত্বম্? যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে[২] ইতি সর্বকামপ্রহাণাদমৃতত্বমুক্তম্। তৎ প্রসিদ্ধং চ। কামাশ্চ সর্বে শ্রৌতস্মার্তসর্বকর্মণাং ফলানি। তত্ত্যাগেন চ বিদুষো ধ্যাননিষ্ঠস্যানন্তরৈব শান্তিঃ। ইতি সর্বকামত্যাগসামান্যযজ্ঞস্য সর্বকর্মফলত্যাগস্যাস্তীতি—তাৎসামান্যাৎ সর্বকর্মফলত্যাগস্তুতিরিয়ং প্ররোচনার্থা। যথাঽগস্ত্যেন ব্রাহ্মণেন সমুদ্রঃ পীত ইতি—ইদানীন্তনা অপি ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণত্বসামান্যাৎ স্তূয়ন্তে। এবং কর্মফলত্যাগাৎ কর্মযোগস্য শ্রেয়ঃসাধনত্বমভিহিতম্॥১২॥

---
১ মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩/১/৮
২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/৭

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রবণকীর্তনাদি অভ্যাস দ্বারা মননাদি জ্ঞানের অধিকার জন্মে, এই জন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। আবার নিদিধ্যাসনরূপ ধ্যান আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান উপায় বলিয়া উহা জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধ্যান করিলেও শীঘ্র অজ্ঞানের তিরোভাব হয় না; কিন্তু সঙ্কল্প বা ফলকামনাবর্জিত হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিলে পুনরাবির্ভাবের বীজ সঞ্চিত হইতে পারে না। এই জন্য কর্মফলত্যাগ ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাসনাক্ষয় ও জন্মজন্মান্তরের বীজস্বরূপ অদৃষ্ট বা ধর্মাধর্ম সঞ্চিত হইতে না পারিলেই জীবের মুক্তি বা শান্তি লাভ হইয়া থাকে॥১২॥

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বভূতানাম্ (সর্বভূতের প্রতি) অদ্বেষ্টা (দ্বেষরহিত) মৈত্রঃ (মৈত্রীভাবাপন্ন) করুণঃ চ এব (ও দয়াবান) নির্মমঃ (মমতাবিহীন) নিরহংকারঃ (অহঙ্কারপরিশূন্য) সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমচিত্ত) ক্ষমী (ক্ষমাশীল) সততং (সর্বদা) সন্তুষ্টঃ (আহ্লাদিত) যোগী (সমাহিতচিত্ত) যতাত্মা (সংযতস্বভাব) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (অটল বিশ্বাসী) ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (যাঁহার মন-বুদ্ধি সমর্পিত) যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)॥১৩-১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্বভূতেই যাঁহার অদ্বেষদৃষ্টি, মৈত্রীভাব ও করুণা এবং যিনি নির্মম ও নিরহঙ্কার, দুঃখ ও সুখে যাঁহার সমান ভাব ও যিনি ক্ষমাশীল; যিনি সর্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ়নিশ্চয় এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, মদ্ভক্তিপরায়ণ ঈদৃশ ব্যক্তিই আমার প্রিয়॥১৩-১৪॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্, ১মা একবচন। **সর্বভূতানাম্**=সর্বাণি ভূতানি—কর্মধারয়; ৬ষ্ঠী বহুবচন, ৬ষ্ঠী শেষে। **অদ্বেষ্টা**=দ্বিষ্+তৃচ্=দ্বেষ্টৃ, ১মা একবচন=দ্বেষ্টা; ন দ্বেষ্টা—নঞ্ তৎপুরুষ। **মৈত্রঃ**=মিত্র+অণ্=মৈত্রম্, মৈত্রম্ অস্য অস্তি ইতি; মৈত্র+অচ্=মৈত্রঃ। **করুণঃ**=করুণা অস্য অস্তি ইতি; করুণা+অচ্=করুণঃ। **নির্মমঃ**=নির্গতং মম (মমত্ববোধঃ) যস্মাৎ সঃ—বহুব্রীহি। **নিরহংকারঃ**=নির্ (নাস্তি) অহংকারঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **সম-দুঃখ-সুখঃ**=দুঃখঞ্চ সুখঞ্চ=দুঃখসুখম্—দ্বন্দ্ব সমাস; দুঃখসুখং সমং যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **ক্ষমী**=ক্ষমা+ইন্, ১মা একবচন। **সততম্**=ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া; সম্-তন্+ক্ত। **সন্তুষ্টঃ**=সম্-তুষ্+ক্ত (ভাববাচ্যে)। **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্, ১মা একবচন। **যতাত্মা**=যম্+ক্ত=যত, যতঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **দৃঢ়নিশ্চয়ঃ**=দৃঢ়ঃ নিশ্চয়ঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি; দৃহ্+ক্ত=দৃঢ়। **অর্পিত-মনঃ-বুদ্ধিঃ**=ঋ+ণিচ্+ক্ত=অর্পিত; মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ=মনোবুদ্ধী—দ্বন্দ্ব সমাস; অর্পিতে মনোবুদ্ধী যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **মদ্ভক্তঃ**=মম ভক্তঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ॥১৩-১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতূন্ ধর্মানাহ—

অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ। সর্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ, করুণশ্চ উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ, সমেষু মিত্রতয়া বর্ততে ইতি মৈত্রঃ, হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ, নির্মমো নিরহংকারশ্চ, কৃপালুত্বাদেবান্যৈঃ সহ সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ, ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ, সন্তুষ্ট ইতি সততং লাভেঽলাভে চ সুপ্রসন্নচিত্তঃ, যোগী অপ্রমত্তঃ যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ, দৃঢ়ো মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ো যস্য, ময্যর্পিতে মনোবুদ্ধি যেন এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ॥১৩-১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অত্র চাত্মেশ্বরভেদমাশ্রিত্য বিশ্বরূপ ঈশ্বরে চেতঃসমাধানলক্ষণো যোগ উক্তঃ। ঈশ্বরার্থং কর্মানুষ্ঠানাদি চ। অথৈতদপ্যশক্তোঽসীত্যজ্ঞানকার্যসূচনান্নাভেদদর্শিনোঽক্ষরো-পাসকস্য কর্মযোগ উপপদ্যত ইতি দর্শয়তি। তথা কর্মযোগিণোঽক্ষরোপাসনানুপপত্তিং দর্শয়তি শ্রীভগবান্—তে প্রাপ্নুবন্তি মামেবেতি। অক্ষরোপাসকানাং কৈবল্যপ্রাপ্তৌ স্বাতন্ত্র্যমুক্ত্বেতরেষাং পারতন্ত্র্যাদীশ্বরাধীনতাং দর্শিতবান্—তেষামহং সমুদ্ধর্তেতি। যদি হীশ্বরস্যাত্মভূতাস্তে মতাঃ—অভেদদর্শিত্বাৎ—অক্ষররূপা এব ত ইতি সমুদ্ধরণকর্মবচনং তান্ প্রত্যপেশলং স্যাৎ। যস্মাচ্চার্জুনস্যাত্যন্তমেব হিতৈষী ভগবাংস্তস্য সম্যগ্‌দর্শনানন্বিতং কর্মযোগং ভেদদৃষ্টিমন্তমেবোপদিশতি। ন চাত্মানমীশ্বরং প্রমাণতো বুদ্ধা কস্যচিদ্‌গুণভাবং জিগমিষতি কশ্চিৎ। বিরোধাৎ। তস্মাদক্ষরোপাসকানাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং সংন্যাসিনাং ত্যক্তসর্বৈষণানামদ্বেষ্টা সর্বভূতানামিত্যাদি ধর্মপূগং সাক্ষাদমৃতত্বকারণং বক্ষ্যামীতি প্রবর্ততে—অদ্বেষ্টেতি। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং—সর্বেষাং ভূতানাং ন দ্বেষ্টা। আত্মনো দুঃখহেতুমপি ন কিঞ্চিদ্দ্বেষ্টি। সর্বাণি ভূতান্যাত্মত্বেন হি যস্মাৎ পশ্যতি। মিত্রতয়া বর্তত ইতি মৈত্রঃ। করুণ এব চ। করুণা কৃপা দুঃখিতেষু দয়া। তদ্বান্ করুণঃ। সর্বভূতাভয়প্রদঃ। সংন্যাসীত্যর্থঃ। নির্মমো মমপ্রত্যয়বর্জিতঃ। নিরহংকারো নির্গতাহংপ্রত্যয়ঃ। সমদুঃখসুখঃ—সমে দুঃখসুখে দ্বেষরাগয়োরপ্রবর্তকে যস্য স সমদুঃখসুখঃ। ক্ষমী ক্ষমবান্। আক্রুষ্টোঽভিহতো বাঽবিক্রিয় এবাস্তে।

সন্তুষ্ট ইতি। সন্তুষ্টঃ সততং নিত্যম্। দেহস্থিতিকারণস্য লাভেঽলাভে চোৎপন্নালংপ্রত্যয়ঃ। তথা গুণবল্লাভে বিপর্যয়ে চ সন্তুষ্টঃ। সততং যোগী সমাহিতচিত্তঃ। যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—দৃঢ়ঃ স্থিরো নিশ্চয়োঽধ্যবসায়ো যস্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে স দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ—সংকল্পাত্মকং মনঃ। অধ্যবসায়লক্ষণা বুদ্ধিঃ। তে ময্যেবার্পিতে স্থাপিতে যস্য সংন্যাসিনঃ স ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ। য ঈদৃশো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ইতি সপ্তমেঽধ্যায়ে সূচিতম্। তদিহ প্রপঞ্চ্যতে॥১৩-১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্বে কয়েকটি শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা নির্গুণোপাসনার বিরুদ্ধবাদ-জন্য নহে; সগুণোপাসনার পথ যে সুগম তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য। ভগবান যে উপাসনাপ্রণালীর তারতম্য দেখাইয়া সুখসাধন ও কৃচ্ছ্রসাধন উল্লেখ করিলেন, তাহাতে ইহা কেহ বুঝিবেন না যে, ইহার মধ্যে ভগবানের চক্ষে একটি ভাল ও অপরটি মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বস্তুতঃ, অধিকারিভেদে সুগম ও কঠিন সাধনপ্রণালী কথিত হইল মাত্র। সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই তিনি। যিনি বিশুদ্ধ-প্রকৃতি হইয়া তাঁহাকে ভজনা করেন, তিনিই

তাঁহার আদর লাভ করিয়া থাকেন। তাই, ভগবান বলিতেছেন যে, যিনি জগতের মধ্যে কোনো প্রাণীর প্রতিকূল হন না ও কোনো প্রাণীকে নিজ প্রতিকূল মনে করেন না ও সকলের প্রতিই প্রেম ও সকলকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখেন, যাঁহার কোনো বস্তুতেই মমত্ববুদ্ধি নাই ও দেহাদিতে অহংবুদ্ধিও নাই, যিনি সুখে প্রফুল্ল ও দুঃখে ক্ষুব্ধ না হইয়া সর্বদা অবিচলিত থাকেন এবং যিনি অন্য কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও তাহাকে ক্ষমা করেন [তিনিই ভগবানের প্রিয়]।

যিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে ও সম্পদে বা বিপদে সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সর্বদাই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার স্ববশ হইয়াছে, যাঁহার ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস [অর্থাৎ কোনো প্রকার কুতর্কে যাঁহার চিত্ত ভগবদ্ভাব হইতে বিচলিত হয় না] ও যিনি সঙ্কল্প-বিকল্প ছাড়িয়া মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয়॥১৩-১৪॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যস্মাৎ (যাঁহা হইতে) লোকঃ (কোনো ব্যক্তি) ন উদ্বিজতে (সন্তপ্ত হয় না) যঃ চ (ও যিনি) লোকাৎ (অন্য লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (সন্তাপ প্রাপ্ত হন না) যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ্বেগ কর্তৃক) মুক্তঃ (বিমুক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার দ্বারা কোনো ব্যক্তি সন্তপ্ত হয় না ও যিনি নিজেও অন্য কোনো ব্যক্তি হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ যস্মাৎ=যদ্, ৫মী একবচন (অপাদানে ৫মী)। **উদ্বিজতে**=উৎ-বিজ্ (চাঞ্চল্য, উদ্বিগ্ন)+লট্ তে। **হর্ষ-অমর্ষ-ভয়-উদ্বেগৈঃ**=হর্ষশ্চ অমর্ষশ্চ ভয়ঞ্চ উদ্বেগশ্চ=হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগাঃ—দ্বন্দ্ব, ৩য়া বহুবচন, অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। হর্ষ=হৃষ্+ঘঞ্; মর্ষ=মৃষ্+ঘঞ্; ভয়ম্=ভী+অচ্; উদ্বেগ=উৎ-বিজ্+ঘঞ্; উদ্ধতঃ বেগঃ=উদ্বেগঃ (প্রাদি সমাস)। **মুক্তঃ**=মুচ্+ক্ত। **প্রিয়ঃ**=প্রী+ক॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাৎ লোকো জনো নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকান্নোদ্বিজতে, যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ; তত্র হর্ষঃ স্বস্যেষ্টলাভে উৎসাহঃ অমর্ষঃ পরস্য লাভেঽসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তশ্চিত্তক্ষোভঃ এতৈর্বিমুক্তো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাদিতি। যস্মাৎ সংন্যাসিনো নোদ্বিজতে নোদ্বেগং গচ্ছতি—ন সংতপ্যতে—ন সংক্ষুভ্যতি—লোকঃ। তথা লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ—হর্ষশ্চামর্ষশ্চ ভয়ং চোদ্বেগশ্চ তৈর্হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ। হর্ষঃ প্রিয়লাভেঽন্তঃকরণস্যোৎকর্ষো

রোমঞ্চনাশ্রুপাতাদিলিঙ্গঃ। অমর্ষোঽভিলষিতপ্রতিঘাতেঽসহিষ্ণুতা। ভয়ং ত্রাসঃ। উদ্বেগ উদ্বিগ্নতা। তৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি শরীর, মন ও বাণী দ্বারা কোনো প্রাণীকে পীড়া দেন না এবং অন্য প্রাণীও যাঁহার কোনো ক্ষতি করে না [যিনি সমস্ত জীবকে আত্মবৎ বোধে ও সকলের প্রতি আত্মবৎ প্রেমদৃষ্টিতে দেখেন, কোনো জীব তাঁহার ক্ষতি করে না। মৈত্রী ও প্রেমের দ্বারা বন্য হিংস্র জন্তুরও বিরুদ্ধ বুদ্ধি অভিভূত হইয়া যায়। ধ্রুবের সম্মুখে ব্যাঘ্র আসিল বটে, কিন্তু ধ্রুবের প্রেম ও অহিংসা—অদ্বেষবৃত্তি দ্বারা ব্যাঘ্রের হিংসাবুদ্ধি অভিভূত হইয়া গেল; ব্যাঘ্র ধ্রুবকে আক্রমণ করিল না। যিনি কাহারও ভয়ের কারণ হন না, তিনিও কাহারও নিকট হইতে ভয় পান না।], যিনি ইষ্টবস্তু লাভে হর্ষোৎফুল্ল ও অনিষ্টকর বিষয় সমাগমে দুঃখিত হন না, ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া বা ভূত, প্রেত ও মৃত্যু আদি স্মরণ করিয়া যাঁহার ভয়ের উদ্রেক হয় না এবং কোনো অবস্থাতেই যাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হয় না, এতাদৃশ ভক্ত-ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় পাত্র॥১৫॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অনপেক্ষঃ (নিঃস্পৃহ) শুচিঃ (আচারবান) দক্ষঃ (পটু) উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্য) গতব্যথঃ (মনঃপীড়াশূন্য) সর্বারম্ভপরিত্যাগী (সকাম কর্মানুষ্ঠানে স্পৃহাশূন্য) যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জিত ও সর্বারম্ভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **মদ্‌-ভক্তঃ**=মম ভক্তঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **অনপেক্ষঃ**=অবিদ্যমানা অপেক্ষা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; অপেক্ষা=অপ-ঈক্ষ্‌+অ+টাপ্‌। **শুচিঃ**=শুচ্‌+কি, ১মা একবচন। **উদাসীনঃ**=উৎ-আস্‌+শানচ্‌। **গতব্যথঃ**=গতা ব্যথা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী**=আরম্ভ=আ-রভ্‌+ঘঞ্‌; পরিত্যাগী=পরি-ত্যজ্‌+ঘিনুণ্‌; সর্বে আরম্ভাঃ—কর্মধারয়; তান্‌ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ= সর্বারম্ভপরিত্যাগী॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়োপস্থিতেঽপ্যর্থে নিস্পৃহঃ, শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোঽনলসঃ, উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ গতব্যথ আধিশূন্যঃ, সর্বান্‌ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্‌ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবম্ভূতঃ সন্‌ যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ অনপেক্ষ ইতি। দেহেন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদিষ্বপেক্ষা যস্য নাস্তি স বিষয়েষ্বনপেক্ষো নিঃস্পৃহঃ। শুচির্বাহ্যেনাভ্যন্তরেণ চ শৌচেন সম্পন্নঃ। দক্ষঃ প্রত্যুৎপন্নেষু কার্যেষু

সদ্যো যথাবৎ প্রতিপত্তুং সমর্থঃ। উদাসীনো ন কস্যচিন্মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে যঃ স উদাসীনঃ। গতব্যথো গতভয়ঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগী—আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ। ইহামুত্রফলভোগার্থানি কামহেতূনি কর্মাণি সর্বারম্ভাঃ। তান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি সর্বারম্ভপরিত্যাগী। যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি বিনাযত্নে প্রাপ্ত বা অনায়াসলব্ধ বস্তুতেও ভোগস্পৃহা করেন না; যাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর সদা পবিত্র [মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য শরীর ও মৈত্রী, করুণাদি দ্বারা রাগদ্বেষাদিদূষিত অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে], যিনি অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অবশ্যকর্তব্য বিষয় সম্পাদনে সমর্থ, যিনি শত্রু ও মিত্র কাহারও প্রতি ভাল বা মন্দ ভাবের পক্ষপাত করেন না, লোকে নিন্দা ও তিরস্কারাদি করিলেও যাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হয় না এবং যিনি লৌকিক বা বৈদিক কোনো কার্যেরই যত্নপূর্বক আরম্ভ বা উদ্যোগ করেন না, এতাদৃশ অনাসক্ত ভক্তই ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র॥১৬॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) [প্রিয়বস্তু পাইয়া] ন হৃষ্যতি (হৃষ্ট হন না) [অপ্রিয়সমাগমে] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন শোচতি (শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভকর্মত্যাগী) যঃ (যিনি) ভক্তিমান্ (ভক্তিমান) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি হৃষ্ট হন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি শোক করেন না, কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তিমান পুরুষই আমার প্রিয়পাত্র॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **হৃষ্যতি**=হৃষ্+লট্ তি। **দ্বেষ্টি**=দ্বিষ্+লট্ তি। **শোচতি**=শুচ্+লট্ তি। **কাঙ্ক্ষতি**=কাঙ্ক্ষ্+লট্ তি। **শুভ-অশুভ-পরিত্যাগী**=শুভঞ্চ অশুভঞ্চ=শুভাশুভে—দ্বন্দ্ব; পরিত্যাগী=পরি-ত্যজ্+ঘিনুণ্; শুভাশুভয়োঃ পরিত্যাগী—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **ভক্তিমান্**=ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি; ভক্তি+মতুপ্, ১মা একবচন॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, য ইতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি, অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি, অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবম্ভূতো ভূত্বা যো মদ্ভক্তিমান্, স মে প্রিয়ঃ॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—যো নেতি। যো ন হৃষ্যতীষ্টপ্রাপ্তৌ। ন দ্বেষ্ট্যনিষ্টপ্রাপ্তৌ। ন শোচতি প্রিয়বিয়োগে। ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভে পুণ্যপাপে কর্মণী পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি শুভাশুভপরিত্যাগী। ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ত্রয়োদশ শ্লোকে যে "সমদুঃখসুখঃ" বলিয়াছেন, এই শ্লোকটি

তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যামাত্র। যিনি প্রিয়বস্তুসমাগমে হর্ষ, অপ্রিয়সমাগমে দ্বেষ, প্রিয়বিরহে শোক ও ইষ্টবস্তুলাভার্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং স্বর্গাদিলাভের মূলবীজ পুণ্যকর্ম ও নরকাদি গমনের কারণস্বরূপ পাপকর্ম অথবা যাহাতে জন্মান্তরলাভ হয়, এরূপ কোনো কর্মই করেন না, তাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় হন॥১৭॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ (শত্রু ও মিত্রে) তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) সমঃ (সমজ্ঞান) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত, উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে) সমঃ (সমবুদ্ধি) সঙ্গবিবর্জিতঃ (সর্বসঙ্গপরিশূন্য) তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যজ্ঞানবিশিষ্ট) মৌনী (মৌনব্রতাবলম্বী) যেন কেনচিৎ (যৎকিঞ্চিৎ লাভে) সন্তুষ্টঃ (প্রসন্ন) অনিকেতঃ (আশ্রয়রহিত) স্থিরমতিঃ (অচলচিত্ত) ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত) নরঃ (ব্যক্তি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)॥১৮-১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার শত্রু ও মিত্রে এক দৃষ্টি, মান ও অপমান এতদুভয়ই যাঁহার সমান, শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে যাঁহার সমবুদ্ধি এবং যিনি সঙ্গরহিত, নিন্দা ও স্তুতি এতদুভয়ই যাঁহার সমান, যিনি মৌনী, যিনি যেকোনো প্রকার হউক অন্ন বস্ত্র লাভে সন্তুষ্ট, যিনি গৃহবর্জিত, স্থিরমতি, সেই ভক্তিমান পুরুষই আমার প্রিয়॥১৮-১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **শত্রৌ**=শাতি+ক্রুন্, ৭মী একবচন (বিষয়াধিকরণে)। **মিত্রে**=মিদ্+ক্ত্র, ৭মী একবচন (বিষয়াধিকরণে)। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারেণ থাল্)। **মান-অপমানয়োঃ**=মন্+ঘঞ্=মানঃ, অপ-মন্+ঘঞ্=অপমানঃ; মানশ্চ অপমানশ্চ=মানাপমানৌ—দ্বন্দ্ব, তয়োঃ। **শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু**= শীতঞ্চ উষ্ণঞ্চ সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ=শীতউষ্ণসুখদুঃখানি—দ্বন্দ্ব; ৭মী বহুবচন; শীত=শৈ+ক্ত, উষ্ণ=উষ্+নক্, সুখ=সুখ+অচ্, দুঃখ=দুস্-খন্+ড। **সঙ্গ-বিবর্জিতঃ**=সঞ্জ্+ঘঞ্=সঙ্গ; বি-বৃজ্+ক্ত=বিবর্জিতঃ; সঙ্গেন বিবর্জিতঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **তুল্য-নিন্দা-স্তুতিঃ**=নিন্দা চ স্তুতিশ্চ=নিন্দাস্তুতী—দ্বন্দ্ব সমাস; তুল্যে নিন্দাস্তুতী যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **মৌনী**=মুনেঃ ভাবঃ; মুনি+অণ্=মৌনম্; মৌনম্ অস্য অস্তি ইতি— মৌন+ইন্ (পুং), ১মা একবচন=মৌনী। **সন্তুষ্টঃ**=সম্-তুষ্+ক্ত। **অনিকেতঃ**=নাস্তি নিকেতঃ যস্য সঃ—নঞ্ বহুব্রীহি। **স্থিরমতিঃ**=স্থিরা মতিঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি॥১৮-১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, সম ইতি। শত্রৌ মিত্রে চ সম একরূপঃ, মানাপমানয়োরপি তথা সম এব হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ, শীতোষ্ণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ক্বচিদপ্যনাসক্তঃ; কিঞ্চ, তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ, মৌনী সংযতবাক্, যেন

কেনচিৎ যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ, অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ, স্থিরমতির্ব্যবস্থিতচিত্তঃ—এবম্ভূতো মদ্ভক্তিমান্ যঃ, স নরো মম প্রিয়ঃ॥১৮-১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সম ইতি। সমঃ শত্রৌ মিত্রে চ। তথা মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ। সর্বত্র সঙ্গবর্জিতঃ।

কিঞ্চ—তুল্যনিন্দেতি। তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ—নিন্দা চ স্তুতিশ্চ নিন্দাস্তুতী। তে তুল্যে যস্য স তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ। মৌনী মৌনবান্ সংযতবাক্। সন্তুষ্টো যেন কেনচিচ্ছরীরস্থিতিহেতুমাত্রেণ। তথা চোক্তং—যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ। যত্র ক্বচন শায়ী স্যাত্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥[১] ইতি। কিঞ্চ—অনিকেতঃ—নিকেত আশ্রয়ো নিবাসো নিয়তো ন বিদ্যতে যস্য সোঽয়মনিকেতঃ। নাগার ইত্যাদি স্মৃত্যন্তরাৎ। স্থিরা পরমার্থবস্তুবিষয়া মতির্যস্য স স্থিরমতিঃ। ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥১৮-১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "আমারই প্রারব্ধানুসারে কেহ আমার অপকারী শত্রু, কেহ-বা আমার উপকারী মিত্র হইয়াছে", ইহাই জানিয়া যিনি শত্রুর প্রতি অসন্তুষ্ট ও মিত্রের প্রতি সন্তুষ্ট না হন, আমার গুণেরই প্রশংসা বা মান ও আমার দোষেরই নিন্দা, তিরস্কার বা অপমান হইয়া থাকে, এইরূপ বুঝিয়া যিনি আপনাকে "স্বতন্ত্র" জ্ঞান করিতে পারেন [অর্থাৎ, গুণ ও দোষের ফলের সঙ্গে আপনাকে প্রশংসিত ও নিন্দিত মনে না করেন], শীতোষ্ণাদিতে যিনি উদ্বেজিত না হন এবং সুখ ও দুঃখ নিজ প্রারব্ধায়ত্ত জানিয়া যিনি উভয়ই সমভাবে ভোগ করেন [অর্থাৎ, সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে কুণ্ঠিত না হন] এবং যিনি চেতন ও অচেতন কোনো বস্তুরই রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া আসক্তচিত্ত না হন, তিনি ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র। কেহ ভাল বা মন্দ কার্য করিলে লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া স্তুতি বা নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে কার্যেরই স্তুতি বা নিন্দা করিতেছে, কার্যই হৃষ্ট ও বিষণ্ণ হয় হউক; "আমি" তাহাতে সুখী বা দুঃখী হইব কেন? এইরূপ বিচার করিয়া যিনি উভয়েরই প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করেন, যিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, বলবৎ প্রারব্ধ যে অন্নবস্ত্রাদি আনিয়া দেয়, ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি নিয়মপূর্বক এক স্থানে নিবাস করেন না ও যাঁহার মতিগতি ভগবানেই অবিচলিত থাকে, তাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তিই ভগবানের পরম আদরের পাত্র॥১৮-১৯॥

যে তু ধর্মামৃতমিদং[২] যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥

---
১ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৪৫/১২
২ যে তু ধর্মামৃতমিদমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ

অন্বয়বোধিনী ঃ যে তু (যে-সকল ব্যক্তি) যথোক্তম্ (উক্ত প্রকারে) ইদং (এই) ধর্মামৃতং (ধর্মবিষয়ক সুধা) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) পর্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন) তে (সেই) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) মে (আমার) অতীব (অত্যন্ত) প্রিয়াঃ (প্রিয়)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্বোক্তরূপ ধর্মামৃত পান করেন, সেই ভক্তিমান পুরুষগণ আমার অতীব প্রিয়॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **ভক্তাঃ**=ভজ্+ক্ত=ভক্তঃ, ১মা বহুবচন। **শ্রদ্দধানাঃ**=শ্রৎ-ধা+শানচ্, ১মা বহুবচন। **মৎপরমাঃ**=অহমেব পরমঃ যেষাং তে—বহুব্রীহি। **যথা-উক্তম্**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)=যথা; উক্তম্=ব্রূ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **ধর্ম-অমৃতম্**=ধর্ম=ধৃ+মন্; ন মৃতম্=অমৃতম্—নঞ্ তৎপুরুষ; ধর্মং চ তদ্ অমৃতঞ্চ (অমৃতত্ব বিশেষণ)—কর্মধারয়। **পর্যুপাসতে**=পরি-উপ-আস্+লট্ অন্তে॥২০॥

দ্বাদশোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উক্তং ধর্মজাতং সফলমুপসংহরতি—যে ত্বিতি। যথোক্তমুক্তপ্রকারং ধর্মমেবামৃতমমৃতত্বসাধনত্বাৎ; ধর্মামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি; যে তদুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি, শ্রদ্ধাং কুর্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো মদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ইতি॥২০॥

দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈ তদ্বহুবিঘ্নমতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজং ভক্তিসৎপথবান্ ভজেৎ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অদ্বেষ্টা সর্বভূতানামিত্যাদিনাঽক্ষরস্যোপাসকানাং নিবৃত্তসর্বৈষণানাং সংন্যাসিনাং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাং ধর্মজাতং প্রক্রান্তমুপসংহরতি—যে ত্বিতি। যে তু সংন্যাসিনঃ। ধর্মামৃতং—ধর্মাদনপেতং ধর্মং চ তদমৃতং চ ধর্মামৃতম্। অমৃতত্বহেতুত্বাৎ। ইদং যথোক্তমদ্বেষ্টা সর্বভূতানামিত্যাদিনা পর্যুপাসতেঽনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্দধানাঃ সন্তঃ। মৎপরমা যথোক্তাঃ। অহমক্ষরাত্মা পরমো নিরতিশয়া গতির্যেষাং তে মৎপরমাঃ। মদ্ভক্তাশ্চোত্তমাং পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিমাশ্রিতাঃ। তেঽতীব মে প্রিয়াঃ। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমিতি যৎ সূচিতং তদ্ব্যাখ্যায়েহোপসংহৃতম্। ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ইতি। যস্মাদ্ধর্মামৃতমিদং যথোক্তমনুতিষ্ঠন্ ভগবতো বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্যাতীব মে প্রিয়ো ভবতি তস্মাদিদং ধর্মামৃতং মুমুক্ষুণা যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ম্। বিষ্ণোঃ প্রিয়ং পরং ধাম জিগমিষুণেতি বাক্যার্থঃ॥২০॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা যদি শ্রদ্ধাবান হইয়া সগুণ ও নির্গুণ উভয়তঃ অভেদ বোধে পূর্বকথিত ধর্ম অর্থাৎ, অদ্বেষ্টৃত্বাদি পবিত্র প্রকৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে "তৎ" পদার্থ স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন।

ভক্তিপূর্বক উপাসনা করিলে কীরূপে ভগবানকে লাভ করা যায়, কীরূপে উপাসনা করিতে ও কীরূপে ভক্তি করিতে হয়, ভক্তি ব্যতীত কোনো সাধনেই যে তাঁহাকে সহজে লাভ করা যায় না, ভক্তের প্রতি ভগবান কত অপ্রার্থিত অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন, প্রকৃত ভক্তিমান হইতে হইলে কীদৃশ নির্মলপ্রকৃতিযুক্ত হইতে হয়, তাহা গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে (৭ম) ১২শ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইল॥২০॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥১॥[১]

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) কেশব (হে কেশব!) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষং চ এব (ও পুরুষ) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব (ও ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও জ্ঞেয়) এতৎ (এই সমস্ত) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই কয়েকটির তত্ত্ব আমি জানিতে ইচ্ছা করি॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **কেশব**=ক(ব্রহ্মা)+ঈশ (শিব)=কেশ; কেশ-বা(পাওয়া)+ক=কেশব; সম্বোধনে ১মা একবচন। **প্রকৃতিম্**=প্র-কৃ+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **পুরুষম্**=পুর্+কুষন্=পুরুষ, ২য়া একবচন। চ=অব্যয়। **ক্ষেত্রম্**=ক্ষি+ষ্ট্রন্=ক্ষেত্র (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ক্ষেত্রজ্ঞম্**=ক্ষেত্র-জ্ঞা+ক=ক্ষেত্রজ্ঞ, ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+ল্যুট্=জ্ঞান, ২য়া একবচন। **জ্ঞেয়ম্**=জ্ঞা+যৎ=জ্ঞেয়, ২য়া একবচন। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **বেদিতুম্**=বিদ্+তুমুন্। **ইচ্ছামি**=ইষ্+লট্ মি॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গীতার প্রথম ষট্কে (১ম-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) "ত্বম্" পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষট্কে (৭ম-১২শ অধ্যায়ে) "তৎ" পদার্থ নিরূপিত হইল। এক্ষণে "তৎ+ত্বম্" এতৎপদদ্বয়ের অভেদ ভাব বা তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণার্থ ১৩শ অধ্যায় হইতে গীতার তৃতীয় ষট্ক আরম্ভ হইল।

ভগবান সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত সাধককে স্বয়ং সংসারসিন্ধু হইতে উদ্ধার করেন বলিয়াছেন। আবার "তরতি শোকমাত্মবিৎ"[২], "তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বচনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, আত্মজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানরূপ সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সুতরাং, এক্ষণে দ্বৈতাদ্বৈত সংশয় নিরসনপূর্বক আত্মজ্ঞান-ব্যাখ্যা শ্রবণ করা অর্জুন বিশেষ আবশ্যক মনে করিলেন। কেননা, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ভিন্ন জন্মমরণাদি অনর্থরাশির বিনাশ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"[৩]—যিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মে দ্বৈত ভাব করেন, তিনি বারংবার জন্ম-মরণের অধীন হন। জীবব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধি হইলেই

১ কোনো কোনো টীকাকার এই শ্লোকটি গণনা করেন নাই।
২ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭/১/৩
৩ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/১৯

মনুষ্যের সকল ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়। শরীর কী? সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা কে? আত্মা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন অথবা এক? ইত্যাদি বিষয় এক্ষণে আলোচিত হইবে॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) ইদং (এই) শরীরং (শরীর) ক্ষেত্রম্ (ক্ষেত্র) ইতি (এই নামে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়)। যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) বেত্তি (জানেন) তং (তাঁহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবেত্তাগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি (ক্ষেত্রজ্ঞ এইরূপ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয় এবং এতৎক্ষেত্রবেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়কে যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্; সম্বোধনে ১মা একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **শরীরম্**=শৄ+ঈরন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ক্ষেত্রম্**=ক্ষি+ষ্ট্রন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইতি**= অব্যয়। **অভিধীয়তে**=অভি-ধা+কর্ম্মণি লট্ তে। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **বেত্তি**=বিদ্+লট্ তি। **তৎ-বিদঃ**=তৎ বেত্তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ; তৎ-বিদ্+ ক্বিপ্=তৎবিদ্, ১মা বহুবচন। **তম্**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ক্ষেত্রজ্ঞঃ**=ক্ষেত্র-জ্ঞা+ক, ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **প্রাহুঃ**=প্র-ব্রূ+লট্ অন্তি॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ভক্তানামহমুদ্ধর্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্যতে॥

"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ" (১২/৭) ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতম্। ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি-পুরুষবিবেকাধ্যায় আরভ্যতে। তত্র যৎ সপ্তমেঽধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং, যয়োরবিবেকাজীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ, যাভ্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-পদবাচ্যং পরস্পরবিভক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে, সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ; এতৎ যো বেত্তি, অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ তদ্বিদঃ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিবেকজ্ঞাঃ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সপ্তমেঽধ্যায়ে সূচিতে দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য। ত্রিগুণাত্মিকাঽষ্টধা ভিন্নাঽপরা সংসারহেতুত্বাৎ। পরা চান্যা জীববভূতা ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণেশ্বরাত্মিকা। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যামীশ্বরো

জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ প্রকৃতিদ্বয়নিরূপণদ্বারেণ তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ত্বনির্ধারণার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আরভ্যতে। অতীতানন্তরাধ্যায়ে চ—অদ্বেষ্টা সর্বভূতানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়পরিসমাপ্তিস্তাবত্তত্ত্বজ্ঞানিনাং সংন্যাসিনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্তন্ত ইত্যেতদুক্তম্। কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্তধর্মাচরণাদ্ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্তীতি? এবমর্থশ্চায়মধ্যায় আরভ্যতে। প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা সর্বকার্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগাপবর্গার্থকর্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে। সোঽয়ং সংঘাত ইদং শরীরম্। তদেতদ্ভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদমিতি সর্বনাম্নোক্তং বিশিনষ্টি শরীরমিতি। হে কৌন্তেয় ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবদ্বাঽস্মিন্ কর্মফলনিষ্পত্তেঃ ক্ষেত্রমিতি। ইতিশব্দঃ এবংশব্দপদার্থকঃ। ক্ষেত্রমিত্যেবমভিধীয়তে কথ্যতে। এতচ্ছরীরং ক্ষেত্রং যো বেত্তি বিজানাতি—আপাদতলমস্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি—স্বাভাবিকেনৌপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশঃ—তং বেদিতারং প্রাহুঃ কথয়ন্তি—ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। ইতিশব্দ এবংশব্দপদার্থক এব পূর্ববৎ। ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবম্। কে? তদ্বিদঃ। তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি বিজানন্তি তে তদ্বিদঃ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ চতুষ্টয় ও পঞ্চ প্রাণ সহিত সুখ-দুঃখের এই ভোগায়তন শরীরের নাম ক্ষেত্র; অবিদ্যা দ্বারা যে আত্মার নাশ ও বিদ্যার দ্বারা যে আত্মার রক্ষা হয় তাহার নাম ক্ষেত্র; অথবা যাহা দ্বারা রাগদ্বেষাদিযুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র; কিংবা যাহা শমদমাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিকে জন্ম-মরণ হইতে রক্ষা করে, তাহার নাম ক্ষেত্র; অথবা দীপশিখার ন্যায় যাহা আপনা-আপনি ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার নাম ক্ষেত্র; কিংবা যে-ভূমি হইতে সুখ-দুঃখ রূপ ফল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র। এই শরীরমধ্যে থাকিয়া যিনি "অহম্" ও "মম" অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। কৃষকগণ যেমন ভূমি হইতে ফল উৎপাদন করিয়া ভোগ করে, তদ্রূপ যিনি শরীরে থাকিয়া শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। শরীর জড় ও আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই তত্ত্ব যিনি বিদিত আছেন, তিনিই শরীরকে ক্ষেত্র ও জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞা দিয়াছেন॥২॥

মন্তব্য ঃ জীব বলিতে দুইটি জিনিস বুঝায়। একটি চিৎ, অন্যটি অচিৎ। খেলার ছলে অচিৎকে নাড়াচাড়া করিতে করিতে চিৎ যে স্বতন্ত্র, এই কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। তাই তাহার অল্প একটু সুখের সহিত দারুণ দুঃখ আসিয়া থাকে। যে এই দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চাহে, তাহার একমাত্র কর্তব্য—এই অচিৎ দেহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়া এবং নিজ-স্বরূপের জ্ঞানলাভ করা॥২॥

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) সর্বক্ষেত্রেষু অপি (সমস্ত ক্ষেত্রেই) মাং (আমাকে)

ক্ষেত্রজ্ঞং চ বিদ্ধি (ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ (যে) জ্ঞানং (অববোধ) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞান) মম মতম্ (আমার অভিমত)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! তুমি অদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপ আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিদিত হও। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়ের পৃথক জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানম্**=ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ+জ্ঞানম্+যৎ+তৎ+জ্ঞানম্। **ভারত**=ভরত+অণ্ (অপত্যার্থে); সম্বোধনে ১মা একবচন। **সর্বক্ষেত্রেষু**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ক্ষি+ষ্ট্রন্=ক্ষেত্রম্; সর্বাণি ক্ষেত্রানি=সর্বক্ষেত্রানি—কর্মধারয়, ৭মী বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ক্ষেত্রজ্ঞম্**=ক্ষেত্র+জ্ঞা+ক=ক্ষেত্রজ্ঞ, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ**=ক্ষেত্রঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ=ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞে—দ্বন্দ্ব, ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান (ক্লীব), ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন (ক্তস্য চ বর্তমানে)। 'মতি-বুদ্ধি-পূজার্থেভ্যশ্চ' যোগে 'ক্তস্য চ বর্তমানে' ৬ষ্ঠী হয়। রাজ্ঞাং মতঃ। সতাং পূজিত। **মতম্**=মন্+ক্ত=মত, ১মা একবচন॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তমিদানীং তস্যৈব পারমার্থিকম-সংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সর্বক্ষেত্রেষ্বনুগতং মামেব বিদ্ধি "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপস্যোক্তত্বাৎ। আদরার্থমেতৎ জ্ঞানং স্তৌতি, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যদ্বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং, তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানং মম মতম্, অন্যত্তু বৃথা পাণ্ডিত্যং, বন্ধহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং—"তৎ কর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যাঽন্যা শিল্পনৈপুণ্যম্॥" ইতি॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাবুভাবুক্তৌ। কিমেতাবন্মাত্রেণ জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যাবিতি? নেতি। উচ্যতে—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। ক্ষেত্রজ্ঞং যথোক্তলক্ষণং চাপি মাং পরমেশ্বরমসংসারিণং বিদ্ধি জানীহি। যোঽসৌ সর্বক্ষেত্রেষ্বেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানেকক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তস্তং নিরস্তসর্বোপাধিভেদং সদসদাদিশব্দপ্রত্যয়াগোচরং বিদ্ধীত্যভিপ্রায়ঃ। হে ভারত যস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরযাথাত্ম্যব্যতিরেকেণ ন জ্ঞানগোচরমন্যদবশিষ্টমস্তি তস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞেয়-ভূতয়োর্যজ্জ্ঞানং—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যেন জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়েতে—তজ্জ্ঞানং সম্যগ্জ্ঞানমিতি মতমভিপ্রায়ো মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ।

ননু সর্বক্ষেত্রেষ্বেক এবেশ্বরঃ। নান্যস্তদ্ব্যতিরিক্তো ভোক্তা বিদ্যতে চেৎ—তত ঈশ্বরস্য সংসারিত্বং প্রাপ্তম্। ঈশ্বরব্যতিরেকেণ বা সংসারিণোঽন্যস্যাভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গঃ। তচ্চোভয়মনিষ্টম্। বন্ধ-মোক্ষতদ্ধেতুশাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাচ্চ।

প্রত্যক্ষেণ তাবৎ সুখদুঃখতদ্ধেতুলক্ষণঃ সংসার উপলভ্যতে। জগদ্বৈচিত্র্যোপলব্ধেশ্চ ধর্মাধর্মনিমিত্তঃ সংসারোঽনুমীয়তে। সর্বমেতদনুপপন্নমাত্মেশ্বরৈকত্বে।

ন। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরন্যত্বেনোপপত্তেঃ। দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা[১]।

১ কঠ উপনিষদ্, ১/২/৪

তথা—তয়োর্বিদ্যাঽবিদ্যয়োঃ ফলভেদোঽপি বিরুদ্ধো নির্দিষ্টঃ—শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চেতি। বিদ্যাবিষয়ঃ শ্রেয়ঃ। প্রেয়স্ত্ববিদ্যাকার্যমিতি।[১]

তথা চ ব্যাসঃ—দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ[২] ইত্যাদি। ইমৌ দ্বাবেব পন্থানাবিত্যাদি। ইহ চ দ্বে নিষ্ঠে উক্তে। অবিদ্যা চ সহ কার্যেণ বিদ্যয়া হাতব্যেতি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যোঽবগম্যতে।

শ্রুতয়স্তাবৎ—ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।[৩] তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।[৪] আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন।[৫] অবিদুষস্তু—অথ তস্য ভয়ং ভবতি।[৬] অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ।[৭] ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।[৮] অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্।[৯] আত্মবিদ্ যঃ—স ইদং সর্বং ভবতি।[১০] যদা চর্মবৎ।[১১]—ইত্যাদ্যাঃ সহস্রশঃ।

স্মৃতয়শ্চ—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র। ইত্যাদ্যাঃ।

ন্যায়তশ্চ—সর্পান্ কুশাগ্রাণি তথোদপানং জ্ঞাত্বা মনুষ্যাঃ পরিবর্জয়ন্তি ।

অজ্ঞানতস্তত্র পতন্তি কেচিজ্জ্ঞানে ফলং পশ্য যথা বিশিষ্টম্॥

তথা চ দেহাদিষ্বনাত্মস্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্বান্ রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্তো। ধর্মাধর্মানুষ্ঠানকৃজ্জায়তে ম্রিয়তে চেত্যবগম্যতে। দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনো রাগদ্বেষাদিপ্রহাণাৎ তদপেক্ষধর্মাধর্মপ্রবৃত্ত্যু-পশমান্মুচ্যন্তে—ইতি ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যং ন্যায়তঃ।

তত্রৈবং সতি ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্যৈব সতোঽবিদ্যাকৃতোপাধিভেদতঃ সংসারিত্বমিব ভবতি। যথা দেহাদ্যাত্মত্বমাত্মনঃ। সর্বজন্তূনাং হি প্রসিদ্ধো দেহাদিষ্বনাত্মস্বাত্মভাবো নিশ্চিতোঽবিদ্যাকৃতঃ। যথা স্থাণৌ পুরুষনিশ্চয়ঃ। ন চৈতাবতা পুরুষধর্মঃ স্থাণোর্ভবতি। স্থাণুধর্মো বা পুরুষস্য। তথা ন চৈতন্যং ধর্মো দেহস্য। দেহধর্মো বা চেতনস্য। সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাদিরাত্মনো ন যুক্তঃ। অবিদ্যাকৃতত্বাবিশেষাৎ। জরামৃত্যুবৎ।

ন। অতুল্যত্বাদিতি চেৎ?

স্থাণুপুরুষৌ জ্ঞেয়াবেব সন্তৌ জ্ঞাত্রাঽন্যোন্যস্মিন্নধ্যস্তাববিদ্যয়া। দেহাত্মনোস্তু জ্ঞেয়জ্ঞাত্রোরেবেতরে-তরাধ্যাস ইতি ন সমো দৃষ্টান্তঃ।

১ কঠ উপনিষদ্, ১/২/২
২ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৪/৬
৩ কেন উপনিষদ্, ২/৫
৪ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/১৫
৫ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/৯
৬ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/৭
৭ কঠ উপনিষদ্, ১/২/৫; মুণ্ডক উপনিষদ্, ১/২/৮
৮ মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩/২/৯
৯ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১০
১০ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১০
১১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/২০

অতো দেহধর্মো জ্ঞেয়োঽপি জ্ঞাতুরাত্মনো ভবতীতি চেৎ?

ন। অচৈতন্যাদিপ্রসঙ্গাৎ। যদি হি জ্ঞেয়স্য দেহাদেঃ ক্ষেত্রস্য ধর্মাঃ সুখদুঃখমোহেচ্ছাদয়ো জ্ঞাতুরাত্মনো ভবন্তি তর্হি—জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রস্য ধর্মাঃ কেচনাত্মনো ভবন্ত্যবিদ্যাধ্যারোপিতাঃ। জরামরণাদয়স্তু ন ভবন্তীতি বিশেষহেতুর্বক্তব্যঃ।

ন। ভবন্তীত্যস্ত্যনুমানম্। অবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাজরাদিবদিতি। হেয়ত্বাৎ। উপাদেয়ত্বাচ্চেত্যাদি।

তত্রৈবং সতি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণঃ সংসারো জ্ঞেয়স্থো জ্ঞাতর্যবিদ্যয়াঽধ্যারোপিত ইতি। ন তেন জ্ঞাতুঃ কিঞ্চিদ্দুষ্যতি। যথা বালৈরধ্যারোপিতেনাকাশস্য তলমলিনত্বাদিনা।

এবং চ সতি সর্বক্ষেত্রেষ্বপি সতো ভগবতঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্য সংসারিত্বগন্ধমাত্রমপি নাশঙ্ক্যম্। ন হি ক্বচিদপি লোকেঽবিদ্যাধ্যস্তেন ধর্মেণ কস্যচিদুপকারোঽপকারো বা দৃষ্টঃ।

যত্তূক্তং ন সমো দৃষ্টান্ত ইতি—তদসৎ।

কথম্?

অবিদ্যাধ্যাসমাত্রং হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাধর্ম্যং বিবক্ষিতম্। তন্ন ব্যভিচরতি। যত্তু জ্ঞাতরি ব্যভিচরতীতি মন্যসে—তস্যাপ্যনৈকান্তিকত্বং দর্শিতং জরাদিভিঃ।

অবিদ্যাবত্ত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ?

ন। অবিদ্যায়াস্তামসত্বাৎ। তামসো হি প্রত্যয়ঃ—আবরণাত্মকত্বাদবিদ্যা—বিপরীতগ্রাহকঃ। সংশয়োপস্থাপকো বা। অগ্রহণাত্মকো বা। বিবেকপ্রকাশভাবে তদ্ভাবাৎ। তামসে চাবরণাত্মকে তিমিরাদিদোষে সত্যগ্রহণাদেরবিদ্যাত্রয়স্যোপলব্ধেঃ।

অত্রাহ—এবং তর্হি জ্ঞাতৃধর্মোঽবিদ্যা?

ন। করণে চক্ষুষি তৈমিরকত্বাদিদোষোপলব্ধেঃ।

যত্তু মন্যসে—জ্ঞাতৃধর্মোঽবিদ্যা—তদেব চাবিদ্যাধর্মবত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বম্। তত্র যদুক্তমীশ্বর এব ক্ষেত্রজ্ঞো ন সংসারী—ইত্যেতদযুক্তমিতি। তন্ন। করণে চক্ষুষি বিপরীতগ্রাহকাদিদোষস্য দর্শনান্ন বিপরীতাদিগ্রহণম্। তন্নিমিত্তো বা তৈমিরকত্বাদিদোষো গ্রহীতুঃ। চক্ষুষঃ সংস্কারেণ তিমিরেঽপনীতে গ্রহীতুরদর্শনান্ন গ্রহীতুর্দ্ধর্মো যথা তথা সর্বত্রৈবাগ্রহণবিপরীতসংশয়প্রত্যয়াস্তন্নিমিত্তাঃ করণস্যৈব কস্যচিদ্ভবিতুমর্হন্তি। ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য। সংবেদ্যত্বাচ্চ তেষাং প্রদীপপ্রকাশবন্ন জ্ঞাতৃধর্মত্বম্। সংবেদ্যত্বাদেব স্বাত্মব্যতিরিক্তসংবেদ্যত্বম্। সর্বকরণবিয়োগে চ কৈবল্যে সর্ববাদিভিরবিদ্যাদিদোষ-বত্ত্বানভ্যুপগমাৎ। আত্মনো যদি ক্ষেত্রজ্ঞস্যাগ্ন্যুষ্ণবৎ স্বো ধর্মস্ততো ন কদাচিদপি তেন বিয়োগঃ স্যাৎ। অবিক্রিয়স্য চ ব্যোমবৎ সর্বগতস্যামূর্তস্যাত্মনঃ কেনচিৎ সংযোগবিয়োগানুপপত্তেঃ। সিদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞস্য নিত্যমেবেশ্বরত্বম্। অনাদিত্বাৎ। নির্গুণত্বাদিতি—ঈশ্বরবচনাচ্চ।

নন্বেবং সতি সংসারসংসারিত্বাভাবে শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষঃ স্যাদিতি চেৎ?

ন। সর্বৈরভ্যুপগতত্বাৎ। সর্বৈর্হ্যাত্মবাদিভিরভ্যুপগতো দোষো নৈকেন পরিহর্তব্যো ভবতি। কথমভ্যুপগত ইতি?

মুক্তাত্মনাং হি সংসারসংসারিত্বব্যবহারাভাবঃ সর্বৈরেবাত্মবাদিভিরভ্যুপগম্যতে। ন চ তেষাং শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষপ্রাপ্তিরভ্যুপগতা। তথা নঃ ক্ষেত্রজ্ঞানামীশ্বরৈকত্বে সতি—শাস্ত্রানর্থক্যং ভবতু। অবিদ্যাবিষয়ে চার্থবত্ত্বম্। যথা দ্বৈতিনাং সর্বেষাং বন্ধাবস্থায়ামেব শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বম্। ন মুক্তাবস্থায়াম্। এবম্।

নন্বাত্মনো বন্ধমুক্তাবস্থে পরমার্থত এব বস্তুভূতে মতে দ্বৈতিনাং নঃ সর্বেষাম্। অতো হেয়োপাদেয়তৎসাধনসদ্ভাবে শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বং স্যাৎ। অদ্বৈতিনাং পুনর্দ্বৈতস্যাপরমার্থত্বাদবিদ্যা-কৃতত্বাদ্বন্ধাবস্থায়াশ্চাত্মনোঽপরমার্থত্বে নির্বিষয়ত্বাচ্ছাস্ত্রাদ্যানর্থক্যমিতি চেৎ?

ন। আত্মনোঽবস্থাভেদবত্ত্বানুপপত্তেঃ। যদি তাবদাত্মনো বন্ধমুক্তাবস্থে—যুগপৎ স্যাতাম্। ক্রমেণ বা। যুগপত্তাবদ্বিরোধান্ন সম্ভবতঃ। স্থিতিগতী ইবৈকস্মিন্। ক্রমভাবিত্বে ন নির্নিমিত্তং সনিমিত্তং বা। নির্নিমিত্তত্বেঽনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। সনিমিত্তত্বে চ স্বতোঽভাবাদপরমার্থত্বপ্রসঙ্গঃ। তথা চ সত্যভ্যুপগমহানিঃ।

কিঞ্চ বন্ধমুক্তাবস্থয়োঃ পৌর্বাপর্যানিরূপণায়াং বন্ধাবস্থা পূর্বং প্রকল্প্যা—অনাদিমত্যন্তবতী চ। তচ্চ প্রমাণবিরুদ্ধম্। তথা মোক্ষাবস্থা—আদিমত্যনন্তা চ প্রমাণবিরুদ্ধৈবাভ্যুপগম্যতে। ন চাবস্থাবতোঽবস্থান্তরং গচ্ছতো নিত্যত্বমুপপাদয়িতুং শক্যম্। অথানিত্যত্বদোষপরিহারায় বন্ধমুক্তাবস্থাভেদো ন কল্প্যতে। অতো দ্বৈতিনামপি শাস্ত্রানর্থক্যদোষোঽপরিহার্য এব। ইতি সমানত্বান্নাদ্বৈতবাদিনা পরিহর্তব্যো দোষঃ।

ন চ শাস্ত্রানর্থক্যং যথাপ্রসিদ্ধাবিদ্বৎপুরুষবিষয়ত্বাচ্ছাস্ত্রস্য। অবিদুষাং হি ফলহেত্বোরনাত্মনোরাত্মদর্শনম্। ন বিদুষাম্। বিদুষাং হি ফলহেতুভ্যামাত্মনোঽন্যত্বদর্শনে সতি তয়োরহমিত্যাত্মদর্শনানুপপত্তেঃ। ন হ্যত্যন্তমূঢ় উন্মত্তাদিরপি জলাগ্ন্যোশ্ছায়াপ্রকাশয়োর্বৈকাত্মতাং পশ্যতি। কিমুত বিবেকী? তস্মান্ন বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং তাবৎ ফলহেতুভ্যামাত্মনোঽন্যত্বদর্শিনো ভবতি। ন হি দেবদত্ত ত্বমিদং কুর্বিতি কস্মিংশ্চিৎ কর্মণি নিযুক্তে বিষ্ণুমিত্রোঽহং নিযুক্ত ইতি তত্রস্থো নিয়োগঃ শৃন্বন্নপি প্রতিপদ্যতে। নিয়োগবিষয়বিবেকাগ্রহণাত্তূপপদ্যতে প্রতিপত্তিঃ। তথা ফলহেত্বোরপি।

ননু প্রাকৃতসম্বন্ধাপেক্ষয়া যুক্তৈব প্রতিপত্তিঃ শাস্ত্রার্থবিষয়া—ফলহেতুভ্যামন্যাত্মবিষয়দর্শনেঽপি সতি—ইষ্টফলহেতৌ প্রবর্তিতোঽস্মি। অনিষ্টফলহেতোশ্চ নিবর্তিতোঽস্মীতি। যথা পিতাপুত্রাদীনামিতরেতরাত্মান্যত্বদর্শনে সত্যপ্যন্যোন্যনিয়োগপ্রতিষেধার্থপ্রতিপত্তিঃ।

ন। ব্যতিরিক্তাত্মদর্শনপ্রতিপত্তেঃ প্রাগেব ফলহেত্বোরাত্মাভিমানস্য সিদ্ধতাৎ। প্রতিপন্ননিয়োগ-প্রতিষেধার্থো হি ফলহেতুভ্যামাত্মনোঽন্যত্বং প্রতিপদ্যতে। ন পূর্বম্। তস্মাদ্বিধিপ্রতিষেধ-শাস্ত্রমবিদ্বদ্বিষয়মিতি সিদ্ধম্। ননু সর্গকামো যজেত—ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ—ইত্যাদাবাত্মব্যতিরেক-দর্শিনামপ্রবৃত্তৌ কেবলদেহাদ্যাত্মদৃষ্টীনাং চ। অতঃ কর্তুরভাবাচ্ছাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেৎ?

ন। যথাপ্রসিদ্ধিত এব প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। ঈশ্বরক্ষেত্রজ্ঞৈকত্বদর্শী ব্রহ্মবিত্তাবন্ন প্রবর্ততে। তথা

নৈরাত্ম্যবাদ্যপি নাস্তি পরলোক ইতি ন প্রবর্ততে। যথাপ্রসিদ্ধস্তু বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রশ্রবণান্যথানুপপত্ত্যাঽনুমিতাত্মাস্তিত্ব আত্মবিশেষানভিজ্ঞঃ কর্মফলসঞ্জাততৃষ্ণঃ শ্রদ্দধানতয়া চ প্রবর্ততে—ইতি সর্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষম্। অতো ন শাস্ত্রানর্থক্যম্।

বিবেকিনামপ্রবৃত্তিদর্শনাত্তদনুগামিনামপ্রবৃত্তৌ শাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেৎ?

ন। কস্যচিদেব বিবেকোপপত্তেঃ। অনেকেষু হি প্রাণিষু কশ্চিদেব বিবেকী স্যাদ্‌যথৈবেদানীম্। ন চ বিবেকিনমনুবর্তন্তে মূঢ়াঃ। রাগাদিদোষতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তেঃ। অভিচরণাদৌ চ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। স্বাভাব্যাচ্চ প্রবৃত্তেঃ। স্বভাবস্তু প্রবর্তত ইতি হ্যুক্তম্।

তস্মাদবিদ্যামাত্রং সংসারো যথাদৃষ্টবিষয় এব। ন ক্ষেত্রজ্ঞস্য কেবলস্যাবিদ্যা তৎকার্যং চ। ন চ মিথ্যাজ্ঞানং পরমার্থবস্তু দূষয়িতুং সমর্থম্। ন হ্যূষরদেশং স্নেহেন পঙ্কীকর্তুং শক্নোতি মরীচ্যুদকম্। তথাঽবিদ্যা ক্ষেত্রজ্ঞস্য ন কিঞ্চিৎ কর্তুং শক্নোতি। অতশ্চেদমুক্তং—ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানমিতি চ।

অথ কিমিদং সংসারিণামিবাহমেবং মমৈবেদমিতি পণ্ডিতানামপি?

শৃণু—ইদং তৎ পাণ্ডিত্যং—যৎ ক্ষেত্র এবাত্মদর্শনম্। যদি পুনঃ ক্ষেত্রজ্ঞমবিক্রিয়ং পশ্যেয়ুস্ততো ন ভোগং কর্ম বা কাঙ্ক্ষেয়ুর্মম স্যাদিতি। বিক্রিয়ৈব হি ভোগকর্মনী। অথৈবং সতি ফলার্থিত্বাদবিদ্বান্ প্রবর্ততে। বিদুষঃ পুনরবিক্রিয়াত্মদর্শিনঃ ফলার্থিত্বাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তৌ কার্যকরণসংঘাতব্যাপারোপরমে নিবৃত্তিরুপচর্যতে।

ইদং চান্যৎ পাণ্ডিত্যং কস্যচিদস্তু—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এব। ক্ষেত্রং চান্যৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্যৈব বিষয়ঃ। অহং তু সংসারী সুখী দুঃখী চ। সংসারোপরমশ্চ মম কর্তব্যঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানেন। ধ্যানেন চেশ্বরং ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষাৎ কৃত্বা তৎস্বরূপাবস্থানেনেতি। যশ্চৈবং বুধ্যতে যশ্চ বোধয়তি নাসৌ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি।

এবং মন্বানো যঃ স পণ্ডিতাপসদঃ—সংসারমোক্ষয়োঃ শাস্ত্রস্য চার্থবত্ত্বং করোমীতি। আত্মহা চ। স্বয়ং মূঢ়োঽন্যাংশ্চ ব্যামোহয়তি শাস্ত্রার্থসম্প্রদায়রহিতত্বাচ্ছ্রুতহানিমশ্রুতকল্পনাং চ কুর্বন্। তস্মাদসম্প্রদায়বিৎ সর্বশাস্ত্রবিদপি মূর্খবদেবোপেক্ষণীয়ঃ।

যত্তূক্তমীশ্বরস্য ক্ষেত্রজ্ঞৈকত্বে সংসারিত্বং প্রাপ্নোতি—ক্ষেত্রজ্ঞানাং চেশ্বরৈকত্বে সংসারিণোঽভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গ ইতি।

এতৌ দোষৌ প্রত্যুক্তৌ। বিদ্যাঽবিদ্যয়োর্বৈলক্ষণ্যাভ্যুপগমাদিতি।

কথম্?

অবিদ্যাপরিকল্পিতদোষেণ তদ্বিষয়ং বস্তু পারমার্থিকং ন দুষ্যতীতি। তথা চ দৃষ্টান্তোদর্শিতঃ—মরীচ্যম্ভসোষরদেশো ন পঙ্কীক্রিয়ত ইতি। সংসারিণোঽভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গদোষোঽপি সংসারসংসারিণোরবিদ্যাকল্পিতত্বোপপত্ত্যা প্রত্যুক্তঃ।

নম্ববিদ্যাবত্ত্বমেব ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বদোষঃ। তৎকৃতং চ সুখিত্বদুঃখিত্বাদি প্রত্যক্ষমুপলভ্যত ইতি চেৎ?

ন। জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রধর্মত্বাজ্‌জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য তৎকৃতদোষানুপপত্তেঃ। যাবৎ কিঞ্চিৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য দোষজাতমবিদ্যমানমাসঞ্জয়সি তস্য জ্ঞেয়ত্বোপপত্তেঃ ক্ষেত্রধর্মত্বমেব। ন ক্ষেত্রজ্ঞধর্মত্বম্‌। ন চ তেন ক্ষেত্রজ্ঞো দুষ্যতি। জ্ঞেয়েন জ্ঞাতুঃ সংসর্গানুপপত্তেঃ। যদি হি সংসর্গঃ স্যাৎ—জ্ঞেয়ত্বমেব নোপপদ্যেত। যদ্যাত্মনো ধর্মোঽবিদ্যাবত্ত্বং দুঃখিত্বাদি চ—কথং ভোঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যেত? কথং বা ক্ষেত্রজ্ঞধর্মঃ? জ্ঞেয়ং চ সর্বং ক্ষেত্রম্‌। জ্ঞাতৈব ক্ষেত্রজ্ঞঃ—ইত্যবধারিতেঽবিদ্যাদুঃখিত্বাদেঃ ক্ষেত্রজ্ঞবিশেষণত্বং ক্ষেত্রজ্ঞধর্মত্বং তস্য চ প্রত্যক্ষোপলভ্যত্বমিতি বিরুদ্ধমুচ্যতে—অবিদ্যামাত্রাবষ্টম্ভাৎ কেবলম্‌।

অত্রাহ সাঽবিদ্যা কস্যেতি?

যস্য দৃশ্যতে তস্যৈব।

কস্য দৃশ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে—অবিদ্যা কস্য দৃশ্যত ইতি প্রশ্নো নিরর্থকঃ।

কথম্‌?

দৃশ্যতে চেদবিদ্যা তদ্বন্তমপি পশ্যসি। ন চ তদ্বত্যুপলভ্যমানে সা কস্যেতি—প্রশ্নো যুক্তঃ। ন হি গোমত্যুপলভ্যমানে গাবঃ কস্যেতি প্রশ্নোঽর্থবান্‌ ভবেৎ।

ননু বিষমো দৃষ্টান্তঃ—গবাং তদ্বতশ্চ প্রত্যক্ষত্বাৎ তৎসম্বন্ধোঽপি প্রত্যক্ষ ইতি প্রশ্নো নিরর্থকঃ। ন তথাঽবিদ্যা তদ্বাংশ্চ প্রত্যক্ষৌ। যতঃ প্রশ্নো নিরর্থকঃ স্যাৎ।

অপ্রত্যক্ষেণাবিদ্যাবতাবিদ্যাসম্বন্ধে জ্ঞাতে কিং তব স্যাৎ?

অবিদ্যায়া অনর্থহেতুত্বাৎ পরিহর্তব্যা স্যাৎ।

যস্যাবিদ্যা স তাং পরিহরিষ্যতি।

ননু মমৈবাবিদ্যা।

জানাসি তর্হ্যবিদ্যাং তদ্বন্তং চাত্মানম্‌।

জানামি ন তু প্রত্যক্ষেণ।

অনুমানেন চেজ্জানাসি কথং সম্বন্ধগ্রহণম্‌? ন হি তব জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়ভূতয়াঽবিদ্যয়া তৎকালে সম্বন্ধো গ্রহীতুং শক্যতে। অবিদ্যায়া বিষয়ত্বেনৈব জ্ঞাতুরুপযুক্তত্বাৎ। ন চ জ্ঞাতুরবিদ্যায়াশ্চ সম্বন্ধং যো গ্রহীতা জ্ঞানং চান্যত্তদ্বিষয়ং সম্ভবতি। অনবস্থাপ্রাপ্তেঃ। যদি জ্ঞাত্রাপি জ্ঞেয়সম্বন্ধো জ্ঞায়েত—অন্যো জ্ঞাতা কল্প্যেত। তস্যাপ্যন্যঃ। তস্যাপ্যন্যঃ—ইত্যনবস্থাঽপরিহার্যা।

যদি পুনরবিদ্যা জ্ঞেয়া। অন্যদ্বা জ্ঞেয়ম্‌। জ্ঞেয়মেব। তথা জ্ঞাতাঽপি জ্ঞাতৈব। ন জ্ঞেয়ো ভবতি। যদা চৈবমবিদ্যাদুঃখিত্বাদ্যৈর্ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য কিঞ্চিদ্দুষ্যতি।

নন্বয়মেব দোষঃ—যদ্দোষবৎক্ষেত্রবিজ্ঞাতৃত্বমিতি চেৎ?

ন। বিজ্ঞানস্বরূপস্যৈবাবিক্রিয়স্য বিজ্ঞাতৃত্বোপচারাৎ। যথোষ্ণতামাত্রেণাগ্নেস্তপ্তিক্রিয়োপচারঃ। তদ্বৎ। যথা চাত্র ভগবতা ক্রিয়াকারকফলাত্মত্বাভাব আত্মনি স্বত এব দর্শিতোঽবিদ্যা-ঽধ্যারোপিতৈরেব ক্রিয়াকারকাদ্যাত্মন্যুপচর্যতে তথা তত্র তত্র—য এনং বেত্তি হন্তারং—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ—নাদত্তে কস্যচিৎ পাপমিত্যাদিপ্রকরণেষু দর্শিতম্। তথৈব চ ব্যাখ্যাতমস্মাভিঃ। উত্তরেষু চ প্রকরণেষু দর্শয়িষ্যামঃ।

হন্ত তর্হ্যাত্মনি ক্রিয়াকারকফলাত্মতায়াঃ স্বতোঽভাবেঽবিদ্যয়া চাধ্যারোপিতত্বে—কর্মাণ্যবিদ্বৎ-কর্তব্যান্যেব—ন বিদুষাম্—ইতি প্রাপ্তম্।

সত্যমেবং প্রাপ্তম্। এতদেব ন হি দেহভৃতা শক্যমিত্যত্র দর্শয়িষ্যামঃ। সর্বশাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে চ—সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেত্যত্র বিশেষতো দর্শয়িষ্যামঃ। অলমিহ বহুপ্রপঞ্চেনেত্যুপসংহ্রিয়তে॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভা—আত্মাকার বৃত্তি এবং রত—রমণাবস্থাগত। ভগবান অর্জুনকে আত্মাকার অখণ্ড বৃত্তিতে (আত্মজ্ঞানে) রতি বা প্রীতি যুক্ত জানিয়া "ভারত" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, অর্থাৎ যে-আত্মজ্ঞানব্যাখ্যায় ভগবান প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অর্জুনকে তদ্বিষয়ের নিতান্ত শুশ্রূষু জানিয়াই ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ভগবান সকল জীবের অধিষ্ঠানস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, নিত্য ও বিভু এবং ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন। ক্ষেত্র মায়ারচিত ও ক্ষেত্রজ্ঞ মায়ার অতীত। উভয়ে এইরূপ ভেদবুদ্ধির উদয় হইলে জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞানই ভগবানের মতে অবিদ্যার অন্তকারী, অন্যথা সমস্ত জ্ঞানই অবিদ্যার আশ্রিত। "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি" এই বাক্যেই 'চ'-কার দ্বারা পূর্বোক্ত ক্ষেত্রও গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবানকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয় রূপেই জানিতে হইবে॥৩॥

মন্তব্য ঃ যে-ব্যক্তি যে-প্রকার মানসিক অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই স্থান হইতেই আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বলা হইয়াছে—"সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্" (৬/১৩) অর্থাৎ, আত্মজ্ঞান সাংখ্য (জ্ঞান) ও যোগ (কর্ম) দ্বারা উপলভ্য। বস্তুতঃ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—দুইটি পৃথক পথ নহে। কাহারও কাহারও প্রবল বৈরাগ্য থাকে। কিন্তু যাহাদের প্রবল বৈরাগ্য নাই, তাহাদের জন্য কর্ম বিধেয়। এবং কর্ম না করিয়া তাহারা থাকিতেও পারে না। তাহারাই নিষ্কামভাবে কর্ম করিবার চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমশ জ্ঞান-মার্গের অধিকারী হইয়া উঠিবে—ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, যোগমার্গ (কর্মমার্গ)-ও যোগসমন্বয়ের মাধ্যমেই সাধিত হইয়া থাকে। এই যোগসমন্বয়ের শিক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দ আমৃত্যু প্রচার করিয়াছেন। কারণ, ধ্যেয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে নিষ্কামকর্ম হয় না। আবার শ্রীভগবানের প্রতি টান না থাকিলেও নিষ্কামকর্ম হয় না॥৩॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা) যাদৃক্ চ (ও যাদৃশ) যদ্বিকারি (যেরূপ বিকারযুক্ত) যতঃ চ (যাহা হইতে) যৎ (যেরূপে উৎপন্ন) সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) যঃ (যেরূপ) যৎপ্রভাবঃ চ (ও যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন) তৎ (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ করো)॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই শরীররূপ ক্ষেত্র যেরূপ প্রকৃতিযুক্ত, যেরূপ ইচ্ছাদিধর্মযুক্ত, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিবিকারযুক্ত, এই ক্ষেত্ররূপ কারণ হইতে যেরূপ কার্য উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যেরূপ স্বভাব ও প্রভাব, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ করো॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ তৎ=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। ক্ষেত্রম্=ক্ষি+ষ্ট্রন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। যৎ= যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। চ=অব্যয়। যাদৃক্=যদ্-দৃশ্+ক্বিপ্=যাদৃশ (ক্লীব), ১মা একবচন। যৎ-বিকারি=বি-কৃ+ঘঞ্=বিকার; বিকার+ইনি=বিকারিন্ (ক্লীব), ১মা একবচন; যাদৃশং বিকারি=যৎ-বিকারি—কর্মধারয়। যতঃ=যদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। যৎ=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। যৎ-প্রভাবঃ=প্র-ভূ+ঘঞ্=প্রভাব; প্রভাবঃ অস্য অস্তি ইতি—প্রভাব+অচ্=প্রভাব; যাদৃশঃ প্রভাবঃ=যৎপ্রভাবঃ—কর্মধারয়; ১মা একবচন। তৎ=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। সমাসেন=সম্-অস্+ঘঞ্=সমাস, ৩য়া একবচন। মে=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন (বিবক্ষয়া)। শৃণু=শ্রু+লোট্ হি॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্র যদ্যপি চতুর্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ 'ক্ষেত্র'-মিত্যভিপ্রেতং, তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবেনাবিবেকঃ স্ফুট ইতি তদ্বিবেকার্থমিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং; তদেব প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদিতি। যদুক্তং ময়া, তৎ ক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়দৃশ্যাদিস্বভাবং যাদৃক্ যাদৃশঞ্চ ইচ্ছাদিধর্মকং, যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তং, যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ভবতি, যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যো যৎস্বরূপতো যৎ প্রভাবশ্চ অচিন্ত্যৈশ্বর্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎ সর্বং সংক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইদং শরীরমিত্যাদিশ্লোকোপদিষ্টস্য ক্ষেত্রাধ্যায়ার্থস্য সংগ্রহ-শ্লোকোঽয়মুপন্যস্যতে—তৎ ক্ষেত্রং যচ্চেত্যাদি। ব্যাচিখ্যাসিতস্য হ্যর্থস্য সংগ্রহোপন্যাসো ন্যায্য ইতি। যন্নির্দিষ্টমিদং শরীরমিতি তৎ তচ্ছব্দেন পরামৃশতি। যচ্চেদং নির্দিষ্টং ক্ষেত্রং তদ্যাদৃগ্যাদৃশং স্বকীয়ৈর্ধর্মৈঃ। চশব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। যদ্বিকারি—যো বিকারো যস্য তদ্যদ্বিকারি। যতো যস্মাচ্চ যৎ। কার্যমুৎপদ্যত ইতি বাক্যশেষঃ। স চ যঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্দিষ্টঃ স যৎপ্রভাবঃ। যে প্রভাবা উপাধিকৃতাঃ শক্তয়ো যস্য স যৎপ্রভাবশ্চ। তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং যথাবিশেষিতং সমাসেন সংক্ষেপেণ মে মম বাক্যতঃ শৃণু। শ্রুত্বাঽবধারয়েত্যর্থঃ॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি জড়বর্গরূপ ক্ষেত্র যেরূপ ইচ্ছাদ্বেষাদিধর্মযুক্ত ও ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিবিকারযুক্ত, তাহা (অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সমস্ত তত্ত্বই) কথিত হইতেছে॥৪॥

মন্তব্য ঃ কর্ম না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই যে কর্মত্যাগ হইল তাহা নহে। নিষ্কর্মা হইয়া কেহ বসিয়া আছে দেখিলেই মনে করিও না যে, সেই ব্যক্তির কর্মত্যাগ হইয়াছে এবং সে সিদ্ধ।

এই সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন বলিয়াই শ্রীভগবান এই শ্লোকে পরপর দুই বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এই ব্যাপারে অর্জুনেরও সম্যক ধারণা হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

তমোগুণী অনেক ব্যক্তি আছে, যাহারা 'কাজ'-এর হাঙ্গামা এড়াইয়া থাকিতে চাহে এবং ভণ্ডামি করিয়া থাকে। অনেকে বাড়ির হাঙ্গামা এড়াইয়া আশ্রমে চলিয়া আসে। নবাগত একজন আমাকে বলিয়াছিল ঃ "আপনি, গোপেশ মহারাজ (স্বামী সারদেশানন্দজী) বেশ কেমন আছেন—কাজ না করে। আমিও তা-ই থাকব!" সে দেখিতেছে, আমরা উপদেশ করি, কত মান! কোনো কাজও করিতে হয় না!!॥৪॥

> **ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।**
> **ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥৫॥**
> **মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।**
> **ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥৬॥**
> **ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।**
> **এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥৭॥**

অন্বয়বোধিনী ঃ ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) বিবিধৈঃ (বিবিধ) ছন্দোভিঃ (বেদের দ্বারা) পৃথক্ বহুধা (অনেক প্রকারে) [এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ] গীতং (ব্যাখ্যাত হইয়াছে) বিনিশ্চিতৈঃ (সংশয়রহিত) হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব চ (ব্রহ্মসূত্রপদসমূহ দ্বারা) [বহু প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে] মহাভূতানি (পঞ্চমহাভূত) অহংকারঃ বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ এব চ (অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মূল প্রকৃতি) দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়) একং চ (ও এক) [মনঃ] পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ (ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়) ইচ্ছা (ইচ্ছা) দ্বেষঃ (দ্বেষ) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) সংঘাতঃ (শরীর) চেতনা (চেতনা) ধৃতিঃ (ধৈর্য) এতৎ (এই) সবিকারং (বিকারযুক্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্রনামে) সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্ (কথিত হইল)॥৫-৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ [বশিষ্ঠাদি] ঋষিগণ এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ নানা প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। ঋগাদি বেদও এতদ্বিষয়কে পৃথক পৃথক রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যুক্তিবাদিগণ, নিশ্চয়ার্থকারিগণ এবং ব্রহ্মসূত্রপদসকলও এই সকল কথা বহু প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চ

মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মনঃ, শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত, চেতনা ও ধৃতি সংক্ষেপতঃ এতাবৎ বিকারযুক্ত পদার্থ ক্ষেত্র নামে কথিত হইয়া থাকে॥৫-৭॥

ব্যাকরণ ঃ **ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব**=ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ+চ+এব। **ঋষিভিঃ**=ঋষ্+কি=ঋষি, ৩য়া বহুবচন। **বিবিধৈঃ**=বিভিন্নাঃ বিধাঃ যস্মিন্=বিবিধঃ—বহুব্রীহি; ৩য়া বহুবচন। **ছন্দোভিঃ**=ছদি+অসুন্=ছন্দস্ (ক্লীব), ৩য়া বহুবচন। **পৃথক্**=পৃথ্+কক্। **বহুধা**=বহু+ধাচ্ (প্রকারে)। **গীতম্**=গৈ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **বিনিশ্চিতৈঃ**=বি-নির্+চি+ক্ত=বিনিশ্চিত, ৩য়া বহুবচন। **হেতুমদ্ভিঃ**=হেতু+মতুপ্=হেতুমৎ, ৩য়া বহুবচন; হি+তুন্=হেতু। **ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ**=ব্রহ্মবিষয়কানি সূত্রানি যস্মিন্ তৎ ব্রহ্মসূত্রম্—মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি; ব্রহ্মসূত্রস্য পদম্=ব্রহ্মসূত্রপদম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৩য়া বহুবচন অথবা ব্রহ্মসূত্ররূপং পদম্=ব্রহ্মসূত্রপদম্—রূপক কর্মধারয়। **এব**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **মহাভূতানি**=মহান্তি ভূতানি—কর্মধারয়; ১মা বহুবচন। **অহংকারঃ**=অহম্-কৃ+ঘঞ্, ১মা একবচন। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্, ১মা একবচন। **অব্যক্তম্**=বি-ই+ক্ত=ব্যক্ত; ন ব্যক্তম্=অব্যক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **(দশ)-ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; ১মা বহুবচন। **পঞ্চ**=পন্চ্+অন্ (কনিন্)। **ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ**=গো-চর্+অচ্; ইন্দ্রিয়ৈঃ গোচরাঃ (অনুভূতাঃ গোচরীভূতাঃ বা)—তৃতীয়া তৎপুরুষ। **ইচ্ছা**=ইষ্+অঙ্, ১মা একবচন। **দ্বেষঃ**=দ্বিষ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **সুখম্**=সুখ+ক (ক্লীব), ১মা একবচন। **দুঃখম্**=দুস্+খন্+ড (ক্লীব), ১মা একবচন। **সংঘাতঃ**=সম্-হন্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **চেতনা**=চিৎ+ল্যুট্+টাপ্, ১মা একবচন। **ধৃতিঃ**=ধৃ+ক্তি, ১মা একবচন। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সবিকারম্**=বি-কৃ+ঘঞ্=বিকার; বিকারেন সহ বর্তমানং তদ্ যথা স্যাৎ তথা—বহুব্রীহি; (ক্লীব) ১মা একবচন। **ক্ষেত্রম্**=ক্ষি+ষ্ট্রন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সমাসেন**=সম্-অস্+ঘঞ্=সমাস, ৩য়া একবচন। **উদাহৃতম্**=উৎ-আ+হৃ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন॥৫-৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কৈর্বিস্তরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদি-স্বরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতং; বিবিধৈর্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিক—কাম্যকর্মাদিবিষয়ৈশ্ছন্দোভির্বেদৈর্নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ গীতং; ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ 'ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিঃ' ইতি ব্রহ্মসূত্রাণি। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদিনা (তৈত্তিরীয়, ৩/১) তটস্থলক্ষণপরাণ্যুপনিষদ্বাক্যানি, তথা 'ব্রহ্ম পদ্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিঃ' ইতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি (তৈত্তিরীয়, ২/১/৩), তৈশ্চ বহুধা গীতং; কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি (ছান্দোগ্য, ৬/২/১-২), "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি" (তৈত্তিরীয়, ২/৭) ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ, অত্র 'অন্যাৎ' অপানচেষ্টাং কঃ কুর্যাৎ, 'প্রাণ্যাৎ' প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্যাদিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ; বিনিশ্চিতৈরূপক্রমোপসংহারৈরেকবাক্যতয়া অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং দুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতস্তভ্যং কথয়িষ্যামি, তৎ শৃণ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রহ্মসূত্র, ১/১/১), ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে,

তান্যেব 'ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিঃ' ইতি (ব্রহ্মসূত্র, ১/১/১৫) পদানিতৈর্হেতুমদ্ভিঃ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্", "আনন্দময়োঽভ্যাসাদ্" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভির্বিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষং সমানম্॥৫॥

তৎক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহংকারস্তৎকারণভূতঃ, বুদ্ধির্জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্, অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণি, "শ্রোত্র-ত্বগ্-ঘ্রাণ-দৃগ্জিহ্বা-বাগ্-দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রি-পায়বঃ" ইতি। একঞ্চ মনঃ, ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ তন্মাত্রপঞ্চরূপা এব, শব্দাদয় আকাশাদি-বিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ, তদেবং চতুর্বিংশতি-তত্ত্বান্যুক্তানি। ইচ্ছেতি; ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাতঃ শরীরং চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্যম্—এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বান্নাত্মধর্মাঃ, অপি তু মনোধর্মাঃ, অতঃ ক্ষেত্রান্তঃ পাতিন এবোপলক্ষণঞ্চৈতৎ সংকল্পাদীনাম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব" ইতি (বৃহদারণ্যক-১/৫/৩) অনেন 'যাদৃক্' ইতি প্রতিজ্ঞাতা ক্ষেত্রধর্মা দর্শিতাঃ; এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ॥৬-৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনার্থম্—ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভিঃ। বহুধা বহুপ্রকারম্। গীতং কথিতম্। ছন্দোভিঃ—ছন্দাংস্যৃগাদীনি। তৈশ্ছন্দোভিঃ। বিবিধৈর্নানাপ্রকারৈঃ। পৃথগ্বিবেকতো গীতম্। কিঞ্চ ব্রহ্ম সূত্রপদৈশ্চৈব। ব্রহ্মণঃ সূচকানি বাক্যানি ব্রহ্মসূত্রাণি। তৈঃ পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ব্রহ্মেতি তানি পদান্যুচ্যন্তে। তৈরেব চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং গীতমিত্যনুবর্ততে। আত্মেত্যেবোপাসীত[১] ইত্যাদিভির্হি ব্রহ্মসূত্রপদৈরাত্মা জ্ঞায়তে। হেতুমদ্ভির্যুক্তিযুক্তৈঃ। বিনিশ্চিতৈর্নিঃসংশয়রূপৈঃ। নিশ্চিতপ্রত্যয়োৎপাদকৈরিত্যর্থঃ।

স্তুত্যাঽভিমুখীভূতায়ার্জুনায়াহ ভগবান্—মহাভূতানীতি। মহাভূতানি—মহান্তি চ তানি ভূতানি। সর্ববিকারব্যাপকত্বাৎ। ভূতানি চ সূক্ষ্মাণি। ন স্থূলানি। স্থূলানি ত্বিন্দ্রিয়গোচরশব্দেনাভিধায়িষ্যন্তে। অহংকারো মহাভূতকারণমহংপ্রত্যয়লক্ষণঃ। অহংকারকারণং বুদ্ধিরধ্যবসায়লক্ষণা। তৎকারণমব্যক্তমেব চ। ন ব্যক্তমব্যক্তম্। অব্যাকৃতম্। ঈশ্বরশক্তিঃ। মম মায়া দুরত্যয়েত্যুক্তম্। এবশব্দঃ প্রকৃত্যবধারণার্থঃ। এতাবত্যেবাষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ। চশব্দো ভেদসমুচ্চয়ার্থঃ। ইন্দ্রিয়াণি দশ। শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বাদ্বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। বাক্পাণ্যাদীনি পঞ্চ কর্মনির্বর্তকত্বাৎ কর্মেন্দ্রিয়াণি। তানি দশ। একং চ। কিং তৎ? মনঃ—একাদশং সংকল্পাদ্যাত্মকম্। পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। তান্যেতানি সাংখ্যাশ্চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্যাচক্ষতে।

অথেদানীমাত্মগুণা ইতি যানাচক্ষতে বৈশেষিকাস্তেঽপি ক্ষেত্রধর্মা এব। ন তু ক্ষেত্রজ্ঞস্য—ইত্যাহ শ্রীভগবান্—ইচ্ছেতি। ইচ্ছা যজাতীয়ং সুখহেতুমর্থমুপলব্ধবান্ পূর্বং পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভ-মানস্তমাদাতুমিচ্ছতি সুখহেতুরিতি। সেয়মিচ্ছাঽন্তঃকরণধর্মো জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্। তথা দ্বেষঃ—যজাতীয়মর্থং দুঃখহেতুত্বেনানুভূতবান্ পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভমানস্তং দ্বেষ্টি। সোঽয়ং দ্বেষো জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব। তথা সুখমনুকূলং প্রসন্নং সত্ত্বাত্মকং জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব। দুঃখং প্রতিকূলাত্মকম্।

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/৭

জ্ঞেয়ত্বাত্তদপি ক্ষেত্রম্। সংঘাতো দেহেন্দ্রিয়াণাং সংহতিঃ। তস্যামভিব্যক্তান্তঃকরণবৃত্তিস্তপ্ত ইব লৌহপিণ্ডেঽগ্নিঃ—আত্মচৈতন্যাভাসরসবিদ্ধা চেতনা। সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্। ধৃতির্যয়াঽবসাদং প্রাপ্তানি দেহেন্দ্রিয়াণি ধ্রিয়ন্তে।

সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্। সর্বান্তঃকরণধর্মোপলক্ষণার্থমিচ্ছাদিগ্রহণম্। যদুক্তং তদুপসংহরতি—এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারং—সহ বিকারেণ মহদাদিনা—উদাহৃতমুক্তম্॥৫-৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে শাস্ত্র কোথাও ত্রুটি করেন নাই। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের যোগশাস্ত্র পাঠ করিলে এই সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। নানা ছন্দোবদ্ধে, নানা মন্ত্র ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা ঋগাদি বেদেও এই তত্ত্ব জানিবার প্রকরণ কথিত হইয়াছে। উপনিষদাদি ব্রহ্মসূত্ররাশিও এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"[১] —হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো, এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্বে সৎস্বরূপ ছিল; সেই সৎস্বরূপ এক ও অদ্বিতীয়। আবার অন্যত্র "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।"[২] —এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্বে অসৎ ছিল; সেই এক ও অদ্বিতীয় অসৎ কারণ হইতে এই সৎকার্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই শেষোক্ত নাস্তিক্যবাদ নিতান্ত অমূলক। বস্তুতঃ, অসৎ হইতে সৎপদার্থের উৎপত্তি হয় না। আবার সিদ্ধান্তবাদিগণ উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ নানা স্থানে নানা ভাবে এই নিগূঢ়তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। এতাবতের সংক্ষিপ্তসার ভগবান অর্জুনকে বলিবেন, এইরূপ আভাস দিলেন।

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও এই সকলের কারণভূত অভিমানলক্ষণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণরূপ অধ্যবসায়লক্ষণা মহত্তত্ত্বনাম্নী বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রধানরূপ অব্যক্ত। ক্ষিতি হইতে অব্যক্ত পর্যন্ত এই আটটি প্রকৃতি নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের অপূর্ব শক্তির নামই মায়া এবং তাহাই অব্যক্ত নামে এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। সৃষ্টির মূল জগদ্বিষয়িণী মায়াবৃত্তির নাম ঈক্ষণ। সেই ঈক্ষণ এখানে বুদ্ধি নামে কথিত হইয়াছে। ভগবানের সঙ্কল্পই অহঙ্কার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রোত্রত্বগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ বিষয় এবং সুখাদিতে স্পৃহা, দুঃখাদিতে দ্বেষ, নিরুপাধি ইচ্ছার বিষয়ীভূত ও পরমাত্মসুখাভিব্যঞ্জক চিত্তবৃত্তির নাম সুখ ও তদ্বিরুদ্ধভাবের নাম দুঃখ। পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ ইন্দ্রিয়গণসহ শরীরের নাম সঙ্ঘাত। স্বরূপ জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক প্রমাজ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তির নাম চেতনা। ব্যাকুল দেহ ও ইন্দ্রিয়কে সুস্থির রাখিবার প্রযত্নের নাম ধৃতি। ইচ্ছাদি বৃত্তির উল্লেখে অন্তঃকরণই উপলক্ষিত হইয়াছে। জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত পরিণামরাশির নাম বিকার। উৎপত্তি ও বিনাশ এবং ক্ষিতি হইতে ধৃতি পর্যন্ত সমস্ত বস্তুই বিকার। এতাবদ্বিকারবিশিষ্ট পদার্থই "ক্ষেত্র" নামে প্রসিদ্ধ॥৫-৭॥

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/২/১
২ তদেব

মন্তব্য ঃ কেহই কখনও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—একথা অতীব সত্য। কারণ, তাহার স্বভাবজ প্রকৃতিই তাহাকে কর্মে নিয়োজিত করিবে। নিতান্তই যদি কেহ আলস্যবশতঃ কর্ম এড়াইয়া চলে, তথাপি শরীররক্ষার জন্য আহার-পানাদি কর্ম তাহাকে করিতেই হয়। এবং শরীর-মনে রজোগুণ থাকিলেই তাহা সাধকের ঈশ্বরমুখী মনকে ক্রমশঃ ঈশ্বরবিমুখ করিয়া পরস্পর নিন্দামন্দ-সমালোচনা, ভণ্ডামি, ইন্দ্রিয়বিলাস, এমনকী অপরের ক্ষতিসাধনেও প্রবৃত্ত করে। এই সকল মানসিক প্রবৃত্তিকে সংযত ও সুসংহত করিবার জন্যই তো স্বামীজী এই বিরাট 'রামকৃষ্ণ মিশন' স্থাপন করিলেন। সত্ত্বগুণের অনুশীলন করিয়া রজঃ ও তমঃ গুণ দূর করিবার এই যন্ত্র সাধকবর্গের কী বিপুল উপকার সাধন করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত।

মনের শান্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে মন হইতে বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে—কর্মত্যাগ নহে। কর্মেচ্ছা কিংবা রূপ-রসাদিকে মনের মধ্যে লুকাইয়া বাহ্যতঃ কর্মত্যাগ করিলে মনের মধ্যে রসভোগেচ্ছারূপ বাসনা তো থাকিয়াই গেল। অন্যত্র শ্রীভগবান বলিলেন ঃ "রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।" (২/৫৯) অর্থাৎ, বিষয়-গ্রহণে অক্ষম আতুর ব্যক্তি (অন্ধ, বধির ইত্যাদি) অথবা বিষয়ভোগপরাঙ্মুখ তপস্বী বাহ্যতঃ বিষয়ভোগ করে না বটে, কিন্তু তাহাদের ভিতরে তো বিষয়ভোগেচ্ছা বিদ্যমান থাকিয়া যায়। একমাত্র দেহ-মন-বুদ্ধির অতীত হইতে পারিলেই মন হইতে যাবতীয় বাসনা দূরীভূত হয় বা সেই বাসনা দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। সেই অবস্থাকেই প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযম বলা হয়।

আচার্য-মনীষিগণ সাধককে বিপরীত লিঙ্গ দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন, কৌপীনডোর ধারণ করিতে বলিয়াছেন। ইহা কেবল অভ্যাসযোগ। যুগযুগান্তর ধরিয়া আমরা রূপ-রসাদির দিকে চলিয়াছি। এখন সহসা তাহার বিপরীত দিকে চলিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহা অভ্যাস করা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু আসলে চাই মনের মধ্যে এগুলিকে 'হেয়' বোধ হওয়া। 'সত্য' অর্থাৎ 'জ্ঞেয়' বস্তুর উপর মনের সংযোগ না থাকিলে কৌপীনাদিতে কোনো কাজই হইবে না। আবার সংযোগ রাখিতে গেলেই 'জ্ঞেয়' বস্তুটি কী, তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ, জ্ঞান চাই। আর একইসঙ্গে তাহার (জ্ঞেয় বস্তুর) উপর আত্যন্তিক টানও অনুভব করা চাই।

অবতারের জীবনে আমরা ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখিতে পাই। তাই এই সকল কথার শ্রেষ্ঠ উপমা কেবলমাত্র অবতার এবং পথনির্দেশক একমাত্র শাস্ত্র—কোনো মনুষ্য নহে।

কর্ম জীবকে বদ্ধ করে বলিয়া কেহ কেহ কর্ম করিতে চাহে না। কিন্তু মন বাসনামুক্ত না হইলে কর্মত্যাগে কোনো ফল হয় না। "রসবর্জং রসোঽপ্যস্য..." ইত্যাদি পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখন উপায় কী? উপায় গীতামুখে শ্রীভগবান বলিলেন, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাহা বন্ধনের হেতু না হয়, অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বা ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম করা। নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক (occasional) কর্ম ইত্যাদি ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া করিলেও একটি পরম উদ্দেশ্য অবশ্য আছে, তাহা হইল চিত্তশুদ্ধি। বাহ্যবস্তুর অভিঘাতে যাহাতে মন চঞ্চল না হয়, সেইটি অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম করা। ইহা অভ্যাসসাপেক্ষ হইলেও বিশেষ কঠিন কিছু নহে॥৫-৭॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অমানিত্বম্ (আত্মশ্লাঘার অভাব) অদম্ভিত্বম্ (দম্ভের অভাব) অহিংসা (পরপীড়নে অনিচ্ছা) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জবম্ (সরলতা) আচার্যোপাসনং (গুরুসেবা) শৌচং (সদাচার) স্থৈর্যম্ (স্থিরতা) আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অমানিত্ব, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য ও আত্মনিগ্রহ [এতাবৎ জ্ঞান স্বরূপে কথিত হইয়াছে]॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **অমানিত্বম্**=মান্+নিনি=মানিন্; ন মানী=অমানী—নঞ্ তৎপুরুষ; অমানি+ত্ব=অমানিত্ব; (ক্লীব) ১মা একবচন। **অদম্ভিত্বম্**=দন্ভ্+ঘঞ্=দম্ভ; দম্ভ+ইনি=দম্ভী; ন দম্ভি=অদম্ভি—নঞ্ তৎপুরুষ; অদম্ভি+ত্ব=অদম্ভিত্ব; (ক্লীব) ১মা একবচন। **অহিংসা**=হিন্স্+অ+টাপ্=হিংসা; ন হিংসা=অহিংসা—নঞ্ তৎপুরুষ; (স্ত্রী) ১মা একবচন। **ক্ষান্তিঃ**=ক্ষম্+ক্তিন্, ১মা একবচন। **আর্জবম্**=ঋজু+অণ্=আর্জব (ক্লীব), ১মা একবচন। **আচার্যোপাসনম্**=আ-চর্+ণ্যৎ=আচার্য; উপ-আস্+অনট্=উপাসন; আচার্যস্য উপাসনম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **শৌচম্**=শুচি+অণ্=শৌচ (ক্লীব), ১মা একবচন। **স্থৈর্যম্**=স্থির+ষ্যঞ্=স্থৈর্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **আত্মবিনিগ্রহঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্; বি-নি-গ্রহ্+অন্=বিনিগ্রহ; আত্মনঃ বিনিগ্রহঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; (কৃৎ-যোগে ৬ষ্ঠী) ১মা একবচন॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীমমানিত্বাদিপঞ্চভিরুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তত্ত্বজ্ঞানসাধনান্যাহ—অমানিত্বমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্, অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্, অহিংসা পরপীড়াবর্জনং, ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্, আর্জবমবক্রতা, আচার্যোপাসনং সদ্গুরুসেবনং, শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ—তত্র বাহ্যংমৃজ্জলাদিনা, আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষালনং; তথা চ স্মৃতি—"শৌচঞ্চদ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥" ইতি; স্থৈর্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ—এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্য ক্ষেত্রভেদজাতস্য সংহতিরিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তৎ ক্ষেত্রং ব্যাখ্যাতং মহাভূতাদিভেদভিন্নং ধৃত্যন্তম্। ক্ষেত্রজ্ঞো বক্ষ্যমাণবিশেষণম্। যস্য সপ্রভাবস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য পরিজ্ঞানাদমৃতত্বং ভবতি তং—জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা সবিশেষণং—স্বয়মেব বক্ষ্যতি ভগবান্। অধুনা তু তজ্জ্ঞানসাধনগণমমানিত্বাদিলক্ষণং—যস্মিন্ সতি তজ্জ্ঞেয়বিজ্ঞানে যোগ্যোঽধিকৃতো ভবতি যৎপরঃ সংন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ উচ্যতে তমমানিত্বাদিগণং জ্ঞানসাধনত্বাজ্জ্ঞানশব্দবাচ্যং বিদধাতি ভগবান্—অমানিত্বমিতি। অমানিত্বং—মানিনো ভাবো মানিত্বমাত্মনঃ শ্লাঘনম্। তদভাবোঽমানিত্বম্। অদম্ভিত্বং—স্বধর্মপ্রকটীকরণং দম্ভিত্বম্। তদভাবোঽদম্ভিত্বম্। অহিংসাঽহিংসনম্। প্রাণিনামপীড়নম্। ক্ষান্তিঃ পরাপরাধপ্রাপ্তাববিক্রিয়া। আর্জবমৃজুভাবঃ। অবক্রত্বম্। আচার্যোপাসনং মোক্ষসাধন-উপদেষ্টুরাচার্যস্য শুশ্রূষাদিপ্রয়োগেণ সেবনম্। শৌচং কায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং প্রক্ষালনম্। অন্তশ্চ

মনসঃ প্রতিপক্ষভাবনয়া রাগাদিমলানামপনয়নং শৌচম্। স্থৈর্যং স্থিরভাবঃ। মোক্ষমার্গ এব কৃতাধ্যবসায়ত্বম্। আত্মবিনিগ্রহ আত্মন উপকারকতয়াত্মশব্দবাচ্যস্য কার্যকরণসংঘাতস্য বিনিগ্রহঃ। স্বভাবেন সর্বতঃ প্রবৃত্তস্য সন্মার্গ এব নিরোধ আত্মবিনিগ্রহঃ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আপনাতে বিদ্যমান বা অবিদ্যমান গুণের জন্য অভিমান না থাকা, লাভ, পূজা বা খ্যাতির জন্য নিজধার্মিকত্বাদি লোকসমক্ষে প্রকাশ না করা, কায়মনোবাক্যে কাহারও হিংসা না করা, অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্যের অপরাধ ক্ষমা করা, হৃদয়ে ও বাহিরে সমান বা অকুটিল ব্যবহার করা, ব্রহ্মজ্ঞানোপদেষ্টা গুরুকে পূজা ও নমস্কারাদি করা, অন্তর্বাহ্যের পবিত্রতা, মনশ্চাঞ্চল্যের গতিরোধ ও মুক্তির প্রতিকূল বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্বক আত্মাকে (দেহেন্দ্রিয়কে) ব্রহ্মস্বরূপে ব্যবস্থাপন করা—জ্ঞানসাধন বলিয়া উক্ত হইল॥৮॥

মন্তব্য ঃ নিয়তং কর্ম—বংশগত, সম্প্রদায়গত অথবা শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক কোনো কর্ম করা; অর্থাৎ সমাজকে কিছু-না-কিছু সেবা (service) দান করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। বৈষ্ণবগণ এখনও ঐ কারণেই 'রাধেকৃষ্ণ' অথবা সন্ন্যাসিগণ 'নারায়ণো হরিঃ' বলিয়া নাম শুনায় এবং পরিবর্তে সমাজ হইতে ভিক্ষাগ্রহণ করে। পূর্বে এই ভিক্ষা-বৃত্তি একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সম্মানজনক কর্ম ছিল। সাতটির বেশি গৃহে যাওয়া চলিবে না, গৃহস্থের দ্বিপ্রাহরিক ভোজন শেষ হইলে তবেই যাইতে পারিবে—ইত্যাদি। এখন ক্রমশঃ সব শৃঙ্খলা ভাঙিয়াছে এবং ইহা ভিখারি-বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। রাজা বস্তুতঃ প্রজার রক্ষক। প্রজা নিজের 'উপায়' হইতে কিছু অংশ রাজাকে দিবে রাজার জীবনধারণের জন্য। ক্রমশঃ উহা রাজার বসিয়া খাওয়া, সামন্ত সৃষ্টি, জমিদারের অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছাইল। পূর্বে প্রজাগণ ছিল উত্তমর্ণ, রাজা অধমর্ণ। এখন বিপরীত হইয়া প্রশাসকই যেন উত্তমর্ণে পরিণত হইয়াছে এবং প্রজাগণ হইল অধমর্ণ! জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার একান্ত অভাবই এই পরিবর্তনের কারণ। অশিক্ষিত সরল প্রজাকে প্রতারণা করা খুবই সহজ ব্যাপার॥৮॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়সমূহে) বৈরাগ্যম্ (বৈরাগ্য) অনহংকারঃ এব চ (ও নিরহঙ্কারিতা) জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ (জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখ রূপ দোষের পুনঃপুনঃ আলোচনা)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারাভাব; জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখ—দোষাবহ এতাবতের পুনঃপুনঃ আলোচনা॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ ইন্দ্রিয়ার্থেষু=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয়ানাম্ অর্থাঃ=ইন্দ্রিয়ার্থা—

৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী বহুবচন। **বৈরাগ্যম্**=বিরাগ+ষ্যঞ্ (স্বার্থে বা ভাবে) (ক্লীব), ১মা একবচন। **অনহংকারঃ**=অহম্-কৃ+ঘঞ্=অহংকার; ন অহংকারঃ=অনহংকারঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ-অনুদর্শনম্**=জন্+মন্=জন্মন্ (ক্লীব), ১মা একবচন=জন্ম। মৃ+ত্যুক্=মৃত্যু; জৄ+অঙ্=জরা; বি-আ-ধা+কি=ব্যাধি; দুস্+খন্+ড=দুঃখ; দুষ্+ঘঞ্= দোষ; অনু-দৃশ্+ল্যুট্=অনুদর্শন, জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধিশ্চ দুঃখঞ্চ=জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখানি—দ্বন্দ্ব; তানি এব দোষাঃ—কর্মধারয়; তেষাম্ অনুদর্শনম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃপুনরালোচনং দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা স্পষ্টমন্যৎ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—ইন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়ভোগেষু বিরাগভাবো বৈরাগ্যম্। অনহংকারোঽহংকারাভাব এব চ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং—জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু জন্মাদিদুঃখান্তেষু প্রত্যেকং দোষানুদর্শনম্। জন্মনি গর্ভবাস যোনিদ্বারা নিঃসরণং দোষঃ। তস্যানুদর্শনমালোচনম্। তথা মৃত্যৌ দোষানুদর্শনম্। তথা জরায়াং প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধদোষানুদর্শনম্। পরিভূততা চেতি। তথা ব্যাধিষু শিরোরোগাদিষু দোষানুদর্শনম্। তথা দুংখেম্বধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবনিমিত্তেষু। অথ বা দুঃখান্যেব দোষো দুঃখদোষঃ। তস্য জন্মাদিষু পূর্ব্ববদনুদর্শনম্। দুঃখং জন্ম। দুঃখং মৃত্যুঃ। দুঃখং জরা। দুঃখং ব্যাধয়ঃ। দুঃখনিমিত্তত্বাজন্মাদয়ো দুঃখম্। ন পুনঃ স্বরূপেণৈব দুঃখমিতি। এবং জন্মাদিষু দুঃখদোষানুদর্শনা-দ্দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়োপভোগেষু বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তিঃ করণানামাত্মদর্শনায়। এবং জ্ঞানহেতুত্বাজ্জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বিষয়ভোগে অস্পৃহা, লোকে ভাল বলুক বা না বলুক তথাচ আপনাকে যে ভাল বলিয়া বোধ হয় এই জ্ঞান না থাকা, মাতৃগর্ভে বাস ও মাতৃযোনি দিয়া নিষ্ক্রমণ, মর্মস্থানসকল ভেদ করিয়া প্রাণের উৎক্রমণ, অত্যন্ত স্থবিরাবস্থা, জ্বরাতিসারাদি ব্যাধি, ইষ্ট বিয়োগ বা অনিষ্ট সংযোগাদিরূপ দুঃখ এবং জন্মাদি ক্লেশের দোষ (অথবা কফ-পিত্তাদিজন্য শারীরিক দোষ)—এতাবতের ক্লেশকারিতা সর্বদা চিন্তা করা জ্ঞানলাভের একান্ত অনুকূল, অর্থাৎ এতদালোচনায় কদর্য ক্লেদময় দেহধারণের বাসনা ক্ষীণ হইয়া আসে॥৯॥

মন্তব্য ঃ সাংখ্যমতাবলম্বীরা (অর্থাৎ জ্ঞানমার্গিগণ) বলেন, কর্মই বন্ধনের কারণ। কর্ম করিলে বন্ধন হইবে। অতএব, কর্ম না করাই সমীচীন। শ্রীভগবান কিন্তু অন্য কথা বলিতেছেন। ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনই যজ্ঞ; সেই যজ্ঞের জন্য কর্ম করা, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনার্থ কর্ম করা, অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবা করিলে বন্ধন উৎপন্ন হয় না, বরং সেই সেবা কর্মমুক্তির কারণ হয়।

এখানে সাংখ্যের মতকে খণ্ডন করা হয় নাই, অথবা অবজ্ঞাও করা হয় নাই। বলা হইল—নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে হইবে। যজ্ ধাতু হইতে 'যজ্ঞ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যজ্' শব্দের অর্থ

আরাধনা করা। অর্থাৎ, ঈশ্বরে আরাধনা-রূপ কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম যাহারা করে, নিঃসন্দেহে তাহারা ভোগাকাঙ্ক্ষী এবং এই ভোগেপ্সাই জন্ম-বন্ধনের কারণ হয়।

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ ইতি শ্রুতিঃ।" অর্থাৎ, যজ্ঞই বিষ্ণু—ঈশ্বর। অথবা শ্রীবিষ্ণুই যজ্ঞরূপে ঋত্বিকের পূজা গ্রহণ করেন। তাই বিষ্ণু যজ্ঞাধিপতি। সাধারণ প্রাণিবর্গ যজ্ঞের কারণে কর্ম করে না। তাই স্মৃতি-শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, "কর্মণা বধ্যতে জন্তুরিতি স্মৃতিঃ।" অর্থাৎ, সকল প্রাণীই কর্মের দ্বারা বদ্ধ॥৯॥

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র-স্ত্রী-গৃহাদি পদার্থে) অসক্তিঃ (অনাসক্তি) অনভিষ্বঙ্গঃ (তাহাদের জন্য সুখী বা দুঃখী না হওয়া) ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু চ (এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট লাভে) নিত্যং (সর্বদা) সমচিত্তত্বম্ (অন্তঃকরণের সমানভাব)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা এবং ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিত্ততা॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **অসক্তিঃ**=সন্জ্+ক্তিন্=সক্তিঃ; ন সক্তিঃ=অসক্তিঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **পুত্র-দার-গৃহাদিষু**=পুৎ-ত্রৈ+ক=পুত্র; দৃ+ণিচ্+ঘঞ্=দার; গ্রহ্+ক=গৃহ; পুত্রশ্চ দারাশ্চ গৃহঞ্চ=পুত্রদারগৃহানি—দ্বন্দ্ব; তে এব আদৌ যেষাং তে=পুত্রদারগৃহাদয়ঃ—বহুব্রীহি; ৭মী বহুবচন। **অনভিষ্বঙ্গঃ**=অভি-সন্জ্+ঘঞ্=অভিষ্বঙ্গ; ন অভিষ্বঙ্গঃ=অনভিষ্বঙ্গঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **ইষ্ট-অনিষ্ট-উপপত্তিষু**=ইষ্+ক্ত=ইষ্ট; ন ইষ্টঃ=অনিষ্টঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; উপ-পদ্+ক্তিন্=উপপত্তি; ইষ্টঞ্চ অনিষ্টঞ্চ=ইষ্টানিষ্টম্—দ্বন্দ্ব; তস্য উপপত্তয়ঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **নিত্যম্**=নি+ত্যপ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সমচিত্তত্বম্**=সমানং চিত্তং যস্য সঃ=সমচিত্তঃ—বহুব্রীহি; সমচিত্ত+ত্ব=সমচিত্তত্বঃ (ক্লীব), ১মা একবচন॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিপদার্থেষু অসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ, অনভিষ্বঙ্গঃ 'পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী চ' ইত্যধ্যাসাতিরেকাভাবঃ, ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্বদা সমচিত্তত্বম্॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অসক্তিরিতি। অসক্তিঃ—সক্তিঃ সঙ্গনিমিত্তেষু বিষয়েষু প্রীতিমাত্রম্। তদভাবোঽসক্তিঃ। অনভিষ্বঙ্গোঽভিসঙ্গাভাবঃ। অভিষ্বঙ্গো নাম শক্তিবিশেষ এব—অনন্যাত্মভাবনালক্ষণঃ। যথাঽন্যস্মিন্ সুখিনি দুঃখিনি চাহমেব সুখী দুঃখী চ—জীবতি মৃতে চাহমেব জীবামি মরিষ্যামি চেতি। ক্বেতি? আহ—পুত্রদারগৃহাদিষু। পুত্রেষু দারেষু গৃহেষু। আদিগ্রহণাদন্যেষ্বপ্যত্যন্তেষ্টেষু দাসবর্গাদিষু। তচ্চোভয়ং জ্ঞানার্থত্বাজ্জ্ঞানমুচ্যতে। নিত্যং চ সমচিত্তত্বং তুল্যচিত্ততা। ক্ব?

ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। ইষ্টানামনিষ্টানাং চোপপত্তয়ঃ সংপ্রাপ্তয়ঃ। তাস্বিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যমেব তুল্যচিত্ততা। ইষ্টোপপত্তিষু ন হৃষ্যতি। ন কুপ্যতি চানিষ্টোপপত্তিষু। তচ্চৈতন্নিত্যং সমচিত্তত্বং জ্ঞানম্॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কোনো পদার্থে আমার বলিয়া আসক্তি না থাকা, অন্যেতে মমতাবুদ্ধি বা সহানুভূতিজন্য অন্যের সুখে আপনাকে সুখী ও অন্যের দুঃখে আপনাকে দুঃখী মনে না করা এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে প্রসন্ন বা ক্ষুণ্ণ না হইয়া সমভাবাপন্ন থাকা॥১০॥

মন্তব্য ঃ ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন এবং সেইসঙ্গে উপাসনাও সৃষ্টি করিলেন। পরে মনুষ্যজাতির উদ্দেশে বলিলেন, এই উপাসনার দ্বারাই তোমরা প্রসব বা সমৃদ্ধি লাভ করো। এই উপাসনা বা যজ্ঞ অবলম্বন করিলেই তোমরা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গই লাভ করিবে।

কেবল হিন্দুদের উদ্দেশেই নহে, সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশে বলা হইয়াছে এই কথা।

বস্তুতঃ, যজ্ঞ বা উপাসনা একটি সর্বজনীন এবং সার্বভৌমিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি যে কেবল হিন্দুর জন্য প্রযোজ্য, তাহা নহে। আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব ধর্মীয় যজ্ঞ ধীরে ধীরে মানসযজ্ঞে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ সাধককে সসীম হইতে অসীমে লইয়া যায়, যেখানে কোনোরূপ সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নাই, কোনো জাতিভেদ নাই, দেশকালের গণ্ডি নাই। তাই যেকোনো ধর্মের মানুষ যজ্ঞে অংশগ্রহণ করিতে পারে॥১০॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ময়ি চ (ও আমাতে) অনন্যযোগেন (অনন্যযোগদ্বারা) অব্যভিচারিণী (ঐকান্তিক) ভক্তিঃ (ভক্তি) বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জনস্থানে নিবাস) জনসংসদি (জনসমাজে) অরতিঃ (বিরাগ)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমাতে অনন্যযোগপূর্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি করা, নির্জনস্থানে নিবাস, বিষয়ি-লোকের সভায় অপ্রীতি॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **অনন্যযোগেন**=অন্+যৎ=অন্য; ন অন্য=অনন্য—নঞ্ তৎপুরুষ। যুজ্+ঘঞ্=যোগ; অন্যেন ন যোজয়তি যস্মিন্ ইতি অনন্যযোগঃ—বহুব্রীহি; ৩য়া একবচন। **অব্যভিচারিণী**=বি-অভি-চর্+ঘঞ্=ব্যভিচার; ব্যভিচার+ইনি=ব্যভিচারিন্; ব্যভিচারিন্+ঈপ্=ব্যভিচারিণী; ন ব্যভিচারিণী=অব্যভিচারিণী—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন (স্ত্রী)। **ভক্তিঃ**=ভজ্+ক্তিন্, ১মা একবচন। **বিবিক্ত-দেশ-সেবিত্বম্**=বি-বিচ্+ক্ত=বিবিক্ত; দিশ্+ঘঞ্=দেশ; বিবিক্তঃ দেশঃ=বিবিক্তদেশঃ—কর্মধারয়; বিবিক্তদেশং সেবতে ইতি—বিবিক্তদেশ-সেব্+ইনি=বিবিক্তদেশসেবিন্—উপপদ তৎপুরুষ; বিবিক্তদেশসেবিন্+ত্ব=বিবিক্তদেশসেবিত্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **জনসংসদি**=জনানাং সংসদ=জনসংসদ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী একবচন। **অরতিঃ**=ঋ+অতি=অরতি; নাস্তি রতিঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরেঽনন্যযোগেন সর্বাত্মদৃষ্ট্যা অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাদকরস্তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং, প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতি রত্যভাবঃ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—ময়ি চেতি। ময়ি চেশ্বরেঽনন্যযোগেনাপৃথক্‌সমাধিনা নান্যো ভগবতো বাসুদেবাৎ পরোঽস্তি—অতঃ স এব নো গতিরিত্যেবং নিশ্চিতাঽব্যভিচারিণী বুদ্ধিরনন্যযোগঃ। তেন ভজনং ভক্তিঃ। ন ব্যভিচরণশীলাঽব্যভিচারিণী। সা চ জ্ঞানম্। বিবিক্তদেশসেবিত্বং—বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বাঽশুচ্যাদিভিঃ সর্পচৌরব্যাঘ্রাদিভিশ্চ রহিতোঽরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদির্বিবিক্তো দেশঃ। তং সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তদেশসেবী। তস্য ভাবো বিবিক্তদেশসেবিত্বম্। বিবিক্তেষু হি দেশেষু চিত্তং প্রসীদতি। তত আত্মাদিভাবনা বিবিক্তে সংজায়তে। অতো বিবিক্তদেশসেবিত্বং জ্ঞানমুচ্যতে। অরতিররমণম্। ক্ব? জনসংসদি। জনানাং প্রাকৃতানাং সংস্কারশূন্যানামবিনীতানাং সংসৎ সমবায়ো জনসংসৎ। ন সংস্কারবতাং বিনীতানাং সংসৎ। তস্যা জ্ঞানোপকারকত্বাৎ। অতঃ প্রাকৃতজনসংসদ্যরতির্জ্ঞানার্থত্বাজ্‌জ্ঞানম্॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান ব্যতীত আমার গতি, মুক্তি বা আশ্রয়স্থান নাই—এইরূপ অনন্যভাবে ভগবানে অকপট প্রেম করা, যে-দেশ স্বভাবতঃ শুদ্ধ, সর্প-ব্যাঘ্রাদির উপদ্রববর্জিত ও চিত্তপ্রসাদকর সেই বিবিক্ত প্রদেশে একাকী বাস এবং জ্ঞানভক্তিবর্জিত বিষয়ভোগলম্পট ও ভগবদ্বিমুখ লোকের সমাগম ত্যাগ করা জ্ঞানসাধনের পরম অনুকূল। শাস্ত্রে "সঙ্গত্যাগ" কথাটি কুসঙ্গত্যাগকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।

"সঙ্গঃ সর্বাত্মনা হেয়ঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥"

মুমুক্ষু ব্যক্তি কাহারোই সঙ্গ করিবেন না। যদি সঙ্গত্যাগ করিতে অসমর্থ হন, তবে সৎসঙ্গ করিবেন, কেননা সৎসঙ্গ ভবরোগের মহৌষধ॥১১॥

মন্তব্য ঃ সাধারণতঃ ইন্দ্র, যম, বরুণ, অগ্নি প্রমুখ দেবতাকে তুষ্ট করিয়া সেই সেই বিষয়ে উপাসকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। আবার কাহারও কাহারও ধারণা, ঈশ্বরই অগ্নি-বরুণাদিরূপে উপাসনার ফলদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, এক ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই তিনি যাহার যাহা মনোবাঞ্ছা তাহা পূর্ণ করেন।

ভক্ত-ভগবানের খেলা। প্রথমে ভক্ত হন সুচ, ভগবান চুম্বক। পরে ভগবান হন সুচ, ভক্ত চুম্বকে পরিণত হন। এইভাবে ভক্ত-ভগবানের মধুর লীলাপ্রবাহ চলিতে থাকে। আসল কথা, এইভাবে শ্রীভগবান এই শ্লোকের মাধ্যমে সর্বপ্রকারে মানুষকে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইবার উপদেশ দিতেছেন॥১১॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ আলোচনা) এতৎ (এই সকল) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ইতি (এই) [বলিয়া] প্রোক্তং (কথিত হইয়াছে) যৎ (যাহা) অতঃ (ইহা হইতে) অন্যথা (বিপরীত) [তাহা] অজ্ঞানম্ (অজ্ঞানতা)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ দর্শন এবং অমানিত্বাদি জ্ঞানাঙ্গসমূহ জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। তদ্বিপরীত সমস্তই অজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ **অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বম্**=আত্মানম্ অধি=অধ্যাত্ম—অব্যয়ীভাব সমাস; জ্ঞা+ল্যুট্=জ্ঞান; নি+তপ্=নিত্য; নিত্য+ত্ব=নিত্যত্ব; অধ্যাত্ম বিষয়কং জ্ঞানম্=অধ্যাত্মজ্ঞানম্—কর্মধারয়; তদেব নিত্যম্=অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যম্—কর্মধারয়; তস্যভাবঃ ইতি ত্ব প্রত্যয় (ক্লীব), ১মা একবচন। **তত্ত্ব-জ্ঞান-অর্থ-দর্শনম্**=তদ্+ত্ব=তত্ত্ব; জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; অর্থ+অচ্=অর্থ; দৃশ্+অনট্=দর্শন; তত্ত্বানাং জ্ঞানম্=তত্ত্বজ্ঞানম্=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তস্য অর্থ=তত্ত্বজ্ঞানার্থঃ; তস্য দর্শনম্=তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রোক্তম্**=প্র-ব্রূ+ক্ত=প্রোক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অতঃ**=ইদম্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **অন্যথা**=অন্+যৎ=অন্য; অন্য+থাচ্ (প্রকারে)। **অজ্ঞানম্**=জ্ঞা+ল্যুট্=জ্ঞান; ন জ্ঞান=অজ্ঞান=নঞ্ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্তমানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবস্তত্ত্বম্পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ; তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্বোৎকৃষ্টত্ত্বালোচনমিত্যর্থঃ—এতদমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদিবিংশতিসংখ্যকং যদুক্তমেতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভির্জ্ঞানসাধনত্বাৎ, অতোঽন্যথা অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ, অতঃ সর্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অধ্যাত্মেতি। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—আত্মাদিবিষয়ং জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানম্। তস্মিন্ নিত্যভাবো নিত্যত্বম্। অমানিত্বাদীনাং জ্ঞানসাধনানাং ভাবনাপরিপাকনিমিত্তং তত্ত্বজ্ঞানম্। তস্যার্থো মোক্ষঃ সংসারোপরমঃ। তস্যালোচনং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। তত্ত্বজ্ঞানফলালোচনে হি তৎসাধনাঽনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি। এতদমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তমুক্তং জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্। জ্ঞানার্থত্বাৎ। অজ্ঞানং যদত এতস্মাদ্‌যথোক্তাদন্যথা বিপর্যয়েণ। মানিত্বং দম্ভিত্বং হিংসাঽক্ষান্তিরনা-র্জবমিত্যাদ্যজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং পরিহরণায়। সংসারপ্রবৃত্তিকারণত্বাদিতি॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মানাত্মবিচার দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভার্থ একান্ত নিষ্ঠা, "অহং ব্রহ্মাস্মি"[১] "তত্ত্বমসি"[২] আদি আত্মজ্ঞানের প্রয়োজক দর্শন আলোচনা এবং অমানিত্বাদি সাধনের

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১০
২ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৯/৪

পরিপাকজনিত ফলস্বরূপ "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞান হয় বলিয়া, এতাবৎ জ্ঞান নামে উক্ত হইয়া থাকে। এতদ্বিরুদ্ধ সমস্তই অজ্ঞান॥১২॥

মন্তব্য ঃ কোনোকিছু গ্রহণ করিলেই তাহার বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে মানুষের শরীর গঠিত হইয়াছে এবং এই ক্ষিতি-তেজাদি ঈশ্বরের সম্পত্তি। তাই ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া কোনোকিছু গ্রহণ করিলে তাহা চৌর্যবৃত্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য ভক্তেরা ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কখনোই কোনোকিছু গ্রহণ করেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশও ছিল—"যখনি কিছু খাবে ঈশ্বরকে নিবেদন করে খাবে।" শ্রীশ্রীমা বলিতেন, ঈশ্বরকে নিবেদিত অন্ন শুদ্ধ। ঐ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিলে রক্ত শুদ্ধ হয়। রক্ত শুদ্ধ হইলে উহা ঈশ্বরচিন্তার সহায়ক হয়।॥১২॥

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জানিবার বিষয়) যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) [মুমুক্ষু ব্যক্তি] অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করেন) তৎ (তাহা) প্রবক্ষ্যামি (বলিব) তৎ (সেই) অনাদিমৎ (আদিবর্জিত) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) ন সৎ (সৎ নন) ন অসৎ (অসৎ নন) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকেন)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! এক্ষণে মুমুক্ষুদিগের জ্ঞেয় বস্তুর বিষয় তোমাকে বলিতেছি; যাঁহাকে বিদিত হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে, সেই অনাদিমৎ পরব্রহ্ম সৎ-ও নন, অসৎ-ও নন॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে**=যৎ+জ্ঞাত্বা+অমৃতম্+অশ্নুতে। **তন্নাসদুচ্যতে**=তৎ+ন+অসৎ+উচ্যতে। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **জ্ঞেয়ম্**=জ্ঞা+যৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **অমৃতম্**=মৃ+ক্ত=মৃত; ন মৃতঃ=অমৃতঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ২য়া একবচন। **অশ্নুতে**=অশ্+লট্ তে (স্বাদিগনীয় ধাতু—অশ্)। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **প্রবক্ষ্যামি**=প্র-ব্রূ+লৃট্ স্যামি। **অনাদিমৎ**=আ-দা+ কি=আদি; নাস্তি আদিঃ যস্য সঃ=অনাদি—নঞ্ বহুব্রীহি; অনাদি+মতুপ্=অনাদিমৎ, (ক্লীব) ১মা একবচন। **পরম্**=পর-মা+ক (ক্লীব), ১মা একবচন। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **সৎ**=অস্+শতৃ, ১মা একবচন। **অসৎ**=ন সৎ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এভিঃ সাধনৈর্যজ্জ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্ভিঃ। যজ্জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি—যদ্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি।

কিং তৎ—অনাদিমৎ[1] আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ, পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম (অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্মতুপ্ প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ) যদ্বা, অনাদীতি মৎপরঞ্চেতি পদদ্বয়ম্। মম বিষ্ণোঃ পরং নির্বিশেষরূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ, ন সত্তন্নাসদুচ্যতে, বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে, নিষেধস্য বিষয়স্তু অসৎশব্দেনোচ্যতে। ইদন্তু তদুভয়বিলক্ষণমবিষয়ত্বাদি ত্যর্থঃ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যথোক্তেন জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং কিম্—ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি। ননু যমা নিয়মাশ্চামানিত্বাদয়ঃ। ন তৈর্জ্ঞেয়ং জ্ঞায়তে। ন হ্যমানিত্বাদি কস্যচিদ্বস্তুনঃ পরিচ্ছেদকং দৃষ্টম্। সর্বত্রৈব চ যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তদেব তস্য জ্ঞেয়স্য পরিচ্ছেদকং দৃশ্যতে। ন হ্যন্যবিষয়েণ জ্ঞানেনান্যদুপলভ্যতে। যথা ঘটবিষয়েণ জ্ঞানেনাগ্নিঃ। নৈষ দোষঃ। জ্ঞাননিমিত্তত্বাজ্জ্ঞানমুচ্যতে—ইতি হ্যবোচাম। জ্ঞানসহকারিকারণত্বাচ্চ—জ্ঞেয়মিতি। জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি। প্রকর্ষেণ যথাবদ্বক্ষ্যামি। কিংফলং তদিতি প্ররোচনেন শ্রোতুরভিমুখীকরণায়াহ—যজ্‌জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বাঽমৃতম-মৃতত্বমশ্নুতে। ন পুনর্ম্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অনাদিমৎ—আদিরস্যাঽস্তীত্যাদিমৎ। নাদিমদনাদিমৎ। কিং তৎ? পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। জ্ঞেয়মিতি প্রকৃতম্।

অত্র কেচিৎ—অনাদি মৎপরমিতি পদং ছিন্দন্তি। বহুব্রীহিণোক্তেঽর্থে মতুপ আনর্থক্যমনিষ্টং স্যাদিতি। অর্থবিশেষং চ দর্শয়ন্তি—অহং বাসুদেবাখ্যা পরা শক্তির্যস্য তন্মৎপরমিতি।

সত্যমেবং ন পুনরুক্তং স্যাদর্থশ্চেৎ সম্ভবতি। ন ত্বর্থঃ সম্ভবতি। ব্রহ্মণঃ সর্ববিশেষপ্রতিষেধেনৈব বিজিজ্ঞাপয়িষিতত্বাৎ—ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইতি। বিশিষ্টশক্তিমত্ত্বপ্রদর্শনং বিশেষপ্রতিষেধশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। তস্মান্মতুপো বহুব্রীহিণা সমানার্থত্বেঽপি প্রয়োগঃ শ্লোকপূরণার্থঃ।

অমৃতত্বফলং জ্ঞেয়ং ময়োচ্যত ইতি প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ—ন সত্তজ্‌জ্ঞেয়মুচ্যত ইতি। নাপ্যসত্তদুচ্যতে।

ননু মহতা পরিকরবন্ধেন কণ্ঠরবেণোদ্‌ঘুষ্য জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যামীত্যননুরূপমুক্তং—ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইতি।

ন। অনুরূপমেবোক্তম্।

কথম্?

সর্বাসু হ্যুপনিষৎসু জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম—নেতি নেতি[2] অস্থূলমনণু[3] ইত্যাদিবিশেষপ্রতিষেধেনৈব নির্দিশ্যতে নেদং তদিতি। বাচোঽগোচরত্বাৎ।

---

১ শ্রীধরস্বামিকৃতটীকার—(অনাদীত্যে...ছান্দসঃ) এই অংশের সহজ কথায় ব্যাকরণ এই যে—অনাদি=আদি নাই যাহার—ইহা বহুব্রীহি সমাস, আবার অনাদিমৎ=অনাদি+মতুপ্ প্রত্যয়; মতুপের মৎ থাকে, কাজেই অনাদিমৎ, ইহার অর্থও আদি নাই যাহার; কাজেই অনাদির সঙ্গে মতুপ্ প্রত্যয়ের ব্যবহার এখানে শুধু ছন্দ রক্ষার জন্যই হইয়াছে—অন্য কোনো কারণে নহে; তাই স্বামিপাদ বলিয়াছেন—অনাদি মতুপ্ প্রত্যয়।

২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২/৩/৬

৩ তদেব, ৩/৮/৮

ননু ন তদস্তি যদ্বস্ত্বস্তিশব্দেনোচ্যতে। অথাস্তিশব্দেন নোচ্যতে নাস্তি তজ্জ্ঞেয়ম্। বিপ্রতিষিদ্ধং চ—জ্ঞেয়ং তৎ—অস্তিশব্দেন নোচ্যত ইতি চ।

ন তাবন্নাস্তি। নাস্তিবুদ্ধ্যবিষয়ত্বাৎ।

ননু সর্বা বুদ্ধয়োঽস্তিনাস্তিবুদ্ধ্যনুগতা এব। তত্রৈবং সতি জ্ঞেয়মপ্যস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা স্যাৎ। নাস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা।

ন। অতীন্দ্রিয়ত্বেনোভয়বুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাৎ। যদ্ধীন্দ্রিয়গম্যং বস্তু ঘটাদিকং তদস্তিবুদ্ধ্যনুগত-প্রত্যয়বিষয়ং স্যাৎ। নাস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা। ইদং তু জ্ঞেয়মতীন্দ্রিয়ত্বেন শব্দৈকপ্রমাণগম্যত্বান্ন ঘটাদিবদুভয়বুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়মিতি। অতো ন সত্তন্নাসদিত্যুচ্যতে।

যত্তূক্তং—বিরুদ্ধমুচ্যতে জ্ঞেয়ং যন্ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইতি—ন বিরুদ্ধম্। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি[১] ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিরপি বিরুদ্ধার্থেতি চেৎ—যথা যজ্ঞায় শালামারভ্য কো হি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মিল্লোঁকেঽস্তি বা ন বেতি[২]—ইত্যেবমিতি চেৎ?

ন। বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যত্বশ্রুতেরবশ্যবিজ্ঞেয়ার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। যদ্যমুষ্মিন্নিত্যাদি[৩] তু বিধিশেষোঽর্থবাদঃ।

উপপত্তেশ্চ সদসদাদিশব্দৈর্ব্রহ্ম নোচ্যত ইতি। সর্বো হি শব্দোঽর্থপ্রকাশনায় প্রযুক্তঃ শ্রূয়মাণশ্চ শ্রোতৃভির্জাতিক্রিয়াগুণসম্বন্ধদ্বারেণ সংকেতগ্রহণসব্যপেক্ষোঽর্থং প্রত্যায়য়তি। নান্যথা। অদৃষ্টত্বাৎ। তদ্ যথা—গৌরশ্ব ইতি বা জাতিতঃ। পাচকঃ পাঠকঃ ইতি বা ক্রিয়াতঃ। শুক্লঃ কৃষ্ণ ইতি বা গুণতঃ। ধনী গোমানিতি বা সম্বন্ধতঃ। ন তু ব্রহ্ম জাতিমৎ। অতো ন সদাদিশব্দবাচ্যম্। নাপি গুণবৎ—যেন গুণশব্দেনোচ্যেত। নির্গুণত্বাৎ। নাপি ক্রিয়াশব্দবাচ্যম্। নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিতি[৪] শ্রুতেঃ। ন চ সম্বন্ধি। একত্বাৎ। অদ্বয়ত্বাদবিষয়ত্বাদাত্মত্বাচ্চ ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তম্। যতো বাচো নিবর্তন্তে[৫] ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্বোক্ত বিধিতে জ্ঞানলাভ করিয়া যাঁহাকে জানিতে হয়, এক্ষণে ভগবান তাঁহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন। আবার তাঁহাকে জানিয়াই বা লাভ কী? এই সংশয় ভঞ্জনার্থ বলিলেন যে, তাঁহাকে জানিলে মুমুক্ষুগণ অমৃতত্ব লাভ করেন। তিনি অনাদিমৎ—সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ এবং দেশ-কাল-পরিচ্ছেদ শূন্য পরমাত্মা। "অনাদিমৎ পরম্"—এতৎ পদের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কেহ বলেন "আদিমৎ" শব্দে কার্য এবং "পরম্" শব্দে কারণ, অর্থাৎ যিনি কার্য ও কারণ উভয়েরই অতীত। কেহ "অনাদি—মৎপরম্" এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া বলেন যে, ব্রহ্ম আদি বা উৎপত্তিবর্জিত এবং মৎপর—অর্থাৎ

১ কেন উপনিষদ্, ১/৪
২ কৃষ্ণযজুর্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬/১/১
৩ তদেব
৪ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/১৯
৫ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/৯

আমার (সগুণ ব্রহ্মের) অতীত যিনি তিনিই মৎপর। "অস্তি—আছেন" বলিয়া তিনি প্রমাণগত বিষয় নন এবং "নাস্তি" পদবাচ্য তিনি নিষেধমুখ প্রমাণেরও বিষয় নন। তিনি নির্বিশেষ ও স্বপ্রকাশ। নাম, রূপ ও গুণাদি দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয় না॥১৩॥

মন্তব্য ঃ কেবলমাত্র মানুষই মুক্তির অধিকারী। দীর্ঘকাল সাধন করিতে করিতে—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" বহু জন্মের পর জ্ঞানী আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। অতএব, যাহা কিছু করিবে, ঈশ্বরের উদ্দেশে করিবে। অতীতে ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া আহার করিতেন না। এখনও কেহ কেহ এমন আছেন। মুসলিমদের 'নামাজ' করা, খ্রিস্টানদের 'প্রার্থনা' করা বাধ্যতামূলক ছিল।

যজ্ঞ পাঁচ প্রকার—ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং দেবযজ্ঞ। গৃহস্থের পক্ষে এই পঞ্চযজ্ঞ নিত্য অনুষ্ঠান করা উচিত। বর্তমান যুগে প্রাচীন কালের ন্যায় অগ্নি প্রজ্বলন করিয়া যজ্ঞাদি করা সম্ভব নহে। তাই মানসিক ভাবে এই পঞ্চযজ্ঞ নিত্য অনুষ্ঠেয়। আনন্দগিরি তাঁহার টীকাতে বলিয়াছেন, প্রত্যহ মানুষ উদূখল (শস্য পেষণপাত্র), উদকুম্ভ (কলসি), পেষণি (শিলনোড়া জাতীয়), চুল্লি (উনুন) ও মার্জনী (ঝাড়ু) দ্বারা পঞ্চবিধ পাপকার্য করিয়া থাকে। ঐ পাপক্ষালনের জন্য পঞ্চযজ্ঞের বিধান দেওয়া হইয়াছে॥১৩॥

সর্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বতঃপাণিপাদং (সর্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট) সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং (সর্বত্র চক্ষু, শির ও মুখ বিশিষ্ট) সর্বতঃশ্রুতিমৎ (সর্বত্র কর্ণবিশিষ্ট) তৎ (তিনি) লোকে (প্রাণিসমূহে) সর্বম্ (সমস্ত পদার্থ) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (স্থিতি করিতেছেন)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্বত্র তাঁহার হস্ত ও পদ, সর্বত্র তাঁহার নেত্র, শির ও মুখ, সর্বত্র তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তিনি সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতি করিতেছেন॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **শ্রুতিমল্লোকে**=শ্রুতিমৎ+লোকে। **সর্বতঃ**=সর্ব+তসিল্ (সপ্তম্যাম্)। **পাণি-পাদম্**=পণ্+ইণ্=পাণি; পদ্+ঘঞ্=পাদ; পাণিপাদৌ চ=পাণিপাদম্—দ্বন্দ্ব; পাণিপাদম্ অস্য অস্তি= পাণিপাদ+অচ্=পাণিপাদ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অক্ষি-শিরঃ-মুখম্**=অক্ষ্+ই=অক্ষি; শ্রি+অসুন্= শিরঃ; খন্+অল্=মুখ; অক্ষি চ শিরশ্চমুখঞ্চ=অক্ষিশিরমুখম্—দ্বন্দ্ব; (ক্লীব)। **শ্রুতিমৎ**=শ্রু+ক্তিন্=শ্রুতি, শ্রুতি+মতুপ্=শ্রুতিমৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **লোকে**=লোক+ ঘঞ্=লোক, ৭মী একবচন। **সর্বম্**=সর্ব+অচ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **আবৃত্য**=আ-বৃৎ+ল্যপ্। **তিষ্ঠতি**=স্থা+লট্ তি॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"

(ছান্দোগ্যে—৩/১৪/১) "ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্" (নৃসিংহ উত্তরতাপনীয় উপনিষদে ৭/৩) ইত্যাদি-শ্রুতির্বিরুধ্যেতেত্যাশঙ্ক্য "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদি-শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বাত্মত্বং তস্য দর্শয়ন্নাহ—সর্বত ইতি পঞ্চভিঃ। সর্বতঃ সর্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ, সর্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং, সৎ লোকে সর্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি—সর্বপ্রাণিবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিরুপাধিভিঃ সর্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সচ্ছব্দপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাদসত্ত্বাশঙ্কায়াং জ্ঞেয়স্য সর্বপ্রাণিকরণোপাধিদ্বারেণ তদস্তিত্বং প্রতিপাদয়ংস্তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমাহ—সর্বত ইতি। সর্বতঃ প্রাণয়ঃ পাদাশ্চাস্যেতি সর্বতঃপাণিপাদং তজ্‌জ্ঞেয়ম্। সর্বপ্রাণিকরণোপাধিভিঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্যাস্তিত্বং বিভাব্যতে। ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ ক্ষেত্রোপাধিত উচ্যতে। ক্ষেত্রং চ পাণিপাদাদিভিরনেকধা ভিন্নম্। ক্ষেত্রোপাধিভেদকৃতং চ বিশেষজাতং মিথ্যৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্যেতি তদপনয়নেন জ্ঞেয়ত্বমুক্তং ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইতি। উপাধিকৃতং মিথ্যারূপমপ্যস্তিত্বাধিগমায় জ্ঞেয়ধর্মবৎ পরিকল্প্যোচ্যতে—সর্বতঃপাণিপাদমিত্যাদি। তথাহি সম্প্রদায়বিদাং বচনম্—অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যত ইতি। সর্বদেহাবয়বত্বেন গম্যমানাঃ পাণিপাদাদয়ো জ্ঞেয়শক্তিসদ্ভাবনিমিত্তস্বকার্যা ইতি জ্ঞেয়সদ্ভাবলিঙ্গানি জ্ঞেয়স্যেত্যুপচারত উচ্যন্তে। তথা ব্যাখ্যেয়মন্যৎ। সর্বতঃপাণিপাদং তজ্‌জ্ঞেয়ম্। সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং—সর্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। শ্রুতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ম্। সর্বতঃ সা যস্য তৎ সর্বতঃশ্রুতিমৎ। লোকে প্রাণিনিকায়ে। সর্বমাবৃত্য সর্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। ন চলতীত্যর্থঃ॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রাণিবর্গের হস্ত, পদ, নেত্র ও শির আদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রবৃত্তিশক্তিরূপে সর্বত্র যিনি বিরাজ করেন এবং যিনি সমস্ত অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠানস্বরূপ ও যাঁহার সত্তায় সমস্ত পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে, তিনি চৈতন্যস্বরূপ বিভু। তিনিই মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয় পরব্রহ্ম॥১৪॥

মন্তব্য ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেখিলেন 'চিন্ময় কোশাকুশি', তখন তাঁহার অবস্থা—"সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি"। যিনি নির্গুণ ব্রহ্মকে বোধে বোধ করিয়াছেন, তিনি ব্যুত্থিত হইয়া দেখেন, সেই নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ হইয়া জগদ্রূপ ধারণ করিয়া আছেন [স্মর্তব্য ঃ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ দেহত্যাগের পূর্বে বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।"] এবং বহু জীব হইয়া বহু ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নিজেরই কল্পিত জগৎকে সম্ভোগ করিতেছেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন জীবে যে ভিন্ন ভিন্ন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দেখি, যে মন-বুদ্ধি স্বতন্ত্ররূপে দেখিতে পাই—তাহা সব এক ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছে। ইহারই বহিঃপ্রকাশ "সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি..." কিংবা "আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন..." ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা কিংবা স্বামীজীর জীবনে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ঠাকুর সমাধিভঙ্গের পর বলিয়াছিলেন, "মা তোদের সকলের মুখ দেখাইয়া বলিলেন, কেন এই এত মুখে খাচ্ছ যে!" শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "দূর বোকা, আমি কি এক মুখে খাই!"॥১৪॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [তিনি] সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সকল ইন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণসমূহের প্রকাশক) সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ (সর্বেন্দ্রিয়বিরহিত) অসক্তং (সর্বসম্বন্ধবিহীন) সর্বভৃৎ এব চ (ও সকল দ্রব্যের আধার) নির্গুণং (গুণরহিত) গুণভোক্তৃ চ (ও সর্বগুণের ভোক্তা)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তিনি ইন্দ্রিয়বর্জিত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ভাসমান। তিনি সর্বসম্বন্ধবিহীন হইয়াও সমস্ত পদার্থই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সত্ত্বাদিগুণরহিত ও তত্তদ্‌গুণের ভোক্তারূপে বিদ্যমান॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসম্**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; গুণ+ঘঞ্=গুণ; আ-ভাস্+ঘঞ্=আভাস; সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি=সর্বেন্দ্রিয়াণি—কর্মধারয়; সর্বেন্দ্রিয়াণাং গুণাঃ=সর্বেন্দ্রিয়গুণাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সর্বেন্দ্রিয়গুণৈঃ আভাসতে যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্**=বি-বৃজ্+ক্ত=বিবর্জিত; সর্বেন্দ্রিয়ৈঃ বিবর্জিতম্—৩য়া তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **অসক্তম্**=সন্জ্+ক্ত=সক্ত; ন সক্তঃ=অসক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **সর্বভৃৎ**=সর্বং বিভর্তি ইতি—সর্ব-ভৃ+ক্বিপ্=সর্বভৃৎ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **নির্গুণম্**=গুণ্+অচ্=গুণ; নাস্তি গুণ যস্য সঃ=নির্গুণ—নঞ্ বহুব্রীহি; (ক্লীব) ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **গুণ-ভোক্তৃ**=ভুজ্+তৃচ্=ভোক্তৃ; গুণানাং ভোক্তা=গুণ-ভোক্তৃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, সর্বেন্দ্রিয়েতি। সর্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণাভাসত ইতি তথা, সর্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চতত্তদ্বিষয়ানাভাসয়তীতি বা; সর্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবর্জিতং; তথা চ শ্রুতিঃ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ৩/১৯)। অসক্তং সঙ্গশূন্যং, তথাপি সর্বং বিভর্তীতি সর্বভৃৎ, সর্বস্যাধারভূতং, তদেব নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতং, গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃপালকম্॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দ্রিয়াধ্যারোপণাজ্জ্ঞেয়স্য তদ্বত্তাশঙ্কা মা ভূদিত্যেবমর্থঃ শ্লোকারম্ভঃ—সর্বেন্দ্রিয়েতি। সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং—সর্বাণি চ তানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়াখ্যাণ্যন্তঃকরণে চ বুদ্ধিমনসী—জ্ঞেয়োপাধিত্বস্য তুল্যত্বাৎ—সর্বেন্দ্রিয়গ্রহণেন গৃহ্যন্তে। অপি চান্তঃকরণোপাধিদ্বারেণৈব শ্রোত্রাদীনামপ্যুপাধিত্বমিতি। অতোঽন্তঃকরণবহিষ্করণ-উপাধিভূতৈঃ সর্বেন্দ্রিয়গুণৈরধ্যবসায়সংকল্পশ্রবণবচনাদিভিরবভাসত ইতি সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপারৈর্ব্যাপৃতমিব তজ্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। ধ্যায়তীব লেলায়তীব[১] ইতি শ্রুতেঃ। কস্মাৎ পুনঃ কারণান্ন ব্যাপৃতমেবেতি গৃহ্যত ইতি? অত আহ—সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্। সর্বকরণরহিতমিত্যর্থঃ। অতো ন করণব্যাপারৈর্ব্যাপৃতং তজ্জ্ঞেয়ম্। যত্ত্বয়ং মন্ত্রঃ—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৩/৭

স শৃণোত্যকর্ণঃ[1] ইত্যাদিঃ। স সর্বেন্দ্রিয়োপাধিগুণানুগুণ্যভজনশক্তিমৎ তজ্‌জ্ঞেয়মিত্যেবংপ্রদর্শনার্থঃ। ন তু সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়াবত্ত্বপ্রদর্শনার্থঃ। অন্ধো মণিমবিন্দৎ[2] ইত্যাদিমন্ত্রার্থবত্তস্য মন্ত্রস্যার্থঃ। যস্মাৎ সর্বকরণবর্জিতং তজ্‌জ্ঞেয়ং তস্মাদসক্তং সর্বসংশ্লেষবর্জিতম্‌। যদ্যপ্যেবং তথাপি সর্বভৃচ্চৈব। সদাস্পদং হি সর্বং সর্বত্র সদ্বুদ্ধ্যনুগমাৎ। ন হি মৃগতৃষ্ণিকাদয়োঽপি নিরাস্পদা ভবন্তি। অতঃ সর্বভৃৎ—সর্বং বিভর্তীতি। স্যাদিদং চান্যৎ—জ্ঞেয়স্য সত্ত্বাধিগমদ্বারং নির্গুণম্‌। সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাঃ। তৈর্বর্জিতম্‌। তথাপি গুণভোক্তৃ চ। গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং শব্দাদিদ্বারেণ সুখদুঃখমোহাকারপরিণতানাং ভোক্তৃ চোপলব্ধৃ তজ্‌জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ তাঁহার নিজের ইন্দ্রিয় নাই; কিন্তু তাঁহার শক্তি ভিন্ন হস্ত-পদাদির কার্য কেহ করিতে পারে না। শ্রবণ, কথন, সঙ্কল্প ও নিশ্চয় আদি এবং শ্রোত্র, বাক্‌, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াও তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত। সেই পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় হইলেও সমস্ত ক্রিয়ার মূল তিনিই। তিনি চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করেন, শ্রুতিবর্জিত হইয়াও শ্রবণ করেন। আবার তিনি কাহারও সঙ্গ বা সম্বন্ধ যুক্ত নন, কিন্তু তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ত্রিজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি স্বয়ং নির্গুণ অথচ গুণসমূহ উপলব্ধি করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"[3]—তিনি সকলের সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও গুণবর্জিত॥১৫॥

মন্তব্য ঃ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত যোগী বলিতেছেন, আমি যাহাকে সর্ব-ইন্দ্রিয়-অতীত দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে দেখিতেছি তিনি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগতের রূপরসাদি ভোগ করিতেছেন। যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম সর্বথা সম্পূর্ণরূপে আসক্তিরহিত, তিনিই এই জগতের ভর্তা বা সৃষ্টিকর্তা। তিনি নির্গুণ হইয়াও তিন গুণের সাহায্যে জগদ্ভোগ করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে॥১৫॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তৎ (তিনি) ভূতানাং (সর্বভূতের) বহিঃ (বহির্ভাগ) অন্তঃ চ (ও অন্তর) অচরং চরম্‌ এব চ (স্থাবর ও জঙ্গম) সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্মতাজন্য) তৎ (তাহা) অবিজ্ঞেয়ং (জানিতে পারা যায় না) দূরস্থং চ (দূরে স্থিত) অন্তিকে চ (ও নিকটে স্থিত)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সমস্ত বস্তুরই বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর তিনি। স্থাবর এবং জঙ্গমও তিনি। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-জন্য অবিজ্ঞেয়। তিনি দূর হইতেও দূরে এবং অতি নিকট হইতেও নিকটে॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ তৎ=তদ্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। ভূতানাম্‌=ভূ+ক্ত=ভূত, ৬ষ্ঠী বহুবচন।

---
১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌, ৩/১৯
২ তৈত্তিরীয়ারণ্যক, ১/১/১১
৩ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌, ৬/১১

বহিঃ=বহ্+ইস্; অব্যয়। **অন্তঃ**=অন্ত-রা+ক্বিপ্; অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **অচরম্**=চর+অচ্=চর; ন চরম্= অচরম্—নঞ্ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **চরম্**=চর+অচ্=চর; (ক্লীব) ১মা একবচন। **এব**= অব্যয়। **সূক্ষ্মত্বাৎ**=সূচ্+মন্=সূক্ষ্ম; সূক্ষ্ম+ত্ব=সূক্ষ্মত্ব, হেতৌ ৫মী। **অবিজ্ঞেয়ম্**=বি-জ্ঞা+যৎ=বিজ্ঞেয়; ন বিজ্ঞেয়=অবিজ্ঞেয়—নঞ্ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **দূরস্থম্**=দূরে তিষ্ঠতি ইতি—দূর-স্থা+ক (প্)=দূরস্থ—উপপদ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **অন্তিকে**=অন্ত+ঠন্ (ইক্)=অন্তিক, ৭মী একবচন॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব সুবর্ণমেব কটককুণ্ডলাদীনাং জলতরঙ্গাণামন্তর্বহির্জলমিব অচরং স্থাবরং চরঞ্চ জঙ্গমং ভূতজাতং, তদেব কারণাত্মকত্বাৎ কার্যস্য; এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়মিদম্; তদিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি; এতদ্‌বিদুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ; বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তৎ নিত্যসন্নিহিতম্। তথা চ মন্ত্রঃ "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" ইতি (ঈশ উপনিষদ্, ৫)। অত্র 'এজতি' চলতি, 'নৈজতি' ন চলতি; 'তৎ+উ+অন্তিকে'—ইতি ছেদঃ॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—বহিরন্তশ্চেতি। বহিস্ত্বক্‌পর্যন্তং দেহমাত্মত্বেনাবিদ্যাকল্পিতমপেক্ষ্য তমেবাবধিং কৃত্বা বহিরুচ্যতে। তথা প্রত্যগাত্মানমপেক্ষ্য দেহমেবাবধিং কৃত্বাঽন্তরুচ্যতে। বহিরন্তশ্চেত্যুক্তে মধ্যস্যাভাবে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—অচরং চরমেব চ। যচ্চরাচরং দেহাভাসমপি তদেব জ্ঞেয়ম্। যথা রজ্জুসর্পাভাসঃ। যদ্যচরং চরমেব চ ব্যবহারবিষয়ং সর্বং জ্ঞেয়ং—কিমর্থমিদমিতি সর্বৈর্ন বিজ্ঞেয়মিতি? উচ্যতে—সত্যং সর্বাভাসম্। তথাপি ব্যোমবৎ সূক্ষ্মং তৎ। অতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ স্বেন রূপেণ তজ্‌জ্ঞেয়মপ্যবিজ্ঞেয়মবিদুষাম্। বিদুষাং ত্বাত্মৈবেদং সর্বং[১] ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্[২] ইত্যাদিপ্রমাণতো নিত্যং বিজ্ঞাতম্। অবিজ্ঞাততয়া দূরস্থম্। বর্ষসহস্রকোট্যাঽপ্যবিদুষামপ্রাপ্যত্বাৎ। অন্তিকে চ তৎ—আত্মত্বাৎ—বিদুষাম্॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যেমন কুণ্ডলের ভিতর ও বাহির সর্বত্রই সুবর্ণ, অর্থাৎ সুবর্ণ ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ দৃশ্য জগতের বাহ্য ও অভ্যন্তর সমস্তই তিনি, অর্থাৎ যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তিনি। তিনি "সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যম্"[৩] (শ্রুতি)। সুতরাং, শতকোটি বর্ষ চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়া যায় না। অবিশ্বাসী, অবিবেকী ও বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তির পক্ষে তিনি দূর হইতেও অতি দূরে প্রতীত হন। আবার, ভক্তিমান বিবেকবৈরাগ্যবান ও সংযতাত্মা পুরুষের পক্ষে তিনি নিকট হইতেও অতি নিকটে বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন॥১৬॥

মন্তব্য ঃ "সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ম্" অর্থাৎ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিতে করিতে

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭/২৫/২
২ নৃসিংহোত্তরতাপনী, ৭
৩ কৈবল্য, ১/১৬

সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্ম এতই সূক্ষ্ম যে, কেহই তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হন নাই। কারণ, ব্রহ্ম কখনোই 'জ্ঞেয়' নন, বরং তিনিই একমাত্র 'জ্ঞাতা'।

আমরা দেখিতে পাই, এই দেহ-মন-বুদ্ধিযুক্ত 'আমি' এই জগতের দ্রষ্টা ও ভোক্তা। কিন্তু যোগী দেখিতে পান জীবের ভিতরে চিৎ, ভোগের ঊর্ধ্বে দেহ-মন এবং ভোগ্যবস্তু সবই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম। প্রস্তরের মধ্যে তিনি (ব্রহ্ম) নিশ্চল, অশ্বরূপে তিনিই ধাবমান।

বলা হইল, 'দূরস্থং চান্তিকে চ' অর্থাৎ, তিনি (ব্রহ্ম) একইসঙ্গে দূরে অবস্থিত আবার নিকটতম। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কোনো রাজ্যে অতি সাধারণ প্রজা হইতে রাজা বহু দূরে অবস্থান করেন। সেই প্রজার পক্ষে যেন রাজা অদৃশ্য, অস্পৃশ্য বলিয়া প্রতীত হন। কিন্তু রাজা ও প্রজা যদি উভয়ে স্বদেশ হইতে বিদেশে গমন করেন, সেখানে তাঁহারা নিজেদের স্বজাতি দেখিয়া কোলাকুলিও করিতে পারেন। ঠিক তেমনি সর্ববিধ উপাধি পরিত্যাগ করিলে জীব ব্রহ্মকে স্বজাতি ও স্বগোত্র বলিয়া বোধ করে, তখন ব্রহ্ম তাহার নিকটতম বস্তু। যাহাকে এতদিন 'আমি' 'আমি' বলিয়া অনুভব করিয়াছে, জীব তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করে॥১৬॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তৎ (তিনি) ভূতেষু চ (সর্বভূতে) অবিভক্তং (অবিচ্ছিন্ন) চ [হইয়াও] বিভক্তম্ ইব (ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া) স্থিতং (প্রতীত হন) [তাঁহাকে] ভূতভর্তৃ চ (ভূতসকলের ধারণকর্তা) গ্রসিষ্ণু (সংহর্তা) প্রভবিষ্ণু চ, (ও উৎপাদন কর্তা) [বলিয়া] জ্ঞেয়ম্ (জানিবে)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তিনি সর্বভূতে অবিভক্ত থাকিয়াও প্রত্যেক প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন। তিনি ভূতসকল ধারণ করিয়া আছেন; তিনি ভূতসকলের সংহর্তা ও উৎপাদন কর্তা॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ তৎ=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **জ্ঞেয়ম্**=জ্ঞা+যৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ভূতেষু**=ভূ+ক্ত=ভূত, ৭মী বহুবচন। **অবিভক্তম্**=বি-ভজ্+ক্ত=বিভক্ত; ন বিভক্তঃ=অবিভক্তঃ—নঞ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **বিভক্তম্**=বি-ভজ্+ক্ত=বিভক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইব**=অব্যয়। **স্থিতম্**=স্থা+ক্ত=স্থিত (ক্লীব), ১মা একবচন। **ভূতভর্তৃ**=ভৃ+তৃচ্=ভর্তৃ; ভূতানি বিভর্তি ইতি—ভূতভর্তৃ—উপপদ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **গ্রসিষ্ণু**=গ্রস্+ইষ্ণু, ১মা একবচন। **প্রভবিষ্ণু**=প্র-ভূ+ইষ্ণু, ১মা একবচন॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষ্ববিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং কার্যাত্মনা ভিন্নমিব স্থিতং চ বিভক্তং, সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদনন্যন্ন ভবতি,

তৎস্বরূপমেবোক্তং; জ্ঞেয়ং ভূতানাং ভর্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্যাত্মনা প্রভবনশীলম্॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অবিভক্তমিতি। অবিভক্তং চ প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকম্। ভূতেষু সর্বপ্রাণিষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। দেহেষ্বেব বিভাব্যমানত্বাৎ। ভূতভর্তৃ চ ভূতানি বিভর্তীতি তজ্‌জ্ঞেয়ম্। ভূতভর্তৃ চ স্থিতিকালে। প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলম্। উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু চ প্রভবনশীলম্। যথা রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদের্মিথ্যাকল্পিতস্য॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যেমন অগ্নি এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠদণ্ডে স্থিতিনিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে এক পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বোধ হয়। পাছে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরব্রহ্মে অর্জুনের ভিন্নতা বোধ হয়, এই জন্য ভগবান বলিলেন যে, তাঁহাতেই ভূতসকলের স্থিতি, তাঁহাতেই লয় ও তাঁহা হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মই সমস্ত ভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন॥১৭॥

মন্তব্য ঃ সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া ব্যুত্থিত যোগী অবাক হইয়া ভাবেন যে, সেই অবিভক্ত ব্রহ্মই এই জগতে বিভক্ত হইয়া বহু রূপে দৃষ্ট হইতেছেন। অর্থাৎ, বাহিরে বহুত্ব দেখিলেও অন্তরে তিনি দেখেন যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ তাহাতে এক ব্রহ্ম সত্তাই বিদ্যমান, অর্থাৎ ব্রহ্মই যেন সর্ববস্তুকে ভরণ করিতেছেন। এই সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে কিছু কাল লীলা দেখিয়া মায়ার আবরণ উন্মোচন করিয়া সর্বজীবই আবার এক ব্রহ্মেতেই পরিণত হইয়া যাইতেছে। 'গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু' অর্থাৎ, ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া জীব পুনরায় ব্রহ্মেতে লীন হয়॥১৭॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্[১]॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (জ্যোতিঃসমূহেরও) জ্যোতিঃ সঃ (জ্যোতিঃ) তমঃ (তমঃশক্তির) পরম্ (অতীত) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হন)। [তিনি] জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানলভ্য) সর্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিত)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তিনি সূর্যাদি জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ। জড়বর্গরূপ তমঃশক্তির অতীত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও তিনিই জ্ঞানগম্য এবং তিনিই সকলের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ তজ্জ্যোতিস্তমসঃ=তৎ+জ্যোতিঃ+তমসঃ। তৎ=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। জ্যোতিষাম্=দ্যুৎ+ইসুন্=জ্যোতিস্—৬ষ্ঠী বহুবচন। অপি=অব্যয়। জ্যোতিঃ=দ্যুৎ+ইসুন্=জ্যোতিস্ (ক্লীব),

১ বিষ্ঠিতম্ ইতি পাঠান্তরঃ।

১মা একবচন। **তমসঃ**=তম্+অসুন্=তমস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **পরম্**=পর-মা+ক (ক্লীব), ১মা একবচন। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+ল্যুট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **জ্ঞেয়ম্**=জ্ঞা+যৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **জ্ঞানগম্যম্**=গম্+যৎ=গম্য; জ্ঞানেন গম্য=জ্ঞানগম্য—৩য়া তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **সর্বস্য**=সর্ব+অচ্=সর্ব, ৬ষ্ঠী একবচন। **হৃদি**=হৃদ্, ৭মী একবচন। **ধিষ্ঠিতম্**=অধি-স্থা+ক্ত=অধিষ্ঠিত (ক্লীব), ১মা একবচন। (ভাগুরির মতানুসারে 'অধি'-র 'অ'-কার লোপ=বষ্টি ভাগুরিবল্লোপমবাপ্যোরূপ—অর্গয়োঃ। টাপঞ্চৈব হলন্তানাম্, যথা—বাচা নিশা দিশা)॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং সূর্যাদীনামপি তৎজ্যোতিঃ প্রকাশকং "যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ", "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" ইত্যাদি (কঠ, ২/২/১৫; শ্বেতাশ্বতর, ৬/১৪; মুণ্ডক, ২/২/১১) শ্রুতেঃ; অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে, "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ৩/৮) শ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তাবভিব্যক্তং তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ঞ্চ জ্ঞানগম্যঞ্চ অমানিত্বাদিলক্ষণেন পূর্বোক্ত-জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদিধিষ্ঠিতং বিশেষেণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। ধিষ্ঠিতমিতিপাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ সর্বত্র বিদ্যমানমপি সন্নোপলভ্যতে চেজ্জ্ঞেয়ং তমস্তর্হি। ন। কিং তর্হি?—জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষামাদিত্যাদীনামপি তজ্জ্ঞেয়ং জ্যোতিঃ। আত্মচৈতন্যজ্যোতিষেদ্ধানি হ্যাদিত্যাদীনি জ্যোতীংষি দীপ্যন্তে। যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ[১] তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।[২] স্মৃতেশ্চেহৈব—যদাদিত্যগতং তেজঃ[৩] ইত্যাদেঃ। তমসোঽজ্ঞানাৎ পরম্—অসংস্পৃষ্টমুচ্যতে। জ্ঞানাদের্দুঃসম্পাদনবুদ্ধ্যা প্রাপ্তাবসাদস্যোত্তম্ভনার্থমাহ—জ্ঞানমমানিত্বাদি। জ্ঞেয়ং—জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা উক্তম্। জ্ঞানগম্যং জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সজ্ঞানফলমিতি জ্ঞানগম্যমুচ্যতে। জ্ঞায়মানং তু জ্ঞেয়ম্। তদেতত্রয়মপি হৃদি বুদ্ধৌ সর্বস্য প্রাণিজাতস্য বিষ্ঠিতং বিশেষণ স্থিতম্। তত্রৈব হ্যেতৎ ত্রয়ং বিভাব্যতে॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আদিত্য, ইন্দু, বিদ্যুৎ ও অগ্নি আদি প্রকাশক পদার্থপুঞ্জের প্রকাশ-শক্তি তিনি অর্থাৎ, পরব্রহ্মের দিব্য জ্যোতিতেই ইহাদের এত জ্যোতিঃ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ।"[৪] "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"[৫] ব্রহ্মের তেজেই সূর্য তাপযুক্ত ও তাঁহারই দিব্যপ্রকাশে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে। সূর্যাদি জড়বর্গের সহিত সম্বন্ধজন্য পাছে অর্জুন মনে করেন যে, তবে পরব্রহ্মও জড়স্বভাবযুক্ত, সেই জন্য ভগবান বলিলেন যে, তিনি কার্যপ্রপঞ্চ সহিত অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত। তিনি কেবল অলৌকিক জ্যোতিই নন,

---

১ মহানারায়ণ উপনিষদ্, ১/৩
২ কঠ উপনিষদ্, ২/২/১৫; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/১৪; মুণ্ডক উপনিষদ্, ২/২/১১
৩ গীতা, ১৫/১২
৪ মহানারায়ণ উপনিষদ্, ১/৩
৫ কঠ উপনিষদ্, ২/২/১৫

বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তির অভিব্যক্তিরূপ সংবিৎ বা জ্ঞানস্বরূপও তিনিই। জ্ঞানোদয় হইলে যাঁহাকে জীব জানিতে চায়, সেই জ্ঞেয় পদার্থ তিনি। এই অধ্যায়ের প্রথমে যে জ্ঞানের সাধনাঙ্গরাশি কথিত হইয়াছে, সেই ক্রম ব্যতীত তিনি কোনোরূপ কলাকৌশলে প্রকাশিত হন না। স্বর্গাদির ন্যায় তিনি দূরস্থ নন। তিনি সকল জীবে আত্মারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। চিত্তের নির্মলতা হইলেই তিনি সকলের অব্যবহিতরূপে অনুভূত হন॥১৮॥

মন্তব্য ঃ এই জগতে যেখানেই কিছু প্রকাশ দেখা যায়, সেখানেই তাঁর চিৎস্বরূপের ঈষৎ আভাস অর্থাৎ, চিদাভাস পাওয়া যায়। তিনি সর্ববিধ অজ্ঞানের পার, চিদ্‌বস্তু। তাই, যেখানেই কিছু প্রকাশ যোগী দেখিতে পান, সেখানেই তিনি ব্রহ্মকে দেখিতে পান। আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা তাঁহারই চিচ্ছক্তির ঈষৎ প্রকাশ মাত্র। যোগী দেখেন তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই সর্বজীবের হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) চিদাভাসরূপে অবস্থিত। 'ধিষ্ঠিতম্' অর্থাৎ, ব্রহ্ম সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। কিন্তু ইহাকে apparent truth বলাই ভাল। প্রকৃতপক্ষে, জীবের বুদ্ধি সত্ত্বগুণপ্রধান। তাহাতে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হন মাত্র। যেমন একটি জলপাত্রে সূর্য প্রতিবিম্বিত হইলে মনে হয় জলের নিচে পাত্রমধ্যে একটি সূর্য রহিয়াছে, তেমনি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদ্‌বস্তুকেও, সাধারণভাবে বুঝাইবার জন্য, বলা হইল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত॥১৮॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইতি (এই) ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং (ক্ষেত্র ও জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তম্ (কথিত হইল)। মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) এতৎ (ইহা) বিজ্ঞায় (বিদিত হইয়া) মদ্ভাবায় (ব্রহ্মভাব লাভার্থ) উপপদ্যতে (সক্ষম হয়)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! আমি ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতাবৎ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিলাম। আমার ভক্ত এই ক্ষেত্রাদি পদার্থত্রয় বিদিত হইয়া মদ্‌ভাব লাভের উপযুক্ত হইয়া থাকেন॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **জ্ঞেয়ঞ্চোক্তম্**=জ্ঞেয়ম্+চ+উক্তম্। **মদ্ভাবায়োপপদ্যতে**=মৎ+ভাবায়=মদ্ভাবায়; মদ্ভাবায়+উপপদ্যতে। **ইতি**=অব্যয়। **ক্ষেত্রম্**=ক্ষি+ষ্ট্রন্, ১মা একবচন। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্, ১মা একবচন। **জ্ঞেয়ম্**=জ্ঞা+যৎ, ১মা একবচন। চ=অব্যয়। **সমাসতঃ**=সম্-অস্+ঘঞ্=সমাস; সমাস+তসিল্ (তৃতীয়াম্)=সমাসতঃ। **উক্তম্**=ব্রূ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **মদ্ভক্তঃ**=মমঃ ভক্ত—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **বিজ্ঞায়**=বি-জ্ঞা+ল্যপ্। **মদ্ভাবায়**=মম ভাবঃ=মদ্ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৪র্থী একবচন। **উপপদ্যতে**=উপ-পদ্+লট্ তে॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উক্তং ক্ষেত্রাদিকমাধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি।

ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি-ধৃত্যন্তং, তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং, জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি ধিষ্ঠিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভির্বিস্তরেণোক্তং সর্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্; এতচ্চ পূর্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়োপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যথোক্তার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোক আরভ্যতে—ইতি ক্ষেত্রমিতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্। তথা জ্ঞানমমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনপর্যন্তম্। জ্ঞেয়ং চ—জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি তমসঃ পরমুচ্যতে ইত্যেবমন্তম্। উক্তং সমাসতঃ সংক্ষেপতঃ। এতাবান্ সর্বো হি বেদার্থো গীতার্থশ্চোপসংহৃত্যোক্তঃ। অস্মিন্ সম্যগ্‌দর্শনে কোঽধিক্রিয়ত ইতি? উচ্যতে—মদ্ভক্তো ময়ীশ্বরে সর্বজ্ঞে পরমগুরৌ বাসুদেবে সমর্পিতসর্বাত্মভাবো যৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশতি বা সর্বমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যেবংগ্রহাবিষ্টবুদ্ধির্মদ্ভক্তঃ। স এতদ্‌যথোক্তং সম্যগ্‌দর্শনং বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়—মম ভাবো মদ্ভাবঃ পরমাত্মভাবস্তস্মৈ—পরমাত্মভাবায়োপপদ্যতে। মোক্ষং গচ্ছতি॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "মহাভূত" হইতে "ধৃতি" পর্যন্ত ক্ষেত্র, "অমানিত্ব" হইতে "তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন" পর্যন্ত জ্ঞান এবং "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" হইতে "হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্" পর্যন্ত জ্ঞেয় ব্রহ্মের বিষয় ভগবান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতিস্মৃত্যাদিতে ইহার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত লক্ষণযুক্ত ভগবদ্ভক্তগণই এতাবদ্বিষয় বিশদরূপে অবগত হইয়া ভগবদ্ভাব লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা বিষয়ভোগ তুচ্ছ বোধ করিয়া ভগবানকেই পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই সুযোগ্য অধিকারী॥১৯॥

মন্তব্য ঃ এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলা হইল, তাহা জানিবার জন্যই সর্বপ্রকার অধ্যাত্মসাধনা—যথা জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম। যাঁহারা দীর্ঘ দিন ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন, তাঁহাদের বুদ্ধি (বিবেক ও বৈরাগ্য) সূক্ষ্ম হইয়াছে। তাঁহাদের অন্তরে জগৎ তুচ্ছজ্ঞান হইয়াছে, ষট্‌সম্পত্তি লাভের কারণে অনেকক্ষণ ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিলেও তাঁহারা কষ্টবোধ করেন না—ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভের অপ্রতিরোধ্য বাসনা লাভ করেন। 'মদ্ভাব' অর্থে প্রথমে দ্বৈতভাব, তাহার পর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, তাহার পর নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতি॥১৯॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥২০॥
কার্যকরণকর্তৃত্বে[1] হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥২১॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥২২॥

---

১ কারণ-কর্তৃত্বে ইতি পাঠান্তরঃ।

উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষম্ এব চ (ও পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়ই) অনাদী (অনাদি) বিদ্ধি (জানিও) বিকারান্ চ (বিকারসমূহ) গুণান্ এব চ (ও গুণসমূহ) প্রকৃতিসম্ভবান্ (প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিবে) কার্যকরণকর্তৃত্বে (কার্য ও করণের কর্তৃত্বে) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) হেতুঃ (হেতু) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হন) পুরুষঃ (পুরুষ) সুখ-দুঃখানাং (সুখ-দুঃখসমূহের) ভোক্তৃত্বে (ভোগ বিষয়ে) হেতুঃ (হেতু) উচ্যতে (কথিত হন) হি (যেহেতু) পুরুষঃ (পুরুষ) প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া) প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতি হইতে জাত) গুণান্ (সুখ-দুঃখাদি গুণসমূহ) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করেন) অস্য (এই পুরুষের) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্মধারণে) গুণসঙ্গঃ (গুণের সহিত সংসর্গ) কারণম্ (হেতু) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) পুরুষঃ (আত্মা) পরঃ (স্বতন্ত্র) উপদ্রষ্টা (উপদ্রষ্টা সাক্ষিস্বরূপ) অনুমন্তা চ (অনুগ্রাহক) ভর্তা (বিধানকর্তা) ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ (ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা) ইতি অপি (ইহাও) উক্তঃ (কথিত হন)॥২০-২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ প্রকৃতি ও পুরুষ—এই উভয়ই অনাদি। বিকারসমূহ ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইহা তুমি বিদিত হও। প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল এবং পুরুষ সুখ-দুঃখভোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ মায়ারূপ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতিজনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধজন্যই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম লইতে হয়। এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি সর্বথা স্বতন্ত্র; কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা। তিনি ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর এবং শ্রুতিতে তিনি পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন॥২০-২৩॥

ব্যাকরণ ঃ **বিদ্ধ্যনাদী**=বিদ্ধি+অনাদী। **প্রকৃতিম্**=প্র-কৃ+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **পুরুষম্**=পুর্+কুষণ্, ২য়া একবচন। এব=অব্যয়। চ=অব্যয়। **উভৌ**=উভ, ২য়া দ্বিবচন; উভ্+অচ্=উভ। **অপি**=অব্যয়। অনাদী=আ-দা+কি=আদি; নাস্তি আদিঃ যস্য সঃ=অনাদিঃ—নঞ্ বহুব্রীহি; ২য়া দ্বিবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **বিকারান্**=বি-কৃ+ঘঞ্, ২য়া বহুবচন। **প্রকৃতিসম্ভবান্**=সম্+ভূ+অপ্=সম্ভব; প্রকৃতেঃ সম্ভব=প্রকৃতিসম্ভবঃ—৫মী তৎপুরুষ; ২য়া বহুবচন। **কার্য-করণ-কর্তৃত্বে**=কৃ+ণ্যৎ=কার্য; কৃ+অনট্=করণ; কৃ+তৃচ্=কর্তৃ, কর্তৃ+ত্ব=কর্তৃত্ব; কার্যঞ্চকরণঞ্চ=কার্যকরণে—দ্বন্দ্ব; কার্যকরণয়োঃ কর্তৃত্বে=কার্যকরণকর্তৃত্বে—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী একবচন (বিষয়াধিকরণে)। **প্রকৃতিঃ**=প্র-কৃ+ক্তিন্, ১মা একবচন। **হেতুঃ**=হি+তুন্, ১মা একবচন। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে। **পুরুষঃ**=পুর+শী-ড, ১মা একবচন। **সুখ-দুঃখানাম্**=সুখ+অচ্=সুখ; দুঃখ+অচ্=দুঃখ; সুখঞ্চদুঃখঞ্চ=সুখদুঃখম্—দ্বন্দ্ব; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ভোক্তৃত্বে**=ভুজ্+তৃচ্=ভোক্তৃ, ভোক্তৃ+ত্ব=ভোক্তৃত্ব; ৭মী একবচন। **হি**=অব্যয়। **প্রকৃতিস্থঃ**=প্রকৃত্যাং তিষ্ঠতি ইতি—প্র-কৃ+ক্তিন্+স্থা+ক=প্রকৃতিস্থ—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **প্রকৃতিজান্**=প্র-কৃ+ক্তিন্=প্রকৃতি; প্রকৃতি-জন্+ড=প্রকৃতিজ, ২য়া বহুবচন। **গুণান্**=গুণ্+অচ্=গুণ, ২য়া বহুবচন। **ভুঙ্‌ক্তে**=ভুজ্+লট্ তে। **অস্য**=ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **সৎ-অসৎ-যোনি-জন্মসু**=অস্+শতৃ=সৎ;

ন সৎ=অসৎ—নঞ্ তৎপুরুষ; যু+নি=যোনি; জন্+মন্=জন্মন্। যোনৌ জন্মঃ=যোনিজন্মঃ—৭মী তৎপুরুষ; সদ্যোনিজন্ম চ অসদ্যোনিজন্ম=সদসদ্যোনিজন্ম—দ্বন্দ্ব; ৭মী বহুবচন। **গুণসঙ্গঃ**=গুণ্+অচ্=গুণ; সন্জ্+ঘঞ্=সঙ্গ; গুণানাং সঙ্গ=গুণসঙ্গঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **কারণম্**=কৃ+ণিচ্+অনট্, ১মা একবচন। **পরমাত্মেতিচাপ্যুক্তঃ**=পরমাত্মা+ইতি+চ+অপি+উক্তঃ। **অস্মিন্**=ইদম্ (পুং), ৭মী একবচন। **দেহে**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ, ৭মী একবচন। **পরঃ**=পর্+অচ্, ১মা একবচন। **পুরুষঃ**=পুর+শী-ড, ১মা একবচন। **উপদ্রষ্টা**=উপ-দৃশ্+তৃন্=উপদ্রষ্টৃ, ১মা একবচন। **অনুমন্তা**=অনু-মন্+তৃচ্, ১মা একবচন। **ভর্তা**=ভৃ+তৃন্=ভর্তৃ, ১মা একবচন। **ভোক্তা**= ভুজ্+তৃন্=ভোক্তৃ, ১মা একবচন। **মহেশ্বরঃ**=মহান্ ঈশ্বরঃ—কর্মধারয়; ১মা একবচন। **পরমাত্মা**=পরমঃ আত্মা—কর্মধারয়; ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **উক্ত**=ব্রূ+ক্ত, ১মা একবচন॥২০-২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং "তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ" ইত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতমিদানীন্তু "যদ্বিকারী যতশ্চ যৎ স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ" ইত্যেতৎ পূর্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রপঞ্চয়তি—প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমত্ত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরে ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তিং স্যাদতস্তাবুভাবনাদি বিদ্ধি—অনাদেরীশ্বরস্য শক্তি ত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বং, পুরুষোঽপি তদংশত্বাদনাদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাঞ্চানাদিত্বং নিত্যত্বঞ্চ শ্রীমচ্ছংকরভগবদ্ভাষ্যকৃদ্ভিরতিপ্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সম্ভূতান্ বিদ্ধি।

বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি—কার্যেতি। কার্যং শরীরং, করণানি সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি, তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতিহেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ, পুরুষো জীবস্তু তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্বর্তকত্বং তচ্চাচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি; যথা বহ্নেরূর্ধ্বজ্বলনং, বায়োস্তির্যগ্গমনং, বৎসাদৃষ্টবশাৎ গোস্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি; অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে; ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনং তচ্চ চেতনধর্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যত ইতি।

তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথমিত্যত্রাহ পুরুষ ইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্ক্তে; অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি, তেষু গুণসঙ্গো গুণৈঃ শুভাশুভকর্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ।

তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারঃ, ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতি-কার্যে দেহে বর্তমানোঽপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব, ন তদ্গুণৈর্যুজ্যতে ইত্যর্থঃ তত্র হেতবঃ—যস্মাদুপদ্রষ্টা, পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ,

তথা অনুমন্তা অনুমোদিতৈব সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ (শ্বেতাশ্বতর, ৬/১১); তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্তা বিধায়কঃ, ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি স ব্রহ্মাদীনামপি পতিরিতি চ পরমাত্মা অন্তর্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রুত্যা, তথা চ শ্রুতিঃ "এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ" ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক, ৪/৪/২২)॥২০-২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র সপ্তমেঽধ্যায় ঈশ্বরস্য দ্বে প্রকৃতী উপন্যস্তে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে। এতদ্যোনীনি ভূতানীতি চোক্তম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়যোনিত্বং কথং ভূতানামিতি? অয়মর্থোঽধুনোচ্যতে—প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং পুরুষং চৈবেশ্বরস্য প্রকৃতী। তৌ প্রকৃতিপুরুষাবুভাবপ্যনাদী বিদ্ধি। ন বিদ্যত আদির্যয়োস্তাবনাদী। নিত্যত্বাদীশ্বরস্য তৎপ্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুম্। প্রকৃতিদ্বয়বত্ত্বমেব হীশ্বরস্যেশ্বরত্বম্। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যামীশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুঃ। তে দ্বে অনাদী সত্যৌ সংসারস্য কারণম্।

নাদী অনাদী ইতি তৎপুরুষসমাসং কেচিদ্বর্ণয়ন্তি। তেন হি কিলেশ্বরস্য কারণত্বং সিধ্যতি। যদি পুনঃ প্রকৃতিপুরুষাবেব নিত্যৌ স্যাতাং—তৎকৃতমেব জগৎ। নেশ্বরস্য জগতঃ কর্তৃত্বমিতি।— তদসৎ। প্রাক্ প্রকৃতিপুরুষয়োরুৎপত্তেরীশিতব্যাভাবাদীশ্বরস্যানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ সংসারস্য নির্নিমিত্তত্বেঽনির্মোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। শাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। বন্ধমোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। নিত্যত্বে পুনরীশ্বরস্য প্রকৃত্যোঃ সর্বমেতদুপপন্নং ভবেৎ।

কথম্।

বিকারাংশ্চ বক্ষ্যমাণান্ বুদ্ধ্যাদিদেহেন্দ্রিয়ান্তান্—গুণাংশ্চ সুখদুঃখমোহপ্রত্যয়াকারপরিণতান্ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্। প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকারকারণশক্তিস্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। সা সম্ভবো যেষাং বিকারাণাং গুণানাং চ তান্ বিকারান্ গুণাংশ্চ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতিপরিণামান্।

কে পুনস্তে বিকারা গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ?—কার্যেতি। কার্যকরণকর্তৃত্বে—কার্যং শরীরম্। করণানি তৎস্থানি ত্রয়োদশ। দেহস্যারম্ভকাণি ভূতানি বিষয়াশ্চ প্রকৃতিসম্ভবা বিকারাঃ পূর্বোক্তা ইহ কার্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ। করণাশ্রয়ত্বাৎ করণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। তেষাং কার্যকরণানাং কর্তৃত্বমুৎপাদকত্বং যত্তৎ কার্যকরণকর্তৃত্বম্। তস্মিন্ কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ কারণমারম্ভকত্বেন প্রকৃতিরুচ্যতে। এবং কার্যকরণকর্তৃত্বেন সংসারস্য কারণং প্রকৃতিঃ। কার্যকারণকর্তৃত্ব ইত্যস্মিন্নপি পাঠে কার্যং যৎ যস্য বিপরিণামস্তত্তস্য কার্যং বিকারঃ। বিকারি কারণম্। তয়োর্বিকারবিকারিণোঃ কার্যকারণয়োঃ কর্তৃত্ব ইতি তান্যেব কার্যকারণান্যুচ্যন্তে। অথবা ষোড়শ বিকারাঃ কার্যম্। সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কারণম্। তান্যেব কার্যকারণান্যুচ্যন্তে। তেষাং কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যত আরম্ভকত্বেনৈব। পুরুষশ্চ সংসারস্য কারণং যথা স্যাত্তদুচ্যতে। পুরুষো জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ভোক্তেতি পর্যায়ঃ। সুখদুঃখানাং ভোগ্যানাং ভোক্তৃত্ব উপলব্ধৃত্বে হেতুরুচ্যতে।

কথং পুনরনেন কার্যকরণকর্তৃত্বেন সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারকারণত্বমুচ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে—কার্যকরণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা প্রকৃতেঃ পরিণামাভাবে পুরুষস্য চ চেতনস্যাসতি তদুপলব্ধৃত্বে কুতঃ সংসারঃ স্যাৎ? যদা পুনঃ কার্যকরণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা পরিণতয়া প্রকৃত্যা ভোগ্যয়া পুরুষস্য তদ্বিপরীতস্য ভোক্তৃত্বেনাবিদ্যারূপঃ সংযোগঃ স্যাত্তদা সংসারঃ স্যাদিতি। অতো যৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্যকরণকর্তৃত্বেন সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ সংসারকারণত্বমুক্তং তদ্‌যুক্তমুক্তম্।

কঃ পুনরয়ং সংসারো নাম?

সুখদুঃখসম্ভোগঃ সংসারঃ। পুরুষস্য সুখদুঃখানাং সম্ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিতি।

যৎ পুরুষস্য সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিত্যুক্তং তস্য তৎ কিংনিমিত্তমিতি? উচ্যতে—পুরুষ ইতি। পুরুষো ভোক্তা প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতাববিদ্যালক্ষণায়াং কার্যকারণরূপেণ পরিণতায়াং স্থিতঃ প্রকৃতিস্থঃ। প্রকৃতিমাত্মত্বেন গত ইত্যেতৎ—হি যস্মাৎ তস্মাদ্ভুঙ্ক্ত উপলভত ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিজান্ প্রকৃতিতো জাতান্ সুখদুঃখমোহাকারাভিব্যক্তান্ গুণান্—সুখী দুঃখী মূঢ়ঃ পণ্ডিতোঽহমিত্যেবং—সত্যামপ্যবিদ্যায়াং সুখদুঃখমোহেষু গুণেষু ভুজ্যমানেষু যঃ সঙ্গ আত্মভাবঃ সংসারস্য স প্রধানং কারণং জন্মনঃ। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতীত্যাদি শ্রুতেঃ[১]। তদেতদাহ—কারণং হেতুর্গুণসঙ্গঃ। গুণেষু সঙ্গোঽস্য ভোক্তুঃ সদসদ্‌যোনিজন্মসু। সত্যশ্চাসত্যশ্চ যোনয়ঃ সদসদ্যোনয়ঃ। তাসু সদসদ্যোনিষু জন্মানি সদসদ্যোনিজন্মানি। তেষু সদসদ্যোনিজন্মসু বিষয়ভূতেষু কারণং গুণসঙ্গঃ। অথবা সদসদ্যোনিজন্মস্বস্য সংসারস্য কারণং গুণসঙ্গ ইতি সংসারপদমধ্যাহার্যম্। সদ্যোনয়ো দেবাদিযোনয়ঃ। অসদ্যোনয়ঃ পশ্বাদিযোনয়ঃ। সামর্থ্যাৎ সদসদ্যোনয়ো মনুষ্যযোনয়োঽপ্যবিরুদ্ধ্যা দ্রষ্টব্যাঃ। এতদুক্তং ভবতি—প্রকৃতিস্থত্বাখ্যাঽবিদ্যা। গুণেষু চ সঙ্গঃ কামঃ সংসারস্য কারণমিতি। তচ্চ পরিবর্জনায়োচ্যতে—অস্য চ নিবৃত্তিকারণং জ্ঞানবৈরাগ্যে সসংন্যাসে গীতাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্। তচ্চ জ্ঞানং পুরস্তাদুপন্যস্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ম্। যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুত ইত্যুক্তং চান্যাপোহেনাতদ্ধর্মাধ্যারোপেণ চ।

তস্যৈব পুনঃ সাক্ষান্নির্দেশঃ ক্রিয়তে—উপদ্রষ্টেতি। উপদ্রষ্টা সমীপস্থঃ সন্ দ্রষ্টা স্বয়মব্যাপৃতঃ। যথর্ত্বিগ্‌যজমানেষু যজ্ঞকর্মব্যাপৃতেষু তটস্থোঽন্যোঽব্যাপৃতো যজ্ঞবিদ্যাকুশল ঋত্বিগ্‌যজমানব্যাপার-গুণদোষাণামীক্ষিতা। তদ্বৎ কার্যকরণব্যাপারেষ্বব্যাপৃতোঽন্যো বিলক্ষণস্তেষাং কার্যকরণানাং সব্যাপারাণাং সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বাদুপদ্রষ্টা। অথবা দেহচক্ষুর্মনোবুদ্ধ্যাত্মানো দ্রষ্টারঃ। তেষাং বাহ্যো দ্রষ্টা দেহঃ। তত আরভ্যান্তরতমশ্চ প্রত্যক্ সমীপ আত্মা দ্রষ্টা। যতঃ পরোঽন্তরতমো নাস্তি দ্রষ্টা সোঽতিশয়সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বাদুপদ্রষ্টা স্যাৎ। যজ্ঞোপদ্রষ্টৃবদ্বা সর্ববিষয়ীকরণাদুপদ্রষ্টা। অনুমন্তা চ—অনুমোদনমনুমননং কুর্বৎসু তৎক্রিয়াসু পরিতোষঃ। তৎকর্তাঽনুমন্তা চ। অথবা—অনুমন্তা কার্যকারণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্ত ইব তদনুকূলো বিভাব্যতে। তেনানুমন্তা। অথবা প্রবৃত্তান্ স্বব্যাপারেষু তৎসাক্ষিভূতঃ কদাচিদপি ন নিবারয়তীত্যনুমন্তা। ভর্তা—ভরণং নাম দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং চৈতন্যাত্মপারার্থ্যেন নিমিত্তভূতেন চৈতন্যাভাসানাং যৎ

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/৫

স্বরূপধারণম্। তচ্চৈতন্যাত্মকৃতমেবেতি ভর্তাত্মেত্যুচ্যতে। ভোক্তা—অগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যচৈতন্যস্বরূপেণ বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ প্রত্যয়াঃ সর্ববিষয়াশ্চৈতন্যাত্মগ্রস্তা ইব জায়মানা বিভক্তা বিভাব্যন্ত ইতি ভোক্তাত্মোচ্যতে। মহেশ্বরঃ—সর্বাত্মত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাচ্চ মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ। পরমাত্মা দেহাদীনাং বুদ্ধ্যন্তানাং প্রত্যগাত্মত্বেন কল্পিতানামবিদ্যয়াঃ পরম উপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণ আত্মেতি পরমাত্মা। সোঽতঃ পরমাত্মেত্যনেন শব্দেন চাপ্যুক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ। ক্বাসৌ? অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরোঽব্যক্তাৎ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত ইতি যো বক্ষ্যমাণঃ ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি—ইতি ব্যাখ্যায়োপসংহৃতশ্চ॥২০-২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানের শক্তি মায়া, অজ্ঞান ও অবিদ্যা—এই তিন নামে প্রসিদ্ধ। মায়াশক্তি সপ্তম অধ্যায়ে অষ্ট প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা অপরা প্রকৃতি বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রনাম্নী অপরা প্রকৃতি এখানে “প্রকৃতি” শব্দে কথিত হইল। ইতঃপূর্বে ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ জীবনাম্নী পরা প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। এখানে তাহাই পুরুষ বলিয়া উক্ত হইল। এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। আকাশাদি পঞ্চভূত, শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয় ও মন—এই ষোড়শ বিকার এবং সুখদুঃখমোহরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ মায়ারূপ প্রকৃত্যংশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে।॥

শরীরের নাম কার্য এবং দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত—এই ত্রয়োদশ তাহার কারণ। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির যত কিছু কার্য হয়, তাহা সমস্তই প্রকৃতি হইতে স্ফুরিত হইয়া থাকে। “আমি সুখী” বা “আমি দুঃখী” ইত্যাকার ভাব ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেই আরোপিত হইয়া থাকে। যেমন অনলতপ্ত উজ্জ্বল লৌহপিণ্ডে, অগ্নি ও লৌহের ভেদ বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ কার্য-কারণ ভাবে অভেদরূপে একত্র বিজড়িত ও বিরাজিত। এতদ্দ্বয়কে অনুভব ব্যতীত প্রত্যক্ষতঃ স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুরুষ প্রকৃতির সহিত অবিমিশ্রিতভাবে স্থিতি করাতেই অন্তঃকরণবৃত্তি সহযোগে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক তাদাত্ম্যজন্য সত্ত্বগুণাধিকারে পুরুষ দেবযোনিতে, রজোগুণাধিকারে মানবদেহে ও তমোগুণাধিকারে পশ্বাদিযোনিতে জন্মিয়া থাকেন। তাদাত্ম্যতা অভিমানই ভিন্ন ভিন্ন জন্মের একমাত্র কারণ। গুণত্রয়ের সঙ্গ বর্জিত হইলে অর্থাৎ, আপনাকে সত্ত্বাদি গুণ হইতে নির্লিপ্ত বুঝিয়া লইতে পারিলে, যোনিভ্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া যায়। গুণসঙ্গ—কাম বা বাসনা মুমুক্ষুর পক্ষে নিতান্তই পরিহার্য। কামবর্জিত হইয়া কোনো কার্য করিলে ও গুণাদি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলে কাহাকেও আর সুখ-দুঃখাদিজন্য হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হইতে হয় না। বিদ্বান ব্যক্তি অন্তঃকরণে নিঃসঙ্গ হইয়া যদি বহির্ব্যবহারে কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার দেহাদি পরিগ্রহ করিতে হয় না। কেননা, কার্যকালে কোনো ফলাভিসন্ধি না থাকায় তাঁহাতে অভিমানরূপ অভিনিবেশ হইতে পায় না। সুতরাং, যোনিভ্রমণের কারণরূপ বীজ সঞ্চিত হইতে পায় না। তাদাত্ম্য অভিমানই পুরুষকে প্রকৃতিজনিত ক্রিয়ার ফলভাগী করে। মনে

কর, একটি পিশাচ কোনো ব্যক্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে, অথচ সেই দেহে সেই ব্যক্তির আত্মাও অবস্থিতি করিতেছে। বহিরাগত পিশাচের তীব্র আবির্ভাব-শক্তিতে অভিভূত হইয়া উক্ত ব্যক্তির আত্মা অন্তঃকরণ বৃত্তির সহযোগিতা বা তাদাত্ম্যতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং ওই দেহে ও অন্তঃকরণে পিশাচের তাদাত্ম্য অভিমানের সঞ্চার হয়। তখন ওই ব্যক্তির নাম করিয়া গালি দিলে সে অসন্তুষ্ট হয় না; কিন্তু পিশাচের নাম করিয়া গালি দিলে ওই ব্যক্তি বিকটবদনে তাড়না করিতে থাকে। তাহার দেহে আঘাত করিলে পিশাচ "যাচ্চি, যাচ্চি" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। কারণ, এক্ষণে এই দেহে পিশাচ তাদাত্ম্য অভিমান করিতেছে। এইরূপ দেহে, গুণে বা গুণসম্বন্ধযুক্ত পদার্থে তাদাত্ম্য অভিমান থাকিলেই গুণভেদানুসারে সুখ-দুঃখাদির ভোগজন্য জীবকে নানাবিধ দেহধারণ করিতে হয়।

দেহে অবস্থানকালে আত্মার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইলেও তিনি যে স্বরূপতঃ সকল বিষয় হইতে নির্লিপ্ত ও নিত্য স্বতন্ত্র, তাহাই এই শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বুঝাইতেছেন। স্বচ্ছ স্ফটিকে জবাপুষ্পের ছায়া পড়িলে স্ফটিক রক্তবর্ণ দেখাইলেও, যেমন বস্তুতঃ শ্বেতস্ফটিকে রক্তাক্ততা নাই, তদ্রূপ আত্মাতে প্রকৃতিসম্বন্ধবশতঃ আমি জীব, আমি মনুষ্য, আমি সুখী ইত্যাদির অধ্যাস হইলেও আত্মা স্বরূপতঃ সর্বথা স্বতন্ত্র। মনে কর, পাঠশালায় ছাত্রগণকে শিক্ষক পড়াইতেছেন এবং যেন তুমি একজন দর্শক—শিক্ষক ও ছাত্রগণের সহিত তোমার কোনো আত্মীয়তাই নাই; কিন্তু শিক্ষক ছাত্রগণকে যথাযথ অর্থ বুঝাইতেছেন, অথবা ভ্রম বুঝাইতেছেন, ইহা যেমন তুমি বুঝিতে পার, আত্মাও সেইরূপ দর্শকের ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ এবং ইন্দ্রিয়াদি দেহে কীরূপ কার্য করিতেছে তাহার সাক্ষী ও উপদ্রষ্টা মাত্র; তিনি ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় কর্তা নন। যিনি অভিসন্ধিপূর্বক কোনো কার্য দর্শন করেন, তিনি দ্রষ্টা; এবং যিনি অভিসন্ধিবিহীন—নিজ অবস্থায় নিজে বিদ্যমান, অথবা কার্যকলাপ যাঁহার দৃষ্টিপথে আপনিই আসিতেছে, তিনি উপদ্রষ্টা। তিনি দেহাদির কার্যে প্রবৃত্ত না হইয়াও নিতান্ত অব্যবহিত সমীপবর্তী বলিয়া তিনি অনুমন্তা। তাঁহার সত্তা ব্যতীত দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির স্ফূর্তি বা পুষ্টি হইতে পারে না, এই জন্য তিনি ভর্তা। তিনি নির্বিকার ও নির্লিপ্ত হইয়াও বুদ্ধি আদিতে প্রতিবিম্বিত বিষয়রাশির উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এই জন্য তিনি ভোক্তা। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সকলের আত্মা, এই জন্য তিনি মহান এবং তিনি স্বতন্ত্র, এই জন্য তিনি ঈশ্বর। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"মহতো মহীয়ান্",[১] "ঈশানং ভূতভব্যস্য"[২]—আত্মা আকাশাদি মহৎ হইতেও মহান এবং বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের ব্যবস্থাপক—ঈশান। জড়বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট পদার্থের নাম "পরম"। আত্মা সর্বোৎকৃষ্ট, এই জন্য শ্রুতিতে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের নাম পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা চার্বাকাদির ন্যায় দেহ ও ইন্দ্রিয় আদিকেই আত্মা বলিয়া মানেন, তাঁহাদের চক্ষে আত্মা "ভোক্তা"। যাঁহারা আত্মাকে বস্তুতঃ কর্তৃত্বাদি অভিমানযুক্ত মনে করেন, তাঁহাদের চক্ষে আত্মা "ভর্তা"। বস্ত্রাদিতে পত্রপল্লবের সূচিকার্যের ন্যায় যাঁহারা আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয় আদির অব্যবহিত সমীপবর্তী বলিয়া জানেন,

১ কঠ উপনিষদ্, ১/২/২০; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩/২০
২ কঠ উপনিষদ্, ২/১/৫; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/১৫

তাঁহাদের দৃষ্টিতে তিনি "অনুমন্তা"। যাঁহারা আত্মাকে সকল কার্যেই উদাসীনবৎ মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাকে "উপদ্রষ্টা" বলিয়া জানেন। আবার যাঁহারা এই সমস্ত অবস্থাই ভগবানের আয়ত্ত বা অধীন বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, তিনি মহেশ্বর—জগৎপ্রভু। বস্তুতঃ, তিনি গুণাতীত, অবস্থাতীত, অন্তর্যামী, অখণ্ড পরমাত্মা॥২০-২৩॥

মন্তব্য ঃ 'পুরুষ' শব্দের অর্থ চিৎ, দ্রষ্টা। প্রকৃতি তাঁহার মায়াশক্তি। সচ্চিদানন্দ যেরূপ আদি-অন্তরহিত, তাঁহার মায়াশক্তিও কিছুটা সদৃশ অর্থাৎ আদিরহিত, কিন্তু অন্ত-যুক্ত। জ্ঞানীর নিকট মায়ার অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মের মায়াশক্তিতে তিনটি গুণ আছে—যথা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। প্রকৃতি এই গুণত্রয়ের সাহায্যে সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ নির্মাণ করিয়া থাকেন। সুতরাং, জগতে যাহা কিছু ঘটমান, প্রকৃতিই তাহা করিতেছেন। পুরুষ স্বীয় মায়াশক্তির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যখনই তাঁহাকে দেখিতে যান, তখনই প্রকৃতি স্পন্দিত হইয়া উঠে। আর সেই স্পন্দনে এই বিরাট সৃষ্টি বাহিরে প্রপঞ্চিত হয়। পুরুষ প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া থাকেন এবং প্রকৃতির এই সৃষ্টিবৈচিত্র দেখিতে দেখিতে ভুলিয়া যান যে, এই সবই প্রকৃতিই করিতেছেন। প্রত্যুতঃ, তিনি নিজেই যেন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা হইয়া উঠেন। অর্থাৎ, তিনি বোধ করেন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের ষড়্‌ভাব-বিকার তিনিই উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহার কার্যপ্রণালী 'উপদ্রষ্টা-অনুমন্তা' (১৩/২৩)—এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পুরুষই প্রথমে প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া থাকেন; যেমন আমরা কোনো বড়লোকের সুন্দর বাড়ির সম্মুখে যাইতে যাইতে সেই সুন্দর বাড়িখানি দেখিয়া একটু আনন্দ পাই। প্রকৃতির পানে তাকাইয়া কেবল তাহার অস্তিত্বটুকু দেখিয়াই পুরুষ খুশি হন। আবার ওই বড়লোকের বাড়িটি যদি খুবই সুন্দর হয়, আমরা চলিতে চলিতে বাড়িটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য একটু দাঁড়াইয়া যাই। ঠিক তেমনই সাক্ষিস্বরূপ পুরুষ ক্রমে এক ধাপ নামিয়া ওই প্রকৃতির কার্যের অনুমোদন করেন, কারণ তিনি চাহিতেছেন—ঐ কার্য চলিতে থাকুক। অতঃপর, ঐ কার্যে যদি কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন তাহা নিবারণ করিতে গিয়া পুরুষ প্রকৃতিকে সাহায্য করেন। তখন তিনি ভর্তা। ইহার পর সৃষ্টির খেলার মাঝে কখনও তিনি দুঃখিত হন, কখনও সুখী মনে করেন নিজেকে। মায়ার এই খেলা দেখিতে গিয়া পরব্রহ্ম যেন জীব সাজিয়া দেহে দেহে এই বিষম দুঃখ-সুখ ভোগ করিতে থাকেন॥২০-২৩॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং (পুরুষকে) গুণৈঃ সহ (গুণসমূহের সহিত) প্রকৃতিং চ (প্রকৃতিকে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্বথা (সর্ব প্রকারে) বর্তমানঃ অপি (বর্তমান থাকিলেও) ভূয়ঃ (পুনর্বার) ন অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন না)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে এবং বিকারাদি গুণ সহিত প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি সর্বথা বর্তমান থাকিলেও পুনর্জন্ম লাভ করেন না॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **পুরুষম্**=পুর+শী–ড=পুরুষ, ২য়া একবচন। চ=অব্যয়। **গুণৈঃ**=গুণ্+অচ্, (সহার্থে) ৩য়া বহুবচন। **সহ**=অব্যয়। **প্রকৃতিম্**=প্র-কৃ+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **এবম্**=অব্যয়; ই+বম্। **বেত্তি**=বিদ্+লট্ তি। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সর্বথা**=সর্ব+থাল্ (প্রকারে)। **বর্তমানঃ**=বৃত্+শানচ্, ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্=ভূয়স্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **অভিজায়তে**=অভি-জন্+লট্ তে॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি—য এবমিতি। এবমুপ-দ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণপুরুষং যো বেত্তি, প্রকৃতিঞ্চগুণৈঃ সুখদুঃখপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি, স পুরুষঃ সর্বথা বিধিমতিলঙ্ঘ্য বর্তমানোঽপি পুনর্নাভিজায়তে মুচ্যতে এবেত্যর্থঃ॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ য এবমিতি। তমেতং যথোক্তলক্ষণমাত্মানং—য এবং যথোক্তেন প্রকারেণ বেত্তি পুরুষং সাক্ষাদাত্মভাবেনায়মহমস্মীতি। প্রকৃতিং চ যথোক্তামবিদ্যালক্ষণাম্। গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ নিবর্তিতামভাবমাপাদিতাং বিদ্যয়া। সর্বথা সর্বপ্রকারেণ বর্তমানোঽপি সভূয়ঃ পুনঃ পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে দেহান্তরায় নাভিজায়তে নোৎপদ্যতে। দেহান্তরং ন গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ। অপিশব্দাৎ কিমু বক্তব্যং স্ববৃত্তস্থো ন জায়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

ননু যদ্যপি জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং পুনর্জন্মাভাব উক্তস্তথাপি প্রাগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতানাং কর্মণামুত্তরকালভাবিনাং চ যানি চাতিক্রান্তানেকজন্মকৃতানি তেষাং চ ফলমদত্ত্বা নাশো ন যুক্ত ইতি স্যুস্ত্রীণি জন্মানি। কৃতবিপ্রণাশো হি ন যুক্ত ইতি। যথা ফলে প্রবৃত্তানামারব্ধজন্মনাং কর্মণাম্। ন চ কর্মণাং বিশেষোঽবগম্যতে। তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণ্যপি কর্মাণি ত্রীণি জন্মান্যারভেরন্। সংহতানি বা সর্বাণ্যেকং জন্মারভেরন্। অন্যথা কৃতবিপ্রণাশে সতি সর্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ। শাস্ত্রানর্থক্যং চ স্যাদিতি। অত ইদমযুক্তমুক্তং—ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি।

ন। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি[১]—ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি[২]—তস্য তাবদেব চিরম্[৩]—ইষীকাতূলবৎ সর্বকর্মাণি প্রদূয়ন্তে[৪]—ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্য উক্তো বিদুষঃ সর্বকর্মদাহঃ। ইহাপি চোক্তো যথৈধাংসীত্যাদিনা সর্বকর্মদাহঃ। বক্ষ্যতি চ। উপপত্তেশ্চ। অবিদ্যাকামক্লেশবীজনিমিত্তানি হি কর্মাণি ফলারম্ভকাণি জন্মান্তরাঙ্কুরমারভন্তে। ইহাপি চ সাহংকারাভিসন্ধীনি কর্মাণি ফলারম্ভকাণি। নেতরাণি—ইতি তত্র তত্র ভগবতোক্তম্। বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥[৫] ইতি চ।

১ মুণ্ডক উপনিষদ্, ২/২/৯
২ তদেব, ৩/২/৯
৩ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/১৪/২
৪ তদেব, ৫/২৪/৩ (অর্থতোঽনুবাদঃ)
৫ মহাভারত, শল্য—১১১/১৭, বন—১৯৯/১০৭

অস্তু তাবজ্‌জ্ঞানোৎপত্তেরুত্তরকালকৃতানাং কর্মণাং জ্ঞানেন দাহঃ। জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ। ন ত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্‌ কৃতানাং কর্মণামতীতানেকজন্মান্তরকৃতানাং চ দাহো যুক্তঃ।

ন। সর্বকর্মাণীতিবিশেষণাৎ।

জ্ঞানোত্তরকালভাবিনামেব সর্বকর্মণামিতি চেৎ?

ন। সংকোচে কারণানুপপত্তেঃ।

যত্তূক্তং যথা বর্তমানজন্মারম্ভকাণি কর্মাণি ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব সত্যপি জ্ঞানে তথাঽনারব্ধফলানামপি কর্মণাং ক্ষয়ো ন যুক্ত ইতি—তদসৎ।

কথম্‌?

তেষাং মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ। যথা পূর্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুর্ধনুষো লক্ষ্যবেধোত্তর-কালমপ্যারব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্তত শরীরারম্ভকং কর্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপ্যা সংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ববৎ প্রবর্তত এব। যথা স এবেষুঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানারব্ধবেগস্ত্বমুক্তো ধনুষি প্রযুক্তোঽপ্যুপসংহ্রিয়তে তথাঽনারব্ধফলানি কর্মাণি স্বাশ্রয়স্থান্যেব তত্ত্বজ্ঞানেন নির্বীজীক্রিয়ন্ত ইতি। পতিতেঽস্মিন্‌ বিদ্বচ্ছরীরে ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি সিদ্ধম্‌॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি বেদান্ত ও গুরু বাক্য দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সমক্ষে দেহাদি বিকার সহিত অবিদ্যা মায়া যে সমস্তই মিথ্যা, এইরূপে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেন, তিনি প্রারব্ধ কর্মরাশিতে বেষ্টিত থাকিলেও অথবা শাস্ত্রবিধিসকল উল্লঙ্ঘন করিলেও তাঁহার আর জন্ম হয় না। কেননা, ব্রহ্মবিদ্যার গুণে তাঁহার অবিদ্যাবীজ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রেও উক্ত হইয়াছে—"তদধিগম উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ"[১]—যিনি আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার পূর্বকৃত পুণ্য-পাপ ও সঞ্চিত কর্মরাশি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়॥২৪॥

মন্তব্য ঃ যে-সাধক সৎকার্য করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, পূর্বসংস্কারবলে বেদান্তবিচার শুনামাত্র তাঁহার বোধ হয়—আমি সর্ববিধ জ্ঞেয় হইতে স্বতন্ত্র শুদ্ধচৈতন্য। এই বোধ হইলেই মানুষের সকল বন্ধন খসিয়া পড়ে। সেই প্রকার সাধক যে-অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁহার মুক্তি নিশ্চিত। মুক্তির জন্য তাঁহাকে পৃথগ্‌ভাবে অন্য চেষ্টা আর করিতে হয় না। যদি তিনি গৃহস্থ হন, তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে হয় না। তপস্যা, যোগাভ্যাস, পূজা-অর্চা, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি কোনো সৎকার্য করিবার আবশ্যকতাই তাঁহার আর থাকে না। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর কোনো কর্তব্য থাকে না। মনে রাখা দরকার, অপরোক্ষানুভূতি অর্থাৎ, সমাধিতে আত্মানুভব না হইলে শুধু দৃঢ়প্রত্যয়ে মুক্তির আনন্দ অনুভব করা যায় না। [স্বামীজী বলিতেন, এ কি ছেলের হাতের মোয়া যে, ভোগা দিয়ে নিয়ে

১ ব্রহ্মসূত্র, ৪/১/১৩

নেবে?] এমনকী, এই দৃঢ়প্রত্যয়যুক্ত অবস্থা হইতেও কিছুকালের জন্য পতন হইতে পারে। অপরোক্ষানুভূতিই প্রকৃত জ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাকেই 'বিজ্ঞান' বলিয়াছেন।

বিজ্ঞানীর অতি উচ্চ অবস্থা। কিন্তু জ্ঞানি-সাধকের (যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে conviction হইয়াছে) মন ও বুদ্ধিতে সত্ত্বপ্রাবল্য থাকে। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহারও দুঃখ হয়। ভগবদ্-বিভূতির প্রকাশ দেখিলে তাঁহার অন্তরে আনন্দ হয়। এই দুই বৃত্তি কখনও কখনও জ্ঞানি-সাধককে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা কার্যবিশেষে সংযুক্ত করিতে পারে। তখন ঐসকল কার্য করিতে গিয়া অনাত্ম বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়। ফলে সাংসারিক দুঃখ-কষ্টও ভোগ করিতে হয়। তবে এই মোহ স্থায়ী হয় না। জীবন থাকিতে যদি না-ও হয়, দেহান্তে তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত॥২৪॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥২৫॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যান দ্বারা) আত্মনি (বুদ্ধিতে) আত্মনা (মন দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) অন্যে (কেহ কেহ) সাংখ্যেন যোগেন (সাংখ্যযোগ দ্বারা) অপরে চ (কেহ কেহ-বা) কর্মযোগেন (কর্মযোগ দ্বারা) [আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন] অন্যে তু (অন্যে কেহ কেহ-বা) এবম্ (এই প্রকার) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অন্যেভ্যঃ (অন্যের নিকট হইতে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন)। তে অপি (তাঁহারাও) শ্রুতিপরায়ণাঃ (শ্রুতিনিরত হইয়া) মৃত্যুং চ (মৃত্যুকে) অতিতরন্তি এব (অতিক্রম করিয়া থাকেন)॥২৫-২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কেহ কেহ ধ্যান করিয়া প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা এবং কেহ কেহ-বা কর্মযোগ দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। হে অর্জুন! আবার কেহ কেহ-বা পূর্বোক্ত উপায়ে আত্মাকে জানিতে না পারিয়া গুরুর নিকট হইতে উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারাও সেই উপদেশ শুনিতে শুনিতে মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন॥২৫-২৬॥

ব্যাকরণ ঃ কেচিৎ=কিম্ (পুং), ১মা বহুবচন=কে, কে+চিৎ (অনিশ্চয়ার্থে)। **ধ্যানেন**=ধ্যৈ+ল্যুট্=ধ্যান, ৩য়া একবচন। **আত্মনি**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৭মী একবচন। **আত্মনা**=আত্মন্, ৩য়া একবচন। **আত্মানম্**=আত্মন্, ২য়া একবচন। **পশ্যন্তি**=দৃশ্+লট্ অন্তি। **অন্যে**=অন্+যৎ=অন্য, ১মা বহুবচন। **সাংখ্যেন**=সংখ্যা+অণ্=সাংখ্য, ৩য়া একবচন। **যোগেন**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ, ৩য়া একবচন। **অপরে**=ন-পৃ+অচ্=অপর, ১মা বহুবচন। চ=অব্যয়। **কর্মযোগেন**=কৃ+মনিন্=কর্মন্; কর্মণা যোগঃ=কর্মযোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **ত্বেবমজানন্তঃ**=তু+এবম্+অজানন্তঃ। **চাতিতরন্ত্যেব**=

চ+অতিতরন্তি+এব। **অন্যে**=অন্+যৎ=অন্য, ১মা বহুবচন। **তু**=অব্যয়। **এবম্**=অব্যয়; ইন্+বন্। **অজানন্তঃ**=জ্ঞা+শতৃ, ১মা বহুবচন=জানন্তঃ; ন জানন্তঃ=অজানন্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **অন্যেভ্যঃ**=অন্য, ৫মী বহুবচন। **শ্রুত্বা**=শ্রু+ক্ত্বাচ্। **উপাসতে**=উপ-আস্+লট্ অন্তে। **তে**=অব্যয়। **অপি**=অব্যয়। **শ্রুতি-পরায়ণাঃ**=শ্রু+ক্তিন্=শ্রুতি; পরম্ অয়নং যস্য সঃ=পরায়ণঃ—বহুব্রীহি; শ্রুতিরেব পরম্ অয়নং যেষাং তে=শ্রুতি-পরায়ণাঃ—বহুব্রীহি। **মৃত্যুম্**=মৃ+ত্যুক্=মৃত্যু, ২য়া একবচন। **অতিতরন্তি**=অতি-তৄ+লট্ অন্তি। **এব**=অব্যয়॥২৫-২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধন-বিকল্পানাহ—ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। ধ্যানেনাত্মকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা আত্মনি দেহ এব আত্মনা মনসা এনমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি; অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেনাপরে চ কর্মযোগেন পশ্যন্তীতি সর্বত্রানুষঙ্গঃ। এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্তন্নিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ।

অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদি-মার্গেণ এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণমাত্মানং সাক্ষাৎকর্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেঽপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণ-পরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব॥২৫-২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অত্রাত্মদর্শনে বহব উপায়বিকল্পা ইমে ধ্যানাদয় উচ্যন্তে—ধ্যানেনেতি। ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্যুপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্‌চেতয়িতর্যেকাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তদ্ধ্যানম্। তথা—ধ্যায়তীব বকঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবী। ধ্যায়ন্তীব পর্বতাঃ। ইত্যুপমোপাদানাৎ—তৈলধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়ো ধ্যানম্। তেন ধ্যানেনাত্মনি বুদ্ধৌ পশ্যন্ত্যাত্মানং প্রত্যক্‌চেতনমাত্মনা স্বেনৈব প্রত্যক্‌চেতনেন ধ্যানসংস্কৃতেনান্তঃ করণেন কেচিদ্‌যোগিনঃ। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন। সাংখ্যং নাম—ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যাঃ। অহং তেভ্যোঽন্যঃ। তদ্ব্যাপারস্য সাক্ষিভূতো নিত্যো গুণবিলক্ষণ আত্মেতি চিন্তনম্। এষ সাংখ্যো যোগঃ। তেন পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনেতি বর্ততে। কর্মযোগেন কর্মৈব যোগঃ। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যাঽনুষ্ঠীয়মানং ঘটনরূপং যোগার্থত্বাদ্‌যোগ উচ্যতে গুণতঃ। তেন সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ চাপরে।

অন্যে ত্বিতি। অন্যে ত্বেতেষু বিকল্পেষ্বন্যতমেনাপ্যেবং যথোক্তমাত্মানমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্যেভ্যঃ শ্রুত্বা—ইদমেবং চিন্তয়তেত্যুক্তাঃ—উপাসতে শ্রদ্দধানাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তি। তেঽপি চাতিতরন্ত্যেবাতিক্রামন্ত্যেব মৃত্যুং মৃত্যুযুক্তং সংসারমিত্যেতৎ। শ্রুতিপরায়ণাঃ—শ্রুতিঃ শ্রবণং পরময়নং গমনং মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তৌ পরং সাধনং যেষাং তে শ্রুতিপরায়ণাঃ। কেবলপরোপদেশপ্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতা ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিমু বক্তব্যং প্রমাণং প্রতি স্বতন্ত্রা বিবেকিনো মৃত্যুমতিতরন্তীতি॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ উত্তম, মধ্যম, মন্দ ও মন্দতর—এই চারি অধিকারিশ্রেণিতে বিভক্ত। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ

বিপরীত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্মাভিমুখী হয়, সেই উত্তমাধিকারিগণ প্রগাঢ়চিন্তনরূপ ধ্যান দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করেন। যে-আত্মানাত্মবিচার দ্বারা প্রমাণগত ও প্রমেয়গত অসম্ভাবনার নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম সাংখ্যযোগ। মধ্যমাধিকারিগণ এই আত্মানাত্মবিচাররূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা প্রত্যগাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে বিদিত হইয়া থাকেন। আবার মন্দাধিকারিগণ ভগবৎপ্রীত্যর্থ কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ধ্যানযোগ, বিচার ও কর্ম—এই তিন আত্মদর্শনের সাধনস্বরূপ। ধ্যান, বিচার বা কর্মে যাঁহাদের চিত্ত সহজে বিনিবিষ্ট হয় না, সেই চতুর্থাধিকারিগণ দয়ালু সাধু সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধাপূর্বক গুরুর উপদেশ শুনিতে শুনিতে মন পাষাণবৎ হইলেও বিগলিত হইয়া যায়। গুরুভক্ত শিষ্যের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। গুরুর কথামৃত পান করিতে করিতে হৃদয়ে আপনা-আপনি ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিতে গুরুশুশ্রূষু ব্যক্তির কোনোরূপ ক্লেশ হয় না॥২৫-২৬॥

মন্তব্য ঃ মুমুক্ষুগণের একমাত্র উদ্দেশ্য অশান্তিময়, দুঃখময় এই সংসার হইতে শান্তিময় চিদাকাশে গমন। তাহা করিতে হইলে যেকোনো উপায়ে এই সংসারের সম্পর্ক পরিত্যাগ করা চাই। আসল ব্যাপারটি যাওয়া-আসা নহে। সংসার-খেলা দেখিতে চাহি বলিয়া আমরা সংসারের পানে চাহিয়া আছি। সংসারের দিক হইতে চোখ সম্পূর্ণ ফিরাইয়া লইলে সংসার অন্তর্হিত হয়। অবশ্য এই অবস্থা অতি উচ্চাবস্থা। সেখানে পৌঁছাইবার জন্য অধিকারিভেদে নানা উপায় আছে। প্রথমতঃ, যেমন যে-সকল বৈরাগ্যবান ব্যক্তির লোহার ন্যায় মাংসপেশি এবং ইস্পাতের ন্যায় স্নায়ু আছে, তাঁহারা প্রাণশক্তির সাহায্যে মনকে অস্মিতার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। তাহার ফলে দৃক্‌শক্তি মায়ার দিক হইতে ফিরিয়া স্ব-স্বরূপকে উদ্ভাসিত করে। যেমনটি আমরা দেখিয়াছি তোতাপুরীর জীবনে। দ্বিতীয়তঃ, যে-সকল সাধকের শরীর তত বলিষ্ঠ নহে, কিন্তু বুদ্ধি কুশাগ্রবৎ তীক্ষ্ণ, তাঁহারা বিচারবলে স্পষ্টই অনুভব করেন—'আমি দ্রষ্টা, বাকি সবই দৃশ্যমাত্র। ঐ দৃশ্যের সহিত সংযুক্ত থাকার কারণেই আমার দুঃখ-সুখ বোধ হয়।' পরিণামে বিচারবলে 'আমি দৃশ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন'—এই জ্ঞান সুদৃঢ় (conviction) হওয়ামাত্র সাধকের মুক্তিলাভ হয়। তৃতীয়তঃ, যে-সকল সাধকের প্রাণশক্তি পূর্বোক্ত ধ্যানযোগীর ন্যায় প্রবল নহে এবং বিচারশক্তিও দ্বিতীয়োক্ত অধিকারীর ন্যায় সূক্ষ্ম নহে, তাঁহারা সংসারে যেখানেই থাকুন, সেখানেই সকল কর্ম শ্রীভগবানের সেবাজ্ঞানে করিতে পারেন। এইরূপ করিতে করিতে দৃশ্যের উপর যে মমত্ববুদ্ধি সাধকের দুঃখের কারণ হয়, তাহা দূর হইয়া যায়। মমত্ববুদ্ধি দূর হইলেই সেই সাধক অনাত্মবস্তুর দ্রষ্টারূপে নিজেকে বোধ করেন। এবং তিনি যে ভগবানের সহিত নিত্যযুক্ত ও সুখ-দুঃখলেশহীন আনন্দস্বরূপ, তাহা অনুভব করিয়া মুক্তিলাভ করেন ['কর্মযোগেন চাপরে']। চতুর্থতঃ, যে-সকল সাধক পূর্ব পূর্ব জন্মে সৎকার্য, উপাসনা বা কোনোপ্রকার অধ্যাত্মসাধনা বিশেষ কিছু করেন নাই, কিন্তু বহুজন্মের অভিজ্ঞতায় ভোগবাসনা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, সংসারের ব্যর্থতা, দুঃখময়তা বহুল পরিমাণে চোখে পড়িয়াছে অথচ অধ্যাত্মসাধনা সম্পর্কে কিছুই জানিবার সুযোগ পান নাই, পূর্বের কোনো সুকৃতিবশতঃ কোনো জ্ঞানীর সংস্পর্শে

আসিয়া হয়তো তাঁহার উপদেশে শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন অথবা কোনো সাধককুল বা সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ কিছু না বুঝিয়া পরমনিষ্ঠার সহিত গুরুর উপদেশ অনুসারে চলিয়া (অর্থাৎ, সাধন করিয়া) মুক্তিলাভ করেন। সংসারে এই চতুর্থপ্রকার সাধকের সংখ্যাই অধিক॥২৫-২৬॥

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যত কিছু) স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং (স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে) [হইয়া থাকে] বিদ্ধি (জানিও)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভরতবংশাবতংস! যত কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে হইয়া থাকে জানিবে॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ ভরত-ঋষভঃ=ভরতেষু ঋষভঃ=ভরতর্ষভ—৭মী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **যাবৎ**=অব্যয়। **কিঞ্চিৎ**=কিম্+চিৎ (অনিশ্চয়ার্থে)। **স্থাবরজঙ্গমম্**=স্থা+বরচ্=স্থাবর; গম্+যঙ্+অচ্=জঙ্গম্; স্থাবরানি চ জঙ্গমাশ্চ=স্থাবরজঙ্গমম্—দ্বন্দ্ব; (ক্লীব) ১মা একবচন। **সত্ত্বম্**=সদ্+ত্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **সঞ্জায়তে**=সম্-জন্+লট্ তে। তৎ=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ**=ক্ষি+ষ্ট্রন্=ক্ষেত্র; ক্ষেত্র-জ্ঞা+ক=ক্ষেত্রজ্ঞ; সম্-যুজ্+ঘঞ্=সংযোগ; ক্ষেত্রঞ্চক্ষেত্রজ্ঞশ্চ= ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞে—দ্বন্দ্ব; তয়োঃ সংযোগঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; (হেতৌ) ৫মী একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র কর্মযোগস্য তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ—যাবদিতি, যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। যাবৎ যৎকিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সমুৎপদ্যতে, তৎ সর্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যোগাদবিবেককৃত তাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ভবতীতি জানীহি॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অত্র ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্ববিষয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুত ইত্যুক্তম্। তৎ কস্মাদ্ধেতোরিতি? তদ্ধেতুপ্রদর্শনার্থং শ্লোক আরভ্যতে—যাবদিতি। যাবৎ যৎ কিঞ্চিৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে সত্ত্বং বস্তু। কিমবিশেষেণেতি? আহ—স্থাবরজঙ্গমম্। স্থাবরং জঙ্গমং চ। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তজ্জায়ত ইত্যেবং বিদ্ধি জানীহি হে ভরতর্ষভ! কঃ পুনরয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগোঽভিপ্রেতঃ? ন তাবদ্রজ্জ্বেব ঘটস্যাবয়বসংশ্লেষদ্বারকঃ সম্বন্ধবিশেষঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রেণ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সম্ভবতি। আকাশবন্নিরবয়বত্বাৎ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ। তন্তুপটয়োরিব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতরেতরকার্যকারণভাবানভ্যুপগমাদিতি। উচ্যতে—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিষয়বিষয়িণোর্ভিন্ন-স্বরূপয়োরিতরেতরধর্মাধ্যাসলক্ষণঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপবিবেকাভাবনিবন্ধনো

রজ্জুশুক্তিকাদীনাং তদ্বিবেকজ্ঞানাভাবাদধ্যারোপিতসর্পরজতাদিসংযোগবৎ। সোঽয়মধ্যাসস্বরূপঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগো মিথ্যাজ্ঞানলক্ষণঃ। যথাশাস্ত্রং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণভেদপরিজ্ঞানপূর্বকং প্রাগ্দর্শিতরূপাৎ "ক্ষেত্রান্মুঞ্জাদিবেষীকাম্"[1] যথোক্তলক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রবিভজ্য ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইত্যনেন নিরস্তসর্বোপাধিবিশেষং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম স্বরূপেণ যঃ পশ্যতি। ক্ষেত্রং চ মায়ানির্মিতহস্তিহস্তি হর্ম্যাদিবৎ স্বপ্নদৃষ্টবস্তুবদ্গন্ধর্বনগরাদিবদসদেব সদিবাবভাসত ইত্যেবং নিশ্চিতবিজ্ঞানো যস্তস্য যথোক্তসম্যগ্দর্শনবিরোধাদপগচ্ছতি মিথ্যাজ্ঞানম্। তস্য জন্মহেতোরপগমাৎ। য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ—ইত্যনেন বিদ্বান্ ভূয়ো নাভিজায়ত ইতি যদুক্তং তদুপপন্নমুক্তম্॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ব্রহ্মবিদ্যাই যে অবিদ্যানাশের হেতু, তাহা বুঝাইবার জন্যই ভগবান এই শ্লোক হইতে এতদধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত সংসার ও সংসারনিবর্তক আত্মজ্ঞান বিস্তারপূর্বক বলিবেন। অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্যরূপ—জড় অনির্বচনীয়, ভাব ও অভাবরূপ দৃশ্যপ্রপঞ্চ—সমস্তই ক্ষেত্ররূপ জানিবে। আর ক্ষেত্রাতীত, ক্ষেত্রের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ পরমার্থ, সৎস্বরূপ, অসঙ্গ, উদাসীন, সর্বধর্মবর্জিত ও অদ্বিতীয় চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মায়াবশতঃ পরস্পর অবিবেকজন্য সত্য ও অনৃতের মিথুনীকরণরূপ মিথ্যা তাদাত্ম্য অধ্যাসের নাম ইঁহাদের সংযোগ। এই সংযোগ প্রভাবে চরাচর প্রকাশ পাইয়া থাকে। দৃশ্য জগৎ মিথ্যা মায়াকল্পিত জানিবে॥২৭॥

মন্তব্য ঃ স্থির বস্তুকে 'স্থাবর' বলা হয়, যাহা 'জঙ্গম' তাহা গমনশীল, অর্থাৎ জড় ও চেতন। লীলার ছলে ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে নিজের নির্গুণ-স্বরূপ আবৃত্ত করিয়া সগুণ হন। তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার মায়াশক্তি হইতে প্রথমে অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও পরে নানা প্রকার জড়বস্তুর উদ্ভব হয়। চিৎ সেই জড়কে লইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টির কতকগুলিতে অধিকাধিক চেতনত্ব প্রকাশ করেন। তখন চেতনাযুক্ত বস্তুকে বলা হয় জীব বা জঙ্গম এবং চেতনাহীন বস্তুকে বলা হয় স্থাবর বা জড়। কাজেই সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছায় এই সৃষ্টির সব কিছু, হয় চিৎ কিংবা অ-চিৎ রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। যখন বলা হইল ক্ষেত্র, তাহা জড়বস্তু; এই জড়বস্তুর জ্ঞাতা চিৎ-সত্তাই ক্ষেত্রজ্ঞ॥২৭॥

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সমং (নির্বিশেষরূপে) তিষ্ঠন্তং (স্থিত) [সমস্ত পদার্থ] বিনশ্যৎসু (বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনি) [যথার্থ] পশ্যতি (দেখেন)॥২৮॥

১ কঠ উপনিষদ্, ২/৩/১৭

বঙ্গানুবাদ ঃ বিনাশধর্মশীল সমস্ত পদার্থে আত্মাকে সমান ও নির্বিকারভাবে স্থিত ও তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **বিনশ্যৎসু**=বি-নশ্‌+শতৃ=বিনশ্যৎ, ৭মী বহুবচন। **সর্বেষু**=সর্ব+অচ্‌, ৭মী বহুবচন। **ভূতেষু**=ভূ+ক্ত, ৭মী বহুবচন। **সমম্‌**=সম্‌+অচ্‌=সম, ২য়া একবচন। **তিষ্ঠন্তম্‌**=স্থা+শতৃ, ২য়া একবচন। **অবিনশ্যন্তম্‌**=ন-বি-নশ্‌+শতৃ, ২য়া একবচন। **পরমেশ্বরম্‌**=পরমঃ ঈশ্বরঃ=পরমেশ্বরঃ—কর্মধারয়; ২য়া একবচন। **যঃ**=যদ্‌ (পুং), ১মা একবচন। **পশ্যতি**=দৃশ্‌+লট্‌ তি। **সঃ**=তদ্‌ (পুং), ১মা একবচন॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্ম বিষয়ং সম্যগ্‌দর্শনমাহ—সমমিতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্বিশেষং সদ্রূপেণ সমং যথা ভবত্যেবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্‌ পশ্যতি, নান্য ইত্যর্থঃ॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি সম্যগ্‌দর্শনফলমবিদ্যাদিসংসারবীজ নিবৃত্তিদ্বারেণ জন্মাভাব উক্তঃ। জন্মকারণং চাবিদ্যানিমিত্তকঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ উক্তঃ। অতস্তস্যা অবিদ্যায়া নিবর্তকং সম্যগ্‌দর্শনমুক্তমপি পুনঃ শব্দান্তরেণোচ্যতে—সমং সর্বেষ্বিত্যাদি। সমং নির্বিশেষম্‌। তিষ্ঠন্তং স্থিতিং কুর্বন্তম্‌। ক্ক? সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু প্রাণিষু। কম্‌? পরমেশ্বরম্‌। দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যব্যক্তাত্মনোঽপেক্ষ্য পরমশ্চাসাবীশ্বরশ্চ ঈশনশীলশ্চেতি পরমেশ্বরঃ। তং সর্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তম্‌। তানি বিশিনষ্টি—বিনশ্যৎ স্থিতি। তৎ চ পরমেশ্বরমবিনশ্যন্তমিতি ভূতানাং পরমেশ্বরস্য চাত্যন্তবৈলক্ষ্যণ্যপ্রদর্শনার্থম্‌। কথম্‌? সর্বেষাং হি ভাববিকারাণাং জনিলক্ষণো ভাববিকারো মূলম্‌। জন্মোত্তরকালভাবিনোঽন্যে সর্বে ভাববিকারা বিনাশান্তাঃ। বিনাশাৎ পরো ন কশ্চিদস্তি ভাববিকারঃ। ভাবাভাবাৎ। সতি হি ধর্মিণি ধর্মা ভবন্তি। অতোঽন্ত্যভাববিকারাভাবানুবাদেন পূর্বভাবিনঃ সর্বে ভাববিকারাঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি সহ তৎকার্যৈঃ। তস্মাৎ সর্বভূতৈর্বৈলক্ষণ্যমত্যন্তমেব পরমেশ্বরস্য সিদ্ধম্‌। নির্বিশেষত্বমেকত্বং চ। য এবং যথোক্তং পরমেশ্বরং পশ্যতি স পশ্যতি। ননু সর্বোঽপি লোকঃ পশ্যতি। কিং বিশেষণেনৈতি? সত্যং পশ্যতি। কিন্তু বিপরীতং পশ্যতি। অতো বিশিনষ্টি স এব পশ্যতীতি। যথা তিমিরদৃষ্টিরনেকং চন্দ্রং পশ্যতি—তমপেক্ষ্যৈকচন্দ্রদর্শী বিশিষ্যতে স এব পশ্যতীতি। তথৈবেহাপ্যেকমবিভক্তং যথোক্তমাত্মানং যঃ পশ্যতি—স বিভক্তানেকাত্ম-বিপরীতদর্শিভ্যো বিশিষ্যতে এ সব পশ্যতীতি। ইতরে পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি। বিপরীতদর্শিত্বা-দনেকচন্দ্রদর্শিবদিত্যর্থঃ॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বস্তু মাত্রই পরিণামী, সুতরাং ক্ষয়শীল। মায়া-গন্ধর্বনগরাদির ন্যায় সমস্ত পদার্থই দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু আত্মা তাবৎপদার্থেই স্থিতি করিয়াও সমানভাবে নিত্য বিদ্যমান থাকেন। তাঁহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়াদি ধর্ম নাই। আবার, সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। যেমন স্বর্ণনির্মিত কুণ্ডলের "কুণ্ডল" নাম ও তাহার রূপ বা

আকার বিনষ্ট হইলেও স্বর্ণ যেমন তেমনই থাকে, তদ্রূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যাকল্পিত ভাসমান নামরূপময় স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বিনষ্ট হইলেও আত্মার কোনো হানি হয় না। এইরূপ একরসবিদ্যমান আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তাঁহারই দৃষ্টি অভ্রান্ত॥২৮॥

মন্তব্য ঃ সমুদ্রের উপরিতলে নানা প্রকার তরঙ্গ উঠিয়া তাহাতেই নাচিয়া বেড়ায়, আবার তাহাতেই লীন হইয়া যায়। ঠিক সেইরূপ এই জগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমেশ্বরের মধ্যেই উৎপন্ন হয়, কিছু কাল তাঁহাতেই নানা প্রকারে পরিবর্তিত বা বিবর্তিত হইয়া অবশেষে তাঁহাতেই লীন হয়। সর্বভূতের ভিতর পরমেশ্বর থাকেন; কিন্তু সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিন্দুমাত্র হানি হয় না। এই ব্যাপারটি যিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে॥২৮॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥২৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ হি (যেহেতু) [বিদ্বান ব্যক্তি] সর্বত্র (সর্বভূতে) সমং (সমান) সমবস্থিতম্ (সমভাবে অবস্থিত) ঈশ্বরং (আত্মাকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা (আত্মবুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না) ততঃ (সেই নিমিত্ত) পরাং গতিং (পরমগতি) যাতি (প্রাপ্ত হন)॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যেহেতু বিদ্বান ব্যক্তি সর্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বররূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার হনন করেন না, সেই নিমিত্ত তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥২৯॥

ব্যাকরণ ঃ **হিনস্ত্যাত্মনাত্মানম্**=হিনস্তি+আত্মনা+আত্মানম্। **হি**=অব্যয়। **সর্বত্র**=সর্ব+ত্রল্। **সমম্**=সম্+অচ্=সম, ২য়া একবচন। **সমবস্থিতম্**=সম-অব-স্থা+ক্ত=সমবস্থিত, ২য়া একবচন। **ঈশ্বরম্**=ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বর, ২য়া একবচন। **পশ্যন্**=দৃশ্+শতৃ, ১মা একবচন। **আত্মনা**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৩য়া একবচন। **আত্মানম্**=আত্মন্, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **হিনস্তি**=হিন্স্+লট্ তি। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **পরাম্**=পর্+অচ্+টাপ্, ২য়া একবচন। **গতিম্**=গম্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **যাতি**=যা+লট্ তি॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কুত ইত্যত আহ—সমং পশ্যন্ ইতি। সর্বত্র ভূতমাত্রে সমং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যতঃ আত্মনা স্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যস্ত্বেবং ন পশ্যতি, স হি দেহাত্মদর্শী, দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি। তথা চ শ্রুতিঃ—"অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ" (ঈশ উপনিষদ্, ৩য় শ্লোক)। ইতি॥২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যথোক্তস্য সম্যগ্‌দর্শনস্য ফলবচনেন স্তুতিঃ কর্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে— সমং পশ্যন্নিতি। সমং পশ্যন্নুপলভমানঃ। হি যস্মাৎ সর্বত্র সর্বভূতেষু সমবস্থিতং তুল্যতয়াঽবস্থিত-মীশ্বরমতীতানন্তরশ্লোকোক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ। সমং পশ্যন্ কিম্? ন হিনস্তি হিংসাং ন করোত্যাত্মনা স্বেনৈব স্বমাত্মানম্। ততস্তস্মাদহিংসনাদ্‌যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং মোক্ষাখ্যাম্। ননু নৈব কশ্চিৎ প্রাণী স্বয়ং স্বমাত্মানং হিনস্তি। কথমুচ্যতেঽপ্রাপ্তং ন হিনস্তীতি? যথা ন পৃথিব্যাং নান্তরিক্ষে ন দিব্যগ্নিশ্চেতব্য ইত্যাদি। নৈষ দোষঃ। অজ্ঞানামাত্মতিরস্করণোপপত্তেঃ। সর্বো হ্যজ্ঞোঽত্যন্তপ্রসিদ্ধং সাক্ষাদপরোক্ষমাত্মানং তিরস্কৃত্যানাত্মানমাত্মত্বেন পরিগৃহ্য তমপি ধর্মাধর্মৌ কৃত্বোপাত্তমাত্মানং হত্বাঽন্যমাত্মানমুপাদত্তে নবম্। তং চাপি হত্বাঽন্যম্। এবং তমপি হত্বাঽন্যম্। ইত্যেবমুপাত্তমুপাত্তমাত্মানং হন্তীত্যাত্মহা সর্বোঽজ্ঞঃ। যস্তু পরমার্থাত্মাঽসাবপি সর্বদাঽবিদ্যয়া হত এব বিদ্যমানফলাভাবাদিতি সর্বে আত্মহন এবাবিদ্বাংসঃ। যস্তিতরো যথোক্তাত্মদর্শী স উভয়থাঽপ্যাত্মনাত্মানং ন হিনস্তি ন হন্তি। ততো যাতি পরাং গতিম্। যথোক্তং ফলং তস্য ভবতীত্যর্থঃ॥২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জ্ঞানিগণ আত্মাকে সর্বত্র সমান, নির্বিকার ও সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ জানিয়া "আমিই ব্রহ্ম" এই অভেদ বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যাজাল ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। আর অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ দেহাত্ম-বুদ্ধি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্ঘাতে আত্মাকে অবিদ্যাজালে অধিকতর আচ্ছন্ন করিয়া হনন করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" ইতি[১]॥ দম্ভ ও দর্পাদি আসুরিকবৃত্তিশীল ব্যক্তিগণ অন্ধতমসাবৃত নরকে গমন করে। যাহারা দেহাদি অনাত্মপদার্থে আত্মবুদ্ধি করে, তাহারা আত্মঘাতী॥২৯॥

মন্তব্য ঃ আমরা চিদংশ হইলেও তাহা ভুলিয়া নিজেকে দেহই মনে করি। কঠোর ভাষায় বলিলে, আমরা যেন নিজের আত্মাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু নিজেকে যিনি স্বতন্ত্র চিৎস্বরূপ বলিয়া জানেন; আরও জানেন যে, এই বিনাশশীল ও পাপ-পুণ্যে রত সর্বজীবের ভিতরেই দ্রষ্টারূপে, চিদ্রূপে, অবিকৃত ও অবিচলিত রূপে তিনি অবস্থিত আছেন, তখন তিনি যেন আত্মাকে রক্ষাই করেন॥২৯॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥৩০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ চ (যিনি) কর্মাণি (সমস্ত কার্য) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতি কর্তৃকই) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত হইতে) তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্তারং (অকর্তা) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি [সম্যক] (দর্শন করেন)॥৩০॥

---
১ ঈশ উপনিষদ্, ৩

বঙ্গানুবাদ ঃ মায়া অর্থাৎ, প্রকৃতিই সমস্ত কার্য করিয়া থাকেন। যে বিবেকি-পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অকর্তা বলিয়া দর্শন করেন তিনিই সম্যগ্‌দর্শী॥৩০॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। চ=অব্যয়। **কর্মাণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা বহুবচন। **প্রকৃত্যা**=প্র-কৃ+ক্তিন্=প্রকৃতি, ৩য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **সর্বশঃ**=সর্ব+শস্ (প্রকারে)। **ক্রিয়মাণানি**=কৃ+(কর্মণি)শানচ্=ক্রিয়মান, ১মা বহুবচন। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **আত্মানম্**=অত+মনিন্=আত্মন্, ২য়া একবচন। **অকর্তারম্**=কৃ+তৃচ্=কর্তৃ, ১মা একবচন=কর্তা; ন কর্তা=অকর্তা—নঞ্ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **পশ্যতি**=দৃশ্+লট্ তি। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন॥৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু শুভাশুভকর্মকর্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সর্বশঃ সর্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্মাণি যঃ পশ্যতি, তথাত্মানঞ্চাকর্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং, ন স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি, নান্য ইত্যর্থঃ॥৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সর্বভূতস্থমীশ্বরং সমং পশ্যন্ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানমিত্যুক্তম্। তদনুপপন্নং স্বগুণকর্মবৈলক্ষণ্যভেদভিন্নেষ্বাত্মস্বিত্যেতদাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যা—প্রকৃতির্ভগবতো মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিতি[১] মন্ত্রবর্ণাৎ। তয়া প্রকৃত্যৈব চ—নান্যেন—মহদাদিকার্যকরণাকারপরিণতয়া। তান্যেব কর্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিয়মাণানি নির্বর্ত্যমানানি। সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ। যঃ পশ্যত্যুপলভতে। তথাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকর্তারং সর্বোপাধিবিবর্জিতং পশ্যতি। স পশ্যতি। স পরমার্থদর্শীত্যভিপ্রায়ঃ। নির্গুণস্যাকর্তুর্নির্বিশেষস্যাকাশস্যেব ভেদে প্রমাণানুপপত্তিরিত্যির্থঃ॥৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতের পরিণামরূপ ক্রিয়ামাত্রই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-শক্তিবিজৃম্ভিত। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষিস্বরূপ—অকর্তা। এইরূপ শাস্ত্র-বিচার-নেত্রে যিনি আত্মতত্ত্ব দেখিতে না পান, তিনি অন্ধ। আত্মাকে সকলের অধিষ্ঠানভূত ও স্বতন্ত্র বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী॥৩০॥

মন্তব্য ঃ সৃষ্টির মধ্যে যত কিছু ক্রিয়া হইয়া থাকে, সবই প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। পরমাত্মা ঐ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ খেলা দেখিবার জন্য যেন ঐ সৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি নিজে কখনও কিছু করেন না। এই ব্যাপারটি যিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহারই প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে॥৩০॥

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥৩১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদা (যখন) [সাধক] ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ (ভূতসমূহের পৃথক পৃথক ভাব) একস্থং

১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪/১০

(এক আত্মাতে অবস্থিত) ততঃ এব চ (এবং তাঁহা হইতেই) বিস্তারম্ (বিস্তার) অনুপশ্যতি (দর্শন করেন) তদা (তখন) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মস্বরূপ হন)॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যখন সাধক ভূতসমূহকে পৃথক পৃথক ভাবে এক আত্মাতে অবস্থিত এবং একমাত্র আত্মা হইতেই ভূতসকলের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান॥৩১॥

ব্যাকরণ ঃ যদা=যদ্+দাচ্ (কালে)। **ভূত-পৃথক্-ভাবম্**=ভূ+ক্ত=ভূত; পৃথ্+কক্=পৃথক্; ভূ+ঘঞ্=ভাব; পৃথগ্ভাবঃ=পৃথক্ ভাবঃ—কর্মধারয়; ভূতানাং পৃথগ্ভাবঃ=ভূতপৃথগ্ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **একস্থম্**=একস্মিন্ স্থানে তিষ্ঠতি ইতি=এক-স্থা+ক=একস্থ—উপপদ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **এব**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **বিস্তারম্**= বি-স্তৃ+ঘঞ্=বিস্তার, ২য়া একবচন। **অনুপশ্যতি**=অনু-দৃশ্+লট্ তি। **তদা**=তদ্+দাচ্ (কালে)। **ব্রহ্ম**= বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন। **সম্পদ্যতে**=সম্-পদ্+লট্ তে॥৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং ভূতানামপি প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেনাভেদাভূতভেদ-কৃতমপ্যাত্মনো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ—যদেতি। যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবং ভেদম্ একস্থম্ একস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যতি আলোচয়তি, অতএব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি, তদা প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ॥৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পুনরপি তদেব সম্যগ্দর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপঞ্চ্যতে—যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে। ভূতপৃথগ্ভাবং ভূতানাং পৃথগ্ভাবং পৃথকত্বম্। একস্থমেকস্মিন্নাত্মনি স্থিতম্। একস্থমনুপশ্যতি শাস্ত্রাচার্যোপদেশমন্বাত্মানং প্রত্যক্ষত্বেন পশ্যতি আত্মৈবেদং সর্বমিতি[1]। তত এব চ তস্মাদেব চ বিস্তারমুৎপত্তিং বিকাশম্। আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নম্[2] ইত্যেবমাদিপ্রকারৈর্বিস্তারং যদা পশ্যতি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতি তদা তস্মিন্ কাল ইত্যর্থঃ॥৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ইতঃপূর্বে ভগবান ক্ষেত্রের পৃথকত্ব দেখাইয়া ক্ষেত্রজ্ঞের সর্বথা একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ক্ষেত্রেরও যে পৃথকত্ব নাই, তাহাই এক্ষণে বুঝাইতেছেন। কুণ্ডলের নাম ও আকার কল্পনা মাত্র; কিন্তু তাহার অধিষ্ঠানরূপ কাঞ্চন সৎ ও এক। কল্পনায় কনকনির্মিত কুণ্ডল বলয় ও হারাদি ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইলেও স্বর্ণরূপে সমস্তই এক। কল্পনার কুণ্ডল, বলয় ও হার স্বপ্নবৎ অসত্য। এতাবৎ পৃথক বোধ হইলেও বস্তুতঃ এক। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"[3] যে-সময়ে সমস্ত ভূতই সাধকের নিজ আত্মারূপে প্রতীত হয়, সেই অদ্বিতীয় ভাবদর্শী জ্ঞানীর মোহ ও

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭/২৫/২
২ তদেব, ৭/২৬/১
৩ ঈশ উপনিষদ্, ৭

শোক কোথা হইতে হইবে? বস্তুতঃ, অনাত্ম বস্তু মাত্রই পৃথক পৃথক বোধ হইলেও উহা একমাত্র মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থই নাই॥৩১॥

মন্তব্য ঃ বিশ্বচরাচরের নানান বৈচিত্র দেখিতে দেখিতে আমরা মহামোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞান হইলে বুঝিতে পারিব জগতে যত বস্তু আছে, সবই একটি সত্তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে-সকল জিনিস (ইন্দ্রিয়ের বিষয়) অনুভব করি, আসলে তাহা ঐ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া দেখারই ফল; প্রকৃতপক্ষে সকল জড়বস্তুই এক। এই জড়বস্তুর বৈষম্যেই জীবত্বের বৈষম্য। সূক্ষ্মবিচারে জঘন্য কীট হইতে অতি বিজ্ঞ মানুষ, সকলই একইপ্রকার প্রতীয়মান হয়। এই কথাটি উত্তমরূপে বুঝিলে ভোগবাসনা দূর হইয়া যায়। আর মনের নির্বাসনা হওয়ার নামই তো মুক্তি।

এক বহুরূপী নানা প্রকার বেশ ধরিয়া দর্শকদের আমোদিত করিতেছিল। দর্শকদের মধ্যে এক জন ছিল বহুরূপীর সম্পর্কে ভাই। বহুরূপী যে-রূপই ধরুক না কেন, তাহার ভাই তাহাকে সকল রূপের মধ্যেই অনুভব করিতেছিল। ইহার ফলে দর্শকগণ যে আমোদ করিল, তাহার অল্পই সে ভোগ করিল। আর, বহুরূপী পরবর্তিকালে যেখানে যেখানে বাজি দেখাইতে যাইত, ভাইটি সেখানে কখনও যায় নাই।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই বৈচিত্রের আড়ালে অবস্থিত মায়াকে জানিলে জগতের বাহ্যবস্তুর আকর্ষণ অত্যন্ত কমিয়া যায়। জাদুকরের হাতের সাফাই দর্শক বুঝিতে পারিলে জাদু-দর্শনের আকর্ষণ থাকে না। চালাকি ধরা পড়িয়া যায়। এই বিচিত্র জগৎ বস্তুতঃ মায়ার খেলামাত্র। তিনি একাই বহুরূপী সাজিয়াছেন। যে তাঁহাকে চেনে, এই খেলা একটু দেখিলেই তাহার তৃপ্তি হয়, খেলা দেখিবার ইচ্ছা আর থাকে না। বাজিকরী 'প্রকৃতি'-র বাজির রহস্য বুঝিলে কোন্ বুদ্ধিমান লোক আর এই বাজি দেখিতে যাইবে? আবার আমরা যখন রাজা-প্রজা, সুখি-দুঃখী, সৎ-অসৎ, জ্ঞানি-অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে দেখিয়া কতরকম চিন্তা করিয়া থাকি, সকলের মধ্যে এক চিৎ-সত্তা দেখিলে ঐসকল চিন্তা আর থাকে না। নিজের মায়া অবলম্বনে বৈচিত্র সৃষ্টি করিয়া পুরুষ এক প্রকৃতিকে বহু দেখাইতেছেন। ইহা বুঝিলে মামা-পিসা, জ্যাঠা-খুড়া সকলের ভিতরেই যে এক আমি, তাহা তো স্পষ্ট দেখা যায়॥৩১॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥৩২॥
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥৩৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ (অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ (অবিকারী) পরমাত্মা (পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (শরীরে থাকিয়াও) ন করোতি

(কিছুই করেন না) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) যথা (যেমন) সর্বগতম্ (সর্বপদার্থে অবস্থিত) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মত্বজন্য) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) তথা (তদ্রূপ) সর্বত্র (সর্বজীবে) দেহে অবস্থিতঃ আত্মা (দেহস্থিত আত্মা) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হন না)॥৩২-৩৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া পরমাত্মা অব্যয়। তিনি শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না ও [কর্মফলে] লিপ্ত হন না। যেমন সর্বব্যাপী আকাশ সর্ববস্তুতে থাকিয়াও অসঙ্গস্বভাবজন্য কোনো বস্তুর সহিতই লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা দেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত॥৩২-৩৩॥

ব্যাকরণ ঃ **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্; সম্বোধনে ১মা একবচন। **অনাদিত্বাৎ**=আ-দা+কি=আদি; নাস্তি আদিঃ যস্য সঃ=অনাদিঃ—নঞ্ বহুব্রীহি; অনাদি+ত্ব (ভাবে)=অনাদিত্ব, ৫মী একবচন। **নির্গুণত্বাৎ**=গুণ্+ঘঞ্=গুণ; নাস্তি গুণঃ যস্য সঃ=নির্গুণঃ—নঞ্ বহুব্রীহি; নির্গুণ+ত্ব=নির্গুণত্ব, ৫মী একবচন। **অয়ম্**=ইদম্ (পুং), ১মা একবচন। **অব্যয়ঃ**=বি-ই+অল্=ব্যয়; নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য সঃ= অব্যয়—নঞ্ বহুব্রীহি; (পুং) ১মা একবচন। **পরমাত্মা**=পরমঃ আত্মা—কর্মধারয়; ১মা একবচন। **শরীরস্থঃ**=শরীরে তিষ্ঠতি ইতি=শরীর-স্থা+ক—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **ন**=অব্যয়। **করোতি**=কৃ+লট্ তি। **লিপ্যতে**=লিপ্+য লট্ তে। **যথা**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **সর্বগতম্**= সর্বং গতম্=সর্বগতম্—২য়া তৎপুরুষ; (ক্লীব), ১মা একবচন। **আকাশম্**=আ-কাশ্+ঘঞ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সৌক্ষ্ম্যাৎ**=সূচ্+মন্=সূক্ষ্ম; সূক্ষ্ম+ষ্যঞ্=সৌক্ষ্মম্, ৫মী একবচন। **উপলিপ্যতে**= উপ-লিপ্+লট্ তে। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **সর্বত্র**=সর্ব+ত্রল্। **দেহে**=দিহ্+ঘঞ্, ৭মী একবচন। **অবস্থিতঃ**=অব-স্থা+ক্ত। **আত্মা**=অত+মনিন্=আত্মন্, ১মা একবচন॥৩২-৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তথাপি সংসারাবস্থায়াং দেহসম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কর্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনম্? তত্রাহ—অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ, তদেব হি ব্যতি, বিনাশমেতি, যচ্চ গুণবদ্বস্তু, তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি; অয়ং তু পরমাত্মা অনাদির্নির্গুণশ্চ, অতোঽব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ, তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি ন চ কর্মফলৈর্লিপ্যতে।

তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথা সর্বগতং পঙ্কাদিষ্বপি, স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে তথা সর্বত্র উত্তমে, মধ্যমে, অধমে বা দেহে স্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্দোষগুণৈর্নযুজ্যতে ইত্যর্থঃ॥৩২-৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ একস্যাত্মনঃ সর্বদেহাত্মত্বে তদ্দোষসম্বন্ধে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—অনাদিত্বাদিতি। অনাদিত্বাৎ—অনাদের্ভাবোঽনাদিত্বম্। আদিঃ কারণং তদ্যস্য নাস্তি তদনাদি। যদ্ধ্যাদিমত্তৎ স্বেনাত্মনা ব্যেতি। অয়ং ত্বনাদিত্বান্নিরবয়ব ইতি কৃত্বা ন ব্যেতি। তথা নির্গুণত্বাৎ—সগুণো হি গুণব্যয়াদ্ব্যেতি। অয়ং তু নির্গুণত্বাচ্চন ব্যেতীতি পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ। নাস্য ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ। যত এবমতঃ শরীরস্থোঽপি শরীরেষ্বাত্মন উপলব্ধির্ভবতীতি শরীরস্থ উচ্যতে। তথাপি ন করোতি কর্ম।

তদকরণাদেব তৎফলেন ন লিপ্যতে। যো হি কর্তা স কর্মফলেন লিপ্যতে। অয়ং ত্বকর্তা। অতো ন ফলেন লিপ্যত ইত্যর্থঃ। কঃ পুনর্দেহেষু করোতি লিপ্যতে চ? যদি তাবদন্যঃ পরমাত্মনো দেহী করোতি লিপ্যতে চ তত ইদমনুপপন্নমুক্তং—ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধীত্যাদিনা। অথ নাস্তীশ্বরাদন্যো দেহী কঃ করোতি লিপ্যতে চেতি বাচ্যম্। পরো বা নাস্তীতি। সর্বথা দুর্বিজ্ঞেয়ং দুর্বাচ্যং চেতি ভগবৎপ্রোক্তমৌপনিষদং দর্শনং পরিত্যক্তং বৈশেষিকৈঃ সাংখ্যার্হতবৌদ্ধৈশ্চ।

তত্রায়ং পরিহারো ভগবতা স্বেনৈবোক্তঃ—স্বভাবস্তু প্রবর্তত ইতি। অবিদ্যামাত্রস্বভাবো হি করোতি লিপ্যত ইতি ব্যবহারো ভবতি। ন তু পরমার্থত এব তস্মিন্ পরমাত্মনি তদস্তি। অত এতস্মিন্ পরমার্থসাংখ্যদর্শনে স্থিতানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং তিরস্কৃতাবিদ্যাব্যবহারাণাং কর্মাধিকারো নাস্তীতি তত্র তত্র দর্শিতং ভগবতা।

কিমিব ন করোতি ন লিপ্যত ইতি? অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা সর্বগতমিতি। যথা সর্বগতং সর্বব্যাপ্যপি সৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মভাবাদাকাশং খং নোপলিপ্যতে ন সম্বধ্যতে সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥৩২-৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মা নিত্য একরসবিদ্যমান। তাঁহার কখনও উৎপত্তি বা আদি নাই, এই জন্য তিনি অনাদি। আবার তিনি ত্রিগুণাতীত, সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মেরও অধীন নন। তাঁহার জন্ম-মরণাদি বিকার না থাকায় তিনি অব্যয়। জলমধ্যে সূর্য যেমন অধ্যাসিকরূপে স্থিতি করিয়া থাকে, আত্মাও সেইরূপ শরীরে অবস্থিতি করেন। জল চঞ্চল হইলে বস্তুতঃ সূর্য চঞ্চল হয় না এবং জল শুকাইয়া গেলেও সূর্য বিনষ্ট হয় না; সেইরূপ শরীরধর্মের সহিত শরীরস্থ আত্মার কোনো সংস্রব নাই। জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশরূপ বিকার আত্মাতে নাই। আত্মা দেহে থাকিয়াও দেহধর্মে নির্লিপ্ত। সুতরাং, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্ঘাতজনিত ক্রিয়ার ফল আত্মা ভোগ করেন না। আকাশ যেমন সর্বত্র বিরাজ করিয়াও কোনো স্থান, কাল বা বস্তুর সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, বর্ষা, আতপ, অগ্নি, ধূম, রজঃ ও পঙ্কাদির গুণ দোষে লিপ্ত হয় না, আত্মাও সেইরূপ দেব, দানব, মানব, পশু ও পক্ষী আদির দেহে থাকিয়াও কাহারও প্রাকৃতিক ধর্মে লিপ্ত হন না॥৩২-৩৩॥

মন্তব্য ঃ নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বিচারের দ্বারা বুঝা যায় না। যাঁহারা সেই স্বরূপবোধ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিয়া তাঁহারা যে-উপায়ে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই উপায় অবলম্বনই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। কোনো না-দেখা বস্তুর কথা শুনিলে যদি সেই বস্তুর সদৃশ কোনো বস্তু জানা থাকে তাহা হইলে ঐ না-দেখা বস্তুর বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে। কিন্তু যাহার সদৃশ কোনো বস্তুই নাই, তাহা না দেখিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা।

ব্রহ্ম মানবজ্ঞানের অতীত বস্তু। তৎ-সম্পর্কে মোক্ষশাস্ত্র যাহা বলেন, তাহা মানিয়া লওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন, আমরা দেহের মধ্যে যে "আমি"-কে উপলব্ধি করি, তাহা সেই "সমষ্টি আমি"-র একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। সমষ্টি আমি যেন আকাশের ন্যায়। আকাশে

সুগন্ধ-দুর্গন্ধ কত কী থাকে, কিন্তু ঐসব সরিয়া গেলে আকাশে কিছুমাত্র গন্ধ থাকে না। অর্থাৎ, আকাশকে কোনো গন্ধই লিপ্ত করিতে পারে না। আত্মজ্ঞানীরা এই সত্য বারংবার অনুভব করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন। ব্যাসদেব গোপীগণ-আনীত মাখন-ছানা সব খাইয়া পরে বলিলেন, "হে যমুনে, যদি আমি কিছু না খাইয়া থাকি তাহা হইলে তুমি দু-ভাগ হইয়া গোপীগণের অপর তীরে যাইবার পথ করিয়া দাও।" অমনি যমুনা দু-ভাগ হইল এবং গোপীগণ অন্য পারে চলিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দারুণ অসুস্থ, তখন তিনি কাতরতা দেখাইতেছিলেন। কিন্তু হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) প্রতিবাদে অবশেষে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনো কষ্টই বোধ করিতেছিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের অনেকেরই এই দেহাতীত নির্লিপ্ত অবস্থা দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, এই শ্লোক দুইটি অভ্রান্ত সত্য॥৩২-৩৩॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥৩৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) যথা একঃ রবিঃ (যেমন এক সূর্য) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমস্ত) লোকং (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন) তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (সমস্ত ক্ষেত্রকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন)॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যেমন সূর্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকেন॥৩৪॥

ব্যাকরণ ঃ **ভারত**=ভরত+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **যথা**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **একঃ**=এক (পুং), ১মা একবচন। **রবিঃ**=রু+ই, ১মা একবচন। **ইমম্**=ইদম্ (পুং), ২য়া একবচন। **কৃৎস্নম্**=কৃৎ+স্নক্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **লোকম্**=লোক+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **প্রকাশয়তি**=প্র-কাশ্+লট্ তি। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **ক্ষেত্রী**=ক্ষি+ষ্ট্রন্=ক্ষেত্র; ক্ষেত্র+ইন্=ক্ষেত্রিন্, ১মা একবচন। **ক্ষেত্রম্**=ক্ষি+ষ্ট্রন্=ক্ষেত্র, ২য়া একবচন॥৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অসঙ্গত্বাল্লেপো নাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং, প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্মৈর্ন যুজ্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোঽর্থঃ॥৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—যথা প্রকাশয়তীতি। যথা প্রকাশয়ত্যবভাসয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ সবিতাদিত্যঃ। তথা তদ্বন্মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রমেকঃ সন্ প্রকাশয়তি। কঃ? ক্ষেত্রী। পরমাত্মেত্যর্থঃ। হে ভারত। রবিদৃষ্টান্তোঽত্রাত্মন উভয়ার্থোঽপি ভবতি। রবিবৎ সর্বক্ষেত্রেষ্বেক এবাত্মা। অলেপকশ্চেতি॥৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রুতি বলিয়াছেন—"সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে

চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥"[1] যেমন সর্বলোকের চক্ষু—সর্বলোকের প্রকাশক সূর্য বাহ্য পদার্থসমূহের দোষে দূষিত হন না, সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা সকল দেহের প্রকাশক হইলেও কাহারও দুঃখ-শোকাদিতে লিপ্ত হন না। বস্তুতঃ, আত্মা শুভাশুভ কোনো কর্মেরই ফলভাগী হন না॥৩৪॥

মন্তব্য ঃ যেহেতু আমরা কেবল দৃশ্য জগৎকেই দেখিয়া থাকি, সেহেতু এই জগতের অতিরিক্ত কিছু আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। ঋষিগণের প্রত্যক্ষানুভবের কথা জানিয়া দীর্ঘ কাল চিন্তা করিলে তাঁহাদের কথিত চিৎ-সত্তার একটু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। সূর্য উদিত হইলে আমরা সাধারণত ঘরের ভিতর হইতে তাহাকে দেখিতে পাই না, এমনকী রৌদ্রচ্ছটাও দেখি না; কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সবকিছু আলোকিত হইয়া উঠে। সেইরূপ, সচ্চিদানন্দকে দেখিতে না পাইলেও সম্মুখস্থ জড়রাশিকে আমরা জানিতে পারি। এই জানাজানি ব্যাপার তো চিৎ-শক্তিরই কাজ। যেখানে যাহা কিছু জানাজানি, সবই চিৎ-শক্তির লীলা। মানবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বিশেষরূপে প্রণিধান করিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, সচ্চিদানন্দ এই জড়দেহের মাধ্যমে নিজের সত্তার ঈষৎ প্রকাশ দেখাইয়া থাকেন। তাই যোগিগণ জানেন যে, সর্বজীবের ভিতর দিয়া এক সচ্চিদানন্দই যেন চেতনার মাধ্যমে এই জগৎ অনুভব করিতেছেন॥৩৪॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥৩৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যে (যাঁহারা) এবং (পূর্বোক্ত প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরং (ভেদ) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা) বিদুঃ (জানিতে পারেন) তে (তাঁহারা) পরং (পরম ধাম) যান্তি (প্রাপ্ত হন)॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পূর্বোক্ত প্রকারে, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিভিন্ন রূপে জানিতে পারেন এবং ভূতসমূহের কারণরূপ মায়ার অত্যন্তাভাব বুঝিতে পারেন, তিনি কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হন॥৩৫॥

ব্যাকরণ ঃ **ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরম্**=ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ+এবম্+অন্তরম্। **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **এবম্**=অব্যয়। **ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ**=ক্ষি+ষ্ট্রন্=ক্ষেত্র; ক্ষেত্র+জ্ঞা+ক=ক্ষেত্রজ্ঞ; ক্ষেত্রঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চঃ=ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞে—দ্বন্দ্ব; ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **অন্তরম্**=অন্ত-রা+ক, ২য়া একবচন। **ভূত-প্রকৃতি-**

[1] কঠ উপনিষদ্, ২/২/১১

মোক্ষম্=ভূ+ক্ত=ভূত; প্র-কৃ+ক্তিন্=প্রকৃতি; মোক্ষ্+ঘঞ্=মোক্ষ; ভূতানাং প্রকৃতিঃ=ভূতপ্রকৃতিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তস্যাঃ মোক্ষঃ—৫মী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **জ্ঞান-চক্ষুষা**=জ্ঞা+ল্যুট্=জ্ঞান; চক্ষ্+উস্=চক্ষুস্; জ্ঞান এব চক্ষুঃ=জ্ঞানচক্ষুঃ—রূপক কর্মধারয়; ৩য়া একবচন। **বিদুঃ**=বিদ্+লট্ অন্তি। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **পরম্**=পৄ+অচ্=পর, ২য়া একবচন। **যান্তি**=যা+লট্ অন্তি॥৩৫॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ, তথা চেয়মুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি॥৩৫॥

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপুরুষৌ
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্॥

**ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥**

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সমস্তাধ্যায়ার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যথাব্যাখ্যাতয়োরেবং যথাপ্রদর্শিতপ্রকারেণান্তরমিতরেতরবৈলক্ষণ্যবিশেষম্। জ্ঞানচক্ষুষা—শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতমাত্মপ্রত্যায়কং জ্ঞানং চক্ষুঃ। তেন জ্ঞানচক্ষুষা। ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ ভূতানাং প্রকৃতিরবিদ্যালক্ষণাঽব্যক্তাখ্যা। তস্যা ভূতপ্রকৃতের্মোক্ষণমভাবগমনং চ যে বিদুর্বিজানন্তি। যান্তি গচ্ছন্তি। তে পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম। ন পুনর্দেহমাদদত ইত্যর্থঃ॥৩৫॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি ক্ষেত্রকে জড়, কার্যের কর্তা, বিকারযুক্ত ও পরিচ্ছিন্ন এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে চেতন, অকর্তা, অবিকারী ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন এবং যিনি আত্মতত্ত্ববিদ্যা দ্বারা ভূতপ্রকৃতি অবিদ্যা মায়ার সম্পূর্ণ উপশম করিতে সমর্থ হন, তাঁহার সর্বপ্রকার অনর্থের বিনিবৃত্তি ও পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥৩৫॥

**ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত
গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥**

মন্তব্য ঃ লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া বাহিরের এই জগৎ দেখিতে অভ্যস্ত আমরা অন্তর্জগতের বিষয় কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারি না। বহু বার শুনিলেও ধারণা হয় না। গীতা তাই বলিয়াছেন—"শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।" সেই কারণে মানুষকেও মুক্তির কথা বুঝিতে বহু জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিতে হয়।

মানবদেহ পাইলে জীবাত্মা সংসারভোগের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা

যায়, আমাদের দেশের জনসাধারণ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। ভারত স্বাধীন হইবার পর একটু খাওয়া-থাকার সুবিধা হওয়ামাত্র অশিক্ষিত জনগণ ভোগের জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে। সেইরূপ বিশ্বব্যাপী মানবসমাজের আদিপর্বেও একই কথা। যথেচ্ছাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছাইলে ক্রমে ধীরে ধীরে মানবসমাজে ধর্মের প্রবর্তন হইল। সাধারণ অর্থে 'ধর্ম' মানে প্রকৃতির যে-সকল নিয়ম মানিয়া চলিলে ইহ-পরকালে সুখে থাকা যায়। অনেক দিন ধর্মসাধনা করিয়া দেখা গেল যে, সুখের সঙ্গে দুঃখ এমনই জড়িত যে, সুখবর্ধন করিতে গেলে দুঃখও সমানুপাতে বাড়িয়া চলে। তখন বহু অন্তরঙ্গ গবেষণার ফলে শান্তিলাভের উপায় আবিষ্কৃত হইল। এই 'মোক্ষ'-এর তত্ত্ব জানিতে সৃষ্টির প্রথম হইতে মানবসমাজকে লক্ষ লক্ষ বৎসর গবেষণা ও প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে এই তত্ত্ব কেবল ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই সত্য বা তত্ত্বজ্ঞান রক্ষা করিবার তিনটি উপায় মনীষিগণ অবলম্বন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, ঐ তত্ত্বের পরিরক্ষণের (Preservation) জন্য শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচার এবং ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায় স্থাপন। সমাজের বুদ্ধিমান লোকের মধ্যে ঐ বিদ্যাচর্চার জন্য সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি উপাধি সৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ঐ ধর্মবিজ্ঞান কার্যে পরিণত করিবার জন্য 'বর্ণ' ও 'আশ্রম'— এই দুই ব্যবস্থা সমাজে রূপায়িত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থাপনায় ব্যাবহারিক জীবনে সমস্ত কাজ প্রাকৃতিক নিয়মে রক্ষা ও সম্পাদন করিবার জন্য ধীমান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানচর্চায়; শারীরিক ও মানসিক শক্তিধর ব্যক্তিদিগকে সমাজরক্ষার (প্রশাসন ইত্যাদি) দায়িত্বে; বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে সমাজের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থার কাজে এবং অল্প বলবান, অল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণকে সেবামূলক শ্রমজনক কাজে নিযুক্ত করা হইল। প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের গুণানুসারে এই ব্যবস্থা বলবতী হইলেও পরে কালে কালে ইহা বংশগত হইয়া গেল।

আবার, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনকে চারি অংশে ভাগ করা হইল। প্রথমতঃ, বাল্যকালে স্থূলশরীরকে সবল ও কার্যক্ষম এবং সূক্ষ্মশরীরকে মনন ও বিচারে দক্ষ করিবার জন্য ব্রহ্মচর্যে নিযুক্ত করা হইত। এই শিক্ষাই জীবনের মূল ভিত্তি। সেই কারণে ইহাকে বলা হইল ব্রহ্মের চর্যা, অর্থাৎ যত প্রকার আচরণ (ধর্ম, ব্রত, উপাসনা) আছে তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বৃহৎ ব্রত। দ্বিতীয়তঃ, গার্হস্থ্য। এখানে যুবক সংসারে প্রবেশ করিয়া উত্তমরূপে তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া সংসারকে সুখকর করিতে সচেষ্ট হইবে। তৃতীয়তঃ, যখন মানুষের বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব হইবে, তখন সকল কাজের ভার নিজ সন্তানের উপর দিয়া গৃহস্থকে বাড়ি ছাড়িয়া নির্জনস্থানে চলিয়া যাইতে হইবে। কালে বনে যাইয়া ইঁহারা অন্তরজীবনের উন্নতির চেষ্টায় কাল কাটাইবেন। চতুর্থতঃ, বানপ্রস্থাশ্রমে কাল কাটাইতে কাটাইতে যাঁহাদের মনে ব্রহ্ম-নির্বাণ অর্থাৎ পূর্ণমুক্তির বাসনা জাগিত, তাঁহারা বিবিদিষু সন্ন্যাসী হইতেন। তাঁহাদের গৃহ বলিয়া কিছু থাকিত না। যেখানে-সেখানে থাকিয়া তাঁহারা ভিক্ষান্নে কালযাপন করিতেন। তখন আত্ম-নিদিধ্যাসন বা ব্রহ্মচিন্তাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র কাজ।

প্রাচীন কালে দেশ-বিদেশে যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। তখন অল্পসংখ্যক লোকের

মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাকি অধিকাংশ স্থলেই সকলের বোধগম্য পুরাণ প্রভৃতির সাহায্যে ধর্ম প্রচারিত হইত। ব্রাহ্মণগণ সেই পুরাণাদি সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া পড়িয়া শুনাইতেন। মনে হয়, পরবর্তিকালে বৌদ্ধরাই প্রথম ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরও পরে শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সারা ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ধর্মপ্রচার করেন। মহাপ্রভু তীর্থদর্শনের অভিপ্রায়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা বা পাঠ কিছুই করিতেন না। কিন্তু তাঁহার প্রেমোন্মত্ত ভাব যাহারা দেখিত, তাহাদের মধ্যে ঐ ভাব জাগিয়া উঠিত। পরবর্তিকালে তাহা সংক্রামক হইয়া উঠে ও সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতেই মুসলিম শাসনের সময়ে হিন্দুধর্ম পরিরক্ষিত হইয়াছিল। অতএব, 'প্রচার' শব্দের মূল অর্থ কেবল ধর্ম ব্যাখ্যা করা নহে, পরন্তু প্রকৃষ্টরূপে আচরণ করিয়া কীভাবে ধর্মাচরণ করিতে হয় তাহা ইতরসাধারণকে শিক্ষা দেওয়াই 'প্রচার' শব্দের অর্থ।

সেইসঙ্গে ইহাও বুঝা দরকার যে, মুক্তিলাভের পথ বড়ই জটিল। শারীরিক ও মানসিক শক্তিবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি যদি পূর্ব সুকৃতিবশে কোনো সাধনায় নিযুক্ত হয় এবং সমগ্র মনকে শুধু জ্ঞানলাভের পথ ব্যতীত আর কোনো পথে যাইতে না দেয়, তাহা হইলে সে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পুরা পথই একটি Psychological process, একটু এদিক-ওদিক হইলেই চরম বিপদ, অর্থাৎ মুক্তির পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মানুষ সূক্ষ্ম ভোগে লিপ্ত হইয়া পড়ে। পথের বিবরণ যাহাদের জানা নাই, তাহারা অনেকসময়ই অন্যকে উপদেশ দিয়া তাহার অনিষ্ট করিয়া থাকে। যদিও সকল সাধকের গন্তব্যস্থল একই, তথাপি কে কোথা হইতে রওয়ানা হইয়াছে তাহা না জানিলে পথে নানা ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে। যেমন, এক ব্যক্তি মুর্শিদাবাদ হইতে এবং অপর এক ব্যক্তি ময়মনসিংহ হইতে কাশী রওয়ানা হইল। প্রথমদিকে তাহাদের রাস্তা তো সম্পূর্ণ পৃথক হইবেই। সাধকগণেরও প্রত্যেকের এক-একটি ভিন্ন চরিত্রের মানসিকতা ও অবস্থা থাকে। নির্দিষ্টভাবে উপযোগী উপদেশ না পাইলে সাধকের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার বিপুল সম্ভাবনা। ধর্ম যেমন মানবজাতির পরম কল্যাণসাধক, তেমনই এই জগতে ধর্মই মানুষের মধ্যে কলহ ও অশান্তির একটি প্রধান কারণ; তাহা বস্তুতঃ ঐ পথের পরিচয় না জানারই ফল॥৩৫॥

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) জ্ঞানানাম্ (জ্ঞানসমূহের মধ্যে) উত্তমং (শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনর্বার) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বে (সকল) মুনয়ঃ (মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরমসিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন, [হে অর্জুন!] যে-জ্ঞানসাধন দ্বারা মুনিগণ দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হন, আমি তোমাকে আবার সেই সর্বোত্তম জ্ঞান সাধনের বিষয় বলিতেছি॥১॥

ব্যাকরণ ঃ ভগবান্=ভগ+মতুপ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **জ্ঞানানাম্**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **উত্তমম্**=উৎ+তমপ্=উত্তম, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **পরম্**=পৃ+অচ্=পর, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্=ভূয়স্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **প্রবক্ষ্যামি**=প্র-ব্রূ+লৃট্ স্যামি। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **সর্বে**=সর্ব+অচ্=সর্ব, (পুং) ১মা বহুবচন। **মুনয়ঃ**=মন্+ই=মুনি, ১মা বহুবচন। **ইতঃ**=ইদম্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **পরাম্**=পৃ+অচ্+টাপ্, ২য়া একবচন। **সিদ্ধিম্**=সিধ্+ক্তিন্=সিদ্ধি, ২য়া একবচন। **গতাঃ**=গম্+ক্ত=গত, ১মা বহুবচন॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে॥

"যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥" ইত্যুক্তং, স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ, কিন্ত্বীশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্বকং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু" ইত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবংভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি—শ্রীভগবান্ উবাচ "পরং ভূয়ঃ" ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমাত্মনিষ্ঠং "জ্ঞায়তেঽনেনে"-তি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথম্ভূতম্? জ্ঞানানাং তপঃকর্মাদিবিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্‌জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্বে ইতো দেহবন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং প্রাপ্তাঃ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ সর্বমুৎপদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদুৎপদ্যত ইত্যুক্তম্‌। তৎ কথমিতি? তৎপ্রদর্শনার্থং পরং ভূয় ইত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে। অথবা—ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জগৎকারণত্বম্‌। ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ—ইত্যেবমর্থং প্রকৃতিস্থত্বং গুণেষু চ সঙ্গঃ সংসারকারণমিত্যুক্তম্‌। কস্মিন্‌ গুণে কথং সঙ্গঃ? কে বা গুণাঃ? কথং বা তে বধ্নন্তি? গুণেভ্যশ্চ মোক্ষণং কথং স্যাৎ? মুক্তস্য চ লক্ষণং বক্তব্যম্‌—ইত্যেবমর্থং চ শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি। পরং জ্ঞানমিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ভূয়ঃ পুনঃ। পূর্বেষু সর্বেষ্বধ্যায়েষ্বসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি। তচ্চ পরম্‌। পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ। কিং তৎ? জ্ঞানং সর্বেষাং জ্ঞানানামুত্তমম্‌। উত্তমফলত্বাৎ। জ্ঞানানামিতি নামানিত্বাদীনাম্‌। কিং তর্হি? যজ্ঞাদিজ্ঞেয়বস্তুবিষয়াণামিতি। তানি ন মোক্ষায়। ইদং তু মোক্ষায়েতি পরোত্তমশব্দাভ্যাং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিরুচ্যুৎপাদনার্থম্‌। যজ্‌জ্ঞাত্বা যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য। মুনয়ঃ সন্ন্যাসিনো মননশীলাঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যামিতোঽস্মাদ্দেহবন্ধনাদূর্দ্ধম্‌। গতাঃ প্রাপ্তাঃ॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্বাধ্যায়ে "যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌" এই আরব্ধ শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই যে তাবদুৎপত্তির কারণ, ইহা ভগবান বলিয়াছেন। এক্ষণে নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডনার্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন কার্য, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। আবার ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, গুণসঙ্গই জন্মের কারণ। কীরূপে গুণের সংযোগ হয়, গুণ কী কী, কীরূপে গুণসমূহ জীবকে বন্ধন করে, ইহাও এক্ষণে ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। "ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ" এই আরব্ধ শ্লোকে ভূতপ্রকৃতির মোক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভূতপ্রকৃতি সত্ত্বাদি-গুণ হইতে সাধকের কীরূপে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাও বলা আবশ্যক। এই সকল ব্যাখ্যার জন্য চতুর্দশ অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ইতঃপূর্বে ভগবান অর্জুনকে অনেক জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ জ্ঞানসাধন বলিবেন স্বীকার করিতেছেন। যজ্ঞ ও দানাদি জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন অপেক্ষা অমানিত্বাদি জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন উৎকৃষ্ট। কিন্তু এক্ষণে যে আত্মজ্ঞানতত্ত্ব কথিত হইবে, তাহা এতদুভয় হইতেই শ্রেষ্ঠ। অমানিত্বাদি জ্ঞান সাধনে "উৎকৃষ্টবস্তু-বিষয়কত্ব" ব্যাখ্যাত হইয়াছে; আর আত্মতত্ত্বজ্ঞান সাধনে "উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি" ব্যাখ্যাত হইবে॥১॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইদং (এই) জ্ঞানম্‌ (জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) [মুনিগণ] মম (আমার) সাধর্ম্ম্যম্‌ (স্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত) [হইয়া] সর্গে অপি (সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করেন না) প্রলয়ে চ (এবং প্রলয়কালেও) ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই জ্ঞানের সাধন করিলে সাধক আমার স্বরূপের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে সৃষ্টিকালে জন্ম ও প্রলয়কালে লয় পাইতে হয় না॥২॥

ব্যাকরণ ঃ ইদম্=ইদম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্, ২য়া একবচন। **উপাশ্রিত্য**= উপ-আ+শ্রি+ল্যপ্। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **সাধর্ম্যম্**=সধর্ম+ষ্যঞ্=সাধর্ম্য, ২য়া একবচন। **আগতাঃ**= আ-গম্+ক্ত=আগত (পুং), ১মা বহুবচন। **সর্গে**=সৃজ্+ঘঞ্=সর্গ, ৭মী একবচন। **অপি**=অব্যয়। **ন**= অব্যয়। **উপজায়ন্তে**=উপ-জন্+লট্ অন্তে। **প্রলয়ে**=প্র-লী+অচ্, ৭মী একবচন। **চ**=অব্যয়। **ব্যথন্তি**= ব্যথ্+লট্ অন্তি॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষূৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে, তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি প্রলয়দুঃখং নানুভবন্তি পুনর্নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তস্যাশ্চসিদ্ধেরৈকান্তিকত্বং দর্শয়তি—ইদমিতি। ইদং জ্ঞানং যথোক্তমুপাশ্রিত্য—জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায়েত্যেতৎ—মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ন তু সমানধর্মতা সাধর্ম্যম্। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাদ্‌গীতাশাস্ত্রে। ফলবাদশ্চায়ং স্তুত্যর্থমুচ্যতে। সর্গেঽপি সৃষ্টিকালেঽপি নোপজায়ন্তে নোৎপদ্যন্তে। প্রলয়ে ব্রহ্মণোঽপি বিনাশকালে ন ব্যথন্তি চ ব্যথাং নাপদ্যন্তে। ন চ্যবন্তীত্যর্থঃ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি এই জ্ঞান সাধন করেন, তিনি ভগবানের অদ্বিতীয় নির্গুণ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন। হিরণ্যগর্ভাদির উৎপত্তি হইলেও তাঁহাকে আর উৎপন্ন হইতে হয় না এবং হিরণ্যগর্ভের লয় হইলেও তাঁহাকে বিলীন হইতে হয় না॥২॥

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) মম (আমার) যোনিঃ (গর্ভাধানের স্থান) তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গর্ভং (জগতের বীজ) দধামি (প্রক্ষেপ করি) ততঃ (তাহা হইতে) সর্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ভবতি (হয়)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই আমার গর্ভাধানের স্থানস্বরূপ। আমি সেই মায়াতে সঙ্কল্পরূপ গর্ভ (জগদ্বীজ ধারণ করিয়া থাকি)। সেই গর্ভাধান হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ ভারত=ভরত+অণ্=ভারত, সম্বোধনে ১মা একবচন। **মহৎ**=মহ+অৎ, (ক্লীব) ১মা একবচন। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **যোনিঃ**=যু+নি, ১মা একবচন। **তস্মিন্**=তদ্ (ক্লীব), ৭মী একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **গর্ভম্**=গৃ+ভন্, ২য়া একবচন। **দধামি**=ধা+লট্ মি। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **সর্বভূতানাম্**=সর্ব+

অচ্=সর্ব; ভূ+ক্ত=ভূত; সর্বাণি ভূতানি=সর্বভূতানি—কর্মধারয়; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **সম্ভবঃ**=সম্-ভূ+অপ্, ১মা একবচন। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সর্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বান্মহৎ, বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্বা ব্রহ্ম—প্রকৃতিরিত্যর্থঃ; তন্মহদ্ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানং, তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি, প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ, ততো গর্ভাধানাৎ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতীতি॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ ঈদৃশো ভূতকারণমিত্যাহ—মমেতি। মম স্বরূপভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্বভূতানাং কারণম্। সর্বকার্যেভ্যো মহত্ত্বাদ্ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশিষ্যতে। তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য জন্মনো বীজং সর্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তি-মানীশ্বরোঽহমবিদ্যাকামকর্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। সম্ভব উৎপত্তিঃ সর্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণ ততস্তস্মাদ্‌যোনের্মূলকারণাদ্‌গর্ভাধানাদ্ভবতি॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রথম দুই শ্লোকে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের একত্র সঙ্ঘাতই যে সৃষ্টির কারণ এবং সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টিসামর্থ্য যে অসম্ভব, তাহাই বলিতেছেন। মহদ্‌ব্রহ্ম বা অবিদ্যা—অজ্ঞান—প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা অব্যাকৃত মায়াই যোনিস্বরূপ। এই ব্রহ্মোপাধি মায়া মহত্তত্ত্ব নামক প্রথম কার্যের বৃদ্ধির হেতু বলিয়া মহদ্‌ব্রহ্ম নামে উক্ত হইয়াছেন। এই মহদ্‌ব্রহ্মরূপ যোনিতে ভগবানের সৃষ্টিসঙ্কল্পই গর্ভাধানস্বরূপ। অবিদ্যা, কাম ও কর্মযুক্ত যে ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীব প্রলয়কালে বিলীন থাকে, তাহাকেই কার্যকারণসঙ্ঘাতরূপ ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ভগবান চিদাভাসরূপ বীর্যসেক করিয়া থাকেন। তাহাতেই হিরণ্যগর্ভাদি তাবৎ পদার্থেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে॥৩॥

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) সর্বযোনিষু (যাবতীয় যোনিতে) যাঃ (যে-সকল) মূর্তয়ঃ (মূর্তিসমূহ) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) তাসাং (তাহাদিগের) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) যোনিঃ (কারণ) অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্তা) পিতা (পিতা)॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! দেবাদি সমস্ত যোনিতে যে-শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, মায়াই তত্তাবতের মাতৃস্বরূপা এবং আমিই তাহাদের গর্ভাধানকর্তা পিতৃস্বরূপ॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ কৌন্তেয়=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা। **সর্বযোনিষু**=সর্বাঃ যোনয়ঃ=সর্বযোনি—কর্মধারয়; ৭মী বহুবচন। **যাঃ**=যদ্ (স্ত্রী), ১মা বহুবচন। **মূর্তয়ঃ**=মূর্ছ+ক্তিন্=মূর্তি (স্ত্রী), ১মা বহুবচন। **সম্ভবন্তি**=সম্-ভূ+লট্ অন্তি। **মহৎ**=মহ+অৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তাসাম্**=তদ্ (স্ত্রী), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **যোনিঃ**=যু+নি, ১মা একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **বীজপ্রদঃ**=বি-জন্+ড=বীজ; প্র-দা+ড=প্রদ; বীজং প্রদদাতি যঃ সঃ=বীজপ্রদঃ—উপপদ তৎপুরুষ; বীজ-প্র-দা+ক=বীজপ্রদ; ১মা একবচন। **পিতা**=পা+তৃচ্=পিতৃ, ১মা একবচন॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রম এব মদধিষ্ঠিতাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারোঽপি তু সর্বদৈবেত্যাহ—সর্বেতি। সর্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে, তাসাং মূর্তীনাং মহদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতির্যোনিমাতৃস্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ গর্ভাধানকর্তা পিতা॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সর্বযোনিম্বিতি। দেবপিতৃমনুষ্যপশুমৃগাদিষু সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ো দেহসংস্থানলক্ষণা মূর্চ্ছিতাঙ্গাবয়বা মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাস্তাসাং মূর্তীনাং ব্রহ্ম মহৎ সর্বাবস্থং যোনিঃ কারণম্। অহমীশো বীজপ্রদো গর্ভাধানস্য কর্তা পিতা॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু ও বৃক্ষাদি যেকোনো যোনিতে জীব উৎপন্ন হউক না কেন, ঈশ্বর ও মায়ার সঙ্ঘাতই তত্তাবতের মূল কারণ। পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি বা প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষ স্বতন্ত্রভাবে কিছুই উৎপাদন করিতে পারেন না॥৪॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাবাহো (হে মহাবাহো!) প্রকৃতিসম্ভবাঃ (প্রকৃতিজাত) সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ ইতি (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই) গুণাঃ (গুণত্রয়) দেহে অব্যয়ং (দেহমধ্যে অবিনাশী) দেহিনং (আত্মাকে) নিবধ্নন্তি (বন্ধন করিয়া থাকে)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহাবাহো! প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় দেহমধ্যে অব্যয় জীবাত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **মহাবোহো**=মহান্তৌ বাহূঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা একবচন। **সত্ত্বম্**=সদ্+ত্ব (ভাবে)=সত্ত্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **রজঃ**=রন্‌জ্+অসুন্=রজস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তমঃ**=তম+অসুন্=তমস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **প্রকৃতিসম্ভবাঃ**=প্রকৃতেঃ সম্ভবাঃ—৫মী তৎপুরুষ; (পুং) ১মা বহুবচন। **গুণাঃ**=গুণ্+অচ্, ১মা বহুবচন। **অব্যয়ম্**=বি-ই+অচ্=ব্যয়ঃ; নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য সঃ=অব্যয়—নঞ্ বহুব্রীহি; (পুং) ২য়া একবচন। **দেহিনম্**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ; দেহ+ইনি=দেহিন্ ২য়া একবচন। **দেহে**=দেহ, ৭মী একবচন। **নিবধ্নন্তি**=নি-বন্ধ্+লট্ অন্তি॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতপুরুষাভ্যাং সর্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্যেদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি—সত্ত্বমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবং সংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভবঃ উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ; গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্ত্বেনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি স্বকার্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কে গুণাঃ কথং বধ্নন্তীতি? উচ্যতে—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবংনামানঃ। গুণা ইতি পারিভাষিকঃ শব্দো ন রূপাদিবদ্দ্রব্যাশ্রিতাঃ। ন চ গুণগুণিনোরন্যত্বমত্র বিবক্ষিতম্। তস্মাদ্গুণা ইব নিত্যপরতন্ত্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যবিদ্যাত্মকত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞং নিবধ্নন্তীব। তমাস্পদীকৃত্যাত্মানং প্রতিলভন্ত ইতি নিবধ্নন্তীত্যুচ্যতে। তে চ প্রকৃতিসম্ভবা ভগবন্মায়াসম্ভবা নিবধ্নন্তীব। হে মহাবাহো। মহান্তৌ সমর্থতরাবাজানুপ্রলম্বৌ বাহূ যস্য স মহাবাহুঃ। হে মহাবাহো। দেহে শরীরে দেহিনং দেহবন্তমব্যয়ম্। অব্যয়ত্বং চোক্তমনাদিত্বাদিত্যাদিশ্লোকে। ননু দেহী ন লিপ্যত ইত্যুক্তম্। তৎ কথমিহ নিবধ্নন্তী-ত্যন্যথোচ্যতে? পরিহৃতমস্মাভিরিবশব্দেন নিবধ্নন্তীবেতি॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, এই প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থাই ত্রিগুণরূপে কথিত হয়। অঙ্গ ও অঙ্গীর ন্যায় গুণ ও প্রকৃতিতে বস্তুতঃ ভিন্নতা নাই। জীবাত্মা জন্ম ও মরণাদি রহিত হইলেও ত্রিগুণের সঙ্গে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় শোক-মোহাদি রূপ নানা পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে॥৫॥

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অনঘ (হে নিষ্পাপ!) তত্র (সেই গুণসমূহের মধ্যে) নির্মলত্বাৎ (নির্মলত্ব-জন্য) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ং (নিরুপদ্রব) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ (সুখ ও জ্ঞান রূপ সঙ্গ দ্বারা) [আত্মাকে] বধ্নাতি (বন্ধন করে)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে সর্বব্যসন বর্জিত [অর্জুন!]—এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্বচ্ছতা, প্রকাশকতা ও নিরুপদ্রবতা-জন্য সুখ ও জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ অনঘ=অঘ+অচ্=অঘ; নাস্তি অঘং যস্য সঃ=অনঘ—নঞ্ বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা একবচন। **তত্র**=তদ্+ত্রল্ (স্থানে)। **নির্মলত্বাৎ**=মৃজ্+কল্=মল; নির্ (নাস্তি) মলঃ যস্মিন্=নির্মল—নঞ্ বহুব্রীহি; নির্মল+ত্ব (ভাবে)=নির্মলত্ব, ৫মী একবচন। **প্রকাশকম্**=প্র-কাশ্+ণিচ্+ণ্বুল্=প্রকাশক (ক্লীব), ১মা একবচন। **অনাময়ম্**=আ-মী (হিংসা)+অচ্=আময়, ন আময়ঃ=অনাময়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **সত্ত্বম্**=সদ্+ত্ব (ভাবে), (ক্লীব) ১মা একবচন। **সুখসঙ্গেন**=সুখ+ক=সুখ; সন্জ+ঘঞ্=সঙ্গ; সুখেন

সঙ্গঃ=সুখসঙ্গঃ—৩য়া তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **জ্ঞানসঙ্গেন**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; সন্জ+ঘঞ্=সঙ্গ; জ্ঞানেন সঙ্গঃ=জ্ঞানসঙ্গঃ—৩য়া তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **বধ্নাতি**=বন্ধ্+লট্ তি॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাহ—তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকং ভাস্বরম্, অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি, প্রকাশকত্বাচ্চ, স্বকার্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি। হে অনঘ! অপাপ! 'অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্মাংস্তদাভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র সত্ত্বমিতি। তত্র সত্ত্বাদীনাং সত্ত্বস্যৈব তাবল্লক্ষণমুচ্যতে—নির্মলত্বাৎ স্ফটিক ইব মণিঃ প্রকাশকম্। অনাময়ং নিরুপদ্রবম্। সত্ত্বং তন্নিবধ্নাতি। কথম্? সুখসঙ্গেন। সুখ্যহমিতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িণ্যাত্মনি সংশ্লেষাপাদনেনৈব। মমৈব সুখং জাতমিতি মৃষৈব সুখেন সঞ্জনমিতি। সৈষাঽবিদ্যা। ন হি বিষয়ধর্মো বিষয়িণো ভবতি। ইচ্ছাদি চ ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্য ধর্ম ইত্যুক্তং ভগবতা। অতোঽবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্মভূতয়া বিষয়বিষয্যবিবেকলক্ষণয়াঽস্বাত্মভূতে সুখে সঞ্জয়তীব সক্তমিব করোতি। অসুখিনং সুখিনমিব। তথা জ্ঞানসঙ্গেন চ। জ্ঞানমিতি সুখসাহচর্যাৎ ক্ষেত্রস্যৈবান্তঃকরণস্য ধর্মঃ। নাত্মনঃ। আত্মধর্মত্বে সঙ্গানুপপত্তেঃ। বন্ধানুপপত্তেশ্চ। সুখ ইব জ্ঞানাদৌ সঙ্গো মন্তব্যঃ। হে অনঘ অব্যসন॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মার আবরণ শক্তির বিনাশক ও পরম সুখের অভিব্যঞ্জক বলিয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশক ও অনাময় বলিয়া কথিত হইল। এই সত্ত্বগুণ "আমি সুখী, আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি" ইত্যাদি অভিমান দ্বারা জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত করিয়া থাকে॥৬॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) রাগাত্মকং (অনুরাগাত্মক) রজঃ (রজোগুণ) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং (তৃষ্ণা ও আসঙ্গের উৎপাদক) বিদ্ধি (জানিও)। তৎ (তাহা) কর্মসঙ্গেন (কর্মাসক্তির দ্বারা) দেহিনং (আত্মাকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসঙ্গলিপ্সার উৎপাদক। তাহা অনুরাগযোগে জীবকে কর্মসঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ কৌন্তেয়=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **রজঃ**=রন্জ্+অসুন্=রজস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **রাগ-আত্মকম্**=রন্জ্+ঘঞ্=রাগ; রাগঃ আত্মা যস্য তৎ=রাগাত্মন্—বহুব্রীহি; রাগাত্মন্+কন্=রাগাত্মকম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **তৃষ্ণা-আসঙ্গ-সমুদ্ভবম্**=তৃষ্+অ+টাপ্=তৃষ্ণা; আ-সন্জ্+ঘঞ্=আসঙ্গ; সম্-উৎ+ভূ+অপ্=সমুদ্ভব; তৃষ্ণায়া সঙ্গঃ=তৃষ্ণাসঙ্গঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তস্মাৎ সমুদ্ভবঃ

যস্য তৎ—বহুব্রীহি; (ক্লীব) ২য়া একবচন। বিদ্ধি=বিদ্+লোট্ হি। তৎ=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **কর্মসঙ্গেন**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা একবচন=কর্ম; কর্মণা সঙ্গঃ=কর্মসঙ্গঃ—৩য়া তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **দেহিনম্**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ; দেহ+ইনি=দেহিন্; ২য়া একবচন। **নিবধ্নাতি**=নি-বন্ধ্+লট্ তি॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ—"রজঃ" ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি; অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণাপ্রাপ্তাভিলাষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতির্বিশেষেণাসক্তিস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবো যৎ তদ্রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি, তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্মস্বাসক্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ রজ ইতি—রজো রাগাত্মকম্। রঞ্জনাদ্রাগো গৈরিকাদিরিব—রাগাত্মকং বিদ্ধি জানিহি। তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণাঽপ্রাপ্তাভিলাষঃ। আসঙ্গঃ প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রীতিলক্ষণঃ সংশ্লেষঃ। তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তদ্রজো নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন। দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্মসু সঞ্জনং তৎপরতা কর্মসঙ্গঃ। তেন নিবধ্নাতি রজো দেহিনম্॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য বলবতী ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা এবং প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হইলেও তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত মনোবেগের নাম আসঙ্গ। যে বৃত্তি-দ্বারা চিত্ত রঞ্জিত বা আমোদিত হয়, তাহার নাম রাগ। তৃষ্ণা ও আসঙ্গ এই অনুরাগ হইতেই উৎপন্ন হয়। রজোগুণ জীবকে অনুরাগের বশবর্তী করিয়া নানা কর্মে প্রবর্তিত করে; তাহাতেই জীব বন্ধনগ্রস্ত হয়॥৭॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) তমঃ তু (তমোগুণ কিন্তু) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জাত) সর্বদেহিনাং (সর্বজীবের) মোহনং (ভ্রান্তিজনক) বিদ্ধি (জানিও) তৎ (তাহা) প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা) [আত্মাকে] নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! অজ্ঞানজাত ও সর্বজীবের ভ্রান্তিজনক তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত করিয়া থাকে॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **ভারত**=ভরত+অণ্; সম্বোধনে ১মা একবচন। **তু**=অব্যয়। **তমঃ**=তম+অসুন্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অজ্ঞানজম্**=নঞ্-জ্ঞা+ল্যুট্+জন্+ড; ২য়া একবচন। **সর্বদেহিনাম্**=সর্বে দেহিনঃ=সর্বদেহিনঃ—কর্মধারয়; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **মোহনম্**=মুহ্+ণিচ্+অনট্, ২য়া একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রাভিঃ**=প্র-মদ্+ঘঞ্=প্রমাদ; নঞ্-লস্+অচ্=অলস, অলস+ষ্যঞ্=আলস্য; নি-দ্রা+টাপ্=নিদ্রা; প্রমাদশ্চ আলস্যঞ্চ নিদ্রা চ= প্রমাদালস্যনিদ্রা—দ্বন্দ্ব; ৩য়া বহুবচন। **নিবধ্নাতি**=নি-বন্ধ্+লট্ তি॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ—"তম" ইতি। তমস্ত্বজ্ঞানাজ্জাতম্ আবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ; অতঃ সর্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্ অতএব প্রমাদেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো দেহিনং নিবধ্নাতি; অত্র প্রমাদোঽনবধানম্, আলস্যমনুদ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদো লয়ঃ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তমস্ত্বিতি। তমস্তৃতীয়ো গুণঃ। অজ্ঞানজমজ্ঞানাজ্জাতং বিদ্ধি। মোহনং মোহকরমবিবেককরম্। সর্বদেহিনাং সর্বেষাং দেহবতাম্। প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ—প্রমাদশ্চালস্যং চ নিদ্রা চ প্রমাদালস্যনিদ্রাঃ। তাভিস্তত্তমো নিবধ্নাতি ভারত॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আবরণশক্তিরূপ অজ্ঞান হইতে তমোগুণের উৎপত্তি। তমোগুণের জন্য সৎ-এ অসৎ ভ্রম হইয়া থাকে। অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি, কার্যকালে আলস্য এবং চেষ্টা ও যত্নাদির প্রয়োজনকালে তন্দ্রা ও নিদ্রাদি দ্বারা তমোগুণ জীবকে ঘোর অন্ধতামসে আবদ্ধ করিয়া থাকে॥৮॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) [জীবকে] সুখে (সুখে) সঞ্জয়তি (মগ্ন করে) রজঃ (রজোগুণ) কর্মণি (কর্মে) উত (এবং) তমঃ তু (তমোগুণ) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছাদন করিয়া) প্রমাদে (প্রমাদে) সঞ্জয়তি (নিয়োগ করে)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে, রজোগুণ কর্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদে নিয়োগ করিয়া থাকে॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ ভারত=ভরত+অণ্; সম্বোধনে ১মা একবচন। **সত্ত্বম্**=সদ্+ত্ব (ভাবে) (ক্লীব), ১মা একবচন। **সুখে**=সুখ+ক, ৭মী একবচন। **সঞ্জয়তি**=সনৃজ্+ণিচ্+লট্ তি। **রজঃ**=রনৃজ্+অসুন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **কর্মণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৭মী একবচন। **তু**=অব্যয়। **তমঃ**=তম+অসুন্=তমস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান, ২য়া একবচন। **আবৃত্য**=আ-বৃৎ+ল্যপ্। **প্রমাদে**= প্র-মদ্+ঘঞ্=প্রমাদ, ৭মী একবচন। **সঞ্জয়তি**=সনৃজ্+ণিচ্+লট্ তি॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সত্ত্বাদীনামেব স্বস্বকার্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ; এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্মণ্যেব সঞ্জয়তি, তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি, উত অপি আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পুনর্গুণানাংব্যাপারঃ সংক্ষেপত উচ্যতে—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি

সংশ্লেষয়তি রজঃ কর্মণি হে ভারত। সঞ্জয়তীত্যনুবর্ততে। জ্ঞানং সত্ত্বকৃতং বিবেকমাবৃত্যাচ্ছাদ্য তু তমঃ স্বেনাবরণাত্মনা প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত। প্রমাদো নাম প্রাপ্তকর্তব্যা-করণম্॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে দুঃখের কারণসমূহকে অভিভবপূর্বক জীবকে সুখের দিকে আকর্ষণ করে। রজোগুণ প্রবল হইলে সুখের কারণকে অভিভব করিয়া লৌকিক ও বৈদিক কর্মমার্গে জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আর তমোগুণ বর্ধিত হইলে সত্ত্বগুণের কার্যরূপ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদবুদ্ধিতে জীবকে বিমুগ্ধ করে। "সঞ্জয়ত্যুত" পদস্থিত "উত" শব্দ "অপি" শব্দার্থবাচক, অর্থাৎ তদ্দ্বারা আলস্যনিদ্রাদি গৃহীত হইয়াছে॥৯॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয়) রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) [অভিভূত করিয়া] তথা (এবং) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ এব (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়]॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! যখন রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ, তমঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ এবং রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রবল হয়, তখনই সত্ত্বাদিগুণসকল নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **ভারত**=ভরত+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **সত্ত্বম্**=সদ্+ত্ব (ভাবে), (ক্লীব) ১মা একবচন। **রজঃ**=রন্‌জ্+অসুন্=রজস্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **তমঃ**=তম+অসুন্=তমস্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। চ=অব্যয়। **অভিভূয়**=অভি-ভূ+ল্যপ্। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **রজঃ**=রজস্, ১মা একবচন। **সত্ত্বম্**=সত্ত্ব, ২য়া একবচন। **তমঃ**=তমস্, ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **তথা**=অব্যয়। **তমঃ**=তমস্, ১মা একবচন। রজঃ=রজস্, ২য়া একবচন।॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র হেতুমাহ—রজঃ ইতি; রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি, অতঃ স্বকার্যে সুখাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয়োদ্ভবতি, অতঃ স্বকার্যে তৃষ্ণাসঙ্গাদৌ সঞ্জয়তি; এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি, অতঃ স্বকার্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ উক্তং কার্যং কদা কুর্বন্তি গুণা ইতি? উচ্যতে—রজ ইতি। রজস্তমশ্চোভাবপ্যভিভূয় সত্ত্বং ভবত্যুদ্ভবতি বর্ততে যদা তদা লব্ধাত্মকং সত্ত্বং স্বকার্যং জ্ঞান-সুখাদ্যারভতে হে ভারত। তথা রজোগুণঃ সত্ত্বং তমশ্চৈবোভাবপ্যভিভূয় বর্ধতে যদা তদা

কর্মতৃষ্ণাদি স্বকার্যমারভতে। তথৈব তম আখ্যো গুণঃ সত্ত্বং রজশ্চোভাবপ্যভিভূয় তথৈব বর্ধতে যদা তদা জ্ঞানাবরণাদি স্বকার্যমারভতে॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ একজন মনুষ্যকে কখনও যে সাধুপ্রকৃতি কখনও বা অসাধুপ্রকৃতি, আবার কখনও যে লোকাচারে ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, সকল সময়ে সকল গুণ লোকের প্রবল থাকে না। সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে তাঁহাকে সাধু, রজোগুণের বৃদ্ধিকালে তাঁহাকে লোকাচারে ব্যাপৃত ও তমোগুণের প্রবলতাসময়ে তাঁহাকে অসৎ কার্যে প্রবৃত্ত দেখা যায়। অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতি অনুসারে জীবের সাধুতা, লৌকিকতা ও অসাধুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে॥১০॥

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্বদ্বারেষু (সর্বেন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং (জ্ঞানরূপ) প্রকাশঃ (অবকাশ) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) তদা উত (তখনই) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধম্ (বর্ধিত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! যখন দেহের শ্রোত্রাদি সর্বেন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশের উৎপত্তি হয়, সেই সময়ে সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে জানিবে॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **যদা**=যদ্+দাচ্ (কালে)। **অস্মিন্**=ইদম্ (পুং), ৭মী একবচন। **দেহে**=দিহ্+ঘঞ্ ৭মী একবচন। **সর্বদ্বারেষু**=সর্বাণি দ্বারাণি=সর্বদ্বারাণি—কর্মধারয়; ৭মী বহুবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রকাশঃ**=প্র-কাশ্+ণিচ্+ঘঞ্ (পুং), ১মা একবচন। **উপজায়তে**=উপ-জন্+লট্ তে। **তদা**=তদ্+দাচ্ (কালে)। **উত**=অব্যয়। **সত্ত্বম্**=সদ্+ত্ব (ভাবে), (ক্লীব) ১মা একবচন। **বিবৃদ্ধম্**=বি-বৃধ্+ক্ত=বিবৃদ্ধ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **বিদ্যাৎ**=বিদ্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—সর্বদ্বারেম্বিতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে উৎপদ্যতে, তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। উত-শব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদা যো গুণঃ সমুদ্ভূতো ভবতি তদা তস্য কিং লিঙ্গমিতি? উচ্যতে—সর্বদ্বারেম্বিতি। সর্বদ্বারেষু—আত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সর্বাণি করণানি। তেষু সর্বেষু দ্বারেম্বন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্বৃত্তিঃ প্রকাশো দেহেঽস্মিন্নুপজায়তে। তদেব জ্ঞানম্। যদৈবং প্রকাশো জ্ঞানাখ্য উপজায়তে তদা জ্ঞানপ্রকাশেন লিঙ্গেন বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধমুদ্ভূতং সত্ত্বমিতি। উতাপি॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সুখ ও দুঃখের ভোগায়তনস্বরূপ দেহের ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারাই জীব

শব্দাদি অনুভব করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহে যখন জ্ঞানরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ রূপ, রস ও শব্দাদি যখন আবরণদোষ বর্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইতে থাকে, তখনই সত্ত্বগুণোদয় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। সত্ত্বগুণের উদয় হইলে যদি কাহাকেও কোনো কথা বল তাহা সরল, মৃদু, সরস ও হিতার্থকর হইবে। কেহ কোনো কথা বলিলে তাহা বিরুদ্ধভাবে গৃহীত হইবে না। যাহা কিছু দেখিবে, তাহা পবিত্র ও সুন্দর বোধ হইবে, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়েই যেন দেবভাব আসিয়া বিরাজ করিবে॥১১॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) লোভঃ (পরদ্রব্যগ্রহণের ইচ্ছা) প্রবৃত্তিঃ (পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান) কর্মণাম্ (কর্মসমূহের) আরম্ভঃ (উদ্যম) অশমঃ (অশান্তি) স্পৃহা (বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা) এতানি (এই সকল) [চিহ্ন] রজসি বিবৃদ্ধে (রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভরতর্ষভ! রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মারম্ভ, অশম ও স্পৃহা উৎপন্ন হইয়া থাকে॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ রজস্যেতানি=রজসি+এতানি। **ভরত-ঋষভ**=ভরতেষু ঋষভঃ—৭মী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **লোভঃ**=লুভ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **প্রবৃত্তিঃ**=প্র-বৃৎ+ক্তিন্। **কর্মণাম্**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **আরম্ভঃ**=আ-রভ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **অশমঃ**=নঞ্-শম্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **স্পৃহা**=স্পৃহ্+অঙ্, ১মা একবচন। **এতানি**=এতদ্ (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **রজসি**=রন্জ্+অসুন্=রজস্, ৭মী একবচন (ভাবে)। **বিবৃদ্ধে**=বি-বৃধ্+ক্ত=বিবৃদ্ধ, ৭মী একবচন। **জায়ন্তে**=জন্+লট্ অন্তে॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ লোভ ইতি। লোভো ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি যঃ পুনঃ পুনর্বর্ধমানোঽভিলাষঃ, প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্বদ্রূপতা, কর্মণামারম্ভো মহাগৃহাদিনির্মাণোদ্যমঃ, অশমঃ ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদি সংকল্পবিকল্পানুপরমঃ, স্পৃহা উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততো জিঘৃক্ষা রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে—এভির্লিঙ্গৈ রজোগুণস্য বিবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ রজস উদ্ভূতস্যেদং চিহ্নং—লোভ ইতি। লোভঃ পরদ্রব্যা-দিৎসা। প্রবৃত্তিঃ প্রবর্তনং সামান্যচেষ্টা। আরম্ভ উদ্যমঃ। কস্য? কর্মণাম্। অশমো-ঽনুপশমো হর্ষরাগাদিপ্রবৃত্তিঃ। স্পৃহা সর্বসামান্যবস্তুবিষয়া তৃষ্ণা। রজসি গুণে বিবৃদ্ধ এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। হে ভরতর্ষভ॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যখন দেখিবে যে, ধনাদিবিষয়লাভে তৃষ্ণা জন্মিতেছে, তাহার জন্য চেষ্টা, যত্ন ও প্রবৃত্তি বাড়িতেছে; গৃহাদিনির্মাণে, নিজ স্বত্বাধিকারবিস্তারে উদ্যম হইতেছে; যখন

দেখিবে, একটি কার্য করিয়া অপরটির জন্য আবার আগ্রহ হইতেছে; অর্থাৎ অশান্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; অন্যের ধনাদি আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে; তখনই জানিবে রজোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে॥১২॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন!) অপ্রকাশঃ (আবরণ) অপ্রবৃত্তিঃ চ (আলস্য) প্রমাদঃ (অনবধানতা) মোহঃ এব চ (ও মোহ) এতানি (এই সকল) তমসি বিবৃদ্ধে (তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **কুরুনন্দন**=কুরোঃ নন্দনঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **অপ্রকাশঃ**=নঞ্-প্র-কাশ্+ণিচ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **অপ্রবৃত্তিঃ**=নঞ্-প্র-বৃৎ+ক্তিন্, ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **প্রমাদঃ**=প্র-মদ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **মোহঃ**=মুহ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **এতানি**=এতদ্ (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **তমসি**=তম+অসুন্=তমস্, ৭মী একবচন। **বিবৃদ্ধে**=বি-বৃধ্+ক্ত, ৭মী একবচন। **জায়ন্তে**=জন্+লট্ অন্তে॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ, কর্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যং, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি প্রবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে—এতৈস্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশোঽবিবেকোঽত্যন্তম্। অপ্রবৃত্তিশ্চ প্রবৃত্ত্যভাবস্তৎকার্যম্। প্রমাদো মোহ এব চ তৎকার্যে। অবিবেকো মূঢ়তেত্যর্থঃ। তমসি গুণে বিবৃদ্ধ এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। হে কুরুনন্দন॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গুরু ও শাস্ত্রবাক্যরূপ জ্ঞানপ্রকাশের কারণ থাকিতেও বিবেকবুদ্ধির বিকাশ না হওয়ার নাম অপ্রকাশ। প্রবৃত্তিমার্গের শাস্ত্রোপদেশাদি শুনিয়াও অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানে চিত্তের ঔদাস্যের নাম অপ্রবৃত্তি। কার্যের কর্তব্যতা জানিয়াও তাহা সমুচিত সময়ে স্মরণ না হওয়ার নাম প্রমাদ। নিদ্রা বা বিপর্যয়বুদ্ধির নাম মোহ। যখন পূর্বোক্ত বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হয়, তখনই তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে॥১৩॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদা তু (যখন) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে) দেহভৃৎ (জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্ত হয়) তদা (তখন) উত্তমবিদাম্ (হিরণ্যগর্ভোপাসকদিগের) অমলান্ (নির্মল) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দেহাভিমানী জীব সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তাহার উত্তমবিদদিগের নির্মল লোকে গতি হইয়া থাকে॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **তু**=অব্যয়। **যদা**=যদ্+দাচ্ (কালে)। **সত্ত্বে**=সদ্+ত্ব (ভাবে), ৭মী একবচন। **প্রবৃদ্ধে**=প্র-বৃধ্+ক্ত, ৭মী একবচন। **দেহভৃৎ**=দেহং বিভর্তি ইতি দেহভৃৎ; দেহ-ভৃ+ক্বিপ্—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **প্রলয়ম্**=প্র-লী+অচ্=প্রলয়, ২য়া একবচন। **যাতি**=যা+লট্ তি। **তদা**=তদ্+দাচ্ (কালে)। **উত্তম-বিদাম্**=উত্তমং বেত্তি ইতি; উত্তম-বিদ্+ক্বিপ্=উত্তমবিৎ; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অমলান্**=নঞ্-মল্+অচ্=অমল, ২য়া বহুবচন। **লোকান্**=লোক+ঘঞ্=লোক, ২য়া বহুবচন। **প্রতিপদ্যতে**=প্রতি-পদ্+লট্ তে॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ মরণ-সময়ে বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে বিবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি, তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্ত্যুপাসত ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থান-বিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ মরণদ্বারেণাপি যৎ ফলং প্রাপ্যতে তদপি সঙ্গরাগহেতুকং সর্বং গৌণমেবেতি দর্শয়ন্নাহ—যদেতি। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধ উদ্ভূতে তু প্রলয়ং মরণং যাতি প্রতিপদ্যতে দেহভৃদাত্মা। তদোত্তমবিদাং মহদাদিতত্ত্ববিদামিত্যেতৎ। লোকানমলান্ মলরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতীত্যেতৎ॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণের নাম "উত্তম"; আর যাঁহারা এই সকল দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা "উত্তমবিৎ"। ইঁহাদের বাসস্থান অতি পবিত্র প্রকাশময় ও সুখসেব্য দিব্যভোগ্যভাবে সুসজ্জিত। সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে দেহান্ত হইলে সাধকের এই রজস্তমোমলবর্জিত দিব্যলোকে গতি হইয়া থাকে॥১৪॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ রজসি (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং গত্বা (মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে) কর্মসঙ্গিষু

(কর্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে) জায়তে (জন্মলাভ করে) তথা তমসি (তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃত) মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদিযোনিতে) জায়তে (জন্মলাভ করে)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ রজোগুণের বৃদ্ধিকালে দেহাভিমানী জীবের মৃত্যু হইলে কর্মাধিকারী মনুষ্যযোনিতে ও তমোগুণের বৃদ্ধিকালে দেহান্ত হইলে পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ রজসি=রন্জ্+অসুন্=রজস্, ৭মী একবচন। **প্রলয়ম্**=প্র-লী+অচ্=প্রলয়, ২য়া একবচন। **গত্বা**=গম্+ক্ত্বাচ্। **কর্মসঙ্গিষু**=কর্মণা সঙ্গঃ=কর্মসঙ্গঃ—৩য়া তৎপুরুষ; কর্মসঙ্গ+ইনি=কর্মসঙ্গিন্, ৭মী বহুবচন। **জায়তে**=জন্+লট্ তে। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **তমসি**=তম+অসুন্=তমস্, ৭মী একবচন। **প্রলীনঃ**=প্র-লী+ক্ত, ১মা একবচন। **মূঢ়যোনিষু**=মুহ্+ক্ত; যু+নি=যোনি; মূঢ়া যোনিঃ= মূঢ়যোনিঃ—কর্মধারয়; ৭মী বহুবচন॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ রজসীতি। রজসি বিবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ রজসীতি। রজসি গুণে বিবৃদ্ধে প্রলয়ং মরণং গত্বা প্রাপ্য কর্মসঙ্গিষু কর্মাসক্তিযুক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে। তথা তদ্বদেব প্রলীনো মৃতস্তমসি বিবৃদ্ধে মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিযোনিষু জায়তে॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ রজোগুণ কর্ম-সঙ্গ-প্রিয়তাবর্ধক, সুতরাং মৃত্যুকালে রজোগুণের আতিশয্য থাকিলে কর্মলিপ্সু মনুষ্যযোনিতে; এবং তমোগুণ মূঢ়তা ও প্রমাদাদির বীজস্বরূপ বলিয়া তমোগুণের আতিশয্যকালে দেহান্ত হইলে জীবাত্মা পশ্বাদি মূঢ়যোনিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে॥১৫॥

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সুকৃতস্য (সাত্ত্বিক) কর্মণঃ (কর্মের) নির্মলং সাত্ত্বিকং (নির্মল ও সাত্ত্বিক) ফলম্ (ফল) [তত্ত্বদর্শিগণ] আহুঃ (বলিয়াছেন) রজসঃ তু (ও রাজসিক কর্মের) ফলং (ফল) দুঃখং (দুঃখ) তমসঃ (তামসিক কর্মের) ফলম্ (ফল) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ, তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান; মহর্ষিগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **সুকৃতস্য**=কৃ+ক্ত; সুষ্ঠুরূপেণ কৃত=সুকৃত—৩য়া তৎপুরুষ; ৬ষ্ঠী একবচন। **কর্মণঃ**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **নির্মলম্**=নির্ (নাস্তি) মলং যস্মিন্=নির্মল—বহুব্রীহি; (ক্লীব) ১মা একবচন। **সাত্ত্বিকম্**=সদ্+ত্ব=সত্ত্ব; সত্ত্ব+ঠন্ (ইক)=সাত্ত্বিক (ক্লীব), ১মা একবচন।

ফলম্=ফল+অচ্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **আহুঃ**=ব্রূ+লট্ অন্তি। **রজসঃ**=রন্জ্+অসুন্=রজস্, ৬ষ্ঠী একবচন। **তু**=অব্যয়। **দুঃখম্**=দুঃখ+ক=দুঃখ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তমসঃ**=তম+অসুন্=তমস্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অজ্ঞানম্**=নঞ্-জ্ঞা+অনট্, (ক্লীব) ১মা একবচন॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্মদ্বারেণ বিচিত্রফল-হেতুত্বমাহ—কর্মণ ইতি। সুকৃতস্য কর্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ; রজস ইতি রাজসস্য কর্মণ ইত্যর্থঃ; কর্মফলকথনস্য প্রকৃতত্বাৎ তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ; তমস ইতি তামসস্য কর্মণ ইত্যর্থঃ; তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহুঃ; সাত্ত্বিকাদিকর্মলক্ষণঞ্চ "নিয়তং সঙ্গরহিতম্" ইত্যাদিনাষ্টাদশাধ্যায়ে বক্ষ্যতি॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অতীতশ্লোকার্থস্যৈব সংক্ষেপ উচ্যতে—কর্মণ ইতি। কর্মণঃ সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্যেত্যর্থঃ। আহুঃ শিষ্টাঃ—সাত্ত্বিকমেব নির্মলং ফলমিতি। রজসস্তু ফলং দুঃখম্। রাজসস্য কর্মণ ইত্যর্থঃ। কর্মাধিকারাৎ ফলমপি দুঃখমেব কারণানুরূপ্যাদ্রাজসমেব। তথাঽজ্ঞানং তমসস্তামসস্য কর্মণোঽধর্মস্য ফলং পূর্ববৎ॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সত্ত্বগুণ প্রভাবে জীব কেবল নির্মল সুখ, রজোগুণ প্রভাবে অল্পসুখমিশ্রিত অধিক দুঃখ ও তমোগুণ প্রভাবে জীব কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে, ইহা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের মত॥১৬॥

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং (জ্ঞান) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়) রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ (লোভ হয়) তমসঃ (তমোগুণ হইতে) অজ্ঞানং প্রমাদমোহৌ এব চ (অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহই) ভবতঃ (হইয়া থাকে)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **সত্ত্বাৎ**=সদ্+ত্ব (ভাবে)=সত্ত্ব, ৫মী একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **সঞ্জায়তে**=সন্জ্+ণিচ্+লট্ তে। **রজসঃ**=রন্জ্+অসুন্=রজস্, ৫মী একবচন। **লোভঃ**=লুভ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **তমসঃ**=তম+অসুন্=তমস্, ৫মী একবচন। **চ**=অব্যয়। **অজ্ঞানম্**=নঞ্-জ্ঞা+অনট্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **প্রমাদমোহৌ**=প্র-মদ্+ঘঞ্=প্রমাদ; মুহ্+ঘঞ্=মোহ; প্রমাদশ্চ মোহশ্চ=প্রমাদমোহৌ—দ্বন্দ্ব; ১মা দ্বিবচন। **ভবতঃ**=ভূ+লট্ তস্॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্জ্ঞানং সঞ্জায়তে, অতঃ

সাত্ত্বিকস্য কর্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি; রজসো লোভো জায়তে, তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্বকস্য কর্মণো দুঃখং ফলং ভবতি; তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি, অতস্তামসস্য কর্মণোঽজ্ঞানমাত্রং প্রায়ঃ ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিং চ গুণেভ্যো ভবতি? সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাল্লব্ধাত্মকাৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্। রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ চোভৌ তমসো ভবতঃ। অজ্ঞানমেব চ ভবতি॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশরূপ জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াবশতঃ শব্দাদি দ্বারা সত্ত্বগুণোদয়কালে পরম সুখদায়ী দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। বারংবার কর্মসঙ্গবশতঃ রজোগুণপ্রভাবে অধিক হইতে অধিকতর তৃষ্ণা ও লোভ বাড়িতে থাকে এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানাদি উৎপন্ন হয়॥১৭॥

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা[১] অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ) ঊর্ধ্বং (ঊর্ধ্বলোকে) গচ্ছন্তি (গমন করেন)। রাজসাঃ (রজোগুণযুক্ত পুরুষগণ) মধ্যে (মনুষ্যলোকে) তিষ্ঠন্তি (থাকেন)। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্টগুণাবলম্বী) তামসাঃ (তমোগুণবিশিষ্ট পুরুষেরা) অধঃ (অধোগতি) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হয়)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বলোকে গমন করিয়া থাকেন, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনুষ্যলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তমোগুণবৃত্তিস্থগণ অধস্তনলোক প্রাপ্ত হয়॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **সত্ত্বস্থাঃ**=সদ্+ত্ব=সত্ত্ব; সত্ত্বে তিষ্ঠতি ইতি সত্ত্ব; সত্ত্ব-স্থা+ক=সত্ত্বস্থ—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **ঊর্ধ্বম্**=উৎ-হাঙ্+ড, ২য়া একবচন। **গচ্ছন্তি**=গম্+লট্ অন্তি। **রাজসাঃ**=রন্জ্+অসুন্=রজস্; রজস্+অণ্=রাজস্, ১মা বহুবচন। **মধ্যে**=মহ্+যক্=মধ্য, ৭মী একবচন। **তিষ্ঠন্তি**=স্থা+লট্ অন্তি। **জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ**=জঘন+যৎ=জঘন্য; গুণ্+অচ্=গুণ; বৃৎ+ক্তিন্=বৃত্তি; গুণানাং বৃত্তয়ঃ=গুণবৃত্তয়ঃ; জঘন্যা গুণবৃত্তয়ঃ=জঘন্যগুণবৃত্তি—কর্মধারয়; জঘন্যগুণবৃত্ত্যাং তিষ্ঠন্তি ইতি; জঘন্যগুণবৃত্তি-স্থা+ক—উপপদ তৎপুরুষ। **তামসাঃ**=তম+অসুন্=তমস্; তমস্+অণ্=তামস, ১মা বহুবচন। **অধঃ**=অধর+অস্=অধস্ (ক্লীব), ২য়া একবচন॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্ধ্বমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানা ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে। জঘন্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষূৎপদ্যন্তে॥১৮॥

---
১ জঘন্যগুণবৃত্তস্থা ইতি পাঠান্তরঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—ঊর্ধ্বমিতি। ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি দেবলোকাদিষূৎপদ্যন্তে সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বগুণবৃত্তিস্থাঃ। মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যেষূৎপদ্যন্তে রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ—জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চ জঘন্যগুণস্তমঃ। তস্য বৃত্তির্নিদ্রালস্যাদিঃ। তস্মিন্ স্থিতা জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ মূঢ়াঃ। অধো গচ্ছন্তি পশ্বাদিষূৎপদ্যন্তে তামসাঃ॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষগণ পুণ্যের ন্যূনাতিরেকানুসারে ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত দেবলোকসমূহে, রাজসবৃত্তিস্থিত পুরুষগণ পশ্বাদি পাপ-পুণ্যমিশ্রিত লোভতৃষ্ণাকুল মনুষ্যলোকে এবং নিদ্রালস্যাদিযুক্ত তমোগুণপ্রধান পুরুষগণ পশ্বাদি অধো-যোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে অথবা ঘোর নরকাদিতে গমন করে॥১৮॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদা (যখন) দ্রষ্টা (জীব) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ হইতে) অন্যং (অন্যকে) কর্তারং (কর্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (না দেখে) গুণেভ্যঃ চ (ও ত্রিগুণ হইতে) পরং (অতীত) [আত্মাকে] বেত্তি (জানিতে পারে) সঃ (সেই জীব) মদ্ভাবম্ (ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-সময়ে দ্রষ্টা জীব সত্ত্বাদিগুণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্তা বলিয়া স্বীকার করে না ও আত্মাকে গুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই সময়ে জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ যদা=যদ্+দাচ্ (কালে)। **দ্রষ্টা**=দৃশ্+তৃচ্=দ্রষ্টৃ, (পুং) ১মা একবচন। **গুণেভ্যঃ**=গুণ্+অচ্=গুণ, ৫মী বহুবচন। **অন্যম্**=অন্+যৎ=অন্য, ২য়া একবচন। **কর্তারম্**=কৃ+তৃচ্=কর্তৃ (পুং), ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **অনুপশ্যতি**=অনু-দৃশ্+লট্ তি। **চ**=অব্যয়। **পরম্**=পৃ+অচ্=পর, ২য়া একবচন। **বেত্তি**=বিদ্+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মদ্ভাবম্**=মম ভাবঃ=মদ্ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **অধিগচ্ছতি**=অধি-গম্+লট্ তি॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুক্ত্বা ইদানীং তদ্ব্যতিরেকেন মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্তারং নানুপশ্যতি অপি তু গুণা এব কর্মাণি কুর্বন্তীতি পশ্যতি, গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি, স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পুরুষস্য প্রকৃতিস্থত্বরূপেণ মিথ্যাজ্ঞানেন যুক্তস্য ভোগ্যেষু গুণেষু সুখদুঃখমোহাত্মকেষু সুখী দুঃখী মূঢ়োঽহমস্মীত্যেবংরূপো যঃ সঙ্গস্তৎকারণং পুরুষস্য সদসদ্যোনিজন্মপ্রাপ্তিলক্ষণস্য সংসারস্যেতি সমাসেন পূর্বাধ্যায়ে যদুক্তং তদিহ সত্ত্বং রজস্তম ইতি

গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা ইত্যত আরভ্য গুণস্বরূপং গুণবৃত্তং স্ববৃত্তেন চ গুণানাং বন্ধকত্বং গুণবৃত্তনিবদ্ধস্য চ পুরুষস্য যা গতিরিত্যেতৎ সর্ব মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমূলং বন্ধকারণং বিস্তরেণো-ক্তাঽধুনা সম্যগ্‌দর্শনান্মোক্ষো বক্তব্য ইত্যাহ ভগবান্—নান্যমিতি। নান্যং কার্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ কর্তারমন্যং যদা দ্রষ্টা বিদ্বান্ সন্নানুপশ্যতি গুণা এব সর্বাবস্থাঃ সর্বকর্মণাং কর্তার ইত্যেবং পশ্যতি গুণেভ্যশ্চ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিভূতং বেত্তি মদ্ভাবং মম ভাবং বাসুদেবত্বং বাসুদেবঃ সর্বমিত্যেবং পশ্যন্ স দ্রষ্টাঽধিগচ্ছতি॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ই অন্তঃকরণ, বহিঃকরণ, শরীর ও বিষয়াদি ভাবে পরিণত হইয়া সমস্ত কার্য করিয়া থাকে এবং আত্মা কার্য ও গুণ—এই উভয় হইতেই স্বতন্ত্র, এইরূপ যিনি বিদিত হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হন॥১৯॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির বীজ) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (ত্রিগুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ কর্তৃক) বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ সত্ত্বাদি গুণ পরিহার এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ অতিক্রম করিয়া জীব মোক্ষলাভ করিয়া থাকে॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে**=জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ+বিমুক্তঃ+অমৃতম্+ অশ্নুতে। **দেহী**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ, দেহ+ইনি=দেহিন্, ১মা একবচন। **দেহসমুদ্ভবান্**=সম্-উৎ-ভূ+ ঘঞ্=সমুদ্ভব; দেহাৎ সমুদ্ভবঃ=দেহসমুদ্ভবঃ—৫মী তৎপুরুষ; ২য়া বহুবচন। **এতান্**=এতদ্ (পুং), ২য়া বহুবচন। **ত্রীন্**=ত্রি (পুং), ২য়া বহুবচন। **গুণান্**=গুণ্+অচ্=গুণ, ২য়া বহুবচন। **অতীত্য**=অতি-ই+ ল্যপ্। **জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ**=জন্+মন্=জন্ম; মৃ+ত্যুক্=মৃত্যু; জৄ+অঙ্=জরা; দুঃখ+ক=দুঃখ; জন্মশ্চ মৃত্যুশ্চ জরা চ দুঃখঞ্চ=জন্মমৃত্যুজরাদুঃখানি—দ্বন্দ্ব; ৩য়া বহুবচন। **বিমুক্তঃ**=বি-মুচ্+ক্ত, ১মা একবচন। **অমৃতম্**=নঞ্-মৃ+ক্ত, ২য়া একবচন। **অশ্নুতে**=অশ্+লট্ তে॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততশ্চ গুণকৃতসর্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—গুণানিতি। দেহাদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাস্তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্বিমুক্তঃ সন্নমৃতং পরমানন্দং প্রাপ্নোতি॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথমধিগচ্ছতীতি? উচ্যতে—গুণানেতান্ যথোক্তানতীত্য জীবন্নেবাতিক্রম্য মায়োপাধিভূতাংস্ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ—জন্ম চ

মৃত্যুশ্চ জরা চ দুঃখানি চ তৈঃ—জীবন্নেব বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বানমৃতমশ্নুতে। এবং মদ্ভাবমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গুণত্রয় জন্ম-মরণের হেতু। যিনি এই গুণত্রয় পরিহার করিতে পারেন, তাঁহাকে জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। গুণসঙ্গবর্জিত হইতে পারিলে জীব এই দেহসত্ত্বেই পরমানন্দরূপ অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হয়॥২০॥

অর্জুন উবাচ
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) [হে] প্রভো (হে প্রভো!) কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কী কী চিহ্ন দ্বারা) [দেহী] এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই গুণত্রয়) অতীতঃ (মুক্ত) ভবতি (হন) কিমাচারঃ (কীরূপ আচারযুক্ত হন) কথং চ (ও কী প্রকারে) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই গুণত্রয়) অতিবর্ততে (অতিক্রম করেন)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে প্রভো! যিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করেন, তাঁহার চিহ্ন কীরূপ? তিনি কীরূপ আচারবিশিষ্ট হন? এবং কীরূপেই-বা এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া থাকেন?॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **প্রভো**=প্র-ভূ+ডু, সম্বোধনে ১মা একবচন। **কৈঃ**=কিম্ (ক্লীব), ৩য়া বহুবচন। **লিঙ্গৈঃ**=লিন্‌গ্+ঘঞ্=লিঙ্গ (ক্লীব), ৩য়া বহুবচন। **এতান্**=এতদ্ (পুং), ২য়া বহুবচন। **ত্রীন্**=ত্রি (পুং), ২য়া বহুবচন। **অতীতঃ**=অতি-ই+ক্ত, ১মা একবচন। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **কিমাচারঃ**=কঃ আচারঃ অস্য—বহুব্রীহি; (পুং) ১মা একবচন। **কথম্**=অব্যয়; কিম্+থমু। **চ**=অব্যয়। **অতিবর্ততে**=অতি-বৃৎ+লট্ তে॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "গুণানেতানতীত্যামৃতমশ্নুত" ইত্যেতৎ শ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারঞ্চ গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সম্যগ্বুভুৎসুরর্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো! কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈরাত্মচিহ্নৈর্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ, ক আচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ কথং বর্তত ইত্যর্থঃ, কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাং স্ত্রীনপি গুণানতীত্য বর্ততে, তৎ কথয়েত্যর্থঃ॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ জীবন্নেব গুণানতীত্যামৃতমশ্নুত ইতি প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যার্জুন উবাচ—কৈরিতি। কৈর্লিঙ্গৈশ্চিহ্নৈস্ত্রীনেতান্ ব্যাখ্যাতান্ গুণানতীতোঽতিক্রান্তো ভবতি প্রভো? কিমাচারঃ কোঽস্যাচার ইতি কিমাচারঃ। কথং কেন চ প্রকারেণৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে?॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উৎপত্তি, ক্রিয়া, ফল এবং তদ্‌গুণবিযুক্ত পুরুষের

মহিমা শ্রবণ করিয়া গুণপাশবিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগের বাসনা বলবতী হওয়ায় অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গুণাতিক্রমপটু পুরুষের লক্ষণ কী? তাঁহারা যথেষ্টাচারী অথবা বিহিতাচারী? আর এই জন্ম-মৃত্যুর বীজরূপ গুণের অধিকার হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে কী কী করিতে হয়? প্রভু ভৃত্যের দুঃখনিবারক, সুখদাতা ও ইষ্টসিদ্ধিকারী। এই জন্য এখানে ভগবানকে ভবদুঃখনিবারণকারী, পরমসুখদাতা জানিয়া অর্জুন "প্রভো" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) [হে] পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) প্রকাশং চ (প্রকাশ) প্রবৃত্তিং চ (ও প্রবৃত্তি) মোহমেব চ (ও মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (সমুদিত হইলে) [যিনি] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) নিবৃত্তানি (উহারা নিবৃত্ত হইলে) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, প্রকাশরূপ জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বয়ং উদিত হইলে যিনি কখনও দ্বেষ করেন না এবং তাহাদের নিবৃত্তিরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত পুরুষ॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **পাণ্ডব**=পাণ্ডু+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **প্রকাশম্**=প্র-কাশ্+ণিচ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **প্রবৃত্তিম্**=প্র-বৃ+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **মোহম্**=মুহ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **সংপ্রবৃত্তানি**=সম্-প্র-বৃ+ক্ত=সংপ্রবৃত্ত (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **দ্বেষ্টি**=দ্বিষ্+লট্ তি। **নিবৃত্তানি**=নির্-বৃ+ক্ত=নিবৃত্ত (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **কাঙ্ক্ষতি**=কাঙ্ক্ষ্+লট্ তি॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা" দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমেব দত্তোত্তরমপি পুনর্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ— প্রকাশঞ্চেত্যাদি ষড়্ভিস্তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ "সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্" ইতি পূর্বোক্তং সত্ত্বকার্যং, প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্যং, মোহঞ্চ তমঃকার্যম্ উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্বান্যপি কার্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রবৃত্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি "গুণাতীতঃ স উচ্যতে" ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ গুণাতীতস্য লক্ষণং গুণাতীতত্বোপায়ং চার্জুনেন পৃষ্টোঽস্মিঞ্শ্লোকে প্রশ্নদ্বয়ার্থং প্রতিবচনং ভগবানুবাচ। যত্তাবৎ কৈর্লিঙ্গৈর্যুক্তো গুণাতীতো ভবতীতি তচ্ছৃণু— প্রকাশমিতি। প্রকাশং চ সত্ত্বকার্যম্। প্রবৃত্তিং চ রজঃকার্যম্। মোহমেব চ তমঃকার্যম্। ইত্যেতানি ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি সম্যগ্বিষয়ভাবেনোদ্ভূতানি। মম তামসঃ প্রত্যয়ো জাতস্তেনাহং মূঢ়ঃ।

তথা—রাজসী প্রবৃত্তির্মমোৎপন্না দুঃখাত্মকা তেনাহং রজসা প্রবর্তিতঃ প্রচলিতঃ স্বরূপাৎ। কষ্টং মম বর্ততে যোঽয়ং মৎস্বরূপাবস্থানাদ্‌ভ্রংশঃ। তথা সাত্ত্বিকো গুণঃ প্রকাশাত্মা মাং বিবেকিত্বমাপাদয়ন্ সুখেন চ সঞ্জয়ন্ মাং বধ্নাতীতি তানি দ্বেষ্ট্যসম্যগ্দর্শিত্বেন। তদেবং গুণাতীতো ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি। যথা চ সাত্ত্বিকাদিপুরুষঃ সাত্ত্বিকাদিকার্যাণ্যাত্মানং প্রতি প্রকাশ্য নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ন তথা গুণাতীতো নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতীত্যর্থঃ। এতন্ন পরপ্রত্যক্ষং লিঙ্গম্। কিং তর্হি? স্বাত্মপ্রত্যক্ষত্বাদাত্মবিষয়মেবৈতল্লক্ষণম্। ন হি স্বাত্মবিষয়ং দ্বেষমাকাঙ্ক্ষাং বা পরঃ পশ্যতি॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদি কারণ উপস্থিত হইলে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াস্বরূপ প্রকাশ অথবা রজোগুণ-জন্য প্রবৃত্তি কিংবা তমোগুণ প্রভাবে মোহ উদিত হয়, তবে তাহাতে দুঃখবোধে যিনি বিরক্ত হন না, অথবা সুখার্থসাধন-জন্য তত্তাবন্নিবারণের চেষ্টা বা ইচ্ছাও করেন না; অর্থাৎ, যিনি গুণক্রিয়াসমূহকে স্বপ্নদৃষ্ট অলীক ঘটনাবলির ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানেন (স্বপ্নের শত্রুকে শত্রু ও স্বপ্নের মিত্রকে মিত্র বলিয়া যিনি গ্রাহ্য করেন না), তিনি গুণাতীত পুরুষ। গুণাতীত পুরুষের এই লক্ষণ অন্তঃকরণের তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্যে জানিতে পারেন না। এই জন্য এই লক্ষণকে স্বার্থ লক্ষণ বা স্বসংবেদ্য বলে। আর যে-লক্ষণ দেখিয়া অন্যে বুঝিতে পারে, তাহা পরার্থ লক্ষণ বা পরসংবেদ্য নামে উক্ত হইয়া থাকে॥২২॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ (স্থিত) গুণৈঃ (গুণসমূহ কর্তৃক) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) গুণাঃ (গুণসমূহ) বর্তন্তে (স্বকার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে) ইত্যেবং (এইরূপে) যঃ অবতিষ্ঠতি (যিনি অবস্থিতি করেন) ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না)॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি উদাসীনের ন্যায় স্থিত, সত্ত্বাদি গুণ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, গুণপরম্পরাযোগেই সমস্ত কার্য হইতেছে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি ধীরভাবে অবস্থিতি করেন, তিনি গুণাতীত পুরুষ॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **উদাসীনবৎ**=উৎ-আস্+শানচ্=উদাসীন; উদাসীন+বতিচ্=উদাসীনবৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **আসীনঃ**=আস্+শানচ্, ১মা একবচন। **গুণৈঃ**=গুণ্+ঘঞ্, ৩য়া বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **বিচাল্যতে**=বি-চল্+ণিচ্, কর্মণি লট্ তে। **বর্তন্তে**=বৃৎ+লট্ অন্তে। **ইতি**=অব্যয়। **এবম্**=অব্যয়। **অবতিষ্ঠতি**=অব-স্থা+লট্ তি (আর্ষ)। **ইঙ্গতে**=ইঙ্গ+লট্ তে॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং (স্ব)সম্বেদ্যং গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্ত্বা পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যস্যোত্তরমাহ—উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্ন যো বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যাব্যতে,

অপি তু গুণা এব স্বকার্যেষু বর্তন্তে, এতৈর্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি[১]—(পরস্মৈপদমার্ষম্) "নেঙ্গতে" ন চলতি॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং গুণাতীতঃ কিমাচার ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ—উদাসীনবদিতি। উদাসীনবদ্‌যথোদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে তথাঽয়ং গুণাতীতত্বো পায়মার্গেঽবস্থিত আসীন আত্মবিদ্‌গুণৈর্যঃ সন্ন্যাসী ন বিচাল্যতে বিবেকদর্শনাবস্থাতঃ। তদেতৎ স্ফুটীকরোতি—গুণাঃ কার্যকরণবিষয়াকারপরিণতা অন্যোঽন্যস্মিন্ বর্তন্ত ইতি যোঽবতিষ্ঠতি। ছন্দোভঙ্গভয়াৎ পরস্মৈপদপ্রয়োগঃ। যোঽনুতিষ্ঠতীতি বা পাঠান্তরম্। নেঙ্গতে ন চলতি স্বরূপাবস্থ এব ভবতীত্যর্থঃ॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি অনুরাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ, ভাল বা মন্দ কিছুরই পক্ষপাতী নন, যিনি আপনাকে সমস্ত ব্যাপারপ্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অবগত হন, সুখ-দুঃখাদির উদয় হইলে যিনি কোনোমতেই বিচলিত হন না, গুণত্রয় আপনা-আপনিই সাধক ও বাধক ভাবে, গ্রাহ্য ও গ্রাহক ভাবে এবং উপকার্য ও উপকারক ভাবে কার্য করিয়া যাইতেছে, আত্মা সর্বথা নির্লিপ্ত, এইরূপ জানিয়া যিনি দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করেন, তিনিই গুণাতীত পুরুষ॥২৩॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [যিনি] সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট) স্বস্থঃ (স্বরূপে স্থিত) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃত্তিকা, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি) তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ে যাঁহার তুল্য জ্ঞান) ধীরঃ (বুদ্ধিমান) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিজের নিন্দাতে ও স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দুঃখ ও সুখ যাঁহার সমান, স্বরূপাবস্থায় যাঁহার স্থিতি, মৃত্তিকা, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি, প্রিয় ও অপ্রিয় এতদুভয়ই যাঁহার সমান এবং নিজ নিন্দাতে ও নিজ স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান, সেই ধীর-পুরুষই গুণাতীত॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ **সম-দুঃখ-সুখঃ**=সম্+অচ্=সম; দুস্+খন্+ড; সুখ+ক=সুখ; দুঃখঞ্চ সুখঞ্চ=দুঃখসুখম্—দ্বন্দ্ব; সমং দুঃখসুখং যস্য সঃ=সমদুঃখসুখঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **স্বস্থঃ**=স্বস্মিন্ তিষ্ঠতি ইতি স্ব-স্থা+ক=স্বস্থঃ—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ**=লোষ্ট্+অন্=লোষ্ট; অশ্ (ব্যপ্য)+মন্=অশ্মন্, কান্‌চ্+অণ্=কাঞ্চন; লোষ্টঞ্চ অশ্মা চ কাঞ্চনঞ্চ=লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি—দ্বন্দ্ব; সমানানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য সঃ=সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **তুল্য-প্রিয়-অপ্রিয়ঃ**=তুলা+যৎ=তুল্য; প্রী+ক=প্রিয়; ন প্রিয়ঃ=অপ্রিয়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ;

---

১ অবতিষ্ঠতি=অব+স্থা+লট্ তি, কিন্তু সাধারণ নিয়মে হওয়া উচিত অবতিষ্ঠতে অর্থাৎ অব-স্থা ধাতু আত্মনেপদীতে প্রযুক্ত হয়। তাই এখানে পরস্মৈপদী প্রয়োগকে আর্ষ বলা হইল।

প্রিয়ঞ্চ অপ্রিয়ঞ্চ=প্রিয়াপ্রিয়ে—দ্বন্দ্ব; তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সঃ=তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। ধীরঃ=ধী+রা+ক, ১মা একবচন। **তুল্য-নিন্দা-আত্ম-সংস্তুতিঃ**=নিন্দ্+অ+টাপ্=নিন্দা; অত+মনিন্=আত্মন্; সম্-স্তু+ক্তিন্=সংস্তুতি; আত্মনঃ সংস্তুতিঃ=আত্মসংস্তুতিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; নিন্দা চ আত্মসংস্তুতিশ্চ=নিন্দাত্মসংস্তুতী—দ্বন্দ্ব; তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী যস্য সঃ—বহুব্রীহি। (১। অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি অন্তরিক্ষে ইতি অশ্মা মেঘঃ। (সায়ন)। ২। কীটোঽপি সুমনঃ—সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ। অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥ অশ্মন্=মেঘ; প্রস্তর খণ্ড।)

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অপি চ সমেতি। সমে দুঃখসুখে যস্য, যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ, অতএব সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য, তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য, ধীরো ধীমান্, তুল্যা নিন্দা চ আত্মনঃ স্তুতিশ্চ যস্য॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—সমদুঃখসুখ ইতি। সমদুঃখসুখঃ—সমে দুঃখসুখে যস্য স সমদুঃখসুখঃ। স্বস্থঃ—স্ব আত্মনি স্থিতঃ প্রসন্নঃ। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ—লোষ্টং চাশ্মা চ কাঞ্চনং চ সমানি যস্য স সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ—প্রিয়ং চাপ্রিয়ং চ প্রিয়া-প্রিয়ে। তে তুল্যে সমে যস্য সোঽয়ং তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ। ধীরো ধীমান্। তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ—নিন্দা চাত্মসংস্তুতিশ্চ নিন্দাত্মসংস্তুতী। তে তুল্যে যস্য যতেঃ স তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি সুখ ও দুঃখকে অনাত্মস্বরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম জানিয়া তাহাতে উৎফুল্ল বা ম্লান হন না, অর্থাৎ স্বপ্নবৎ উভয়কেই মিথ্যাবোধে উপেক্ষা করেন, (বস্তুতঃ, স্বাত্মানন্দস্বরূপে স্থিতি করিলে সুখ-দুঃখরূপ বৈষম্যবুদ্ধির আদৌ উদয়ই হয় না।) লোভ ও তৃষ্ণা বর্জিত হওয়ায় যাঁহার লোষ্ট, পাষাণ ও কাঞ্চনে ভেদবুদ্ধি নাই; আত্মজ্ঞান-জন্য যাঁহার নিজ হিত বা অহিত দৃষ্টির অভাব হওয়ায় হিতকারী ব্যক্তি প্রিয় ও অহিতকারী ব্যক্তি অপ্রিয়—এই বিষম বুদ্ধির নাশ হইয়াছে, গুণ-দোষের স্তুতি-নিন্দা যিনি আত্মাতে আরোপ করেন না এবং যিনি সদাই আত্মানন্দে একরসবিদ্যমান, তিনিই গুণাতীত পুরুষ॥২৪॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) [যিনি] তুল্যঃ (সমভাবাপন্ন) মিত্রারিপক্ষয়োঃ (মিত্র ও শত্রু পক্ষে) তুল্যঃ (সমজ্ঞানবিশিষ্ট) সর্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্বপ্রকার উদ্যমত্যাগী) সঃ (তিনি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হন)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার মান ও অপমানে সমান বোধ, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ যাঁহার উভয়ই তুল্য এবং যিনি সর্বারম্ভপরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ মান-অপমানয়োঃ=মন্+ঘঞ্=মান; অপ-মন্+ঘঞ্=অপমান; মানশ্চ অপমানশ্চ=

মানাপমানৌ—দ্বন্দ্ব; ৭মী দ্বিবচন। **তুল্যঃ**=তুলা+যৎ। **মিত্র-অরি-পক্ষয়োঃ**=মিদ্+ক্ত্র=মিত্র; ঋ+ইন্=অরি; পক্ষ্+অচ্=পক্ষ; মিত্রশ্চ অরিশ্চ=মিত্রারী; মিত্রার্যোঃ পক্ষৌ=মিত্রারিপক্ষৌ—৭মী দ্বিবচন। **সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী**=সর্ব+অচ্=সর্ব; আ-রভ্+ঘঞ্=আরম্ভ; পরি-ত্যজ্+ঘিণুন্=পরিত্যাগিন্, ১মা একবচন=পরিত্যাগী; সর্বে আরম্ভাঃ=সর্বারম্ভাঃ—কর্মধারয়; সর্বারম্ভান্ পরিত্যজতি ইতি সর্বারম্ভ—উপপদ তৎপুরুষ। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **গুণ-অতীতঃ**=গুণ্+অচ্=গুণ; অতি-ই+ক্ত=অতীত; গুণেভ্যঃ অতীতঃ=গুণাতীতঃ—৫মী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অপি চ মানেতি। মানে অপমানে চ তুল্যঃ, মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ, সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য স এবম্ভূতাচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—মানাপমানয়োরিতি। মানাপমানয়োস্তুল্যঃ সমো নির্বিকারঃ। তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ যদ্যপ্যুদাসীনা ভবন্তি কেচিৎ স্বাভিপ্রায়েণ তথাপি পরাভিপ্রায়েণ মিত্রারিপক্ষয়োরিব ভবন্তীতি তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োরিত্যাহ। সর্বারম্ভপরিত্যাগী—দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি কর্মাণ্যারভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ। সর্বানারম্ভান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি সর্বারম্ভপরিত্যাগী। দেহধারণমাত্রনিমিত্তব্যতিরেকেণ সর্বকর্মপরিত্যাগীত্যর্থঃ। গুণাতীতঃ স উচ্যতে। উদাসীনবদিত্যাদি গুণাতীতঃ স উচ্যত ইত্যেতদন্তমুক্তং যাবদ্‌যত্নসাধ্যং তাবৎ সংন্যাসিনাঽনুষ্ঠেয়ম্। গুণাতীতত্বসাধনং মুমুক্ষোঃ স্থিরীভূতং তু স্বসংবেদ্যং সদ্‌গুণাতীতস্য যতের্লক্ষণং ভবতীতি॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি সৎকারে ও তিরস্কারে, আদরে ও অনাদরে, মান ও অপমান বোধ করিয়া হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হন না, যিনি মিত্র ও শত্রু উভয়ের প্রতিই উদাসীন, অর্থাৎ যাঁহার মিত্রের প্রতি আদর ও শত্রুর প্রতি দ্বেষ নাই, যিনি একজনের প্রতি অনুগ্রহ ও অন্যের প্রতি নিগ্রহ করেন না এবং লৌকিক বা বৈদিক কোনো কার্যার্থে যাঁহার উদ্যোগ ও চেষ্টা নাই, কেবল দেহযাত্রানির্বাহার্থ ভিক্ষাটনাদি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, সেই তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিই গুণাতীত॥২৫॥

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ চ (এবং যিনি) মাম্ (আমাকে) অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিক) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগসহ) সেবতে (উপাসনা করেন) সঃ (তিনি) এতান্ (এই সকল) গুণান্ (গুণসমূহ) সমতীত্য (অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাবলাভে) কল্পতে (সমর্থ হন)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি আমাকে অনন্যভক্তিযোগসহ সেবা করেন, তিনি পূর্বোক্ত গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতালাভে সমর্থ হন॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। চ=অব্যয়। মাম্=অস্মদ্, ২য়া একবচন। অব্যভিচারেণ= বি-অভি-চর্+ঘঞ্=ব্যভিচার; ন ব্যভিচার=অব্যভিচার—নঞ্ তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। ভক্তিযোগেন= ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি; যুজ্+ঘঞ্=যোগ; ভক্ত্যা যোগঃ=ভক্তিযোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। সেবতে=সেব্+লট্ তে। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। এতান্=এতদ্ (পুং), ২য়া একবচন। সমতীত্য= সম্-অতি-ই+ল্যপ্। ব্রহ্মভূয়ায়=কৢপি ধাতুযোগে ৪র্থী। কল্পতে=কৢপ্+লট্ তে॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কথঞ্চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্তত ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—মাঞ্চেতি। চশব্দোঽবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ একান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে, স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অধুনা কথং চ ত্রীন্ গুণানতিবর্তত ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ—মাং চেতি। মাং চেশ্বরং নারায়ণং সর্বভূতহৃদয়াশ্রিতং যো যতিঃ কর্মী বাঽব্যভিচারেণ ন কদাচিদেযা ব্যভিচরতি। ভক্তিযোগঃ—ভজনং ভক্তিঃ সৈব যোগঃ তেন বিবেক-বিজ্ঞানাত্মকেন ভক্তিযোগেন জ্ঞানসমুদ্ভবেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ যথোক্তান্ ব্রহ্মভূয়ায়—ভবনং ভূয়ঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি সর্বান্তর্যামী ভগবানকে অকপট ভক্তিসহ ভজনা করেন, অর্থাৎ যিনি তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া ভগবদ্ভজনা করিয়া থাকেন, সেই ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি গুণত্রয়ের প্রভাব অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। ভক্তিমানের মুক্তি করতলস্থ। পরম ভক্ত-ব্যক্তিই গুণাতীত পুরুষ॥২৬॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ হি (যেহেতু) অহং (আমি) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মভাবের) অব্যয়স্য চ (ও অব্যয়) অমৃতস্য (মোক্ষরূপ) শাশ্বতস্য (শাশ্বত) ধর্মস্য চ (ধর্মের) ঐকান্তিকস্য চ (ও ঐকান্তিক) সুখস্য (সুখের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যেহেতু আমি (বাসুদেব) অমৃতস্বরূপ, অব্যয়স্বরূপ, শাশ্বত ও ধর্মস্বরূপ এবং অব্যভিচারিসুখস্বরূপ ব্রহ্ম (আমাকে ভক্তি করিলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে)॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য=প্রতিষ্ঠা+অহম্+অমৃতস্য+অব্যয়স্য। হি=অব্যয়। অহম্=

অস্মদ্, ১মা একবচন। ব্রহ্মণঃ=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। প্রতিষ্ঠা=প্রতি-স্থা+অঙ্। অব্যয়স্য=বি-ই+অচ্=ব্যয়; নাস্তি ব্যয়ঃ=অব্যয়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ৬ষ্ঠী একবচন। অমৃতস্য=মৃ+ক্ত=মৃত; নঃ মৃতঃ=অমৃতঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ৬ষ্ঠী একবচন। শাশ্বতস্য=শশ্বৎ+অণ্=শাশ্বত, ৬ষ্ঠী একবচন। ধর্মস্য=ধৃ+মন্=ধর্ম, ৬ষ্ঠী একবচন। চ=অব্যয়। ঐকান্তিকস্য=একান্ত+ইক্(ঠন্)=ঐকান্তিক, ৬ষ্ঠী একবচন। সুখস্য=সুখ+ক=সুখ, ৬ষ্ঠী একবচন॥২৭॥

চতুর্দশোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণো হীতি। হি যস্মাৎ ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং, যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ; তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য চ মোক্ষস্য নিত্য-মুক্তত্বাৎ, তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ, তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ, অতো মৎসেবিনো মদ্ভাবস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্‌যুক্তমেবোক্তং "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" ইতি॥২৭॥

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গ-প্রসঞ্জিত-ভবাম্বুধিম্ ।
সুখং তরতি মদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কুত এতদিতি? উচ্যতে—ব্রহ্মণ ইতি। ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো হি যস্মাৎ প্রতিষ্ঠাঽহম্। প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা। অহং প্রত্যগাত্মা। কীদৃগ্‌ভূতস্য ব্রহ্মণঃ? অমৃতস্যাবিনাশিনঃ। অব্যয়স্যাবিকারিণঃ। শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য। ধর্মস্য। জ্ঞানস্য জ্ঞানযোগধর্মপ্রাপ্যস্য সুখস্যানন্দরূপস্য। ঐকান্তিকস্যাব্যভিচারিণঃ। অমৃতাদিস্বভাবস্য পরমানন্দরূপস্য পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা সম্যগ্‌জ্ঞানেন পরমাত্মতয়া নিশ্চীয়ত ইতি। তদেতদ্‌ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইত্যুক্তম্। যয়া চেশ্বরশক্ত্যা ভক্তানুগ্রহাদিপ্রয়োজনায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ততে সা শক্তির্ব্রহ্মৈবাহম্। শক্তিশক্তিমতোরনন্যত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রহ্ম। তস্য ব্রহ্মণো নির্বিকল্পকোঽহমেব—নান্যঃ—প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ। কিংবিশিষ্টস্য? অমৃতস্যামরণধর্মকস্য। অব্যয়স্য ব্যয়রহিতস্য। কিঞ্চ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণস্য। সুখস্য তজ্জনিতস্য-ঐকান্তিকস্যৈকান্তনিয়তস্য চ প্রতিষ্ঠাঽহমিতি বর্ততে॥২৭॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বাসুদেবই তত্ত্বমসি[১] মহাবাক্যের "তৎপদবাচ্যার্থ" উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ মায়াবিশিষ্ট সোপাধিক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং বাসুদেবই নিরুপাধিক ব্রহ্মের লক্ষ্যার্থস্বরূপ। বাসুদেব যে-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, সেই "তৎ" পদবাচ্য ব্রহ্ম বিনাশবর্জিত, অব্যয়

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৮/৭

অর্থাৎ বিপরিণামরহিত, তিনি শাশ্বত বা অপক্ষয়শূন্য, তিনি নির্বিকার, তিনি সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ ও তিনি নির্মল আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মাও ভগবান বাসুদেবকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥"

হে ভগবন্! তুমি সর্বত্র এক স্বরূপ, সকল প্রাণীর আত্মাস্বরূপ, সর্ব শরীরে তুমিই স্থিতি করিতেছ, তুমি নিত্যকাল বিদ্যমান, তুমি সত্যস্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ, তুমি অন্তবিবর্জিত, তুমি আদ্য, নিত্য, অক্ষর, সর্বব্যাপক ও অজ্ঞানাঞ্জনরহিত, তুমি সর্বত্র পরিপূর্ণ, অদ্বয় ও উপাধিবিহীন এবং তুমি অমৃতস্বরূপ। ভগবান বাসুদেবই পরমব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহাকে যেভাবে হউক, অব্যভিচারিণী ভক্তিসহ সেবা করিলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্" ইহার অন্যরূপ অর্থও হয়। যথা—ব্রহ্ম শব্দে বেদ, আমি বেদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ অর্থাৎ বেদ আমারই বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছে। যথা শ্রুতি—"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি"[১]—কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডময় ঋগাদি সমস্ত বেদই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মস্বরূপ পদেরই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বেদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ভগবান বাসুদেবে যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি, তিনি নিশ্চয়ই পরম ধাম প্রাপ্ত হইবেন॥২৭॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

১ কঠ উপনিষদ্, ১/২/১৫

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। ঊর্ধ্বমূলম্ (ঊর্ধ্বদিকে যাহার মূল) অধঃশাখম্ (অধোদিকে যাহার শাখা) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অশ্বত্থং (শ্বঃ—কল্য, স্থা—থাকা; কালও থাকিবে এইরূপ বিশ্বাসের অযোগ্য; অশ্বত্থরূপ সংসার) [শ্রুতিসমূহ] প্রাহুঃ (বলেন); ছন্দাংসি (বেদসকল) যস্য (যাহার) পর্ণানি (পত্ররাশি), তং (তাহাকে) যঃ (যিনি) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদবেত্তা)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন, এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে ও শাখা অধোদিকে; ইহা অব্যয় ও কর্মকাণ্ডরূপ বেদ ইহার পত্র। যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে বিদিত আছেন, তিনি বেদবেত্তা॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **ঊর্ধ্বমূলম্**=উৎ-হা+ড=ঊর্ধ্ব, মূল্+ক=মূল, ঊর্ধ্বে মূলং যস্য সঃ=ঊর্ধ্বমূল—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **অধঃশাখম্**=অধর+অসুন্=অধস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। শাখ্+অচ্+টাপ্=শাখা; অধঃ শাখাঃ যস্য সঃ=অধঃশাখ—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **অশ্বত্থম্**=ন+শ্বঃ (কল্য)=অশ্বঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, অশ্বঃ-স্থা+ড=অশ্বত্থ; ২য়া একবচন। **অব্যয়ম্**=বি-ই+অচ্=ব্যয়, নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য সঃ=অব্যয়—নঞ্ বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **প্রাহুঃ**=প্র-ব্রূ+লট্ অন্তি। **ছন্দাংসি**=ছদি+অসুন্=ছন্দস্, ১মা একবচন। **যস্য**=যদ্ (ক্লীব), ৬ষ্ঠী একবচন। **পর্ণানি**=পর্ণ+অচ্=পর্ণ (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **বেদ**=বিদ্+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **বেদবিৎ**=বেদং বেদ যঃ সঃ ইতি বেদ, বিদ্+ক্বিপ্—উপপদ তৎপুরুষ॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।
বৈরাগ্যোপস্করং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে" ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তং; ন চৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং বা অবিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্ধশ্লোকাভ্যাং সংসারস্বরূপং বৃক্ষং রূপকালংকারেণ বর্ণয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ঊর্ধ্বমূলমিতি। ঊর্ধ্বমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্, অধ ইতি ততোঽর্বাচীনাঃ কার্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে, তে তু শাখা ইব

শাখা যস্য তং, বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাতপর্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাস অনর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ; প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ প্রাহুঃ—"ঊর্ধ্ব মূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" (কঠ উপঃ, ২/৩/১) ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি—ধর্মাধর্ম প্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈ কর্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্বজীবাশ্রয়নীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ, স এব বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলমীশ্বরো নারায়ণঃ, ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ; স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কর্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ, অতএব বিদ্বান্ বেদবিদিতিস্তূয়তে॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মান্মদধীনং কর্মিণাং কর্মফলং জ্ঞানিনাং চ জ্ঞানফলমতো ভক্তিযোগেন মাং যে সেবন্তে তে মৎপ্রসাদাজ্‌জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেণ গুণাতীতা মোক্ষং গচ্ছন্তি। কিমু বক্তব্যমাত্মনস্তত্ত্বং সম্যগ্বিজানন্ত ইতি। অতো ভগবানর্জুনেনাপৃষ্টমপ্যাত্মনস্তত্ত্বং বিবক্ষুরুবাচ—ঊর্ধ্বমূলমিত্যাদি। তত্র তাবদ্বৃক্ষরূপকল্পনয়া বৈরাগ্যহেতোঃ সংসারস্বরূপং বর্ণয়তি। বিরক্তস্য হি সংসারাদ্ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারঃ। নান্যস্যেতি। ঊর্ধ্বমূলমিতি—ঊর্ধ্বমূলং কালতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্বান্নিত্যত্বান্মহত্ত্বাচ্চোর্ধ্বমুচ্যতে ব্রহ্মাব্যক্তমায়াশক্তিমৎ। তন্মূলমস্যেতি। সোঽয়ং সংসারবৃক্ষ ঊর্ধ্বমূলঃ। শ্রুতেশ্চ—ঊর্ধ্ব মূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ ইতি[১]। পুরাণে চ—অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥ মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্মাধর্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ॥ আজীব্যঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। এতদ্‌ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মাচরতি নিত্যশঃ॥ এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ॥ ইত্যাদি।

তমূর্ধ্বমূলং সংসারং মায়াময়ং বৃক্ষমাহুঃ। মহদহংকারতন্মাত্রাদয়ঃ শাখা ইবাস্যাধো ভবন্তীতি সোঽয়মধঃশাখঃ। তমধঃশাখম্। ন শ্বোঽপি স্থাতেত্যশ্বত্থঃ। তং ক্ষণপ্রধ্বংসিনমশ্বত্থং প্রাহুঃ কথয়ন্তি শ্রুতিবাদা অব্যয়ম্। সংসারমায়ায়া অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎ সোঽয়ং সংসারবৃক্ষোঽব্যয়ঃ। অনাদ্যনন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়ো হি সুপ্রসিদ্ধঃ। তমব্যয়ম্। তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যেদমন্যদ্বিশেষণং—ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি। ছন্দাংসি—ছাদনাদৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণানি যস্য সংসারবৃক্ষস্য পর্ণানীব পর্ণানি। যথা বৃক্ষস্য রক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থা ধর্মাধর্মতদ্ধেতুফল-প্রকাশনার্থত্বাৎ। যথাব্যাখ্যাতং সংসারবৃক্ষং সমূলং যস্তং বেদ স বেদবিৎ। বেদার্থবিদিত্যর্থঃ। ন হি সমূলাৎ সংসারবৃক্ষাদস্মাজ্‌জ্ঞেয়োঽণুমাত্রোঽপ্যবশিষ্টোঽস্তি। অতঃ সর্বজ্ঞঃ স যো বেদ স বেদার্থবিদিতি। যস্মাৎ সংসারবৃক্ষে সমূলে সর্বং জ্ঞেয়মন্তর্ভবতীতি তস্মাৎ সমূলসংসারবৃক্ষজ্ঞানং স্তৌতি॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণ, গুণের ক্রিয়া ও গুণাতীত হইয়া কীরূপে জীব মুক্তিলাভ করে, তাহা কথিত হইয়াছে। আবার, পরিশেষে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, অনন্য উপাসনাশীল ভগবদ্ভক্তও ভক্তিযোগে গুণগ্রাম অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন।

১ কঠ উপনিষদ্, ২/৩/১

সেই জ্ঞান ও অনন্য ভক্তি যে বৈরাগ্য ব্যতীত উদয় হয় না, তাহাই কথিত হইতেছে; এবং মনুষ্যবৎ বাসুদেব "আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" কীরূপে বলিলেন, অর্জুনের এরূপ সংশয় না হয়, তাহারও ইঙ্গিত করা হইতেছে।

স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকেই "ঊর্ধ্ব" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—এই ঊর্ধ্বরূপ ব্রহ্মই সংসাররূপ ভ্রমের অধিষ্ঠানভূমি। পশ্চাদুৎপন্ন কার্যরূপ উপাধিযুক্ত হিরণ্যগর্ভাদি শাখাদিরূপে গৃহীত হইয়াছেন। যে-বস্তু পরে থাকিবে এরূপ বিশ্বাস নাই, তাহাই অশ্বত্থ। ব্রহ্মই এই বৃক্ষের অধিষ্ঠানক্ষেত্র, এই জন্য উহা "ঊর্ধ্বমূল"। হিরণ্যগর্ভাদি কার্যকলাপ ইহার শাখা, এই জন্য ইহা "অধঃশাখ"। এই সংসাররূপ বৃক্ষ অনাদি অনন্তপ্রবাহ দেহাদির আশ্রয়, এই জন্য ইহা "অব্যয়"। ধর্মাধর্মের প্রতিপাদক কর্মকাণ্ডযুক্ত বেদ এই বৃক্ষের পত্র। জীবের আত্মজ্ঞান উদয় হইলে এই বৃক্ষের পত্রগুলি ঝরিয়া পড়ে, কার্যরূপ শাখা বিশুষ্ক হইয়া যায় এবং মায়াযুক্ত বৃক্ষমূল উৎপাটিত [illegible]

অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তস্য (তাহার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে বর্ধিত) বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত) শাখাঃ (শাখা) অধঃ ঊর্ধ্বং চ (নিম্নে ও ঊর্ধ্বভাগে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত); মনুষ্যলোকে কর্মানুবন্ধীনি (মনুষ্যলোকে ধর্মাধর্মরূপ কর্মের প্রসূতি), মূলানি (মূলসমূহ) অধঃ চ (নিম্নদিকেও) অনুসন্ততানি (পরে বিস্তৃত হইয়াছে)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই সংসাররূপ বৃক্ষের শাখা নিম্নে ও ঊর্ধ্বে বিস্তৃত। সত্ত্বাদি গুণে বৃক্ষের পুষ্টি। শব্দাদি বিষয় তাহার পল্লব। বাসনারূপ মূল নিম্নে ও উপরে অনুস্যূত। এই বাসনা মনুষ্যদেহে পুণ্য-পাপের জনক হইয়া থাকে॥২॥

ব্যাকরণ ঃ তস্য=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **গুণপ্রবৃদ্ধাঃ**=গুণ্+ঘঞ্=গুণ; প্র-বৃধ্+ক্ত=প্রবৃদ্ধ; গুণৈঃ প্রবৃদ্ধঃ=গুণপ্রবৃদ্ধঃ—৩য়া তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **বিষয়প্রবালাঃ**=বি-ষি+অচ্=বিষয়; প্র-বল্+ণ=প্রবাল (পল্লব বিশিষ্ট); বিষয়া এব প্রবালাঃ যাসাং তা (শাখাঃ)=বিষয়প্রবালাঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **শাখাঃ**=শাখ্+অচ্+টাপ্, ১মা বহুবচন। **অধঃ**=অধর+অস্=অধস্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ঊর্ধ্বম্**=উৎ-হা+ড=ঊর্ধ্ব, ২য়া একবচন। চ=অব্যয়। **প্রসৃতাঃ**=প্র-সৃ+ক্ত+টাপ্, ১মা বহুবচন। **মনুষ্যলোকে**=মনু+যৎ=মনুষ্য; লোক+ঘঞ্=লোক; মনুষ্যানাং লোকঃ=মনুষ্যলোকঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী একবচন। **কর্ম-অনুবন্ধীনি**=কর্মভিঃ অনুবধ্নাতি ইতি—কর্ম-অনু-বন্ধ্+অচ্=কর্মানুবন্ধঃ; কর্মানুবন্ধঃ অস্য অস্তীতি—কর্মানুবন্ধ্+ইন্ (ক্লীব) ১মা বহুবচন। **মূলানি**=মূল্+ক=মূল (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **অনুসন্ততানি**=অনু-সম্-তন্+ক্ত=অনুসন্তত (ক্লীব), ১মা বহুবচন॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখা-স্থানীয়ত্বেনোক্তাস্তেষু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতা বিস্তারং গতাঃ, সুকৃতিনশ্চোর্ধ্বং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ, গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ, বিষয়াঃ—রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ, শাখাগ্রস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ, অধশ্চ চশব্দাদূর্ধ্বঞ্চমূলানি অনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি; মুখ্যং মূলমীশ্বর এক এব, ইমানি ত্বন্তরালানি মূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্যমাহ—মনুষ্যলোকে কর্মানুবন্ধীনি ইতি—কর্ম এব অনুবন্ধি উত্তরভাবি যেষাং তানি ঊর্ধ্বাধোলোকেষূপভুক্ততত্তদ্‌ভোগবাসনাদিভির্হি কর্মক্ষয়ে মনুষ্যলোকপ্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি; তস্মিন্নেব হি কর্মাধিকারো নান্যেষু, লোকেষু, অতো মনুষ্যলোক ইত্যুক্তম্॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যাপরাবয়বকল্পনোচ্যতে—অধ ইতি। অধো মনুষ্যাদিভ্যো যাবৎ স্থাবরম্। ঊর্ধ্বং চ যাবদ্ব্রহ্মণো বিশ্বসৃজো ধামেত্যেতদন্তং যথাকর্ম যথাশ্রুতং জ্ঞানকর্মফলানি তস্য বৃক্ষস্য শাখা ইব শাখাঃ প্রসৃতাঃ প্রগতাঃ। গুণপ্রবৃদ্ধাঃ—গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্থূলীকৃতা উপাদানভূতৈঃ। বিষয়প্রবালাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালা ইব দেহাদিকর্মফলেভ্যঃ শাখাভ্যোঽঙ্কুরীভবন্তীব। তেন বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ। সংসারবৃক্ষস্য পরমমূলমুপাদানং কারণং পূর্বমুক্তম্। অথেদানীং কর্মফলজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনামূলানীব ধর্মাধর্ম প্রবৃত্তিকারণান্যবান্তরভাবীনি তান্যধশ্চ দেহাদ্যপেক্ষয়া মূলান্যনুসন্ততান্যনুপ্রবিষ্টানি। কর্মানুবন্ধীনি—কর্ম ধর্মাধর্মলক্ষণম্। অনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবী। যেষামুদ্ভূতিমনন্নুদ্ভবতীতি তানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে বিশেষতঃ। অত্র হি মনুষ্যাণাং কর্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্বশ্লোকে হিরণ্যগর্ভাদি শাখা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই শ্লোকে উহা আরও বিশেষরূপে উক্ত হইতেছে। দুষ্কৃতিযুক্ত জীবগণে এই সংসার বৃক্ষের শাখা নিম্নদিকে প্রসারিত, অর্থাৎ পশ্বাদি নীচ দেহে তাহাদের গতি হইবে। ধর্মাত্মা জীবসমূহে শাখা ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত, অর্থাৎ সৎকর্মগুণে তাঁহারা পরিণামে দেবযোনি লাভ করিবেন। ত্রিগুণরূপ জলে সিক্ত হইয়া বৃক্ষ বিলক্ষণ পুষ্ট হইতেছে। ইহার শাখা ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোক ও নিম্নে মনুষ্য-পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-নারকীয় দেহাদি পর্যন্ত প্রসারিত। শাখার অগ্রভাগে ইন্দ্রিয়াদিভোগ্য শব্দাদিবিষয়রূপ কোমল পল্লব স্ফুরিত হইতেছে। মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মের সত্তা এই বৃক্ষের প্রধান মূল হইলেও বাসনাজাল ইহার অবান্তর মূল। বাসনা দ্বারাই রাগ-দ্বেষাদিবশতঃ জীব ধর্মাধর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তজ্জন্য ফলভোগার্থ জীবের দেহাদির অনন্তপ্রবাহ চলিয়া থাকে। এই বাসনা জীবকে কর্মপ্রভাবে কখনও ঊর্ধ্বে স্বর্গে ও কখনও-বা অধস্তন মহানরকে লইয়া যায়॥২॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥৩॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইহ (এই সংসারে) অস্য (এই বৃক্ষের) রূপং (রূপ) ন উপলভ্যতে (জানা যায় না), তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ (না অন্ত) ন চ আদিঃ (না আদি) ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (না স্থিতি) [জানা যায়]। এনং (এই) সুবিরূঢ়মূলম্ (সুদৃঢ়মূল) অশ্বত্থং (সংসাররূপ অশ্বত্থ) দৃঢ়েন (দৃঢ়তার দ্বারা) অসঙ্গশস্ত্রেণ (বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) ততঃ (তদনন্তর) তৎ পদং (সেই পদ) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষণ করিবে), যস্মিন্ (যাহাতে) গতাঃ (গত) [কেহ] ভূয়ঃ (পুনর্বার) ন নিবর্তন্তি (প্রত্যাবর্তন করে না), যতঃ (যাহা হইতে) [এষা (এই)] পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসারগতি) প্রসৃতা (বিস্তৃত হইয়াছে), তম্ এব চ (সেই) আদ্যং পুরুষং (আদি পুরুষকে) প্রপদ্যে (শরণরূপে গ্রহণ করিতেছি)॥৩-৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই সংসারবাসী প্রাণিগণ, এই সংসাররূপ বৃক্ষের কী প্রকার রূপ, ইহার আদি কোথায়, অন্ত কোথায় এবং মধ্য কোথায়—তাহার কিছুই জানে না। তীব্রবৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা এই সুদৃঢ়মূল সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন করিয়া [ব্রহ্মকে জানিতে হয়]। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জন্ম হয় না, যাঁহার দ্বারা এই সংসারপ্রবৃত্তির বিস্তার হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষেরই শরণাগত হই, এই বলিয়া তদনন্তর তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে॥৩-৪॥

ব্যাকরণ ঃ **রূপমস্যেহ**=রূপম্+অস্য+ইহ। **ইহ**=অস্মিন্ স্থলে "স্থানার্থে" ইহ আদেশ হয়। অস্য=ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **রূপম্**=রূপ+ক=রূপ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। ন=অব্যয়। **উপলভ্যতে**=উপ-লভ্+কর্মণি লট্ তে। **অন্তঃ**=অম্+তন্, ১মা একবচন। চ=অব্যয়। **আদিঃ**=আ-দা+কি, ১মা একবচন। **সংপ্রতিষ্ঠা**=সম্-প্রতি-স্থা+অঙ্+টাপ্। **এনম্**=এতদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **সুবিরূঢ়মূলম্**=বি-রূহ্+ক্ত=বিরূঢ়; সু (অত্যন্তম্) বিরূঢ়ং মূলং যস্য তৎ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **অশ্বত্থম্**=ন+শ্বঃ (কাল)=অশ্বঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; অশ্ব-স্থা+ক=অশ্বত্থ; ২য়া একবচন। **দৃঢ়েন**=দৃহ্+ক্ত=দৃঢ়, ৩য়া (করণে) একবচন। **অসঙ্গ-শস্ত্রেণ**=সন্জ্+ঘঞ্=সঙ্গ; নাস্তি সঙ্গঃ যস্মিন্—নঞ্ বহুব্রীহি; শস্+ষ্ট্রন্=শস্ত্র; অসঙ্গত্বম্ এব শস্ত্রম্—রূপক কর্মধারয়; ৩য়া (করণে) একবচন। **ছিত্ত্বা**=ছিদ্+ক্ত্বাচ্। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **পদম্**=পদ্+অচ্=পদ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **পরিমার্গিতব্যম্**=পরি-মার্গ্+তব্য (ক্লীব), ২য়া একবচন। **যস্মিন্**=যদ্ (ক্লীব), ৭মী একবচন। **গতাঃ**=গম্+ক্ত, ১মা বহুবচন। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্=ভূয়স্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **নিবর্তন্তি**=নি-বৃৎ+লট্ অন্তি (আর্ষ)। **যতঃ**=যদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **পুরাণী**=পুরা+তন (ট্যু)=পুরাণ; পুরাণ+ঙীপ্=পুরাণী, ১মা একবচন। **প্রবৃত্তিঃ**=প্র-বৃৎ+ক্তিন্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **প্রসৃতা**=প্র-সৃ+ক্ত+টাপ্। এব=অব্যয়। **আদ্যম্**=আ-দা+কি=আদি; আদি+যৎ=আদ্য, ২য়া একবচন। **পুরুষম্**=পুর+শী-ড, ২য়া একবচন। **প্রপদ্যে**=প্র-পদ্+লট্ তে॥৩-৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথা ঊর্ধ্বমূলত্বাদি-প্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে, ন চান্তোঽবসানমপর্যন্তত্বাৎ, ন

চাদিরনাদিত্বাৎ, ন চ সংপ্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে, যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরবচ্ছেদোঽনর্থকরশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ—অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলমত্যন্তবদ্ধমূলং সন্তম্ অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যমহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্‌কৃত্য তত ইতি—ততস্তস্য মূলভূতং তৎপদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যমন্বেষ্টব্যং; কীদৃশম্? যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্তন্তি, নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ অন্বেষণপ্রকারমেবাহ—তমেবেতি। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা, তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ॥৩-৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্ত্বয়ং বর্ণিতঃ সংসারবৃক্ষঃ—ন রূপমিতি। রূপমস্যেহ যথোপদর্শিতং তথা নৈবোপলভ্যতে। স্বপ্নমরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্বনগরসমত্বাৎ। দৃষ্টনষ্টস্বরূপো হি স ইতি। অত এব নান্তো ন পর্যন্তো নিষ্ঠা সমাপ্তির্বা বিদ্যতে। তথা ন চাদিঃ। ইত আরভ্যায়ং প্রবৃত্ত ইতি ন কেনচিদবগম্যতে। ন চ সংপ্রতিষ্ঠা—স্থিতির্মধ্যমস্য ন কেনচিদুপলভ্যতে। অশ্বত্থমেনং যথোক্তং সুবিরূঢ়মূলং—সুষ্ঠু বিরূঢ়ানি বিরোহং গতানি মূলানি যস্য তমেনং সুবিরূঢ়মূলম্। অসঙ্গশস্ত্রেণ—অসঙ্গোঽসঙ্গতা পুত্রবিত্তলোকৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থানম্। তেনাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন পরমাত্মাভিমুখ্য-নিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন পুনঃপুনর্বিবেকাভ্যাসাশ্মনিশিতেন। ছিত্ত্বা সংসারবৃক্ষং সজীবমুদ্ধৃত্য।

তত ইতি। ততঃ পশ্চাৎ পদং বৈষ্ণবং তৎ পরিমার্গিতব্যম্। পরিমার্গণমন্বেষণম্। জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। যস্মিন্ পদে গতাঃ প্রবিষ্টা ন নিবর্তন্তি নাবর্তন্তে ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায়। কথং পরিমার্গিতব্যমিতি? আহ—তমেব চ যঃ পদশব্দেনোক্তঃ। আদ্যমাদৌ ভবং পুরুষং প্রপদ্য ইত্যেবং পরিমার্গিতব্যং তচ্ছরণতয়েত্যর্থঃ। কোঽসৌ পুরুষ ইতি? উচ্যতে—যতো যস্মাৎ পুরুষাৎ সংসারমায়াবৃক্ষপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা নিঃসৃতা। ঐন্দ্রজালিকাদিব মায়া। পুরাণী চিরন্তনী॥৩-৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অবিদ্যার অনন্তধারার মূলভূমি সংসারপাশ হইতে জীব কীরূপে নিস্তার পাইবে, এক্ষণে ভগবান তাহাই বলিতেছেন। সংসারবিমুগ্ধ জীবগণ অজ্ঞানতাবশতঃ এই সংসাররূপ অশ্বত্থের আদ্যন্তমধ্যরূপ ব্রহ্মসত্তাকে জানিতে পারে না। যেমন অগাধ মহাসাগরগর্ভস্থ মৎস্য সাগরের সীমা দেখিতে পায় না, সেইরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াতে বিমোহিত জীব যেদিকে দেখে সেই দিকেই সংসার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। বিবেকবিচার দ্বারা ইহাকে মৃগতৃষ্ণা বা গন্ধর্বনগরাদির ন্যায় দৃষ্ট ও নষ্ট (যাহা দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়) জানিয়া বিষয়সঙ্গলিপ্সা পরিত্যাগপূর্বক তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারিলেই এই মিথ্যা সংসাররূপ বৃক্ষ উন্মূলিত হইয়া যায় এবং তদধিষ্ঠানস্বরূপ সৎপদার্থ ব্রহ্ম উপলব্ধ হইয়া থাকে।

বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সাধক সদ্‌গুরুর নিকট হইতে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"[১] ব্রহ্মপদের সারতত্ত্ব অবগত হইয়া অনন্য ভক্তিসহ অবিদ্যা মায়া বিস্তারের মূল ও মুক্তিদাতা ভগবানের চরণে শরণ লইবার জন্য তৎপদ অন্বেষণ করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সোঽন্বেষ্টব্যঃ স

১ কঠ উপনিষদ্, ১/৩/৯

বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"[১]—সেই পরব্রহ্মকেই অন্বেষণ করিবে ও তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে। ধীবর এক স্থান হইতে চক্রাকার জাল নিক্ষেপ করে; জলাশয়ের যতগুলি মৎস্য সেই জালের ভিতরে আসিয়া পড়ে, সকলগুলিই ধৃত ও হত হয়; কিন্তু যে মৎস্যগুলি ধীবরের চরণের নিকট বিচরণ করে, সেগুলি জালে আবদ্ধ হয় না। সেইরূপ ব্রহ্ম, সংসার-প্রবৃত্তি-জাল বিস্তার করিয়াছেন, অজ্ঞানী জীবমাত্রই এই জালে বিজড়িত হইয়া জন্মজন্মান্তররূপ ক্লেশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যে সুচতুর জীব ব্রহ্মরূপ ধীবরের চরণে শরণ লইতে পারে, তাহারই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। মায়াজালে তাহাকে আর আবদ্ধ হইতে হয় না॥৩-৪॥

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ নির্মানমোহাঃ (মান ও মোহ বর্জিত) জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিশূন্য) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) বিনিবৃত্তকামাঃ (রাগবর্জিত) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ (সুখ-দুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ব কর্তৃক) বিমুক্তাঃ (মুক্ত হইয়া) অমূঢ়াঃ (জ্ঞানিগণ) তৎ (সেই) অব্যয়ং পদং (অব্যয় পদ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহাদের মান ও মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহারা আসক্তিশূন্য, যাঁহারা পরমাত্মস্বরূপবিচারতৎপর, যাঁহারা নিষ্কাম এবং যাঁহারা সুখ-দুঃখোপাধিক শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারা সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **নির্মানমোহাঃ**=মন্+ঘঞ্=মান, নির্ (নাস্তি) মানঃ যস্য সঃ=নির্মানঃ—বহুব্রীহি; মুহ্+ঘঞ্=মোহ; নির্ (নাস্তি) মোহঃ যস্য সঃ=নির্মোহ—নঞ্ বহুব্রীহি; নির্মানশ্চ নির্মোহাশ্চ= নির্মানমোহাঃ—দ্বন্দ্ব, ১মা একবচন। **জিতসঙ্গদোষাঃ**=জি+ক্ত=জিত; সন্জ্+ঘঞ্=সঙ্গ; দুষ্+ঘঞ্=দোষ; সঙ্গস্য দোষঃ=সঙ্গদোষঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; জিতঃ সঙ্গস্য দোষঃ যৈঃ তে=জিতসঙ্গদোষাঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **অধ্যাত্মনিত্যাঃ**=আত্মানম্ অধিকৃত্য=অধ্যাত্ম—অব্যয়ীভাব; অধ্যাত্মম্ এব নিত্যং যেষাং তে=অধ্যাত্মনিত্যাঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **বিনিবৃত্তকামাঃ**=বি-নি-বৃৎ+ক্ত=বিনিবৃত্ত; কম্+ ঘঞ্=কাম; বিনিবৃত্তঃ কামঃ যেষাং তে=বিনিবৃত্তকামাঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ**= সুখ+ক=সুখ; দুস্+খন্+ড=দুঃখ; সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ=সুখদুঃখে—দ্বন্দ্ব; সুখদুঃখে এব সংজ্ঞা যেষাং তৈঃ=সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ—বহুব্রীহি; ৩য়া বহুবচন। **দ্বন্দ্বৈঃ**=দ্বি+দ্বি, ৩য়া বহুবচন। **বিমুক্তাঃ**=বি-মুচ্+ক্ত, ১মা বহুবচন। **অমূঢ়াঃ**=মূহ্+ক্ত=মূঢ়; ন মূঢ়ঃ=অমূঢ়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অব্যয়ম্**=বি-ই+অচ্=ব্যয়; নাস্তি ব্যয় যস্য=অব্যয়—বহুব্রীহি; (ক্লীব) ২য়া একবচন। **পদম্**=পদ্+অচ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **গচ্ছন্তি**=গম্+লট্ অন্তি॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ—নির্মানেতি। নির্গতৌ

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮/৭/১

মানমোহৌ অহংকার—মিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ, বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে, সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি, তৈর্বিমুক্তাঃ অতএবামূঢ়াঃ নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ কথংভূতাস্তৎ পদং গচ্ছন্তীতি? উচ্যতে—নির্মানমোহা ইতি। নির্মানমোহাঃ—মানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ। তৌ নির্গতৌ যেভ্যস্তে নির্মানমোহা মানমোহবর্জিতাঃ। জিতসঙ্গদোষাঃ—সঙ্গ এব দোষঃ সঙ্গদোষঃ। জিতঃ সঙ্গদোষো যৈস্তে জিতসঙ্গদোষাঃ। অধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচনে নিত্যাস্তৎপরাঃ। বিনিবৃত্তকামাঃ—বিশেষতো নির্লেপেন নিবৃত্তাঃ কামা যেষাং তে বিনিবৃত্তকামা যতয়ঃ সংন্যাসিনঃ। দ্বন্দ্বৈঃ প্রিয়াপ্রিয়াদিভির্বিমুক্তাঃ। সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ পরিত্যক্তাঃ। গচ্ছন্ত্যমূঢ়া মোহবর্জিতাঃ। পদমব্যয়ং তদ্‌যথোক্তম্‌॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহারা নিরভিমান ও বিবেকী, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর সমাগমে যাঁহাদের অনুরাগ বা বিরক্তি নাই, যাঁহারা মায়াতীত পরব্রহ্মপদার্থবিচারপরায়ণ, যাঁহাদের বিষয়ভোগে অভিলাষ নাই, শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদি সুখ-দুঃখের হেতুস্বরূপ দ্বন্দ্বরাশিকে যাঁহারা নিবারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সম্যক আত্মজ্ঞান দ্বারা অবিনাশিব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥৫॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যৎ (যে-পদ) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [যোগিগণ] ন নিবর্তন্তে (প্রত্যাবর্তন করেন না) তৎ (সেই পদ) সূর্যঃ ন ভাসয়তে (সূর্য প্রকাশ করিতে পারে না), ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্রও পারে না), ন পাবকঃ (অগ্নিও পারে না), তৎ (সেই পদ) মম পরমং ধাম (পরমোৎকৃষ্ট স্বরূপ)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-পদ প্রাপ্ত হইলে তত্ত্ববেত্তা পুরুষগণের পুনরাবৃত্তি হয় না, যে-পদকে সূর্য, চন্দ্র, হুতাশন প্রকাশ করিতে পারে না ও যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাই আমার স্বরূপভূত পরমোৎকৃষ্ট পদ॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ যৎ=যদ্‌ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **গত্বা**=গম্‌+ক্ত্বাচ্‌। ন=অব্যয়। **নিবর্তন্তে**=নি-বৃৎ+লট্‌ অন্তে। **তৎ**=তদ্‌ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **সূর্যঃ**=সৃ+ক্যপ্‌, ১মা একবচন। **ভাসয়তে**=ভাস্‌+ণিচ্‌ লট্‌ তে। **শশাঙ্কঃ**=শশ্‌+অচ্‌=শশ; শশঃ অঙ্কে যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ১মা একবচন। **পাবকঃ**=পূ+ণক্‌, ১মা একবচন। মম=অস্মদ্‌, ৬ষ্ঠী একবচন। **পরমম্‌**=পর-মা+ক, ১মা একবচন। **ধাম**=ধা+মনিন্‌=ধামন্‌, ১মা একবচন॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। তৎ পদং সূর্যোদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে যোগিনস্তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম; অনেন সূর্যাদিপ্রকাশা-বিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তাঃ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তদেব পদং পুনর্বিশিষ্যতে—নেতি তদ্ধামেতি ব্যবহিতেন ধাম্না সম্বধ্যতে। তদ্ধাম তেজোরূপং পদং ন ভাসয়তে সূর্য আদিত্যঃ সর্বাবভাসনশক্তিমত্ত্বেঽপি সতি। তথা ন শশাঙ্কচন্দ্রঃ। ন চ পাবকো নাগ্নিরপি। যদ্ধাম বৈষ্ণবং পদং গত্বা প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে। যচ্চ সূর্যাদির্ন ভাসয়তে। তদ্ধাম পরমং মম বিষ্ণোঃ॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মায়াতীত ব্রহ্মপদ লাভ করিলে গুণাবেশের সম্পূর্ণ অভাব হয়; সুতরাং, গুণাতীত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের পুনর্জন্ম হয় না। সেই পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূত। জড় পদার্থ চন্দ্র সূর্যাদি চৈতন্যস্বরূপকে প্রকাশ করিবে কোথা হইতে? শ্রুতিও বলিয়াছেন—

> "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥"[১]

সেই পরব্রহ্মকে সূর্য, চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব, অল্পপ্রকাশযুক্ত অগ্নি কোথা হইতে পারিবে? তাঁহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত। তাঁহার দীপ্তিতেই জগৎ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। যিনি রূপাদিবর্জিত, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য তাঁহাকে কীরূপে দেখাইতে পারিবে? যিনি মনের অগোচর, মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রমাই-বা তাঁহাকে কীরূপে প্রকাশ করিবে? যিনি বাক্যের অতীত, বাক্‌শক্তির অধিষ্ঠাতা অগ্নিই-বা তাঁহাকে প্রকাশ করিবে কীরূপে? বস্তুতঃ, তিনি বাঙ্‌মনশ্চক্ষুর অগোচর। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, অর্থাৎ আপনার তেজেই আপনি প্রকাশিত। অথবা ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া যখন তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন, তখনই তাঁহার দর্শন হয়। অন্যথা সহস্র উপায় করিলেও তাঁহার দর্শন লাভ হয় না।

যাঁহারা বিষ্ণুপদকে কোনো দূরাদ্দূরতর লোকবিশেষ বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিচার ভ্রমজালজড়িত। ব্রহ্মস্বরূপকেই ব্রহ্ম বা বিষ্ণুপদ বলা যায়। ভেদবুদ্ধিবোধিত পদার্থমাত্রই মিথ্যা। এই মিথ্যামতাবলম্বীদিগের পুনরাবৃত্তি হইবেই হইবে। সুতরাং, বিষ্ণুপদ ভিন্ন স্থান বলিয়া স্বীকৃত হইলে তল্লোকবাসিবর্গের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকিতেছে। বস্তুতঃ, ভেদবাদীর সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক॥৬॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মম এব (আমারই) সনাতনঃ অংশঃ (সনাতন অংশ) জীবভূতঃ (জীবস্বরূপ) [হইয়া] প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিস্থিত) মনঃষষ্ঠানি (মনসহ ছয়) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) জীবলোকে (সংসারে) কর্ষতি (আকর্ষণ করিয়া থাকে)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ। এই জীব পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে॥৭॥

১ কঠ উপনিষদ্, ২/২/১৫; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/১৪

ব্যাকরণ ঃ **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **এব**=অব্যয়। **সনাতনঃ**=সনা+তন (ট্যু)। **অংশঃ**=অন্‌শ্+অচ্। **জীবলোকে**=জীব্+ক; লোক+ঘঞ্=লোক; জীবানাং লোকঃ=জীবলোকঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী একবচন। **জীবভূতঃ**=জীব্+ঘঞ্=জীব; ভূ+ক্ত=ভূত। **প্রকৃতিস্থানি**=প্রকৃত্যাং তিষ্ঠতি ইতি; প্রকৃতি-স্থা+ক=প্রকৃতিস্থ—উপপদ তৎপুরুষ; ২য়া বহুবচন। **মনঃষষ্ঠানি**=মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি—বহুব্রীহি; ২য়া বহুবচন। **কর্ষতি**=কৃষ্+লট্ তি॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু চ ত্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্তন্তে, তর্হি "সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহে" (ছান্দোগ্য—৬/৯/২) ইত্যাদিশ্রুতেঃ সুষুপ্তিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ; অসৌ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারোপভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্। অয়ম্ভাবঃ—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়োরপি মদংশত্বাৎ সর্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিস্তথাপ্যবিদ্যাবৃতস্য সানুশয়স্য স প্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে; তদুক্তম্—"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্তী"ত্যাদিনা। অতঃ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি বিদুষান্তু শুদ্ধস্বরূপ-প্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদ্গত্বা ন নিবর্তন্ত ইত্যুক্তম্। ননু সর্বা হি গতিরাগত্যন্তা। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা ইতি হি প্রসিদ্ধম্। কথমুচ্যতে তদ্ধামগতানাং নাস্তি নিবৃত্তিরিতি? শৃণু তত্র কারণং—মমেতি। মমৈব পরমাত্মনো নারায়ণস্যাংশো ভাগোঽবয়ব একদেশ ইত্যনর্থান্তরম্। জীবলোকে জীবানাং লোকে সংসারে। জীবভূতঃ কর্তা ভোক্তেতি প্রসিদ্ধঃ। সনাতনঃ পুরাতনঃ। যথা জলসূর্যকঃ সূর্যাংশো জলনিমিত্তাপায়ে সূর্যমেব গত্বা ন নিবর্ততে তথাঽয়মপ্যংশস্তেনৈবাত্মনা সংগচ্ছত্যেবমেব। যথা বা ঘটাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নো ঘটাদ্যাকাশ আকাশাংশঃ সন্ ঘটাদিনিমিত্তাপায় আকাশং প্রাপ্য ন নিবর্তত ইত্যেবম্। অত উপপন্নমুক্তং যদ্গত্বা ন নিবর্তন্ত ইতি।

ননু নিরবয়বস্য পরমাত্মনঃ কুতোঽবয়ব একদেশোঽংশ ইতি? সাবয়বত্বে চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ। অবয়ববিভাগাৎ।

নৈষ দোষঃ। অবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছিন্ন একদেশোঽংশ ইব কল্পিতো যতঃ। দর্শিতশ্চায়মর্থঃ ক্ষেত্রাধ্যায়ে বিস্তরশঃ। স চ জীবো মদংশত্বেন কল্পিতঃ কথং সংসরত্যুৎক্রামতি চেতি? উচ্যতে—মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি প্রকৃতিস্থানি স্বস্থানে কর্ণশষ্কুল্যাদৌ প্রকৃতৌ স্থিতানি কর্ষত্যাকর্ষতি॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে" ভগবানের এই কথা শুনিয়া পাছে অর্জুনের এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, জীব নিজ স্থান হইতে যেখানে যাইবে সেখানে থাকিবে কেন? অবশ্যই তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে। জীব স্বর্গে গমন করে, তাহা হইতে তাহার পুনরাবর্তন হয়। সুষুপ্ত্যবস্থা

হইতেও সাধকের পুনরাবর্তন হইয়া থাকে। অতএব, ব্রহ্মপদ লাভ করিলে জীবের পুনরাবৃত্তি হইবে না কেন? এই সংশয় ভঞ্জনার্থ ভগবান এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

ব্রহ্মের অংশ-অংশী ভাব না থাকিলেও মায়াপ্রভাবে তদ্রূপ বোধ হইয়া থাকে। জীব নিত্যকালবিদ্যমান ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। মায়িক উপাধি ও অন্তঃকরণব্যবধানে উহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। জীবের নিজ স্থান যদি সংসার হইত, তবে ব্রহ্মপদ পাইয়া জীব সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে পারিত। বস্তুতঃ, জীবের নিজ স্থান "ব্রহ্মপদ"। ব্রহ্মপদ হইতে সংসারাগত বলিয়া জীব ভাসমান হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সংসার হইতে নিজস্থান—ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হইলে তবে আর সংসারে পুনরাবৃত্ত হইবে কেন? যেমন সূর্য জলে প্রতিবিম্বিত হয়, জল শুকাইয়া গেলে প্রতিবিম্ব সূর্যেই বিলীন হয়, আর ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ অন্তঃকরণাদি ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া গেলেই জীব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। সুষুপ্ত্যবস্থা বা প্রকৃতিতে বিলীন অবস্থাকে মুক্তাবস্থা বলা যায় না। কেননা, এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়শক্তিসকল মনে ও মন অজ্ঞানরূপ কারণে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় বিদ্যমান থাকে। আত্মজ্ঞান না জন্মিলে মায়োপাধিক জীব ইন্দ্রিয়গণ সহিত মনকে আকর্ষণ করিয়া লয়। উপাধি বিনষ্ট হইয়া গেলেই জীব স্ব-স্বরূপাবস্থায় নিত্যস্থিতি করিতে থাকে॥৭॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ঈশ্বরঃ (জীবাত্মা) যৎ (যে) শরীরম্ (শরীর) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যৎ চাপি (ও যে দেহ) উৎক্রামতি (ত্যাগ করেন) [তাহা হইতে] বায়ুঃ (বায়ুসদৃশ) আশয়াৎ (পুষ্পাদি আধার হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধসমূহ গ্রহণের ন্যায়) এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণপূর্বক) সংযাতি (গমন করেন)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যেমন বায়ু গমনকালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণকালে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লন এবং অন্য দেহে প্রবেশকালে উক্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সহিত মনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ**=যৎ+চ+অপি+উৎক্রামতি+ঈশ্বরঃ। **বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ**= বায়ুঃ+গন্ধান্+ইব+আশয়াৎ। **ঈশ্বরঃ**=ঈশ্+ক=ঈশ; ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বর, ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **শরীরম্**=শৃ+ঈরন্=শরীর (ক্লীব), ২য়া একবচন। **উৎক্রামতি**=উৎ-ক্রম্+লট্ তি। **চ**=অব্যয়। **অপি**=অব্যয়। **অবাপ্নোতি**=অব-আপ্+লট্ তি। **বায়ুঃ**=বা+উণ্, ১মা একবচন। **আশয়াৎ**= আ-শী+অচ্=আশয়, ৫মী একবচন। **গন্ধান্**=গন্ধ+অচ্=গন্ধ, ২য়া বহুবচন। **ইব**=অব্যয়। **এতানি**=এতদ্ (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **গৃহীত্বা**=গ্রহ্+ক্ত্বাচ্=গৃহীত্বা। **সংযাতি**=সম্-যা+লট্ তি॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তান্যাকৃষ্য কিং করোতীত্যাহ—শরীরমিতি। যৎ যদা শরীরান্তরং কর্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাদুৎক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূর্বস্মাৎ শরীরাদেতানি

গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্‌যাতি, শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্‌ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্‌ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি, তদ্বৎ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ কস্মিন্‌ কালে?—শরীরমিতি। যচ্চাপি যদা চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরো দেহাদিসংঘাতস্বামী জীবস্তদা—কর্ষতীতিশ্লোকস্য দ্বিতীয়পাদোঽর্থবশাৎ প্রাথম্যেন সম্বধ্যতে। যথা চ পূর্বস্মাচ্ছরীরাচ্ছরীরান্তরমবাপ্নোতি তদা গৃহীত্বৈতানি মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সংযাতি সম্যগ্‌যাতি গচ্ছতি। কিমিবেতি? আহ—বায়ুঃ পবনো গন্ধানিবাশয়াৎ পুষ্পাদেঃ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জীবের দেহান্ত হইলে স্থূলশরীর পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে, প্রাণাদি বায়ুসকল বাহ্য বায়ুতে মিলিয়া যায়; কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির সহিত মন—মনোময় শরীর—সূক্ষ্মদেহ, বায়ুর সহিত গন্ধের গতির ন্যায়, জীবাত্মার অনুগমন করিয়া থাকে। পূর্বদেহে থাকিয়া শুভাশুভ কর্ম বা অন্যরূপ সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের যে ক্ষীণতা বা পুষ্টি বা গঠন হইয়া থাকে, তদুপযোগী বিষয়ভোগ করিবার জন্য জীব অন্য দেহকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং সেই দেহে প্রবেশকালে পূর্বদেহের মন ও প্রকৃতিকে সঙ্গে করিয়া লয় এবং পূর্বজন্মার্জিত প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥৮॥

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) স্পর্শনং চ (ত্বক) রসনং (জিহ্বা) ঘ্রাণম্‌ এব চ (নাসিকা) মনঃ চ (ও মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্‌ (শব্দাদি বিষয়সমূহ) উপসেবতে (উপভোগ করে)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ জীবাত্মা শ্রোত্র, নেত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বকসহ মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ অয়ম্‌=ইদম্‌ (পুং), ১মা একবচন। **শ্রোত্রম্‌**=শ্রু+ত্র, ২য়া একবচন। **চক্ষুঃ**= চক্ষ্‌+উস্‌=চক্ষুস্‌, ২য়া একবচন। **স্পর্শনম্‌**=স্পৃশ্‌+অনট্‌=স্পর্শন, ২য়া একবচন। **রসনম্‌**=রস্‌+অনট্‌= রসন, ২য়া একবচন। **ঘ্রাণম্‌**=ঘ্রা+অনট্‌=ঘ্রাণ, ২য়া একবচন। **মনঃ**=মন্‌+অসুন্‌=মনস্‌, ২য়া একবচন। **অধিষ্ঠায়**=অধি-স্থা+ল্যপ্‌। **বিষয়ান্‌**=বি-ষি+অচ্‌=বিষয়, ২য়া বহুবচন। **উপসেবতে**=উপ-সেব্‌+ লট্‌ তে॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্‌ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি, তদাহ— শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চান্তঃকরণমধিষ্ঠায়াশ্রিত্য শব্দাদীন্‌ বিষয়ানয়ং জীব উপভুঙ্‌ক্তে॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কানি পুনস্তানীতি? শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রং চক্ষুঃ। স্পর্শনং চ ত্বগিন্দ্রিয়ম্। রসনং জিহ্বা। ঘ্রাণমেব চ। মনশ্চ ষষ্ঠম্। প্রত্যেকমিন্দ্রিয়েণ সহাধিষ্ঠায় দেহস্থো বিষয়াঞ্ছব্দাদীনুপসেবতে॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "ঘ্রাণমেব চ" পদের 'চ'-কার দ্বারা বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় গৃহীত হইয়াছে এবং "মনশ্চ" পদের 'চ'-কার দ্বারা বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও অন্তঃকরণচতুষ্টয় এতাবৎ আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন॥৯॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাঽপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ উৎক্রামন্তং (দেহ হইতে গমনশীল) স্থিতং বা অপি (অথবা দেহে স্থিত) ভুঞ্জানং বা (অথবা বিষয়ভোগনিরত) গুণান্বিতং (গুণসংযুক্ত) [জীবকে] বিমূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না), জ্ঞানচক্ষুষঃ (বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ উৎক্রমণশীল অথবা দেহাবস্থিত কিংবা বিষয়ভোগপ্রবৃত্ত বা গুণত্রয়শালী আত্মাকে মূঢ়গণ দেখিতে পায় না। জ্ঞাননেত্রযুক্ত মহাত্মগণই সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **গুণান্বিতম্**=গুণেন অন্বিতম্—৩য়া তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **স্থিতম্**=স্থা+ক্ত=স্থিত, ২য়া একবচন। **বা**=অব্যয়। **ভুঞ্জানম্**=ভুন্জ্+শানচ্, ২য়া একবচন। **উৎক্রামন্তম্**=উৎ-ক্রম্+শতৃ, ২য়া একবচন। **বিমূঢ়াঃ**=বি-মুহ্+ক্ত, ১মা একবচন। **অনুপশ্যন্তি**=অনু-দৃশ্+লট্ অন্তি। **জ্ঞানচক্ষুষঃ**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; চক্ষ্+উস্=চক্ষুষ্; জ্ঞানম্ এব চক্ষুঃ=জ্ঞানচক্ষুঃ—রূপক কর্মধারয়; জ্ঞানচক্ষুঃ যেষাং তে=জ্ঞানচক্ষুষঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **পশ্যন্তি**=দৃশ্+লট্ অন্তি॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু কার্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণৈবম্ভূতমাত্মানং সর্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি, তত্রাহ—উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়া নালোকয়ন্তি, জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং দেহগতং দেহাৎ—উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং পরিত্যজন্তং দেহং পূর্বোপাত্তং স্থিতং বা দেহে তিষ্ঠন্তং ভুঞ্জানং বা শব্দাদীংশ্চোপলভমানং গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহাখ্যৈর্গুণৈরন্বিতমনুগতং সংযুক্তমিত্যর্থঃ। এবম্ভূতমপ্যেনমত্যন্তদর্শনগোচরপ্রাপ্তং বিমূঢ়া দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়-ভোগবলাকৃষ্টচেতস্তয়াঽনেকধা মূঢ়া নানুপশ্যন্তি। অহো কষ্টং বর্তত ইত্যনুক্রোশতি চ ভগবান্। যে তু পুনঃ প্রমাণজনিতজ্ঞানচক্ষুষস্ত এনং পশ্যন্তি। জ্ঞানচক্ষুষো বিবিক্তদৃষ্টয় ইত্যর্থঃ॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বিবেকবুদ্ধিবিচারবান মহাত্মগণ শুদ্ধহৃদয়রূপনেত্রে (দেহত্যাগকালে, দেহে স্থিতিকালে, শোকমোহ সুখ-দুঃখাদি ভোগকালে, সত্ত্বাদি গুণসঙ্গকালে) আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষয়ভোগবাসনায় উন্মত্ত মূঢ়গণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়॥১০॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যতন্তঃ (যত্নশীল) যোগিনঃ চ (যোগিগণ) এনম্ (এই আত্মাকে) আত্মনি (বুদ্ধিতে) অবস্থিতং (অধিষ্ঠিত) পশ্যন্তি (দর্শন করেন)। যতন্তঃ অপি (যত্ন করিয়াও) অকৃতাত্মানঃ (মলিনচিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) এনং (ইহাকে) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পায় না)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যোগিগণ প্রযত্ন দ্বারা নিজ নিজ দেহস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, কিন্তু মলিনচিত্ত অবিবেকী পুরুষগণ যত্ন করিলেও তাঁহাকে অবলোকন করিতে পারে না॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **যতন্তঃ**=যৎ+শতৃ, ১মা বহুবচন (আর্ষ)। **যোগিনঃ**=যুজ্+ঘিনুণ্, ১মা বহুবচন। **এনম্**=এতদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **আত্মনি**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৭মী একবচন। **অবস্থিতম্**=অব-স্থা+ক্ত। **পশ্যন্তি**=দৃশ্+লট্ অন্তি। **অপি**=অব্যয়। **অকৃত-আত্মানঃ**=ন কৃতঃ=অকৃতঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; অকৃতঃ আত্মা যেষাং তে=অকৃতাত্মানঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **অচেতসঃ**=চিৎ+অসুন্=চেতস্; নাস্তি চেতঃ যেষাং তে—নঞ্ বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতো বিবেকিষ্বপি কেচিৎ পশ্যন্তি, কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ—যতন্ত ইতি। যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি; শাস্ত্রাভ্যাসাদিভির্যত্নং কুর্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অতএবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কেচিত্তু—যতন্ত ইতি। যতন্তঃ প্রযত্নং কুর্বন্তো যোগিনশ্চ সমাহিতচিত্তা এনং প্রকৃতমাত্মানং পশ্যন্ত্যয়মহমস্মীত্যুপলভন্ত আত্মনি স্বস্যাং বুদ্ধাববস্থিতম্। যতন্তোঽপি শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈরকৃতাত্মানোঽসংস্কৃতাত্মানস্তপসেন্দ্রিয়জয়েন চ দুশ্চরিতাদনুপরতা অশান্তদর্পাত্মানঃ প্রযত্নং কুর্বন্তো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসোঽবিবেকিনঃ॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শুদ্ধান্তঃকরণ যোগিগণ ধ্যানাদি দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। নিষ্কাম কর্মাদি দ্বারা যাহাদের চিত্ত নির্মল হয় নাই, তাহারা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহার দর্শন পায় না; কেননা চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের ঈক্ষণযন্ত্র॥১১॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ আদিত্যগতং (সূর্যস্থিত) যৎ তেজঃ (যে তেজ) চন্দ্রমসি চ (চন্দ্রে) যৎ (যে তেজ) অগ্নৌ চ (এবং অগ্নিতে) যৎ (যে তেজ), অখিলং (সমস্ত) জগৎ (জগৎকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে) তৎ তেজঃ (সেই তেজ) মামকং (মদীয়) বিদ্ধি (জানিবে)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আদিত্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, সেই তেজ আমারই স্বরূপ জানিবে॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ **আদিত্যগতম্**=অদিতি+ষ্যঞ্=আদিত্য; গম্+ক্ত=গত; আদিত্যং গতম্= আদিত্যগতম্—২য়া তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তেজঃ**=তিজ্+ অসুন্=তেজস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অখিলম্**=নাস্তি খিলং যস্য তৎ—নঞ্ বহুব্রীহি; (ক্লীব) ১মা একবচন। **জগৎ**=গম্+ক্বিপ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ভাসয়তে**=ভাস্+ণিচ্ লট্ তে। **চন্দ্রমসি**=চন্দ্র-মা+ অসুন্=চন্দ্রমস্, ৭মী একবচন। **অগ্নৌ**=অগ্+নি, ৭মী একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **মামকম্**=অস্মদ্+বুন্ (অক)=মামক, ২য়া একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং ন তদ্ভাসয়তে সূর্য ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং; তৎপ্রাপ্তনাঞ্চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা; তত্র সংসারিণোঽভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্; ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদি চতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি, তৎ সর্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যৎ পদং সর্বস্যাবভাসকমপ্যগ্ন্যাদিত্যাদিকং জ্যোতির্নাবভাসয়তে যৎপ্রাপ্তাশ্চ মুমুক্ষবঃ পুনঃ সংসারাভিমুখা ন নিবর্তন্তে যস্য চ পদস্যোপাধিভেদমনুবিধীয়মানা জীবা ঘটাকাশাদয় ইবাকাশস্যাংশাস্তস্য পদস্য সর্বাত্মত্বং সর্বব্যবহারাস্পদত্বং চ বিবক্ষুশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈর্বিভূতিসংক্ষেপমাহ ভগবান্—যদিতি। যদাদিত্যগতমাদিত্যাশ্রয়ম্। কিং তৎ? তেজো দীপ্তিঃ প্রকাশো জগদ্ভাসয়তে প্রকাশয়ত্যখিলং সমস্তম্। যচ্চন্দ্রমসি শশভৃতি তেজোঽবভাসকং বর্ততে। যচ্চাগ্নৌ হুতবহে। তত্তেজো বিদ্ধি বিজানীহি মামকং মদীয়ং মম বিষ্ণোস্তজ্জ্যোতিঃ।

অথবা যদাদিত্যগতং তেজশ্চৈতন্যাত্মকং জ্যোতির্যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং মদীয়ম্। মম বিষ্ণোস্তজ্জ্যোতিঃ।

ননু স্থাবরেষু জঙ্গমেষু চ তৎ সমানং চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিঃ। তত্র কথমিদং বিশেষণং যদাদিত্যগতমিত্যাদি?

নৈষ দোষঃ। সত্ত্বাধিক্যাদাধিক্যোপপত্তেঃ। আদিত্যাদিষু হি সত্ত্বমত্যন্তপ্রকাশমত্যন্তভাস্বরম্। অতস্তত্রৈবাবিস্তরাং জ্যোতিরিতি তদ্বিশিষ্যতে। ন তু তত্রৈব তদধিকমিতি। যথা হি লোকে তুল্যেঽপি

মুখসংস্থানে ন কাষ্ঠকুড্যাদৌ মুখমাবির্ভবতি। আদর্শাদৌ তু স্বচ্ছে স্বচ্ছতরে চ তারতম্যেনাবির্ভবতি। তদ্বৎ॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ চৈতন্যাত্মক প্রকাশক জ্যোতিঃমাত্রেই ভগবদ্বিভূতি। যে শ্বেতভাস্বররূপ তেজে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই। তিনি নিজ মায়ায় জগৎ বিস্তারিত রাখিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মতেজেই সূর্যাদি জ্যোতিষ্মান। এই তেজেই সূর্যাধিষ্ঠিত চক্ষু, চন্দ্রাধিষ্ঠিত মন ও অগ্ন্যধিষ্ঠিত বাক্ ক্রিয়া করিতেছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ। যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি"[১]—যে চৈতন্যরূপ তেজ দ্বারা সূর্য উত্তাপ দিতেছে ও চক্ষু রূপাদি দেখিতেছে॥১২॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং চ (এবং আমি) ওজসা (শক্তি দ্বারা) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) ভূতানি (সমস্ত ভূতকে) ধারয়ামি (ধারণ করিতেছি), রসাত্মকঃ (রসযুক্ত) সোমঃ চ (চন্দ্ররূপ) ভূত্বা (হইয়া) সর্বাঃ (সকল) ওষধীঃ (ব্রীহি-যবাদি ওষধিগণকে) পুষ্ণামি (পরিপুষ্ট করিতেছি)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি নিজ প্রভাবে এই পৃথিবীকে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া সমস্ত ভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। সমস্তরসযুক্ত সোমরূপ হইয়া ওষধিরাশিকে আমিই পরিপুষ্ট করিতেছি॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **ধারয়াম্যহমোজসা**=ধারয়ামি+অহম্+ওজসা। **চ**=অব্যয়। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ওজসা**=ওজ্+অসুন্=ওজস্, ৩য়া একবচন। **গাম্**=গো (পৃথিবী), ২য়া একবচন। **আবিশ্য**=আ-বিশ্+ল্যপ্। **ভূতানি**=ভূ+ক্ত=ভূত, ২য়া বহুবচন। **ধারয়ামি**=ধৃ+লট্ মি। **রসাত্মকঃ**=রসঃ এব আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; রসাত্মন্+কন্=রসাত্মকঃ, ১মা একবচন। **সোমঃ**=সু+মন্, ১মা একবচন। **ভূত্বা**=ভূ+ক্ত্বাচ্। **সর্বাঃ**=সর্ব (স্ত্রী), ২য়া বহুবচন। **ওষধীঃ**=ওষ্ (উষ্ণ)-ধা+কি (স্ত্রী), ৩য়া বহুবচন। **পুষ্ণামি**=পুষ্+লট্ মি॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথ্বীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায়াহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি; অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্বাঃ সংবর্ধয়ামি॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—গামিতি। গাং পৃথিবীমাবিশ্য প্রবিশ্য ধারয়ামি ভূতানি জগদহমোজসা বলেন। যদ্বলং কামরাগবিবর্জিতমৈশ্বরং জগদ্বিধারণায় পৃথিব্যাং প্রবিষ্টম্। যেন গুর্বী পৃথিবী নাধঃ পততি। ন বিদীর্যতে চ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—যেন দৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়হেতি[২]। স দাধার পৃথিবীমিত্যাদিশ্চ[৩]। অতো গামাবিশ্য চ ভূতানি চরাচরাণি ধারয়ামীতি যুক্তমুক্তম্। কিঞ্চ পৃথিব্যাং জাতা ওষধীঃ সর্বাঃ ব্রীহিযবাদ্যাঃ পুষ্ণামি পুষ্টিমতীঃ রসস্বাদুমতীশ্চ করোমি সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ

১ মহানারায়ণ উপনিষদ্, ১/৩
২ ঋগ্বেদ, ১০/১২১/৫; তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪/১/৮
৩ ঋগ্বেদ, ১০/১২১/১; তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪/১/৮

সোমঃ সন্। সর্বরসাত্মকো রসস্বভাবঃ সর্বরসানামাকরঃ সোমঃ। স হি সর্বা ওষধীঃ স্বাত্মরসানুপ্রবেশেন পুষ্ণাতি॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানেরই প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে পৃথিবী নিজস্থানে স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শক্তি কার্য না করিলে পৃথিবী হয়তো সূর্যাভিমুখে ছুটিয়া গিয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইত, অথবা স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া রসাতলগামিনী হইত। বস্তুতঃ, একটি ভৌতিক পরমাণুও তাঁহার শক্তি ব্যতীত অবিচলিত থাকিতে পারে না। চন্দ্রে সঞ্জীবনী সুধা আছে বলিয়াই উহার নামান্তর "সোম"। এই সোমান্তবর্তী অমৃতের গুণেই ঔষধাদির রোগ-নিবারণী শক্তি; এই শক্তিও ভগবানের তেজ। বস্তুতঃ, সংরক্ষণী শক্তির মূলাধার তিনি॥১৩॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ (শরীরকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ুসহ) চতুর্বিধম্ (চারি প্রকার) অন্নং (অন্ন) পচামি (পরিপাক করি)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমিই জঠরাগ্নিরূপে সর্ব প্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া চারি প্রকার অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **বৈশ্বানরঃ**=বিশ্বানর+অণ্। **ভূত্বা**=ভূ+ক্ত্বাচ্। **প্রাণিনাম্**=প্রাণ+ইনি=প্রাণিন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **দেহম্**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ, ২য়া একবচন। **আশ্রিতঃ**=আ-শ্রি+ক্ত। **প্রাণ-অপান-সমাযুক্তঃ**=প্র-অণ্+অচ্=প্রাণ; অপ-অন্+অচ্=অপান; সম-আ-যুজ্+ক্ত=সমাযুক্ত; প্রাণশ্চ অপানশ্চ=প্রাণাপানৌ—দ্বন্দ্ব; তাভ্যাং সমাযুক্ত—৩য়া তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **চতুর্বিধম্**=চতস্রঃ বিধা যস্য তৎ—বহুব্রীহি; (ক্লীব) ১মা একবচন। **অন্নম্**=অদ্+ক্ত=অন্ন, ২য়া একবচন। **পচামি**=পচ্+লট্ মি॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, অহমিতি। বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্যান্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাঞ্চ তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি চতুর্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং, যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যং, যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যং, যত্তু দংষ্ট্রাভির্নিষ্পিড্য রসাংশং নিগীর্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্বিধস্য ভেদঃ॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অহমিতি। অহমেব বৈশ্বানর উদরস্থোঽগ্নির্ভূত্বা—অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো

যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে ইত্যাদিশ্রুতেঃ[১]—বৈশ্বানরঃ সন্‌ প্রাণিনাং প্রাণবতাং দেহমাশ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ প্রাণাপানাভ্যাং সমাযুক্তঃ সংযুক্তঃ পচামি পক্তিং করোম্যন্নং চতুর্বিধং চতুষ্প্রকারমশনম্‌। ভোজ্যং ভক্ষ্যং চোষ্যং লেহ্যং চ। ভোক্তা বৈশ্বানরোঽগ্নিঃ। ভোজ্যমন্নং সোমঃ। তদেতদুভয়মগ্নীষোমৌ সর্বমিতি পশ্যতোঽন্নদোষলেপো ন ভবতি॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে জঠরাগ্নি দ্বারা জীব চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ অন্ন, অথবা যাহা দ্বারা জীব পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়ব্য—এই চারি প্রকার অন্ন, অর্থাৎ মনুষ্যাদির ব্রীহিযবাদি অন্ন, চাতকাদির জলরূপ অন্ন, বালখিল্যাদির অগ্নিরূপ তৈজস অন্ন এবং সর্পাদির বায়ুরূপ অন্ন পরিপাক হইয়া থাকে, তাহা ভগবানেরই বিভূতি॥১৪॥

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্‌॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং চ (আমিই) সর্বস্য (সকল) [প্রাণীর] হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট আছি), মত্তঃ (আমা হইতেই) স্মৃতিঃ জ্ঞানম্‌ (স্মৃতি ও জ্ঞান) [হয়], অপোহনং চ (এবং স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাব হয়), সর্বৈঃ (সকল) বেদৈঃ চ (বেদ কর্তৃক) অহম্‌ এব (আমিই) বেদ্যঃ (জ্ঞাতব্য) বেদান্তকৃৎ (বেদান্তার্থসম্প্রদায়প্রবর্তক) বেদবিৎ চ (ও বেদার্থবেত্তা) অহম্‌ এব (আমিই)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্মৃতি ও জ্ঞানরূপে উদিত হই, আবার সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও আমা দ্বারাই হইয়া থাকে। বেদসকল দ্বারা আমিই বেদ্য, বেদান্তার্থের সম্প্রদায়প্রবর্তক, অর্থাৎ লোকসকলের জ্ঞানদাতাও আমিই এবং আমিই বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তা॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অহম্‌**=অস্মদ্‌, ১মা একবচন। **সর্বস্য**=সর্ব+অচ্‌ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **হৃদি**=হৃদ্‌, ৭মী একবচন। **সন্নিবিষ্টঃ**=সম্‌-নি-বিশ্‌+ক্ত, ১মা একবচন। **মত্তঃ**=মৎ (অস্মদ্‌, ৫মী একবচন)+তসিল্‌ (পঞ্চম্যাম্‌)। **স্মৃতিঃ**=স্মৃ+ক্তিন্‌, ১মা একবচন। **অপোহনম্‌**=অপ-ঊহ্‌+অনট্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সর্বৈঃ**=সর্ব (পুং), ৩য়া বহুবচন। **বেদৈঃ**=বিদ্‌+ঘঞ্‌=বেদ, ৩য়া বহুবচন। **বেদ্যঃ**=বিদ্‌+যৎ। **বেদান্তকৃৎ**=বেদানাম্‌ অন্তঃ=বেদান্ত—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; বেদান্ত+কৃ+ক্বিপ্‌; বেদান্তং করোতি=বেদান্তকৃৎ—উপপদ তৎপুরুষ; (পুং) ১মা একবচন। **বেদবিৎ**=বেদং বেত্তি ইতি, বেদ-বিদ্‌+ক্বিপ্‌ (পুং), ১মা একবচন॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ সর্বস্যেতি। সর্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহম্‌, অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি, জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্বৈস্তত্তদ্দেবতা-

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৫/৯/১; মৈত্রায়ণী উপনিষদ্‌, ২/৬

রূপেণাহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্তকো জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থ, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদপ্যহমেব॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—সর্বস্যেতি। সর্বস্য প্রাণিজাতস্যাহমাত্মা সন্ হৃদি বুদ্ধৌ সন্নিবিষ্টঃ। অতো মত্ত আত্মনঃ সর্বপ্রাণিনাং স্মৃতির্জ্ঞানং চ। তদপোহনং চ। যেষাং পুণ্যকর্মিণাং পুণ্যকর্মানুরোধেন জ্ঞানস্মৃতী ভবতস্তথা পাপকর্মিণাং পাপকর্মানুরূপেণ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপোহনমপগমনং চ। বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব চ পরমাত্মা বেদ্যো বেদিতব্যঃ। বেদান্তকৃৎ বেদান্তার্থসম্প্রদায়কৃদিত্যর্থঃ। বেদবিদ্বেদার্থবিদেব চাহম্॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মায়াশ্রিত চৈতন্যই জীবাত্মা। এই আত্মচৈতন্যপ্রভাবেই পূর্বজন্ম বা পূর্বাবস্থাজনিত সংস্কারপ্রবাহরূপ স্মৃতি এবং ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর, অলৌকিক ও লৌকিক জ্ঞান হইয়া থাকে। আবার সেই চৈতন্যসত্তাপ্রভাবেই কাম, ক্রোধ, মোহাদি-জন্য স্মৃতি ও জ্ঞানের ভ্রংশও হইয়া থাকে। ঋগাদি বেদচতুষ্টয় কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান প্রতিপাদন দ্বারা সেই পরমাত্মাকেই জানিতে উপদেশ করিয়াছেন। বেদে যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির কথা লিখিত আছে, তত্তাবৎ-ও পরমাত্মাতেই লক্ষিত হইয়াছে। কেননা, তিনিই সর্বাত্মারূপে বিরাজিত। বেদব্যাসাদিরূপে বেদার্থের উপদেষ্টা তিনিই। তিনিই আবার পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞাতা। অর্থাৎ, বেদার্থ বুঝাইবার কর্তা তিনি এবং বুঝিবার কর্তাও তিনি। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত সকলের বুদ্ধির মধ্যে তিনিই অধিষ্ঠাতা। মায়াতীত চৈতন্যরূপে তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য এবং মায়োপহিত চৈতন্যরূপে তিনিই ঈশ্বরপদবাচ্য। মায়াতীতস্বরূপে যিনি ব্রহ্ম, মায়াশ্রিতস্বরূপে তিনিই ব্রহ্মবেত্তা। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"[১], "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"[২], "আনন্দো ব্রহ্ম"[৩], "তদেতদ্ব্রহ্ম"[৪], "অপূর্বমনপরম্"[৫], "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশম-সঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখম্"[৬], "অনামগোত্রম্"[৭], "অশব্দমস্পর্শম-রূপমব্যয়ম্"[৮], "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্"[৯], "নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ং সদানন্দং চিন্মাত্রম্"[১০], "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ"[১১], "তত্ত্বমসি"[১২] ইত্যাদি বচন দ্বারা বেদ মুমুক্ষুগণকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন॥১৫॥

---

১ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/১/৩
২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৯/২৮/৭
৩ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩/৬
৪ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২/৫/১৯
৫ তদেব, ২/৫/১৯
৬ তদেব, ৩/৮/৮
৭ মুক্তিকোপনিষদ্, ২/৭২
৮ কঠ উপনিষদ্, ১/৩/১৫
৯ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/১৯
১০ নৃসিংহোত্তরতাপনী, ৯
১১ মাণ্ডূক্য উপনিষদ্, ৭
১২ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৮/৭

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ (ক্ষর ও অক্ষর) দ্বৌ এব ইমৌ (এই দুই) পুরুষৌ (পুরুষ) লোকে (সংসারে) [প্রসিদ্ধ আছে], [তন্মধ্যে] সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূত) ক্ষরঃ (নশ্বর), কূটস্থঃ (কারণস্বরূপ) অক্ষরঃ (অবিনাশী) উচ্যতে (কথিত হন)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষই ইহলোকে প্রসিদ্ধ। কার্যরূপ ভূতগণ ক্ষর ও কারণরূপ মায়া অক্ষর বলিয়া কথিত হন॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **ক্ষরঃ**=ক্ষর্+অচ্ (পুং), ১মা একবচন। **অক্ষরঃ**=ন ক্ষর—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **ইমৌ**=ইদম্ (পুং), ১মা দ্বিবচন। **দ্বৌ**=দ্বি (পুং), ১মা। **পুরুষৌ**=পুর+কুষন্=পুরুষঃ; ১মা দ্বিবচন। **লোকে**=লোক+অচ্, ৭মী একবচন। **সর্বাণি**=সর্ব+অচ্=সর্ব (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **ভূতানি**=ভূ+ক্ত=ভূত (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **কূটস্থঃ**=কূট্+অচ্=কূট; কূটবৎ তিষ্ঠতি ইতি, কূট-স্থা+ক=কূটস্থঃ—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং "তদ্ধাম পরমং মমে"তি যদুক্তং, স্বকীয়ং সর্বোত্তমত্বং তৎ দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চাক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ; তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটো রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স ত্বক্ষরঃ পুরুষ ইতি উচ্যতে বিবেকিভিঃ॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ভগবৎ ঈশ্বরস্য নারায়ণস্য বিভূতিসংক্ষেপ উক্তো বিশিষ্টোপাধিকৃতঃ—যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যাদিনা। অথাধুনা তস্যৈব ক্ষরাক্ষরোপাধিপ্রবিভক্ততয়া নিরুপাধিকস্য কেবলস্য স্বরূপনির্দ্ধারয়িষয়োত্তরশ্লোকা আরভ্যন্তে। তত্র সর্বমেবাতীতানাগতানন্তরাধ্যায়ার্থজাতং ত্রিধা রাশীকৃত্যাহ—দ্বাবিমাবিতি। দ্বাবিমৌ পৃথগ্রাশীকৃতৌ পুরুষাবিত্যুচ্যেতে লোকে সংসারে। ক্ষরশ্চ—ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশ্যেকো রাশিঃ। অপরঃ পুরুষোঽক্ষরস্তদ্বিপরীতঃ। ভগবতো মায়াশক্তিঃ ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্যোৎপত্তিবীজমনেকসংসারিজন্তুকামকর্মাদিসংস্কারাশ্রয়োঽক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে। কৌ তৌ পুরুষাবিতি? আহ স্বয়মেব ভগবান্—ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি। সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থঃ। কূটস্থঃ—কূটো রাশিঃ। রাশিরিব স্থিতঃ। অথবা কূটো মায়া বঞ্চনা জিহ্মতা কুটিলতেতি পর্যায়াঃ। অনেকমায়াদিপ্রকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ। অথবা সংসারবীজানন্ত্যান্ন ক্ষরতীত্যক্ষর উচ্যতে॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মায়ার বিকাশস্বরূপ উৎপত্তি ও বিনাশযুক্ত পদার্থ মাত্রই ক্ষর এবং আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত কারণরূপ মায়াশক্তি অক্ষররূপে কথিত হইয়া থাকে। চৈতন্যাত্মক পুরুষ এই দুই নামেই প্রসিদ্ধ॥১৬॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অন্যঃ তু (ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিভিন্ন) উত্তমঃ (উৎকৃষ্ট) পুরুষঃ (চৈতন্যরূপ পুরুষ) পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা এই সংজ্ঞায়) উদাহৃতঃ (কথিত হন), যঃ (যে) ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ (ঈশ্বর ও অব্যয়) লোকত্রয়ম্ (লোকত্রয়ে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্ত্তি (প্রতিপালন করিতেছেন)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আর পরমোৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপ পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর—এতদুভয় হইতেই ভিন্ন। তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি অব্যয় ও তিনি ঈশ্বর॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **অন্যঃ**=অন্+যৎ, ১মা একবচন। **তু**=অব্যয়। **উত্তমঃ**=উৎ-তম্+অচ্, ১মা একবচন। **পুরুষঃ**=পুর+শী-ড, ১মা একবচন। **পরমাত্মা**=পরমঃ আত্মা—কর্মধারয়; ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **উদাহৃতঃ**=উৎ-আ-হৃ+ক্ত, ১মা একবচন। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **অব্যয়ঃ**=বি-ই+অচ্=ব্যয়; নাস্তি ব্যয় যস্য সঃ=অব্যয়—নঞ্ বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **ঈশ্বরঃ**=ঈশ্+বরচ্, ১মা একবচন। **লোকত্রয়ম্**=লোকানাং ত্রয়ম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **আবিশ্য**=আ-বিশ্+ল্যপ্। **বিভর্ত্তি**=বি-ভৃ+লট্ তি॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ, তদাহ—উত্তম ইতি। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ; বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি উদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ পরমত্বেনাক্ষরাশ্চ ভোক্তুর্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বর ঈশনশীলঃ, অব্যয়শ্চ নির্বিকার এব সন্ লোকত্রয়হৃদয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেণাস্পৃষ্টো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ—উত্তম ইতি। উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ। অত্যন্তবিলক্ষণ আভ্যাম্। পরমাত্মেতি—পরমশ্চাসৌ দেহাদ্যবিদ্যাকৃতাত্মভ্যোঽন্নময়াদিভ্যঃ পঞ্চকোষেভ্যঃ। আত্মা চ সর্বভূতানাং প্রত্যক্চেতন ইতি। অতঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত উক্তো বেদান্তেষু। স এব বিশিষ্যতে যো লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশক্ত্যাবিশ্য প্রবিশ্য বিভর্ত্তি স্বরূপসদ্ভাবমাত্রেণ বিভর্ত্তি ধারয়তি। অব্যয়ো নাস্য ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ। ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞো নারায়ণাখ্য ঈশনশীলঃ॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কার্য ও কারণ রূপ মায়াশক্তির অতীত ও মায়োপাধির প্রকাশক পরমাত্মা এই সমস্ত হইতে বিভিন্ন। তিনি পঞ্চকোষের অতীত ও অনধিগম্য। তিনি প্রভুত্ববলে ত্রিজগৎকে নিজ অধীনে রাখিয়া চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিব্যাদিকে নিজ নিজ কার্যে প্রেরণ করিতেছেন। সকলকে রক্ষা করিতেছেন ও সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অব্যয় ও ত্রিজগতের একমাত্র প্রভু॥১৭॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরম্ অতীতঃ (ক্ষরের অতীত), অক্ষরাৎ অপি (অক্ষর হইতেও) উত্তমঃ চ (উত্তম), অতঃ (অতএব) লোকে বেদে চ (লোকে ও বেদে) পুরুষোত্তমঃ [ইতি] (পুরুষোত্তম বলিয়া) প্রথিতঃ (প্রসিদ্ধ) অস্মি (হই)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতে পরমোৎকৃষ্ট। এই জন্য লোক ও বেদ মধ্যে আমার নাম পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ যস্মাৎ=যদ্ (পুং), ৫মী একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ক্ষরমতীতঃ**= ক্ষর্+অচ্=ক্ষরম্; অতি-ই+ক্ত=অতীতঃ। **অক্ষরাৎ**=ন ক্ষরম্=অক্ষরম্—নঞ্ তৎপুরুষ; ৫মী একবচন। **উত্তমঃ**=উৎ-তম+অচ্, ১মা একবচন। **অতঃ**=ইদম্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **লোকে**=লোক+ঘঞ্=লোক, ৭মী একবচন। **বেদে**=বিদ্+ঘঞ্=বেদ, ৭মী একবচন। **পুরুষোত্তমঃ**=পুর+শী-ড=পুরুষ; উৎ-তম+অচ্=উত্তম; পুরুষাণাম্ উত্তমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **প্রথিতঃ**=প্রথ্+ক্ত, ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথা চ শ্রুতিঃ "স এষ সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি" (বৃহদারণ্যক, ৫/৬/১) ইত্যাদি॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যথাব্যাখ্যাতস্যেশ্বরস্য পুরুষোত্তম ইত্যেতন্নাম প্রসিদ্ধম্। তস্য নামনির্বচন-প্রসিদ্ধ্যাঽর্থবত্ত্বং নাম্নো দর্শয়ন্নিরতিশয়োঽহমীশ্বর ইত্যাত্মানং দর্শয়তি ভগবান্—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং সংসারমায়াবৃক্ষমশ্বত্থাখ্যমতিক্রান্তোঽহম্। অক্ষরাদপি সংসারবৃক্ষবীজভূতাদপি চোত্তম উৎকৃষ্টতম ঊর্ধ্বতমো বা। অতঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুত্তমত্বাদস্মি ভবামি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ পুরুষোত্তম ইতি। এবং মাং ভক্তজনা বিদুঃ। কবয়ঃ কাব্যাদিষু চেদং নাম নিবধ্নন্তি। পুরুষোত্তম ইত্যনেনাভিধানেনাভিগৃণন্তি॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান কার্যরূপ সংসারের অতীত ও অব্যাকৃত কারণ বীজরূপ অবিদ্যা হইতে অত্যুত্তম। কেননা, চৈতন্য পদার্থ জড় হইতে পরম শ্রেষ্ঠ। পূর্বশ্লোকে ক্ষর ও অক্ষর—কার্য ও কারণ—দুই পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরমাত্মা কার্য ও কারণ উভয় পুরুষ হইতেই উত্তম। এই জন্য বেদ ও লোকমণ্ডলী তাঁহাকে "পুরুষোত্তমঃ" বলিয়া থাকেন॥১৮॥

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকারে) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীনচিত্ত) [হইয়া] পুরুষোত্তমং (পুরুষোত্তম) মাং (আমাকে) জানাতি (বিদিত হন), সঃ (তিনি) সর্বভাবেন (সর্বপ্রকারে) মাং (আমাকে) ভজতি (ভজনা করেন), [তদনন্তর] সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) [হন]॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি নির্মোহচিত্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তমরূপে বিদিত হন, তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই ভক্তিযোগ দ্বারা আমার যথার্থরূপ সেবা করিয়া থাকেন॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **ভারত**=ভরত+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **এবম্**=অব্যয়; ই+বম্। **অসংমূঢ়ঃ**=নঞ্-সম্-মুহ্+ক্ত, ১মা একবচন। **পুরুষোত্তমম্**=পুর+শী-ড=পুরুষ; উৎ-তম+অচ্=উত্তম; পুরুষাণাম্ উত্তমঃ=পুরুষোত্তমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **জানাতি**=জ্ঞা+লট্ তি। **সর্ববিৎ**=সর্বং বেত্তি ইতি, সর্ব-বিদ্+ক্বিপ্—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সর্বভাবেন**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ভূ+ঘঞ্=ভাব; সর্বে ভাবাঃ=সর্বভাবঃ—কর্মধারয়; ৩য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ভজতি**=ভজ্+ লট্ তি॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি। এবং নিরুক্তপ্রকারেণা-সংমূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি সর্বভাবেন সর্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি, ততশ্চ সর্ববিৎ সর্বজ্ঞো ভবতি॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং যথানিরুক্তমাত্মানং যো বেদ তস্যেদং ফলমুচ্যতে—যো মামিতি। যো মামীশ্বরং যথোক্তবিশেষণমেবং যথোক্তেন প্রকারেণাসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জিতঃ সন্ জানাতি—অয়মহমস্মীতি—পুরুষোত্তমং স সর্ববিৎ—সর্বাত্মনা সর্বং বেত্তীতি—সর্বজ্ঞঃ সর্বভূতস্থং ভজতি মাং সর্বভাবেন সর্বাত্মচিত্ততয়া হে ভারত॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মনুষ্যবিগ্রহধারী ভগবান "আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মনুষ্য"—এইরূপ মোহ যাঁহার বিদূরিত হইয়াছে, তিনিই তাঁহাকে পুরুষোত্তম-জ্ঞানে প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা প্রকৃত ভজনা করিতে সমর্থ। তিনি ভগবানকে সর্বগতান্তরাত্মা বলিয়া জানেন, এই জন্য তিনি সর্বজ্ঞ। যিনি সোপাধিক ব্রহ্মরূপ বাসুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধিতে না দেখিয়া ব্রহ্মবুদ্ধিতে দেখেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ও সর্ববিৎ॥১৯॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অনঘ ভারত (হে নিষ্পাপ ভারত!) ইতি (পূর্বোক্তপ্রকার) গুহ্যতমম্ (অতীব গুহ্য) ইদং (এই) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) ময়া (মৎকর্তৃক) উক্তম্ (কথিত হইল); [যে কেহ] এতৎ (ইহা) বুদ্ধ্বা (অবগত হইয়া) বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যঃ চ (জ্ঞানসম্পন্ন ও কৃতার্থ) স্যাৎ (হন)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অনঘ! হে ভারত! আমি তোমার নিকট এই যে অতীব গুহ্যরহস্যশাস্ত্র কীর্তন করিলাম, যিনি ইহা বিদিত হন, তিনি আত্মজ্ঞানযুক্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **অনঘ**=অঘ+অচ্=অঘম্, নাস্তি অঘং যস্য সঃ=অনঘ—নঞ্ বহুব্রীহি, সম্বোধনে ১মা একবচন। **ভারত**=ভরত+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **গুহ্যতমম্**=গুহ্+ক্যপ্=গুহ্য; গুহ্য+তমপ্=গুহ্যতম; ১মা একবচন। **শাস্ত্রম্**=শাস্+ষ্ট্রন্ (ক্লীব), ১মা একবচন (কর্মে)। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **উক্তম্**=ব্রূ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **বুদ্ধ্বা**=বুধ্+ক্ত্বাচ্। **বুদ্ধিমান্**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি; বুদ্ধি+মতুপ্; ১মা একবচন। **কৃতকৃত্যঃ**=কৃ+ক্যপ্=কৃত্য; কৃতং কৃত্যং যেন সঃ=কৃতকৃত্যঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **স্যাৎ**=অস্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥২০॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তং, ন তু পুনর্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রম্। হে অনঘ! ব্যসনশূন্য! অতএবৈতন্মদুক্তং বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ সম্যগ্‌জ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ যোঽপি কোঽপি; হে ভারত! ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ॥২০॥

সংসারশাখিনং ভিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অস্মিন্নধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষফলমুক্ত্বাঽথেদানীং তৎ স্তৌতি—ইতি গুহ্যতমমিতি। ইত্যেতদ্‌গুহ্যতমং গোপ্যতমম্। অত্যন্তরহস্যমিত্যেতৎ। কিং তৎ? শাস্ত্রম্। যদ্যপি গীতাখ্যং সমস্তং শাস্ত্রমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায় ইহ শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে স্তুত্যর্থং প্রকরণাৎ। সর্বো হি গীতাশাস্ত্রার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে সমাসেনোক্তঃ। ন কেবলং গীতাশাস্ত্রার্থ এব কিন্তু সর্বশ্চ বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তঃ। যস্তং বেদ স বেদবিৎ—বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্য ইতি চোক্তম্। ইদমুক্তং কথিতং

ময়া হে অনঘ। এতচ্ছাস্ত্রং যথাদর্শিতার্থং বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাদ্ভবেৎ—নান্যথা—কৃতকৃত্যশ্চ ভারত। কৃত্যং কৃত্যং কর্তব্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ। বিশিষ্টজন্মপ্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কর্তব্যং তৎ সর্বং ভগবত্তত্ত্বে বিদিতে কৃতং ভবেদিত্যর্থঃ। ন চান্যথা কর্তব্যং পরিসমাপ্যতে কস্যচিদিত্যভিপ্রায়ঃ। সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যত ইতি চোক্তম্। এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥ ইতি চ মানবং বচনম্[1]। যত এতৎ পরমার্থতত্ত্বং মত্তঃ শ্রুতবানসি ততঃ কৃতার্থস্ত্বং ভারতেতি॥২০॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে যাহা কিছু বক্তব্য, ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়েই তত্তাবৎ সংক্ষেপতঃ ব্যাখ্যা করিলেন। যদি কেহ গুরুমুখে এতাবৎ শাস্ত্রীয় নিগূঢ় রহস্য যথাযথ বিদিত হইতে পারেন, তবে তিনি যে যাগযজ্ঞ তপোঽনুষ্ঠানপূর্বক কৃতকার্য ও আত্মজ্ঞানযুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভগবান অর্জুনকে হে অনঘ—নিষ্পাপ, হে ভারত—ভারতবংশাবতংস, সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিজ সাধু প্রকৃতি, উচ্চাধিকার ও পবিত্র কুলমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করাইয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তিই যখন ভক্তিপূর্বক গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরমপদের অধিকারী হয়, তখন হে অর্জুন, তুমি পবিত্র কুলে জন্মিয়া ও পবিত্রপ্রকৃতি হইয়া যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও কৃতকৃত্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কী? নিষ্পাপ না হইলে আত্মজ্ঞানোপদেশ পাইবার অধিকার হয় না। "তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্। মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যায়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥" অর্থাৎ, তপস্যা দ্বারা যাঁহারা নিষ্পাপ হইয়াছেন, অন্তঃকরণের বৃত্তিরাশি যাঁহাদের নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছে, বিষয়ানুরাগ যাঁহাদের বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা মুমুক্ষু ও নিরপেক্ষ, তাঁহাদিগকেই আত্মজ্ঞান উপদেশ করিবার জন্য শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন। অন্যথা অনধিকারীকে আত্মজ্ঞানোপদেশদান নিষিদ্ধ। অর্জুন নিষ্পাপ বলিয়া সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানের অধিকারী, এই জন্য ভগবান তাঁহাকে গুহ্যতত্ত্ব সমস্ত উপদেশ করিলেন॥২০॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

---

১ মনুঃ, ১২/৯৩

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥১॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি জাতস্য ভারত॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) অভয়ং (অভীরুতা) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে স্থিতি) দানং দমঃ চ যজ্ঞঃ চ (দান, দম ও যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (জপ বা শাস্ত্রপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) আর্জবম্ (সরলতা) অহিংসা সত্যম্ অক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তিঃ (অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ ও শান্তি) অপৈশুনং (পরনিন্দাবর্জন) ভূতেষু (জীবসকলের প্রতি) দয়া অলোলুপ্ত্বং (দয়া ও লোভশূন্যতা) মার্দবং (মৃদুতা) হ্রীঃ (কুকর্মে লজ্জা) অচাপলম্ (চাঞ্চল্যশূন্যতা) [হে] ভারত (হে ভারত!) তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ (তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ) অদ্রোহঃ (অবিরোধ) নাতিমানিতা (অভিমানশূন্যতা) [এই সকল শুভগুণ] দৈবীং সম্পদম্ (দৈবী সম্পদকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে)॥১-৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, হে অর্জুন! অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগে স্থিতি, দান, দম ও যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ ও সরলতা—এই সমস্ত দৈবী সম্পদ। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, সর্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা ও অচাপল্য এতাবৎ দৈবী সম্পদ। হে ভারত! সত্ত্বগুণময়ী বাসনা লইয়া যাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করেন তাঁহারাই তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানত্ব এতাবৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥১-৩॥

ব্যাকরণ ঃ ভগবান্=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। উবাচ=ব্রূ+লিট্ অ। ভারত=ভরত+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। অভয়ম্=ভী+অচ্=ভয়ম্, নাস্তি ভয়ং যস্মাৎ তৎ=অভয়ম্—নঞ্ বহুব্রীহি (ক্লীব), ১মা একবচন। সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ=সৎ+ত্ব (ভাবে)=সত্ত্ব, সম্-শুধ্+ক্তিন্=সংশুদ্ধি, সত্ত্বস্য সংশুদ্ধিঃ= সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা একবচন। জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ=জ্ঞানেন যোগঃ=জ্ঞানযোগঃ— ৩য়া তৎপুরুষ, বি-অব-স্থা+ক্তিন্=ব্যবস্থিতিঃ, জ্ঞানযোগে ব্যবস্থিতিঃ—৭মী তৎপুরুষ, ১মা একবচন।

দানম্=দা+অনট্ (ক্লীব), ১মা একবচন; দম=দম্+অচ্ (পুং), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **যজ্ঞঃ**=যজ্+নঙ্ (পুং), ১মা একবচন। **স্বাধ্যায়ঃ**=স্ব-অধি-ই+ঘঞ্ (পুং), ১মা একবচন। **তপঃ**=তপ্+অসুন্=তপস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **আর্জবম্**=ঋজু+অণ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অহিংসা**=হিন্স্+অ+টাপ্=হিংসা, ন হিংসা=অহিংসা—নঞ্ তৎপুরুষ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **সত্যম্**=সৎ+যৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অক্রোধঃ**=ক্রুধ্+ঘঞ্=ক্রোধঃ, ন ক্রোধঃ=অক্রোধঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **ত্যাগঃ**=ত্যজ্+ঘঞ্ (পুং), ১মা একবচন। **শান্তিঃ**=শম্+ক্তিন্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **অপৈশুনম্**=পিশুন+অন্=পৈশুন, ন পৈশুনম্=অপৈশুনম্—নঞ্ তৎপুরুষ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ভূতেষু**=ভূ+ক্ত=ভূত, ৭মী বহুবচন। **দয়া**=দয়্+অঙ্+টাপ্, ১মা একবচন। **অলোলুপ্ত্বম্**=লুঙ্+যঙ্+অচ্+ত্ব=লোলুপ্ত্বং, ন লোলুপ্ত্বম্=অলোলুপ্ত্বম্—নঞ্ তৎপুরুষ (ক্লীব), ১মা একবচন। **মার্দবম্**=মৃদু+অণ্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **হ্রীঃ**=হ্রী+ক্বিপ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **অচাপলম্**=চপল+অণ্=চাপলম্, ন চাপলম্=অচাপলম্—নঞ্ তৎপুরুষ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তেজঃ**=তিজ্+অসুন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ক্ষমা**=ক্ষম্+অঙ্+টাপ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **ধৃতিঃ**=ধৃ+ক্তিন্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **শৌচম্**=শুচি+অণ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অদ্রোহঃ**=দ্রুহ্+ঘঞ্=দ্রোহ, ন দ্রোহঃ=অদ্রোহঃ—নঞ্ তৎপুরুষ (পুং), ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **অতিমানিতা**=মানম্ অস্য অস্তি ইতি; মান্+ইনি=মানিন্, মানিন্+তল্=মানিতা, অতিশয় মানিতা=অতিমানিতা—কর্মধারয়, ন অতিমানিতা=নাতিমানিতা—নঞ্ তৎপুরুষ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **দৈবীম্**=দেব+অণ্=দৈব, দৈব+ঙীপ্=দৈবীম্ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **সম্পদম্**=সম্-পদ+ক্বিপ্ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **অভিজাতস্য**=অভি-জন্+ক্ত=অভিজাত, ৬ষ্ঠী একবচন। **ভবন্তি**=ভূ+লট্ অন্তি॥১-৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে—"এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইত্যুক্তং; তত্র ক এতত্তত্ত্বং বুধ্যতে কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি; তদুক্তং ভট্টৈঃ[১]—

"ভারো যো যেন বোঢ়ব্যঃ স প্রাগান্দোলিতো যদা।
তদা কস্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্তুং নিরূপণম্॥"

ইতি। তত্রাধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ, সত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা, দানং স্বভোজ্যস্যান্নাদের্যথোচিতসম্বিভাগঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ, স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ, তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি, আর্জবমবক্রতা; কিঞ্চ অহিংসেতি, অহিংসা পরপীড়াবর্জনং, সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ, ত্যাগ ঔদাস্যং, শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং তদ্বর্জনমপৈশুনং, ভূতেষু

১ ইনি প্রখ্যাত মীমাংসকাচার্য বার্তিককার কুমারিলভট্ট বা কুমারিল্লভট্ট। সাধারণতঃ ভট্টপাদ বলিয়া অভিহিত হন।

দীনেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং[১] লোভাভাবঃ অবর্ণলোপস্ত্বার্ষঃ, মার্দবং মৃদুত্বম্ অক্রূরতা, হ্রীরকার্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপলং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যং; কিঞ্চ তেজ ইতি, তেজঃ প্রাগলভ্যং, ক্ষমা পরিভবাদিষূৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ, ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসাদে চিত্তস্য স্থিরীকরণং, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ অদ্রোহো জিঘাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানস্তদভাবো নাতিমানিতা। এতান্যভয়াদীনি ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি, দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ॥১-৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ দৈব্যাসুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নবমেঽধ্যায়ে সূচিতাঃ। তাসাং বিস্তরেণ প্রদর্শনায়াভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে। তত্র সংসারমোক্ষায় দৈবী প্রকৃতিঃ। নিবন্ধায়াসুরী রাক্ষসী চেতি। দৈব্যা আদানায় প্রদর্শনং ক্রিয়তে। ইতরয়োঃ পরিবর্জনায়। শ্রীভগবানুবাচ—অভয়মিতি। অভয়মভীরুতা। সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ সংশুদ্ধিঃ সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্য সংব্যবহারেষু পরবঞ্চনমায়ানৃতাদিপরিবর্জনম্। শুদ্ধভাবেন ব্যবহার ইত্যর্থঃ। জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্যতশ্চাত্মাদিপদার্থানামবগমঃ। অবগতানামিন্দ্রিয়াদ্যুপসংহারেণৈকাগ্রতয়া স্বাত্মসংবেদ্যতাপাদনং যোগঃ। তয়োর্জ্ঞানযোগয়োর্ব্যবস্থিতির্ব্যবস্থানম্। তন্নিষ্ঠতা। এষা প্রধানা দৈবী সাত্ত্বিকী সম্পৎ। যত্র চ যেষামধিকৃত্তানাং যা প্রকৃতিঃ সম্ভবতি সাত্ত্বিকী সোচ্যতে। দানং যথাশক্তি সংবিভাগোঽন্নাদীনাম্। দমশ্চ বাহ্যকরণানামুপশমঃ। অন্তঃকরণস্যোপশমং শান্তিং বক্ষ্যতি। যজ্ঞশ্চ শ্রৌতোঽগ্নিহোত্রাদিঃ। স্মার্তশ্চ দেবযজ্ঞাদিঃ। স্বাধ্যায় ঋগ্বেদাদ্যধ্যয়নমদৃষ্টার্থম্। তপো বক্ষ্যমাণং শারীরাদি। আর্জবমৃজুত্বং সর্বদা।

কিঞ্চ—অহিংসেতি। অহিংসাঽহিংসনং প্রাণিনাং পীড়াবর্জনম্। সত্যমপ্রিয়ানৃতবর্জিতং যথাভূতার্থবচনম্। অক্রোধঃ পরৈরাক্রুষ্টস্যাভিহতস্য বা প্রাপ্তস্য ক্রোধস্যোপশমনম্। ত্যাগঃ সংন্যাসঃ—পূর্বং দানস্যোক্তত্বাৎ। শান্তিরন্তঃকরণস্যোপশমঃ। অপৈশুনমপিশুনতা। পরস্মৈ পররন্ধ্রপ্রকটীকরণং পৈশুনম্। তদভাবোঽপৈশুনম্। দয়া কৃপা ভূতেষু দুঃখিতেষু। অলোলুপ্ত্বমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধাববিক্রিয়া। মার্দবং মৃদুতাঽক্রৌর্যম্। হ্রীর্লজ্জা। অচাপলমসতি প্রয়োজনে বাক্পাণিপাদাদীনামব্যাপারয়িতৃত্বম্।

কিঞ্চ—তেজ ইতি। তেজঃ প্রাগলভ্যাম্। ন ত্বগ্গতা দীপ্তিঃ। ক্ষমা তাড়িতস্যাক্রুষ্টস্য বাঽন্তর্বিক্রিয়ানুৎপত্তিঃ। উৎপন্নায়াং বিক্রিয়ায়াং প্রশমনমক্রোধ ইত্যবোচাম্। ইত্থং ক্ষমায়া অক্রোধস্য চ বিশেষঃ। ধৃতির্দেহেন্দ্রিয়েষ্ববসাদং প্রাপ্তেষু তস্য প্রতিষেধকোঽন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ। যেনোত্তম্ভিতানি করণানি দেহশ্চ নাবসীদন্তি। শৌচং দ্বিবিধম্। মৃজ্জলাভ্যাং কৃতং বাহ্যম্। আভ্যন্তরং চ মনোবুদ্ধ্যোর্নৈর্মল্যং মায়ারাগাদিকালুষ্যাভাবঃ। এবং দ্বিবিধং শৌচম্। অদ্রোহঃ পরজিঘাংসাভাবোঽহিংসনম্। নাতিমানিতা—অত্যর্থং মানোঽতিমানঃ। স যস্য বিদ্যতে সোঽতিমানী। তদ্ভাবোঽতিমানিতা। তদভাবো নাতিমানিতা। আত্মনঃ পূজ্যতাতিশয়ভাবনাভাব ইত্যর্থঃ।

---

১ অলোলুপ্ত্বম্ কথাটি তাহা হইলে হওয়া উচিত "অলোলুপত্বম্" কিন্তু এখানে অ-কারটি লুপ্ত হওয়ায় অলোলুপ্ত্বম্ হইয়াছে—তাই ইহা আর্ষপ্রয়োগ।

ভবন্ত্যভয়াদীন্যেতদন্তানি সম্পদমভি জাতস্য। কিংবিশিষ্টাং সম্পদম্? দৈবীম্। দেবানাং যা সম্পৎ তামভিলক্ষ্য জাতস্য দৈববিভূত্যর্হস্য ভাবিকল্যাণস্যেত্যর্থঃ। হে ভারত॥১-৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বাসনাই যে সংসাররূপ বৃক্ষের অবান্তর মূল, তাহা পূর্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। শুভ ও অশুভ ভোগবাসনা দ্বিবিধ। সাত্ত্বিকী বাসনা শুভ ও মুক্তিমার্গের হেতু এবং রাজস ও তামস বাসনা অশুভ ও বন্ধনের হেতুস্বরূপ। সাত্ত্বিকী বাসনা দৈবী সম্পদ এবং রাজস ও তামস বাসনা রাক্ষসী বা আসুরী সম্পদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অশুভ বাসনা পরিত্যাগপূর্বক শুভ বাসনা অবলম্বন করা যে আবশ্যক, তাহা এই অধ্যায়ে কথিত হইবে।

শাস্ত্রের যথাযথ অর্থ বিদিত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণতার নাম "অভয়", অথবা মৃত্যু আদির শঙ্কার অভাবের নাম অভয়। অন্তঃকরণের সুনির্মলতা অর্থাৎ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, মায়াদি ত্যাগের নাম সত্ত্বসংশুদ্ধি। আত্মস্বরূপ নিশ্চয়ের নাম জ্ঞান। একাগ্রচিত্তে আত্মানুভূতির নাম যোগ। "আমা হইতে কোনো প্রাণী যেন ভীত না হয়"—এই ভাবটি পরমহংস-ধর্মের উপলক্ষণ। এই অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎকার, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তি দ্বারা এই সত্ত্বসংশুদ্ধি লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তিই দৈবী সম্পদ লাভের মূল। অতঃপর গৃহস্থগণের দৈবী সম্পদ কথিত হইয়াছে। নিজাধিকৃত সামগ্রীর স্বত্বত্যাগপূর্বক যোগ্যপাত্রে দান, বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের সংযম, শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান (দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ আদি), বেদাদি অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য বা কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপঃ (সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে) ও অকপটতা এইগুলি দৈবী সম্পদ।

অহিংসা—যে যে বৃত্তি দ্বারা জীব জীবনধারণ করিয়া থাকে, তত্তাবদ্বৃত্তির হানি না করা; সত্য—যথার্থ অর্থবোধক বচনোচ্চারণরূপ সত্য [যে বচনপ্রয়োগে অনর্থোৎপত্তি না হয়]; অক্রোধ—অনাদৃত বা তাড়িত হইয়াও ক্রুদ্ধ না হওয়া; ত্যাগ—শাস্ত্রবিধিপূর্বক যোগ্যপাত্রে দান বা সর্বকর্মত্যাগ বা সন্ন্যাস; শান্তি—অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের উপশম; অপৈশুন্য—অন্যের কাছে আর একজনের অসাক্ষাতে দোষকীর্তন না করা; দয়া—দীনের প্রতি করুণা; অলোলুপতা—ভোগের বস্তু সম্মুখে আসিলেও ইন্দ্রিয়াদির বিকার না জন্মানো; মৃদুতা—অক্রূর কোমল বাক্য প্রয়োগ; লজ্জা এবং অচাপল্য—নিষ্প্রয়োজন বাহ্যেন্দ্রিয়াদির ব্যাপার না করা; এইগুলিও দৈবী সম্পদ।

তেজঃ (যদ্দ্বারা কাহারও প্রভাবে পরাভূত অর্থাৎ ধর্ম বা সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়), ক্ষমা (তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্যসত্ত্বেও ক্রোধ না করা), ধৃতি (ব্যাকুল দেহেন্দ্রিয়াদিকে সুস্থির করিয়া রাখিবার শক্তি), শৌচ (অন্তঃকরণশুদ্ধি), অদ্রোহ (অবিরোধ), নাতিমানিতা (আমি অন্যের পূজ্য—এরূপ অভিমান না রাখা) এইগুলিও দৈবী সম্পদ। যাঁহারা শুভ সাত্ত্বিকী বাসনা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই এই শ্লোকত্রয়োক্ত ষড়্বিংশতি গুণ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।"[১] পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্যময়ী বাসনা দ্বারা জীব উত্তরোত্তর জন্মে পুণ্যবান ও পাপ বাসনা দ্বারা পাপযুক্ত হইয়া থাকে॥১-৩॥

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/৫

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ[১] ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভি জাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্‌॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) দম্ভঃ (ধর্মধ্বজিত্ব), দর্পঃ (দর্প), অভিমানঃ (অভিমান) চ ক্রোধঃ (ক্রোধ) চ পারুষ্যম্‌ (নিষ্ঠুরতা), অজ্ঞানং চ এব (ও অজ্ঞান) [এইসকল অসদ্‌গুণ], আসুরীং সম্পদম্‌ (আসুরী সম্পদকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে]॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! অশুভ বাসনা দ্বারা যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই রজস্তমোগুণময় মনুষ্যগণ—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞানাদি আসুরী সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ পার্থ=পৃথা+অণ্‌, সম্বোধনে ১মা একবচন। **দম্ভঃ**=দন্‌ভ্‌+ঘঞ্‌ (পুং), ১মা একবচন। **দর্পঃ**=দৃপ্‌+ঘঞ্‌ (পুং), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **অভিমানঃ**=অভি-মন্‌+ঘঞ্‌ (পুং), ১মা একবচন। **ক্রোধঃ**=ক্রুধ্‌+ঘঞ্‌ (পুং), ১মা একবচন। **পারুষ্যম্‌**=পৄ+উষন্‌=পুরুষ, পুরুষ+ষ্যঞ্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অজ্ঞানম্‌**=নঞ্‌-জ্ঞা+অনট্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। **আসুরীম্‌**=অসুর+অণ্‌=আসুর, আসুর+ঙীপ্‌=আসুরী (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **সম্পদম্‌**=সম্‌-পদ+ক্বিপ্‌ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **অভি জাতস্য**=অভি-জন্‌+ক্ত, ৬ষ্ঠী একবচন। এব=অব্যয়॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আসুরীং সম্পদমাহ—"দম্ভ" ইতি। দম্ভো ধর্মধ্বজিত্বং, দর্পো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তং চিত্তস্যৌৎসুক্যম্‌, অভিমানো ব্যাখ্যাত এব ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ পারুষ্যং নিষ্ঠুরত্বম্‌, অজ্ঞানমবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণম্‌ অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পত্তিস্তামভিলক্ষ্য জাতস্যৈতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ অথেদানীমাসুরী সম্পদুচ্যতে—দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্মধ্বজিত্বম্‌। দর্পো বিদ্যাধনস্বজনাদিনিমিত্ত উৎসেকঃ। অতিমানঃ পূর্বোক্তঃ। ক্রোধশ্চ। পারুষ্যমেব চ পরুষবচনম্‌। যথা কাণং চক্ষুষ্মান্বিরূপং রূপবান্‌ হীনাভিজনমুত্তমাভিজন ইত্যাদি। অজ্ঞানং চাবিবেকজ্ঞানং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ কর্তব্যাকর্তব্যাদিবিষয়ঃ। অভি জাতস্য পার্থ। কিমভি জাতস্যেতি? আহ—অসুরাণাং সম্পদাসুরী। তামভি জাতস্যেত্যর্থঃ॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান ও রূপে সর্বোত্তম, আমি সকলের পূজনীয়, এইরূপ যাহাদের সিদ্ধান্ত; পরের অনিষ্ট করিবার জন্য যে-ব্যক্তি উত্তেজিত হয়, যে রুক্ষবচনবক্তা এবং যে-ব্যক্তি সদসদ্বিচারবুদ্ধিবিহীন, সেই সব ব্যক্তি পূর্বজন্মের রজস্তমোগুণময়ী অশুভ বাসনা দ্বারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে জানিবে॥৪॥

---

১ দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চেতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভি জাতোঽসি পাণ্ডব॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ দৈবী সম্পৎ (দৈবী সম্পদ) বিমোক্ষায় (মোক্ষের জন্য) আসুরী (আসুরী সম্পদ) নিবন্ধায় (বন্ধনের নিমিত্ত) মতা (অভিপ্রেত)। [হে] পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) মা শুচঃ (শোক করিও না), [যেহেতু তুমি] দৈবীং সম্পদম্ (দৈবী সম্পদকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতঃ অসি (জন্মিয়াছ)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দৈবী সম্পদ মোক্ষের হেতু ও আসুরী সম্পদ বন্ধনের হেতু জানিবে। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদসহ জন্মিয়াছ, তুমি শোক করিও না॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **দৈবী**=দেব+অণ্+ঙীপ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **সম্পৎ**=সম্-পদ্+ক্বিপ্। **বিমোক্ষায়**=বি+মোক্ষ্+ঘঞ্=বিমোক্ষ, ৪র্থী একবচন। (সম্পদ্যমানে ক্লৃপি চ যোগে ৪র্থী) **আসুরী**=অসুর+অণ্+ঙীপ্, ১মা একবচন। **নিবন্ধায়**=নি-বন্ধ্+ঘঞ্, ৪র্থী একবচন (সম্পদ্যমানে ক্লৃপি চ যোগে ৪র্থী)। **মতা**=মন্+ক্ত+টাপ্। **পাণ্ডব**=পাণ্ডু+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **মা**=অব্যয়। **শুচঃ**=শুচ্+লুঙ্ স্ (মাঙি লুঙ—ন মাং যোগে=অকার লোপ)। **সম্পদম্**=সম্-পদ+ক্বিপ্, ২য়া একবচন। **অভি জাতঃ**=অভি-জন্+ক্ত (পুং), ১মা একবচন। **অসি**=অস্+লট্ সি॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্যং দর্শয়ন্নাহ—দৈবীতি। দৈবী যা সম্পত্তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী, আসুর্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং সংসারীত্যর্থঃ। এতচ্ছ্রুত্বা "কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি" সন্দেহাদ্ব্যাকুলমর্জুনমাশ্বাসয়তি—হে ভারত! মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ; যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোঽসি॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অনয়োঃ সম্পদোঃ কার্যমুচ্যতে—দৈবীতি। দৈবী সম্পদ্যা সা বিমোক্ষায় সংসারবন্ধনাৎ। নিবন্ধায়—নিয়তো বন্ধো নিবন্ধঃ। তদর্থমাসুরী সম্পন্মতাঽভিপ্রেতা। তথা রাক্ষসী চ। তত্রৈবমুক্তে সত্যর্জুনস্যান্তর্গতং ভাবং—কিমহমাসুরসম্পদ্যুক্তঃ কিংবা দৈবসম্পদ্যুক্ত ইত্যেবমালোচনারূপম্—আলক্ষ্যাহ ভগবান্—মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। সম্পদং দৈবীমভি জাতোঽস্যভিলক্ষ্য জাতোঽসি। ভাবিকল্যাণস্ত্বমসীত্যর্থঃ। হে পাণ্ডব॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণ সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা দৈবী সম্পদ লাভ করেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা মুক্তিভাগী হন। আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ অযথোচিত কার্যানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণ, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি দ্বারা আসুর ও রাক্ষস ভাব লাভ করিয়া থাকে। এই আসুরী সম্পদ সংসার বন্ধনের মূল, অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণের হেতুভূত। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আসুরী সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাই ভগবান বলিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি তো সাত্ত্বিকী শুভবাসনাসহ উত্তম কুলে জন্মিয়াছ, আর "গুরু ও আত্মীয়গণ বধ করা অকর্তব্য" এই সাত্ত্বিকী বুদ্ধির বশীভূত হইয়াই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ। আমি তোমাকে সকল কথাই তো প্রায় বুঝাইলাম। এক্ষণে আসুরসম্পদশীল বিষয়ী লোকের ন্যায় যেন শোকাভিভূত হইও না।

"পাণ্ডব" এই সম্বোধন দ্বারা ভগবান অর্জুনকে ইহাই বুঝাইলেন যে, পাণ্ডুর সকল পুত্রই দৈবসম্পদযুক্ত, তাহাতে তুমি আবার আমার পরম প্রিয় ভক্ত। অতএব, তুমি যে নিশ্চয়ই দৈবসম্পদযুক্ত, তাহাতে আর কোনো সন্দেহই নাই॥৫॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) অস্মিন্ লোকে (এই জগতে) দৈবঃ আসুরঃ এব চ (দৈব ও আসুর) দ্বৌ (দুই) ভূতসর্গৌ (ভূতসৃষ্টি) [আছে]; দৈবঃ (দৈব সৃষ্টি) বিস্তরশঃ (সবিস্তারে) প্রোক্তঃ (কথিত হইয়াছে); আসুরং (আসুরী সৃষ্টি) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ করো)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই জগতে দৈব সর্গ ও আসুর সর্গ—এই দুই প্রকার ভূতসর্গই সৃষ্ট হইয়াছে। হে পার্থ! দৈব সর্গের বিষয় তোমাকে [ইতঃপূর্বে] সবিস্তারে বলিয়াছি। এক্ষণে আসুর সর্গের কথা বলিতেছি শ্রবণ করো॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ পার্থ=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। অস্মিন্=ইদম্ (পুং), ৭মী একবচন। লোকে=লোক+ঘঞ্, ৭মী একবচন। দৈবঃ=দেব+অণ্, ১মা একবচন। এব=অব্যয়। চ=অব্যয়। দ্বৌ=দ্বি (পুং), ১মা। ভূতসর্গৌ=ভূ+ক্ত=ভূত, সৃজ্+ঘঞ্=সর্গ। ভূতানাং সর্গ=ভূতসর্গ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা দ্বিবচন। বিস্তরশঃ=বি-স্তৃ+অপ্=বিস্তর, বিস্তর+শস্=বিস্তরশ্, ১মা একবচন। প্রোক্তঃ=প্র-ব্রূ+ক্ত। মে=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। শৃণু=শ্রু+লোট্ হি॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আসুরী সম্পৎ সর্বাত্মনা বর্জয়িতব্যেত্যেতদর্থমাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে বচনাচ্ছৃণু; আসুর-রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্, অতো "রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ" ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্ত প্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ, স্পষ্টমন্যৎ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিসংখ্যাকৌ ভূতসর্গৌ ভূতানাং মনুষ্যাণাং সর্গৌ সৃষ্টী ভূতসর্গৌ সৃজ্যেতে ইতি সর্গৌ। ভূতান্যেব সৃজ্যমানানি দৈবাসুরসম্পদ্‌যুক্তানি দ্বৌ ভূতসর্গাবিত্যুচ্যেতে। দ্বয়া হ বা প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চেতি শ্রুতেঃ[১]। লোকেঽস্মিন্ সংসার ইত্যর্থঃ। সর্বেষাং দ্বৈবিধ্যোপপত্তেঃ। কৌ তৌ ভূতসর্গাবিতি? উচ্যতে—প্রকৃতাবেব দৈব আসুর এব চ। উক্তয়োরেব পুনরনুবাদে প্রয়োজনমাহ—দৈবো ভূতসর্গোঽভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বিস্তরশো বিস্তরপ্রকারৈঃ প্রোক্তঃ কথিতঃ। ন ত্বাসুরো বিস্তরশঃ। অতস্তৎপরিবর্জনার্থমাসুরং পার্থ মে মম বচনাদুচ্যমানং বিস্তরশঃ শৃণ্ববধারয়॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জগতে মনুষ্য দ্বিবিধ। যাঁহারা স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদি অভিভূত

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৩/১

করিয়া ধর্মপরায়ণ হন, তাঁহারা দেবতা। যাহারা স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য করে, তাহারা অসুর। ভগবান ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বিষয় বলিবার সময়ে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্‌ভক্তের বিষয় ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানলক্ষণ বর্ণন করিবার সময়ে, চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কীর্তন করিবার সময়ে এবং ষোড়শ অধ্যায়ে "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" আদি বচনে "দৈব ভূতসর্গ" বিস্তারপূর্বক বলিয়াছেন। এক্ষণে "আসুর ভূতসর্গ" ব্যাখ্যা করিবেন। কেননা, কুৎসিত বিষয়ের স্বরূপ না বলিলে তাহা ঘৃণাপূর্বক ত্যাগ করিতে জীবের ইচ্ছা হইবে কেন?॥৬॥

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ আসুরাঃ (অসুরস্বভাব) জনাঃ (লোকেরা) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না); [এই নিমিত্ত] তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং (শৌচ নাই) ন চ আচারঃ (আচার নাই) ন অপি সত্যং বিদ্যতে (সত্যও বিদ্যমান নাই)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! যাহারা অসুরস্বভাব, তাহাদের ধর্মাধর্মজ্ঞান নাই। এই জন্য সেই আসুর মনুষ্যগণের শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **আসুরাঃ**=অসুর+অণ্=আসুর, ১মা বহুবচন। **জনাঃ**=জন্+অচ্=জনা (পুং), বহুবচন। **প্রবৃত্তিম্**=প্র-বৃৎ+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **নিবৃত্তিম্**=নি-বৃৎ+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **বিদুঃ**=বিদ্+লট্ অন্তি। **তেষু**=তদ্ (পুং), ৭মী বহুবচন। **শৌচম্**=শুচি+অণ্=শৌচ (ক্লীব), ১মা একবচন। **আচারঃ**=আ-চর্+ঘঞ্ (পুং), ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **সত্যম্**=সৎ+যৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **বিদ্যতে**=বিদ্+লট্ তে॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আসুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিঞ্চেত্যাদি দ্বাদশভিঃ। ধর্মে প্রবৃত্তিমধর্মান্নিবৃত্তিঞ্চাসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি, অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেষু নাস্ত্যেব॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আঽধ্যায়পরিসমাপ্তেরাসুরী সম্পৎ প্রাণিবিশেষণত্বেন প্রদর্শ্যতে। প্রত্যক্ষীকরণেন চ শক্যতেঽস্যাঃ পরিবর্জনং কর্তুমিতি—প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিং চ প্রবর্তনম্। যস্মিন্ পুরুষার্থসাধনে কর্তব্যে প্রবৃত্তিস্তাম্। নিবৃত্তিং চ তদ্বিপরীতাম্। যস্মাদনর্থহেতোর্নিবর্তিতব্যং সা নিবৃত্তিঃ। তাং চ জনা আসুরা ন বিদুর্ন জানন্তি। ন কেবলং প্রবৃত্তিনিবৃত্তী এব ন বিদুঃ। ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে। অশৌচা অনাচারা মায়াবিনোঽনৃতবাদিনো হ্যাসুরাঃ॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দম্ভ ও দর্পাদি আসুরভাবযুক্ত মনুষ্যগণ প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত ধর্ম অবগত নহে। "প্রবৃত্তিং চ" পদের চ-কার দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে যে, তাহারা ধর্মপ্রতিপাদক বিধিবাক্যও অবগত নহে এবং যাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহারা সে অধর্মও জানে না ও অধর্মপ্রতিপাদক নিষেধ বাক্যও অবগত নহে। যাহারা শাস্ত্রীয়ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য,

তাহাদের আবার (বাহ্য ও আভ্যন্তর) শৌচই-বা কোথায়, সদাচারই-বা কোথায় ও প্রিয় হিত যাথার্থ্যসম্ভাষণই-বা কোথায়?॥৭॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাশূন্য) অনীশ্বরম্ (ব্যবস্থাপকবিহীন) অপরস্পরসম্ভূতং (স্ত্রীপুরুষ-সংযোগজাত) কিম্ অন্যৎ (ইহার অন্য কারণ কিছুই নাই) কামহৈতুকম্ (কামজনিত) আহুঃ (বলিয়া থাকে)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তাহারা এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরস্পরসম্ভূত ও কামহেতুক বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে জগতের অন্য কোনও কারণ নাই॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ তে=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **আহুঃ**=ব্রূ+লট্ অন্তি। **জগৎ**=গম্+ক্বিপ্, ২য়া একবচন। **অসত্যম্**=সৎ+যৎ=সত্য, ন সত্য=অসত্য—নঞ্ তৎপুরুষ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অপ্রতিষ্ঠম্**=প্র-স্থা+অঙ্+অচ্=প্রতিষ্ঠ, ন প্রতিষ্ঠ=অপ্রতিষ্ঠ—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **অনীশ্বরম্**=ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বর, ঈশ্বরম্ অস্য অস্তি ইতি; নাস্তি ঈশ্বর যস্য তৎ=অনীশ্বরম্—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **কামহৈতুকম্**=কম্+ঘঞ্=কাম, কাম এব হেতু যস্য তৎ=কামহেতু+অণ্=কামহৈতুক, ২য়া একবচন। **অপরস্পরসম্ভূতম্**=সম্-ভূ+ক্ত=সম্ভূত, পরঃ+পর=পরস্পর, ন পরস্পরম্=অপরস্পরম্—নঞ্ তৎপুরুষ, অপরস্পরাৎ সম্ভূতম্=অপরস্পরসম্ভূতং (ক্লীব), ২য়া একবচন। **কিম্**=কিম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অন্যৎ**=অন্+যৎ=অন্য (ক্লীব), ২য়া একবচন॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু বেদোক্তয়োর্ধর্মাধর্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিঞ্চ কথং ন বিদুঃ? কুতো বা ধর্মাধর্ময়োরনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদি-ব্যবস্থা স্যাৎ? কথং বা শৌচাচারাদি-বিষয়ামীশ্বরাজ্ঞামতিবর্তেরন্? ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাদৎ আহ—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদ-পুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ, বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থ; তদুক্তং—"ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড ধূর্ত-নিশাচরাঃ" (মাধবাচার্যকৃত "সর্বদর্শসংগ্রহে" চার্বাকদের মত) ইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্মাধর্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা হেতুর্যস্য তৎ, স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ; অতএব নাস্তীশ্বরং কর্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ; তর্হি কুতোঽস্য জগৎ উৎপত্তিং বদন্তীত্যত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরম্ অপরস্পরতোঽন্যোঽন্যতঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ, কিমন্যৎ কারণমস্য নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ; কিন্তু কামহৈতুকমেব স্ত্রীপুংসয়োরুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যর্থঃ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অসত্যমিতি। অসত্যং—যথা বয়মনৃতপ্রায়াস্তথেদং জগৎ সর্বমসত্যম্। অপ্রতিষ্ঠং চ—নাস্য ধর্মাধর্মৌ প্রতিষ্ঠা অতোঽপ্রতিষ্ঠং চেতি। তে আসুরা জনা জগদাহুরনীশ্বরম্। ন চ ধর্মাধর্মসব্যপেক্ষকোঽস্য শাসিতেশ্বরো বিদ্যত ইতি। অতোঽনীশ্বরং

জগদাহুঃ। কিঞ্চ—অপরস্পরসম্ভূতম্। কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োরন্যোন্যসংযোগাজ্জগৎ সর্বং সম্ভূতম্। কিমন্যৎ কামহৈতুকম্। কামহেতুকমেব কামহৈতুকম্। কিমন্যজ্জগতঃ কারণম্? ন কিঞ্চিদদৃষ্টং ধর্মাধর্মাদি কারণান্তরং বিদ্যতে জগতঃ। কাম এব প্রাণিনাং কারণমিতি। লোকায়তিকদৃষ্টিরিয়ম্॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আসুরপ্রকৃতির মনুষ্যগণ বলে যে, জগতে বা জগতের মূলে কোনো সত্য সত্তার অস্তিত্ব নাই। ধর্মাধর্মরূপ প্রতিষ্ঠা যে এই জগদ্ব্যবস্থার হেতু, তাহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে শুভাশুভ কর্মের নিয়ন্তা ও সুখ-দুঃখ ফল-বিধাতারূপ ঈশ্বর নামে কোনো পদার্থ এই জগতে নাই। এই জন্য তাহারা নির্ভীকচিত্তে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে, বিষয়ভোগসুখাভিলাষী স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—কামই জগতের উৎপত্তির হেতু। ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্ট বা ঈশ্বররূপ অন্য কারণ এই জগতের মূল নহে॥৮॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ এতাং (এই) দৃষ্টিম্ (জ্ঞান) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (বিকৃতাত্মা) অল্পবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি) উগ্রকর্মাণঃ (উগ্রকর্মা ব্যক্তিগণ) অহিতাঃ (অহিতকারী) [হইয়া] জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (বিনাশার্থ) প্রভবন্তি (উদ্ভূত হয়)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পূর্বোক্ত দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা অল্পবুদ্ধি উগ্রকর্মা ব্যক্তিগণ প্রাণিগণের বিনাশার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ এতাম্=এতদ্ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **দৃষ্টিম্**=দৃশ্+ক্তিন্ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **অবষ্টভ্য**=অব-স্তন্ভ্+ল্যপ্। **নষ্টাত্মানঃ**=নশ্+ক্ত=নষ্ট, অত+মনিন্=আত্মন্, নষ্টাঃ আত্মানঃ যেষাং তে=নষ্টাত্মানঃ—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **অল্পবুদ্ধয়ঃ**=অল্+প=অল্প, বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি, অল্পা বুদ্ধিঃ যেষাং তে=অল্পবুদ্ধয়ঃ—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **উগ্রকর্মাণঃ**=উচ্+রক্=উগ্র, কৃ+মনিন্=কর্মন্, উগ্রানি কর্মাণি যেষাং তে=উগ্রকর্মাণঃ—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **অহিতাঃ**=ধা+ক্ত=হিত, ন হিতায় ইতি; অহিত+অচ্=অহিত, ১মা বহুবচন। **জগতঃ**=গম্+ক্বিপ্=জগৎ, ৬ষ্ঠী একবচন। **ক্ষয়ায়**=ক্ষি+অচ্=ক্ষয়, ৪র্থী একবচন (নিমিত্তার্থে ৪র্থী)। **প্রভবন্তি**=প্র-ভূ+লট্ অন্তি॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, এতামিতি, এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোঽল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ, অতএবোগ্রং হিংস্রং কর্ম যেষাং তে, অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এতামিতি। এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্যাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো নষ্টস্বভাবা বিভ্রষ্টপরলোক-

সাধনা অল্পবুদ্ধয়ঃ—বিষয়বিষয়াঽল্পৈব বুদ্ধির্যেষাং তেঽল্পবুদ্ধয়ঃ—প্রভবন্ত্যুদ্ভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্রূরকর্মাণো হিংসাত্মকাঃ। ক্ষয়ায় জগতঃ প্রভবন্তীতি সম্বন্ধঃ। জগতোঽহিতাঃ শত্রব ইত্যর্থঃ॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জীবগণ আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি—রজঃ ও তমোদোষে তাহাদের আত্মা আবৃত হয়। তাহারা স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধিজীবী (অল্প=মল, মাংস, রুধির মজ্জাদি নির্মিত পদার্থযুক্ত দেহ। যাহাদের দেহে অহংবুদ্ধি, তাহারাই অল্পবুদ্ধি) ও উগ্রকর্মা (যাহারা দেহমাত্র পোষণ করিবার জন্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্যেও প্রবৃত্ত হয়), তাহারা লোকের অহিতকারী ব্যাঘ্র-সর্পাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে॥৯॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [তাহারা] দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ (কামনাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও মদে মত্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্গ্রাহান্ (অশুভসিদ্ধান্তসমূহ) গৃহীত্বা (গ্রহণপূর্বক) অশুচিব্রতাঃ (অশুচিব্রতযুক্ত) [হইয়া] প্রবর্তন্তে (কার্যে প্রবৃত্ত হয়)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনাযুক্ত হৃদয়ে দম্ভ, মান ও মদে মত্ত এবং অশুচিব্রত হইয়া অবিবেকবশতঃ অশুভসিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বেদবিরুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হয়॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **দুষ্পূরম্**=পূরয়তি ইতি; পূর্+অচ্=পূর, দুঃখেন পূরয়তি ইতি দুষ্পূরঃ, ২য়া একবচন। **কামম্**=কম্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **আশ্রিত্য**=আ-শ্রি+ল্যপ্। **দম্ভমানমদান্বিতাঃ**=দন্ভ্+ঘঞ্=দম্ভ, মন্+ঘঞ্=মান, মদ্+ক=মদ, দম্ভশ্চ মানশ্চ মদশ্চ=দম্ভমানমদা—দ্বন্দ্ব, তৈঃ অন্বিতা—৩য়া তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **মোহাৎ**=মুহ্+ঘঞ্=মোহ, ৫মী একবচন। **অসদ্গ্রাহান্**=গ্রহ্+ঘঞ্=গ্রাহ, অসৎ গৃহ্ণন্তি ইতি; অস্মদ্-গ্রহ্+ঘঞ্=অসদ্গ্রাহাঃ—উপপদ তৎপুরুষ, ২য়া বহুবচন। **গৃহীত্বা**=গ্রহ্+ক্ত্বাচ্। **অশুচিব্রতাঃ**=নঞ্-শুচ্+কি=অশুচি, বৃ+অতচ্=ব্রত, অশুচীনি ব্রতানি যেষাং তে=অশুচিব্রতা—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **প্রবর্তন্তে**=প্র-বৃৎ+লট্ অন্তে॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অপি চ কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ প্রবর্তন্তে। কথম্ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা "অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়াম্" ইত্যাদীন্ দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্তন্তে; অশুচিব্রতা অশুচীনি মদ্যমাংসাদি-বিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তে চ—কামমিতি। কামমিচ্ছাবিশেষমাশ্রিত্যাবষ্টভ্য। দুষ্পূরমশক্যপূরণম্। দম্ভমানমদান্বিতাঃ—দম্ভশ্চ মানশ্চ মদশ্চ দম্ভমানমদাঃ। তৈরন্বিতাঃ। মোহাদবিবেকতঃ। গৃহীত্বোপাদায়। অসদ্গ্রাহানশুভনিচয়ান্। প্রবর্তন্তে লোকে। অশুচিব্রতাঃ—অশুচীনি ব্রতানি যেষাং তেঽশুচিব্রতাঃ॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শত কোটি বর্ষ ভোগ করিলেও যে বিষয়বাসনার পরিপূর্তি হয় না,

সেই বাসনাবশংবদ জীবগণ দম্ভাদিযুক্ত হয়; "অমুক মন্ত্র জপ করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়", "অমুক দেবতার পূজা করিলে অধিক ধন পাইব", ইত্যাকার দুরাশায় তাহাদের মন প্রধাবিত হয় এবং সেই জন্য তাহারা উচ্ছিষ্টাদি ভোজন, শ্মশানাদিতে গমন ও মদ্যমাংসাদি সেবনরূপ অশুচিব্রতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা বেদমার্গভ্রষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে। পরিণামে তাহাদের অমেধ্যপূর্ণ নরকে গতি হইয়া থাকে॥১০॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥১১॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ প্রলয়ান্তাম্ (মরণ পর্যন্তই যাহার স্থিতি সেই) অপরিমেয়াং চ (অপরিমেয়) চিন্তাম্ (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) কামোপভোগপরমাঃ (বিষয়ভোগই যাহাদের পরমপুরুষার্থ) এতাবৎ ইতি (এইরূপ) নিশ্চিতাঃ (যাহাদের নিশ্চয়) আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশারজ্জু দ্বারা) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম ও ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিরা) কামভোগার্থম্ (বিষয়ভোগের জন্য) অন্যায়েন (অন্যায়পূর্বক) অর্থসঞ্চয়ান্ (বিষয়সংগ্রহ) ঈহন্তে (ইচ্ছা করে)॥১১-১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ মরণ পর্যন্তই স্থিতি, যাহারা এইরূপ চিন্তাপরায়ণ, শব্দাদি ভোগই যাহাদের পুরুষার্থ, বিষয়জনিত সুখই সুখ—এইরূপ যাহাদের নিশ্চয়, আশাপাশে আবদ্ধ ও কামক্রোধাদিপরায়ণ হইয়া তাহারা বিষয়ভোগের জন্য অন্যায় বৃত্তি দ্বারা ধনাহরণের ইচ্ছা করে॥১১-১২॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রলয়ান্তাম্**=প্র-লী+অচ্=প্রলয়, অম্+তন্=অন্ত, প্রলয়ঃ অন্তঃ যস্য সা= প্রলয়ান্তা—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **অপরিমেয়াম্**=পরি-মা+যৎ=পরিমেয়, ন পরিমেয়=অপরিমেয়— নঞ্ তৎপুরুষ, অপরিমেয়+টাপ্=অপরিমেয়া, ২য়া একবচন। চ=অব্যয়। **চিন্তাম্**=চিন্ত্+অম্+টাপ্=চিন্তা, ২য়া একবচন। **উপাশ্রিতাঃ**=উপ-আ-শ্রি+ক্ত+টাপ্, ১মা বহুবচন। **কামোপভোগপরমাঃ**=কম্+ঘঞ্= কাম, উপ-ভুজ্+ঘঞ্=উপভোগ, পর-মা+ক=পরম, কামস্য উপভোগ এব পরমঃ যেষাং তে= কামোপভোগপরমা—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **এতাবৎ**=এতদ্+বতুপ্ (পরিমাণার্থে), সামান্যে নপুংসকম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **নিশ্চিতাঃ**=নির্-চি+ক্ত=নিশ্চিত, ১মা বহুবচন। **আশাপাশশতৈঃ**= আ-অশ্+অচ্+টাপ্=আশা, পশ্+ঘঞ্=পাশ, আশা এব পাশঃ=আশাপাশঃ—রূপক কর্মধারয়। তেষাং শতানি=আশাপাশশতানি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৩য়া বহুবচন। **বদ্ধাঃ**=বন্ধ্+ক্ত=বদ্ধ, ১মা বহুবচন। **কামক্রোধপরায়ণাঃ**=কম্+ঘঞ্=কাম, ক্রুধ্+ঘঞ্=ক্রোধ, কামশ্চ ক্রোধশ্চ=কামক্রোধৌ—দ্বন্দ্ব, কামক্রোধৌ এব পরম অয়নং যেষাং তে=কামক্রোধপরায়ণাঃ—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **কামভোগার্থম্**=কামস্য ভোগঃ=কামভোগ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, কামভোগায় ইদম্=কামভোগার্থম্—নিত্যসমাস (ক্লীব), ১মা একবচন। **অন্যায়েন**=নি-ই+ঘঞ্=ন্যায়, ন ন্যায়ঃ=অন্যায়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন। **অর্থসঞ্চয়ান্**=

অর্থ+অচ্=অর্থ, সম্-চি+অচ্=সঞ্চয়, অর্থস্য সঞ্চয়ঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া বহুবচন। **ঈহন্তে**=ঈহ্+লট্ অন্তে॥১১-১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ—চিন্তামিতি। প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতা নিত্যচিন্তাপরা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে, এতাবদিতি কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়া "অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত" ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ, তথা চ বার্হস্পত্যসূত্রং (দেবগুরু বৃহস্পতি কৃত "ধর্মসূত্র")—"কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ" ইতি "চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ" ইতি চ; অত এব আশেতি। আশা এব পাশাস্তেষাং শতৈর্বদ্ধা ইতস্তত আকৃষ্যমাণাঃ, কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে, কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্তে ইচ্ছন্তি॥১১-১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—চিন্তেতি। চিন্তামপরিমেয়াং চ—ন পরিমাতুং শক্যতে যস্যাশ্চিন্তায়া ইয়ত্তা সাঽপরিমেয়া। তামপরিমেয়াম্। প্রলয়ান্তাং মরণান্তাম্। উপাশ্রিতাঃ সদা চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগপরমাঃ—কাম্যন্ত ইতি কামাঃ শব্দাদয়স্তদুপভোগপরমাঃ। অয়মেব পরমঃ পুরুষার্থো যঃ কামোপভোগ ইত্যেবং নিশ্চিতাত্মানঃ। এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।

আশাপাশশতৈরিতি। আশাপাশশতৈঃ—আশা এব পাশাস্তচ্ছতৈরাশাপাশশতৈর্বদ্ধা নিয়ন্ত্রিতাঃ সন্তঃ সর্বত আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ—কাম-ক্রোধৌ পরময়নং পর আশ্রয়ো যেষাং তে কামক্রোধপরায়ণাঃ। ঈহন্তে কামভোগার্থং কাম ভোগপ্রয়োজনায়। ন ধর্মার্থম্। অন্যায়েনার্থ-সঞ্চয়ানর্থপ্রচয়ান্। অন্যায়েন পরস্বাপহরণাদিনেত্যর্থঃ॥১১-১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আসুরপ্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ পরলোক, স্বর্গ, নরক ও মোক্ষাদি কিছুই মানে না। যত দিন দেহ থাকিবে, তত দিন খাও, পরো ও আনন্দ করো—স্রক্‌চন্দনবনিতাদি ভোগে জীবনের সার্থকতা করো, ইহাই তাহাদের পুরুষার্থ। দেহাতীত আত্মা নামে কোনো পদার্থই নাই। তজ্জন্য তপঃক্লেশাদি সহন করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য—এইরূপ তাহাদের সিদ্ধান্ত।

"ভবন ও উদ্যান নির্মাণ করিব, স্ত্রী ও পুত্রাদি সুখী হইবে, লোকসমাজে সম্মান বাড়িবে" ইত্যাকার আশাপাশে শৃঙ্খলাবদ্ধ চৌরের ন্যায় আবদ্ধ হইয়াও "পরনারী বা বহু নারী ভোগ করিব, পরের অনিষ্ট করিব" ইত্যাকার চিন্তার বশীভূত হইয়া এবং তদ্দ্বারাই পরমসুখোৎপত্তি হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অত্যাচার ও চৌর্যাদি দ্বারা আসুরপ্রকৃতিযুক্ত দুরাত্মগণ ধন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

"বরং দারিদ্র্যমন্যায়প্রভবাদ্বিভবাদপি।
ক্ষীণতা পীনতা দেহে পীনতা ন তু রোগজা॥"

বরং দরিদ্র হইয়া থাকা ভাল, তথাচ অন্যায় উপায়ে বিভবশালী হওয়া ভাল নয়। কেননা, সুস্থ ক্ষীণ শরীরও ভাল, তথাচ রোগে ফুলিয়া স্থূল হওয়া কিছু নয়। এই বিচার দ্বারা দেব-প্রকৃতির লোকগণ ধনার্থ অন্যায় প্রভাব প্রয়োগ করেন না॥১১-১২॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং[1] প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অদ্য ময়া (মৎকর্তৃক) ইদং (ইহা) লব্ধম্ (লব্ধ হইয়াছে), ইদং (এই) মনোরথং (মনোরথ) প্রাপ্স্যে (আমি পাইব), ইদম্ (এই ধন) অস্তি (সঞ্চিত আছে), পুনঃ (পুনর্বার) মে (আমার) ইদং (এই) ধনম্ অপি (ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অদ্য এই ধন লাভ করিলাম, আমার এই অভীষ্ট শীঘ্র সিদ্ধ হইবে। আমার গৃহে এত ধন পূর্ব হইতেই সঞ্চিত আছে ও এই ধন আগামী বর্ষে আরও অধিক বর্ধিত হইবে॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **অদ্য**=ইদম্+দ্য, ২য়া একবচন। **লব্ধম্**=লভ্+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **মনোরথম্**=মনঃ এব রথঃ—রূপক কর্মধারয় (পুং), একবচন। **প্রাপ্স্যে**=প্র-আপ্+লৃট্ স্যে। **অস্তি**=অস্+লট্ তি। **পুনঃ**=পন্+অরু, ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ধনম্**=ধন+অচ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **ভবিষ্যতি**=ভূ+লৃট্+স্যতি॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদমদ্যেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি মনোরথং মনসঃ প্রিয়ং, স্পষ্টমন্যৎ। এতেষাঞ্চত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো "নরকে পতন্তী"তি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ঈদৃশশ্চ তেষামভিপ্রায়ঃ—ইদমিতি। ইদং দ্রব্যমদ্যেদানীং ময়া লব্ধম্। ইদং চান্যৎ প্রাপ্স্যে মনোরথং মনস্তুষ্টিকরম্। ইদং চাস্তি। ইদমপি মে ভবিষ্যত্যাগামিনি সংবৎসরে পুনর্ধনম্। তেনাহং ধনী বিখ্যাতো ভবিষ্যামি॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আসুরপ্রকৃতির মানবগণ কেবল ধনতৃষ্ণাতেই দিনপাত করে। কত ধন পাইলাম, কত ধন পাইব, অন্য ধন কীরূপে আসিবে—এই প্রকার বিষয়চিন্তা দ্বারা তাহারা নিজ নিজ নরকের পথ পরিষ্কার করিতে থাকে॥১৩॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অসৌ (ঐ) শত্রুঃ (শত্রু) ময়া (মৎকর্তৃক) হতঃ (হত হইয়াছে) অপরান্ অপি চ (ও অন্য শত্রুগণকেও) হনিষ্যে (বিনাশ করিব) অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (প্রভু) অহং ভোগী (আমি ভোগের অধিকারী) অহং সিদ্ধঃ (আমি সিদ্ধ) বলবান্ (বলবান) সুখী (সুখী)॥১৪॥

---
১ ইমম্ ইতি পাঠান্তরঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি এই শত্রুকে নাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুদিগকেও বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান ও আমিই সুখী॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **অসৌ**=অদস্ (পুং), ১মা একবচন। **শত্রুঃ**=শদ্+রু (পুং), ১মা একবচন। **ময়া**= অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **হতঃ**=হন্+ক্ত, ১মা একবচন (কর্মবাচ্য)। **অপরান্**=নঞ্-পৃ+অচ্=অপর, ২য়া বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **হনিষ্যে**=হন্+লৃট্ স্যে। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ঈশ্বরঃ**=ঈশ্+বরচ্, ১মা একবচন। **ভোগী**=ভুজ্+ইনি=ভোগিন্, ১মা একবচন। **সিদ্ধঃ**=সিধ্+ক্ত, ১মা একবচন। **বলবান্**=বল+মতুপ্, ১মা একবচন। **সুখী**=সুখ+ইনি=সুখিন্, ১মা একবচন॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ, স্পষ্টমন্যৎ॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অসৌ ময়েতি। অসৌ দেবদত্তনামা ময়া হতো দুর্জয়ঃ শত্রুঃ। হনিষ্যে চাপরানন্যানপি। কিমেতে করিষ্যন্তি তপস্বিনঃ। সর্বথাঽপি নাস্তি মত্তুল্যঃ। কথম্? ঈশ্বরোঽহম্। অহং ভোগী। সর্বপ্রকারেণ চ সিদ্ধোঽহম্। সম্পন্নঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈর্নপ্তৃভিঃ। ন কেবলং মানুষোঽহম্। বলবান্ সুখী চাহমেব। অন্যে তু ভূমিভারায়াবতীর্ণাঃ॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এমন যে দুর্জয় শত্রু, তাহাকেও আমি নষ্ট করিয়াছি। আমার মতো বীর কে আছে? আর অমুক যে শত্রু আছে, তাহাকেও বিনাশ করিব। "হনিষ্যে চ" পদের চ-কার দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, কেবল তাহাকেই নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত থাকিব তাহা নহে, তাহার ধন-দারাদিও হরণ করিব। আমার সমকক্ষ কে আছে? যত মনুষ্য দেখিতেছি, ইহারা তো আমার সমক্ষে কীটপতঙ্গ বিশেষ—আমি ঈশ্বর। বিষয়ভোগের পূর্ণাধিকারী তো আমিই। আমি ভ্রাতা পুত্র ও ভৃত্যাদি সম্পন্ন। আমি যাহা চাহি, তাহাই করিতে পারি। আমার তুল্য পরাক্রমী ও সুখী আর কে আছে!! আসুরপ্রকৃতি মানবগণের চিন্তাপ্রবাহ এইরূপ॥১৪॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [আমি] আঢ্যঃ (ধনাঢ্য) অভিজনবান্ (কুলীন) অস্মি (হই) ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্যঃ কঃ (অন্য কে) অস্তি (আছে) যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব) দাস্যামি (দান করিব) [ইহাতে] মোদিষ্যে (আনন্দিত হইব) ইতি (এইরূপে) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞানমোহিত হয়)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি ধনাঢ্য ও কুলীন, আমার তুল্য আর কেহ নাই, আমি যাগ করিব—দান করিব, ইহাতে আমার যথেষ্ট হর্ষ হইবে। আসুরপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ এইরূপে অজ্ঞানমোহিত হয়॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **আঢ্যঃ**=আ-ধ্যৈ+ক, ১মা একবচন। **অভিজনবান্**=অভি-জন্+ঘঞ্=অভিজন,

অভিজন+মতুপ্, ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **সদৃশঃ**=সম্-দৃশ্+ক্যঞ্। **অন্যঃ**=অন্+য, ১মা একবচন। **কঃ**=কিম্ (পুং), ১মা একবচন। **অস্তি**=অস্+লট্ তি। **যক্ষ্যে**=যজ্+লট্ স্যে। **দাস্যামি**=দা+লৃট্ স্যামি। **মোদিষ্যে**=মুদ্+লৃট্ স্যে। **ইতি**=অব্যয়। **অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ**=জ্ঞা+ল্যুট্=জ্ঞান, ন জ্ঞান=অজ্ঞান—নঞ্ তৎপুরুষ; বি-মুহ্+নিচ্+ক্ত=বিমোহিত, ১মা বহুবচন, অজ্ঞানেন বিমোহিতাঃ—৩য়া তৎপুরুষ॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ, অভিজনবান্ কুলীনঃ, যক্ষ্যে যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি, দাস্যামি স্তাবকেভ্যশ্চ, মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতাঃ মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনেন। অভিজনবান্ সপ্তপুরুষং শ্রোত্রিয়ত্বাদিসম্পন্নঃ। তেনাপি ন মম তুল্যোঽস্তি কশ্চিৎ। কোঽন্যোঽস্তি সদৃশস্তুল্যো ময়া? কিঞ্চ যক্ষ্যে যাগেনাপ্যন্যানভিভবিষ্যামি। দাস্যামি নটাদিভ্যঃ। মোদিষ্যে হর্ষাতিশয়ং প্রাপ্স্যামি। এবমজ্ঞানেন বিমোহিতা অজ্ঞানবিমোহিতা বিবিধমবিবেকভাবমাপন্নাঃ॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ধনে, মানে, কুলে, শীলে, আমার মতো আর কে আছে? যাহা কেহ করিতে পারে নাই, এইরূপ ধুমধামের সহিত আমি যাগ করিব। কত লোক আমার বাটিতে আসিবে। নট, ভাট ও নর্তকীগণ আমার স্তুতি করিবে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন দান করিব, তাহারাও সন্তুষ্ট হইবে। লোকে আমার যশঃকীর্তন করিবে। অসুরভাবাপন্ন মানববর্গ এইরূপ চিন্তায় বিমোহিত থাকে॥১৫॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (নানাবিধ দূষিত-সঙ্কল্পে বিভ্রান্ত) মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহজালে আচ্ছাদিত) কামভোগেষু (বিষয়ভোগসমূহে) প্রসক্তাঃ (অত্যন্ত আসক্ত) [পুরুষগণ] অশুচৌ নরকে (অশুচি নরকে) পতন্তি (পতিত হয়)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! নানাবিধ দূষিত-সঙ্কল্পে বিভ্রান্ত, মোহজালে সমাবৃত ও বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত আসুরপ্রকৃতির পুরুষগণ অশুচি নরকমধ্যে পতিত হয়॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ**=চিৎ+ক্ত=চিত্ত, বি-ভ্রম্+ক্ত=বিভ্রান্ত, অনেকানি চিত্তানি=অনেকচিত্তানি—কর্মধারয়; তৈঃ বিভ্রান্তাঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **মোহজালসমাবৃতাঃ**=মুহ্+ঘঞ্, জল+ণ=জাল, সম্-আ+বৃৎ+ক্ত=সমাবৃত, মোহানাং জালম্=মোহজাল—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তেন সমাবৃতান—৩য়া তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **কামভোগেষু**=কম্+ঘঞ্=কাম, ভুজ্+ঘঞ্=ভোগ, কামানাং ভোগাঃ=কামভোগাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী বহুবচন। **প্রসক্তাঃ**=প্র-সন্জ্+ক্ত=প্রসক্ত, ১মা

বহুবচন। **অশুচৌ**=শুচ্+কি=শুচিঃ, ন শুচিঃ=অশুচিঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। **নরকে**=নৃ+বুন্=নরক, ৭মী একবচন। **পতন্তি**=পৎ+লট্ অন্তি॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তম্ অনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্তাঃ বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ মৎস্যাঃ ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তোঽশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অনেকেতি। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা উক্তপ্রকারৈরনেকৈশ্চিত্তৈর্বিবিধং ভ্রান্তা অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ। মোহজালসমাবৃতাঃ—মোহোঽবিবেকোঽজ্ঞানম্। তদেব জালমিবাবরণাত্মকত্বাৎ। তেন সমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু। কাম্যন্ত ইতি কামা বিষয়াঃ। তেষামুপভোগেষু কামভোগেষু। তত্রৈব নিষণ্ণাঃ সন্তস্তেনোপচিতকল্মষাঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ বৈতরণ্যাদৌ॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্বকথিতানুরূপ নানা অসৎ সঙ্কল্প দ্বারা অস্থিরচিত্ত ("অনেকচিত্ত"=একবস্তুতে যাহার চিত্ত স্থির হয় না) ও ভ্রমজালে বিজড়িত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, আসুরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অনর্থকারী বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া নানা পাপাচরণকরতঃ বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা, রুধিরাদি অমেধ্য পূর্ণ বৈতরণী প্রভৃতি অপার নরকার্ণবে পতিত হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে॥১৬॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট) স্তব্ধাঃ (অনম্র) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধন, মান ও মদযুক্ত) তে (সেই আসুরব্যক্তিগণ) দম্ভেন (দম্ভ সহকারে) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞসমূহের দ্বারা) অবিধিপূর্বকং (অবিধিপূর্বক) যজন্তে (যজ্ঞ করে)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আত্মশ্লাঘী, স্তব্ধ ও ধনমানমদযুক্ত আসুরব্যক্তিগণ অবিধিপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকে॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **আত্মসম্ভাবিতাঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্, সম্-ভূ+নিচ্+ক্ত=সম্ভাবিত, আত্মনা সম্ভাবিতঃ=আত্মসম্ভাবিতঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **স্তব্ধাঃ**=স্তন্ভ্+ক্ত=স্তব্ধ, ১মা বহুবচন। **ধনমানমদান্বিতাঃ**=ধন+অচ্=ধন, মন্+ঘঞ্=মান, মদ্+ক=মদ, ধনঞ্চ মানশ্চ মদশ্চ=ধনমানমদা—দ্বন্দ্ব; তৈঃ অন্বিতা—৩য়া তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। তে=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **দম্ভেন**=দন্ভ্+ঘঞ্, ৩য়া একবচন। **নামযজ্ঞৈঃ**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ, নামমাত্র যজ্ঞঃ=নামযজ্ঞঃ—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, ৩য়া বহুবচন। **বিধি**=বি-ধা+কি, ন বিধিঃ=অবিধিঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **অবিধিপূর্বকম্**=অবিধিপূর্বে যস্য তৎ=অবিধিপূর্বকম্—বহুব্রীহি, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **যজন্তে**=যজ্+লট্ অন্তে॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যক্ষ্য ইতি চ যস্তেষাং মনোরথ উক্তঃ স কেবলং দম্ভাহংকারাদিপ্রধান এব, ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ, অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ তে নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ, যদ্বা "দীক্ষিতঃ সোমযাজী"ত্যেবমাদিনা নামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাস্তৈর্যজন্তে, কথম্? দম্ভেন ন তু শ্রদ্ধয়া, অবিধিপূর্বকঞ্চ যথা ভবতি তথা॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আত্মসম্ভাবিতা ইতি। আত্মসম্ভাবিতাঃ সর্বগুণবিশিষ্টতয়াত্মনৈবাত্মনি সম্ভাবিতা আত্মসম্ভাবিতাঃ। ন সাধুভিঃ স্তব্ধা অপ্রণতাত্মানঃ। ধনমানমদান্বিতাঃ—ধননিমিত্তো মানো মদশ্চ। তাভ্যাং ধনমানমদাভ্যামন্বিতাঃ। যজন্তে নামযজ্ঞৈর্নামমাত্রৈর্যজ্ঞৈস্তে দম্ভেন ধর্মধ্বজিতয়া। অবিধিপূর্বকং বিহিতাঙ্গেতিকর্তব্যতারহিতম্॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সম্মানিত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সম্মান করেন, তিনিই প্রকৃত সম্মানভাজন। কিন্তু আসুরব্যক্তিগণ অন্য কর্তৃক সম্মানিত না হইলেও আপনাকে আপনি সম্মানভাজন বলিয়া মনে করে। ধনাভিমানে, আত্মাভিমানে ও বৃথাভিমানে মত্ত হইয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এই যজ্ঞে যজ্ঞকর্তার শ্রদ্ধা নাই, বেদবিধি অনুসারে দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র ও দক্ষিণাদির দিকে দৃষ্টি নাই, কর্মনিষ্ঠা নাই, আছে কেবল লোকদেখানো ধুমধাম। সুতরাং, এইরূপ দাম্ভিক যজ্ঞানুষ্ঠাতার যজ্ঞফল লাভ হয় না। এরূপ যজ্ঞ নামমাত্র যজ্ঞ, বস্তুতঃ বিহিত যজ্ঞ নহে॥১৭॥

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ (অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ) সংশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) [তাহারা] আত্মপরদেহেষু (নিজ ও অন্যের দেহস্থিত) মাং (আমার প্রতি) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষ করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (অসূয়াপরায়ণ) [হয়]॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত এবং অসূয়াকারী আসুর পুরুষগণ নিজ ও অন্যের দেহস্থিত আত্মরূপী আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **অহংকারম্**=অহম্-কৃ+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **বলম্**=বল+অচ্, ২য়া একবচন। **দর্পম্**=দৃপ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **কামম্**=কম্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **ক্রোধম্**=ক্রুধ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **সংশ্রিতাঃ**=সম্-শ্রি+ক্ত, ১মা বহুবচন। **অভ্যসূয়কাঃ**=অসূয়তি ইতি অসূয়+নক্=অসূয়ক, অভি+অসূয়ক=অভ্যসূয়ক, ১মা বহুবচন। **আত্মপরদেহেষু**=অত+মনিন্=আত্মন্, পৄ+অচ্=পর, দিহ্+ঘঞ্=দেহ, আত্মনঃ পরস্য চ দেহাঃ=আত্মপরদেহাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **প্রদ্বিষন্তঃ**=প্র-দ্বিষ্+শতৃ, ১মা বহুবচন॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অবিধিপূর্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—অহংকারমিতি। অহংকারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্ত আত্মপরদেহেষু আত্মদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে—দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়া অভাবাদাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি, তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহ এবাবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্, অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গবর্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অহংকারমিতি। অহংকারম্—অহংকরণমহংকারঃ। বিদ্যমানৈরবিদ্যমানৈশ্চ গুণৈরাত্মন্যধ্যারোপিতৈর্বিশিষ্টাত্মাঽহমিতি মন্যতে। সোঽহংকারোঽবিদ্যাখ্যঃ কষ্টতমঃ সর্বদোষাণাং মূলম্। সর্বানর্থপ্রবৃত্তীনাং চ। তম্। তথা বলং পরাভিভবনিমিত্তং কামরাগান্বিতম্। দর্পং—দর্পো নাম যস্যোদ্ভবে ধর্মমতিক্রামতীতি। সোঽয়মন্তঃকরণাশ্রয়ো দোষবিশেষঃ। কামং স্ত্র্যাদিবিষয়ম্। ক্রোধমনিষ্টবিষয়ম্। এতানন্যাংশ্চ মহতো দোষান্ সংশ্রিতাঃ। কিঞ্চ তে মামীশ্বরমাত্মপরদেহেষু স্বদেহে পরদেহেষু চ তদ্বুদ্ধিকর্মসাক্ষিভূতং মাং প্রদ্বিষন্তো—মচ্ছাসনাতিবর্তিত্বং প্রদ্বেষঃ—তং কুর্বন্তোঽভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গস্থানাং গুণেষ্বসহমানাঃ॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আসুর পুরুষগণ আপনার কোনো গুণ বা শরীরের যথোচিত বল না থাকিলেও আপনাকে সর্বাপেক্ষা গুণবান ও বলবান বলিয়া মনে করে। গুরু ও সজ্জনগণকে অবজ্ঞাপূর্বক তারা আপনাকে মহান বোধে বৃথা দর্প করে। কীরূপে কিছু লাভ হইবে, কীরূপে অন্যের অনিষ্ট করিব, এইরূপ চিন্তাতেই তাহাদের মনোবৃত্তির প্রবাহ। ("ক্রোধং চ" পদের চ-কার দ্বারা মাৎসর্যাদি অন্যান্য দোষও উপলক্ষিত হইয়াছে।) তাহাদের নরকেই গতি হইয়া থাকে। কেননা, তাহারা দেহাত্মবুদ্ধির বশীভূত হইয়া সর্বদেহাবস্থিত ও প্রিয় হইতেও পরমপ্রিয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে প্রীতি করে না। আর সদাচার সাধু ও গুরুজনের প্রতি যাহাদের তুচ্ছবুদ্ধি, সজ্জনে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, বেদবিহিতব্রতাচারী শুদ্ধাত্মগণের প্রতি যাহারা অসূয়া প্রকাশ করে ও তাহাদের কুৎসাকীর্তন করে, তাহাদের ভগবদ্ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ভক্তিহীনের গতি নরক ভিন্ন আর কোথায় হইবে? "মামাত্মপরদেহেষু" আদি বচনের অর্থ এই যে, জীবের নিজ দেহে বা পুত্রভার্যাদি বা পশ্বাদি অন্য দেহে চৈতন্যস্বরূপ আমাকে অথবা রাম, কৃষ্ণাদি আমার নিজ লীলাবিগ্রহে ও ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের দেহে আমার আবির্ভাবকে যাহারা বিদ্বেষ করে, তাহারা ভক্তিলাভ করিতে পারে না, সুতরাং নরকার্ণবে ভাসিয়া যায়॥১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) দ্বিষতঃ (দ্বেষপরবশ) ক্রূরান্ (ক্রূর) তান্ (সেই) নরাধমান্ (নরাধম) অশুভান্ (অশুভকারিগণকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (আসুরী) যোনিষু এব (যোনিসমূহেই) অজস্রং (পুনঃপুন) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করিয়া থাকি)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এইরূপ দ্বেষ্টা, ক্রূর, নরাধম, নিত্য অশুভকর্মানুষ্ঠানশীল আসুর পুরুষগণকে আমি নরকমার্গে নিপাতিত করি। তাহাদিগকে অতি ক্রূর ব্যাঘ্র-সর্পাদি যোনিতে ভ্রমণ করাই॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ অহম্=অস্মদ্, ১মা একবচন। **দ্বিষতঃ**=দ্বিষ্+শতৃ, ২য়া বহুবচন। **ক্রূরান্**=কৃৎ+রক্=ক্রূর, ২য়া বহুবচন। **নরাধমান্**=নরাণাম্ অধমঃ=নরাধমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া বহুবচন। **অশুভান্**=শুভ+ক=শুভ, শুভ+অচ্=ন শুভঃ=অশুভঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া বহুবচন। **তান্**=তদ্ (পুং), ২য়া বহুবচন। **সংসারেষু**=সম্-সৃ+ঘঞ্=সংসার, ৭মী বহুবচন। **আসুরীষু**=অসুর+অণ্=আসুর, আসুর+ঙীপ্=আসুরী, ৭মী বহুবচন। **যোনিষু**=যু+নি, ৭মী বহুবচন। **এব**=অব্যয়। **অজস্রমঃ**=নঞ্-জস্+র (ক্লীব), ২য়া একবচন (ক্রিয়াবিশেষণ)। **ক্ষিপামি**=ক্ষিপ্+লট্ মি॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুরভাব-প্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ—তানিতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্র-সর্পাদিযোনিষ্বেবাজস্রমনবরতঃ ক্ষিপামি তেষাং পাপকর্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তানহমিতি। তানহং সর্বান্ সন্মার্গপ্রতিপক্ষভূতান্ সাধুদ্বেষিণো দ্বিষতশ্চ মাং ক্রূরান্ সংসারেষ্বেব নরকসংসরণমার্গেষু নরাধমানধর্মদোষবত্ত্বাৎ ক্ষিপামি প্রাক্ষিপামি। অজস্রং সন্তুতমশুভানশুভকর্মকারিণ আসুরাষ্বেব ক্রূরকর্মপ্রায়াসু ব্যাঘ্রসিংহাদিযোনিষু—ক্ষিপামীত্যনেন সম্বন্ধঃ॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবদ্বিদ্বেষ্টা, জীবহিংসাপরায়ণ, নরাধম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ কর্মানুষ্ঠাননিরত আসুরব্যক্তিগণকে ভগবান কদাপি কৃপা করেন না। তাহারা চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্ছ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা"[১] ইতি। শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্মকারিগণ শীঘ্রই নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়। কখনও কুক্কুরযোনি, কখনও শূকরযোনি, কখনও-বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগতে যে কাহাকেও ধনী, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও ধর্মাত্মা, কাহাকেও পাপাত্মা, কাহাকেও সুখী, আবার কাহাকেও দুঃখী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরের সৃষ্টিবৈষম্য নহে। জীবের নিজ নিজ পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল মাত্র। যে যেমন বীজ বপন করে, তাহার বৃক্ষ সেইরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাহার পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান, সাধুপ্রবৃত্তি ও ভগবানে ভক্তি নাই, তাহার অধোগতি অবশ্যম্ভাবী॥১৯॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মূঢ়াঃ (মূঢ়ব্যক্তিরা) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে)

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৫/১০/৭

আসুরীং যোনিম্ (আসুরী যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হয়), [সুতরাং] মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়া) ততঃ (তদনন্তর) অধমাং গতিং (অধোগতি) যান্তি (লাভ করে)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! যে-ব্যক্তি এক বার আসুর যোনি প্রাপ্ত হয়, সে অবিবেকজন্য আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া জন্মে জন্মে আরও অধোগতি লাভ করিয়া থাকে॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **মূঢ়াঃ**=মুহ্+ক্ত, ১মা বহুবচন। **জন্মনি**=জন্+মন্=জন্মন্, ৭মী একবচন। **আসুরীম্**=অসুর+অণ্+ঙীপ্=আসুরী, ২য়া একবচন। **যোনিম্**=যু+নি, ২য়া একবচন। **আপন্নাঃ**=আ-পদ্+ক্ত=আপন্ন, ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অপ্রাপ্য**=প্র-আপ্+ল্যপ্=প্রাপ্য, ন প্রাপ্য=অপ্রাপ্য—নঞ্ তৎপুরুষ। **এব**=অব্যয়। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **অধমাম্**=অধস্+ম+টাপ্=অধমা, ২য়া একবচন। **গতিম্**=গম্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **যান্তি**=যা+লট্ অন্তি॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপ্যৈবেত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাং মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্যপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং কৃমিকীটাদিগতিং যান্তীত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আসুরীমিতি। আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ প্রতিপন্না মূঢ়া অবিবেকিনঃ। জন্মনি জন্মনি প্রতিজন্ম। তমোবহুলাস্বেব যোনিষু জায়মানাঃ। অধো গচ্ছন্তি। তে মূঢ়া মামীশ্বরমপ্রাপ্যানাসাদ্যৈব হে কৌন্তেয় ততস্তস্মাদপি যান্ত্যধমাং নিকৃষ্টতমাং গতিম্। মামপ্রাপ্যেতি ন মৎপ্রাপ্তৌ কাচিদপ্যাশঙ্কাঽস্তি। অতো মচ্ছিষ্টসাধুমার্গপ্রাপ্তিমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বিবেক ও ভক্তি ভিন্ন ভগবানকে লাভ করা যায় না। তমোগুণী আসুর পুরুষের এই দুইটিরই অভাব। সুতরাং, ঈদৃশী দূষিত প্রকৃতি লইয়া এক বার জন্মগ্রহণ করিলে তাহার উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট। দুষ্ট ব্যক্তির সহজে সৎকার্যে প্রবৃত্তি হয় না। বেদবিহিত সৎকার্য না করিলে বিবেক বা চিত্তশুদ্ধি হইবেই-বা কীরূপে? "মাম্" পদে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ উপলক্ষিত হইয়াছে। নীচকর্ম্মিগণ বেদমার্গ অবলম্বন করিতে না পারায় ক্রমশঃ নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ শীঘ্রই আসুরী সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া দৈবী সম্পদ আশ্রয় করিবেন॥২০॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ (কাম, ক্রোধ ও লোভ)—ইদং (এই) ত্রিবিধং (তিন

প্রকার) নরকস্য (নরকের) দ্বারম্ (দ্বার) [অতএব] আত্মনঃ (নিজের) নাশনং (নাশক) তস্মাৎ (সেই জন্য) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ জীবের অধোগতির কারণস্বরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। ইহারা অবশ্য পরিহার্য॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ কামঃ=কম্+ঘঞ্, ১মা একবচন। ক্রোধঃ=ক্রুধ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **তথা**=তদ্+থাল্। **লোভঃ**=লুভ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ত্রিবিধম্**=তিস্রঃ বিধাঃ যস্য তৎ—বহুব্রীহি (ক্লীব), ১মা একবচন। **নরকস্য**=নৃ+বুন্=নরক, ৬ষ্ঠী একবচন। **দ্বারম্**=দ্বৃ+ণিচ্+অচ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **আত্মনঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্—৬ষ্ঠী একবচন। **নাশনম্**=নশ্+ণিচ্+অনট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **এতৎ ত্রয়ম্**=ত্রয় শব্দ যোগে ক্লীবলিঙ্গ একবচন। **ত্যজেৎ**=ত্যজ্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্বথা বর্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্, অত এবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকং তস্মাদেতত্ত্রয়ং সর্বাত্মনা ত্যজেৎ॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সর্বস্যা আসুর্যাঃ সম্পদঃ সংক্ষেপোঽয়মুচ্যতে। যস্মিংস্ত্রিবিধে সর্ব আসুর সম্পদ্ভেদোঽনন্তোঽপ্যন্তর্ভবতি। যৎপরিহারেণ পরিহৃতশ্চ ভবতি। যন্মূলং সর্বস্যানর্থস্য। তদেতদুচ্যতে—ত্রিবিধমিতি। ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং নরকস্য প্রাপ্তাবিদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। যদ্দ্বারং প্রবিশন্নেব নশ্যত্যাত্মা। কস্মৈচিৎ পুরুষার্থায় যোগ্যো ন ভবতীত্যেতৎ। অত উচ্যতে—দ্বারং নাশনমাত্মন ইতি। কিং তৎ? কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ। তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ। যত এতদ্দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। তস্মাৎ কামাদিত্রয়মেতত্ত্যজেৎ। ত্যাগস্তুতিরিয়ম্॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রভাবে মানবগণ ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ইহারা মানবের মহান রিপু। কেননা, ইহারা মানবকে স্বর্গাদি সুখে বঞ্চিত করে ও অধস্তন নরকাদিতে নিক্ষেপ করে। এই জন্য সুধীগণ প্রযত্নপূর্বক এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবেন। সৎসঙ্গ ও বিবেক দ্বারা আপনাকে এই তিন অনর্থকারী শত্রুর হস্ত হইতে না বাঁচাইতে পারিলে কাহারও কল্যাণ নাই॥২১॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) তমোদ্বারৈঃ (নরকের দ্বার হইতে) বিমুক্তঃ (মুক্ত) [হইয়া] নরঃ (মনুষ্য) আত্মনঃ (আপনার) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরতি (সাধন করেন) ততঃ (তদনন্তর) পরাং গতিং (পরমগতি) যাতি (লাভ করেন)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বারস্বরূপ এই কাম, ক্রোধ ও লোভকে পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য শ্রেয়ঃসাধনপূর্বক পরমগতি লাভ করিয়া থাকে॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ কৌন্তেয়=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **এতৈঃ**=এতদ্ (ক্লীব), ৩য়া বহুবচন। **ত্রিভিঃ**=ত্রি (ক্লীব), ৩য়া বহুবচন। **তমোদ্বারৈঃ**=তম+অসুন্=তমস্, দ্বৃ+ণিচ্+অচ্=দ্বার, তমঃ এব দ্বারম্=তমোদ্বারম্—রূপক কর্মধারয়, ৩য়া বহুবচন (হীনার্থে)। **বিমুক্তঃ**=বি-মুহ্+ক্ত, ১মা একবচন। **নরঃ**=নৃ+অচ্, ১মা একবচন। **আত্মনঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **শ্রেয়ঃ**=প্রশস্য+ঈয়সুন্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **আচরতি**=আ-চর্+লট্ তি। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **পরাম্**=পৃ+আ+টাপ্=পরা, ২য়া একবচন। **গতিম্**=গম্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **যাতি**=যা+লট্ তি॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ত্যাগে বিশিষ্টং ফলমাহ—এতৈরিতি। তমসো নরকস্য দ্বার-ভূতৈরেতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি; ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এতৈরিতি। এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈঃ—তমসো নরকস্য দুঃখমোহাত্মকস্য দ্বারাণি কামাদয়স্তৈঃ—এতৈস্ত্রিভির্বিমুক্তো নর আচরত্যনুতিষ্ঠতি। কিম্? আত্মনঃ শ্রেয়ঃ। যৎপ্রতিবদ্ধঃ পূর্বং নাচচার তদপগমাদাচরতি। ততস্তদাচরণাদ্‌যাতি পরাং গতিং মোক্ষমপীতি॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি কামাদি বিষম রিপুত্রয়কে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার নরকে গতি ও অধম যোনি-প্রাপ্তি হয় না। অধিকন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ উপদ্রবশূন্য ও চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তাহা হইলেই মনুষ্যের বেদবিহিত তপস্যায় ও আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় এবং তৎসাধন দ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে॥২২॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যে-ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধিকে) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগপূর্বক) কামকারতঃ (স্বেচ্ছাচারী হইয়া) বর্ততে (কার্যে প্রবৃত্ত হয়) সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (লাভ করে না), ন সুখং (না সুখ), ন পরাং গতিম্ (না পরমগতি) [প্রাপ্ত হয়]॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য করে, তাহার সিদ্ধিলাভ (অন্তঃকরণের শুদ্ধি), ইহলোকে সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষরূপ উৎকৃষ্ট গতিও লাভ হয় না॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **শাস্ত্রবিধিম্**=শাস্+ষ্ট্রন্=শাস্ত্র, বি-ধা+কি=বিধি, শাস্ত্রস্য বিধিঃ=শাস্ত্রবিধিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **উৎসৃজ্য**=উৎ-সৃজ্+ল্যপ্। **কামকারতঃ**=

কম্+ঘঞ্=কাম, কাম-কৃ+অণ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)=কামকারতঃ, ৫মী একবচন। **বর্ততে**=বৃৎ+লট্ তে। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সিদ্ধিম্**=সিধ্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **অবাপ্নোতি**=অব-আপ্+লট্ তি। **সুখম্**=সুখ+ক, ২য়া একবচন। **পরাম্**=পৃ+আ+টাপ্, ২য়া একবচন। **গতিম্**=গম্+ক্তিন্, ২য়া একবচন॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—য ইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্মমুৎসৃজ্য যঃ কামচারতঃ যথেষ্টং বর্ততে, স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চ সুখমুপশমং, ন চ পরাং গতি মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সর্বস্যৈতস্যাসুরসম্পৎপরিবর্জনস্য শ্রেয়-আচরণস্য শাস্ত্রং কারণম্। শাস্ত্রপ্রমাণাদুভয়ং শক্যং কর্তুম্। নান্যথা। অতঃ—যঃ শাস্ত্রেতি। যঃ শাস্ত্রবিধিং—শাস্ত্রং বেদঃ। তস্য বিধিং কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যম্। উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা। বর্ততে কামকারতঃ কামপ্রযুক্তঃ সন্। ন স সিদ্ধিং পুরুষার্থযোগ্যতামবাপ্নোতি। নাপ্যস্মিল্লোঁকে সুখম্। নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ লোকে যাহা বুঝিতে পারে অথবা যাহা বুঝিতে পারে না, তত্তাবতের সমস্ত গূঢ়ার্থ শিক্ষা দিবার জন্যই শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি বিধিনিষেধবাক্য দ্বারা ও নানাবিধ উপদেশ দ্বারা অধিকারী অনুসারে মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। যে-ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যকে উপেক্ষা করিয়া বিষয়বিষবহ্নিবিদগ্ধ নিজ দুর্বল বুদ্ধি দ্বারা যথেচ্ছা কর্মানুষ্ঠান করে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় না, তাহার ইহলৌকিক সুখ লাভ করাও ভার; কেননা শাস্ত্র ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় সুখ লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া ধর্মভ্রষ্ট হওয়ায় তাহার স্বর্গ বা মুক্তি লাভেরও কোনো উপায় হয় না। দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। স্ব-কপোলকল্পনার বশীভূত হইয়া ধর্মভ্রষ্ট হওয়া অত্যন্ত অনর্থকর॥২৩॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তস্মাৎ (অতএব) কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ (কার্য ও অকার্যের নিরূপণে) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) তে (তোমার) প্রমাণম্ (প্রমাণস্বরূপ) [অতএব] ইহ [অধিকার অনুসারে] শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা) জ্ঞাত্বা (বিদিত হইয়া) কর্ম কর্তুম্ (কর্ম করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কার্যাকার্যের নিরূপণ করিতে হইলে শাস্ত্রই প্রমাণস্বরূপ। অতএব, শাস্ত্রানুসারে নিজ অধিকারানুরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিদিত হইয়া কর্তব্যকর্মে যোগ্য হও॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ তস্মাৎ=তদ্ (পুং), ৫মী একবচন। **কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ**=কৃ+ণ্যৎ=কার্য, ন কার্য= অকার্য—নঞ্ তৎপুরুষ; বি-অব+স্থা+ক্ত=ব্যবস্থিত, কার্যঞ্চ অকার্যঞ্চ=কার্যাকার্যে—দ্বন্দ্ব; তয়োঃ ব্যবস্থিতি=কার্যাকার্যে-ব্যবস্থিতি—৭মী তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। **শাস্ত্রম্**=শাস্+ষ্ট্রন্ (ক্লীব), একবচন। **তে**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রমাণম্**=প্র-মা+ল্যুট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। ইহ—অস্মিন্ স্থলে স্থানার্থে "ইহ" আদেশ হয়। **শাস্ত্রবিধানোক্তম্**=শাস্+ষ্ট্রন্=শাস্ত্র, বি-ধা+অনট্=বিধান, ব্রূ+ক্ত=উক্ত, শাস্ত্রস্য বিধানম্=শাস্ত্রবিধান—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তেন উক্তম্—৩য়া তৎপুরুষ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **জ্ঞাত্বা**= জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **কর্ম**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ২য়া একবচন। **কর্তুম্**=কৃ+তুমুন্। **অর্হসি**=অর্হ+লট্ সি॥২৪॥

ষোড়শোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ইদং কার্যমিদমকার্যঞ্চেত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণম্; অতঃ শাস্ত্রবিধিনোক্তং কর্ম জ্ঞাত্বা ইহ কর্মাধিকারে বর্তমানো যথাধিকারং কর্ম কর্তুমর্হসি, তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্‌জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ॥২৪॥

দেবদৈতেয়সম্পত্তি-সম্বিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তস্মাদিতি। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং জ্ঞানসাধনং তে তব কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ কর্তব্যাকর্তব্যব্যবস্থায়াম্। অতো জ্ঞাত্বা বুদ্ধ্বা শাস্ত্রবিধানোক্তম্ বিধির্বিধানং শাস্ত্রমেব বিধানং শাস্ত্রবিধানম্। কুর্যাৎ—ন কুর্যাৎ—ইত্যেবং লক্ষণম্। তেনোক্তং স্বকর্ম যত্তৎ কর্তুমিহার্হসি। ইহেতি কর্মাধিকারভূমিপ্রদর্শনার্থমিতি॥২৪॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যখন শাস্ত্রই কার্যাকার্যের প্রমাণস্বরূপ এবং যখন শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে অধোগতি হয়, তখন হে অর্জুন! তুমি স্বেচ্ছানুসারে কোনো কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাপবর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইও না। শাস্ত্র তোমার বর্ণাশ্রমধর্মানুরূপ যেরূপ যুদ্ধকার্যের ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহার অমর্যাদা করিয়া আসুরসম্পদের অধিকারী হইও না। যাহা শাস্ত্রবিহিত, তাহা তোমার রুচিকর হউক বা না হউক, তাহারই অনুষ্ঠান করো, তাহাতেই তোমার পরম কল্যাণ হইবে॥২৪॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত
গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) [হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য (শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজনাদি করিয়া থাকে), তেষাং তু (তাহাদিগের) নিষ্ঠা কা (নিষ্ঠা কীরূপ)? সত্ত্বং (সাত্ত্বিকী) রজঃ (রাজসী) আহো (অথবা) তমঃ (তামসী)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক পূজনাদি করিয়া থাকে, তাহাদের নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী?॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **কৃষ্ণ**=কৃষ্+নক্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **শাস্ত্রবিধিম্**=শাস্+ষ্ট্রন্=শাস্ত্র, বি-ধা+কি=বিধি, শাস্ত্রস্য বিধিঃ=শাস্ত্রবিধিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **উৎসৃজ্য**=উৎ-সৃজ্+ল্যপ্। **তু**=অব্যয়, **শ্রদ্ধয়া**=শ্রৎ-ধা+অঙ্+টাপ্, ৩য়া একবচন। **অন্বিতাঃ**=অনু-ই+ক্ত=অন্বিত, ১মা বহুবচন। **যজন্তে**=যজ্+লট্ অন্তে। **তেষাম্**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **নিষ্ঠা**=নি-স্থা+অ+টাপ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **কা**=কিম্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **সত্ত্বম্**=সৎ+ত্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **রজঃ**=রন্‌জ্+অসুন্=রজস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **আহো**=অব্যয়। **তমঃ**=তম+অসুন্=তমস্ (ক্লীব), ১মা একবচন॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উক্তাধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধা-ভেদস্ত্রিধোচ্যতে॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতী"ত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামচারেণ বর্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারো নাস্তীত্যুক্তং, তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামচারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জুন উবাচ—য ইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তমুল্লঙ্ঘ্য বর্তমানা ন গৃহ্যন্তে তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা, ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি; তানেবাধিকৃত্য "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধে"তি, "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানি"ত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ; অতো নাত্র শাস্ত্রোল্লঙ্ঘিনো গৃহ্যন্তে, অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা বা আলস্যাদ্বা শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া ক্বচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্তমানা গৃহ্যন্তে। অতোঽয়মর্থ—যে

শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্বা অনাদৃত্য কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে, তেষান্তু কা নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক আশ্রয়ঃ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি—কিং সত্ত্বম্? আহো কিং রজঃ অথবা তমঃ ইতি তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা? রজঃসংশ্রিতা? তমঃসংশ্রিতা? বেত্যর্থঃ। শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজস-তামসত্বাৎ ত্রিধা সন্দেহঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতা, তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্‌যথোক্তমাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাদন্যথা নেতি তাৎপর্যার্থঃ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং ত ইতি ভগবদ্বাক্যাল্লব্ধপ্রশ্নবীজোঽর্জুন উবাচ—যে শাস্ত্রবিধিমিতি। যে কেচিদবিশেষিতাঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রবিধানং শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রচোদনামুৎসৃজ্য পরিত্যজ্য যজন্তে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি। শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যাঽন্বিতাঃ সংযুক্তাঃ সন্তঃ। শ্রুতিলক্ষণং স্মৃতিলক্ষণং বা কঞ্চিচ্ছাস্ত্রবিধিমপশ্যন্তো বৃদ্ধব্যবহারদর্শনাদেব শ্রদ্দধানতয়া যে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি ত ইহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতা ইত্যেবং গৃহ্যন্তে। যে পুনঃ কঞ্চিচ্ছাস্ত্রবিধিমুপলভমানা এব তমুৎসৃজ্যাযথাবিধি দেবাদীন্ পূজয়ন্তি ত ইহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইতি ন পরিগৃহ্যন্তে। কস্মাৎ? শ্রদ্ধয়াঽন্বিতত্ববিশেষণাৎ। দেবাদিপূজাবিধিপরং কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রং পশ্যন্ত এব তদুৎসৃজ্যাশ্রদ্দধানতয়া তদ্বিহিতায়াং দেবাদিপূজায়াং শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ প্রবর্তন্ত ইতি ন শক্যং পরিকল্পয়িতুং যস্মাৎ পূর্বোক্তা এব যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ ইত্যত্র গৃহ্যন্তে। তেষামেবম্ভূতানাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ? সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ? কিং সত্ত্বং নিষ্ঠাঽবস্থানম্? আহোস্বিদ্রজঃ? অথবা তম ইতি? এতদুক্তং ভবতি—যা তেষাং দেবাদিবিষয়া পূজা সা কিং সাত্ত্বিকী? আহোস্বিদ্রাজসী? উত তামসীতি?॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কর্মানুষ্ঠাতৃগণ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম, যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধাকরতঃ নিজের ইচ্ছানুরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করে, ইহারা অসুরসম্প্রদায়। দ্বিতীয়, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ বিদিত হইয়া তদনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেবসম্প্রদায়; কিন্তু আর এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও আলস্য বা ঔদাস্যপূর্বক তদনুসারে না চলিয়া শ্রদ্ধাসহ স্বেচ্ছানুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের মধ্যে শাস্ত্রের উপেক্ষাজন্য আসুরভাব ও শ্রদ্ধাজন্য দৈবভাব এতদুভয়ই বিদ্যমান আছে। এই শ্রেণির মনুষ্যগণ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? এই সংশয়াপনোদনার্থ অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যাহারা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না করিয়া পিতৃপিতামহাদির আচরিত অথবা স্বেচ্ছানুমোদিত কার্যের শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠা কি সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণপ্রসূত?॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) দেহিনাং (দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের)

সাত্ত্বিকী (সত্ত্বগুণপ্রধান) রাজসী চ (রজোগুণপ্রধান) তামসী চ (ও তমোগুণপ্রধান) ইতি (এই) ত্রিবিধা এব (তিন প্রকার) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) ভবতি (আছে) সা (তাহা) স্বভাবজা (স্বভাবজাত)। তাং (তাহা) শৃণু (শ্রবণ করো)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি ভেদে স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার। তদ্বিবরণ শ্রবণ করো॥২॥

ব্যাকরণ ঃ ভগবান্=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **দেহিনাম্**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ, দেহ+ইনি=দেহিন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **সাত্ত্বিকী**=সৎ+ত্ব (ভাবে)=সত্ত্ব, সত্ত্ব+ঠক্ (ইক্)=সাত্ত্বিক, সাত্ত্বিক+ঙীপ্=সাত্ত্বিকী, ১মা একবচন। **রাজসী**=রন্জ্+অসুন্=রজস্, রজস্+অণ্+ঙীপ্=রাজসী, ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **তামসী**=তম+অসুন্=তমস্, তমস্+অণ্+ঙীপ্=তামসী, ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **ত্রিবিধা**=তিস্রঃ বিধাঃ যস্যা সা—বহুব্রীহি (স্ত্রী), ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **শ্রদ্ধা**=শ্রৎ-ধা+অঙ্+টাপ্, ১মা একবচন। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **সা**=তদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **স্বভাবজা**=স্বস্য ভাবঃ=স্বভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। স্বভাব=জন্+ড+টাপ্=স্বভাবজা, স্বভাবাৎ জায়তে=স্বভাবজা—উপপদ তৎপুরুষ। **তাম্**=তদ্ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **শৃণু**=শ্রু+লোট্ হি॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্তমানানাং পরমেশ্বর-পূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা; লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা, সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। তত্র হেতুঃ—স্বভাবজা স্বভাবঃ পূর্বসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা; স্বভাবমন্যথা কর্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানং তেষাং নাস্তি; অতঃ কেবলং পূর্বস্বভাবেন ভবন্তী শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণ্বিতি; তদুক্তং—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন" ইত্যাদিনা॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সামান্যবিষয়োঽয়ং প্রশ্নো নাপ্রবিভজ্য প্রতিবচনমর্হতীতি—শ্রীভগবানুবাচ ত্রিবিধেতি। ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা ভবতি শ্রদ্ধা। যস্যাং নিষ্ঠায়াং ত্বং পৃচ্ছসি। দেহিনাং সা স্বভাবজা। জন্মান্তরকৃতো ধর্মাদিসংস্কারো মরণকালেঽভিব্যক্তঃ স্বভাব উচ্যতে। ততো জাতা স্বভাবজা। সাত্ত্বিকী সত্ত্বনির্বৃত্তা দেবপূজাদিবিষয়া। রাজসী রজোনির্বৃত্তা যক্ষরক্ষঃপূজাদিবিষয়া। তামসী তমোনির্বৃত্তা প্রেতপিশাচাদিপূজাবিষয়া। এবং ত্রিবিধা। তামুচ্যমানাং শ্রদ্ধাং শৃণ্বধারয়॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মনুষ্য পূর্বজন্মার্জিত ক্রিয়ানুরূপই প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি পূর্বজন্মে সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণানুসারে ক্রিয়া করিয়াছেন, তিনি বর্তমানদেহে তদনুসারে সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। "রাজসী চৈব" এই পদে (চ+এব) দুইটি শব্দ দুইটি অর্থের সূচনা করিয়াছে। ইহজন্মে শাস্ত্র শ্রবণ ও মননপূর্বক যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা সাত্ত্বিকী; "চ" শব্দ তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। আর শাস্ত্রের অপেক্ষা না করিয়া আপনা-আপনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে সাধারণ শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে, তাহাই "এব" শব্দের প্রতিপাদ্য এবং এই শ্রদ্ধাই সাত্ত্বিকী আদি ভেদে ত্রিবিধ। ভগবান এই শেষোক্ত শ্রদ্ধারই বিষয় কীর্তন করিবেন॥২॥

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) সর্বস্য (সকলের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সত্ত্বানুরূপা (নিজ নিজ অন্তঃকরণবৃত্তির অনুরূপ) ভবতি (হইয়া থাকে)। অয়ং পুরুষঃ (এই পুরুষ), শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাময়); যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সঃ এব (তাহাই) সঃ (তিনি)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! প্রাণিমাত্রেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণবৃত্তিরই অনুরূপ হইয়া থাকে। পুরুষও শ্রদ্ধাময়; অতএব যে পুরুষ যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি তাদৃশই হইয়া থাকেন॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ ভারত=ভরত+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **সর্বস্য**=সর্ব+অচ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **শ্রদ্ধা**=শ্রৎ-ধা+অঙ্+টাপ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **সত্ত্বানুরূপা**=সৎ+ত্ব (ভাবে)=সত্ত্ব, সত্ত্বম্ অনুরূপং যস্যা সা=সত্ত্বানুরূপা—বহুব্রীহি (স্ত্রী), ১মা একবচন। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **অয়ম্**=ইদম্ (পুং), ১মা একবচন। **পুরুষঃ**=পুর+কুষন্, ১মা একবচন। **শ্রদ্ধাময়ঃ**=শ্রদ্ধা+ময়ট্=শ্রদ্ধাময় (পুং), ১মা একবচন। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **যচ্ছ্রদ্ধঃ**=যা (যাদৃশী) শ্রদ্ধা যস্য সঃ=যৎশ্রদ্ধঃ—বহুব্রীহি (পুং), ১মা একবচন। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্যত্বেন ত্বয়ৈব শ্রীভাগবতে উদ্ধবং প্রতি নির্দিষ্টত্বাৎ, যথোক্তং—"শমো দমস্তিতিক্ষে তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১/২৫/২) ইত্যেতাঃ সত্ত্ববৃত্তয় ইতি; অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যং, তথাপি রজস্তমো-যুক্তপুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমো-মিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যত—সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী সর্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি। তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধা বিকারঃ ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তদেবাহ—যো যচ্ছ্রদ্ধঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য স এব সঃ তাদৃশশ্রদ্ধাযুক্তঃ। স এব স ইতি যঃ পূর্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্তঃ পুরুষঃ স পুনস্তৎসংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্ত এব ভবতি, যস্তু রজসঃ উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যস্য তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্তমানেষ্বেবং সাত্ত্বিকরাজ-সতামসশ্রদ্ধা-ব্যবস্থা; শাস্ত্রজনিতবিবেক-জ্ঞানযুক্তানান্তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সৈবং ত্রিবিধা ভবতি সত্ত্বানুরূপেতি। সত্ত্বানুরূপা বিশিষ্টসংস্কারোপেতা-ন্তঃকরণানুরূপা সর্বস্য প্রাণিজাতস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। যদ্যেবং তত কিং স্যাদিতি? উচ্যতে—শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাপ্রায়োঽয়ং পুরুষঃ সংসারী জীবঃ। কথম্? যে যচ্ছ্রদ্ধঃ—যা শ্রদ্ধা যস্য জীবস্য স যচ্ছ্রদ্ধঃ—স এব তচ্ছ্রদ্ধানুরূপ এব স জীবঃ॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ত্রিগুণাত্মক অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে সত্ত্বগুণই প্রধান, এই জন্য

পঞ্চভূতজাত অন্তঃকরণ প্রকাশস্বভাববশতঃ "সত্ত্ব" নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই অন্তঃকরণ দেবাদিদেহে সত্ত্বগুণযুক্ত, যক্ষাদিদেহে রজোগুণাভিভূতসত্ত্বগুণযুক্ত, ভূতপ্রেতাদিদেহে তমোগুণাভিভূতসত্ত্বগুণযুক্ত, মনুষ্যদেহে রজঃ ও তমোগুণাভিভূতসত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের বিচিত্রতার জন্য শ্রদ্ধার বৈচিত্র্য জন্মে। সত্ত্বগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, রজোগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণে রাজসী শ্রদ্ধা ও তমোগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণে তামসী শ্রদ্ধার উদয় হয়। পুরুষে কোনো-না-কোনোরূপ শ্রদ্ধা থাকিবেই থাকিবে। এই জন্য পুরুষ শ্রদ্ধাময়; যে পুরুষে যেরূপ শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকে, সত্ত্বাদিভেদে সেই পুরুষ সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস বলিয়া কথিত হয়॥৩॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যজন্তে (পূজা করে), রাজসাঃ (রাজসিকগণ) যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষ ও রাক্ষসগণকে), অন্যে (অপর) তামসাঃ (তামসিক) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ (প্রেত ও ভূতগণকে) যজন্তে (পূজা করে)॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাহারা দেবতার পূজা করে তাহারা সাত্ত্বিক, যাহারা যক্ষ ও রাক্ষসের পূজা করে তাহারা রাজস এবং যাহারা ভূত-প্রেতাদির পূজা করে তাহাদিগকে তামস বলিয়া জানিবে॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ দেবান্=দিব্+অচ্=দেব, ২য়া বহুবচন। **যজন্তে**=যজ্+লট্ অন্তে। **যক্ষরক্ষাংসি**= যক্ষ্+ঘঞ্=যক্ষ, রক্ষ্+অসুন্=রক্ষস্, যক্ষশ্চ রক্ষাংসি চ=যক্ষরক্ষাংসি—দ্বন্দ্ব (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **অন্যে**=অন্+যৎ=অন্য, ১মা বহুবচন। **জনাঃ**=জন্+অচ্=জন্, ১মা বহুবচন। **প্রেতান্**=প্র-ই+ক্ত=প্রেত, ২য়া বহুবচন। **ভূতগণান্**=ভূতানাং গণঃ=ভূতগণ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **তামসাঃ**=তমস্+অণ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্তে ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি; রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে; এতেভ্যোঽন্যে বিলক্ষণাস্তামসা জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে; সত্ত্বাদিপ্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিত্বং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ততশ্চ কার্যেণ লিঙ্গেন দেবাদিপূজয়া সত্ত্বাদিনিষ্ঠাঽনুমেয়েত্যাহ—যজন্ত ইতি। যজন্তে পূজয়ন্তি সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনিষ্ঠা দেবান্। যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ সপ্তমাতৃকাদীংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানাদিযুক্ত যে ব্যক্তিগণ নিজ নিজ স্বভাবলব্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা বসুরুদ্রাদি দেবগণকে পূজা করেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক। যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানবর্জিত অথবা

স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা রজোগুণযুক্ত কুবেরাদি যক্ষকে ও নৈর্ঋতাদি রাক্ষসকে পূজা করিয়া থাকে, তাহারা রাজস। তমোগুণযুক্ত ভূতপ্রেতাদির পূজকগণ তামস বলিয়া কথিত হয়। স্বধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর বায়ুময় দেহ ধারণ করিয়া উল্কামুখ-কটপূতনাদি নামক প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥৪॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥৫॥
কর্শয়ন্তঃ[১] শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কার যুক্ত) কামরাগবলান্বিতাঃ (কামনা, আসক্তি ও বলবিশিষ্ট) যে (যে-সকল) অচেতসঃ (অবিবেকী) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) শরীরস্থং (শরীরস্থিত) ভূতগ্রামম্ (ভূতসমূহকে) অন্তঃশরীরস্থং মাং চ এব (ও শরীরমধ্যস্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে) কর্শয়ন্তঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতং (অশাস্ত্রবিহিত) ঘোরং (ঘোর) তপঃ তপ্যন্তে (তপস্যা করে) তান্ (তাহাদিগকে) আসুরনিশ্চয়ান্ (আসুর বুদ্ধিবিশিষ্ট) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও)॥৫-৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাহারা অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যা করে এবং দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলযুক্ত, যাহারা বিবেকবর্জিত এবং যাহারা শরীরস্থ ভূতসমূহকে কৃশ করিয়া আত্মস্বরূপ আমাকেও কৃশ করে, তাহাদিগকে আসুরনিশ্চয় বলিয়া জানিও॥৫-৬॥

ব্যাকরণ ঃ **দম্ভ-অহংকার-সংযুক্তাঃ**=দন্ভ্+ঘঞ্=দম্ভ, অহম্-কৃ+ঘঞ্=অহংকার, সম্-যুজ্+ক্ত=সংযুক্ত, দম্ভশ্চ অহংকারশ্চ=দম্ভাহংকারৌ—দ্বন্দ্ব; তাভ্যাং সংযুক্তঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **কামরাগবলান্বিতাঃ**=কম্+ঘঞ্=কাম, রন্জ্+ঘঞ্=রাগ, বল+অচ্=বল, অনু-ই+ক্ত=অন্বিত, কামশ্চ রাগশ্চ বলঞ্চ=কামরাগবলানি=তাভ্যাম্ অন্বিতঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। যে=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **অচেতসঃ**=চিৎ+অসুন্=চেতস্, নাস্তি চেতঃ যস্য সঃ=অচেতা—নঞ্ বহুব্রীহি, (অচেতস্+অচ্=অচেতা), ১মা বহুবচন। **জনাঃ**=জন্+অচ্, ১মা বহুবচন। **শরীরস্থম্**=শৄ+ঈরন্=শরীর, শরীরে তিষ্ঠতি ইতি; শরীর-স্থা+ক=শরীরস্থ, ২য়া একবচন। **ভূতগ্রামম্**=ভূতানাং গ্রামঃ=ভূতগ্রামঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **অন্তঃশরীরস্থম্**=শরীরস্য অন্তঃ=অন্তঃশরীরম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, অন্তঃশরীর-স্থা+ক=অন্তঃশরীরস্থ, ২য়া একবচন। **কর্শয়ন্তঃ**=কৃশ্+শতৃ, ১মা বহুবচন। **অশাস্ত্রবিহিতম্**=শাস্+ষ্ট্রন্=শাস্ত্র, বি-ধা+ক্ত=বিহিত, শাস্ত্রেন বিহিত=শাস্ত্রবিহিত—৩য়া তৎপুরুষ, ন শাস্ত্রবিহিত=অশাস্ত্রবিহিত—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **ঘোরম্**=ঘুর্+অচ্=ঘোর, ২য়া একবচন। **তপঃ**=তপ্+

---

১ কর্ষয়ন্ত ইতি পাঠান্তরঃ

অসুন্=তপস্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **তপ্যন্তে**=তপ্+লট্ অন্তে (দিবাদিগণীয়)। **তান্**=তদ্ (পুং), ২য়া বহুবচন। **আসুরনিশ্চয়ান্**=অসুর+অণ্=অসুর, নির্-চি+অপ্=নিশ্চয়, নিশ্চয়েন আসুরঃ= আসুরনিশ্চয়ঃ—সুপ্‌সুপা সমাস, ২য়া বহুবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি॥৫-৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ রাজসতামসেষ্বপি পুনর্বিশেষান্তরমাহ—অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্। শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি; কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি; অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভূতভয়ংকরং তপস্তপ্যন্তে কুর্বন্তি; তত্র হেতবঃ—দম্ভাহংকারাভ্যাং সংযুক্তাঃ, তথা কামোঽভিলাষঃ, রাগ আসক্তিঃ, বলমাগ্রহঃ, এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ, কর্শয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং আরম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্বন্তোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ মাঞ্চান্তর্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তো যে তপশ্চরন্তি, তানাসুর নিশ্চয়ান্ আসুরোঽতিক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি॥৫-৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং কার্যতো নির্ণীতাঃ সত্ত্বাদিনিষ্ঠাঃ শাস্ত্রবিধ্যুৎসর্গে। তত্র কশ্চিদেব সহস্রেষু দেবপূজাদিতৎপরঃ সত্ত্বনিষ্ঠো ভবতি। বাহুল্যেন তু রজোনিষ্ঠাস্তমোনিষ্ঠাশ্চৈব প্রাণিনো ভবন্তি। কথম্?—অশাস্ত্রেতি। অশাস্ত্রবিহিতং—ন শাস্ত্রবিহিতমশাস্ত্রবিহিতম্। ঘোরং পীড়াকরং প্রাণিনামাত্মনশ্চ। তপস্তপ্যন্তে নির্বর্তয়ন্তি যে জনাঃ। তে চ দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ। দম্ভশ্চাহংকারশ্চ দম্ভাহংকারৌ। তাভ্যাং সংযুক্তা দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ। কামরাগবলান্বিতাঃ—কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ। তৎকৃতং বলং কামরাগবলম্। তেনান্বিতাঃ। কামরাগবলৈর্বাঽন্বিতাঃ।

কর্শয়ন্ত ইতি। কর্শয়ন্তঃ কৃশীকূর্বন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং করণসমুদায়মচেতসোঽবিবেকিনঃ। মাং চৈব তৎকর্মবুদ্ধিসাক্ষিভূতমন্তঃশরীরস্থং কর্শয়ন্তঃ। মদনুশাসনাকরণমেব মৎকর্শনম্। তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্। আসুরো নিশ্চয়ো যেষাং ত আসুরনিশ্চয়াঃ। তান্ পরিহরণার্থং বিদ্ধীত্যুপদেশঃ॥৫-৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে-সকল কঠোর তপস্যার বিধি বেদ বা স্মৃতি আদিতে উল্লিখিত হয় নাই, অর্থাৎ সনাতনশাস্ত্রবিরোধী মতের অনুমোদিত বা স্বকপোলকল্পিত ঘোর তপস্যা যাহারা আচরণ করে ও অহম্মুখতাভিমান, কাম, রাগ ও বলাদিতে অভিভূতচিত্ত, যাহারা উপবাস বা অত্যল্প আহারাদি করিয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহকে কৃশ করে ও সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তৃস্বরূপ ও বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ আমাকেও কৃশ করে, অর্থাৎ আমার আজ্ঞাস্বরূপ বেদবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাকে তুচ্ছ বোধ করে, সেই বিবেকবিহীন ব্যক্তিগণ ইহলোকে সর্বসুখে বঞ্চিত ও পরলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সেই সর্বপুরুষার্থভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ আসুরনিশ্চয়। বেদের বিপরীতার্থভাবনাকারিগণই সেই "আসুরনিশ্চয়" পদে অভিহিত হইয়াছে; অর্থাৎ, তাহাদের মনোবৃত্তি আসুরভাবাপন্ন॥৫-৬॥

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বস্য (সমস্ত প্রাণীর) আহারঃ তু অপি (কিন্তু আহারও) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) প্রিয়ঃ ভবতি (প্রিয় হয়); তথা (এবং) যজ্ঞঃ তপঃ দানম্ [চ] (যজ্ঞ, তপ ও দান) [তিন প্রকার]। তেষাম্ (তাহাদিগের) ইমং (এই) ভেদং (বিভিন্নতা) শৃণু (শ্রবণ করো)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সমস্ত প্রাণীর আহার তিন প্রকার এবং যজ্ঞ, তপ ও দান তিন তিন প্রকার। আহারাদির প্রকার ভেদ আমি বলিতেছি, শ্রবণ করো॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্বস্য**=সর্ব+অচ্=সর্ব, ৬ষ্ঠী একবচন। **আহারঃ**=আ-হৃ+ঘঞ্, ১মা একবচন। **তু**=অব্যয়। **অপি**=অব্যয়। **ত্রিবিধঃ**=তিস্রঃ বিধাঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ১মা একবচন। **প্রিয়ঃ**=প্রী+ক, ১মা একবচন। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **যজ্ঞঃ**=যজ্+নঙ্, ১মা একবচন। **তপঃ**=তপ্+অসুন্=তপস্, ১মা একবচন। **দানম্**=দা+অনট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তেষাম্**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ইমম্**=ইদম্ (পুং), ২য়া একবচন। **ভেদম্**=ভিদ্+ঘঞ্=ভেদ্, ২য়া একবচন। **শৃণু**=শ্রু+লোট্ হি॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্ত্বিত্যা-দিভিস্ত্রয়োদশভিঃ। সর্বস্যাপি জনস্য য আহারোঽন্নাদি, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি, তথা যজ্ঞতপোদানানি ত্রিবিধানি ভবন্তি, তেষাং বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু এতেন রাজস-তামসাহারযজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহার-যজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্তব্য ইত্যেতদর্থঃ কথ্যতে॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আহারাণাং চ রস্যস্নিগ্ধাদিবর্গত্রয়রূপেণ ভিন্নানাং যথাক্রমং সাত্ত্বিকরাজস-তামসপুরুষপ্রিয়ত্বপ্রদর্শনমিহ ক্রিয়তে। রস্যস্নিগ্ধাদিষ্বাহারবিশেষেষ্বাত্মনঃ প্রীত্যতিরেকেণ লিঙ্গেন সাত্ত্বিকত্বং রাজসত্বং তামসত্বং চ বুদ্ধ্বা রজস্তমোলিঙ্গানামাহারাণাং পরিবর্জনার্থং সত্ত্বলিঙ্গানাং চোপাদানার্থম্। তথা যজ্ঞাদীনামপি সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিবিধত্বপ্রতিপাদনমিহ রাজসতামসান্ বুদ্ধ্বা কথং নু নাম পরিত্যজেৎ সাত্ত্বিকানেবানুতিষ্ঠেদিত্যেবমর্থমাহ—আহারস্ত্বিতি। আহারস্ত্বপি সর্বস্য ভোক্তুঃ প্রাণিনস্ত্রিবিধো ভবতি প্রিয় ইষ্টঃ। তথা যজ্ঞঃ। তথা তপঃ। তথা দানম্। তেষামাহারাদীনাং ভেদমিমং বক্ষ্যমাণং শৃণু॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ চর্ব্য, চোষ্য ও লেহ্যাদি আহার, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ, গো ও সুবর্ণাদি দান—এ সমস্তই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে যে তিন তিন প্রকার, তাহাই ভগবান ব্যাখ্যা করিবেন॥৭॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ (আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্ধনকারী), রস্যাঃ (সরস), স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ (স্নিগ্ধ, স্থির ও হৃদ্য আহারসকল) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিকগণের প্রিয়)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্ধনকারী এবং সরস, স্নিগ্ধ, স্থির ও হৃদ্য আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয়॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ**=আয়ুঃ-ই+ণুস্=আয়ুস্ (ক্লীব), ১মা একবচন; সৎ+ত্ব=সত্ত্ব, বল+অচ্=বল, অরোগ+ষ্যঞ্=আরোগ্য, সুখ+ক=সুখ, প্রী+ক্তিন্=প্রীতি, বি-বৃধ্+ণিচ্+অনট্=বিবর্ধন; আয়ুশ্চ সত্ত্বঞ্চ বলঞ্চ আরোগ্যঞ্চ প্রীতিশ্চ=আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতয়ঃ—দ্বন্দ্ব; তাসাং বিবর্ধনাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **রস্যাঃ**=রস্+ক=রস, রস্+যৎ=রস্য, ১মা বহুবচন। **স্নিগ্ধাঃ**=স্নিহ্+ক্ত=স্নিগ্ধ, ১মা বহুবচন। **স্থিরাঃ**=স্থা+কিরচ্=স্থির, ১মা বহুবচন। **হৃদ্যাঃ**=হৃদ্+যৎ=হৃদ্য, ১মা বহুবচন। **আহারাঃ**=আ-হৃ+ঘঞ্, ১মা বহুবচন। **সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ**=সৎ+ত্ব (ভাবে)=সত্ত্ব, সত্ত্ব+ঠক্ (ইক্)=সাত্ত্বিক, প্রী+ক=প্রিয়, সাত্ত্বিকানাং প্রিয়াঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুর্জীবনং, সত্ত্বমুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগরাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবর্ধনা বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ; তে চ রস্যা রসবন্ত-স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ; এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আয়ুরিতি। আয়ুশ্চ সত্ত্বং চ বলং চারোগ্যং চ সুখং চ প্রীতিশ্চ। তাসাং বিবর্ধনা আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ। তে চ রস্যা রসোপেতাঃ। স্নিগ্ধাঃ স্নেহবন্তঃ। স্থিরাশ্চিরকালস্থায়িনো দেহে। হৃদ্যা হৃদয়প্রিয়াঃ। আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ সাত্ত্বিকস্যেষ্টাঃ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে আহার দ্বারা পরমায়ু দীর্ঘ হয়, যাহাতে শরীরের অবসাদ বিদূরিত হয়, যাহা দ্বারা দুর্বল শরীরেও বলসঞ্চার হয়, যাহা সেবন করিলে শরীরের পীড়া হয় না বা পীড়া থাকিলেও তাহা আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়, যাহা ভোজনে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, যাহা ভোজন করিবার সময় রুচি অধিক হয়, যাহা স্বাদু, স্নিগ্ধ (অর্থাৎ ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত), যাহার শক্তি শরীরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়া করিতে থাকে, যে বস্তু দুর্গন্ধ অশুচিত্বাদিদোষবিনির্মুক্ত হওয়ায় দর্শনমাত্রেই খাইতে ইচ্ছা হয় ও মন প্রফুল্ল হয়, সেই সকল আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। এতাবৎই সাত্ত্বিকগণের আহার্য॥৮॥

**কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥৯॥**

অন্বয়বোধিনী ঃ কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, প্রদাহকারী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (কষ্ট, শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহারসকল) রাজসস্য (রাজস ব্যক্তিদিগের) ইষ্টাঃ (প্রিয়)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অতি কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উগ্র (বা বিদগ্ধপাকী) এবং দুঃখ, শোক ও রোগজনক আহার—রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ **কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ**=কট্+উ=কটু, অম্+ল (বা ক্ল)=অম্ল, লূ+অন্=লবণ, উষ্+নক্=উষ্ণ, তীক্ষ্ণ=(তিজ্+ক্স্ন), রুহ্+কস্=রুক্ষ, বি-দহ্+নিন্=বিদাহিন্; কটুশ্চ অম্লশ্চ লবণশ্চ অত্যুষ্ণশ্চ তীক্ষ্ণশ্চ রুক্ষশ্চ বিদাহী চ=কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ—দ্বন্দ্ব। **দুঃখ-শোক-আময়প্রদাঃ**=দুঃখ+ক=দুঃখ, শুচ্+ঘঞ্=শোক, আম-যা+ক=আময়; দুঃখঞ্চ শোকঞ্চ আময়ঞ্চ প্রদদাতি ইতি; দুঃখশোকাময়-প্র-দা+ক=দুঃখশোকাময়প্রদ—উপপদ তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **আহারাঃ**=আ-হৃ+ঘঞ্, ১মা বহুবচন। **রাজসস্য**=রন্জ্+অসুন্=রজস্, রজস্+অচ্ (অর্শাদিভ্য)=রাজস, ৬ষ্ঠী একবচন। **ইষ্টাঃ**=ইষ্+ক্ত, ১মা বহুবচন॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তথা কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে; তেন অতিকটুর্নিম্বাদিঃ, অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ, অতিতীক্ষ্ণো মরিচাদিঃ, অতিরুক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ[১], অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ, অতিকট্বাদয় আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ দুঃখং তাৎকালিকহৃদয়সন্তাপাদি, শোকঃ পশ্চাড্ভাবিদৌর্মনস্যম্, আময়ো রোগঃ, এতান্, প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি তথা॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কট্বিতি। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিন ইত্যত্রাতিশব্দঃ কট্বাদিষু সর্বত্র যোজ্যঃ। অতিকটুরতিতীক্ষ্ণ ইত্যেবম্। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিন আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ। দুঃখশোকাময়প্রদাঃ—দুঃখং চ শোকং চাময়ং চ প্রযচ্ছন্তীতি দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "অত্যুষ্ণ" পদে যে "অতি" শব্দ রহিয়াছে উহাকে কটু আদি সপ্ত শব্দের সহিতই অন্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ অতি কটু, অতি অম্ল ইত্যাদি। যাহা খাইবার সময় পীড়া বোধ হয়, যাহা খাইলে পরে মন অপ্রসন্ন হয় এবং যে আহারে জ্বরাদি পীড়া হয়, তাহাই দুঃখ, শোক ও রোগের জনক। এইরূপ আহারই রাজস। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ রাজস আহার অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন॥৯॥

---

১ কঙ্গু=কাঙ্গনী ধান্যজাত তণ্ডুল, ইহার স্বাদ মধুর ও কাষায়। কোদ্রব=কোদ্রো নামক ধান্যবিশেষ।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যাতযামং (বহুপূর্বে পক্ক) গতরসং চ (ও নির্গতরস) পূতি (দুর্গন্ধ) পর্যুষিতম্ (পূর্বদিনে পক্ক) উচ্ছিষ্টম্ অপি চ (ও উচ্ছিষ্ট) অমেধ্যং (অপবিত্র) যৎ (যে) ভোজনং (আহার) [তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামস ব্যক্তিদিগের প্রিয়)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে খাদ্য যাতযাম (বহুপূর্বে পাক করিবার জন্য শীতলতা প্রাপ্ত), যাহার রস শুকাইয়া গিয়াছে, যাহা দুর্গন্ধ, পর্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, সে আহার তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ভোজনম্**=ভুজ্+অনট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **যাতযামম্**=যা+ক্ত=যাত, যা+ম=যাম; যাতং যামং যেন তৎ=যাতযামম্—বহুব্রীহি। **গত-রসম্**=গম্+ক্ত=গত, রস্+ক=রস; গতঃ রসঃ যস্মাৎ তৎ=গতরসম্—বহুব্রীহি। **পূতি**=পূ+ক্তিচ্=পূতি। **পর্যুষিতম্**=পরি-বস্+ক্ত=পর্যুষিত (উচ্ছিষ্ট) (ক্লীব), ১মা একবচন। **অমেধ্যম্**=মেধ+যৎ=মেধ্য, ন মেধ্য=অমেধ্য—নঞ্ তৎপুরুষ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তামসপ্রিয়ম্**=তম+অসুন্=তমস্, তমস্+অচ্ (অর্শাদিভ্য)=তামস, প্রী+ক=প্রিয়। তামসানাং প্রিয়ম্=তামসপ্রিয়ম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ (ক্লীব), ১মা একবচন॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যাতযামমিতি। যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্কস্যৌদনাদেঃ যদ্ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ, গতরসং নিষ্পীড়িতসারং, পূতি দুর্গন্ধং, পর্যুষিতং দিনান্তরপক্কম্ উচ্ছিষ্টম্ অন্যভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যম্ অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি—এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যাতযামমিতি। যাতযামং মন্দপক্কম্। নির্বীর্যস্য গতরসশব্দেনোক্তত্বাৎ। গতরসং রসবিযুক্তম্। পূতি দুর্গন্ধম্। পর্যুষিতং চ পক্কং সদ্রাত্র্যন্তরিতং চ যৎ উচ্ছিষ্টমপি চ ভুক্তাবশিষ্টমপি। অমেধ্যমযজ্ঞার্হম্। ভোজনমীদৃশং তামসপ্রিয়ম্॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে আহার অর্ধপক্ক বা যাহা অতিপক্ক হইয়া বিরস হইয়াছে, অথবা অনেকক্ষণ পাক হইয়া শীতল হইয়া গিয়াছে, সেই আহার "যাতযাম"। যাহার সারাংশ নিষ্কাশিত হইয়াছে (মথিতদুগ্ধাদি), যে আহারে দুর্গন্ধ জন্মিয়াছে, যাহা একরাত্রি পূর্বে অগ্নিপক্ক হইয়াছে, যে আহার অন্যের ভুক্তাবশেষ এবং মৎস্য, মাংস, মদ্য ও অণ্ড প্রভৃতি অপবিত্র আহার তামস ব্যক্তিবর্গের প্রিয়, অর্থাৎ এতাবৎ আহারে তমোগুণের বৃদ্ধি হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের পক্ষে তামস আহার নিতান্ত নিষিদ্ধ। রাজস ও তামস আহার সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী। যথা—অতি কটু—সরসের বিরোধী, অতি রুক্ষ—স্নিগ্ধের বিরোধী, অতি তীক্ষ্ণ, অতি উগ্র—ধাতুর পোষণ বা স্থিরতার বিরোধী, অতি উষ্ণ—হৃদ্যত্বের বিরোধী, আময়প্রদ—আয়ুঃ সত্ত্ব ও বলের বিরোধী, দুঃখশোকপ্রদ—সুখ ও প্রীতির বিরোধী। রাজস আহারের ন্যায় তামস আহারও সাত্ত্বিক আহারের

বিরোধী। গতরস, যাতযাম, পর্যুষিত—সরস, স্নিগ্ধ ও স্থিরের বিরোধী; আবার দুর্গন্ধ, উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য—হৃদ্যের বিরোধী। তামস আহার সাধারণতঃ আয়ুঃ, সত্ত্বাদির বিরোধী॥১০॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো[১] য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত ব্যক্তিগণকর্তৃক) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ কর্তব্যই) ইতি (এইরূপ) মনঃ সমাধায় (মনঃসমাধান করিয়া) বিধিদিষ্টঃ (যথাশাস্ত্রবিহিত) যঃ যজ্ঞঃ (যে যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (তাহা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ফলাভিসন্ধিবর্জিত হইয়া অবশ্যকর্তব্য বোধে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সাত্ত্বিক॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **অফল-আকাঙ্ক্ষিভিঃ**=ফলং ন কাঙ্ক্ষতি ইতি, নঞ্‌-ফল-কাঙ্ক্‌+ইনি=অফলাকাঙ্ক্ষী—উপপদ তৎপুরুষ; ৩য়া বহুবচন। **যষ্টব্যম্**=যজ্‌+তব্য=যষ্টব্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়, **ইতি**=অব্যয়। **মনঃ**=মন্‌+অসুন্‌=মনস্‌ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **সমাধায়**=সম্‌-আ-ধা+ল্যপ্‌। **বিধিদিষ্টঃ**=বি-ধা+কি=বিধি, বিধি-দিশ্‌+ক্ত=বিধিদিষ্টঃ, ১মা একবচন। **যঃ**=যদ্‌ (পুং), ১মা একবচন। **যজ্ঞঃ**=যজ্‌+নঙ্‌, ১মা একবচন। **ইজ্যতে**=যজ্‌+কর্মণি লট্‌ তে। **সঃ**=তদ্‌ (পুং), ১মা একবচন। **সাত্ত্বিকঃ**=সৎ+ত্ব (ভাবে)=সত্ত্ব, সত্ত্ব+ঠক্‌ (ইক্‌)=সাত্ত্বিকঃ (পুং), ১মা একবচন॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনাদিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে, স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ; কথমিজ্যতে? যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং যজ্ঞস্ত্রিবিধ উচ্যতে—অফলেতি। অফলাকাঙ্ক্ষিভিরফলার্থিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টঃ শাস্ত্রচোদনাদিষ্টো যো যজ্ঞ ইজ্যতে নির্বর্ততে। যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞস্বরূপনির্বর্তনমেব কার্যমিতি মনঃ সমাধায়। নানেন পুরুষার্থো মম কর্তব্য ইত্যেবং নিশ্চিত্য। স সাত্ত্বিকো যজ্ঞ উচ্যতে॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এক্ষণে ত্রিবিধ যজ্ঞ কথিত হইতেছে। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও জ্যোতিষ্টোম আদি যজ্ঞ কাম্য ও নিত্য ভেদে দ্বিবিধ। "দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বিধানে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য। "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া যেরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা নিত্য। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য অতিকর্তব্য বোধে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই নিত্য-যজ্ঞই সাত্ত্বিক॥১১॥

---
১ বিধিদৃষ্ট ইতি পাঠান্তরঃ

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ফলম্ (ফল) অভিসন্ধায় তু (কামনাপূর্বক) অপি চ দম্ভার্থম্ এব (ও নিজ মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য) যৎ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়), [হে] ভরতশ্রেষ্ঠ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) তং যজ্ঞং (সেই যজ্ঞকে) রাজসং (রাজস বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্বর্গাদি ফলকামনায় ও নিজ মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ তু=অব্যয়। **ফলম্**=ফল+অচ্, ২য়া একবচন। **অভিসন্ধায়**=অভি-সম্-ধা+ল্যপ্। **দম্ভার্থম্**=দন্ভ্+ঘঞ্=দম্ভ, দম্ভায় ইদম্=দম্ভার্থম্—নিত্যসমাস। **অপি**=অব্যয়। চ=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইজ্যতে**=যজ্+কর্মণি লট্ তে। **ভরতশ্রেষ্ঠ**=ভরতানাং শ্রেষ্ঠ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, সম্বোধনে ১মা একবচন। **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **যজ্ঞম্**=যজ্+নঙ্ (পুং), ২য়া একবচন। **রাজসম্**=রন্জ্+অসুন্=রজস্, রজস্+অচ্ (অর্শাদিভ্য)=রাজস, ২য়া একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায় উদ্দিশ্য যত্ত্বিজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে দম্ভার্থঞ্চ স্বমহত্ত্বখ্যাপনায়, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায়োদ্দিশ্য। দম্ভার্থমপি চৈব। যদিজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দেহান্তে স্বর্গ পাইব ও ইহলোকে আমাকে সকলে ধর্মাত্মা বলিবে, এই ভাবে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অথবা কেবল স্বর্গার্থে বা কেবল যশোলিপ্সায় যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজস। সাত্ত্বিকগণ এরূপ যজ্ঞ করিবেন না॥১২॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [বেদবিদ্‌গণ] বিধিহীনম্ (শাস্ত্রবিধিবর্জিত) অসৃষ্টান্নং (অন্নদানবিহীন) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবর্জিত) অদক্ষিণং (দক্ষিণাশূন্য) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাবিহীন) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং (তামস) পরিচক্ষতে (বলিয়াছেন)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধিবর্জিত ও অন্নদানবিহীন, যে যজ্ঞে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নাই, যথাবিহিত দক্ষিণা নাই ও যাহা শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা তামস যজ্ঞ॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **বিধিহীনম্**=বি-ধা+কি=বিধি, বিধিনা হীনঃ=বিধিহীনঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ২য়া

একবচন। **অসৃষ্টান্নম্**=সৃজ্+ক্ত=সৃষ্ট, ন সৃষ্টম্=অসৃষ্টম্—নঞ্‌ তৎপুরুষ; অসৃষ্টম্ অন্নম্=অসৃষ্টান্নম্—কর্মধারয়, ২য়া একবচন। **মন্ত্রহীনম্**=মন্ত্র্+অচ্=মন্ত্র, মন্ত্রেন হীনঃ=মন্ত্রহীনঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **অদক্ষিণম্**=নাস্তি দক্ষিণা যস্মিন্ সঃ=অদক্ষিণঃ—নঞ্‌ বহুব্রীহি (পুং), ২য়া একবচন। **শ্রদ্ধাবিরহিতম্**=শ্রৎ-ধা+অঙ্+টাপ্=শ্রদ্ধা, বিরহ+ইতচ্=বিরহিত, শ্রদ্ধয়া বিরহিতঃ=শ্রদ্ধাবিরহিতঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **যজ্ঞম্**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ, ২য়া একবচন। **তামসম্**=তম+অসুন্=তমস্, তমস্+অচ্=তামস, ২য়া একবচন। **পরিচক্ষতে**=পরি-চক্ষ্+লট্ অন্তে॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্ অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যোঽসৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তং মন্ত্রৈর্হীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং যথাচোদিতবিপরীতম্। অসৃষ্টান্নং—ব্রাহ্মণেভ্যো ন সৃষ্টং ন দত্তমন্নং যস্মিন্ যজ্ঞে সোঽসৃষ্টান্নঃ। তমসৃষ্টান্নম্। মন্ত্রহীনং—মন্ত্রতঃ স্বরতো বর্ণতশ্চ বিযুক্তং মন্ত্রহীনম্। অদক্ষিণমুক্তদক্ষিণারহিতম্। শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে তমোনির্বৃতং কথয়ন্তি॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় না, যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান করা হয় না, যে যজ্ঞে উদাত্তানুদাত্ত আদি স্বরে মন্ত্র উচ্চারিত হয় না, যে যজ্ঞে যথারীতি দক্ষিণা দেওয়া হয় না, যে যজ্ঞ ঋত্বিক ব্রাহ্মণাদির প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে ও অশ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, বেদবিদ্‌গণ তাহাকে তামস যজ্ঞ বলিয়াছেন। তামস যজ্ঞে ইহলোক বা পরলোকে কোনো শুভফলই লাভ হয় না॥১৩॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা) শৌচম্ (শৌচ) আর্জবং (সরলতা), ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচর্য) অহিংসা চ (ও অহিংসা) শারীরং তপঃ (শারীরিক তপস্যা বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, আর্জব, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—এইগুলি শারীর তপঃ॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনম্**=দিব্+অচ্=দেব, দ্বি-জন্+ড=দ্বিজ, গৄ+কু=গুরু, প্র-জ্ঞা+ক+অণ্ (আছে অর্থে)=প্রাজ্ঞ, পূজ্+অনট্=পূজন, দেবশ্চ দ্বিজশ্চ গুরুশ্চ প্রাজ্ঞশ্চ=দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞাঃ—দ্বন্দ্ব; তেষাং পূজনম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, (উক্তে) ১মা একবচন। **শৌচম্**=শুচি+অন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **আর্জবম্**=ঋজু+অণ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ব্রহ্মচর্যম্**=ব্রহ্মন্-চর্+যৎ (ক্লীব), ১মা

একবচন। অহিংসা=হিন্‌স্‌+অঙ্‌+টাপ্‌=হিংসা, ন হিংসা=অহিংসা=নঞ্‌ তৎপুরুষ (স্ত্রী), ১মা একবচন। চ=অব্যয়। শারীরম্‌=শৄ+ঈরন্‌=শরীর, শরীর+অণ্‌=শারীর (ক্লীব), ১মা একবচন। তপঃ=তপ্‌+অসুন্‌=তপস্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। উচ্যতে=ব্রূ+কর্মণি লট্‌ তে॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদিভিঃ ত্রিভিঃ; তত্র শারীরমাহ—দেবেতি। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকঞ্চ শারীরং শরীরনির্বর্ত্যং তপ উচ্যতে॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ অথেদানীং তপস্ত্রিবিধমুচ্যতে—দেবেতি। দেবাশ্চ দ্বিজাশ্চ গুরবশ্চ প্রাজ্ঞাশ্চ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞাঃ। তেষাং পূজনং দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনম্‌। শৌচম্‌। আর্জবমৃজুত্বম্‌। ব্রহ্মচর্যম্‌। অহিংসা চ। শরীরনির্বর্ত্যং শারীরম্‌। শরীরপ্রধানৈঃ সর্বৈরেব কার্যকরণৈঃ কর্ত্রাদিভিঃ সাধ্যং শারীরং তপ উচ্যতে। পঞ্চৈতে তস্য হেতব ইতি হি বক্ষ্যতি॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান এক্ষণে শারীর, বাচিক ও মানস ভেদে ত্রিবিধ তপের বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন। সূর্য, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ আদিকে প্রণামাদি যথাশাস্ত্র পূজা, সদাচারযুক্ত উত্তম ব্রাহ্মণের সৎকার, পিতা, মাতা, আচার্য ও বৃদ্ধাদি গুরুগণের পূজা, বেদার্থবেত্তা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির যথাবিধি সৎকার অর্থাৎ অভিবাদন, শুশ্রূষা, প্রদক্ষিণ, অন্নদান আদি দ্বারা পূজা, [দ্বিজ বলিলেই বেদজ্ঞ বুঝায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতিরিক্ত আর কাহাকেও বুঝায় না, এই জন্য (কোনো কোনো টীকাকারের মতে) ভগবান স্বতন্ত্র করিয়া "প্রাজ্ঞ" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান বা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সুলভা সন্ন্যাসিনী, বিদুর, ধর্মব্যাধাদির ন্যায় স্ত্রী বা শূদ্র হইলেও, তাঁহার পূজা ও সৎকার করিতে হইবে], মৎস্য, মাংস, মদিরাদি নিষিদ্ধাহারের ত্যাগ ও মৃজ্জলাদি দ্বারা শরীরশুদ্ধি, আর্জব অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধ কার্যানুষ্ঠানের উদ্যোগ ও আয়োজন, শাস্ত্রনিষিদ্ধ মৈথুনাদি পরিত্যাগ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রাণিপীড়ন পরিত্যাগ এবং ("অহিংসা চ"—এস্থলে চ-কার দ্বারা অস্তেয় ও পরিগ্রহ উপলক্ষিত হইয়াছে) চৌর্য ও বিরোধ না করা শারীর তপঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ॥১৪॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অনুদ্বেগকরং (অনুদ্বেগকর) সত্যং প্রিয়হিতং চ (সত্য, প্রিয় ও হিতজনক) যৎ (যে) বাক্যং (বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (ও বেদাভ্যাস) বাঙ্ময়ং তপঃ (বাচিক তপস্যা) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কাহারও দুঃখদায়ক না হয় এরূপ সম্ভাষণ, সত্য, প্রিয় ও হিত বাক্য কথন এবং বেদাভ্যাস করা বাঙ্ময় তপস্যা॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ যৎ=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **বাক্যম্**=বচ্+ণ্যৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অনুদ্বেগকরম্**=উৎ-বিজ্+ঘঞ্=উদ্বেগ, ন উদ্বেগ=অনুদ্বেগ—নঞ্ তৎপুরুষ, অনুদ্বেগং করোতি ইতি; অনুদ্বেগ-কৃ+ট=অনুদ্বেগকর—উপপদ তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **সত্যম্**=সৎ+যৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রিয়**=প্রী+ক, ১মা একবচন। **হিতম্**=ধা+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। চ=অব্যয়। **স্বাধ্যায়াভ্যসনম্**=স্ব-অধি-ই+ঘঞ্=স্বাধ্যায়, অভি-অস্+অনট্=অভ্যসন (ক্লীব), ১মা একবচন=অভ্যসনম্, স্বাধ্যায়স্য অভ্যসনম্=স্বাধ্যায়াভ্যসনম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা একবচন। এব=অব্যয়। **বাঙ্ময়ম্**=বাচ্+ ময়ট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তপঃ**=তপ্+অসুন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতঞ্চ পরিণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্বর্ত্যং তপঃ উচ্যতে॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অনুদ্বেগকরমিতি। অনুদ্বেগকরং প্রাণিনামদুঃখকরং বাক্যম্। সত্যং প্রিয়ং হিতং চ যৎ। প্রিয়হিতে দৃষ্টাদৃষ্টার্থে। অনুদ্বেগকরত্বাদিভির্ধর্মৈর্বাক্যং বিশিষ্যতে। বিশেষণধর্ম-সমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ। পরপ্রত্যায়নার্থং প্রযুক্তস্য বাক্যস্যানুদ্বেগকরস্য সত্যপ্রিয়হিতানামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা বিহীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা সত্যবাক্যস্যেতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা বিহীনতায়াং ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা প্রিয়বাক্যস্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা বিহীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা হিতবাক্যস্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা বিহীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। কিং পুনস্তৎ? তপঃ। সত্যং বাক্যমনুদ্বেগকরং প্রিয়ং হিতং চ যৎ তৎ পরমং তপো বাঙ্ময়ম্। যথা শান্তো ভব বৎস। স্বাধ্যায়ং যোগং চানুতিষ্ঠ। তথা তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি। স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব যথাবিধি বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে বাক্য শুনিলে শ্রোতা মনোবেদনা পায় না এইরূপ সদালাপ, সত্যকথন (যে বাক্য প্রমাণমূলক ও কোনো প্রমাণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় না এবং সত্যার্থের প্রতিপাদক), যে কথায় শ্রোতার শ্রুতি ও বোধ সুখকর হয় ও যাহা শুনিলে শ্রোতার কল্যাণ সাধিত হয়, এইরূপ বাক্য কথন এবং শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদাধ্যয়ন, এইগুলি বাঙ্ময় তপস্যা॥১৫॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (অক্রূরতা) মৌনম্ (মৌনভাব) আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম) ভাবসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) ইতি এতৎ (এই সকল) মানসং তপঃ (মানস তপস্যা বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মৌনভাব, মনোনিগ্রহ ও অন্তঃকরণশুদ্ধি এইগুলি মানস তপস্যা॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **মনঃপ্রসাদঃ**=মন্+অসুন্=মনস্, প্র-সদ্+ঘঞ্=প্রসাদ, মনসঃ প্রসাদঃ= মনঃপ্রসাদঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **সৌম্যত্বম্**=সোম+যৎ+অণ্, ১মা একবচন। **মৌনম্**= মুনি+অণ্ (ভাবে), ১মা একবচন। **আত্মবিনিগ্রহঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্, বি-নি-গ্রহ্+ঘঞ্=বিনিগ্রহ; আত্মনঃ বিনিগ্রহঃ=আত্মবিনিগ্রহঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **ভাবসংশুদ্ধিঃ**=ভূ+ঘঞ্=ভাব, সম্-শুধ্+ক্তিন্=সংশুদ্ধি, ভাবস্য সংশুদ্ধিঃ=ভাবসংশুদ্ধিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **মানসম্**=মন্+অসুন্=মনস্, মনস্+অস্ (তস্যেদং সূত্রানুসারে), ১মা একবচন। **তপঃ**=তপ্+অসুন্=তপস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ মানসং তপ আহ—মন ইতি। মনঃপ্রসাদঃ স্বচ্ছতা, সৌম্যত্বমক্রূরতা, মৌনং মুনের্ভাবো মননমিত্যর্থঃ, আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ব্যবহারে মায়ারাহিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ উচ্যতে॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ মনঃপ্রসাদ ইতি। মনঃপ্রসাদো মনসঃ প্রশান্তিঃ। স্বচ্ছতাপাদনং মনসঃ প্রসাদঃ। সৌম্যত্বং যৎ সৌমনস্যামাহুঃ। মুখাদিপ্রসাদকার্যোন্নেয়ান্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ। মৌনং বাক্‌সংযমোঽপি মনঃসংযমপূর্বকো ভবতি—ইতি কার্যেণ কারণমুচ্যতে। মনঃসংযমো মৌনমিতি। আত্মবিনিগ্রহো মনোনিরোধঃ। সর্বতঃ সামান্যরূপ আত্মবিনিগ্রহঃ। বাগ্বিষয়স্যৈব মনসঃ সংযমো মৌনমিতি বিশেষঃ। ভাবসংশুদ্ধিঃ—পরৈর্ব্যবহারকালেঽমায়াবিত্বং ভাবসংশুদ্ধিঃ। ইত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ চিত্তে বিষয়চিন্তাজনিত ব্যাকুলতা না থাকা, সৌম্যভাব (সর্বলোকহিতৈষণা ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ের চিন্তা না করা), মৌনভাব (একাগ্রতাপূর্বক আত্মচিন্তন), কামক্রোধাদির নিবৃত্তিপূর্বক হৃদয়শুদ্ধি ও ছল কাপট্যাদির পরিহার প্রভৃতি মানস তপঃ বলিয়া উক্ত হইল॥১৬॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) যুক্তৈঃ (একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (পুরুষগণকর্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়া (পরমশ্রদ্ধাসহ) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তৎ (পূর্বোক্ত) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) তপঃ (তপস্যাকে) [শিষ্টগণ] সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলেন)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ফলাভিসন্ধিশূন্য একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি পরমশ্রদ্ধাসহ পূর্বোক্ত যে ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক॥ ১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ**=ফলং ন কাঙ্ক্ষতে ইতি, নঞ্-ফল-কাঙ্ক্ষ্+ইনি=অফলাকাঙ্ক্ষী—উপপদ তৎপুরুষ, ৩য়া বহুবচন। **যুক্তৈঃ**=যুজ্+ক্ত=যুক্ত, ৩য়া বহুবচন। **নরৈঃ**=নৃ+অচ্=নর, ৩য়া বহুবচন। **পরয়া**=পৃ+অচ্+টাপ্, ৩য়া একবচন। **শ্রদ্ধয়া**=শ্রৎ-ধা+অঙ্, ৩য়া একবচন। **তপ্তম্**=তপ্+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ত্রিবিধম্**=তিস্রঃ বিধাঃ যস্য তৎ—বহুব্রীহি, (ক্লীব) ১মা একবচন। **তপঃ**=তপ্+অসুন্=তপস্, ১মা একবচন। **সাত্ত্বিকম্**=সৎ+ত্ব=সত্ত্ব, সত্ত্ব+ঠক্ (ইক্)=সাত্ত্বিক, ১মা একবচন। **পরিচক্ষতে**=পরি-চক্ষ্+লট্ অন্তে॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং শরীর-বাঙ্মনোভির্নির্বর্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতং, তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ—শ্রদ্ধয়েত্যাদিভিঃ ত্রিভিঃ। তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যথোক্তং কায়িকং বাচিকং মানসং চ তপস্তপ্তং নরৈঃ সত্ত্বাদিগুণভেদেন কথং ত্রিবিধং ভবতীতি? উচ্যতে—শ্রদ্ধয়েতি। শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা পরয়া প্রকৃষ্টয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং তপস্তৎ প্রকৃতং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারম্ অধিষ্ঠানং নরৈরনুষ্ঠাতৃভিরফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈর্যুক্তৈঃ সমাহিতৈঃ। যদীদৃশং তপস্তৎ সাত্ত্বিকং সত্ত্বনির্বৃত্তং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কায়িক বাচিকাদি ত্রিবিধ তপের বিবরণ বলিয়া এক্ষণে ভগবান সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার তপস্যার ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিজ সুখলাভ বা দুঃখনাশের কোনোপ্রকার কামনা না করিয়া কেবল অতিকর্তব্যবোধে শ্রদ্ধাপূর্বক যে কায়িক, বাচিক ও মানস তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক॥১৭॥

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সৎকারমানপূজার্থং (সৎকার, মান ও পূজা লাভার্থ) দম্ভেন চ এব (এবং দম্ভপূর্বক) যৎ তপঃ (যে তপস্যা) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) ইহ (এই লোকে) চলম্ (চঞ্চল) অধ্রুবং (ক্ষণিক) তৎ [তপঃ] (সেই তপস্যা) রাজসং (রাজস বলিয়া) প্রোক্তম্ (কথিত হইয়াছে)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে তপস্যা সৎকার, মান ও পূজার জন্য দম্ভপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস। রাজস তপস্যা ইহলোকেই ফলদান করে, ইহা চঞ্চল ও অধ্রুব॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **সৎকারমানপূজার্থম্**=সৎ-কৃ+ঘঙ্=সৎকার, মন্+ঘঞ্=মান, পূজ্+অঙ্+টাপ্=পূজা; সৎকারশ্চ মানশ্চ পূজা চ=সৎকারমানপূজা—দ্বন্দ্ব সমাস, তেভ্যঃ ইদম্—নিত্য সমাস (অর্থেন),

২য়া একবচন, (ক্রিয়াবিশেষণ)। **দম্ভেন**=দন্ভ্+ঘঞ্=দম্ভ, ৩য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তপঃ**=তপ্+অসুন্, ১মা একবচন। **ক্রিয়তে**=কৃ+কর্মণি লট্ তে, ইহ—অস্মিন্ স্থলে স্থানার্থে "ইহ" আদেশ হয়। **চলম্**=চল্+অচ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অধ্রুবম্**=ধ্রু+অচ্=ধ্রুব, ন ধ্রুব=অধ্রুব—নঞ্ তৎপুরুষ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **রাজসম্**=রন্জ্+অসুন্=রজস্, রজস্+অণ্=রাজস, (ক্লীব) ১মা একবচন। **প্রোক্তম্**=প্র-ব্রূ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ রাজসমাহ—সৎকার ইতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়মিতি তাপসোঽয়মিত্যাদি, বাক্পূজা—মানঃ, অভ্যুত্থানাভিবাদনাদির্দৈহিকী পূজা, অর্থলাভাদিঃ এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে, অতএব চলমনিয়তম্ অধ্রুবঞ্চ ক্ষণিকং যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তম্॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ—সাধুরয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণঃ—ইত্যেবমর্থম্। মানো মাননং প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ। তদর্থম্। পূজা পাদপ্রক্ষালনার্চ্চনাশয়িতৃত্বাদিঃ। তদর্থং চ তপঃ সৎকারমানপূজার্থম্। দম্ভেন চৈব যৎ ক্রিয়তে তপস্তদিহ প্রোক্তং কথিতং রাজসং চলং কদাচিৎকফলত্বেনাধ্রুবম্॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ লোকে আমাকে বলিবে "ইনি বড় কঠোর ব্রত করেন, ইনি অন্নত্যাগ করিয়া কেবল ফল-মূল আহার করেন, ইনি শ্রেষ্ঠ সাধক", "আমি কোথাও যাইবামাত্র লোকে আমাকে তপস্বী জানিয়া অভ্যর্থনাদি করিবে, লোকে আমার পাদপ্রক্ষালন ও অর্চনা করিবে ও অর্থাদি দান করিবে" ইত্যাদি মনে করিয়া দম্ভপূর্বক যে তপস্যার অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজস। এ তপস্যায় পারলৌকিক ফল হয় না, কেবল ইহলোকে অল্পকালস্থায়ী কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠালাভ হয় মাত্র। আবার সর্বত্রই যে প্রতিষ্ঠালাভ হইবে তাহারও কোনো নিশ্চয়তা নাই, এই জন্য ইহা চঞ্চল ও অধ্রুব॥১৮॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেকপূর্বক) আত্মনঃ (নিজের) পীড়য়া (পীড়া দিয়া) পরস্য বা (বা পরের) উৎসাদনার্থং (বিনাশার্থ) যৎ তপঃ (যে তপস্যা) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হইয়াছে)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অবিবেকপূর্বক শরীরাদিকে পীড়া দিয়া অথবা অন্য প্রাণীর বিনাশার্থ যে তপস্যার অনুষ্ঠান হয়, তাহা তামস॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো**=মুহ্+ক্ত=মূঢ়, গ্রহ্+ঘঞ্=গ্রাহ, মূঢ়ঃ এব গ্রাহঃ=মূঢ়গ্রাহঃ—

রূপক কর্মধারয়, ৩য়া একবচন; আত্মনঃ=অত+মনিন্=আত্মন, ৬ষ্ঠী একবচন। **পীড়য়া**=পীড়্+অঙ্=পীড়া, ৩য়া একবচন। **বা**=অব্যয়। **পরস্য**=পৄ+অচ্=পর, ৬ষ্ঠী একবচন। **উৎসাদনার্থম্**=উৎ-সদ্+ণিচ্+অনট্=উৎসাদন, উৎসাদনায় ইদম্=উৎসাদনার্থম্—নিত্য সমাস, ২য়া একবচন (ক্রিয়াবিশেষণ)। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তপঃ**=তপ্+অসুন্=তপস্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **ক্রিয়তে**=কৃ+কর্মণি লট্ তে। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তামসম্**=তম+অসুন্=তমস্, তমস্+অণ্=তামস (ক্লীব), ১মা একবচন। **উদাহৃতম্**=উৎ-আ-হৃ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য[১] বিনাশার্থমভিচাররূপং, তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ মূঢ়গ্রাহেণেতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেকনিশ্চয়েনাত্মনঃ পীড়য়া ক্রিয়তে যত্তপঃ পরস্যোৎসাদনার্থং বিনাশার্থং বা তত্তামসং তপ উদাহৃতম্॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ রাজা হইবার জন্য পঞ্চতপাদি, লোককে জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দিবার জন্য লিঙ্গনালচ্ছেদন ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন, অথবা অন্য ব্যক্তির বিনাশার্থ যে মন্ত্র জপ বা সাধনাদি করা হয়, তাহা তামস তপঃ। বিবেকিগণ রাজস বা তামস তপের অনুষ্ঠান করিবেন না॥১৯॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে (উপযুক্ত স্থানে) কালে চ (উপযুক্ত সময়ে) পাত্রে চ (ও উপযুক্ত পাত্রে) দাতব্যম্ (দেওয়া কর্তব্য) ইতি (এই ভাবে) যৎ দানং (যে দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত হয়)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে দান কেবল কর্তব্যানুরোধে দেশ, কাল ও পাত্রের উত্তমতা বিচারপূর্বক, প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **দেশে**=দিশ্+ঘঞ্=দেশ, ৭মী একবচন। **কালে**=কু+অল্-অচ্, ৭মী একবচন। **চ**=অব্যয়। **পাত্রে**=পা+ষ্ট্রন্=পাত্র, ৭মী একবচন। **দাতব্যম্**=দা+তব্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **অনুপকারিণে**=উপ-কৃ+ইনি=উপকারিন্, নঞ্-উপ-কৃ+ইনি=অনুপকারিন্, ৪র্থী একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **দানম্**=দা+অনট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **দীয়তে**=দা+কর্মণি

১ অন্যের অনিষ্ট সাধন-উদ্দেশ্যে কৃত তান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিশেষ। ইহা ছয় প্রকার যথা—মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন ও বশীকরণ।

লট্ তে। তৎ=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। সাত্ত্বিকম্=সৎ+ত্ব=সত্ত্ব, সত্ত্ব+ঠক্=সাত্ত্বিক (ক্লীব), ১মা একবচন। স্মৃতম্=স্মৃ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ পূর্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়, দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ, পাত্রে[১] চেতি দেশকালসাহচর্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা; পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুত্যাদি-সম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ, যদ্বা, চতুর্থ্যেবৈষা পাত্রে[২] ইতি তৃজন্তং রক্ষকায়েত্যর্থঃ; স হি সর্বস্মাদাপদ্‌গণাদ্দাতারং পাতীতি পাতা তস্মৈ; যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইদানিং দানত্রৈবিধ্যমুচ্যতে—দাতব্যমিতি। দাতব্যমিত্যেবং মনঃ কৃত্বা যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়। সমর্থায়াপি নিরপেক্ষং দীয়তে। দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ। কালে সংক্রান্ত্যাদৌ। পাত্রে চ ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগ ইত্যাদৌ। আচারনিষ্ঠায়েত্যর্থঃ। তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এক্ষণে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ দানের বিবরণ ব্যাখ্যাত হইতেছে। যে-সময়ে যেরূপ ব্যক্তিকে যে পদার্থ দান করিবার জন্য শ্রুতি ও স্মৃতি আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রাজ্ঞাবশংবদ ও ফলকামনাবর্জিত হইয়া যে অন্ন, সুবর্ণাদি দান করা যায় ও প্রতিগ্রহীতার নিকট কোনো উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক। সাধু, সন্ন্যাসী আদি যাঁহারা কেবল ভগবানের আরাধনা করেন, যাঁহারা দেশহিতসাধননিরত, যাঁহারা অকর্মণ্য ও নিতান্ত দুঃখী, তাহারাই দানের যোগ্য পাত্র। অশিক্ষিত অসাধু ব্যক্তিকে কিছুমাত্র দান করিতে নাই। ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—

> "অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ ।
> তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ॥"[৩]

যাহারা ব্রহ্মচর্য ও বিদ্যাশিক্ষা করে না, তাহাদিগকে যে গ্রামের লোক ভোজন করায়, রাজা সেই গ্রামকে, অর্থাৎ সেই গ্রামের লোকদিগের প্রতি চৌরোচিত দণ্ড বিধান করিবেন। সাধু ও বিদ্যাবানের প্রাপ্য অন্ন গ্রহণ করায় অসাধু ও অনধীত ব্যক্তি পরস্বাপহারী, আর দানকর্তা চৌর্যের প্রশ্রয়দাতা—এই জন্য উভয়েই দণ্ডার্হ। যথাশাস্ত্র দান না করিয়া অবিদ্যাজনিত স্নেহ, মমতা ও করুণার বশীভূত হইয়া দান করিলে দান অসিদ্ধ হয়। "বিদ্যাতপোভ্যামাত্মনো দাতুশ্চ

১ পাত্র শব্দে সম্প্রদানে ৪র্থী হওয়া উচিত এবং তাহা হইলে পাত্রায় হইবে কিন্তু এখানে সাহচর্যন্যায়ে দেশে, কালের সঙ্গে তাহার ৭মী বিভক্তি হইয়াছে, ইহাও অযৌক্তিক নহে, অর্থবোধেও কোনো ব্যাঘাত হয় নাই।
২ আবার পাতৃ শব্দও আছে—পা+তৃচ্ করিয়া 'পাতৃ' তাই তৃজন্ত এই পাতৃ শব্দের চতুর্থীতে পাত্রে ইহাও হয়, কাজেই সম্প্রদানে চতুর্থী ঠিক হয়, ব্যাকরণসঙ্গত তবে ইহার অর্থ হয় পা-ধাতুর অর্থটি রক্ষা করা ধরিয়া রক্ষক, তাই চতুর্থীতে রক্ষককে বলা হইয়াছে। পা-ধাতুটি অদাদিগনীয় হইলে পা+লট্ তি=পাতি রূপ হয় এবং তখন পা-ধাতুটির অর্থ হয় পালন করা বা রক্ষা করা।
৩ অত্রিসংহিতা, ২২

পালনক্ষম এব প্রতিগৃহ্নীয়াৎ”—যে ব্যক্তি বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আপনার ও দাতার রক্ষণে সমর্থ, সেই ব্যক্তিই দাতার ধন গ্রহণ করিবার অধিকারী। বিদ্যা ও তপোবর্জিত ব্যক্তি দানের অযোগ্য॥২০॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যৎ তু (যে দান) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) ফলম্ উদ্দিশ্য বা (অথবা ফলের কামনায়) পুনঃ চ (ও) পরিক্লিষ্টং (চিত্তের ক্লেশসহ) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দান) রাজসং (রাজস বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত হয়)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে দান প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদিফল-কামনায় এবং যে দান ক্লেশ সহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা রাজসিক॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ **তু**=অব্যয়। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রত্যুপকারার্থম্**=প্রতি-উপ-কৃ+ঘঞ্=প্রত্যুপকার, প্রত্যুপকারয় ইদম্=প্রত্যুপকারার্থম্—নিত্য সমাস। **বা**=অব্যয়। **ফলম্**=ফল+অচ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **উদ্দিশ্য**=উৎ-দিশ্+ল্যপ্। **পুনঃ**=পন্+অরু, ১মা একবচন। **পরিক্লিষ্টম্**=পরি-ক্লিশ্+ক্ত (ক্লীব), ২য়া একবচন (ক্রিয়াবিশেষণ)। **দীয়তে**=দা+কর্মণি লট্ তে। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **দানম্**=দা+অনট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **রাজসম্**=রন্জ্+অসুন্=রজস্, রজস্+অণ্=রাজস্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **স্মৃতম্**=স্মৃ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ রাজসং দানমাহ—যত্ত্বিতি। কালান্তরেঽয়ং মাং প্রত্যুপকরিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎ পুনর্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবম্ভূতং, তদ্দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদিতি। যত্তু দানং প্রত্যুপকারার্থং—কালে ত্বয়ং মাং প্রত্যুপকরিষ্যতীত্যেবমর্থম্। ফলং বাঽস্য দানস্য মে ভবিষ্যত্যদৃষ্টমিতি। তদুদ্দিশ্য পুনর্দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং খেদসংযুক্তং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই ধন ব্রাহ্মণকে দান করিতেছি, এই ব্যক্তি কোনো সময়ে আমার উপকার করিবে, অথবা এই দানজনিত পুণ্যফলে আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিব—এইরূপ ভাবিয়া যে দান করা হয়, কিংবা দান করিয়া যদি মনে হয় যে, কেনই-বা বৃথা এত দান করিলাম? এইরূপ দানকে বেদবিদ্‌গণ রাজস দান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন॥২১॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অদেশকালে (অনুপযুক্ত দেশে ও কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (ও অপাত্রে) অসৎকৃতম্ (সৎকার না করিয়া) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞাসহ) যৎ দানং (যে দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে দান অনুপযুক্ত দেশে, অযোগ্য কালে ও অপাত্রে প্রদত্ত হয় ও যে দান সৎকাররহিত এবং যে দান অবজ্ঞাপূর্বক প্রদত্ত হয়, তাহা তামস দান॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ অদেশকালে=দিশ্+ঘঞ্=দেশ, কু+অল্-অচ্=কাল, দেশশ্চ কালশ্চ=দেশকালৌ—দ্বন্দ্ব; ন দেশকালয়োঃ=অদেশকালে (সামান্যে একবচনম্)—নঞ্ তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। **অপাত্রেভ্যঃ**=পা+ষ্ট্রন্=পাত্র, ন পাত্রঃ=অপাত্রঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ৪র্থী একবচন। চ=অব্যয়, **অসৎকৃতম্**=অস্+শতৃ=সৎ, ন সৎ=অসৎ—নঞ্ তৎপুরুষ; কৃ+ক্ত=কৃত, অসতা কৃতম্=অসৎকৃতম্—৩য়া তৎপুরুষ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অবজ্ঞাতম্**=অব-জ্ঞা+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **দানম্**=দা+অনট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **দীয়তে**=দা+কর্মণি লট্ তে। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তামসম্**=তম+অসুন্=তমস্, তমস্+অণ্=তামস (ক্লীব), ১মা একবচন। **উদাহৃতম্**=উৎ-আ-হৃ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তামসং দানমাহ—অদেশেতি। অদেশে অশুচিস্থানে, অকালে অশৌচাদিসময়ে অপাত্রেভ্যো বিটনটাদিভ্যো যদ্দানং দীয়তে, তৎ দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসৎকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিসৎকারশূন্যমবজ্ঞাতং পাত্রতিরস্কারযুক্তম্; এবম্ভূতং দানং তামসমুদা-হৃতম্॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অদেশকাল ইতি। অদেশকালে—অদেশেঽপুণ্যে দেশে ম্লেচ্ছাশুচ্যাদিসংকীর্ণে। অকালে পুণ্যহেতুত্বেনাপ্রখ্যাতে সংক্রান্ত্যাদিবিশেষরহিতে। অপাত্রেভ্যশ্চ মূর্খতস্করাদিভ্যঃ। দেশাদিসম্পত্তৌ চাসৎকৃতং প্রিয়বচনপাদপ্রক্ষালনপূজাদিরহিতম্। অবজ্ঞাতং পাত্রপরিভবযুক্তং চ যৎ। তদ্দানং তামসমুদাহৃতম্॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ স্বভাবদূষিত বা দুর্জনসম্বন্ধজন্য পাপযুক্ত অশুচি স্থানে, যে-সময়ের লগ্নাদি শাস্ত্রে অপুণ্যকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে সেই সময়ে এবং বিদ্যা, তপস্যাদিবর্জিত বেশ্যা, নর্তকী, তোষামোদকারী প্রভৃতি অপাত্রে যে দান করা হয়, তাহা তামসিক। আর দেশ-কাল-পাত্র উপযুক্ত হইলেও যদি দাতা প্রতিগ্রহীতাকে মিষ্ট সম্ভাষণাদি দ্বারা সৎকার না করিয়া, অথবা ঘৃণা বা অনাদর করিয়া দান করে, সে দানও তামস দান বলিতে হইবে॥২২॥

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন[১] বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ওঁ তৎ সৎ, ইতি (ওঁ তৎ সৎ এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) নির্দেশঃ (নাম) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে)। তেন (তদ্দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) বেদাঃ চ (বেদসকল) যজ্ঞাঃ চ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (পূর্বকালে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে)॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ "ওঁ তৎ সৎ" ব্রহ্মের এই অবয়বত্রয়যুক্ত নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির আদিকালে প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি কর্তা, করণরূপ বেদ ও কর্মরূপ যজ্ঞ উৎপাদন করিয়াছেন॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ ওঁ=অব্ (রক্ষা করা)+মন্=ওম্। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সৎ**=অস্+শতৃ, ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **ব্রহ্মণঃ**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ত্রিবিধঃ**=তিস্রঃ বিধাঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ১মা একবচন। **নির্দেশঃ**=নির্-দিশ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **স্মৃতঃ**=স্মৃ+ক্ত, ১মা একবচন। **তেন**=তদ্ (পুং), ৩য়া একবচন। **ব্রাহ্মণাঃ**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ব্রহ্মন্+অণ্=ব্রাহ্মণ, ১মা বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **বেদাঃ**=বিদ্+ঘঞ্=বেদ, ১মা বহুবচন। **যজ্ঞাঃ**=যজ্+নঙ্, ১মা বহুবচন। **পুরা**=অব্যয়। **বিহিতাঃ**=বি-ধা+ক্ত=বিহিত, ১মা বহুবচন॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বেবং বিচার্যমাণে সর্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামস-প্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রয়াস ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি। ওঁ তৎ সদিতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দেশো নাম্না ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ; তত্র তাবদোমিতি "ব্রহ্ম"[২] ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম; জগৎকারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাদ্‌বিদুষাং পরোক্ষত্বাচ্চ তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম, পরমার্থসত্ত্বসাধুত্ব প্রশস্তত্বাদিভিঃ সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দেশো বিগুণমপি সগুণং কর্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি—তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্টাদৌ বিহিতা বিধাত্রা নির্মিতাঃ সগুণী কৃতা ইতি বা, যদ্বা, যস্যায়ং

১ ব্রহ্মণা ইতি পাঠান্তরঃ

২ দুই প্রকারের ওঁ কার শাস্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। (১) প্রতীক ওঁ যথা—ওঁ ইতি ব্রহ্ম, এইরূপ লিখিলে এখানে ওঁ-টি প্রতীক ওঁ। প্রতীক ওঁ টি আবার দুইরকম দেখা যায়। বঙ্গে প্রচলিত ওঁ এবং বঙ্গের বাহিরে প্রচলিত ওঁ। (২) শব্দ ওম্ যথা—"ওমিতি ব্রহ্ম" এইরূপ লিখিলে এখানে ওম্-টি শব্দ ওম্।—এই শব্দ ওম্=অ+উ+ম্ (সহিত) অথবা অব্+মন্ বা অব্+ম। অব্ ধাতুটির উনিশটি অর্থ পাণিনির ধাতুপাঠে আছে—ইহাদের প্রত্যেকটি বা সবগুলিই এই ওম্-এতে রহিয়াছে, বিশেষ পদ্ধতিতে যাহা অনায়াসে প্রমাণিত হয়। অব্ ধাতুটির উনিশটি অর্থ এই—রক্ষণ, গতি, কান্তি, প্রীতি, তৃপ্তি, অবগম, প্রবেশ, শ্রবণ, সামার্থ, যাচন, ক্রিয়া, ইচ্ছা, দীপ্তি, অবাপ্তি, আলিঙ্গন, হিংসা, আদান, ভাগ ও বৃদ্ধি। এই বিষয়ে একটি চমৎকার শ্লোকও পাওয়া যায়, যথা—

অকারো জ্ঞায়তে ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে।
মকারস্তু মহেশ্বর ওঁ কারোহি ত্রয়াত্মকঃ॥

অর্থাৎ

অকারে বুঝায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু উকারেতে।
মকারেতে মহেশ্বর, রহে ওঁ কারেতে॥

ত্রিবিধো-নির্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ তস্মাত্তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যজ্ঞদানতপঃপ্রভৃতীনাং সাদ্‌গুণ্যকরণায়ায়মুপদেশ উচ্যতে—ওঁ তৎসদিতি। ওঁ তৎসদিত্যেব নির্দেশঃ। নির্দিশ্যতেঽনেনেতি নির্দেশঃ। ত্রিবিধো নামনির্দেশো ব্রহ্মণঃ স্মৃতশ্চিন্তিতো বেদান্তেষু ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন নির্দেশেন ত্রিবিধেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা নির্মিতাঃ পুরা পূর্বম্। ইতি নির্দেশস্তুত্যর্থমুচ্যতে॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানাদি বিশুদ্ধভাবে সম্পাদন করিতে যত্ন করিলেও অনুষ্ঠাতার প্রমাদাদি দোষে কোনো-না-কোনো ত্রুটি থাকিয়া যাইবারই সম্ভাবনা। এই জন্য ভগবান কার্যশুদ্ধির নিমিত্ত তৎপ্রায়শ্চিত্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন। ওঁকাররূপ পরব্রহ্মের নাম যেমন অ+উ+ম এই ত্রিবর্ণাত্মক, সেইরূপ প্রাচীন মহর্ষিগণ পরব্রহ্মের ওঁ+তৎ+সৎ এই অবয়বত্রয়যুক্ত নামসকল কার্যের আদিতে স্মরণ করিতেন। কার্যের বৈগুণ্যদোষবিনাশার্থ পরব্রহ্মের এই বেদোক্ত নাম অবশ্যই উচ্চারণ করিবে। ধর্মশাস্ত্রও বলিয়াছেন—

"প্রমাদাৎ কুর্বতঃ কর্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥"

যজ্ঞাদি কার্যকালে যদি মন্ত্র উচ্চারণাদির প্রমাদবশতঃ যজ্ঞের কোনো অঙ্গ ভঙ্গ হয়, তবে ভগবানের নাম স্মরণ করিলে তদ্দোষ খণ্ডিত হইবে। "ব্রাহ্মণাস্তেন"—এই স্থলে ব্রাহ্মণ শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই দ্বিজাতি মাত্রই উপলক্ষিত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ যজ্ঞারম্ভ-কালে কার্যের বৈগুণ্যদোষ পরিহারার্থ "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্র অবশ্যই উচ্চারণ করিবেন। এই নামের প্রভাবেই ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবানের নামে সমস্ত বিঘ্নবৈগুণ্য কাটিয়া যায়॥২৩॥

**তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥২৪॥**

অন্বয়বোধিনী ঃ তস্মাৎ (এই জন্য) ওম্ ইতি (ওঁ এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদবিদ্‌গণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম) সততং (নিরন্তর) প্রবর্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই জন্য ওঁকার উচ্চারণ করিয়া বেদবিদ্‌গণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ আদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতে হয়॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ তস্মাৎ=তদ্ (পুং), ৫মী একবচন। ওম্=অব্ (রক্ষা করা)+মন্। ইতি=অব্যয়।

উদাহৃত্য=উৎ-আ-হৃ+ল্যপ্। **ব্রহ্মবাদিনাম্**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ব্রহ্ম বদতি ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম+বদ্+নিনি=ব্রহ্মবাদিন্—৬ষ্ঠী বহুবচন। **বিধান-উক্তাঃ**=বি-ধা+অনট্=বিধান, ব্রূ+ক্ত=উক্ত, বিধানেষু উক্তাঃ=বিধানোক্তাঃ—৭মী তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ, দা+অনট্=দান, তপ্+অসুন্=তপস্, কৃ+শ+টাপ্=ক্রিয়া, যজ্ঞশ্চ দানশ্চ তপশ্চ ক্রিয়া চ=যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ—দ্বন্দ্ব, ১মা বহুবচন। **সততম্**=সম্-তন্+ক্ত (ক্লীব), ২য়া একবচন। **প্রবর্তন্তে**=প্র-বৃৎ+লট্ অন্তে॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যন্নোঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য তদুচ্চার্য কৃতা বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ ক্রিয়া সততং সর্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্তন্তে সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তস্মাদিতি। তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্যোচ্চার্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ যজ্ঞাদিস্বরূপাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্তন্তে। বিধানোক্তাঃ শাস্ত্রচোদিতাঃ। সততং সর্বদা। ব্রহ্মবাদিনাং ব্রহ্মবদনশীলানাম্॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ওঁ শব্দটি ভগবানের একটি বিশেষ নাম, এই জন্য বেদবিদ্গণ যখন যেকোনো শাস্ত্রোক্ত কার্যেই প্রবৃত্ত হউন না কেন "ওঁ" এই নাম উচ্চারণ করিয়া তবে কার্যারম্ভ করেন, কেননা ভগবানের নামের গুণে সমস্ত বৈগুণ্য বিদূরিত হয়। ওঁ এই এক শব্দেরই যখন এত প্রভাব, তখন "ওঁ তৎ সৎ" নামের যে আরও অধিক প্রভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কী?॥২৪॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তৎ ইতি (তৎ এই শব্দ) [উচ্চারণপূর্বক] ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষুগণকর্তৃক) বিবিধাঃ (নানাবিধ) যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ (যজ্ঞ, তপস্যা ও দানক্রিয়া) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ "তৎ" শব্দ উচ্চারণপূর্বক ফলাভিসন্ধিবর্জিতচিত্তে নানাবিধ যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ তৎ=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ**=মোক্ষং কাঙ্ক্ষতে ইতি, মোক্ষ্-কাঙ্ক্ষ্+নিনি=মোক্ষকাঙ্ক্ষিন্, ৩য়া বহুবচন। **ফলম্**=ফল+অচ্, ২য়া একবচন। **অনভিসন্ধায়**=নঞ্-অভি-সম্-ধা+ল্যপ্। **বিবিধাঃ**=বিশেষা বিধাঃ যাসাং তা—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **যজ্ঞতপঃ-ক্রিয়াঃ**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ, তপ্+অসুন্=তপস্, কৃ+শ+টাপ্=ক্রিয়া, যজ্ঞশ্চ তপশ্চ=যজ্ঞতপসি—দ্বন্দ্ব, তয়োঃ ক্রিয়া—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **দানক্রিয়াঃ**=দা+ল্যুট্=দান, কৃ+শ+টাপ্=ক্রিয়া, দানক্রিয়াঃ=দানস্য ক্রিয়াঃ, ১মা বহুবচন—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। চ=অব্যয়। **ক্রিয়ন্তে**=কৃ+কর্মণি লট্ অন্তে॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ দ্বিতীয়ং নাম স্তৌতি—তদিতি। উদাহৃত্যেতি পূর্বস্যানুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য শুদ্ধচিত্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে, অতশ্চিত্তশোধনদ্বারা ফলসংকল্পত্যজনেন মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তদিতি। তদিত্যনভিসন্ধায়—তদিতি ব্রহ্মাভিধানমুচ্চার্যানভিসন্ধায় চ কর্মণঃ ফলম্। যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ—যজ্ঞক্রিয়াস্তপঃক্রিয়াশ্চ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্ষেত্রহিরণ্যপ্রদানাদিলক্ষণাঃ ক্রিয়ন্তে নির্বর্ত্যন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভির্মোক্ষার্থিভির্মুমুক্ষুভিঃ॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "তত্ত্বমসি"[১] এই মহাবাক্যান্তর্গত "তৎ" শব্দ উচ্চারিত হইলে চিত্তের অশান্তি নিবারিত হয়, ফলাভিসন্ধানবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং যজ্ঞদানাদি কার্য ভগবানের এই আশ্চর্য নামের গুণে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অনুষ্ঠাতৃগণ কেবল নিজ অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্যই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন। "তৎ" শব্দ পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ॥২৫॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) সদ্ভাবে (আছে এইরূপ বুঝাইতে) সাধুভাবে চ (এবং সাধুভাব বুঝাইতে) সৎ ইতি এতৎ (সৎ এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়)। তথা (এবং) প্রশস্তে কর্মণি (মঙ্গলজনক কার্যে) সচ্ছব্দঃ যুজ্যতে (সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! সদ্ভাব, সাধুভাব ও মঙ্গলজনক কার্যকালে শিষ্টগণ "সৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **সদ্ভাবে**=অস্+শতৃ=সৎ, ভূ+ঘঞ্=ভাব, সতঃ ভাবঃ=সদ্ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। **সাধুভাবে**=সাধ্+উন্=সাধু, ভূ+ঘঞ্=ভাব, সাধুঃ ভাবঃ=সাধুভাবঃ—কর্মধারয়, ৭মী একবচন। **চ**=অব্যয়। **সৎ**=অস্+শতৃ। **ইতি**=অব্যয়। **এতৎ**= এতদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রযুজ্যতে**=প্র-যুজ্+কর্মণি লট্ তে। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **প্রশস্তে**=প্র-শন্স্+ক্ত=প্রশস্ত, ৭মী একবচন। **কর্মণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৭মী একবচন। **সৎ-শব্দঃ**= অস্+শতৃ=সৎ, শব্দ্+অচ্=শব্দ, সৎ ইতি শব্দ=সৎ শব্দঃ—কর্মধারয়, ১মা একবচন। **যুজ্যতে**=যুজ্+ কর্মণি লট্ তে॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ—সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে অস্তিত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে সাধুভাবে চ সাধুত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৮/৭

সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে; প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদিকর্মণি চ সদিদং কর্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ওঁতচ্ছব্দয়োর্বিনিয়োগ উক্তঃ। অথেদানীং সচ্ছব্দস্য বিনিয়োগঃ কথ্যতে— সদ্ভাব ইতি। সদ্ভাবে অসতঃ সদ্ভাবে। তথাঽবিদ্যমানস্য পুত্রস্য জন্মনি। তথা সাধুভাবে— অসদ্বৃত্তস্যাসাধোঃ সদ্বৃত্ততা সাধুভাবে চ। তস্মিন্ সাধুভাবে চ। সদিত্যেতদভিধানং ব্রহ্মণঃ প্রযুজ্যতে। তত্রোচ্যতেঽভিধীয়তে। প্রশস্তে কর্মণি বিবাহাদৌ চ তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ—যুজ্যতে প্রযুজ্যত ইত্যেতৎ॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"[1] এই শ্রুতিতে "সৎ" শব্দটি ব্রহ্মের নাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সদ্ভাব (অস্তিত্ব) অর্থাৎ অমুক বস্তু আছে কি নাই, এরূপ আশঙ্কার স্থলে ও সাধুভাব (সাধুত্ব) অর্থাৎ অমুক বস্তু পবিত্র বা অশুদ্ধ, ভাল কি মন্দ, এইরূপ সংশয় স্থলে মহাত্মগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া এতাবদ্বৈগুণ্য দোষ নিবারণ করেন এবং নির্বিঘ্নে কার্য নির্বাহ নিমিত্ত বিবাহাদি মঙ্গলকার্য শিষ্টগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণপূর্বক সমস্ত প্রতিবন্ধকতার শান্তি করেন॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যজ্ঞে (যজ্ঞে) তপসি (তপস্যার অনুষ্ঠানে), দানে চ (ও দানে), [যে] স্থিতিঃ (অবস্থান—নিষ্ঠা) [তাহা] সৎ ইতি চ (সৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। তদর্থীয়ং (ঈশ্বরার্থে) কর্ম চ এব (কর্মও) সৎ ইতি এব (সৎ বলিয়া) অভিধীয়তে (কথিত হয়)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ মহাত্মগণ যজ্ঞ, তপঃ ও দান রূপ কার্যকালে এবং ভগবৎপ্রীত্যর্থে কোনো অনুষ্ঠান করিবার সময়ে "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ **যজ্ঞে**=যজ্+নঙ্, ৭মী একবচন। **তপসি**=তপ্+অসুন্, ৭মী একবচন। **দানে**=দা+অনট্, ৭মী একবচন। **চ**=অব্যয়। **স্থিতিঃ**=স্থা+ক্তিন্। **সৎ**=অস্+শতৃ। **ইতি**=অব্যয়। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে। **তদর্থীয়ম্**=তস্য অর্থঃ=তদর্থঃ, তদর্থ+ছ=তদর্থীয় (ক্লীব), ১মা একবচন। **কর্ম**=কৃ+মনিন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **ইতি**=অব্যয়। **অভিধীয়তে**=অভি-ধা+কর্মণি লট্ তে॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু স্থিতিস্তাৎপর্যেণাবস্থানং, তদপি সদিত্যুচতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং, স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য, তত্তদর্থং কর্ম পূজোপহার-

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/২/১

গৃহাঙ্গনপরিমার্জনোপলেপন রঙ্গমাঙ্গলিকাদিক্রিয়া, তৎসিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম ক্রিয়তে উদ্যান-শালিক্ষেত্রধনার্জনাদিবিষয়ং, তৎকর্ম তদর্থীয়ং তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে। যস্মাদেব-মতিপ্রশস্তমেতন্নামত্রং তস্মাদেতৎ সর্বকর্মসাদ্‌গুণ্যার্থং সংকীর্তয়েদিতি তাৎপর্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে, "বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তু" ইতি ন্যায়াৎ; অপরে তু "প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদিবর্তমানোপদেশঃ "সমিধো যজতি" ইত্যাদিবদ্বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুস্তত্তু "সদ্ভাবে সাধুভাবে চ" ইত্যাদিষু প্রাপ্তার্থত্বান্ন সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যজ্ঞে যজ্ঞকর্মণি যা স্থিতিস্তপসি চ যা স্থিতির্দানে চ যা স্থিতিঃ সা চ সদিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। কর্ম চৈব তদর্থীয়ং যজ্ঞদানতপোঽর্থীয়ম্। অথবা যস্যাভিধানত্রয়ং প্রকৃতং তদর্থীয়ম্। ঈশ্বরার্থীয়মিত্যেতৎ। সদিত্যেবাভিধীয়তে। তদেতদযজ্ঞদানতপআদি কর্মাসাত্ত্বিকং বিগুণমপি শ্রদ্ধাপূর্বকং ব্রহ্মণোঽভিধানত্রয়প্রয়োগেণ সগুণং সাত্ত্বিকং সম্পাদিতং ভবতি॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদির ক্রিয়াপরায়ণতার স্থিতিরূপ নিষ্ঠাকালে এবং তদর্থীয় কর্মে, অর্থাৎ যজ্ঞাদি সম্পাদনের অনুকূল কর্মবিশেষে বা ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল কর্মবিশেষে অথবা ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠানকালে মহাত্মগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া সর্বপ্রকার বৈগুণ্য নিবারণ করিয়া থাকেন॥২৭॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাপূর্বক) হুতং (হোম), দত্তং (দান), তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তপঃ (তপস্যা), যৎ চ (ও অন্যান্য যাহা) কৃতম্ (অনুষ্ঠিত হয়), [সে সমস্ত] অসৎ ইতি (অসৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। [হে] পার্থ (হে পার্থ!) তৎ (তাহা) নো ইহ (না এই লোকে), ন চ প্রেত্য (না পরলোকে) [ফল দান করে]॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অশ্রদ্ধাপূর্বক যে যজ্ঞ, দান ও তপঃ বা অন্য কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত অসৎ বলিয়া কথিত হয়। শ্রদ্ধাবিহীন কার্য ইহলোকে বা পরলোকে কোনো ফলই দান করিতে পারে না॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **অশ্রদ্ধয়া**=নঞ্-শ্রৎ-ধা+অঙ্+টাপ্=অশ্রদ্ধা, ৩য়া একবচন। যৎ=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **হুতম্**=হু+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন।

দত্তম্=দা+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **তপঃ**=তপ্+অসুন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তপ্তম্**=তপ্+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **কৃতম্**=কৃ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **অসৎ**=নঞ্-অস্+শতৃ, ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **ইহ**—অস্মিন্ স্থলে স্থানার্থে "ইহ" আদেশ হয়। **নো**=অব্যয়। **প্রেত্য**=প্র-ই-ল্যপ্॥২৮॥

সপ্তদশোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং সর্বকর্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং দত্তং দানং তপস্তপ্তং নিবর্তিতং যচ্চান্যদপি কৃতং কর্ম, তৎ সর্বমসদিত্যুচ্যতে; যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ॥২৮॥

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র চ সর্বত্র শ্রদ্ধাপ্রধানতয়া সর্বং সম্পাদ্যতে যস্মাৎ তস্মাৎ—অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং কৃতম্। দত্তং চ ব্রাহ্মণেভ্যোঽশ্রদ্ধয়া। তপস্তপ্তমনুষ্ঠিতমশ্রদ্ধয়া। তথাঽশ্রদ্ধয়ৈব কৃতং যৎ স্তুতিনমস্কারাদি তৎ সর্বমসদিত্যুচ্যতে। মৎপ্রাপ্তি-সাধনমার্গবাহ্যত্বাৎ। পার্থ। ন চ তদ্বহ্বায়াসমপি প্রেত্য ফলায়। নোঽপীহার্থম্। সাধুভির্নিন্দিতত্বাদিতি॥২৮॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদি আলস্যাদিপ্রমাদযুক্ত ব্যক্তি "ওঁ তৎ সৎ" উচ্চারণ করিলে তাহার কার্যবৈগুণ্য সমস্তই কাটিয়া যায়, তবে আসুর ব্যক্তিগণ (সত্ত্বগুণাবলম্বী ও শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলেও) "ওঁ তৎ সৎ" বলিয়া যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিলে হয়তো সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে, অর্জুনের এই প্রকার আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন, হে অর্জুন! অশ্রদ্ধাপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দান, বা ব্রাহ্মণাদিকে গো-সুবর্ণাদি দান, কিংবা কায়িক বাচিকাদি তপস্যা, অথবা যেকোনো কর্ম অশ্রদ্ধাপূর্বক সাধিত হয়, তৎসমস্তই অসাধু। পাষাণাদিতে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ এই অশ্রদ্ধার কার্যেও "ওঁ তৎ সৎ" শুদ্ধিসাধক হয় না। শ্রদ্ধা ব্যতীত ধর্মরূপ অদৃষ্ট বা অপূর্ব বা সংস্কার সঞ্চারিত হয় না ও শিষ্টগণ শ্রদ্ধাবিহীন কার্যের প্রশংসা করেন না, সুতরাং অশ্রদ্ধাপূর্ণ কার্য পরলোকে স্বর্গাদি ও ইহলোকে প্রতিষ্ঠাদিরূপ ফল দান করিতে পারে না। এই জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক সাত্ত্বিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাই প্রশস্ত। এই সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান কালে যাহা কিছু বৈগুণ্যের আশঙ্কা থাকে, তাহা "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রেই বিদূরিত হইয়া যায়।

শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগী আসুর ব্যক্তির ধর্ম ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির দেবধর্ম—এতদুভয়ধর্মযুক্ত ব্যক্তি অসুর কি দেবতা, অর্জুনের এই সংশয় নিবারণার্থ ভগবান বলিলেন, রাজস ও তামস শ্রদ্ধাসহ যাহারা রাজস ও তামস যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা অসুর; ইহারা শাস্ত্রবিহিত জ্ঞানসাধনের অনধিকারী। আর যাঁহারা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাপূর্বক সাত্ত্বিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেব। তাঁহারা শাস্ত্রপ্রতিপাদিত জ্ঞানের সম্যগধিকারী। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস শ্রদ্ধা এবং আহারাদির প্রতিপাদনপূর্বক ভগবান এই অধ্যায়ে এতাবৎ নিরূপণ করিয়া অর্জুনের মনোমালিন্য দূর করিলেন॥২৮॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) [হে] মহাবাহো (হে মহাবাহো!) [হে] হৃষীকেশ (হে হৃষীকেশ!) [হে] কেশিনিসূদন (হে কেশিনিসূদন!) সন্ন্যাসস্য (সন্ন্যাস) ত্যাগস্য চ (ও ত্যাগের) তত্ত্বং (তত্ত্ব) পৃথক্ (পৃথগ্রূপে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য জানিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। (তুমি কৃপা করিয়া ব্যাখ্যা করো)॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **মহাবাহো**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, সম্বোধনে ১মা একবচন। **হৃষীকেশ**=হৃষীকানাম্ ঈশঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, সম্বোধনে ১মা একবচন। **কেশিনিসূদন**=কেশী-নি-সূদ্+ল্যু (অন্), সম্বোধনে ১মা একবচন। **সন্ন্যাসস্য**=সম্-নি-অস্+ঘঞ্—৬ষ্ঠী একবচন। **ত্যাগস্য**=ত্যজ্+ঘঞ্=ত্যাগ, ৬ষ্ঠী একবচন। **চ**=অব্যয়। **তত্ত্বম্**=তৎ+ত্ব (ভাবে) (ক্লীব), ১মা একবচন। **বেদিতুম্**=বিদ্+তুমুন্। **ইচ্ছামি**=ইষ্+লট্ মি॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ন্যাস-ত্যাগবিভাগেন সর্বগীতার্থসংগ্রহম্।
স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থ-বিনির্ণয়ে॥

অত্র চ, "সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী", "সংন্যাস-যোগযুক্তাত্মে"ত্যাদিষু কর্মসংন্যাস উপদিষ্টস্তথা "ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ", "সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবানি"ত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্। ন চ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ; অতঃ কর্মসন্ন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জুন উবাচ—সন্ন্যাসস্যেতি। ভো হৃষীকেশ! সর্বেন্দ্রিয়নিয়ামক! হে কেশিনিসূদন! কেশিনাম্নো মহতো হয়াকৃতর্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তমুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব বাহুনা কর্কটিকাফলবত্তং বিদার্য নিসূদিতবান্, অত এব হে মহাবাহো! ইতি সম্বোধনং, সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সর্বস্যৈব গীতাশাস্ত্রস্যার্থোঽস্মিন্নধ্যায় উপসংহৃত্য সর্বশ্চ বেদার্থো বক্তব্য ইত্যেবমবর্থোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। সর্বেষু হ্যতীতেষ্বধ্যায়েষূক্তোঽর্থোঽস্মিন্নধ্যায়েঽবগম্যতে। অর্জুনস্তু সংন্যাসত্যাগশব্দার্থয়োরেব বিশেষং বুভুৎসুরুবাচ—সংন্যাসস্যেতি। সংন্যাসস্য সংন্যাসশব্দার্থস্যেত্যেতৎ।

হে মহাবাহো। তত্ত্বং—তস্য ভাবস্তত্ত্বম্। যাথাত্ম্যমিত্যেতৎ। ইচ্ছামি বেদিতুং জ্ঞাতুম্। ত্যাগস্য চ ত্যাগশব্দার্থস্যেত্যেতৎ। হৃষীকেশ। পৃথগিতরেতরবিভাগতঃ। কেশিনিসূদন—কেশিনামা কশ্চিদসুরঃ। তং নিসূদিতবান্ ভগবান্ বাসুদেবঃ। তেন তন্নাম্না সম্বোধ্যতেঽর্জুনেন॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সপ্তদশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিকাদি ভেদে আহার ও যজ্ঞাদি বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে সন্ন্যাসের সাত্ত্বিকাদি ভেদ কথিত হইবে। শাস্ত্রে যাহা "বিদ্বৎসন্ন্যাস" বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তাহা গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে "গুণাতীত" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ থাকিতে পারে না। আর আত্মসাক্ষাৎকারার্থ মুমুক্ষুগণ যে "বিবিদিষাসন্ন্যাস" গ্রহণ করেন, তাহাও (ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন) নির্গুণাত্মক—সুতরাং তাহাতেও গুণভেদ দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ, এতদ্দ্বিবিধ সন্ন্যাস গুণাতীত। কিন্তু যাহার আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষেচ্ছা কিছুই হয় নাই, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞও নহে ও যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসুও নহে, তাহার "কর্মসন্ন্যাস" সাত্ত্বিকাদি গুণভেদযুক্ত। এই প্রকার সন্ন্যাসের বিশেষ বিশেষ বিবরণ শুনিবার জন্য অর্জুন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন ।

কর্মাধিকারী ব্যক্তি যে কর্মের আংশিক অনুষ্ঠান ও আংশিক পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসের গৌণ বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহার প্রকারভেদ কীরূপ? "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগ" এই দুইটি ঘট বা পটের ন্যায় বিভিন্নজাতীয়, অথবা ঘট ও কলসের ন্যায় একই পদার্থের বিভিন্ন নাম মাত্র—অর্জুনের ইহাই জিজ্ঞাস্য। অর্জুন এই শ্লোকে ভগবানকে "মহাবাহো" ও "কেশিনিসূদন" শব্দে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বাহ্য বিঘ্নবিপত্তি বিনাশের সামর্থ্য এবং "হৃষীকেশ" শব্দে সম্বোধনপূর্বক তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম শাসনের যে সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে, তাহারই সূচনা করিয়াছেন॥১॥

মন্তব্য ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে সন্ন্যাস এবং ত্যাগ—এই দুই শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মানবসাধারণের মধ্যেও এই শব্দ দুইটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু এই দুইটি শব্দের প্রকৃত অর্থ কী, তাহা অনেকেই অবহিত নহে। তাই এই দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ অর্জুন জানিতে চাহিয়াছেন। এই দুইটি শব্দের অর্থ সুস্পষ্টভাবে না বুঝিলে মুক্তিলাভের সাধনা সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতে পারে না॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং (কাম্য) কর্মণাং (কর্মসমূহের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিদুঃ (জানেন) বিচক্ষণাঃ (সূক্ষ্মদর্শিগণ) সর্বকর্মফলত্যাগং (সর্বপ্রকার কর্মের ফলত্যাগকে) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলেন)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, কাম্যকর্মত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শিগণ "সন্ন্যাস" ও সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগকেই বিচক্ষণগণ "ত্যাগ" বলিয়া থাকেন॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **কবয়ঃ**=কব্+ইনি=কবি, ১মা বহুবচন। **কাম্যানাম্**=কম্+ণিচ্+যৎ=কাম্য, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ন্যাসম্**=নি-অস্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **সন্ন্যাসম্**=সম্-নি-অস্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **বিদুঃ**=বিদ্+লট্ অন্তি। **বিচক্ষণাঃ**=বি-চক্ষ্+অন্, ১মা বহুবচন। **সর্বকর্মফলত্যাগম্**=সর্ব+অচ্=সর্ব, কৃ+মনিন্=কর্মন্, ফল্+অচ্=ফল, ত্যজ্+ঘঞ্=ত্যাগ, সর্বাণি কর্মাণি—কর্মধারয়; তেষাং ফলম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তেষাং ত্যাগঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **ত্যাগম্**=ত্যজ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **প্রাহুঃ**=প্র-ব্রূ+লট্ অন্তি॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানাং "পুত্রকামো যজেত", "স্বর্গকামো যজেতে"ত্যাদি-কামোপবন্ধেন বিহিতানাং কর্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ, সম্যক্‌ফলৈঃ সহ কর্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতা জানন্তীত্যর্থঃ; সর্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কর্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ ন তু স্বরূপতঃ কর্মত্যাগম্। ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রবণাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ—নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি? উচ্যতে—যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত", "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতী"ত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে, তথাপ্যপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্তয়িতুমশক্নুবন্ বিধিঃ বিশ্বজিতা যজেতে"ত্যাদিম্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব; ন চাতীব গুরুমতশ্রদ্ধয়া স্ব-সিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়োজনমিতি মন্তব্যং পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তের্দুষ্পরিহরত্বাৎ; শ্রূয়তে চ নিত্যাদাবপি ফলং "সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি"ইতি (ছান্দোগ্য, ২/২৩/১), "কর্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি, "ধর্মেণ পাপমপনুদন্তি"ইত্যাদিষু। তস্মাদ্‌যুক্তমুক্তং—"সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ" ইতি।

ননু ফলত্যাগে পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ—তন্ন—সর্বেষাং কর্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ; তথা চ শ্রুতিঃ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনে"তি (বৃহদারণ্যক, ৪/৪/২২)। ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং সর্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্বকর্মানুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্‌প্রবণতা; তাবৎপর্যন্তঞ্চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম কুর্বতস্তৎফলত্যাগ এব কর্মত্যাগো নাম, ন স্বরূপেণ; তথা চ শ্রুতিঃ—"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি (ঈশ উপনিষদ্, দ্বিতীয় মন্ত্র)। ততঃ পরন্তু সর্বকর্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি; তদুক্তং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধৌ—"প্রত্যক্‌প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥" (সুরেশ্বরাচার্যকৃত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ১/৪৯) উক্তঞ্চ ভগবতা "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদি"ত্যাদি (গীতা, ৩/১৭); বশিষ্ঠেন চোক্তং—"ন কর্মাণি ত্যজেদ্‌যোগী কর্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসাবি"তি (যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ)। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা; তদুক্তং শ্রীভাগবতে—"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন

জায়তে॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১/২০/৯ উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি) "জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাঽনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" ইত্যাদি অলমতিপ্রসঙ্গেন, প্রকৃতমনুসরামঃ—অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থো ন কর্মত্যাগ ইতি॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র তত্র নির্দিষ্টৌ সংন্যাসত্যাগশব্দৌ ন নির্লুণ্ঠিতার্থৌ পূর্বেষ্বধ্যায়েষু। অতোঽর্জুনায় পৃষ্টবতে তন্নির্ণয়ায় শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানামশ্বমেধাদীনাং কর্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং সংন্যাসশব্দার্থমনুষ্ঠেয়ত্বেন প্রাপ্তস্যাননুষ্ঠানং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ কেচিদ্বিদুর্বিজানন্তি। নিত্যনৈমিত্তিকানামনুষ্ঠীয়মানানাং সর্বকর্মণামাত্মসম্বন্ধিতয়া প্রাপ্তস্য ফলস্য পরিত্যাগঃ সর্বকর্মফলত্যাগঃ। তং প্রাহুঃ কথয়ন্তি ত্যাগং ত্যাগশব্দার্থং বিচক্ষণাঃ পণ্ডিতাঃ। যদি কাম্যকর্মপরিত্যাগঃ ফলপরিত্যাগো বাঽর্থো বক্তব্যঃ সর্বথা পরিত্যাগমাত্রং সংন্যাসত্যাগ-শব্দয়োরেকোঽর্থঃ স্যাৎ। ন ঘটপটশব্দাবিব জাত্যন্তরভূতার্থৌ।

ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং কর্মণাং ফলমেব নাস্তীত্যাহুঃ। কথমুচ্যতে তেষাং ফলত্যাগঃ? যথা বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ।

নৈষ দোষঃ। নিত্যানামপি কর্মণাং ভগবতা ফলবত্ত্বস্যেষ্টত্বাৎ। বক্ষ্যতি হি ভগবান্—অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চেতি। ন তু সংন্যাসিনামিতি চ। সংন্যাসিনামেব হি কেবলং কর্মফলাসম্বন্ধং দর্শয়ন্নসংন্যাসিনাং নিত্যকর্মফলপ্রাপ্তিং—ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্যেতি—দর্শয়তি॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "স্বর্গকামো যজেত", "পুত্রকামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিবিধি-বাক্যানুসারে যে কাম্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে জীব বন্ধনমুক্ত হইতে পারে না। কাম্যকর্মমাত্রই মুক্তির প্রতিবন্ধক। কাম্যকর্মের ফলকামনা পরিত্যাগ ও তৎসহ কাম্যকর্মেরও পরিবর্জন করার নাম সন্ন্যাস এবং অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মসমূহের ও কাম্যকর্মসমূহের ফলকামনামাত্রবর্জনের নাম "ত্যাগ", ইহাই বিচারবান সূক্ষ্মদর্শীদিগের মত। সন্ন্যাসী কাম্যকর্মের ফলাশা ও তত্তাবতের আদৌ অনুষ্ঠানই করিবেন না। ত্যাগী চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন কিন্তু কোনোরূপ ফলকামনা করিবেন না। সন্ন্যাস ও ত্যাগ, ঘট ও পটের ন্যায় বিভিন্নজাতীয় পদার্থ নহে; কিন্তু অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য স্বরূপতঃ কর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও ফলেচ্ছা-পরিত্যাগবশতঃ "ত্যাগ" সন্ন্যাসেরই অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে॥২॥

মন্তব্য ঃ এই শ্লোকে ভগবান বর্ণাশ্রম-ধর্মাবলম্বীদের প্রচলিত সন্ন্যাসাশ্রমের কথা না বলিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াও যে সন্ন্যাস-সাধনা করা যায় তাহা বলিতেছেন। বস্তুতঃ, সন্ন্যাস-সাধনার protection-এর জন্য নানারূপ আচার প্রচলিত ছিল। তাহা উদ্দেশ্য হারাইয়া কেবল উপায় লইয়া কলহতে পরিণত হইয়াছিল। তাই স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন কুপ্রথার (যাহা একসময়ে সুপ্রথাই ছিল) বিরুদ্ধে অতি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। হজরত মহম্মদকে বাধ্য হইয়া প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর বৌদ্ধদের সাধনপ্রভাবে বৌদ্ধসমাজ ভারতে সম্মানের শীর্ষদেশে আরোহণ করে। তাহার পর প্রাকৃতিক

নিয়মে তাহা নামিতে নামিতে অধঃপতনের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। আবার, তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে ব্রাহ্মণগণ কর্মকাণ্ড প্রচারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। কুমারিলভট্ট ছিলেন তাঁহাদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। কোনোপ্রকার সৎকর্মের দ্বারাই মানুষের "চরম" উন্নতি হইতে পারে না। মানবজীবনের চরম উন্নতির অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তি। সমষ্টিচৈতন্য শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তখন শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হইল। আশ্রম-চতুষ্টয় পুনঃস্থাপনের জন্য আচার্যদেব তখন বাধ্য হইয়া জ্ঞানকাণ্ড ও সন্ন্যাসের দিকে খুব জোর দেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুদ্ধারের জন্য স্থলবিশেষে নিজের মতো ব্যাখ্যা (Text-torture) করিয়াছেন। অজ্ঞের নিকট ইহা দোষরূপে প্রতীয়মান হইলেও বিজ্ঞের নিকট ইহাই তাঁহার মহত্ত্বের নিদর্শন। প্রেরিত পুরুষদিগকে ভগবান বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন; তাই তাঁহাদের ভাব বুঝিতে হইলে তৎকালীন ইতিহাস ভালরূপে জানিতে হইবে॥২॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ একে (কোনো কোনো) মনীষিণঃ (পণ্ডিতগণ) কর্ম (কর্ম) দোষবৎ (দোষবিশিষ্ট) ইতি (এই হেতু) ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য) প্রাহুঃ (বলেন)। অপরে চ (অপর কেহ কেহ) যজ্ঞদানতপঃকর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা রূপ কর্ম) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য নহে) ইতি (এইরূপ) [বলেন]॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কোনো কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন যে, দোষযুক্ত বলিয়া কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য। আবার কেহ কেহ বলেন যজ্ঞ, দান ও তপঃ রূপ কর্ম কোনোমতেই পরিত্যাগ করিতে নাই॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ একে=কেহ কেহ বুঝাইতে "এক" শব্দ বহুবচনে "একে" হয়। **মনীষিণঃ**= মনীষা+ইনি=মনীষিন্, ১মা বহুবচন। **কর্ম**=কৃ+মনিন্=কর্মন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **দোষবৎ**=দোষ+ মতুপ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **ত্যাজ্যম্**=ত্যজ্+ণ্যৎ=ত্যাজ্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রাহুঃ**=প্র-ব্রূ+লট্ অন্তি। **অপরে**=অপর, ১মা বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **যজ্ঞদানতপঃকর্ম**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ, দা+অনট্=দান, তপ্+অসুন্=তপস্, কৃ+মনিন্=কর্মন্, যজ্ঞশ্চদানঞ্চতপশ্চ—দ্বন্দ্ব; (যজ্ঞদানতপাংসি) তানি এব কর্ম—রূপক কর্মধারয়। **ন**=অব্যয়॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতদেব মতান্তরনিরাসেন দ্রঢ়ীকর্তুং মতভেদং দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষবত্ত্বেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্বমপি কর্মত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্মনীষিণ ইতি। অস্যায়ং ভাবঃ—"মা হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানী"তি নিষেধঃ পুরুষস্যানর্থহেতুহিংসেত্যাহ। "অগ্নাষোমীয়ং পশুমালভেতে"ত্যাদি প্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারত্বমাহ; অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্য-বিশেষন্যায়াগোচরত্বাৎ দ্রব্যসাধ্যেষু সর্বেষ্বপি কর্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্বমপি কর্ম ত্যাজ্যমেবেতি; তদুক্তং, "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" ইতি।

অস্যার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ সোঽপি দৃষ্টোপায়বৎ, গুরুপাঠাৎ অনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রুবো বেদস্তদ্বোধিতঃ তত্রাবিশুদ্ধির্হিংসা তয়া ক্ষয়ো বিনাশঃ; অগ্নিহোত্র-জ্যোতিষ্টোমাদিজন্যং স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ততে; পরোৎকর্ষস্তু সর্বান্ দুঃখী করোতি। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ,—ক্রত্বর্থাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণ কর্তব্যা; সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব; তথাহি বিধির্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে তাদর্থলক্ষণত্বাত্তচ্ছেষস্য; নত্বেবং নিষেধো নিষেধস্য তাদর্থমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষকত্বাৎ, অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃত দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদেবং সমানবিষয়ত্বেন চ সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধয়া নাস্তি দোষবত্ত্বম্; অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ত্যাজ্যমিতি। ত্যাজং ত্যক্তব্যম্। দোষবৎ—দোষোঽস্যাস্তীতি দোষবৎ। কিং তৎ? কর্ম। বন্ধহেতুত্বাৎ সর্বমেব। অথবা দোষো যথা রাগাদিস্ত্যজ্যতে তথা ত্যাজ্যমিত্যেকে। কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ পণ্ডিতাঃ সাংখ্যাদিদৃষ্টিমাশ্রিতাঃ। অধিকৃতানাং কর্মিণামপীতি। তত্রৈব যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে। কর্মিণ এবাধিকৃতাঃ। তানপেক্ষ্যৈতে বিকল্পাঃ। ন তু জ্ঞাননিষ্ঠান্ ব্যুত্থায়িনঃ সংন্যাসিনোঽপেক্ষ্য। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তেতি কর্মাধিকারাদপোদ্ধৃতা যে ন তান্ প্রতি চিন্তা।

ননু কর্মযোগেণ যোগিনামিত্যধিকৃতাঃ পূর্বং বিভক্তনিষ্ঠা অপীহ সর্বশাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে যথা বিচার্যন্তে তথা সাংখ্যা অপি জ্ঞাননিষ্ঠা বিচার্যন্তামিতি।

ন। তেষাং মোহদুঃখনিমিত্তত্যাগানুপপত্তেঃ। ন কায়ক্লেশনিমিত্তানি দুঃখানি সাংখ্যা আত্মনি পশ্যন্তি। ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্মত্বেনৈব দর্শিতত্বাৎ। অতস্তে ন কায়ক্লেশদুঃখভয়াৎ কর্ম পরিত্যজন্তি। নাপি তে কর্মাণ্যাত্মনি পশ্যন্তি। যেন নিয়তং কর্ম মোহাৎ পরিত্যজেয়ুঃ। গুণানাং কর্ম নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি হি তে সংন্যস্যন্তি। সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যেত্যাদিভির্হি তত্ত্ববিদঃ সংন্যাসপ্রকার উক্তঃ। তস্মাদ্যেঽন্যেঽধিকৃতাঃ কর্মণ্যনাত্মবিদো যেষাং চ মোহাৎ ত্যাগঃ সম্ভবতি। কায়ক্লেশভয়াচ্চ। ত এব তামসাস্ত্যাগিনো রাজসাশ্চেতি নিন্দ্যন্তে। কর্মিণামনাত্মজ্ঞানাং কর্মফলত্যাগস্তুত্যর্থম্। সর্বারম্ভপরিত্যাগী মৌনী—সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ—অনিকেতঃ স্থিরমতিরিতি গুণাতীতলক্ষণে চ পরমার্থসংন্যাসিনো বিশেষিতত্বাৎ। বক্ষ্যতি চ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। তস্মাজ্জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিনো নেহ বিবক্ষিতাঃ। কর্মফলত্যাগ এব সাত্ত্বিকত্বেন গুণেন তামসত্বাদ্যপেক্ষয়া সংন্যাস উচ্যতে। ন মুখ্যসর্বকর্মসংন্যাসঃ।

সর্বকর্মসংন্যাসাসম্ভবে চ স হি দেহভৃতেতি হেতুবচনাম্মুখ্য এবেতি চেৎ?

ন। হেতুবচনস্য স্তুত্যর্থত্বাৎ। যথা ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরমিতি কর্মফলত্যাগস্তুতিরেব যথোক্তানেক-পক্ষানুষ্ঠানাশক্তিমন্তমর্জুনমজ্ঞং প্রতি বিধানাৎ। তথেদমপি ন হি দেহভৃতা শক্যমিতি কর্মফল-ত্যাগস্তুত্যর্থং বচনম্। ন সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য—নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্নাস্তেত্যস্য পক্ষস্যাপবাদঃ কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ। তস্মাৎ কর্মণ্যধিকৃতান প্রত্যেবৈষ সংন্যাসত্যাগবিকল্পঃ। যে তু পরমার্থ-

দর্শিনঃ সাংখ্যাস্তেষাং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব সর্বকর্মসংন্যাস-লক্ষণায়ামধিকারঃ। নান্যত্র। ইতি ন তে বিকল্পার্হাঃ। তচ্চোপপাদিতমস্মাভির্বেদাবিনাশিনমিত্যস্মিন্ প্রদেশে। তৃতীয়াদৌ চ॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কামক্রোধাদি যেমন মুক্তির বাধক, নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্মাদিকেও তদ্রূপ দোষাকর ও মুক্তির প্রতিবন্ধক সিদ্ধান্ত করিয়া কেহ কেহ কর্মসমূহকে বর্জনীয় বলিয়াছেন। তাহাতে যাহাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় নাই (অর্থাৎ যাহারা কর্মাধিকারী), তাহারাও কর্ম ত্যাগ করিতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত মুক্তি হয় না। অতএব, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ কখনও পরিত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্মানুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক॥৩॥

মন্তব্য ঃ যাঁহারা প্রাথমিক সাধনে সিদ্ধ হইয়া যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব সর্বপ্রকার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া অবিরাম নিদিধ্যাসনে থাকা সম্ভব এবং উপকারক। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অনেকসময় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া এবং প্রাথমিক সাধনে সিদ্ধিলাভ না করিয়াও নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত হয়। তাহার ফলে, জগতের সম্মুখে তাহারা অনেকসময়ই অনেক বিকৃত আদর্শ স্থাপন করে। সেই জন্য কেহ কেহ বলেন—যত দিন দেহ আছে, পরমাত্মা-প্রাপ্তির সাধনের সঙ্গে যাগ-যজ্ঞ (অর্থাৎ উপাসনা), দান (অর্থাৎ পরোপকার, সর্বভূতে সেই পরমাত্মা আছেন ভাবিয়া সেবা) আর তপঃ (অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াও আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা)—এই তিনটি সাধনা নিদিধ্যাসনের সঙ্গে চালাইতে হইবে॥৩॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভরতসত্তম (হে ভরতসত্তম!) তত্র (সেই) ত্যাগে (ত্যাগবিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ করো)। [হে] পুরুষব্যাঘ্র (হে পুরুষব্যাঘ্র!) ত্যাগঃ হি (ত্যাগই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) সংপ্রকীর্তিতঃ (কথিত হইয়াছে)॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভরতসত্তম! কর্মত্যাগ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত তুমি শ্রবণ করো। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ **ভরতসত্তম**=ভরতেষু সত্তম—৭মী তৎপুরুষ, সম্বোধনে ১মা একবচন। **তত্র**=তদ্+ত্রল্ (স্থানে)। **ত্যাগে**=ত্যজ্+ঘঞ্, ৭মী একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **নিশ্চয়ম্**=নির্-চি+অচ্=নিশ্চয়, ২য়া একবচন। **শৃণু**=শ্রু+লোট্ হি। **পুরুষব্যাঘ্র**=পুরুষঃ ব্যাঘ্র ইব—উপমিত কর্মধারয়, সম্বোধনে ১মা একবচন। **ত্যাগঃ**=ত্যজ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **হি**=অব্যয়। **ত্রিবিধঃ**=তিস্রঃ বিধাঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **সংপ্রকীর্তিতঃ**=সম্-প্র-কীর্ত্+ক্ত॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়ং শৃণ্বিতি।

তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু; ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মাবমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাঘ্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগো হি দুর্বোধঃ; হি যস্মাদয়ং কর্মত্যাগস্তত্ত্ববিদ্ভি-স্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন প্রকীর্তিতঃ, ত্রৈবিধ্যঞ্চ—"নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্রৈতেষু বিকল্পভেদেষু—নিশ্চয়মিতি। নিশ্চয়ং শৃণ্ববধারয়। মে মম বচনাৎ। তত্র ত্যাগে ত্যাগসংন্যাসবিকল্পে যথাদর্শিতে। ভরতসত্তম ভরতানাং সাধুতম। ত্যাগো হি ত্যাগসংন্যাসশব্দবাচ্যো হি যোঽর্থঃ স এক এবেত্যভিপ্রেত্যাহ—ত্যাগো হীতি। পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারস্তামসাদিপ্রকারৈঃ সংপ্রকীর্তিতঃ শাস্ত্রেষু সম্যক্ কথিতঃ। যস্মাত্তামসাদিভেদেন ত্যাগসংন্যাসশব্দবাচ্যোঽর্থোঽধিকৃতস্য কর্মিণোঽনাত্মজ্ঞস্য ত্রিবিধঃ সম্ভবতি। ন পরমার্থদর্শিন ইতি। অয়মর্থো দুর্জ্ঞানঃ। তস্মাদত্র তত্ত্বং নান্যো বক্তুং সমর্থঃ। তস্মান্নিশ্চয়ং পরমার্থশাস্ত্রার্থ-বিষয়মধ্যবসায়মৈশ্বরং মত্তঃ শৃণু॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় নাই, সেই কর্মাধিকারিগণ যে "কর্মত্যাগ" করে, অর্জুন তাহারই বিবরণ জানিতে চাহিলেন। ভগবান সেই ত্যাগতত্ত্ব অতীব দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া অর্জুনকে সহজে বুঝাইবার জন্য সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্যাগকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিতেছেন। ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করা—প্রথম ত্যাগ; ফলকামনা সত্ত্বে যে কর্মের ত্যাগ, তাহা দ্বিতীয় ত্যাগ; এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ ও তৎসহ কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ, ইহা তৃতীয়বিধ ত্যাগ। প্রথম ত্যাগ—সাত্ত্বিক, ইহা অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয় ত্যাগ রাজস ও তামস ভেদে দুই প্রকার, এইজন্য উহা অকর্তব্য। কর্ম ক্লেশসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করা রাজস ও ভ্রান্তিপূর্বক কর্মত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়াছে। গুণাতীত ত্যাগও "সাধনরূপত্যাগ" ও "ফলরূপত্যাগ" এই দ্বিবিধ। কর্মানুষ্ঠানপূর্বক চিত্তশুদ্ধির পর আত্মজ্ঞানলাভ হইলে যে কর্মত্যাগ হয়, তাহা "সাধনরূপত্যাগ"। শাস্ত্রে এবংবিধ ত্যাগ "বিবিদিষাসন্ন্যাস" নামে উক্ত হইয়াছে। আর জন্ম-জন্মান্তরীয় সাধনসিদ্ধির প্রভাবে প্রথম হইতেই মনুষ্যের যে ফলকামনায় ও কর্মানুষ্ঠানে অনাসক্তি জন্মে, তাহার নাম "ফলরূপত্যাগ", ইহারই নামান্তর "বিদ্বৎসন্ন্যাস"। "ত্যাগতত্ত্ব" অতি দুর্বিজ্ঞেয়, কিন্তু সর্বজ্ঞ ভগবানের কৃপায় অর্জুনের তাহা জানিবার সুবিধা হইল। ভগবান অর্জুনকে "ভরতসত্তম" ও "পুরুষব্যাঘ্র" সম্বোধন করিয়া অর্জুনের কৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তিগত মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উচ্চবংশজাত ও স্বয়ং উচ্চভাবযুক্ত হন, তিনি উচ্চবিষয় ও নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র॥৪॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যজ্ঞদানতপঃকর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা রূপ কর্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে);

তৎ (তাহা) কার্যম্‌ এব (করাই কর্তব্য); [যেহেতু] যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাই) মনীষিণাং (বিবেকিগণের) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকর)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যজ্ঞ, দান ও তপঃ রূপ কর্ম কোনোমতেই ত্যাগ করিতে নাই, কেননা ইহারা ফলাভিসন্ধিবর্জিত ব্যক্তিগণকে পবিত্র করিয়া থাকে॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **যজ্ঞদানতপঃকর্ম**=যজ্‌+নঙ্‌=যজ্ঞ, দা+অনট্‌=দান, তপ্‌+অসুন্‌=তপস্‌, কৃ+মনিন্‌= কর্মন্‌, যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ তপশ্চ=যজ্ঞদানতপাংসি—দ্বন্দ্ব; তানি এব কর্ম—রূপক কর্মধারয়। **ন**=অব্যয়। **ত্যাজ্যম্‌**=ত্যজ্‌+ণ্যৎ=ত্যাজ্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। **কার্যম্‌**=কৃ+ ণ্যৎ=কার্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **যজ্ঞঃ**=যজ্‌+নঙ্‌, ১মা একবচন। **দানম্‌**=দা+অনট্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তপঃ**=তপ্‌+অসুন্‌=তপস্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **মনীষিণাম্‌**=মনীষা+ ইনি=মনীষিন্‌, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **পাবনানি**=পূ+ণিচ্‌+অনট্‌=পাবন, (ক্লীব) ১মা একবচন॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ—যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্‌। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ কঃ পুনরসৌ নিশ্চয় ইতি? অত আহ—যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞো দানং তপ ইত্যেতত্রিবিধং কর্ম ন ত্যাজ্যং ন ত্যক্তব্যম্‌। কার্যং করণীয়মেব তৎ। কস্মাৎ? যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি বিশুদ্ধিকারণানি মনীষিণাং ফলানভিসন্ধীনামিত্যেতৎ॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, বৈধ সময়ে সুপাত্রে বিধিপূর্বক দান ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোরূপ কর্মত্রয় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ কোনো আশ্রমেরই পরিত্যাজ্য নহে। কেননা, এই সকল কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তির বাধকস্বরূপ পাপের ক্ষয় ও জ্ঞানের সাধকস্বরূপ সাধুবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া দেয়। অতএব, কর্মাধিকারী পুরুষ নিষ্কাম হইলেও কর্ম পরিত্যাগ করিবেন না॥৫॥

মন্তব্য ঃ পূর্বোক্ত তিনটি কর্ম ব্যতীত মনুষ্যজীবনের উন্নতি অসম্ভব। ইহা ত্যাজ্য নহে—ভগবানের এই কথার মর্ম হইল মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা যখন এমন প্রবল হইয়া উঠিবে যে, যখন স্ব-স্বরূপ চিন্তা করা ছাড়া অন্য কিছু করিবার শক্তি সাধকের থাকিবে না, তখন আপনা হইতে কর্ম খসিয়া পড়িবে—যেমন, ঠাকুর নারিকেলের বেল্লোর কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ, কর্মত্যাগের প্রবৃত্তির ভিতর অনেকসময় escapism থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে কর্ম খসিয়া না পড়িলে কেহ যেন যজ্ঞ-দান-তপ কর্ম পরিত্যাগ না করে। যদি সমাজে ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যাশ্রম প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে আধুনিক সন্ন্যাস না করিয়াও গীতোক্ত যজ্ঞ-দান-তপ বাড়িতেই করা সম্ভব। বর্তমানে এমন কোনো গৃহস্থ বাড়ি নাই, যেখানে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধিকর যজ্ঞ-দান-তপ করা সম্ভব। তাই, সকলকে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস মিশাইয়া যজ্ঞাদি কর্ম করিবার সুযোগ দিয়া যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যা পুনঃপ্রবর্তিত হয়, সেই জন্য স্বামীজী আমাদের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে New Order of Monks অর্থাৎ, সন্ন্যাসীদের কালোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন॥৫॥

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) অপি তু (কিন্তু) এতানি (এই) কর্মাণি (কর্মসমূহ) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্তব্যানি (করা কর্তব্য)—ইতি (ইহা) মে (আমার) নিশ্চিতম্ (অবধারিত) উত্তমং মতম্ (উত্তম মত)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! পূর্বোক্ত যজ্ঞদানাদি কর্মের অনুষ্ঠানকালে কর্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদিফলকামনা ত্যাগ করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ ত্যাগ॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ পার্থ=পৃথা+অণ্। এতানি=এতদ্ (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **কর্মাণি**=কর্ম (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **সঙ্গম্**=সঞ্জ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্+ক্ত্বাচ্। **ফলানি**=ফল, ১মা বহুবচন। **কর্তব্যানি**=কৃ+তব্য (কর্মাণির বিশেষণ)। **ইতি**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ষষ্ঠী একবচন। **নিশ্চিতম্**=নিঃ+চি+ক্ত। **মতম্**=মন্+ক্ত। **উত্তমম্**=উৎ+তমপ্ (মতম্ এর বিশেষণ)॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি, তৎপ্রকারং দর্শয়ন্নাহ—এতান্যপীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তান্যেতান্যপ্যেবং কর্তব্যানি; কথম্? সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাধীনতয়া কর্তব্যানি; ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্তব্যানীতি মে মতং নিশ্চিতম্ অতএবোত্তমম্॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এতান্যপীতি। এতান্যপি তু কর্মাণি যজ্ঞদানতপাংসি পাবনান্যুক্তানি। সঙ্গমাসক্তিং তেষু ত্যক্ত্বা ফলানি চ তেষাং পরিত্যজ্য কর্তব্যানীত্যনুষ্ঠেয়ানীতি মে মম নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্রেতি প্রতিজ্ঞায় পাবনত্বং চ হেতুমুক্ত্বা—এতান্যপি কর্মাণি কর্তব্যানীত্যেতন্নিশ্চিতং মতমুত্তমমিতি প্রতিজ্ঞাতার্থোপসংহার এব। নাপূর্বার্থং বচনম্—এতান্যপীতি। প্রকৃতসন্নিকৃষ্টার্থত্বোপপত্তেঃ। সাসঙ্গস্য ফলার্থিনো বন্ধহেতব এতান্যপি কর্মাণি মুমুক্ষোঃ। কর্তব্যানীত্যপিশব্দস্যার্থঃ। ন ত্বন্যানি কর্মাণ্যপেক্ষ্যৈতান্যপীত্যুচ্যতে।

অন্যে তু বর্ণয়ন্তি—নিত্যানাং কর্মণাং ফলাভাবাৎ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চেতি নোপপদ্যতে। অত এতান্যপীতি যানি কাম্যানি কর্মাণি নিত্যেভ্যোঽন্যান্যেতান্যপি কর্তব্যানি। কিমূত যজ্ঞদানতপাংসি নিত্যানীতি?

তদসৎ। নিত্যানামপি কর্মণামিহ ফলবত্ত্বস্যোপপাদিতত্বাৎ—যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানীত্যাদিবচনেন। নিত্যান্যপি কর্মাণি বন্ধহেতুত্বাশঙ্কয়া জিহাসোর্মুমুক্ষোঃ কুতঃ কাম্যেষু প্রসঙ্গঃ? দূরেণ হ্যবরং কর্মেতি চ নিন্দিতত্বাৎ। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্রেতি চ কাম্যকর্মণাং বন্ধহেতুত্বস্য নিশ্চিতত্বাৎ। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ—ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ—ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তীতি চ। দূরব্যবহিতত্বাচ্চ। ন কাম্যেষ্বেতান্যপীতি ব্যপদেশঃ॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কাম্যকর্মেও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু তাহাতে স্বর্গভোগাদি ফলদানজন্য আত্মজ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধকতা হয়। যেমন, দেহ বলিয়াই পশুদেহ ও দেবদেহ একরূপ নহে এবং ইন্দ্রের দেবদেহের ভোগ্যবস্তু শূকরদেহে ভোগ করা যায় না, সেইরূপ কাম্যকর্ম চিত্তশুদ্ধিকারক হইলেও উহা ভোগোপযোগী মাত্র, জ্ঞান সাধনোপযোগী নহে। আমি যুবা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা ইত্যাদি রূপ অভিমানের নাম "সঙ্গ"। "সঙ্গ" ও "ফলকামনা" ত্যাগপূর্বক চিত্তশুদ্ধিকারক কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বলাই ভগবানের অভিপ্রায়॥৬॥

মন্তব্য ঃ যত দিন পর্যন্ত মন ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় না হয়, তত দিন যজ্ঞ-দান-তপ রূপ তিনটি কর্ম নিষ্কামভাবে করিতে হইবে। ইহাই মুক্তির পথে চলিবার সর্বোত্তম উপায়।

যজ্ঞাদি কর্মে দুই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ফলকামনা তো পরিত্যাগ করিতেই হইবে এবং যজ্ঞাদি কর্মও না করিয়া থাকিতে পারি না—এই ভাবটিকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে। দীর্ঘ কাল কোনো একটি কর্ম করিলে এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, তাহা কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। আত্মজ্ঞান হইয়া গেলেও অভ্যাসবশে পূর্বের কর্ম করিতেই হয়। কিন্তু সাধনার একটি অবস্থা আছে, যখন সর্বপ্রকার কর্মকেই বন্ধ রাখিতে হয়। আত্মজ্ঞান হইয়া গেলে পূর্বাভ্যাসবশতঃ কোনো কর্ম করিলেও আর পূর্বের মতো কোনো ভয়ের কারণ থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, কেরানি জেল হইতে বাহির হইয়া পুনরায় কেরানির কর্মই করিতে থাকে, স্ব-ভাবে॥৬॥

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ নিয়তস্য তু কর্মণঃ (কিন্তু নিত্যকর্মের) সন্ন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নহে)। মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য (সেই নিত্যকর্মের) পরিত্যাগঃ (পরিত্যাগ) তামসঃ (তামসিক বলিয়া) পরিকীর্তিতঃ (কথিত হয়)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কিন্তু নিত্যকর্ম ত্যাগ করা কোনোমতেই কর্তব্য নহে। মোহবশতঃ নিত্যকর্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ নিয়তস্য=নি-যম্+ক্ত, ৬ষ্ঠী একবচন, কর্মণঃ এর বিশেষণ। নিয়ত শব্দের অর্থ এখানে নিত্য, প্রতিনিয়ত। অর্থাৎ, প্রতিদিন নিয়ত বা নিয়মিতভাবে যে কর্ম করা হয়। **কর্মণঃ**=কৃ+মন্, (ভাবে) ৬ষ্ঠী একবচন। **সন্ন্যাসঃ**=সম্-নি-অস্+ঘঞ্, (পুং), ১মা একবচন। এখানে সন্ন্যাস শব্দের অর্থ পরিত্যাগ। **ন**=অব্যয়। **উপপদ্যতে**=উপ-পদ্+লট্ তে (পদ্ ধাতু দিবাদিগণীয় ও আত্মনেপদী)। **মোহাৎ**=মুহ্+ঘঞ্, ৫মী (হেতৌ) একবচন। **তস্য**=তদ্, ৬ষ্ঠী একবচন, "তাহার"

অর্থাৎ নিত্যকর্মের ত্যাগ। **তামসঃ**=তম+অসুন্=তমস্, তমস্+অণ্=তামস (পুং), ১মা একবচন, "ত্যাগঃ" শব্দের বিশেষণ। **পরিকীর্তিতঃ**=পরি-কৃৎ+ণিচ্+ক্ত (পুং), ১মা একবচন॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ; নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্মণঃ সন্ন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে—সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ; অতস্তস্য পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবং-লক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ, স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তস্মাদজ্ঞস্যাধিকৃতস্য মুমুক্ষোঃ—নিয়তস্যেতি। নিয়তস্য তু নিত্যস্য সংন্যাসঃ পরিত্যাগঃ কর্মণো নোপপদ্যতে। অজ্ঞস্য পাবনত্বস্যেষ্টত্বাৎ। মোহাদজ্ঞানাত্তস্য নিয়তস্য পরিত্যাগঃ—নিয়তং চাবশ্যং কর্তব্যং ত্যজ্যতে চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। অতো মোহনিমিত্তঃ পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ। মোহশ্চ তম ইতি॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কাম্যকর্ম বন্ধনের হেতু; এই জন্য আত্মজ্ঞানপিপাসু মুমুক্ষুগণ তাহা ত্যাগ করিবেন; কিন্তু নির্দোষ নিত্যকর্ম কোনোক্রমেই ত্যাজ্য নহে, বরং নিত্যকর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। নিত্যকর্ম বেদবিহিত, পরমার্থলাভের হেতু, ধর্মসাধনের পরমানুকূল ও অবশ্য অনুষ্ঠেয়। না বুঝিয়া অথবা হঠকারিতাবশতঃ এতাবৎ ত্যাগ করার নাম তামস ত্যাগ। নিত্য যজ্ঞকালে যজ্ঞস্থলের মার্জনায় ও হোমাদিতে কীটপতঙ্গ নাশের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীবহিংসা দেখিয়া হয়তো মনে হইবে যে, উহা অপকর্ম, সুতরাং কাম্যকর্মের ন্যায় নিত্যযজ্ঞ ত্যাজ্য; কিন্তু বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানে "হিংসা"জনিত পাপভাগী হইতে হয় না, কেননা দ্বেষপূর্বক দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্যের ফলই হিংসা—পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব, নিত্যকর্মান্তর্গত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কোনোরূপ পাপ হয় না, উহা নিতান্ত নির্দোষ ও পরমোপকারক॥৭॥

মন্তব্য ঃ ধর্মশাস্ত্র একটি Exact Science-এর গ্রন্থ। তাহাতে যে-প্রকারে জীবনযাপন করিবার প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে পালন না করিলে জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

আমি যখন বোধ করিব যে, আমার বাহিরের কোনো জিনিসে প্রয়োজন নাই, তখন আমার আর বাহিরের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজন থাকে না।

বর্তমানে (১৯৬০ সালে) সমগ্র ভারতবর্ষ তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নাই, যাহা এখন সুপরিচালিত হইতেছে বলা যায়। ইহার একমাত্র হেতু তমোগুণ। শরীররক্ষার সুব্যবস্থার অভাবে অনেকের শরীর তমোগুণে আচ্ছন্ন—তাই ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা কোনো কাজ ভালরূপে করিতে পারে না। কাহারো-বা মনে এত তমোগুণ যে, কর্ম সুসম্পাদনের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের হয় না। ভারতবাসীর প্রায় সকলেরই বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন। ভারতীয় মানবসমাজ গত সহস্র বৎসর যাবৎ বহু রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্মবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবের (family disintegration) মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে সংস্কৃতিবিহীন হইয়া

পড়িয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জীবন বাঁচাইবার জন্য এত ব্যস্ত যে, নিজের পুত্র-কন্যার শুভচিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ সাঙ্ঘাতিক অবস্থা ভারতবর্ষে কখনও হয় নাই। ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন, যত দিন পর্যন্ত মানুষ ঈশ্বরচিন্তায় এমন তন্ময় না হইবে যে, তাহার জীবনরক্ষার চিন্তাও করিতে পারিবে না, তত দিন তাহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে কখনও অবহেলা করা উচিত নহে॥৭॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কর্ম (কর্ম) দুঃখম্ ইতি এব যৎ (দুঃখকর বলিয়া) কায়ক্লেশভয়াৎ (কায়িক ক্লেশের ভয়ে) [যিনি] ত্যজেৎ (ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) [সেই] রাজসং ত্যাগং (রাজস ত্যাগ) কৃত্বা (করিয়া) ত্যাগফলং (প্রকৃত ত্যাগের ফল) ন এব লভেৎ (প্রাপ্ত হন না)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কর্মানুষ্ঠান কৃচ্ছ্রসাধ্য ইহা মনে করিয়া কায়িক ক্লেশভয়ে যে নিত্যকর্ম ত্যাগ করা হয়, তাহা রাজস ত্যাগ। রাজস ত্যাগ দ্বারা প্রকৃত ত্যাগের ফললাভ হয় না॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ যৎ=অব্যয় শব্দ, এখানে যৎ শব্দের অর্থ "যিনি" (ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকা)। **কর্ম**=কৃ+মনিন্ (ভাবে), ১মা একবচন। **দুঃখম্**=দুস্+খন্+ড=দুঃখম্, দুঃখ+অর্শাদিভ্যঃ অচ্=দুঃখম্ অর্থাৎ দুঃখকর। "কর্ম" শব্দ উদ্দেশ্য ও "দুঃখম্" শব্দ বিধেয় বিশেষণ। দুয়েতেই "ইতি" এই অব্যয় যোগে ১মা। **ইতি**=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **কায়ক্লেশভয়াৎ**=কায়ং-চি+ঘঞ্ (কর্মবাচ্যে); ক্লেশঃ= ক্লিশ্+ঘঞ্, ভয়ম্=ভী+অল্। কায়স্য ক্লেশঃ=কায়ক্লেশঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; কায়ক্লেশাৎ ভয়ম্= কায়ক্লেশভয়ম্—৫মী তৎপুরুষ, কায়ক্লেশভয়+হেতৌ ৫মী=কায়ক্লেশভয়াৎ। **ত্যজেৎ**=ত্যজ্+বিধিলিঙ্ যাৎ। **সঃ**=তদ্ কর্তায়, ১মা একবচন। **রাজসম্**=রঞ্জ্+অসুন্=রজস্, রজস্+অণ্=রাজসম্। **ত্যাগম্**= ত্যজ্+ঘঞ্, ২য়া (কর্মণি) একবচন। **ন**=অব্যয়। **ত্যাগফলম্**=ত্যাগস্য ফলম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া (কর্মণি) একবচন। **লভ্যেৎ**=লভ্+বিধিলিঙ্ যাৎ, পরস্মৈপদ আর্ষপ্রযোগ॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি। যঃ কর্তা আত্মবোধং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়ান্নিত্যং কর্ম ত্যজেদিতি যত্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসো, দুঃখস্য রাজসত্বাৎ; অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—দুঃখমিতি! দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াচ্ছরীর-দুঃখভয়াত্ত্যজেৎ—স কৃত্বা রাজসং রজোনির্বৃত্তং ত্যাগং—নৈব ত্যাগফলং জ্ঞানপূর্বকস্য সর্বকর্মত্যাগস্য ফলং মোক্ষাখ্যং লভেৎ নৈব লভতে॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্বোক্ত মোহের অভাব হইলেও কর্মাধিকারীর অন্তঃকরণশুদ্ধি না

হওয়ায় প্রযুক্ত অগ্নিহোত্র ও সান্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম শরীরের ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়। শারীরিক ক্লেশের ভয়ে বিহিতকর্মত্যাগ নিতান্ত অপ্রশস্ত। ইহাতে কোনোরূপ কল্যাণ সাধিত হয় না। বরং অযথোচিত ত্যাগজন্য জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ফলে বঞ্চিত হইতে হয়॥৮॥

মন্তব্য ঃ প্রত্যেক মানুষ নিজের কর্মফলে কোনো বিশেষ স্থানে, বিশেষ পরিবারে, বিশেষ সময়ে জন্মগ্রহণ করে। সেইসব স্থান, কাল কষ্টদায়ক হইলেও সহ্য করিয়া উন্নতির চেষ্টা করা কর্তব্য। দুঃখের ভয়ে কর্মত্যাগকে escapism বলে। তাহাতে মানুষের বিবর্তন হইতে পারে না। নিজ কৃতকর্মের ফলভোগ নিঃশেষ না হইলে কিছুতেই অবস্থান্তর উপস্থিত হইতে পারে না—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম॥৮॥

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) সঙ্গং (আসক্তি) ফলং চ এব (ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্যম্ (কর্তব্য) ইতি এব (এইরূপই ভাবিয়া) যৎ (যে) নিয়তং কর্ম (নিত্যকর্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়), সঃ ত্যাগঃ (সেই ত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া) মতঃ (কথিত হয়)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কর্তব্যবোধে কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্মে আসক্তি ও কর্মফলকামনা পরিত্যাগ করার নামই সাত্ত্বিক ত্যাগ॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **সঙ্গম্**=সঞ্জ্+ঘঞ্ (ভাবে) (পুং), ২য়া একবচন। **ফলম্**=ফল+অচ্ কর্তৃবাচ্যে (ক্লীব), ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্+ক্ত্বাচ্। **কার্যম্**=কৃ+ণ্যৎ (ক্লীব), "ইতি" অব্যয় যোগে ১মা। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন, "কর্ম" বিশেষণ। **নিয়তং কর্ম**=নিত্যং কর্ম=নি-যম্+ক্ত=নিয়ত, কৃ+মনিন্=কর্মন্, নিয়তং কর্ম—উক্তে কর্মণি ১মা। **ক্রিয়তে**=কৃ+কর্মণি লট্ তে। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। "ত্যাগঃ" শব্দের সর্বনাম বিশেষণ। **ত্যাগঃ**=ত্যজ্+ঘঞ্, কর্মণি ১মা একবচন। **মতঃ**=মন্+কর্মবাচ্যে ক্ত, ১মা একবচন। **সাত্ত্বিকঃ**=অস্+শতৃ=সৎ, সৎ+ত্ব=সত্ত্ব, সত্ত্ব+ঠক্=সাত্ত্বিক (পুং), ১মা একবচন। ত্যাগের বিধেয় বিশেষণ॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্যমিতি। কার্যমিত্যেব বুদ্ধা নিয়তমবশ্যং কর্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম সঙ্গং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যত্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কঃ পুনঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগ ইতি? —আহ—কার্যমিতি। কার্যং কর্তব্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং নিত্যং ক্রিয়তে নির্বর্ত্যতে—হে অর্জুন সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব। নিত্যানাং কর্মণাং ফলবত্ত্বে ভগবদ্বচনং প্রমাণমবোচাম। অথবা যদ্যপি ফলং ন শ্রূয়তে নিত্যস্য কর্মণস্তথাপি নিত্যং কর্ম কৃতমাত্মসংস্কারং প্রত্যবায়পরিহারং বা ফলং করোত্যাত্মন ইতি কল্পয়ত্যেবাজ্ঞঃ। তত্র তামপি কল্পনাং নিবারয়তি—ফলং ত্যক্ত্বেত্যনেন। অতঃ সাধূক্তং—সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চেতি। স ত্যাগো নিত্যকর্মসু সঙ্গফলপরিত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বনির্বৃত্তো মতোঽভিমতঃ।

ননু কর্মপরিত্যাগস্ত্রিবিধঃ সংন্যাস ইতি চ প্রকৃতম্। তত্র তামসো রাজসশ্চোক্তস্ত্যাগঃ। কথমিহ সঙ্গফলত্যাগস্তৃতীয়ত্বেনোচ্যতে? যথা ত্রয়ো ব্রাহ্মণা আগতাঃ। তত্র ষড়ঙ্গবিদৌ দ্বৌ। ক্ষত্রিয়স্তৃতীয় ইতি। তদ্বৎ।

নৈষ দোষঃ। ত্যাগসামান্যেন স্তুত্যর্থত্বাৎ। অস্তি হি কর্মসংন্যাসস্য ফলাভিসন্ধিত্যাগস্য চ ত্যাগত্বসামান্যম্। তত্র রাজসতামসত্বেন কর্মত্যাগনিন্দয়া কর্মফলাভিসন্ধিত্যাগঃ সাত্ত্বিকত্বেন স্তূয়তে—স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মত ইতি॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, সে পর্যন্ত কর্মাধিকারী "অগ্নিহোত্রং জুহোতি", "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এইরূপ বেদবিধি পালন করা কর্তব্যবোধে কর্মানুষ্ঠান করিবেন। আমি কর্ম করিতেছি—এইরূপ অভিমান এবং আমার এইরূপ ফলসিদ্ধি হইবে—এইরূপ কামনা—সাত্ত্বিক ব্যক্তি মনে মনে পোষণ করিবেন না। "স্বর্গকামো যজেত", "পুত্রকামো যজেত", "পশুকামো যজেত" ইত্যাদি বচনে কাম্যকর্মের স্বরূপ ফলাভিসন্ধি লিখিত আছে। অগ্নিহোত্র, সান্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্মে সেইরূপ কোনো অভিসন্ধি নাই। বরং উহা না করিলে ক্ষতি আছে। যথা শ্রুতি, "অকৃত্বা বৈদিকং নিত্যং প্রত্যবায়ী ভবেন্নরঃ"—বেদ-প্রতিপাদিত সান্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম না করিলে কর্মাধিকারী প্রত্যবায়ভাগী হন। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"একাহং জপহীনস্তু সন্ধ্যাহীনো দিনত্রয়ম্।
দ্বাদশাহমনগ্নিশ্চ শূদ্র এব ন সংশয়ঃ॥"

যে দ্বিজ এক দিন ইষ্টমন্ত্র বা গায়ত্রী জপ না করেন, যিনি তিন দিন পর্যন্ত সন্ধ্যাবর্জিত থাকেন এবং যিনি দ্বাদশ দিন পর্যন্ত অগ্নিহোত্র না করেন, তাঁহাকে নিশ্চয় শূদ্র বলিয়া জানিবে॥

"তস্মান্ন লঙ্ঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
উল্লঙ্ঘয়তি যো মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

অতএব, সমাহিতচিত্তে প্রাতঃ ও সায়ংকালে সন্ধ্যানিয়ম কখনও লঙ্ঘন করিবে না। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে, তাহার নিশ্চয় নরকে গতি হইয়া থাকে।

স্থানান্তরে ইহাও লিখিত আছে—

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"[১]

যিনি সংযতচিত্তে নিয়মপূর্বক সান্ধ্যোপাসনাদি করেন, তিনি পাপমুক্ত হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সাত্ত্বিক কর্মাধিকারিগণ নিত্যকর্মের এই সকল উপাদেয় ফল থাকিতেও তাহা আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। কেননা, যাহা বিনা প্রার্থনায় পাওয়া যায়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার আকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন? আকাঙ্ক্ষা করিলে জীবকে সংসারপাশে আবদ্ধ হইতে হয়॥৯॥

---

১ একাদশীতত্ত্বে রঘুনন্দনধৃতং যমবচনম্

মন্তব্য ঃ এই জগতের রহস্য না জানিলে এই জগতের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব। যে যেরূপ কর্ম করিয়াছে, সে তদনুযায়ী অবস্থা লাভ করে। সেই অবস্থার সুখ-দুঃখ ভোগ না করিলে কর্মক্ষয় হয় না। সামান্য একটু ভোগ বাকি থাকিলে আবার জন্মাইতে হয়। সুতরাং, অতীত-কর্মের ফল ভোগ করিয়া কর্মক্ষয় করাই কর্তব্য। আর বর্তমান-কর্ম যাহাতে নতুন কোনো ফলসৃষ্টি করিতে না পারে, তজ্জন্য মনকে সম্পূর্ণ নিষ্কাম করিয়া ফেলিতে হইবে। সেই জন্য ভগবান বলিয়াছেন, "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" অর্থাৎ, আমার কৃতকর্মের ফল ভগবচ্চরণে অর্পণ করিলে আমাকে আর কর্মফল ভোগ করিতে হইবে না। কর্মের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের ইহাই একমাত্র কৌশল॥৯॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণবিশিষ্ট) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়রহিত) মেধাবী (জ্ঞানী) ত্যাগী (ত্যাগশীল ব্যক্তি) অকুশলং (দুঃখকর) কর্ম (কর্মের প্রতি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) [এবং] কুশলে (শুভকর কর্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সাত্ত্বিকত্যাগযুক্ত পুরুষ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, মেধাবী (তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ) ও সর্বসংশয়বর্জিত হন। তাঁহার দুঃখকর কার্যে দ্বেষ ও প্রীতিকর কার্যে অনুরাগ থাকে না॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **সত্ত্ব-সমাবিষ্টঃ**=সত্ত্ব-সম্-আ-বিশ্+ক্ত; সত্ত্বেন সমাবিষ্টঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **ছিন্ন-সংশয়ঃ**=ছিদ্+ক্ত=ছিন্ন, সম্+শী-অল্ (ভাবে)=সংশয়; ছিন্নঃ সংশয়ঃ যস্য সঃ=ছিন্নসংশয়ঃ—বহুব্রীহি। **মেধাবী**=মেধা+বিন্=মেধাবিন্, ১মা একবচনে মেধাবী। **ত্যাগী**=ত্যজ্+ঘিনুণ্=ত্যাগী। **অকুশলম্**=কুশ+লা+ড=কুশলম্ (কল্যাণম্), ন কুশলম্=অকুশলম্—নঞ্ তৎপুরুষ। **কর্ম**=কৃ+মনিন্ (ক্লীব), ২য়া একবচন, দ্বেষ্টি ক্রিয়ার কর্ম। **কুশলে**=কুশল, ৭মী একবচন। ন=অব্যয়। **অনুষজ্জতে**=অনু-সস্জ্+লট তে, (সস্যষ ঃ সূত্রানুসারে প্রথম "স" "ষ"-য়ে রূপান্তরিত হয় তারপর ২য় স স্থানে "জ" হয়= ষজ্জতে)॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবংভূত-সাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে চ সুখকরে কর্মণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি; তত্র হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ; যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে, স্বর্গাদি সুখঞ্চ ত্যজতি, তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ; অতএব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরুপাদিৎসা[1] পরিজিহীর্ষা লক্ষণং যস্য সঃ॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্ত্বধিকৃতঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলাভিসন্ধিং চ নিত্যং কর্ম করোতি তস্য

১ উপাদিৎসা—আদান বা গ্রহণের ইচ্ছা

ফলরাগাদিনাঽকলুষীক্রিয়মাণমন্তঃকরণং নিত্যৈশ্চ কর্মভিঃ সংস্ক্রিয়মাণং বিশুধ্যতি। তদ্বিশুদ্ধং প্রসন্নমাত্মালোচনক্ষমং ভবতি। তস্যৈব নিত্যকর্মানুষ্ঠানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণস্যাত্মজ্ঞানাভিমুখস্য ক্রমেণ যথা তন্নিষ্ঠা স্যাত্তদ্বক্তব্যমিত্যাহ—ন দ্বেষ্টীতি। ন দ্বেষ্ট্যকুশলমশোভনং কাম্যং কর্ম শরীরারম্ভদ্বারেণ সংসারকারণম্। কিমনেনেত্যেবম্। কুশলে শোভনে নিত্যে কর্মণি সত্ত্বশুদ্ধি-জ্ঞানোৎপত্তিতন্নিষ্ঠাহেতুত্বেন মোক্ষকারণমিদমিত্যেবং নানুষজ্জতে। তত্রাপি প্রয়োজনমপশ্যন্ননুষঙ্গং প্রীতিং ন করোতীত্যেতৎ। কঃ পুনরসৌ? ত্যাগী। পূর্বোক্তেন সঙ্গফলপরিত্যাগেন তদ্বাংস্ত্যাগী। যঃ কর্মণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা তৎফলং চ নিত্যকর্মানুষ্ঠায়ী স ত্যাগী। কদা পুনরসাবকুশলং কর্ম ন দ্বেষ্টি? কুশলে চ নানুষজ্জত ইতি? উচ্যতে—সত্ত্বসমাবিষ্টো যদা সত্ত্বেনাত্মানাত্মবিবেকবিজ্ঞানহেতুনা সমাবিষ্টঃ সংব্যাপ্তঃ। সংযুক্ত ইত্যেতৎ। অত এব চ মেধাবী মেধয়াত্মজ্ঞানলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া সংযুক্তঃ। মেধাবিত্বাদেবচ্ছিন্নসংশয়ঃ। ছিন্নসংশয়ঃ—ছিন্নোঽবিদ্যাকৃতঃ সংশয়ো যস্য। আত্ম-স্বরূপাবস্থানমেব পরং নিঃশ্রেয়সসাধনম্। নান্যৎ কিঞ্চিদিত্যেবং নিশ্চয়েনচ্ছিন্নসংশয়ঃ। যোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ পূর্বোক্তেন প্রকারেণ কর্ম-যোগানুষ্ঠানেন ক্রমেণ সংস্কৃতাত্মা সন্ জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন সম্বুদ্ধঃ। স সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্নাসীনো নৈষ্কর্ম্যলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠামশ্নুত ইত্যেতৎ। পূর্বোক্তস্য কর্মযোগস্য প্রয়োজনমনেন শ্লোকেনোক্তম্॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া সাত্ত্বিকত্যাগপরায়ণ হন, সত্ত্বগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে। আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে বিকশিত হয়। বিবেকবৈরাগ্য শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি, মুমুক্ষুতা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তত্ত্বমসি[১] মহাবাক্যবিচারজনিত ব্রহ্মাত্ম-সাক্ষাৎকারজ্ঞানরূপ মেধা তাঁহাতে প্রকাশিত হয় এবং অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য তাঁহার সর্বপ্রকার সংশয় নিরাকৃত হইয়া যায়। তিনি কর্তৃত্ব—ভোক্তৃত্বাদি—অভিমানবর্জিত হইয়া মুক্তিপদলাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক ত্যাগই মহাফলপ্রদ। অতএব, প্রযত্নপূর্বক এইরূপ ত্যাগ অভ্যাস করাই কর্তব্য॥১০॥

মন্তব্য ঃ যিনি সৃষ্টির রহস্য বুঝিয়াছেন, তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারেন যে, মনকে বাসনাহীন করিলে এই জগতের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। কেবল প্রারব্ধকর্মটি সম্পূর্ণ অনুদ্বিগ্নমনে ভোগ করিয়া যাইতে পারিলেই হইল। ভগবচ্চিন্তায় প্রারব্ধকর্মেরও জোর কমিয়া যায়।

"সত্ত্বসমাবিষ্টঃ"—যাঁহার দেহ-মন-বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহার নিত্যানিত্য বিবেক উপস্থিত হয়। তাহার ফলে তিনি হন ত্যাগী অর্থাৎ যাহাতে আত্মার কোনো বন্ধন হয়, তাহা স্বীকার করেন না। তিনি কঠোর সংযমী হন, তাই তাঁহার মেধাশক্তি স্ফুরিত হয়। এবং তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি দ্বারা জগতের কোনো বস্তুর উপর তাঁহার বিন্দুমাত্র উপাদেয় বুদ্ধি থাকে না। তাই তিনি "ছিন্নসংশয়ঃ"॥১০॥

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৮/৭

**ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥১১॥**

অন্বয়বোধিনী ঃ দেহভৃতা (দেহাভিমানী ব্যক্তি) অশেষতঃ (নিঃশেষ-রূপে) কর্মাণি (কর্মসমূহ) ত্যক্তুং (ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যম্ (সমর্থ হন না)। যঃ তু (যিনি) কর্মফলত্যাগী (কর্মফলের কামনা ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) ত্যাগী ইতি (ত্যাগী বলিয়া) অভিধীয়তে (কথিত হন)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দেহাভিমানী পুরুষ একেবারে কখনোই সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। এই জন্য যিনি কর্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **ন**=অব্যয়। **হি**=অব্যয়। **দেহভৃতা**=দিহ্+ঘঞ্=দেহঃ, দেহং বিভর্ত্তি ইতি দেহ; ভৃ+ক্বিপ্=দেহভৃৎ—উপপদ তৎপুরুষ, ৩য়া (অনুক্তে কর্তরি) একবচনে দেহভৃতা। **অশেষতঃ**=শিষ্+ঘঞ্=শেষঃ; ন শেষঃ=অশেষঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, অশেষ+তস্ (তৃতীয়ায়াং তসিল্)। **ত্যক্তুম্**=ত্যজ্+তুমুন্। **শক্যম্**=শক্+যৎ। **যঃ**=যদ্, ১মা একবচন (কর্তরি)। **তু**=অব্যয়। **কর্মফলত্যাগী**=কৃ+মনিন্=কর্ম, ফল+অচ্ (কর্তরি)=ফলম্, ত্যজ্+ঘিনুণ্=ত্যাগী, কর্মণঃ ফলম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ=কর্মফলম্, কর্মফলং ত্যজতি ইতি কর্মফলত্যাগী—উপপদ তৎপুরুষ। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **ত্যাগী**=ত্যজ্+ঘিনুণ্। **ইতি**=অব্যয়। **অভিধীয়তে**=অভি-ধা+কর্মবাচ্যে লট্ তে॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বেবম্ভূতাৎ কর্মফলত্যাগাদ্বরং সর্বকর্মত্যাগস্তথা সতি কর্মবিক্ষেপা-ভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখং সংপদ্যতে? তত্রাহ—ন হীতি। দেহভৃতা দেহাভিমানবতা নিঃশেষেণ সর্বাণি কর্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যানি; তদুক্তং "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ" (৩/৫) ইত্যাদিনা। তস্মাদ্যস্তু কর্মাণি কুর্বন্নপি কর্মফলত্যাগী, স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যঃ পুনরধিকৃতঃ সন্ দেহাত্মাভিমানিত্বেন দেহভৃদজ্ঞোঽবাধিতাত্মকর্তৃত্ব-বিজ্ঞানতয়াঽহং কর্তেতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তস্যাশেষকর্মপরিত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ কর্মফলত্যাগেন চোদিত-কর্মানুষ্ঠান এবাধিকারঃ। ন তত্ত্যাগ ইতি। এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—ন হীতি। ন হি যস্মাদ্দেহভৃতা—দেহং বিভর্তীতি দেহভৃৎ। দেহাত্মাভিমানবান্ দেহভৃদুচ্যতে। ন বিবেকী। স হি বেদাবিনাশিনমিত্যাদিনা কর্তৃত্বাধিকারান্নিবর্তিতঃ। অতস্তেন দেহভৃতাঽজ্ঞেন ন শক্যং ত্যক্ত্যং সংন্যসিতুং কর্মাণ্যশেষতো নিঃশেষেণ। তস্মাদ্যস্ত্বজ্ঞোঽধিকৃতো নিত্যানি কর্মাণি কুর্বন্ কর্মফলত্যাগী কর্মফলাভিসন্ধিমাত্রসংন্যাসী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে কর্ম্যপি সন্নিতি স্তুত্যভিপ্রায়েণ। তস্মাৎ পরমার্থদর্শিত্বেনৈবাদেহভৃতা দেহাত্ম ভাবরহিতেনাশেষকর্মসংন্যাসঃ শক্যতে কর্তুম্॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যত দিন পর্যন্ত আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ, ইত্যাকার অভিমান কর্মাধিকারীর হৃদয় হইতে দূরীভূত না হয়, তত দিন পর্যন্ত রাগদ্বেষাদি মনুষ্যহৃদয়কে পরিত্যাগ করে না। এই জন্য দেহিগণ অজ্ঞানাবিষ্ট হইলেও কেবল ফল-কামনা ত্যাগ করিতে

পারিলেই ত্যাগী বলিয়া কথিত হন। অর্থাৎ, কর্মী বস্তুতঃ অত্যাগী হইলেও ফলকামনাত্যাগজন্য ত্যাগীর ন্যায় প্রশংসাভাজন হইলেন। পরমার্থদর্শী তত্ত্ববেত্তা পুরুষকেই প্রকৃত ত্যাগী বলিতে হইবে॥১১॥

মন্তব্য ঃ যত দিন দেহ থাকিবে, তত দিন প্রাকৃতিক নিয়মে দেহ-মন আপনা হইতে চলিতে থাকিবে। দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইলেও প্রারব্ধবশতঃ দেহের কর্ম চলিতে থাকিবে। যেমন মথুরাদাস। তাঁহার শরীরে ঠান্ডা লাগিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে—প্রাকৃতিক নিয়মে। তাহা দেখিয়া একব্যক্তি বলিল, তুমি শীতে কাঁপিতেছ। তিনি উত্তর করিলেন ঃ "অন্দর হিল্‌তা নেহি।" কাজেই সংসারভোগের বাসনা দূর করিয়া দিলে দেহ-মনের কর্ম জীবাত্মাকে লিপ্ত করিতে পারে না। সাধারণতঃ অজ্ঞ লোক কাজ না করিলে আরামে থাকা যায় ভাবিয়া কর্মত্যাগের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু ভগবান বারংবার বাসনাত্যাগের দিকেই সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। বাসনা সম্পূর্ণ দূর হইলেই অর্থাৎ প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে কর্ম যথাসময়ে আপনা হইতেই চিরকালের জন্য খসিয়া পড়ে॥১১॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অত্যাগিনাং (অত্যাগিগণের) প্রেত্য (দেহপাতের পর) অনিষ্টম্ (অসুখকর) ইষ্টং (সুখকর) মিশ্রং চ (এবং সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত) [এই] ত্রিবিধং (তিন প্রকার) কর্মণঃ (কর্মের) ফলং (ফল) ভবতি (হইয়া থাকে)। তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (সন্ন্যাসীদিগের) ন ক্বচিৎ (কখনোই হয় না)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অত্যাগিগণ মরণানন্তর অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্র কর্মসকলের ফল ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসিগণ এতৎ ত্রিবিধ কর্মের ফলভোগভাগী হন না॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ **অনিষ্টম্**=নঞ্-ইষ্+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইষ্টম্**=ইষ্+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **মিশ্রম্**=মিশ্র+অণ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ত্রিবিধম্**=তিস্রঃ বিধাঃ যস্য তৎ=ত্রিবিধম্—বহুব্রীহি। **কর্মণঃ**=কর্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ফলম্**=ফল+অচ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অত্যাগিনাম্**=ত্যজ্+ঘিনুণ্=ত্যাগী, ন ত্যাগী=অত্যাগী—নঞ্ তৎপুরুষ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **প্রেত্য**=প্র-ই+ল্যপ্। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **তু**=অব্যয়। **সন্ন্যাসিনাম্**=সম্-ন্যস্+ঘঞ্=সন্ন্যাসঃ; সন্ন্যাস+ইন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **ক্বচিৎ**=কিম্ শব্দের ৭মী "কস্মিন্"এর স্থানে ক্ব হয়। অর্থ—কোনো স্থানে বা কোনো কালে। ক্ব+চিৎ=ক্বচিৎ॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতস্য কর্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্, ইষ্টং দেবত্বং, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্ এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধং; তৎ সর্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি, তেষাং ত্রিবিধকর্মসম্ভবাৎ,

ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিদপি ভবতি; সন্ন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্মফলত্যাগিনো গৃহ্যন্তে "অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ" (৬/১), ইত্যেবমাদৌ কর্মফলত্যাগিষু সন্ন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ; তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ ত্রিবিধমপি কর্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনং যৎ সর্বকর্মপরিত্যাগাৎ স্যাদিতি? উচ্যতে—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নরকতির্যগাদিলক্ষণম্। ইষ্টং দেবাদিলক্ষণম্। মিশ্রমিষ্টানিষ্টসংযুক্তং মনুষ্যলক্ষণং চ। এবং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং কর্মণো ধর্মাধর্মলক্ষণস্য ফলং বাহ্যানেককারকব্যাপারনিষ্পন্নং সদবিদ্যাকৃতমিন্দ্রজালমায়োপমং মহামোহকরং প্রত্যগাত্মোপসর্পীব—ফল্গুতয়া লয়মদর্শনং গচ্ছতীতি ফলনির্বচনং—তদেতদেবংলক্ষণং ফলং ভবত্যত্যাগিনামজ্ঞানাং কর্মিণামপরমার্থসংন্যাসিনাং প্রেত্য শরীরপাতাদূর্দ্ধম্। ন তু সংন্যাসিনাং—পরমার্থসংন্যাসিনাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং কেবলজ্ঞাননিষ্ঠানাং ক্বচিৎ। ন হি কেবলসম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠাঽবিদ্যাদি-সংসারবীজং নোন্মূলয়ন্তি কদাচিদিত্যর্থঃ॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ স্বর্গাদিফলকামনাত্যাগী হইলেও আত্মজ্ঞানাভাব প্রযুক্ত "গৌণ সন্ন্যাসী" বা অত্যাগী বলিয়া কথিত হন। এই অত্যাগী মনুষ্যের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবার পূর্বে মৃত্যু হইলে তাঁহাকে শরীরান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় এবং পাপকর্মজন্য তির্যগাদি দেহ বা নরক, পুণ্যকর্মজন্য দেবদেহ বা স্বর্গ ও পাপপুণ্যমিশ্রিতকর্মজন্য মানবদেহ বা মর্ত্যধাম লাভ করিয়া দুঃখ-সুখাদি ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যে মুখ্যসন্ন্যাসিগণ দেহাত্মবুদ্ধি পরিহারপূর্বক ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-জন্য কার্যসহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় "বিদেহকৈবল্য" প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিধিপূর্বক কর্ম পরিত্যাগ করিয়া যে পরমহংস পরিব্রাজকগণ ব্রহ্মাত্মভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই মুখ্য সন্ন্যাসী। তাঁহাদের দেহান্ত হইলে ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র ফলের সম্পূর্ণ অভাবপ্রযুক্ত অদৃষ্ট বা সংস্কার জন্মিতে না পারায় কোনোপ্রকার ভোগায়তন শরীর তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারে না। অজ্ঞানই জন্ম-জন্মান্তরের হেতু। অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হইলে পুনর্দেহধারণের আশঙ্কা কোথায়? ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে লিখিয়াছেন—"তদধিগম উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ"[১]—প্রত্যক্ অভিন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপরায়ণ তত্ত্ববেত্তা পুরুষের পূর্বসঞ্চিত কর্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে ভবিষ্যৎ-দেহের জন্য কর্মফলরূপ সংস্কাররাশি সঞ্চিত হইতে পারে না। নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিলে জীবের অনিষ্ট ফল ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে বৈধ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাদি ফলকামনা ত্যাগ করিলে ইষ্টফল ভোগার্থ দেহধারণ করিতে হয় না।

"মোক্ষার্থী ন প্রবর্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া॥"

মুমুক্ষু ব্যক্তি কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু যে নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া না করিলে প্রত্যবায় হয়, সেই কার্যগুলি মাত্র প্রত্যবায়পরিহারার্থ অনুষ্ঠান করিবেন। দেহাভিমানী

১ ব্রহ্মসূত্রম্, ৪/১/১৩

কর্মিগণ সাধারণতঃ সকাম ও নিষ্কাম—এই দুই ভাগে বিভক্ত। সকাম কর্মীর জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহ অনিবার্য। নিষ্কাম কর্মীর বা গৌণ সন্ন্যাসীর আত্মজ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত পুনরাবর্তনের আশঙ্কা থাকে। আর যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্ব কর্ম পরিত্যাগপূর্বক "বিবিদিষাসন্ন্যাস" গ্রহণ করিয়াছেন, সেই তত্ত্ববেত্তা পুরুষগণ অবিদ্যামায়াসম্পর্করহিত হওয়ায় কৈবল্যপদ লাভ করিয়া থাকেন॥১২॥

মন্তব্য ঃ যাহারা বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা বাধ্য হইয়াই কর্ম করে এবং তাহার ফলে কেহ স্বর্গে যায়, কেহ মনুষ্যলোকে জন্মায়, কেহ-বা নরকগামী হয়। কিন্তু যাঁহারা নির্বাসনা হইতে পারেন, তাঁহাদের প্রারব্ধ সংস্কারবশে কৃতকর্মও কোনো ফলই উৎপাদন করিতে পারে না।

"সন্ন্যাসিনাম্"—ফল ও আসক্তি ত্যাগী যাঁহারা, তাঁহাদের॥১২॥

পঞ্চেমানি[১] মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাবাহো (হে মহাবাহো!) কৃতান্তে সাংখ্যে (তত্ত্বসিদ্ধান্তে) সর্বকর্মণাং (সকল কর্মের) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধির জন্য) প্রোক্তানি (কথিত) ইমানি (এই) পঞ্চ (পঞ্চবিধ) কারণানি (কারণসমূহ) মে (আমার নিকট) নিবোধ (অবগত হও)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহাবাহো! সর্বকর্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে যে পঞ্চবিধ কারণ নিরূপিত আছে, তাহা তুমি আমার বচনানুরূপ যথাক্রমে পরিজ্ঞাত হও॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **পঞ্চেমানি**=পঞ্চ+ইমানি, ইমানি=ইদম্ (ক্লীব), ১মা বহুবচন, "কারণানি"র সহিত অন্বয়। **মহাবাহো**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ=মহাবাহুঃ—বহুব্রীহি, সম্বোধনে ১মা। **কৃতান্তে**=কৃতানাং কর্মণাং কর্মকাণ্ডস্য ইত্যর্থঃ অন্তে শেষে। **সাংখ্যে**=সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বম্ অনয়া ইতি, সংখ্যা=সম্যক্ জ্ঞানং; তস্যাং প্রকাশমানম্ আত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্ ইতি—শ্রীধরস্বামী টীকা। এখানে সাংখ্য শব্দ দ্বারা বেদান্ত উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। **সিদ্ধয়ে**=সিধ্+ক্তিন্=সিদ্ধি, ৪র্থী একবচন (নিমিত্তার্থে)। **প্রোক্তানি**=প্র-ব্রূ+ক্ত (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **কারণানি**=কৃ-ণিচ্+অনট্ (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **মে**=অস্মদ্ ৬ষ্ঠী একবচন। ৫মী স্থলে বিবক্ষয়া ৬ষ্ঠী, আমার নিকট হইতে। **নিবোধ**=নি-বুধ্+লোট্ হি॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু কর্ম কুর্বতঃ কর্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহংকারস্য কর্মলেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। সর্বকর্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি মে বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্য-

১ পঞ্চৈতানি—ইতি পাঠান্তরম্

মেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেষাং স্তুত্যর্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানং তস্মিন্ প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যস্তস্মিন্ কৃতং কর্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ; যদ্বা, সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যং কৃতোঽন্তো নির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব; তস্মিন্ প্রোক্তানি; অতঃ সম্যক্ নিবোধেত্যর্থঃ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অতঃ পরমার্থদর্শিন এবাশেষকর্মসংন্যাসিত্বং সম্ভবতি। অবিদ্যাঽধ্যারোপিতত্বাদাত্মনি ক্রিয়াকারকফলানাম্। ন ত্বজ্ঞস্যাধিষ্ঠানাদীনি ক্রিয়াকর্তৃকারকাণ্যাত্মত্বেন পশ্যতোঽশেষকর্মসংন্যাসঃ সম্ভবতি। তদেতদুত্তরৈঃ শ্লোকৈর্দশয়তি—পঞ্চেতি। পঞ্চেমানি বক্ষ্যমাণানি হে মহাবাহো কারণানি নির্বর্তকানি। নিবোধ মে মম। ইত্যুত্তরত্র চেতঃসমাধানার্থং বস্তুবৈষম্যপ্রদর্শনার্থং চ। তানি চ কারণানি জ্ঞাতব্যতয়া স্তৌতি—সাংখ্যে। জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সংখ্যায়ন্তে যস্মিঞ্ছাস্ত্রে তৎ সাংখ্যং বেদান্তঃ। কৃতান্ত ইতি তস্যৈব বিশেষণম্। কৃতমিতি কর্মোচ্যতে। তস্যান্তঃ পরিসমাপ্তির্যত্র স কৃতান্তঃ। কর্মান্ত ইত্যেতৎ। যাবানর্থ উদপানে—সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যত ইত্যাত্মজ্ঞানে সঞ্জাতে সর্বকর্মণাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি। অতস্তস্মিন্নাত্মজ্ঞানার্থে সাংখ্যে কৃতান্তে বেদান্তে প্রোক্তানি কথিতানি সিদ্ধয়ে নিষ্পত্ত্যর্থং সর্বকর্মণাম্॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ লৌকিক বা বৈদিক আদি যত প্রকার কর্ম আছে, তত্তাবৎ সুসিদ্ধির জন্য অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণ অর্জুনকে সাবধান হইয়া শ্রবণ করিবার জন্য ভগবান সতর্ক করিতেছেন। কেননা, এই বিষয় দুর্বিজ্ঞেয় না হইলেও সর্বজ্ঞ ভগবানের উপদেশ সমাহিতচিত্তে না শুনিলে বুঝিতে পারা যায় না। "মহাবাহো" সম্বোধনের দ্বারা ভগবান অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব ও সামর্থ্যশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। পাছে অর্জুন অধিষ্ঠানাদি কারণগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের নিজ কল্পিত মনে করেন, এই জন্য ভগবান সেগুলিকে বেদান্তসিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। যে বেদান্তশাস্ত্রে আত্মানাত্মজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মননাদি দ্বারা জীবের মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই শাস্ত্রে যে অধিষ্ঠানাদি কারণ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা যে নিঃসংশয় ও ভ্রান্তিশূন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্তশাস্ত্র অনাত্মমূলক কর্মের পঞ্চ কারণ প্রতিপাদনার্থ প্রবৃত্ত হন নাই। কেবল অসঙ্গ আত্মাতে কর্মের অসম্বন্ধতা প্রতিপাদনার্থ এই মায়াকল্পিত পঞ্চ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র॥১৩॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা কর্তা (অন্তঃকরণ) পৃথগ্বিধং করণং চ (পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ (নানাবিধ) পৃথক্ চেষ্টাঃ চ (পৃথক পৃথক চেষ্টা) অত্র (এই কারণসমূহের মধ্যে) পঞ্চমং (পঞ্চমস্থানীয়) দৈবম্ এব চ (দৈব—ধর্মাধর্ম-সংস্কার)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অধিষ্ঠান, কর্তা, নানাবিধ করণ, নানাবিধ চেষ্টা এবং এতৎকারণসমূহের সহিত দৈব—এই পাঁচটি কর্মের কারণস্বরূপ॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ চৈবাত্র=চ+এব+অত্র। **অধিষ্ঠানম্**=অধি-স্থা+অনট্। **তথা**=তদ্+থাল্। **কর্তা**=কৃ+তৃচ্ (কর্তৃবাচ্যে)। **করণম্**=কৃ+অনট্ (করণবাচ্যে)। **চ**=অব্যয়। **পৃথগ্বিধম্**=পৃথ্+কক্=পৃথক্—(কর্মবাচ্যে), পৃথক্ বিধা যস্য তৎ=পৃথগ্বিধম্—বহুব্রীহি। **বিবিধাঃ**=বি-বিশিষ্টা, বিধা যাসাং তাঃ=বিবিধাঃ—বহুব্রীহি, (স্ত্রী) ১মা বহুবচন। **পৃথক্**=পৃথ্+কক্। **চেষ্টাঃ**=চেষ্ট্+অঙ্ (ভাবে) চেষ্টা, ১মা বহুবচন। **দৈবম্**=দিব্+ঘঞ্=দেবঃ, দেব+অণ্ (স্বার্থে)=দৈবম্। **এব**=অব্যয়। **অত্র**=ইদম্+সপ্তম্যাং ত্রল্ (৭মী তে ত্রল্ প্রত্যয়)। **পঞ্চমম্**=পঞ্চম+ম=পঞ্চমম্ (ক্লীব), একবচনে পঞ্চমম্॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তান্যেবাহ—অধিষ্ঠানামিতি। অধিষ্ঠানং শরীরং, কর্তা—চিদচিদ্‌-গ্রন্থিরহংকারঃ, পৃথগ্বিধমনেক-প্রকারং, করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাঃ কার্যতঃ স্বরূপতশ্চ পৃথগ্‌ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ। অত্র এতেষ্বেব পঞ্চমং দৈবং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদি-সর্বপ্রেরকোঽন্তর্যামী বা॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কানি তানীতি? উচ্যতে—অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানমিচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখ-জ্ঞানাদীনামভিব্যক্তেরাশ্রয়োঽধিষ্ঠানং শরীরম্। তথা কর্তা—উপাধিলক্ষণো ভোক্তা। করণং চ শ্রোত্রাদিকং শব্দাদ্যুপলব্ধয়ে পৃথগ্বিধং নানাপ্রকারং দ্বাদশসংখ্যম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা বায়বীয়াঃ প্রাণাপানাদ্যাঃ। দৈবং চৈব দৈবমেব চাত্রৈতেষু চতুর্ষু পঞ্চমম্। পঞ্চানাং পূরণম্। আদিত্যাদি চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকম্॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনাদি ধর্মের অভিব্যক্তির আশ্রয়স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীরের নাম "অধিষ্ঠান"। অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞানাদি নামোপহিত ও আত্মার সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসযুক্ত অহঙ্কারের নাম "কর্তা"। অপঞ্চীকৃত মহাভূতোৎপন্ন শব্দাদি বিষয়োপলব্ধির সাধনরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলের নাম "করণ"। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্ আদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ ভেদে "করণ" নানা প্রকার। চিত্ত ও অহঙ্কার "কর্তা" স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। "চেতনার" আভাস সর্বত্রই তুল্য। "করণং চ"—ইহার চ-কার পূর্বোক্ত শরীরাদির অনুবৃত্তিবাচক (অর্থাৎ শরীরাদি যেমন অনাত্মা ও ভৌতিক, সেইরূপ করণও অনাত্মভূত, ভৌতিক ও কল্পিত)। পঞ্চভূতের কার্যরূপ এবং বায়বীয়ত্বরূপে কথিত প্রাণাদি "চেষ্টা"-ও নানা প্রকার (যথা প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান, অথবা নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়)। "বিবিধাঃ চ"—ইহার চ-কারও অনাত্মত্ব ও ভৌতিকত্বের অনুবৃত্তিবাচক। যে সকল দেবতার অনুগ্রহে পূর্বোক্ত কারণসমূহ হইতে কার্যনিষ্পত্তি হইয়া থাকে, সেই দেবতাদিগের শক্তি (অর্থাৎ "দৈব") পঞ্চম কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। "দৈবং চ"—ইহার চ-কারও শরীরাদির ন্যায় দৈবও যে অনাত্মা, ভৌতিক ও মায়াকল্পিত তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে। শরীররূপ অধিষ্ঠানের দেবতা পৃথিবী, কর্তৃস্বরূপ অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র; শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতাঃ ও

অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি। মন ও বুদ্ধির দেবতা চন্দ্র ও বৃহস্পতি। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই চেষ্টারূপ পঞ্চ প্রাণের দেবতা যথাক্রমে সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। কোনো কোনো টীকাকার "দৈব" পদে ধর্ম ও অধর্মকে গ্রহণ করিয়াছেন॥১৪॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ নরঃ (মনুষ্য) শরীরবাঙ্মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ (যে) ন্যায্যং বা (ন্যায়ানুযায়ী) বিপরীতং বা (অথবা অন্যায্য বা অধর্মজনক) কর্ম প্রারভতে (কর্ম আরম্ভ করেন) এতে পঞ্চ (এই পঞ্চ পদার্থ) তস্য (সেই কর্মের) হেতবঃ (কারণ)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা ধর্ম বা অধর্ম যেকোনোরূপ ক্রিয়াই আরম্ভ করুক না কেন, পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ কারণ সর্বপ্রকার কর্মেরই হেতূভূত॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **শরীরবাঙ্মনোভিঃ**=শরীরঞ্চ বাক্ চ মনশ্চ=শরীরবাঙ্মনাংসি—দ্বন্দ্ব সমাস, তৈঃ—৩য়া বহুবচন। **নরঃ**=নর, কর্তরি, ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া কর্মে একবচন। **কর্ম**=কর্মন্ (ক্লীব), ২য়া কর্মে একবচন। **প্রারভতে**=প্র-আ-রভ্+লট্ তে। **ন্যায্যম্**=নি-ই+ঘঞ্=ন্যায়, ন্যায়াৎ অনপেতম্ ইতি, ন্যায়+যৎ=ন্যায্যম্, কর্মণি ২য়া একবচন, কর্ম শব্দের বিশেষণ। **বিপরীতম্**=বি-পরি-ই+ক্ত, কর্মণি ২য়া একবচন, কর্ম শব্দের বিশেষণ। এখানে বিপরীত শব্দে "অন্যায্য" বুঝানো হইয়াছে। **পঞ্চৈতে**=পঞ্চ+এতে, এতে=এতদ্ (পুং), ১মা বহুবচন॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতেষামেব সর্বকর্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব্যং; শরীরবাঙ্মনোভিরিত্যুক্তং শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ ত্রিবিধং কর্মেতি প্রসিদ্ধং শরীরাদিভির্যৎ কর্ম ধর্মমধর্মং বা করোতি নরস্তস্য সর্বস্য কর্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শরীরেতি। শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম ত্রিভিরেতৈঃ প্রারভতে নির্বর্তয়তি নরো ন্যায্যং বা ধর্ম্যং শাস্ত্রীয়ম্। বিপরীতং বাঽধর্ম্যমশাস্ত্রীয়ম্। যচ্চাপি নিমিষিতচেষ্টাদি জীবনহেতুঃ তদপি পূর্বকৃতধর্মাধর্ময়োরেব কার্যমিতি ন্যায্যবিপরীতয়োরেব গ্রহণেন গৃহীতম্। পঞ্চৈতে যথোক্তাস্তস্য সর্বস্যৈব কর্মণো হেতবঃ কারণানি।

নন্বধিষ্ঠানাদীনি সর্বকর্মণাং কারণানি। কথমুচ্যতে শরীরবাঙ্মনোভিঃ কর্ম প্রারভত ইতি?

নৈষ দোষঃ। বিধিপ্রতিষেধলক্ষণং সর্বং কর্ম শরীরাদিত্রয়প্রধানম্। তদঙ্গতয়া দর্শন-শ্রবণাদি চ

জীবনলক্ষণং ত্রিধৈব রাশীকৃতমুচ্যতে শরীরাদিভিরারভত ইতি। ফলকালেঽপি তৎপ্রধানৈর্ভুজ্যত ইতি পঞ্চানামেব হেতুত্বং ন বিরুধ্যতে॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ধর্মই হউক, শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদি অধর্মই হউক, জীবনরক্ষার জন্য উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, নিমেষ, উন্মেষ, জৃম্ভণাদি স্বাভাবিক কর্মই হউক, মনুষ্য যাহারই অনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহা সমস্তই এতৎপঞ্চ-করণমূলক। এই শ্লোকের "শরীর" পদে "অধিষ্ঠান", "নরঃ" পদে "কর্তা", "বাঙ্মনঃ" পদে "করণ" এবং "প্রারভতে" পদে "চেষ্টা" গৃহীত হইয়াছে। আর "ন্যায্যং বা বিপরীতং বা"—ইহা দ্বারা ধর্ম ও অধর্মরূপ "দৈব" লক্ষিত হইয়াছে॥১৫॥

মন্তব্য ঃ চিৎ বস্তুতে কোনো কর্মের সম্ভাবনা নাই। চিৎ কেবল নিজেকেই বোধে বোধ করেন। মানবের বুদ্ধির অতীত তাঁহার একটি মায়াশক্তি আছে। সেই শক্তির দ্বারা তিনি একটি ত্রিগুণময় আবরণ দিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এবং সেই অনির্বচনীয় মায়াশক্তির বলে তিনি জগতের দ্রষ্টারূপে যেন জগল্লীলা সম্ভোগ করেন। সৃষ্টিতে ক্রিয়া কী প্রকারে হয়, এখানে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

দ্রষ্টা পুরুষ যাহাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়, সেই দেহকে এখানে অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে। কর্তা বলিতে মায়াবৃত চিৎ, যিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহের সব ক্রিয়ার কর্তা বোধ করেন, অর্থাৎ অহঙ্কার। করণ বলিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় বুঝায়। চেষ্টার কারণ প্রাণ। মোট কথা, এই স্থলে পঞ্চকোষের বিষয় অন্যপ্রকারে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অধিষ্ঠান—অণুময় কোষ করণসমূহ অন্নময় কোষস্থিত ইন্দ্রিয়গণ।

চেষ্টা—প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষ।

কর্তা—সূক্ষ্মদেহে অধিষ্ঠিত অহঙ্কার, বিজ্ঞানময় কোষ।

"দৈব" শব্দে বুঝায় রূপরসাদি অনুভব করিবার সহায়তাকারী ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম॥১৫॥

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তত্র এবং সতি (কর্মের কারণ পঞ্চ এইরূপ নিরূপিত হইলে) যঃ তু (যে ব্যক্তি) আত্মানং (আত্মাকে) কেবলং কর্তারং (কেবল কর্তৃস্বরূপে) পশ্যতি (অবলোকন করে), অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃতবুদ্ধিহেতু) সঃ দুর্মতিঃ (সেই দুষ্টবুদ্ধি) ন পশ্যতি (সম্যগ্‌রূপে দর্শন করে না)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণ নিরূপিত হইল। যে মূঢ় ব্যক্তি অসঙ্গ ও উদাসীন আত্মাকে কর্তৃরূপে অবলোকন করে, সেই দুর্মতি কদাচ সম্যগ্‌দর্শী হয় না॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন=পশ্যতি+অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ+ন। তত্র=তদ্+সপ্তম্যাং ত্রল্ (ত্রল্

প্রত্যয়)। **এবম্**=অব্যয়, ভাবে ৭মী। **সতি**=অস্+শতৃ, ৭মী একবচন। **তু**=অব্যয়, অর্থ—কিন্তু। **যঃ**=যদ্, কর্তায় ১মা একবচন। **কেবলম্**=কেব+কলচ্ (কর্তৃবাচ্যে), অর্থ—শুদ্ধ, উদাসীন। আত্মার বিশেষণ। **আত্মানম্**=আত্মন্, কর্মণি ২য়া একবচন। **কর্তারম্**=কৃ+তৃচ্ (কর্তৃবাচ্যে), ২য়া একবচন, অর্থ—কর্তারূপে দেখা। **পশ্যতি**=দৃশ্+লট্ তি। **অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ**=কৃ+ক্ত=কৃত, ন কৃতা (অসংস্কৃতা) বুদ্ধিঃ=অকৃতবুদ্ধিঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, অকৃতবুদ্ধি+ত্ব=অকৃতবুদ্ধিত্ব—হেতৌ ৫মী একবচনে "অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ"। **সঃ**=তদ্, ১মা একবচন (কর্তায়)। **দুর্মতিঃ**=দুষ্টা মতিঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **ন**=অব্যয়। **পশ্যতি**=দৃশ্+লট্ তি, ন পশ্যতি—সম্যক্ বা যথার্থ দেখে না॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি। তত্র সর্বস্মিন্ কর্মণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবল-নিরুপাধিমসঙ্গমাত্মানং যঃ কর্তারং পশ্যতি, শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যাম-সংস্কৃতবুদ্ধিত্বাদ্দুর্মতিরসৌ সম্যঙ্ ন পশ্যতি॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্রেতি। তত্রেতি প্রকৃতেন সম্বধ্যতে। এবং সতি—এবং যথোক্তৈঃ পঞ্চভির্হেতুভির্নির্বর্ত্যে সতি কর্মণি। তত্রৈবং সতীতি দুর্মতিত্বস্য হেতুত্বেন সম্বধ্যতে। তত্রৈতেষ্বাত্মানমনন্যত্বেনাবিদ্যয়া পরিকল্পিতৈঃ ক্রিয়মাণস্য কর্মণোঽহমেব কর্তেতি কর্তারমাত্মানং কেবলং শুদ্ধং তু যঃ পশ্যত্যবিদ্বান্—কস্মাৎ? বেদান্তাচার্যোপদেশন্যায়ৈরকৃতবুদ্ধিত্বাৎসংস্কৃত-বুদ্ধিত্বাৎ। যোঽপি দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মবাদ্যন্যমাত্মানমেব কেবলং কর্তারং পশ্যত্যসাবপ্যকৃতবুদ্ধিরেব। অতোঽকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যত্যাত্মনস্তত্ত্বম্। কর্মণো বেত্যর্থঃ। অতো দুর্মতিঃ। স পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। যথা তৈমিরিকোঽনেকং চন্দ্রম্। যথা বাঽভ্রেষু ধাবৎসু চন্দ্রং ধাবন্তম্। যথা বা বাহন উপবিষ্টোঽন্যেষু ধাবৎস্বাত্মানং ধাবন্তম্॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অধিষ্ঠানাদি পাঁচটি কার্যমাত্রেরই কারণ। আত্মা স্বপ্রকাশ, অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও অদ্বিতীয়। অবিদ্যাপ্রভাবে এই আত্মার প্রতিবিম্ব (চিদাভাস[1]) উক্ত পাঁচ কারণে পতিত হওয়ায় মূর্খগণ সেই প্রতিবিম্বকে আত্মস্বরূপ জানিয়া আত্মাকেই কার্যের কারণ বলিয়া অনুমান করে। অবিবেকিগণ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত না হওয়াতেই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুর স্বরূপ দর্শন করিতে পায় না, সেইরূপ আত্মাকে কর্তা বলিয়া বোধ হইলে জীবের প্রকৃত আত্মদর্শন হয় না। বিবেকবুদ্ধির বশীভূত হইয়া যিনি গুরু ও বেদ বাক্যের বশংবদ এবং শ্রবণ ও মননাদিসহ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানপরায়ণ হন, তাঁহারই কেবল অবিদ্যা মায়াজাল কাটিয়া যায়। তিনিই কেবল অধিষ্ঠানাদি কারণে আত্মার তাদাত্ম্যবুদ্ধি পরিহার করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারপুরঃসর জন্ম-মরণ অতিক্রম করিতে পারেন॥১৬॥

মন্তব্য ঃ আত্মা সাক্ষিমাত্র। যাহা কিছু কর্ম তাহার অধিষ্ঠান স্থান স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহে হইয়া থাকে। আত্মা অজ্ঞানবশে নিজেকে কর্তাবোধ করিয়া দুঃখ পান।

"কেবলম্"—বিশুদ্ধ, সেখানে মায়া নাই॥১৬॥

---

১ যেমন রূপের সদৃশ প্রতিবিম্ব, শব্দের সদৃশ প্রতিধ্বনি সেইরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব আত্মার (জ্ঞানের) সদৃশ।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যস্য (যাঁহার) অহংকৃতঃ (আমি কর্তা) ভাবঃ (এই ভাব) ন (নাই), যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (বিষয়ে আসক্ত হয় না), সঃ (তিনি) ইমান্ (এই সমস্ত) লোকান্ (লোককে) হত্বা অপি (হনন করিয়াও) ন হন্তি (হনন করেন না) [বা তজ্জন্য] ন নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন না)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ "আমি কর্তা" এইরূপ অভিমান যিনি করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কার্যে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না, অথবা তজ্জন্য ফলভাগীও হন না॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **যস্য**=যদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। ন=অব্যয়। **অহংকৃতঃ**=অহং-কৃ+ক্ত (পুং) "ভাবঃ" শব্দের বিশেষণ। **ভাবঃ**=ভূ+ঘঞ্। **যস্য**=যদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্, ১মা একবচন। **লিপ্যতে**=লিপ্, কর্মবাচ্যে লট্ তে। **সঃ**=তদ্, কর্তায় ১মা একবচন। **ইমান্**=ইদম্+কর্মণি, ২য়া বহুবচন। **হত্বা**=হন্+ক্ত্বাচ্। **অপি**=অব্যয়। **হন্তি**=হন্+লট্ তি। **নিবধ্যতে**=নি-বন্ধ্+কর্মণি লট্ তে॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্মলেপো নাস্তীত্যুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যস্যেতি। অহমিতি কৃতোঽহংকর্তেত্যেবম্ভূতো ভাবোঽভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি, যদ্বা, অহংকৃতোঽহংকারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি, শরীরাদীনামেব কর্মকর্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ। অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্মসু ন সজ্জতে, স এবম্ভূতো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শী ইমান্ লোকান্ সর্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি, বিবিক্ততয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি, ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধনং প্রাপ্নোতি; কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্মভিস্তস্য বন্ধশঙ্কেত্যর্থঃ। তদুক্তং—"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" ইতি (৫/১০)॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কঃ পুনঃ সুমতির্যঃ সম্যক্ পশ্যতীতি? উচ্যতে—যস্যেতি। যস্য শাস্ত্রাচার্যোপদেশন্যায়সংস্কৃতাত্মনো ন ভবত্যহংকৃতঃ—অহং কর্তেত্যেবংলক্ষণঃ—ভাবো ভাবনা প্রত্যয়ঃ। এত এব পঞ্চাধিষ্ঠানাদয়োঽবিদ্যয়াত্মনি কল্পিতাঃ সর্বকর্মণাং কর্তারঃ। নাহম্। অহং তু তদ্ব্যাপারাণাং সাক্ষিভূতোঽপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ কেবলোঽবিক্রিয় ইত্যেবং পশ্যতীত্যেতৎ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্যাত্মন উপাধিভূতা ন লিপ্যতে নানুশায়িনী ভবতি—ইদমহমকার্ষং তেনাহং নরকং গমিষ্যামীত্যেবং যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে—স সুমতিঃ। স পশ্যতি। হত্বাঽপি স ইমাল্লোঁকান্—সর্বানিমান্ প্রাণিন ইত্যর্থঃ—ন হন্তি হননক্রিয়াং ন করোতি। ন নিবধ্যতে—নাপি তৎকার্যেণাধর্মফলেন সম্বধ্যতে।

ননু হত্বাঽপি ন হন্তীতি বিপ্রতিষিদ্ধমুচ্যতে। যদ্যপি স্তুতিঃ।

নৈষ দোষঃ। লৌকিকপারমার্থিকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া তদুপপত্তেঃ দেহাদ্যাত্মবুদ্ধ্যা হন্তাঽহমিতি।

লৌকিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য হত্বাঽপীত্যাহ। যথাদর্শিতাং পারমার্থিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য ন হন্তি ন নিবধ্যত ইত্যেতদুভয়মুপপদ্যত এব।

নন্বধিষ্ঠানাদিভিঃ সম্ভূয় করোত্যেবাত্মা। কর্তারমাত্মানং কেবলং ত্বিতি কেবলশব্দপ্রয়োগাৎ।

নৈষ দোষঃ। আত্মনোঽবিক্রিয়স্বভাবত্বেঽধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহতত্বানুপপত্তেঃ। বিক্রিয়াবতো হ্যন্যৈঃ সংহননং সম্ভবতি। সংহত্য বা কর্তৃত্বং স্যাৎ। ন ত্ববিক্রিয়স্যাত্মনঃ কেনচিৎ সংহননমস্তীতি ন সম্ভূয় কর্তৃত্বমুপপদ্যতে। অতঃ কেবলত্বমাত্মনঃ স্বাভাবিকমিতি কেবলশব্দোঽনুবাদমাত্রম্। অবিক্রিয়ত্বং চাত্মনঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধম্। অবিকার্যোঽয়মুচ্যতে—গুণৈরেব কর্মাণি ক্রিয়ন্তে—শরীরস্থোঽপি ন করোতীত্যাদ্যসকৃদুপপাদিতং গীতাস্বেব তাবৎ। শ্রুতিষু চ ধ্যায়তীব লেলায়তীব[১] ইত্যেবমাদ্যাসু। ন্যায়তশ্চ নিরবয়বমপরতন্ত্রমবিক্রিয়মাত্মতত্ত্বমিতি রাজমার্গঃ। বিক্রিয়াবত্ত্বাভ্যুপগমেঽপ্যাত্মনঃ স্বকীয়ৈব বিক্রিয়া স্বস্য ভবিতুমর্হতি। নাধিষ্ঠানাদীনাং কর্মাণ্যাত্মকর্তৃকাণি স্যুঃ। ন হি পরস্য কর্ম পরেণাকৃতমাগন্তুমর্হতি। যত্ত্ববিদ্যয়া গমিতং ন তত্তস্য। যথা রজত্বং ন শুক্তিকায়াঃ। যথা বা তলমলবত্ত্বং বালৈর্গমিতমবিদ্যয়া নাকাশস্য। তথাঽধিষ্ঠানাদিবিক্রিয়াঽপি তেষামেবেতি। নাত্মনঃ। তস্মাদ্যুক্তমুক্তম্—অহংকৃতত্ববুদ্ধিলেপাভাবাদ্বিদ্বান্ন হন্তি ন নিবধ্যত ইতি। নায়ং হন্তি ন হন্যত ইতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যাদিহেতুবচনেনাবিক্রিয়ত্বমাত্মন উক্ত্বা বেদাবিনাশিনমিতি বিদুষাং কর্মাধিকারনিবৃত্তিং শাস্ত্রাদৌ সংক্ষেপত উক্ত্বা মধ্যে প্রসারিতাং চ তত্র তত্র প্রসঙ্গং কৃত্বেহোপসংহরতি শাস্ত্রার্থপিণ্ডীকরণায় বিদ্বান্ন হন্তি ন নিবধ্যত ইতি। এবং চ সতি দেহভৃত্ত্বাভিমানানুপপত্তাববিদ্যাকৃতাশেষকর্মসংন্যাসোপপত্তেঃ সংন্যাসিনামনিষ্টাদি ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলং ন ভবতীত্যুপপন্নম্। তদ্বিপর্যয়াচ্চেতরেষাং ভবতীত্যেতচ্চাপরিহার্যমিত্যেষ গীতাশাস্ত্রস্যার্থ উপসংহৃতঃ। স এষ সর্ববেদার্থসারো নিপুণমতিভিঃ পণ্ডিতৈর্বিচার্য প্রতিপত্তব্য ইতি তত্র তত্র প্রকরণ-বিভাগেন দর্শিতোঽস্মাভিঃ শাস্ত্রন্যায়ানুসারেণ॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি সাধনসম্পন্ন, যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপরায়ণ, দেহাত্মবুদ্ধি না থাকায় যাঁহার অহঙ্কার আদৌ স্ফুরিত হয় না, অথবা যিনি পরমাত্মায় আত্মাকে বিলীন করিয়া "আমি" বাচক কোনো স্বতন্ত্র পদার্থ দেখিতে পান না, কার্যকালে তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। আত্মা সর্বদাই শুদ্ধ, সর্বসম্বন্ধশূন্য, কূটস্থ, দ্বৈতভাববর্জিত ও জন্ম-মরণাদিরহিত—এইরূপ জানিলে মানব কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। তিনি সমস্ত কার্যকেই অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণের ফলস্বরূপ জানিয়া আপনাকে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্রস্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। আত্মজ্ঞ পুরুষের সম্মুখে পাপ ও পুণ্যের ফলস্বরূপ দুঃখ বা সুখরূপ কোনো তরঙ্গই উত্থিত হয় না। আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিলে পাপ-পুণ্যজনিত ইষ্টানিষ্ট ফলভোগ করিতে হয় না। যাঁহার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমান নাই, তাঁহার অনিষ্ট, ইষ্ট বা মিশ্রফল ভোগের আশঙ্কাও নাই। তত্ত্ববেত্তা পুরুষ আপনাকে অকর্তা জানিয়া যদি লোকসমূহকে বধও করেন, তথাপি বধজন্য তাঁহাকে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইতে হয় না, কেননা, সে বধ বধই নহে; যে বধরূপ কার্যের মূলে

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৩/৭

"আমি মারিতেছি" এইরূপ অভিমান নাই, সেই শূন্যগর্ভ বধরূপ কার্য অনিষ্টফলরূপ সংস্কার বা অদৃষ্ট প্রসব করিতে পারে না। লোকব্যবহারে শরীরের নিপাত হইলেও আত্মদর্শীর সম্মুখে আত্মার নিধন কখনোই হয় না। আত্মা মরেন না, আত্মাকে কেহ মারিতে পারে না। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা"[১] ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইলেও আত্মার ধ্বংস হয় না। "আমি অকর্তা, অভোক্তা"—এইরূপ জ্ঞান হইলেই "পরমার্থ সন্ন্যাস" বলা যায়। ঈদৃশ পরমার্থসন্ন্যাসযুক্ত অজাতশত্রু ব্যক্তি গৃহস্থগণের মধ্যেও দৃষ্ট হয়॥১৭॥

মন্তব্য ঃ যে-আত্মা জানিতে পারেন যে, কোনো ক্রিয়ার কর্তা আমি নই, তিনি বুদ্ধির সঙ্গে ঐক্যবোধ না করায় দেহ-মন-কৃত কোনো কর্মেই লিপ্ত হন না।

"বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে"—জীব যখন নিজেকে ভোক্তা মনে করে, তখন বুদ্ধিতে ত্যাজ্য-গ্রাহ্য জ্ঞান থাকে। কিন্তু জ্ঞানীর আশা-বাসনা কিছু না থাকায় তাহার সম্মুখস্থ বুদ্ধি কোনোকিছুতেই আসক্ত হয় না। বুদ্ধিতে কিছুই গ্রহণীয় বা বর্জনীয় বোধ হয় না॥১৭॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা (জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা) [এই] ত্রিবিধা (তিন প্রকার) কর্মচোদনা (কর্মপ্রবৃত্তির হেতু); করণং কর্ম কর্তা (করণ, কর্ম ও কর্তা) ইতি ত্রিবিধঃ (এই তিনটি) কর্মসংগ্রহঃ (কর্মের আশ্রয়)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্মের প্রবর্তক। আর করণ, কর্ম ও কর্তা—এই তিনটি কর্মের আশ্রয়॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্। **জ্ঞেয়ম্**=জ্ঞা+যৎ। **পরিজ্ঞাতা**=পরি-জ্ঞা+তৃচ্। **ত্রিবিধা**=তিস্রঃ বিধাঃ যস্যাঃ সা=ত্রিবিধা—বহুব্রীহিঃ। **কর্মচোদনা**=চুদ্+যুচ্+টাপ্=চোদনা, কর্মনঃ চোদনা—ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **করণম্**=কৃ+অনট্। **কর্ম**=কৃ+মনিন্। **কর্তা**=কৃ+তৃচ্। **ত্রিবিধঃ**=তিস্রঃ বিধাঃ যস্য সঃ=ত্রিবিধঃ—বহুব্রীহি। **কর্মসংগ্রহঃ**=কর্মণঃ সংগ্রহঃ—ষষ্ঠী তৎপুরুষ, সংগ্রহঃ=সম্-গ্রহ্+অল্॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে" ইত্যেতদেবোপপাদয়িতুং কর্মচোদনায়াঃ কর্মাশ্রয়স্য চ কর্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নির্গুণস্যাত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্মচোদনাং কর্মাশ্রয়ঞ্চাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কর্ম, পরিজ্ঞাতা এতৎজ্ঞানাশ্রয়ঃ এবং ত্রিবিধা কর্মচোদনা, চোদ্যতে প্রবর্ততেঽনয়েতি চোদনা—জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা, চোদনেতি বিধিরুচ্যতে, তদুক্তং কুমারিল্লভট্টৈঃ[২],—

১ কঠ উপনিষদ্, ১/২/১৮
২ কুমারিল্লভট্টৈঃ—কুমারিলভট্টপাদ গৌরবে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে।

"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থ-বাচিনঃ" ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্মবিধিং প্রবর্তত ইতি—তদুক্তং "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" ইতি, তথা করণং সাধকতমম্। কর্ম চ কর্তুরীপ্সিততমম্। কর্তাক্রিয়ানিবর্তকঃ, কর্মসংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি কর্মসংগ্রহঃ; করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদিকারকত্রয়ন্তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্তকমেব কেবলং ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়, অতঃ করণাদিত্রয় ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং কর্মণাং প্রবর্তকমুচ্যতে—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং—জ্ঞায়তেঽনেনেতি সর্ববিষয়মবিশেষেণোচ্যতে। তথা জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যম্। তদপি সামান্যেনৈব সর্বমুচ্যতে। তথা পরিজ্ঞাতোপাধিলক্ষণোঽবিদ্যাকল্পিতো ভোক্তা। ইত্যেতত্রয়মেষামবিশেষেণ সর্বকর্মণাং প্রবর্তিকা ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা কর্মচোদনা। জ্ঞানাদীনাং হি ত্রয়াণাং সন্নিপাতে হানোপাদানাদিপ্রয়োজনঃ সর্বকর্মারম্ভঃ স্যাৎ। ততঃ পঞ্চভিরধিষ্ঠানাদিভিরারব্ধং বাঙ্মনঃ-কায়াশ্রয়ভেদেন ত্রিধা রাশীভূতং ত্রিষু করণাদিষু সংগৃহ্যত ইত্যেতদুচ্যতে। করণং ক্রিয়তেঽনেনেতি। বাহ্যং শ্রোত্রাদি। অন্তঃস্থং বুদ্ধ্যাদি। কর্মেপ্সিততমং কর্তুঃ ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানম্। কর্তা করণানাং ব্যাপারয়িতোপাধিলক্ষণঃ। ইতি ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারঃ কর্মসংগ্রহঃ। সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি সংগ্রহঃ। কর্মণঃ সংগ্রহঃ কর্মসংগ্রহঃ। কর্মৈষু হি ত্রিষু সমবৈতি। তেনায়ং ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণ অবলম্বনে যদ্দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়, তাহার নাম জ্ঞান। জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্মভূত পদার্থই জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় ও অন্তঃকরণরূপ উপাধিপরিকল্পিত ভোক্তার নাম পরিজ্ঞাতা। এই তিনটিই সমস্ত কর্মের আরম্ভ করিয়া থাকে। এই তিনটির অভাবে কোনো কার্য হইতে পারে না। এতন্মধ্যে একটিরও যদি অভাব হয়, তাহা হইলেও কোনো কার্য হইতে পারে না। যাহার শক্তিসাহচর্যে ক্রিয়াসিদ্ধি হয়, তাহার নাম করণ। বাহ্য ও আন্তর ভেদে করণ দ্বিবিধ। শ্রোতাদি ইন্দ্রিয় বাহ্যকরণ এবং মনঃ ও বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণ। যাহা অনুষ্ঠাতার বা কর্তার ইষ্ট বা অনিষ্টকারক তাহার নাম কর্ম। উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য ও বিকার্য ভেদে কর্ম চতুর্বিধ। যাহা পূর্বে ছিল না, কিন্তু উৎপাদন করিতে হইবে, তাহা উৎপাদ্য। যাহা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, তাহা আপ্য। যাহা অপকর্ষযুক্ত ও যাহাকে সংস্কৃত করিতে হইবে, তাহা সংস্কার্য। যাহার পূর্বাবস্থা বিকৃত হইয়া গিয়াছে তাহাই বিকার্য। যিনি সকল কারকের প্রয়োজক, তিনিই কর্তা। এখানে চিৎ ও অচিৎ উভয়কেই কর্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। "করণং কর্ম কর্তেতি" বাক্যের ইতি শব্দ দ্বারা সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ গৃহীত হইয়াছে। শ্রেয়োবুদ্ধিপূর্বক দানের নাম সম্প্রদান। সংযোগ ও বিভাগের অবধির নাম (অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহার নাম) অপাদান। আধারের নাম অধিকরণ। এতাবৎ সমস্তই কর্মের আশ্রয়স্বরূপ। কূটস্থ আত্মা কোনো কর্মেরই আশ্রয় নন॥১৮॥

মন্তব্য ঃ আত্মা যখন স্ব-স্বরূপে থাকেন, তখন তাঁহার কোনো কর্ম করিবার প্রশ্নই উঠে না। খেলার ছলে যখন তিনি নিজের মায়াশক্তিকে জ্ঞেয়রূপে নিজ সম্মুখে উপস্থিত করেন,

তখনই তাঁহাতে কর্মপ্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। একটি ছেলে গ্রামে ছিল। সে শহরে গিয়া ফুটবল খেলা, সিনেমা-থিয়েটারের কথা জানিল। তখন তাহার সেইগুলি দেখিতে ইচ্ছা হয়। জ্ঞেয়বস্তু সম্মুখে উপস্থিত না হইলে জীবের হৃদয়ে জ্ঞাতৃত্ব ভাব আসে না। সেই জন্য কর্মের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে স্ব-স্বরূপের চিন্তা করিয়া মনকে জ্ঞেয় অর্থাৎ, ভোগ্যবস্তু হইতে প্রত্যাহার করাই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

জীবের হৃদয়ে যখন জ্ঞান-লালসা (জগৎকে জানিবার ইচ্ছা, রূপরসাদির ভোগেচ্ছা) উপস্থিত হয়, তখন তাহা হইতে করণসমূহ projected হয় এবং ভোগ করিয়া আত্মা নিজেকে কর্তা বলিয়া বোধ করেন। রূপসম্ভোগ করিবেন বলিয়া আত্মা নিজের ভিতর হইতে মায়াশক্তি project করেন। তাহা হইতে উদ্ভূত হয় বুদ্ধি অর্থাৎ বিচার করিবার শক্তি। বুদ্ধি হইতে বাহির হয় মন, মনের বাসনা প্রাণের আকারে প্রকাশিত হয়; প্রাণ পঞ্চভূতের সাহায্যে জ্ঞান-কর্মের আধার দেহ নির্মাণ করে। আত্মা দেহের কর্তারূপে অধিষ্ঠিত হইয়া এইসব করণের সাহায্যে জীবন-লীলারূপ কর্ম করিয়া থাকেন॥১৮॥

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ (জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা) গুণভেদতঃ (গুণভেদবশতঃ) ত্রিধা এব (তিন প্রকারই) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে); তানি অপি (সেই সকলও) যথাবৎ শৃণু (যথাযথরূপে শ্রবণ করো)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা, সত্ত্বাদিগুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে। তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, তুমি যথাযথরূপে শ্রবণ করো॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **গুণসংখ্যানে**=সংখ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনেনেতি সংখ্যানম্—সম্-খ্যা+অনট্। গুণানাং সংখ্যানম্=গুণসমূহের সত্ত্বরজস্তম আদির তত্ত্ব নির্ণয় যাহাতে করা হয় তাহাই সাংখ্যশাস্ত্র। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্। **কর্ম**=কৃ+মনিন্। চ=অব্যয়। **কর্তা**=কৃ+তৃচ্। **গুণভেদতঃ**=গুণানাং ভেদঃ; গুণভেদ+তৃতীয়ায়াং তসিল্। **ত্রিধা**=ত্রি+ধাচ্। **এব**=অব্যয়। **প্রোচ্যতে**=প্র-ব্রূ+কর্মণি লট্ তে। **তানি**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **যথাবৎ**=যদ্+থাল্+বতিচ্। **শৃণু**=শ্রু+লোট্ হি॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিমত আহ—জ্ঞানং কর্ম চেতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রং তস্মিন্; জ্ঞানঞ্চ কর্ম চ কর্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে। তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু ত্রিধৈবেত্যেবকারে গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্মাদিপ্রতিষেধার্থঃ; চতুর্দশাধ্যায়ে "তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাদি"ত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ; সপ্তদশাধ্যায়ে "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানি"ত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া

সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্; ইহ তু ক্রিয়াকারক-ফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যত ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং ক্রিয়াকারকফলানাং সর্বেষাং গুণাত্মকত্বাৎ সত্ত্বরজস্তমো-গুণভেদতস্ত্রিবিধো ভেদো বক্তব্য ইত্যারভ্যতে—জ্ঞানং কর্ম চেতি। জ্ঞানং কর্ম চ। কর্ম ক্রিয়া। ন কারকং পারিভাষিকমীপ্সিততমং কর্ম। কর্তা চ নিবর্তকঃ ক্রিয়াণাম্। ত্রিধৈবাবধারণং গুণব্যতিরিক্তজাত্যন্তরাভাব প্রদর্শনার্থম্। গুণভেদতঃ সত্ত্বাদিভেদেনেত্যর্থঃ। প্রোচ্যতে কথ্যতে। গুণসংখ্যানে কাপিলে শাস্ত্রে। কাপিলমপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রম্। তদপি গুণভোক্তৃবিষয়ে প্রমাণমেব পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে যদ্যপি বিরুধ্যতে। তে হি কাপিলা গুণগৌণব্যাপারনিরূপণেঽভিযুক্তা ইতি তচ্ছাস্ত্রমপি বক্ষ্যমাণার্থস্তুত্যর্থত্বেনোপাদীয়ত ইতি ন বিরোধঃ। যথাবদ্‌যথান্যায়ং যথাশাস্ত্রং শৃণু। তান্যপি জ্ঞানাদীনি তদ্ভেদজাতানি গুণভেদকৃতানি শৃণু। বক্ষ্যমাণেঽর্থে মনঃসমাধিং কুর্বিত্যর্থঃ॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক জ্ঞানরূপ উপাধি দ্বারাই জ্ঞেয়বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞেয় পদার্থ বস্তুতঃ জ্ঞানের অন্তর্ভাব মাত্র। "জ্ঞানং কর্ম চ" বাক্যে চ-কার দ্বারা কর্ম ও করণকে এই ক্রিয়ার অন্তর্ভাবস্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা, বস্তুর কারকত্ব ক্রিয়ারূপ উপাধি দ্বারা সম্পন্ন হয়। ক্রিয়া ব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা কোথায়? আবার "কর্তা চ" স্থলে চ-কার দ্বারা পূর্বোক্ত পরিজ্ঞাতাকে কর্তার অন্তর্ভাব বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। কুতার্কিকগণ কর্তাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। এই জন্য এই কর্তা যে গুণাতীত নহে, ভগবান তাহাই দেখাইবার জন্য এই কর্তা শব্দকে ত্রিগুণোপেত বলিয়া দেখাইতেছেন। যে শাস্ত্রে গুণসংখ্যাদির বিচার বিবৃত হইয়াছে, ভগবান সেই সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারেই জ্ঞানকর্মাদির ত্রিগুণাত্মকতা প্রদর্শন করিতেছেন। গুণাতীত পুরুষের জীবন্মুক্তভাব নিরূপণ করিবার জন্য চতুর্দশ অধ্যায়ে "তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ" ইত্যাদি বচন দ্বারা সত্ত্বাদি গুণের বন্ধনকারকত্ব দেখাইয়াছেন। আবার সপ্তদশ অধ্যায়ে "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদি বচনে সত্ত্বাদিগুণকৃত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণ করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, আসুররূপ রাজস-তামস স্বভাব পরিত্যাগপূর্বক সাত্ত্বিক আহারাদি সেবন করিলে দৈবরূপ সাত্ত্বিক স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্বভাবতঃ গুণাতীত অসঙ্গ আত্মার ক্রিয়া, কারক ও ফল এই তিনটির সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য ক্রিয়াকারকাদির ত্রিগুণাত্মকত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। বস্তুতঃ, আত্মার সহিত ক্রিয়া ও কারকাদির কোনো সম্বন্ধই নাই। সংক্ষেপে তিন অধ্যায়ের বিশিষ্টতা প্রদর্শিত হইল। ইহাতে পুনরুক্তি দোষ কেহ মনে করিবেন না॥১৯॥

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যেন (যাহার দ্বারা) [মনুষ্য] বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন) সর্বভূতেষু (ভূতসমূহে)

অবিভক্তম্ (অবিভক্তভাবে স্থিত) একম্ (এক) অব্যয়ং (অক্ষয়) ভাবম্ (স্বরূপ) ঈক্ষতে (উপলব্ধি করে) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্বত্রব্যাপক এক অব্যয়সত্তারূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ যেন=যদ্, ৩য়া একবচন, যে জ্ঞান দ্বারা। **বিভক্তেষু**=বি-ভজ্+ক্ত=বিভক্ত, ৭মী বহুবচন। **সর্বভূতেষু**=সর্বাণি ভূতানি—কর্মধারয়, তেষু—৭মী বহুবচন। **অবিভক্তম্**=নঞ্-বি-ভজ্+ক্ত, ২য়া একবচন। **অব্যয়ম্**=বি-ই+অচ্=ব্যয়ঃ, নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য সঃ—নঞ্ বহুব্রীহি; অব্যয়, কর্মে ২য়া একবচন। **ভাবম্**=ভূ+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **ঈক্ষতে**=ঈক্ষ্+লট্ তে, কর্তৃবাচ্যে, কর্তা জ্ঞানম্। **তজ্জ্ঞানম্**=তৎ+জ্ঞানম্; জ্ঞানম্=জ্ঞা+অনট্ (ভাবে)। **সাত্ত্বিকম্**=অস্+শতৃ=সৎ, সৎ+ত্ব=সত্ত্বম্, সত্ত্ব+ঠক্=সাত্ত্বিকম্, কর্মে ২য়া॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্বেতি ত্রিভিঃ। সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তমনুস্যূতম্ একমব্যয়ং নির্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষতে আলোচয়তি, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ জ্ঞানস্য তু তাবৎ ত্রিবিধত্বমুচ্যতে—সর্বভূতেষ্বিতি। সর্বভূতেষ্বব্যক্তাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু যেন জ্ঞানেনৈকং ভাবং বস্তু ভাবশব্দো বস্তুবাচী—একমাত্মবস্ত্বিত্যর্থঃ। অব্যয়ং ন ব্যেতি স্বাত্মনা স্বধর্মেণ বা। কূটস্থনিত্যমিত্যর্থঃ। ঈক্ষতে যেন জ্ঞানেন পশ্যতি। তং চ ভাবমবিভক্তং প্রতিদেহম্। বিভক্তেষু দেহভেদেষু ন বিভক্তং তদাত্মবস্তু। ব্যোমবন্নিরন্তরমিত্যর্থঃ। তজ্জ্ঞানমদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সম্যগ্দর্শনং বিদ্ধীতি॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সূক্ষ্ম, স্থূল, সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপে ভূতসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে জ্ঞান লাভ হইলে মানব স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ পরিহারপূর্বক সর্বত্র একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মসত্তা দর্শন করিতে পারে, যে জ্ঞানের দ্বারা সর্বাধিষ্ঠানরূপ অবিভক্ত পরমাত্মাকে সর্বত্র ব্যাপক দেখিতে পায়, সেই সর্বপ্রপঞ্চোপাধিবিনির্মুক্ত আত্মজ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হইলে দ্বৈতদৃষ্টির নিবৃত্তি হইয়া যায়॥২০॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ পৃথক্ত্বেন তু (পৃথক পৃথক রূপে) যৎ জ্ঞানং (যে জ্ঞান) সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) পৃথগ্বিধান্ (ভিন্ন ভিন্ন) নানাভাবান্ (নানাবিধ ভাবে) বেত্তি (বিদিত হয়) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) রাজসং (রাজস বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পৃথক পৃথক দেহাদি ভূতসমূহে যে জ্ঞানের দ্বারা পৃথক পৃথক পদার্থের অনুভব হয়, তাহারই নাম রাজস জ্ঞান॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ **তু**=অব্যয়—কিন্তু। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্। **পৃথক্ত্বেন**=পৃথ্+কক্=পৃথক্, পৃথক্+ত্ব=পৃথক্ত্ব, ৩য়া একবচন। **সর্বেষু**=সর্ব, ৭মী বহুবচন। **ভূতেষু**=ভূ+ক্ত, ৭মী বহুবচন। **পৃথগ্বিধান্**=পৃথক্ বিধাঃ যেষাং তান্—বহুব্রীহি, ২য়া বহুবচন। **নানাভাবান্**=ন+নাঞ্=নানা, ভূ+ঘঞ্=ভাব, নানা ভাবঃ—কর্মধারয়, ২য়া বহুবচন (কর্মে ২য়া)। **বেত্তি**=বিদ্+লট্ তি। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। জ্ঞানেন বিশেষণ। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+ল্যুট্। **রাজসম্**=রজস্+অণ্, ক্লীবলিঙ্গে ২য়া (কর্মণি) একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণং সর্বেষু ভূতেষু দেহে নানাভাবান্ বস্তুতঃ এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যানি দ্বৈতদর্শনান্যসম্যগ্‌ভূতানি রাজসানি তামসানি চ তানি—ইতি ন সাক্ষাৎ সংসারোচ্ছিত্তয়ে ভবন্তি—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু ভেদেন প্রতিশরীরমন্যত্বেন যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ ভিন্নানাত্মনঃ পৃথগ্বিধান্ পৃথক্‌প্রকারান্ ভিন্নলক্ষণানিত্যর্থঃ। বেত্তি বিজানাতি যজ্‌জ্ঞানং সর্বেষু ভূতেষু—জ্ঞানস্য কর্তৃত্বাসম্ভবাদ্ যেন জ্ঞানেন বেত্তীত্যর্থঃ—তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং রজোগুণনির্বৃত্তম্॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী, কাহাকেও পণ্ডিত, কাহাকেও মূর্খ দেখিয়া যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেহে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মার অনুভব হয়; সর্বত্র এক আত্মা হইলে সকলেই সুখী বা সকলেই দুঃখী হইত, যে জ্ঞানের দ্বারা এইরূপ বিচারসিদ্ধি হয়, সেই জ্ঞান রাজস। ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর, আত্মার ভেদ অনুসারে জড়বর্গের ভেদ, ঈশ্বরের ভেদ অনুসারে জড়বর্গের ভেদ এবং জড়বর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ—এই বুদ্ধি রাজস জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥২১॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্যে (এক বা আংশিক বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণ বলিয়া) সক্তম্ (আবদ্ধ হয়) অহৈতুকম্ (অযৌক্তিক) অতত্ত্বার্থবৎ (অযথার্থ) অল্পং চ (ও তুচ্ছ) তৎ (সেই জ্ঞান) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আর যে জ্ঞানের দ্বারা কোনো একটি পদার্থবিশেষে সম্পূর্ণ আত্মার বিদ্যমানতার অনুভব হয়, সেই অযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞানই তামস জ্ঞান॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ তু=অব্যয়, কিন্তু। যৎ=যদ্, ১মা একবচন; (ক্লীব) যৎ জ্ঞানম্, যে জ্ঞান। **একস্মিন্**=এক (ক্লীব), ৭মী একবচন, কার্যের বিশেষণ। **কার্যে**=কৃ+ণ্যৎ (ক্লীব), ৭মী একবচন, কার্যে অর্থাৎ ভূতকার্যে দেহে, ভূসৃষ্টশরীরে। **কৃৎস্নবৎ**=কৃৎ+ক্স্ন=কৃৎস্ন, কৃৎস্ন+মতুপ্। **সক্তাম্**=সন্জ্+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **অহৈতুকম্**=হি+তুন্=হেতু, হেতু+ঠক্=হৈতুক, ন হৈতুকম্=অহৈতুকম্—নঞ্ তৎপুরুষ। **অতত্ত্বার্থবৎ**=তৎ+ত্ব=তত্ত্ব, তত্ত্বস্য অর্থম্=তত্ত্বার্থ, তত্ত্বার্থ+মতুপ্=তত্ত্বার্থবৎ, ন তত্ত্বার্থবৎ=অতত্ত্বার্থবৎ—নঞ্ তৎপুরুষ। **অল্পম্**=অল্+প=অল্প (ক্লীব), ১মা একবচন। **তামসম্**=তমস্+অণ্=তামসম্ (ক্লীব), ১মা একবচন, "জ্ঞান" এর বিশেষণ। **উদাহৃতম্**=উৎ+আ-হৃ+ক্ত=উদাহৃত (ক্লীব), ১মা (কর্মবাচ্যে) একবচন॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তামসং জ্ঞানমাহ—যত্ত্বিতি। একস্মিন্ কার্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেত্যভিনিবেশযুক্তম্ অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্, অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্ অতএবাল্পং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ; যদেবংভূতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানং কৃৎস্নবৎ সমস্তবৎ সর্ববিষয়মিবৈকস্মিন্ কার্যে দেহে বহির্বা প্রতিমাদৌ সক্তমেতাবানেবাত্মেশ্বরো বা নাতঃ পরমস্তীতি যথা নগ্নক্ষপণকাদীনাং শরীরান্তর্বর্তী দেহপরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা পাষাণদার্বাদিমাত্রম্। ইত্যেবমেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকং হেতুবর্জিতং নির্যুক্তিকং নিষ্প্রমাণকমতত্ত্বার্থবদ্‌যথাভূতার্থবৎ। যথাভূতোঽর্থস্তত্ত্বার্থঃ। সোঽস্য জ্ঞেয়ভূতোঽস্তীতি তত্ত্বার্থবৎ। ন তত্ত্বার্থবদতত্ত্বার্থবৎ। অহৈতুকত্বাদেবাল্পং চ। অল্পবিষয়ত্বাদল্পফলত্বাদ্বা। তত্তামসমুদাহৃতম্। তামসানাং হি প্রাণি-নামবিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মা অখণ্ড ও সর্বব্যাপী। সেই পরিপূর্ণ আত্মাকে কোনো একটি দেহবিশেষে বা কোনো একটি মূর্তিবিশেষে অথবা কোনো একটি কার্যবিশেষে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ বা সংস্থিত, অর্থাৎ সেই নিরূপিত দেহ, বিগ্রহ বা কার্য ব্যতীত আত্মা আর কোথাও নাই, এতাদৃশ বুদ্ধি তামস জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। এই জ্ঞান আত্মার নিত্যত্ব ও বিভুত্বের বিরোধী॥২২॥

মন্তব্য ঃ যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সর্বজীবের জীবনের সকল গতি যে একপ্রকার তাহা বুঝিয়া সকল জীবকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্মে অহিংসা, খ্রিস্টানদের মধ্যে পরোপকারচিকীর্ষা এবং হিন্দুধর্মে সর্বজীবে সমজ্ঞান সাত্ত্বিক বুদ্ধির লক্ষণ।

পাশ্চাত্যদের patriotism বা দেশাত্মবোধ এবং বর্তমান কালে ভারতের provincialism রাজসিক বুদ্ধির পরিচায়ক। বর্তমান কালে জগতে রাজনৈতিক দলের যে বিবাদ-বিসংবাদ তাহা তমোমিশ্রিত রজোগুণ।

ধর্মে, আচার-ব্যবহারে যে গোঁড়ামি তাহা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু নিজের ধর্মে ও আচারে যে নিষ্ঠা তাহা কিন্তু গোঁড়ামি নহে।

"অতত্ত্বার্থবৎ"—উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল উপায়ের দিকে যেখানে দ্বন্দ্ব হয়, তাহাই তমোগুণ॥২২॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যব্যক্তি কর্তৃক) নিয়তং (নিত্য) সঙ্গরহিতম্ (আসক্তিবিহীনভাবে) অরাগদ্বেষতঃ (রাগদ্বেষবর্জন হেতু) কৃতং (অনুষ্ঠিত) যৎ কর্ম (যে কর্ম) তৎ (তাহা) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক কর্ম বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ফলকামনারহিত পুরুষ সঙ্গশূন্য ও রাগদ্বেষাদিবর্জিত হইয়া যে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ **অরাগদ্বেষতঃ**=রঞ্জ্+ঘঞ্=রাগঃ, দ্বিষ্+ঘঞ্=দ্বেষঃ। রাগশ্চ দ্বেষশ্চ=রাগদ্বেষৌ—দ্বন্দ্ব; রাগদ্বেষ+তস্=রাগদ্বেষতঃ, ন রাগদ্বেষতঃ=অরাগদ্বেষতঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **অফলপ্রেপ্সুনা**=ফলায়+প্রেপ্সু=ফলপ্রেপ্সুঃ, ন ফলপ্রেপ্সুঃ=অফলপ্রেপ্সুঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। প্রেপ্সুনা=প্র-আপ্+সন্+উ, প্র+ঈপ্সুঃ=প্রেপ্সুঃ, ৩য়া একবচন। ন ফলপ্রেপ্সুনা=অফলপ্রেপ্সুনা। **নিয়তম্**=নিত্যম্, নিত্য=নি+ত+য=অপিনিহিতিতে-নি+য+ত=নিয়ত, নিয়ত কৃতম্=নিত্যং কৃতম্। **সঙ্গরহিতম্**=সন্‌জ্+ঘঞ্=সঙ্গঃ। সঙ্গেন রহিতম্=সঙ্গরহিতম্, ৩য়া তৎপুরুষ। **কৃতম্**=কৃ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **কর্ম**=কৃ+মনিন্, ১মা একবচন, উক্তে কর্মণি ১মা। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সাত্ত্বিকম্**=সত্ত্ব+ঠক্=সাত্ত্বিক (ক্লীব), ১মা একবচন। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং ত্রিবিধং কর্মাহ—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং, সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যমরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি, ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম, তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং কর্মণস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে—নিয়তমিতি। নিয়তং নিত্যং সঙ্গরহিতমাসক্তিবর্জিতম্। অরাগদ্বেষতঃ কৃতং—রাগপ্রযুক্তেন দ্বেষপ্রযুক্তেন চ কৃতং রাগদ্বেষতঃ কৃতম্। তদ্বিপরীতং কৃতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্। অফলপ্রেপ্সুনা—ফলং প্রেপ্সতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ ফলতৃষ্ণঃ। তদ্বিপরীতেনাফলপ্রেপ্সুনা কর্ত্রা কৃতং কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান ত্রিবিধ জ্ঞানের নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ত্রিবিধ কর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি অঙ্গযুক্ত অগ্নিহোত্র ও সান্ধ্যোপাসনাদি যে যে কর্ম "আমি মহাযাজ্ঞিক, আমার সমান যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ নাই"—এই প্রকার অভিমান ও গর্ব বর্জনপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, যে কর্ম কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব বা রাগদ্বেষাদি সম্পর্কশূন্য হইয়া সম্পাদিত

হয়, (অর্থাৎ, এই কার্যে আমার সম্মান বাড়িবে অথবা অমুক শত্রু পরাভূত হইবে—এইরূপ ভাবের উদয় না হয়) সেই কর্ম সাত্ত্বিক॥২৩॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ পুনঃ তু (আর) কামেপ্সুনা (সকাম) সাহংকারেণ বা (অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তি কর্তৃক) বহুলায়াসং (অতিক্লেশপ্রদ) যৎ কর্ম (যে কর্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তাহা) রাজসম্ (রাজস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সকাম বা অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি যে কৃচ্ছ্রসাধ্য কাম্যকর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, সেই কাম্যকর্মসমূহ রাজস॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ **তু**=অব্যয়, কিন্তু। **পুনঃ**=পন+অরি, পুনঃ শব্দ এখানে পাদপূরণার্থ। **কামেপ্সুনা**= কম্+ঘঞ্=কামঃ, আপ্+সন্+উ=ঈপ্সুঃ, কামায় ঈপ্সুঃ—৪র্থী তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন, অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। **সাহংকারেণ**=অহংকারেণ সহ বর্তমানং সাহংকারম্, ৩য়া একবচন, অহংকার=অহম্-কৃ+ঘঞ্। **বহুলায়াসম্**=বহ+কুলচ্=বহুল, বহুলঃ আয়াসঃ যস্মিন্ কর্মণি তৎ—বহুলায়াসম্—বহুব্রীহি (ক্লীব), ১মা একবচন, কর্মণি প্রথমা। **রাজসম্**=রজস্+অণ্=রাজসম্ (ক্লীব), ১মা একবচন, "কর্ম" এর বিশেষণে। **উদাহৃতম্**=উৎ-আ-হৃ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন, "কর্ম"-র বিশেষণ॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ রাজসং কর্মাহ—যত্ত্বিতি। যত্তু কর্ম কামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহংকারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিরূঢ়াহংকারযুক্তেন চ ক্রিয়তে তচ্চ পুনর্বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং তৎ কর্ম রাজসমুদাহৃতম্॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদিতি। যত্তু কামেপ্সুনা কর্মফলপ্রেপ্সুনেত্যর্থঃ। কর্ম সাহংকারেণ বা—সাহংকারেণেতি ন তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষয়া। কিং তর্হি? লৌকিকশ্রোত্রিয়নিরহংকারাপেক্ষয়া। যো হি পরমার্থনিরহংকার আত্মবিন্ন তস্য কামেপ্সুত্ববহুলায়াসকর্তৃত্বপ্রাপ্তিরস্তি। সাত্ত্বিকস্যাপি কর্মণোঽনাত্মবিৎ সাহংকারঃ কর্তা। কিমুত রাজসতামসয়োঃ? লোকেঽনাত্মবিদপি শ্রোত্রিয়ো নিরহংকার উচ্যতে—নিরহংকারোঽয়ং ব্রাহ্মণ ইতি। তস্মাত্তদপেক্ষয়ৈব সাহংকারেণ বেত্যুক্তম্। পুনঃশব্দঃ পাদপূরণার্থঃ। ক্রিয়তে বহুলায়াসং কর্ম মহতায়াসেন নির্বর্ত্যতে। তৎ কর্ম রাজসমুদাহৃতম্॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ স্বর্গাদিফললাভ যাঁহার হৃদয়ের লক্ষ্য, তিনিই কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন। নিত্যকর্ম না করিলে যেমন প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, কাম্যকর্ম না করিলে কামনার অসিদ্ধি ব্যতীত মনুষ্যকে সেইরূপ কোনো প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না। কারণ, কাম্যকর্মের

নিত্যতা নাই বলিয়া কামনা সিদ্ধ হইলে আর তাহা অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হয় না। কাম্যকর্ম সাধন করিবার সময় যদি তাহার কোনো একটি অঙ্গের হানি হয়, তাহা হইলেই অনুষ্ঠাতা তজ্জনিত ফলে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। সুতরাং, সাঙ্গোপাঙ্গ সকামকর্ম অনুষ্ঠানকালে কর্মীকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। রাজস কর্মের মূল অভিমান ও কামনা॥২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অনুবন্ধং (ভাবী অশুভ), ক্ষয়ং হিংসাং পৌরুষং চ (ক্ষয়, হিংসা ও স্বসামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (বিচার না করিয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ (যে) কর্ম আরভ্যতে (কর্ম আরম্ভ করা হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভাবী অশুভ, ক্ষয়, হিংসা, পৌরুষাদি বিচার না করিয়া অবিবেকবশতঃ যে কর্মের আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অনুবন্ধম্**=অনুবন্ধ্+অচ্, কর্মণি ২য়া একবচন। **ক্ষয়ম্**=ক্ষি+অচ্=ক্ষয়, কর্মণি, ২য়া একবচন। **হিংসাম্**=হিংস্+অঙ্+স্ত্রিয়াম্=হিংসা, ২য়া একবচন, কর্মণি। **অনপেক্ষ্য**=নঞ্-অপ-ঈক্ষ্+ল্যপ্। **পৌরুষম্**=পুর্যামশেতে ইতি পুরুষঃ, পুরুষঃ+অণ্, কর্মণি, ২য়া একবচন। **মোহাৎ**=মুহ্+ঘঞ্=মোহ, হেতৌ ৫মী বা ল্যব্‌লোপে ৫মী (মোহম্ অবলম্ব্য) একবচন। **আরভ্যতে**=আ-রভ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে। **তামসম্**=তমস্+অণ্, ১মা (কর্মবাচ্যে) একবচন। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মবাচ্যে লট্ তে॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তামসং কর্মাহ—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যতে ইত্যনুবন্ধং পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং ক্ষয়ং বিত্তক্ষয়ং, হিংসাং পরপীড়াং, পৌরুষঞ্চ স্বসামর্থ্যমনপেক্ষ্যাপর্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্মারভ্যতে, তত্তামসমুদাহৃতম্॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অনুবন্ধমিতি। অনুবন্ধং—পশ্চাদ্ভাবি যদ্বস্তু সোঽনুবন্ধ উচ্যতে। তং চানুবন্ধম্। ক্ষয়ং—যস্মিন্ কর্মণি ক্রিয়মাণে শক্তিক্ষয়োঽর্থক্ষয়ো বা স্যাত্তং ক্ষয়ম্। হিংসাং প্রাণিপীড়াম্। অনপেক্ষ্য চ পৌরুষং পুরুষকারং—শক্নোমীদং কর্ম সমাপয়িতুমিত্যেবমাত্মসামর্থ্যম্। ইত্যেতান্যনুবন্ধাদীন্যনপেক্ষ্য পৌরুষান্তানি মোহাদবিবেকত আরভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসং তমোনির্বৃত্তমুচ্যতে॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ভবিষ্যতে কী কী হানি হইবে, ইহা সাধনকালে শরীরের কত ক্লেশ, ধন বা সেনাদির কত ক্ষয় হইবে, তাহা বিবেচনা না করিয়া—কুরুক্ষেত্র মহারণে দুর্যোধনের ন্যায় নিজ সামর্থ্যের দিকে না তাকাইয়া—কেবল কতকগুলি জীবহিংসার জন্য যে কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস॥২৫॥

মন্তব্য ঃ যে বিচারবান পুরুষের মন স্বাভাবিক, তিনি নিজ কর্তব্যজ্ঞানে নিজ জীবনের সফলতালাভের জন্য যেসব কাজ করেন, তাহাই সাত্ত্বিক।

যাহারা দশ জনের কাছে বাহাদুরি লওয়ার জন্য নিজের পরিবারের, সমাজের বা মানবজাতির কীসে ভাল হয়, কীসে মন্দ হয় না জানিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা রাজসিক কর্মী।

আমাদের দেশে প্রাচীন জমিদার বংশ কোনো কাজকর্ম না করিয়া অনায়াসে জীবনধারণ করিত। ইংরেজ রাজত্বের শেষদিকে তাহারা ভূত-ভবিষ্যৎ বিচার না করিয়া নিজেদের গৌরবরক্ষার জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছিল। দেশের ব্রাহ্মণগণ দেশের সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে মোটেই সচেতন ছিলেন না। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে চলিতে না পারায় সারা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণজাতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে॥২৫॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মুক্তসঙ্গঃ (ফলকামনাবর্জিত) অনহংবাদী (অহঙ্কারশূন্য) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৃতি ও উৎসাহ যুক্ত) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) নির্বিকারঃ (হর্ষবিষাদশূন্য) কর্তা (কর্তা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ফলকামনাবর্জিত, অনহংবাদী, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকারচিত্ত, এইরূপ কর্তাই সাত্ত্বিক॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ **মুক্তসঙ্গঃ**=মুচ্+ক্ত=মুক্ত, সঞ্জ্+ঘঞ্=সঙ্গ; সঙ্গাৎ মুক্তঃ=মুক্তসঙ্গঃ, ৫মী তৎপুরুষ, "কর্তা"-র বিণ্। **অনহংবাদী**=অহং ন বদতীতি, নঞ্-অহং+বদ্+ণিনি, "কর্তা"-র বিণ্। **ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ**= সম্-অনু-ই+ক্ত=সমন্বিতঃ, ধৃ+ক্তি=ধৃতি, উৎ-সহ্+ঘঞ্=উৎসাহ, ধৃতিশ্চ উৎসাহশ্চ=ধৃত্যুৎসাহৌ—দ্বন্দ্ব; তাভ্যাং সমন্বিতঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ**=সিধ্+ক্তিন্=সিদ্ধি, ন সিদ্ধি=অসিদ্ধিঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, সিদ্ধিশ্চ অসিদ্ধিশ্চ=সিদ্ধ্যসিদ্ধী—দ্বন্দ্ব, ৭মী দ্বিবচনে=সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ। **নির্বিকারঃ**=বি-কৃ+ঘঞ্=বিকারঃ, নির্ (নাস্তি) বিকারঃ যস্য সঃ=নির্বিকারঃ—নঞ্ বহুব্রীহি, "কর্তা"-র বিণ্। **কর্তা**=কৃ+তৃচ্, ১মা একবচন, উক্তে কর্মে ১মা। **সাত্ত্বিকঃ**=সত্ত্ব+ঠক্=সাত্ত্বিকঃ। **উচ্যতে**=ব্রূ বা বচ্ ধাতু কর্মবাচ্যে লট্ তে॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কর্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ। মুক্ত সঙ্গস্ত্যক্তা-ভিনিবেশঃ, অনহংবাদী গর্বোক্তিরহিতঃ, ধৃতির্ধৈর্যম্, উৎসাহ উদ্যমস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ, আরব্ধস্য কর্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্বিকারো হর্ষবিষাদশূন্যঃ স এবম্ভূতঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইদানীং কর্তৃভেদ উচ্যতে—মুক্তসঙ্গ ইতি। মুক্তসঙ্গো মুক্তঃ পরিত্যক্তঃ

সঙ্গো যেন স মুক্তসঙ্গঃ। অনহংবাদী নাহংবদনশীলঃ। ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ—ধৃতির্ধারণম্। উৎসাহ উদ্যমঃ। তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তো ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ—ক্রিয়মাণস্য কর্মণঃ ফলসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ। কেবলং শাস্ত্রপ্রমাণেন প্রযুক্তঃ। ন ফলরাগাদিনা যুক্তো যঃ স নির্বিকার উচ্যতে। এবম্ভূতঃ কর্তা যঃ স সাত্ত্বিক উচ্যতে॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ত্রিবিধ কর্ম ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে ভগবান ত্রিবিধ কর্তা নিরূপণ করিতেছেন। যিনি মুক্তসঙ্গ বা ফলত্যাগী—"আমি কর্তা", "আমি ভোক্তা" বলিয়া যাঁহার অভিমান নাই, যিনি গুণবান হইয়াও গুণের অহঙ্কার করেন না, যিনি বিঘ্নাদি গ্রস্ত হইয়াও তাহাতে উদ্বিগ্ন হন না এবং "এই কর্ম অবশ্যই সাধন করিব" এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় বুদ্ধি, কার্য আরম্ভ করিয়া তাহাতে সুফলই হউক বা কুফলই হউক, তন্নিমিত্ত যাঁহার মন হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হয় না, যিনি কেবল শাস্ত্রানুসারে কর্তব্যবোধে কর্মসাধন করিয়া যান, শাস্ত্রে সেই কর্তাই সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইয়াছেন॥২৬॥

মন্তব্য ঃ সত্ত্বগুণীর স্বভাব ঠিক আলোর ন্যায়—সম্মুখস্থ সব বস্তু প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় যাহাদের মনে, বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহারা জগতের সব রহস্য বুঝিতে পারে। এই জগতে কিছুই স্থায়ী নহে—ইহা বুঝিলে কোনো বস্তুর উপর আসক্তি থাকে না, তাই সাত্ত্বিক কর্তা "মুক্তসঙ্গঃ"। মানুষের যত কিছু দোষ-গুণ তাহা তাহার স্থূল-সূক্ষ্ম দেহেই থাকে। জীবাত্মা শুধু তাহার দর্শকমাত্র। সাত্ত্বিক ব্যক্তি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন বলিয়া আমি "হোমরা-চোমরা"—এই অহঙ্কার তাঁহার মনে উঠে না। তাঁহার দেহ-মনে তমোগুণ নাই; তাই তিনি যাহা ধরেন, বুঝিয়া শুনিয়া ধরেন, ছাড়িবার কোনো দরকার মনে করেন না। লাভ-লোকসান খতাইতে গেলেই কাজে উৎসাহ অনুৎসাহ হয়। ছেলেরা যেমন অবসরকাল আনন্দে কাটাইবার জন্য খেলা করে, তিনি ঠিক তেমনই পুরাতন কর্মের অভ্যাস ক্ষয় করিবার জন্য খেলার ছলে প্রবল উৎসাহের সহিত সব কর্তব্য সম্পাদন করেন। জীবনটাই একটি খেলামাত্র—এই জ্ঞান তাঁহার স্পষ্ট বোধ হওয়ায় তিনি সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকেন॥২৬॥

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ রাগী (বিষয়ানুরাগী) কর্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্মফলাকাঙ্ক্ষী) লুব্ধঃ (লোভী) হিংসাত্মকঃ (হিংসাপরায়ণ) অশুচিঃ (শৌচহীন) হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষ ও শোক যুক্ত) কর্তা (কর্তা) রাজসঃ (রাজস বলিয়া) পরিকীর্তিতঃ (কথিত হন)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগী, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধচিত্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি, হর্ষ ও শোক যুক্ত, সেই কর্তা রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ রাগী=রন্‌জ্‌+ঘিনুণ্‌। **কর্মফলপ্রেপ্সুঃ**=কৃ+মনিন্‌=কর্মন্‌, কর্মণঃ ফলম্‌=কর্মফলম্‌, প্র-আপ্‌+সন্‌+উ=প্রেপ্সুঃ; কর্মফলং প্রেপ্সুঃ (৬ষ্ঠী বিভক্তি নিষেধ "ন লোকাব্যয়"), ২য়া তৎপুরুষ= কর্মফলপ্রেপ্সুঃ, **লুব্ধঃ**=লুভ্‌+ক্ত। **হিংসাত্মকঃ**=হিংস্‌+অঙ্‌+টাপ=হিংসা, হিংসা আত্মা (স্বভাবঃ) যস্য সঃ—বহুব্রীহি, হিংসা-আত্মন্‌+ক=হিংসাত্মকঃ। **অশুচিঃ**=শুচ্‌+কি=শুচিঃ, ন শুচিঃ=অশুচিঃ—নঞ্‌ তৎপুরুষ। **হর্ষশোকান্বিতঃ**=হৃষ্‌+ঘঞ্‌=হর্ষঃ, শুচ্‌+ঘঞ্‌=শোকঃ, হর্ষশ্চ শোকশ্চ=হর্ষশোকৌ—দ্বন্দ্ব, তাভ্যাম্‌ অন্বিতঃ—৩য়া তৎপুরুষ=হর্ষশোকান্বিতঃ। **কর্তা**=কৃ+তৃচ্‌, ১মা একবচন, উক্ত কর্মে ১মা। **রাজসঃ**=রজস্‌+অণ্‌=রাজসঃ। **পরিকীর্তিতঃ**=পরি-কৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ রাজসং কর্তারমাহ—রাগীতি। রাগী পুত্রাদিপ্রীতিমান্‌, কর্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্মফলকামী, লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ, অশুচিঃ বিহিতশৌচশূন্যঃ, লাভালাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্তা রাজসঃ॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ রাগীতি। রাগী রাগোঽস্যাস্তীতি রাগী। **কর্মফলপ্রেপ্সুঃ** কর্মফলার্থী। **লুব্ধঃ** পরদ্রব্যেষু সঞ্জাততৃষ্ণঃ। তীর্থাদৌ চ স্বদ্রব্যাপরিত্যাগী। **হিংসাত্মকঃ** পরপীড়াস্বভাবঃ। **অশুচির্বাহ্যান্তঃশৌচবর্জিতঃ। হর্ষশোকান্বিতঃ**—ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষঃ। অনিষ্টপ্রাপ্তাবিষ্টবিয়োগে চ শোকঃ। তাভ্যাং হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ সংযুক্তঃ। তস্যৈব চ কর্মণঃ সম্পত্তিবিপত্ত্যোর্হর্ষশোকৌ স্যাতাম্‌। তাভ্যাং সংযুক্তো যঃ কর্তা স রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পুত্র পরিবারাদির স্নেহে ও নানা বিষয়ভোগে যাহার ইচ্ছা, পরধনহরণে যাহার প্রবৃত্তি এবং ধন থাকিতেও যে ব্যয়কুণ্ঠ, নিজের লাভের জন্য যে অন্যের হানি করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত শৌচাচারবর্জিত এবং যে ব্যক্তি কার্য সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট এবং অসিদ্ধ হইলে দুঃখিত হয়, সেই কর্তা রাজস॥২৭॥

মন্তব্য ঃ রজোগুণের লক্ষণই হলো, দেহ-মনের "খাই খাই" ভাবটা লইয়া মাতিয়া থাকা। তাই সে যাহাই পায়, ছাড়িতে চাহে না (রাগী)। প্রবল বাসনার বশীভূত হইয়া কর্ম করে, তাই কর্মে সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুল; কর্ম নিষ্ফল হইলে মরণাপন্ন হইয়া পড়ে। যাহা কিছু তাহার ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই তাহার চাই (লুব্ধঃ)। নিজের স্বার্থকেই সে সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয় মনে করে; তাই অন্যকে মারিয়াও স্বার্থসাধন করিতে কুণ্ঠিত হয় না (হিংসাত্মকঃ)। নিজ স্বার্থসাধনের জন্য যেকোনো অন্যায় পথ অবলম্বন করিতে সে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না (অশুচিঃ)। এই জগৎটাই প্রেয় ও অপ্রেয়র খেলা। জীবনধারণ করিলে অবিরাম প্রেয়-অপ্রেয়র দোলায় উঠিতে পড়িতে হইবেই হইবে। সাত্ত্বিক লোক তাহা বুঝিতে পারিয়া স্থির থাকেন; কিন্তু রজোগুণী লোক অবিরাম কখনও হাসে, কখনও কাঁদে (হর্ষশোকান্বিতঃ)। ঐ যে কথায় বলে, সংসারি-লোকের এক অঙ্গ পোড়ে, এক অঙ্গ হাসে॥২৭॥

**অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥২৮॥**

অন্বয়বোধিনী ঃ অযুক্তঃ (অসাবধান) প্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্য) স্তব্ধঃ (অনম্র) শঠঃ (বঞ্চক) নৈষ্কৃতিকঃ (পরাপমানকারী) অলসঃ (অলস) বিষাদী (বিষাদযুক্ত) দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা (ও যাহার কার্যে দীর্ঘ কাল ব্যয় হয় এইরূপ কর্তা) তামসঃ উচ্যতে (তামস বলিয়া উক্ত হয়)॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আর যে ব্যক্তি অসাবধান, বিবেকশূন্য, উদ্ধত, শঠ, পরের অপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, শাস্ত্রে সেই ব্যক্তি তামসকর্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **অযুক্তঃ**=নঞ্-যুজ্+ক্ত, ১মা একবচন। **প্রাকৃতঃ**=প্র-অকৃতঃ=নীচঃ বালকবৎ অসদস্কৃতি বুদ্ধিঃ অথবা প্রকৃতৌ ভবঃ ইতি; প্রাকৃতঃ=প্রকৃতি+অণ্, পুংলিঙ্গ একবচন। **স্তব্ধঃ**=স্তন্ভ্+ক্ত, ১মা একবচন। **শঠঃ**=শঠ্+অর্ (পুং), ১মা একবচন—ধূর্ত, বঞ্চক। **নৈষ্কৃতিকঃ**=নির্-কৃ+ক্তিন্=নিষ্কৃতিঃ, নিষ্কৃতি+ঠক্=নৈষ্কৃতিকঃ (পুং), ১মা একবচন। **অলসঃ**=নঞ্-লস্+অ (পুং), ১মা একবচন। **বিষাদী**=বি-সদ্+ঘঞ্=বিষাদঃ, বিষাদঃ অস্য অস্তি ইতি; বিষাদ্+ইন্, ১মা একবচন বিষাদী। **দীর্ঘসূত্রী**=দৃ+ঘক্=দীর্ঘ, সূত্র+অণ্=সূত্রম্, দীর্ঘং সূত্রমস্য ইতি, দীর্ঘ সূত্র+ইন্=দীর্ঘসূত্রী॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তামসং কর্তারমাহ—অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽনবিহিতঃ, প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোঽনম্রঃ, শঠঃ শক্তিগূহনকারী, নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানী, অলসোঽনুদ্যমশীলঃ, বিষাদী শোকশীলঃ, যদদ্য শ্বো বা কর্তব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ, স দীর্ঘসূত্রী; এবংভূতঃ কর্তা তামসঃ। কর্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং; কর্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং জ্ঞাতব্যং; বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন চ করণস্যাপ্যুক্তং ভবিষ্যতি॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽসমাহিতঃ। প্রাকৃতোঽত্যন্তাসংস্কৃতবুদ্ধিঃ প্রকৃতিপরবশো বালিশঃ। স্তব্ধো দণ্ডবন্ন নমতি কস্মৈচিৎ। শঠো মায়াবী শক্তিগূহনকারী। নৈষ্কৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ। অলসোঽপ্রবৃত্তিশীলঃ কর্তব্যেষ্বপি সর্বদাঽবসন্ন-স্বভাবঃ। দীর্ঘসূত্রী চ কর্তব্যানাং দীর্ঘপ্রসারণঃ সর্বদা মন্দস্বভাবঃ। যদদ্য শ্বো বা কর্তব্যং তন্মাসেনাপি ন করোতি। যশ্চৈবম্ভূতঃ স কর্তা তামস উচ্যতে॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়াসক্তিপ্রযুক্ত কর্তব্য কার্যে সতর্ক থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি শাস্ত্রসংস্কারবর্জিত, যে ব্যক্তি গুরু বা দেবতাদির সম্মুখে নম্রভাব ধারণ করে না, যে ব্যক্তি নিজ মনের ভাব গোপন করিয়া অন্যকে প্রবঞ্চনা করে, "ইহা আমার পরমোপকারী, ইহা পাইলে আমি পরমোপকৃত হইব,"—এইরূপ বলিয়া স্বার্থসাধনার্থ যে ব্যক্তি অন্যের জীবিকাবৃত্তি ছেদন করে, যে ব্যক্তি অবশ্যকর্তব্য কার্য করিতেও আলস্য করে, যাহার চিত্ত সর্বদাই অসন্তুষ্ট বা অনুশোচনাযুক্ত, যে ব্যক্তি একটি সামান্য কার্য করিতেও শিথিলপ্রযত্ন অথবা নানা চিন্তা করিতে থাকে, এইরূপ ব্যক্তি তামস কর্তা বলিয়া কথিত হয়॥২৮॥

মন্তব্য ঃ "অযুক্তঃ"—মনোযোগ দিয়া কিছুই করিতে পারে না।

"প্রাকৃতঃ"—বিচার-বুদ্ধিহীন। যে-জিনিসটির নিন্দা করে, নিজের প্রয়োজনবোধ হইলে তাহা করিতে দ্বিধা করে না। (uncultured)

"স্তব্ধঃ"—কাহারও কোনো উপদেশবাক্য শুনিতে রাজি নহে।

"শঠঃ"—প্রবঞ্চনা করিয়া স্বার্থসাধন করে।

"নৈষ্কৃতিক"—নিজের মানসম্ভ্রম জ্ঞান নাই, তাই অন্যের মানসম্ভ্রম নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

"অলসঃ"—কর্তব্য কাজে অবহেলাকারী।

"বিষাদী"—রজোগুণী লোক সর্বদাই হর্ষশোকান্বিত। তমোগুণী লোকের কখনোই মনে প্রসন্নতা থাকে না।

"দীর্ঘসূত্রী"—শরীর-মনে উৎসাহ না থাকায় কোনো কাজে হাত দিলে "হচ্ছে-হবে" করিয়া কাজ শেষ করিতে পারে না। কারণ, তমোগুণী লোকের মনে কোনো সাধ্যবস্তুর প্রতি লক্ষ্য নাই; কেবল বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই হইল॥২৮॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥২৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ চ (ও ধৃতির) গুণতঃ এব (গুণানুসারে) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) পৃথক্ত্বেন (পৃথক পৃথক) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানং (যাহা বলা হইতেছে সেই) ভেদং (ভেদ) শৃণু (শ্রবণ করো)॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ধনঞ্জয়! সত্ত্বাদিগুণভেদে বুদ্ধির ও ধৃতির তিন তিন প্রকার ভেদ আমি তোমাকে সমগ্ররূপে পৃথক পৃথক করিয়া বলিতেছি, তুমি শ্রবণ করো॥২৯॥

ব্যাকরণ ঃ **ধনঞ্জয়**=ধনং জয়তি ইতি; ধনম্-জি+খচ্=ধনঞ্জয়, সম্বোধনে একবচন। **বুদ্ধেঃ**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি, ৬ষ্ঠী একবচন। **ধৃতেঃ**=ধৃ+ক্তিন্=ধৃতি, ৬ষ্ঠী একবচন। **চ**=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **গুণতঃ**=গুণ্+তস্ (তৃতীয়ায়াম্)। **ত্রিবিধম্**=তিস্রঃ বিধাঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি (পুং), ২য়া একবচন। **ভেদম্**=ভিদ্+ঘঞ্=ভেদঃ, ২য়া একবচন। **পৃথক্ত্বেন**=পৃথ্+কক্=পৃথক্, পৃথক্+ত্ব=পৃথক্ত্ব, ৩য়া একবচন। **অশেষেণ**=শিষ্+অণ্=শেষঃ, ন শেষঃ=অশেষঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন। **প্রোচ্যমানম্**=প্র-বচ্+কর্মবাচ্যে শানচ্, ২য়া একবচন। **শৃণু**=শ্রু+লোট্ হি॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ॥২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ বুদ্ধের্ভেদমিতি বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব ভেদং গুণতঃ সত্ত্বাদিগুণতস্ত্রিবিধং শৃণ্বিতি সূত্রোপন্যাসঃ। প্রোচ্যমানং কথ্যমানমশেষেণ নিরবশেষতো যথাবৎ পৃথক্ত্বেন বিবেকতো ধনঞ্জয়। দিগ্বিজয়ে মানুষং দৈবং চ প্রভূতং ধনং জিতবান্ তেনাসৌ ধনঞ্জয়োঽর্জুনঃ॥২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ" (জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা) ইত্যাদির প্রকারভেদ বলা হইল। এক্ষণে "মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ" (২৬ শ্লোক) বচনে যে বুদ্ধি ও ধৃতির সূচনা করিয়াছেন, ভগবান এক্ষণে তাহারই প্রকারভেদ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যে বৃত্তির প্রভাবে বস্তুবিষয়াদির নিশ্চয় হয়, তাহার নাম বুদ্ধি। ধৃতি বুদ্ধিরই বৃত্তিবিশেষ। সত্ত্বাদিগুণভেদে তাহার লক্ষণ কীরূপ হয়, তাহাই সর্বজ্ঞ ভগবান অর্জুনকে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে বলিতেছেন। কী গ্রাহ্য ও কী অগ্রাহ্য, ভগবান সমস্তই বিবৃতরূপে ব্যাখ্যান করিতেছেন। এখানে বুদ্ধি ও ধৃতি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রতি লক্ষিত হইয়াছে॥২৯॥

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও নিবৃত্তি) কার্যাকার্যে (কার্য ও অকার্য) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং মোক্ষং চ (বন্ধন ও মুক্তি) যা (যে বুদ্ধি) বেত্তি (বিদিত হয়) সা (সেই) বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী বুদ্ধি)॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি॥৩০॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্, অপত্যার্থে (পুং), সম্বোধনে ১মা একবচন। **প্রবৃত্তিম্**=প্র-বৃৎ+ক্তিন্, ২য়া (কর্মে) একবচন। চ=অব্যয়। **নিবৃত্তিম্**=নি-বৃৎ+ক্তিন্, (কর্মে) ২য়া একবচন। **কার্যাকার্যে**=কার্যম্, কৃ+ণ্যৎ (ক্লীব), একবচন; ন কার্যম্=অকার্যম্—নঞ্ তৎপুরুষ, কার্যং চ অকার্যং চ=কার্যাকার্যে—দ্বন্দ্ব (ক্লীব), ২য়া দ্বিবচন (কর্মে)। **ভয়াভয়ে**=ভী+অল্=ভয়ম্, ন ভয়ম্=অভয়ম্—নঞ্ তৎপুরুষ, ভয়ঞ্চ অভয়ঞ্চ=ভয়াভয়ে—দ্বন্দ্ব (ক্লীব), ২য়া একবচন (কর্মে)। **বন্ধম্**=বন্ধ্+অল্ (ভাবে), ২য়া (কর্মে), একবচন। **মোক্ষম্**=মুচ্+ঘঞ্=মোক্ষঃ, কর্মে ২য়া একবচন মোক্ষম্। **যা**=যদ্ (স্ত্রী), কর্তরি, ১মা একবচন। **বেত্তি**=বিদ্+লট্ তি। **সা**=তদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **সাত্ত্বিকী**=সত্ত্ব+ঠক্+ঙীপ্=সাত্ত্বিকী॥৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং ধর্মে, নিবৃত্তিমধর্মে যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্যমকার্যঞ্চ, ভয়াভয়ে কার্যাকার্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ, কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষঃ ইতি বা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ॥৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিং চ—প্রবৃত্তিঃ প্রবর্তনং বন্ধহেতুঃ কর্মমার্গঃ। নিবৃত্তিং চ—নিবৃত্তির্মোক্ষহেতুঃ সংন্যাসমার্গঃ। বন্ধমোক্ষসমানবাক্যত্বাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তী কর্মসংন্যাসমার্গাবিত্যবগম্যতে। কার্যাকার্যে বিহিতপ্রতিষিদ্ধে লৌকিকে বৈদিকে বা শাস্ত্রবুদ্ধেঃ কর্তব্যাকর্তব্যে করণাকরণে ইত্যেতৎ। কস্য? দেশকালাদ্যপেক্ষয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থানাং কর্মণাম্‌। ভয়াভয়ে—বিভেত্যস্মাদিতি ভয়ং চৌরব্যাঘ্রাদি। তদ্বিপরীতমভয়ম্‌। ভয়ং চাভয়ং চ ভয়াভয়ে। দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্ভয়াভয়য়োঃ কারণে ইত্যর্থঃ। বন্ধং সহেতুকং মোক্ষং চ সহেতুকং যা বেত্তি বিজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী। তত্র জ্ঞানং বুদ্ধেবৃত্তিঃ। বুদ্ধিস্তু বৃত্তিমতী। ধৃতিরপি বৃত্তিবিশেষ এব বুদ্ধেঃ॥৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রবৃত্তিমার্গ কর্মকাণ্ড ও নিবৃত্তিমার্গই সন্ন্যাসধর্ম। প্রবৃত্তিমার্গের কর্মের নাম কার্য এবং নিবৃত্তিমার্গে থাকিয়া যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অকার্য। প্রবৃত্তিমার্গে স্থিতিজন্য গর্ভবাসাদি যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার নাম ভয় এবং নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনজন্য তদ্দুঃখনিবৃত্তির নাম অভয়। প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃত কর্তৃত্বাভিমানাদির নাম বন্ধন এবং নিবৃত্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানকৃত অজ্ঞানতিরোভাবের নাম মোক্ষ। যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয়রূপে এই সকল বিষয় বিদিত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি॥৩০॥

মন্তব্য ঃ সত্ত্বগুণীর স্বভাব সম্মুখস্থ সব জিনিসকে প্রকাশ করা। তাই সত্ত্বগুণীরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হন। প্রতি কার্যে কী ফল লাভ হইবে, তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। তাঁহারা যেসব কাজ করেন, তাহার ফল কখনও নিজের বা অন্যের অনিষ্টকারক হয় না।

"ভয়াভয়"—কোনো কোনো কাজ বাহ্যতঃ দুঃখজনক নহে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু দূরদর্শীর চক্ষে তাহা ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেমন, একটি ছেলে সংসারের হাঙ্গামা হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য অবিবাহিত রহিল; তাহার ফলে মনের সুপ্ত ও অভুক্ত বাসনার তাড়নায় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইতে পারে; দারুণ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইতে পারে। তাহার মনে যদি রজোগুণ প্রবল থাকে, তাহা হইলে নানা প্রকার কাজে নিজেকে জড়াইয়া অন্য লোকের বহু কর্তব্য ঘাড়ে চাপাইয়া তাহার জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু সত্ত্বগুণী লোক কোন্‌ কাজের ফলে দুঃখ আসিবার সম্ভাবনা, তাহা জানিয়া কাজে হাত দেন; তাই বলা হইয়াছে, কীসে ভয়, কীসে অভয় তাঁহারা বুঝেন॥৩০॥

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥৩১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) যয়া চ (যে বুদ্ধির দ্বারা) [মনুষ্য] ধর্মম্‌ অধর্মং চ (ধর্ম ও অধর্ম) কার্যম্‌ অকার্যম্‌ এব চ (কার্য ও অকার্য) অযথাবৎ (সন্দিগ্ধরূপে) প্রজানাতি (জানিতে পারে) সা (তাহা) রাজসী বুদ্ধিঃ (রাজসী বুদ্ধি)॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য অযথাবৎ অর্থাৎ সন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারা যায়, সে বুদ্ধি রাজসী॥৩১॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **যয়া**=যদ্ (স্ত্রী), ৩য়া একবচন, করণে। (বুদ্ধ্যা-উহ্য আছে)—যে বুদ্ধি দ্বারা। **ধর্মম্**=ধৃ+মন্ (পুং), ২য়া (কর্মে) একবচন। **অধর্মম্**=ন ধর্ম=অধর্ম—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া (কর্মে) একবচন। চ=অব্যয়। **কার্যম্**=কৃ+ণ্যৎ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অকার্যম্**=ন কার্যম্—নঞ্ তৎপুরুষ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **অযথাবৎ**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)=যথা—অব্যয়; যথাবৎ=যথা+বতিচ্ (সাদৃশ্যে), ন যথাবৎ=অযথাবৎ—নঞ্ তৎপুরুষ। **প্রজানাতি**=প্র-জ্ঞা+লট্ তি। **সা**=তদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **রাজসী**=রজস্+অণ্+ঙীপ্, বুদ্ধির বিশেষণ॥৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ রাজসীং বুদ্ধিমাহ—যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যয়েতি। যয়া ধর্মং শাস্ত্রচোদিতম্। অধর্মং চ তৎপ্রতিষিদ্ধং কার্যং চাকার্যমেব চ পূর্বোক্তে এব কার্যাকার্যে। অযথাবন্ন যথাবৎ সর্বতো নির্ণয়েন ন প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রবিহিত কর্মের নাম ধর্ম এবং তন্নিষিদ্ধ কর্মের নাম অধর্ম। ধর্ম এবং অধর্ম উভয়েরই ফল অদৃষ্ট। কার্য ও অকার্য উভয়ের ফল দৃষ্ট। রাজসী বুদ্ধির দ্বারা অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট কোনো ফলই ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। এই বুদ্ধির অস্পষ্ট আলোকে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না॥৩১॥

মন্তব্য ঃ রজোগুণের স্বভাব ঠিক পাগলা ঘোড়ার মতো। যেদিকে হউক, কেবল ছুটিয়া চলা তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। রজোগুণী লোক জগতের সব জিনিস দখল করিয়া লইতে চায়। যাহা দেখিবে তাহাই সাপটাইয়া নিজের ঝুলিতে ঢুকাইবে—বহিতে পারিবে কি না, সে-ভাবনা কখনও করে না। সব বিষয়ে তাহারা বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে চাহে; কিন্তু কোনোটিই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না বা চেষ্টাও করে না।

সামাধ্যায়ী বেদাধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত বলিয়া খুব খ্যাতিলাভ করিলেন। ভান করিয়া অনেকক্ষণ ঠাকুরঘরে বসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার মনে বিষয়চিন্তা উঠে বলিয়া ঠাকুরঘরের আবহাওয়া মলিন হয়; ইহাতে বরং পাপই হয়। তমোগুণী লোক নিজে তো কিছু বুঝেও না এবং কোনোরকম ভাল কাজ করিতেও চাহে না। সুযোগ পাইলে তাহার অধীনস্থ লোকদিগকেও কুপথে চালাইয়া জগতের অনিষ্ট করে॥৩১॥

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥৩২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) যা (যে বুদ্ধি) অধর্মং (অধর্মকে) ধর্মম্ ইতি (ধর্ম বলিয়া) মন্যতে (মনে করে), [এবং] সর্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ চ (বিপরীত) [বলিয়া মনে করে], তমসা আবৃতা (অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত) সা (তাহা) বুদ্ধিঃ তামসী (তামসী বুদ্ধি)॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! যে বুদ্ধি অন্ধকারাবৃত হইয়া অধর্মকে ধর্ম এবং সকল প্রকার বিষয়কেই বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, সেই বুদ্ধি তামসী॥৩২॥

ব্যাকরণ ঃ পার্থ=পৃথা+অণ্ অপত্যার্থে, সম্বোধনে ১মা একবচন। যা=যদ্, স্ত্রীলিঙ্গ ১মা একবচন। যা বুদ্ধিঃ। **অধর্মম**=ধৃ+মন্=ধর্মঃ, ন ধর্মঃ=অধর্মঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, কর্মণি ২য়া একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **মন্যতে**=মন্+লট্ তে। **সর্বার্থান্**=সর্বে অর্থাঃ=সর্বার্থাঃ—কর্মধারয়, ২য়া বহুবচন। **বিপরীতান্**=বি-পরি-ই+ক্ত=বিপরীত, ২য়া বহুবচন, পুংলিঙ্গে "অর্থান্"-এর বিণ্। **চ**=অব্যয়। **তমসা**=তমস্, ৩য়া একবচন। **আবৃতা**=আ-বৃ+ক্ত (স্ত্রী), ১মা একবচন। **সা**=তদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন, "বুদ্ধি"-র বিণ্। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **তামসী**=তমস্+অণ্+ঙীপ্, ১মা একবচন॥৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তামসী বুদ্ধিমাহ—অধর্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্বোক্তং, জ্ঞানং তু তদ্বৃত্তিঃ ধৃতিরপি তদ্‌বৃত্তিরেব; যদ্বা, অন্তঃকরণস্য ধর্মিণো বুদ্ধিরপ্যধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহুত্বেঽপি ধর্মাধর্ম-ভয়াভয়-সাধনত্বেন প্রাধান্যাদেতাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্; উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যাসাম্॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অধর্মমিতি। অধর্মং প্রতিষিদ্ধম্। ধর্মং বিহিতম্। ইতি যা মন্যতে জানাতি তমসাবৃতা সতী। সর্বার্থান্ সর্বানেব জ্ঞেয়পদার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বিপরীতানেব জানাতি। বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ তমোরূপ মহান্ (মোহাত্মক অজ্ঞান) বিশেষদর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। বুদ্ধি যখন এই দোষে অভিভূত হয়, তখন অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রতীতি জন্মে (অর্থাৎ, অদৃষ্ট ফললাভের জন্য চিত্ত অগ্রসর হয় না)। যেসকল কার্য বস্তুতঃ সুখপ্রদ, তাহা দুঃখদায়ক বলিয়া এবং যাহা দুঃখপ্রদ তাহা সুখদায়ক বলিয়া বোধ হয়। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবে লোকসকল তত্ত্বজ্ঞ ঋষি, মুনি ও যোগীদিগকে হেয় ও অসভ্য বলিয়া এবং বিষয়াসক্ত মহাস্বার্থপর শিল্পচতুর ব্যক্তিগণকে উচ্চশিক্ষিত ও সুসভ্য বলিয়া মনে করে। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই যাগ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, দেবার্চনাদিকে কুসংস্কার বলিয়া এবং বর্ণাশ্রমধর্ম পরিহারপূর্বক অশাস্ত্রীয় স্বেচ্ছাচারকে মার্জিত সংস্কার বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই সধর্মমূলক সদাচার, সদাহার ও সদ্ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং অনার্য ও কদর্য আচার আহারাদি করাকে লোকে নিজ নিজ পুরুষার্থ বলে মনে করিয়া থাকে। বলিতে কী,

মনুষ্য তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই নিজ পরমশ্রেয়ঃসাধনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনি আপনাকে বিনষ্ট করিতে থাকে॥৩২॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) যোগেন (একাগ্রতাবশতঃ) অব্যভিচারিণ্যা (ঐকান্তিক) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ (মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমুদায়) ধারয়তে (এক পদার্থে ধারণ করা যায়) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতি) সাত্ত্বিকী (সত্ত্বগুণ-প্রধান)॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগের দ্বারা মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তিকে নিরোধ করে, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি॥৩৩॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্ (পুং), সম্বোধনে ১মা একবচন। **যোগেন**=যুজ্+ঘঞ্=যোগঃ (পুং), ৩য়া (করণে) একবচন। **অব্যভিচারিণ্যা**=বি-অভি-চর্+ণিনি=ব্যভিচারী, ব্যভিচারী+ঙীপ্ (স্ত্রী), ব্যভিচারিণী, ৩য়া একবচনে ব্যভিচারিণ্যা, ন অব্যভিচারিণ্যা—নঞ্ তৎপুরুষ। **যয়া**=যদ্ (স্ত্রী), ৩য়া একবচন। **ধৃত্যা**=ধৃ+ক্তিন্=ধৃতিঃ, ৩য়া একবচন। **মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ**=মনশ্চ প্রাণাশ্চ ইন্দ্রিয়ানি চ=মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ানি, তেষাং ক্রিয়া শব্দের ১মা বহুবচনে (উক্তে কর্মণি ১মা)=মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়ার, ১মা একবচন। **ধারয়তে**=ধৃ+ণিচ্+লট্ তে। **সা**=তস্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **সাত্ত্বিকী**=সত্ত্ব+ঠক্+ঙীপ্॥৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনাঽব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ ক্রিয়া ধারয়তে নিযচ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী॥৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ধৃত্যেতি। ধৃত্যা যয়াঽব্যভিচারিণ্যেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ধারয়তে—কিম্? মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। মনশ্চ প্রাণাশ্চেন্দ্রিয়াণি চ মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণি। তেষাং ক্রিয়াশ্চেষ্টাঃ। তা উচ্ছাস্ত্রমার্গপ্রবৃত্তের্ধারয়তে ধারয়তি। ধৃত্যা হি ধার্যমাণা উচ্ছাস্ত্রমার্গবিষয়া ন ভবন্তি। যোগেন সমাধিনা। অব্যভিচারিণ্যা নিত্যসমাধ্যনুগতয়েত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া ধার্যমাণা যোগেন ধারয়তীতি। যৈবংলক্ষণা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে ধৃতি (চিত্তের একাগ্রতাবশতঃ) মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে বিচরণ করিতে দেয় না, অর্থাৎ নিবৃত্তির অনুকূল বৈধ বিষয়েই তাহাদের কার্যচেষ্টা আবদ্ধ বা সমাহিত রাখে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী॥৩৩॥

মন্তব্য ঃ "ধৃতিঃ" শব্দে ধরিয়া রাখিবার শক্তি বুঝায়। পরীক্ষার পূর্বরাত্রে দুইটি ছেলে পড়িতেছিল। রাস্তা দিয়া একজন লোক গান গাহিয়া চলিতেছে। একটি ছাত্র পাঠ্যপুস্তক হইতে

মন সরাইয়া গান শুনিতে লাগিল। দ্বিতীয় ছাত্রটি গানের দিকে একটুও মন দিল না; কারণ কর্তব্যকর্মে তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণশক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে। প্রথম ছাত্রটির বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের অভাব, তাই সে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রীতির জন্য কর্তব্যত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

"যোগেনাব্যভিচারিণ্যা"—যাহা আত্মার হিতকর বলিয়া বুদ্ধির নিকট প্রকাশিত হইবে, তাহার সঙ্গে মনপ্রাণকে এমনভাবে যুক্ত করিয়া রাখা যে, তাহা যেন কখনও বিচলিত না হয়। অব্যভিচারী যোগ—অবিচলিত মনঃসংযোগ (attention)॥৩৩॥

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥৩৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) যয়া ধৃত্যা তু (যে ধৃতির দ্বারা) [মনুষ্য] ধর্মকামার্থান্ (ধর্ম, কাম ও অর্থ) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে) [এবং] প্রসঙ্গেন (সেই সেই প্রসঙ্গে) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলাকাঙ্ক্ষী) [হয়] অর্জুন (হে অর্জুন!) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতি) রাজসী (রাজসী)॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কর্তৃত্বাদিতে অভিনিবেশপূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে বৃত্তির দ্বারা মনুষ্য ধর্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসী ধৃতি॥৩৪॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **যয়া**=যদ্ (স্ত্রী), ৩য়া একবচন, "ধৃতিঃ" শব্দের বিণ্। **ধৃত্যা**=ধৃ+ক্তিন্, ৩য়া একবচন। **ধর্মকামার্থান্**=ধর্মশ্চ কামশ্চ অর্থশ্চ=ধর্মকামার্থাঃ—দ্বন্দ্ব, ২য়া বহুবচন। **ধারয়তে**=ধৃ+ণিচ্+লট্ তে। **প্রসঙ্গেন**=প্র-সন্জ্+ঘঞ্=প্রসঙ্গঃ, ৩য়া একবচন। **ফলাকাঙ্ক্ষী**=আ-কাঙ্ক্ষ্+ণিনি=আকাঙ্ক্ষী, ফলস্য বা (ফলম্) আকাঙ্ক্ষী—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ বা ২য়া তৎপুরুষ। **সা**=তদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **ধৃতিঃ**=ধৃ+ক্তিন্, ১মা একবচন। **রাজসী**=রজস্+অণ্+ঙীপ্॥৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যয়া ত্বিতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি, তৎপ্রসঙ্গেন তৎফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি, সা রাজসী ধৃতিঃ॥৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যয়েতি। যয়া তু ধর্মকামার্থান্—ধর্মশ্চ কামশ্চার্থশ্চ ধর্মকামার্থাঃ। তান্ ধর্মকামার্থান্। ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনসি নিত্যকর্তব্যরূপানবধারয়তে হে অর্জুন। প্রসঙ্গেন যস্য যস্য ধর্মাদের্ধারণপ্রসঙ্গস্তেন তেন প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি যঃ পুরুষঃ। তস্য ধৃতির্যা সা পার্থ রাজসী॥৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে ধৃতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির অনুকূল, তাহাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু রাজসী ধৃতি মনুষ্যকে মুক্তির জন্য ধর্মাদিতে আরূঢ় না রাখিয়া স্বর্গাদি ফললাভের জন্যই তত্তাবৎ সাধনের আনুকূল্য করে। যজ্ঞাদি কর্মজনিত পুণ্যরূপ অপূর্বের নাম ধর্ম। বিষয়জনিত সুখের নাম কাম এবং ধনাদি পদার্থের নাম অর্থ। রাজসবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ ফলাভিলাষী হইয়াই এই ত্রিবর্গ সাধনে প্রবৃত্ত হয়॥৩৪॥

মন্তব্য ঃ রজোগুণের প্রভাব কেবল ছুটিয়া চলা। গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে ধারণা তাহাতে প্রায় থাকে না। তাই রজোগুণী লোক নানা প্রকার সৎকার্য করিয়া থাকে। সৎকার্যের দুইটি ফল হয়; একটি চিত্তশুদ্ধি—যাহা আত্মজ্ঞানোৎপাদক, আরেকটি পুণ্য, যাহার ফলে অত্যুত্তম ভোগলাভ হয়। এখন পুণ্য হইলে মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আত্মবিকাশ হইতে পারে না। পুণ্যের ফলে যেসব ভোগ আসে, তাহা মানুষকে উন্নতির পথ হইতে ঘোর অবনতির পথেও লইয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে অনেক লোককে বহু পরোপকারজনক পুণ্যকর্ম করিতে দেখা যায়। তাহাদের কাজ দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে মহৎ বলিয়া মনে করে। কিন্তু তাহাদের মনে সুপ্ত ভোগলালসা থাকায় তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। সত্ত্বগুণের অভাবে তাহাদের বুদ্ধিতে আধ্যাত্মিক উন্নতি-অবনতি জ্ঞান থাকে না। তাই তাহারা বাহিরে বড় হয়, কিন্তু ভিতর (দেহ-মন-বুদ্ধি) যেমন ছিল তাহাই থাকিয়া যায়। তাহার উদাহরণ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়॥৩৪॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা[১]॥৩৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ দুর্মেধাঃ (দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতির দ্বারা) স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদং চ এব (স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ) ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতি) তামসী (তমঃপ্রধানা) [বলিয়া] মতা (অভিহিত)॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতির সাহায্যে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ কদাচ পরিত্যাগ করে না, তাহার নাম তামসী ধৃতি॥৩৫॥

ব্যাকরণ ঃ **দুর্মেধাঃ**=দুষ্টা মেধা যস্য সঃ=দুর্মেধস্—বহুব্রীহি, ১মা একবচন দুর্মেধাঃ। যয়া (ধৃত্যা)=যদ্ (স্ত্রী), ৩য়া একবচন। **স্বপ্নম্**=স্বপ্+নঙ্ (পুং), ২য়া একবচন। **ভয়ম্**=ভী+অল্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **শোকম্**=শুচ্+ঘঞ্ (পুং), ২য়া একবচন। **বিষাদম্**=বি-সদ্+ঘঞ্ (পুং), ২য়া একবচন। **মদম্**=মদ্+অচ্ (পুং), ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **ন**=অব্যয়। **বিমুঞ্চতি**=বি-মুচ্+লট্ তি। **সা**=তদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **ধৃতিঃ**=ধৃ+ক্তিন্। **তামসী**=তমস্+অণ্+ঙীপ্॥৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্মেধাঃ পুরুষো, যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ন বিমুঞ্চতি, পুনঃ পুনরাবর্তয়তি, স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা, সা ধৃতিস্তামসী॥৩৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যয়েতি। যয়া স্বপ্নং নিদ্রাম্। ভয়ং ত্রাসম্। শোকং সন্তাপম্। বিষাদমবসাদং

---
১ সা পার্থ তামসী—ইতি পাঠান্তরম্

বিষণ্ণতাম্। মদং বিষয়সেবাম্। আত্মনো বহু মন্যমানো মত্ত ইব মদমেব চ মনসি নিত্যমেব কর্তব্যরূপতয়া কুর্বন্ন বিমুঞ্চতি—ধারয়ত্যেব দুর্মেধাঃ কুৎসিতমেধাঃ পুরুষো যস্তস্য ধৃতির্যা সা তামসী মতা॥৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এখানে নিদ্রাই স্বপ্নরূপে কথিত হইয়াছে। যে ধৃতি এইরূপ স্বপ্ন, প্রতিকূলবস্তুর দর্শনজনিত ত্রাস, ইষ্টবস্তুর বিয়োগজনিত শোক, মনোবৈকল্যরূপ বিষাদ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়সেবনতৎপরতারূপ মদবৃত্তিকে বিদূরিত করিতে দেয় না, অথবা যে ধৃতির প্রভাবে এই সমস্ত বৃত্তিই উত্তম বলিয়া নিশ্চয় হয়, তাহা তামসী ধৃতি॥৩৫॥

মন্তব্য ঃ তমোগুণের স্বভাব অপ্রকাশ। মানুষের সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তুকে তমোগুণ ঢাকিয়া রাখে।

কর্তব্য না করিলে দারুণ অনিষ্ট হইবে—এই সম্বন্ধে যে সাবধান নয়, সে ঘুমাইয়া দিন কাটাইতে চায়। ভয়, শোক নিবারণ করিবার উপায় আছে, কিন্তু তমোগুণী লোক তাহা দূর করিবার উদ্যম দেখাইতে চায় না। মনে কোনো বিষাদের ভাব উপস্থিত হইলে তাহা দূর করিবার জন্য জ্ঞানীরা ঈশ্বরচিন্তা করেন, ভোগীরা নাচ-গান, উপন্যাসপাঠে রত হয়; কিন্তু তমোগুণী লোক কেবল সকলের নিকট তাহার দুঃখের কথা বলিয়া বেড়ায়। তামসিক লোক কোনো একটি সামান্য বিষয়ে যদি আকর্ষণবোধ করে, তাহার ফলাফল বিচার না করিয়া উহা লইয়াই মত্ত হইয়া থাকে। বাড়ি ছাড়িয়া শহরে যাইলে কাহারও বাসায় চাকুরি করিয়া অন্ততঃ বেশ খাইবার-থাকিবার সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু গ্রামের মূর্খ কিছুতেই "বাপের ভিটা" ছাড়িবে না॥৩৫॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥৩৬॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥৩৭॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥৩৮॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥৩৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) ইদানীং তু (এক্ষণে) ত্রিবিধং সুখং (ত্রিবিধ সুখ) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ করো), যত্র (যে সুখে) [মনুষ্য] অভ্যাসাৎ (অভ্যাসবশতঃ) রমতে (প্রীতিলাভ করে) দুঃখান্তং চ (ও দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) যত্তৎ (যাহা) অগ্রে (প্রথমতঃ) বিষম্ ইব (বিষের ন্যায়) পরিণামে (শেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং (যে সুখ

আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জন্মে) তৎ সুখং (সেই সুখ) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) [বলিয়া] প্রোক্তম্ (কথিত হইয়াছে) বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে) [উৎপন্ন] যত্তৎ (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমং (অমৃতবৎ) [কিন্তু] পরিণামে (পরিণামে) বিষম্ ইব (বিষতুল্য) তৎ সুখং (সেই সুখ) রাজসং (রাজস বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত হয়) যৎ চ সুখম্ (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (ও পরিণামে) আত্মনঃ (বুদ্ধির) মোহনং (মোহকর) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন) তৎ (সেই সুখ) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়)॥৩৬-৩৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভরতর্ষভ! অভ্যাসবশতঃ যে সুখে আসক্তি বৃদ্ধি পায় ও যে সুখ প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অবসান হয়, আমি সেই সুখের ত্রিবিধ-প্রকারভেদ বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করো। যে সুখ প্রথমতঃ বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃততুল্য বোধ হয় এবং যে সুখ দ্বারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, যোগী পুরুষগণ তাহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয় এবং যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ ও পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ। যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে বুদ্ধিকে মোহমুগ্ধ করে এবং নিদ্রা ও আলস্যাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তামস সুখ॥৩৬-৩৯॥

ব্যাকরণ ঃ **ভরতর্ষভ**=ভরতেষু ঋষভঃ বা ভরতানাং ঋষভঃ, ৭মী বা ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ (পুঃ), অথবা ভারতঃ ঋষভ ইব—উপমিত কর্মধারয়। **তু**=অব্যয়। **ইদানীম্**=ইদম্ শব্দের উত্তর "দানীম্" প্রত্যয় "কালে", অস্মিন্ কালে=ইদানীম্। **ত্রিবিধম্**=ত্রিস্রঃ বিধাঃ যস্য তৎ—বহুব্রীহি (ক্লীব), ২য়া একবচন। **সুখম্**=ক্লীব, ২য়া একবচন। **মে**=মৎ, এই ৫মী বিভক্তি স্থানে ৬ষ্ঠী হইয়াছে, আমার নিকট হইতে। **শৃণু**=শ্রু+লোট্ হি। **অভ্যাসাৎ**=অভি-অস্+ঘঞ্=অভ্যাসঃ, ৫মী একবচনে অভ্যাসাৎ। **যত্র**=যদ্, ৭মী স্থানে ত্রল্ প্রত্যয়। **রমতে**=রম্+লট্ তে। **দুঃখান্তম্**=দুঃখস্য অন্তঃ=দুঃখান্তঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **নিগচ্ছতি**=নি-গম্+লট্ তি। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অগ্রে**=অন্গ্+রক্ (কর্মবাচ্যে), ৭মী একবচন। **বিষম্**=বিষ+ক (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইব**=অব্যয়। **পরিণামে**=পরি-নম্+ঘঞ্ (পুং), ৭মী একবচন। **অমৃতোপমম্**=অমৃতম্ উপমা যস্য তৎ—বহুব্রীহি। **আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধিঃ, আত্মনঃ বুদ্ধিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদঃ=আত্মবুদ্ধেঃ প্রসাদঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ-জন্+ড=আত্মবুদ্ধিপ্রসাদম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সুখম্**=সুখ+ক (ক্লীব), ১মা একবচন (উক্তে কর্মণি)। **সাত্ত্বিকম্**=সৎ+ত্ব=সত্ত্বম্, সত্ত্ব+ঠক্=সাত্ত্বিক (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রোক্তম্**=প্র-ব্রূ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ**=বি-সি+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে)=বিষয়ঃ, ইন্দ+রন্ (কর্তৃবাচ্যে)=ইন্দ্রঃ, ইন্দ্র+ইয় (নিপাতনে)=ইন্দ্রিয়ম্ (ক্লীব); সম্-যুজ্+ঘঞ্=সংযোগঃ, বিষয়শ্চ ইন্দ্রিয়ানি চ=বিষয়েন্দ্রিয়ানি—দ্বন্দ্ব, তেষাং সংযোগঃ=বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগঃ, ৫মী একবচন (হেতৌ)। **রাজসম্**=রজস্+অণ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **স্মৃতম্**=স্মৃ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন। **অনুবন্ধে**=অনু-বন্ধ্+অচ্ (ভাবে), ৭মী একবচন। **মোহনম্**=মুহ্+ণিচ্+অনট্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **আত্মনঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৬ষ্ঠী একবচনে। **নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থম্**=নি-দ্রা+অঙ্=নিদ্রা, অ-লস্+অ=অলস্; অলসস্য

ভাবঃ ইতি, অলস+ষ্যঞ্=আলস্যম্, প্রমদ্+ঘঞ্=প্রমাদঃ, নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ=নিদ্রালস্যপ্রমাদাঃ—দ্বন্দ্ব, নিদ্রালস্য প্রমাদেভ্যঃ উত্থিতম্=নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থম্—৫মী তৎপুরুষ। **তামসম্**=তমস্+অণ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **উদাহৃতম্**=উৎ-আ-হৃ+ক্ত (ক্লীব), ১মা একবচন॥৩৬-৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্দ্ধেন—সুখন্ত্বিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ। তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াদ্রমতে, ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি, যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কীদৃশম্? যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্দুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে ত্বমৃতসদৃশম্, আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্ম-বুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদো রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং, ততো জাতং যৎ সুখং, তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ।

রাজসং সুখমাহ—বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যত্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখম্, অমৃতোপমা যস্য তাদৃশং ভবতি, অগ্রে প্রথমং পরিণামে চ বিষতুল্যম্, ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ; তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।

তামসং সুখমাহ—যদিতি। অগ্রে চ প্রথমক্ষণে অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরং, তদেবাহ—নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্তব্যাবধানরাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং, তত্তামসমুদাহৃতম্॥৩৬-৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ গুণভেদেন ক্রিয়াণাং কারকাণাং চ ত্রিধা ভেদ উক্তঃ। অথেদানীং ফলস্য-চ সুখস্য ত্রিবিধো, ভেদ উচ্যতে—সুখমিতি সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং—শৃণু—সমাধানং কুর্বিত্যেতৎ—মম ভরতর্ষভ। অভ্যাসাৎ পরিচয়াদাবৃত্তে রমতে রতিং প্রতিপদ্যতে যত্র যস্মিন্ সুখানুভবে। দুঃখান্তং চ দুঃখাবসানং দুঃখোপশমঃ চ নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি।

যদিতি যত্তৎ সুখমগ্রে পূর্বং প্রথমসংনিপাতে জ্ঞানবৈরাগ্যধ্যানসমাধ্যারম্ভেঽত্যন্তায়াস-পূর্বকত্বাদ্বিষমিব দুঃখাত্মকং ভবতি। পরিণামে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিপরিপাকজং সুখমমৃতোপমম্। তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ। আত্মনো বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ। আত্মবুদ্ধেঃ প্রসাদো নৈর্মল্যং সলিলবৎ স্বচ্ছতা। ততো জাতমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্। আত্মবিষয়া বাত্মাবলম্বনা বা বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ। তৎপ্রসাদ-প্রকর্ষাদ্বা জাতমিত্যেতৎ। তস্মাৎ সাত্ত্বিকং তৎ।

বিষয়েতি। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তৎ সুখং জায়তেঽগ্রে প্রথমক্ষণেঽমৃতোপমমমৃতসমম্। পরিণামে বিষমিব বলবীর্যরূপপ্রজ্ঞামেধাধনোৎসাহহানি হেতুত্বাৎ। অধর্মতজ্জনিতনরকাদিহেতুত্বাচ্চ। পরিণামে তদুপভোগবিপরিণামান্তে বিষমিব। তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।

যদগ্রে চেতি। যদগ্রে চানুবন্ধে চাবসানোত্তরকালে সুখং মোহকরমাত্মনঃ। নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং—নিদ্রা চালস্যং চ প্রমাদশ্চেত্যেতেভ্যঃ সমুত্তিষ্ঠতীতি নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থম্। তত্তামসমুদাহৃতম্॥৩৬-৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ক্রিয়া ও কর্তার প্রকারভেদ সমস্ত কথিত হইল। এক্ষণে সেই ক্রিয়া ও কর্তৃজনিত সুখরূপ ফলের সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার ভেদ ভগবান ব্যাখ্যা

করিতেছেন। কোন্ সুখ গ্রাহ্য এবং কোন্ সুখ পরিত্যাজ্য তাহাই বুঝিবার জন্য ভগবান অর্জুনকে সাবধান করিলেন। "অভ্যাসাদ্রমতে যত্র" ইত্যাদি শ্লোকার্ধে সাত্ত্বিক সুখের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যম নিয়মাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া অভ্যাসযোগে অধিকারি-ব্যক্তি এই সমাধি সুখে রমণ—অর্থাৎ অনুভবপূর্বক পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়সুখের ন্যায় ইহাতে আশু তৃপ্তি হয় না। বিষয়সুখের অবসান হইলেই আবার দুঃখের উদয় হয়; কিন্তু এই সুখের শেষ ভাগে দুঃখোদয়ের আশঙ্কা নাই, কেবল অনন্ত সুখের ধারা বহিয়া গিয়াছে।

সাত্ত্বিক সুখ জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধি-আদি দ্বারা সাধিত হয়। জ্ঞানাদি সাধন করিতে মনুষ্যের প্রথম বড় ক্লেশ বোধ হয়, কেননা উহা মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ; কিন্তু এতাবৎ বিধিপূর্বক সিদ্ধ হইলে পরিণামে পরমানন্দদায়ক বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রা ও আলস্যাদিদোষবর্জিত হইয়া স্বচ্ছন্দতাপূর্বক সংস্থিতির নাম আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ। সাত্ত্বিক সুখ এই আত্মজ্ঞানের নিতান্ত অনুগত। অনাত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি হইয়া গেলে যে সমাধিসুখের উদয় হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ।

শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃ যে সুখের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ সুস্বর শ্রবণে, সুরূপ দর্শনে, সুমধুর রসাস্বাদনে, সুগন্ধ আঘ্রাণে, সুকোমল স্পর্শে বা স্ত্রীসঙ্গমাদিতে যে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা রাজস সুখ। এই সুখলাভে মন ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিতে হয় না বলিয়া প্রথমতঃ পরম সুখকর এবং এই সুখের বিচ্ছেদকালে ভোক্তার ঐহিক ও পারলৌকিক বহু দুঃখভোগ করিতে হয় বলিয়া পরিণামে উহা বিষবৎ বোধ হইয়া থাকে। ঈদৃশ বৈষয়িক সুখকে সাধুগণ রাজস বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

যে সুখ আত্মজ্ঞান হইতে বা বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন না হইয়া কেবল তন্দ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, সাধুগণের মতে তাহাই তামস সুখ॥৩৬-৩৯॥

মন্তব্য ঃ যে-দুঃখের পরিণাম সুখ, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। কারণ, যে বুঝিতে পারে—অমুক কাজটা খুব কষ্ট করিয়া করিলে পরিণামে একটা স্থায়ী সুখ হইবে, তাহার সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে সুখবস্তুর তত্ত্ব প্রকাশিত হয় বলিয়াই সে এই কষ্টস্বীকার করে। সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে যে-সুখ স্থায়ী শান্তিপ্রদ তাহাই প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাজসিক বুদ্ধিতে পরিণামদূরদৃষ্টি না থাকায় স্বাস্থ্যহানিকর খাদ্যে যে-রুচি, তাহা তো পরিণামে দুঃখজনক সুখ।

যে-সুখ স্থায়ী হয়, তাহা প্রকৃত সুখ। আর যে-সুখ ক্ষণকালের জন্য আনন্দপ্রদ হয়, তাহাও সুখ, তবে অস্থায়ী। কিন্তু এক কাজ করিতে বিপরীত কাজ করিয়া বসা কিংবা কোনো কাজ না করিয়া পড়িয়া থাকা—ইহাতে তো কোনো সুখই হয় না। সর্বপ্রকার রুচিবর্জিত তামসিক লোকেরা সুখ কাহাকে বলে বুঝিতেই পারে না। তাই যাহা তাহা করিয়া কোনোপ্রকারে একটা জীবন কাটাইয়া দেয়। তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্—প্রসন্ন (শুদ্ধ) বুদ্ধিতে জাত॥৩৬-৩৯॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥৪০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (অথবা দেবতাদিগের মধ্যে) তৎ সত্ত্বং (এমন প্রাণী) ন অস্তি (নাই) যৎ (যে) এভিঃ (এই) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) ত্রিভিঃ গুণৈঃ (তিন গুণ কর্তৃক) মুক্তং স্যাৎ (বিমুক্ত আছে)॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পৃথিবীতে বা স্বর্গে অথবা দেবতাদিগের মধ্যে এমন কোনো প্রাণী বা পদার্থই নাই, যাহাতে প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ নাই॥৪০॥

ব্যাকরণ ঃ **পৃথিব্যাম্**=প্রথ+ষিবন্ (তু)+ঙীষ্=পৃথিবী, ৭মী একবচন। **দিবি**=দিব্+ক, ৭মী একবচন। **দেবেষু**=দিব্+ঘঞ্=দেবঃ, ৭মী বহুবচন (নির্ধারণে)। **পুনঃ**=পন+অরি (করণবাচ্যে)। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সত্ত্বম্**=সৎ+ত্ব (ভাবে)। **ন**=অব্যয়। **অস্তি**=অস্+লট্ তি। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। "সত্ত্বম্" এর বিণ্। **এভিঃ**=ইদম্, ৩য়া (ঊণার্থে) বহুবচন। **মুক্তম্**=মুচ্+ক্ত, (ক্লীব), ১মা একবচন। **ত্রিভিঃ**=ত্রি (পুং), ৩য়া বহুবচন॥৪০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি—ন তদিতি ত্রিভিঃ। এভিঃ প্রকৃতিসংভবৈঃ সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতং অন্যদ্বা যৎ স্যাত্তৎ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু চ ক্বাপি নাস্তীত্যর্থঃ॥৪০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং প্রকরণোপসংহারার্থঃ শ্লোক আরভ্যতে—নেতি। ন তদস্তি তন্নাস্তি পৃথিব্যাং বা মনুষ্যাদি সত্ত্বং প্রাণিজাতম্। অন্যদ্বাঽপ্রাণিজাতম্। দিবি দেবেষু বা পুনঃ সত্ত্বম্। প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈরেভিস্ত্রিভির্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্মুক্তং পরিত্যক্তং যৎ স্যাদ্ভবেৎ। ন তদস্তীতি পূর্বেণ॥৪০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির বৈষম্য হইলেই গুণত্রয়ের স্ফুরণ হয়। প্রকৃতি শব্দে কেহ কেহ মায়া বা জন্মান্তরীয় ধর্মাধর্মজনিত সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি যে অর্থেই গ্রহণ করুন না কেন, পরমাত্মা ব্যতীত অনাত্ম কোনো বস্তুই ত্রিগুণময় পাশরূপ বন্ধন এড়াইতে পারে না। তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকলই ত্রিগুণময় মায়ারূপ রজ্জুতে গ্রথিত রহিয়াছে॥৪০॥

মন্তব্য ঃ ত্রিগুণময়ী মায়া হইতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং, সৃষ্টির সব জিনিসই এই তিন গুণের অধীন। দেবতারা সত্ত্বগুণে সুখ-লালসায় বদ্ধ। মধ্যবর্তী মনুষ্যগণ রজঃপ্রধান বলিয়া কর্মে আসক্ত হইয়া ছোটাছুটি করিয়া মরে; আর পশুগণ তমোগুণের অধীন হইয়া কেবল আহার-নিদ্রাদিতে জীবন কাটায়। দেখিতে কেহ ভাল, কেহ মন্দ মনে হইলেও সকলেই বদ্ধ॥৪০॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥৪১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পরন্তপ (হে পরন্তপ!) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের) শূদ্রাণাং চ (ও শূদ্রগণের) কর্মাণি (কর্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ (স্বভাবজাত) গুণৈঃ (গুণসমূহ দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে)॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পরন্তপ! স্বভাবজ গুণানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম পৃথক পৃথক রূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে॥৪১॥

ব্যাকরণ ঃ **পরন্তপ**=পরং তপতি, পরম্-তপ্+খশ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাম্**=ব্রাহ্মণ=ব্রহ্মণঃ বিপ্রস্য বা অপত্যাং পুমানং ব্রহ্মন্+অণ্=ব্রাহ্মণঃ; ক্ষত্রিয়=ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইতি, ক্ষৎ-ত্রৈ+ড=ক্ষত্র, ক্ষত্র+ইয়=ক্ষত্রিয়ঃ; বিশ্-ধাতু+ক্বিপ্=বিশ শব্দ=বিট্ বিশৌ বিশঃ; ব্রাহ্মণশ্চ ক্ষত্রিয়শ্চ বিশশ্চ=ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশঃ—দ্বন্দ্ব, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **শূদ্র**=শুচ্+রক্ (কর্তৃবাচ্যে), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **কর্মাণি**=কৃ+মনিন্=কর্মণি, ১মা বহুবচন। **প্রবিভক্তানি**=প্র-বি-ভজ্+ক্ত, ১মা বহুবচন। **স্বভাবপ্রভবৈঃ**=ভূ+ঘঞ্=ভাবঃ, স্বস্য ভাবঃ=স্বভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, প্র-ভূ+অপ্=প্রভবঃ, স্বভাবাৎ প্রভবঃ—৫মী তৎপুরুষ=স্বভাবপ্রভবঃ, ৩য়া বহুবচনে। **গুণৈঃ**=গুণ্+ঘঞ্=গুণঃ, ৩য়া বহুবচন॥৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু যদ্যেবং সর্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব, তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারেণ বিহিতৈঃ কর্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাত্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য দর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে পরন্তপ! হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্মাণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি; শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথককরণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ—স্বভাবঃ সাত্ত্বিকরাজসাদি প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ; যদ্বা, স্বভাবপ্রভবৈঃ, পূর্বজন্মসংস্কারপ্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, সত্ত্বোপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তমউপসর্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ, রজউপসর্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ॥৪১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সর্বঃ সংসারঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকোঽবিদ্যা-পরিকল্পিতঃ সমূলোঽনর্থ উক্তো বৃক্ষরূপপরিকল্পনয়া চোর্ধ্বমূলমিত্যাদিনা। তং চাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েনচ্ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যমিতি চোক্তম্। তত্র চ সর্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ সংসারকারণনিবৃত্ত্যনুপপত্তৌ প্রাপ্তায়াং যথা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাত্তথা বক্তব্যম্। সর্বশ্চ গীতা-শাস্ত্রার্থ উপসংহর্তব্যঃ। এতাবানেব চ সর্বো বেদস্মৃত্যর্থঃ পুরষার্থমিচ্ছদ্ভিরনুষ্ঠেয়ঃ। ইত্যেবমর্থং চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামিত্যাদিরারভ্যতে—ব্রাহ্মণেতি। ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশশ্চ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশঃ। তেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্। শূদ্রাণাং চ শূদ্রাণামসমাসকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদানধিকারাৎ। হে পরন্তপ কর্মাণি প্রবিভক্তানীতরেতরবিভাগেন ব্যবস্থাপিতানি। কেন? স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ। স্বভাব ঈশ্বরস্য প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। সা প্রভবো যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবাঃ। তৈঃ শমাদীনি

কর্মাণি প্রবিভক্তানি ব্রাহ্মণাদীনাম্‌। অথবা ব্রাহ্মণস্বভাবস্য সত্ত্বগুণঃ প্রভবঃ কারণম্‌। তথা ক্ষত্রিয়স্বভাবস্য সত্ত্বোপসর্জনং রজঃ প্রভবঃ। বৈশ্যস্বভাবস্য তমউপসর্জনং রজঃ প্রভবঃ। শূদ্রস্বভাবস্য রজউপসর্জনং তমঃ প্রভবঃ। প্রশান্ত্যৈশ্বর্যেহামূঢ়তাস্বভাবদর্শনার্চতুর্ণাম্‌। অথবা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্তমানজন্মনি স্বকার্যভিমুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ। স প্রভবো যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবা গুণাঃ। গুণপ্রাদুর্ভাবস্য নিষ্কারণত্বানুপপত্তেঃ স্বভাবঃ কারণমিতি কারণবিশেষোপাদানম্‌। এবং স্বভাবপ্রভবৈঃ প্রকৃতিপ্রভবৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈঃ স্বকার্যানুরূপেণ শমাদীনি কর্মাণি প্রবিভক্তানীতি?

ননু শাস্ত্রপ্রবিভক্তানি শাস্ত্রেণ বিহিতানি ব্রাহ্মণাদীনাং শমাদীনি কর্মাণি। কথমুচ্যতে সত্ত্বাদিগুণপ্রবিভক্তানীতি?

নৈষঃ দোষঃ। শাস্ত্রেণাপি ব্রাহ্মণাদীনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষাপেক্ষয়ৈব শমাদীনি কর্মাণি প্রবিভক্তানি। ন গুণানপেক্ষয়া। ইতি শাস্ত্রপ্রবিভক্তান্যপি কর্মাণি গুণপ্রবিভক্তানীত্যুচ্যতে॥৪১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ত্রিগুণাত্মক ক্রিয়া, কর্তা ও ফলরূপ সংসার মিথ্যাজ্ঞান-কল্পিত অনর্থরূপ বলিয়া যে চতুর্দশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, ভগবান এইখানে তাহার উপসংহার করিতেছেন। আর পঞ্চদশ অধ্যায়ে অনর্থরূপ সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া বিষয়-বৈরাগ্যরূপ “অসঙ্গ” শস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যদি সমস্ত সংসারই ত্রিগুণাত্মক হইল, তাহা হইলে সংসাররূপ বৃক্ষের কীরূপে উচ্ছেদ হইবে? বিশেষতঃ অসঙ্গরূপ শস্ত্র পরম দুর্লভ। বেদোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিপালন করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া জীবকে এই অসঙ্গরূপ শস্ত্রের অধিকারী করেন। বেদে এই পরমপুরুষার্থপ্রদ বর্ণাশ্রম ধর্মের অত্যাবশ্যকতা দেখাইয়া ভগবান গীতার উপসংহার করিবার জন্য উত্তর প্রকরণ আরম্ভ করিলেন।

অর্জুন অন্তরের ও বাহিরের শত্রুসকলের সন্তাপদাতা বলিয়া ভগবান তাঁহাকে পরন্তপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বিশ”—এই তিন শব্দের একত্র সমাসে তিন বর্ণের দ্বিজত্ব এবং বেদাধ্যয়নে ও অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। “শূদ্রাণাম্‌” পদে শূদ্রের পৃথগ্বর্ণত্ব, একজাতিত্ব ও দ্বিজসেবাদি ধর্ম উপলক্ষিত হইয়াছে। এক ঈশ্বর সকলকে এক প্রকার সৃষ্টি না করিয়া কেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ করিলেন এবং কেনই-বা তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মের বিধান করিলেন—অর্জুনের এই সংশয় অপনোদনার্থ ভগবান বলিলেন, “স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ”; উহাতে পরমেশ্বরের বা ব্রাহ্মণশূদ্রাদির কোনো গুণ বা দোষ নাই; প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণস্বভাবপ্রযুক্তই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণাধিক্যপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রশান্ত, সত্ত্বসংমিশ্রিতরজোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত ক্ষত্রিয় প্রভুত্বযুক্ত, তমঃসংযুক্তরজোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত বৈশ্য কামনাশীল এবং রজঃসংমিশ্রিততমোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত শূদ্র মূঢ়স্বভাব হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। গুণরাশির ক্রিয়া স্বভাবের তরঙ্গমাত্র। জীবের অনাদিকালসিদ্ধ সংস্কারবশতঃই এইরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। এতদ্বর্ণচতুষ্টয় শাস্ত্রবিহিত স্ব-স্ব কর্মের অনুষ্ঠান করিলে পরমকল্যাণ লাভ করিতে পারে। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, “দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানম্‌॥১॥ ব্রাহ্মণস্যাধিকঃ প্রবচন-

যাজনপ্রতিগ্রহাঃ॥২॥ পূর্বেষু নিয়মস্তু॥৩॥ রাজ্ঞোঽধিকং রক্ষণং সর্বভূতানাম্॥৭॥ ন্যায্য-দণ্ডত্বম্॥৮॥ বৈশ্যস্যাধিকং কৃষিবণিক্‌পাশুপাল্যকুসীদম্॥৪৯॥ শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ॥৫০॥ তস্যাপি সত্যমক্রোধঃ শৌচম্॥৫১॥ আচমনার্থে পাণিপাদপ্রক্ষালনমিত্যেকে॥৫২॥ শ্রাদ্ধ-কর্ম॥৫৩॥ ভৃত্যভরণম্॥৫৪॥ স্বদারবৃত্তিঃ॥৫৫॥ পরিচর্যোত্তরেষাম্॥৫৬॥ (১০ অধ্যায়)॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি এবং বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ও দান এই তিনটি দ্বিজাতিগণের সাধারণ ধর্ম॥১॥ বেদের অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি ব্রাহ্মণের জীবিকার্থ বিশেষ ধর্ম (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জীবিকার্থ এই কয়েকটি কার্য করিবেন না)॥২॥ পূর্বোক্ত অধ্যয়নাদি তিন ধর্ম ও প্রাণিবর্গের রক্ষা এবং নীতিপূর্বক দুষ্টদিগের দণ্ডবিধান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম॥৩,৭,৮॥ পূর্বোক্ত অধ্যয়নাদি দ্বিজাতির সাধারণ ধর্মত্রয়, কৃষি, বাণিজ্য, গবাদি পশুপালন, ধনবৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগপূর্বক কুসীদ গ্রহণ করা বৈশ্যের ধর্ম॥৪৯॥ শূদ্র দ্বিজাতি না হইলেও সত্য, অক্রোধ, শৌচ, আচমনার্থ পাণিপাদপ্রক্ষালন, পিতৃপিতামহাদির শ্রাদ্ধ, ভৃত্যদিগের ভরণ-পোষণ, স্বদারবৃত্তি ও দ্বিজাতিগণের সেবা ইত্যাদি করিবে॥৫০-৬০॥ ইহাই শূদ্রের ধর্ম। সত্ত্বাদিগুণভেদে এইরূপ বর্ণভেদ ও বর্ণধর্ম বেদে কথিত হইয়াছে।

যেমন মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণে বিভক্ত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণ আবার দশ শ্রেণিতে বিভক্ত; যথা অত্রিসংহিতা—

"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥" অত্রি, ৩৬৪

স্ব-স্ব গুণক্রিয়ানুসারে ব্রাহ্মণগণ দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল—এই দশ শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছেন।

"সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবং চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" অত্রি, ৩৬৫

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা শাস্ত্রের সারার্থ গ্রহণপূর্বক যথাবিধি স্নান, সন্ধ্যা, উপাসনা ও প্রণবসহ গায়ত্র্যাদির অর্থভাবনা, হোম, দেবতাপূজন, অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেবকৃত্যাদি অহরহঃ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে "দেবব্রাহ্মণ" বলা যায়।

"শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥" অত্রি, ৩৬৬

যে ব্রাহ্মণ প্রথমবচনোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া বিশেষতঃ শাক, পত্র, ফল-মূলাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহকরতঃ বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং অহরহঃ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে "মুনিব্রাহ্মণ" বলা যায়।

"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥" অত্রি, ৩৬৭

যিনি প্রথমোক্ত "দেবব্রাহ্মণের" লক্ষণযুক্ত হইয়া স্বর্গাদিরূপ কর্মফলে আকাঙ্ক্ষাশূন্য অথচ

মোক্ষকামনায় আত্মতত্ত্বানুসন্ধানপূর্বক বেদান্তাধ্যয়ন ও সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্র দ্বারা তাহার বিচারণা করেন, তিনি "দ্বিজব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত হন।

"অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥" অত্রি, ৩৬৮

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োচিত অধ্যয়ন ও ধর্মানুষ্ঠানপরায়ণ, অর্থাৎ যিনি রণক্ষেত্রে ধনুর্ধারী হইয়া বিপক্ষকে আঘাত করেন ও ক্ষত্রিয়জনোচিত ভোগের অভিলাষী, তাঁহাকে "ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

"কৃষিকর্মরতো যশ্চ গবাং চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥" অত্রি, ৩৬৯

যিনি বৈশ্যোচিত অধ্যয়ন ও কর্মানুষ্ঠানকরতঃ কৃষিকর্মে রত থাকেন এবং গোপালক ও বাণিজ্যব্যবসায়ী হন, তাঁহাকে "বৈশ্যব্রাহ্মণ" বলা যায়।

"লাক্ষালবণসংমিশ্রকুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥" অত্রি, ৩৭০

যে ব্রাহ্মণ লাক্ষালবণসংমিশ্র বস্তু, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু (সুরা) ও মাংসাদি বিক্রয় করে, তাহাকে "শূদ্রব্রাহ্মণ" বলা যায়।

"চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥" অত্রি, ৩৭১

যে ব্রাহ্মণ চৌর (বিদ্বান ও ধার্মিক না হইয়া তাঁহাদিগের ন্যায় বাহ্যভাব প্রকাশকরতঃ সাধারণকে প্রবঞ্চনাপূর্বক, বিদ্বান ও ধার্মিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য বস্তু যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বা ভোগ করে), তস্কর (পরস্বাপহারক, উৎকোচাদিগ্রহণতৎপর ও প্রবঞ্চক), সূচক (পিশুনতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া ও পারুষ্যাদিযুক্ত), দংশক (পরাপকারী) এবং মৎস্য ও মাংসে লোলুপ, তাহাকে "নিষাদব্রাহ্মণ" বলে।

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ।
তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥" অত্রি, ৩৭২

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ অথচ ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া গর্বিত, তিনি ঐ পাপদ্বারা "পশুব্রাহ্মণ" বলিয়া কথিত হন।

"বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥" অত্রি, ৩৭৩

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রতত্ত্বার্থবিহীন এবং বৈদিক কর্মানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ, অথচ পরকর্তৃক পরোপকারার্থ প্রস্তুত বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম, জলাশয়াদির নিঃশঙ্কচিত্তে অবরোধ করে, তাহাকে "ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ" বলে।

"ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্বধর্মবিবর্জিতঃ।
নির্দয়ঃ সর্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥" অত্রি, ৩৭৪

যে ব্রাহ্মণ বেদোক্তক্রিয়াবিহীন এবং সর্বপ্রকার বৈদিক ধর্মবিবর্জিত, শাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞ, শিশ্নোদরপরায়ণ ও নিষ্ঠুর, তাহাকে "চণ্ডালব্রাহ্মণ" বলা যায়।

প্রাচীন কালে আর্যাবর্তে অনুলোম ও প্রতিলোম ভেদে দুই প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রবিহিত ও প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। দ্বিজাতিগণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রশস্ত ছিল।

"বিপ্রান্মূর্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥" যাজ্ঞবল্ক্য, ১/৯১

ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যাতে মূর্ধাবসিক্ত, বিবাহিতা বৈশ্য-কন্যাতে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য), বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে নিষাদ (পারশব) জন্মিয়াছে।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্মিণঃ।
শূদ্রাণাং তু সধর্মাণঃ সর্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥" মনু, ১০/৪১

মেধাতিথি, কুল্লূকভট্ট প্রমুখ সকলেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা সজাতিজ পুত্র। অনন্তরজ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত অনুলোমবিবাহক্রমে জাত—ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে (মূর্ধাবসিক্ত), ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে (অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য), এই দুই পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে (মাহিষ্য) এক পুত্র, এই ছয় পুত্র দ্বিজধর্মী—উপনয়নাদি ধর্মশীল।

"ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্‌ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥"
মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৪৭/১৭

ব্রাহ্মণকর্তৃক যথাবিধি বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয়।

"ভার্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য তিসৃষ্বাত্মাঽস্য জায়তে।
আনুপূর্ব্যাত্ততো হীনা মাতৃজাতৌ প্রসূয়তে॥" মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৪৮/৪

"বিপ্রস্য চতস্রো ভার্যা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রকন্যাঃ। আনুপূর্ব্যাদানুলোম্যাত্তত্রাদ্যাসু তিসৃষু ভার্যাস্বস্য বিপ্রস্যাত্মৈবাপত্যরূপেণ ব্রাহ্মণো জায়তে॥ আত্মশব্দেন ব্রাহ্মণরূপত্বমপত্যানামুক্তম্। ততো হীনা শূদ্রা ভার্যা মাতৃজাতৌ প্রসূয়তে॥"—মনু, ১০/৫ শ্লোকের প্রমাদভঞ্জনী টীকা॥

ইহার তাৎপর্য এই যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যাদি চারি ভার্যার মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা—এই তিন পত্নীতে ব্রাহ্মণের আত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ এই তিন পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্রগণ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।

মহর্ষি ব্যাসও স্বীয় সংহিতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"ঊঢ়ায়াস্তু সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥" (২ অঃ, ১০)

ব্রাহ্মণের বিবাহিতা সবর্ণা পত্নীতে অথবা বিবাহিতা অন্য দ্বিজ কন্যা (ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা) পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র সবর্ণ হইতে হীন হইবে না, অর্থাৎ মূর্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণই হইবেন।

মহামুনি বেদব্যাস আরও বলিয়াছেন—

"বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্মাণি কুর্বীত বৈশ্যবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥
ব্রাহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যেভ্যো জাতঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।" (১ অঃ, ৭/৮)

ব্রাহ্মণ-বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন পুত্র বিপ্রবৎ কর্ম করিবে এবং ক্ষত্রিয়-বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যাতে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন পুত্র ক্ষত্রিয়বৎ কর্ম করিবে; বৈশ্য-বিবাহিতা বৈশ্যাতে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন পুত্র বৈশ্যবৎ কর্ম করিবে; কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রাতে যে পুত্র জন্মিবে সে শূদ্রবৎ কর্ম করিবে। ইহা দ্বারাও ব্রাহ্মণের বিবাহিতা দ্বিজাতিমাত্র-স্ত্রী-গর্ভজাত পুত্রই যে ব্রাহ্মণ[১] তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

ঔশনস ধর্মশাস্ত্রেও আছে—

১ "মহাভারত পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, ভৃগুপুত্র মহামুনি চ্যবন শর্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করেন। এই ক্ষত্রিয়কন্যা সুকন্যার গর্ভে চ্যবনের ঔরসে প্রমতির জন্ম হয়। প্রমতির পুত্র রুরু ঘৃতাচির গর্ভজাত। রুরুর পুত্র গন্ধর্বকন্যাজাত শুনক। এই শুনকই ভারতবিখ্যাত মহামুনি শৌনকের প্রপিতামহ। ভৃগুবংশীয় মহর্ষি ঋচীক গাধিরাজকন্যা সত্যবতীকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং তদীয় গর্ভে মহর্ষি জমদগ্নির উৎপত্তি হয়। আবার মহর্ষি জমদগ্নি রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন এবং তদীয় ঔরসে রেণুকাগর্ভে বিখ্যাতকীর্তি পরশুরামের জন্ম হয়। রামায়ণে দৃষ্ট হয়, রাজা দশরথের কন্যা শান্তাকে বিভাণ্ডক মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহ করেন। এই ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী শান্তাকে ব্যাসদেব মহাভারতে অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা ও বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতেই আছে যে, মহামুনি অগস্ত্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমি রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি অঙ্গিরা রাজা মরুত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি হিরণ্যহস্ত মহারাজ মদিরাশ্বের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। মহর্ষি কৌৎস রাজর্ষি ভগীরথের কন্যা হংসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। আরও দেখা যায়, ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত বিশ্বামিত্র হইতে তাঁহার ভূতপূর্বা (ক্ষত্রিয়জা ও বৈশ্যজা) পত্নীতে মুদ্‌গল, কাশ্যপ, গর্গ, যাজ্ঞবল্ক্য, গালব, সুশ্রুত প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ-পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে বিশ্বামিত্রের ক্ষত্র বংশ হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ গোত্র বা বংশধারা নির্গত হইয়াছে। মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি বৈশ্য চিত্রমুখের কন্যাকে বিবাহ করেন। শক্তির ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে মহর্ষি পরাশরের জন্ম হইয়াছিল। (মহাভারত, অনুশাসন পর্ব)। যে ভগবান অগস্ত্য ও তৎপত্নী লোপামুদ্রার কথা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ, সেই বিপ্রদম্পতি অসবর্ণ বিবাহ সূত্রেই সম্মিলিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য বংশরক্ষাকল্পে পিতৃগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিদর্ভরাজনন্দিনী লোপামুদ্রাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন; এবং তদীয় গর্ভে উৎপাদিত সন্তান হইতেই পিতৃলোকের সদ্‌গতি হয়। (মহাভারত, বনপর্ব)। মহর্ষি অগস্ত্য ও জমদগ্নি দুই বিশাল গোত্রের প্রবর্তয়িতা। এতদ্ব্যতীত মৌদগল্য, কৌশিক, কৌণ্ডিন্য, বাৎস্য, সৌপায়ন, সাবর্ণ্য—এই ছয়টি মূল গোত্রের প্রবরেই মহর্ষি জমদগ্নি, চ্যবন, ভার্গব প্রমুখের নাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং, একটি বা দুইটি নয়, আটটি বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ বংশে অনুলোম বিবাহের প্রমাণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে অঙ্গিরস, কাণ্বায়ন, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, সৌকালিন, পরাশর, কাত্যায়ন, ঘৃতকৌশিক, বশিষ্ঠ, গৌতম, শক্তি, অনাবৃকাক্ষ—এই বারোটি গোত্রও অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশিষ্ট গোত্রে অনুলোম বিবাহ কখনও হয় নাই—এই কথা কেহই বলিতে পারেন না, বরং এই গোত্রগুলির ন্যায় অন্যান্য গোত্রেও অসবর্ণ বিবাহ হইত, ইহাই সকলে বলিবেন।"

সুতরাং, ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা দ্বিজাতিমাত্র স্ত্রী-গর্ভজাত পুত্রেরাই ব্রাহ্মণ।

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে"॥৩১॥

বিধিপূর্বক বিবাহিত বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন পুত্র অম্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীও ধর্মপত্নী এবং ধর্মপত্নীজাত পুত্রই ঔরস পুত্র, সুতরাং মূর্ধাবসিক্ত এবং অম্বষ্ঠও ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত।

মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

"স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতারান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্॥" ৯ অঃ ১৬৬

সবর্ণা এবং সংস্কৃতা (মন্ত্রবিধানে সংস্কৃতা) ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা স্ত্রীতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্র ঔরস। দত্তকাদি বহুবিধ পুত্রের মধ্যে ঔরসই সর্বশ্রেষ্ঠ।

"অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥" মনু, ১০/১

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নপূর্বক গৃহাশ্রমী দ্বিজগণ পঞ্চযজ্ঞাদি স্ব-স্ব কর্মানুষ্ঠানজন্য বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনরূপ দ্বিবিধ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন। অধ্যাপনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণই জীবিকার্থ করিবেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়াদির অধিকার নাই। কিন্তু জীবিকার্থ না হইলে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপন ও ব্যাখ্যানে অন্যান্য দ্বিজেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

"অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥" মনু, ২/২৪১

আপৎকাল উপস্থিত হইলে যোগ্য ব্রাহ্মণের অভাবে "অব্রাহ্মণের" নিকট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের নিকট, যোগ্য ক্ষত্রিয়ের অভাবে যোগ্য বৈশ্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে। পঠদ্দশায় এইরূপ গুরুর অনুগমনাদি শুশ্রূষা করিবে। এইস্থলের ব্যাখ্যায় কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন যে, বিপ্রগণ অনুগমনাদি দ্বারা মন্ত্রদাতা ক্ষত্রিয়াদি গুরুর শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহার পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদিমাত্র করিবেন না।

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কলাদপি॥" মনু, ২/২৩৮

"স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
শিল্পানি চাপ্যদুষ্টানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ॥" মনু, ২/২৪০

অবর জাতির নিকট, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের নিকট শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভা বিদ্যা অর্থাৎ বেদাদি বিদ্যা গ্রহণ করিবেন। অন্ত্যজ শূদ্র ও চণ্ডালাদির নিকট পরম ধর্ম এবং নীচকুল (নীচজাতি নহে) হইতেও স্ত্রীরত্ন (রূপগুণশীলাদিযুক্তা স্ত্রী) গ্রহণীয়।

অতএব, উত্তমা বিদ্যা, স্ত্রীরত্ন, ধর্ম, শৌচ, সৎকথা এবং নির্দোষ শিল্প সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা যায়। এতদনুসারে, পঞ্চালরাজ জৈবলি প্রবাহণের নিকট হইতে শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক ঋষি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কয়েক বার বেদব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং শুকদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন। পাণ্ডব-পিতামহ ভীষ্মের নিকট ঋষিগণ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছিলেন। সূত নৈমিষারণ্যে ঋষিপ্রমুখ মহাত্মা শ্রোতৃবর্গের নিকটে পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন। কাকবকভস্মকারী ব্রাহ্মণ ধর্মব্যাধের নিকট ধর্মশিক্ষা করিয়াছিলেন॥৪১॥

মন্তব্য ঃ বর্তমানে আমরা ব্রাহ্মণ বলিতে ব্রাহ্মণের সন্তান বুঝি। কিন্তু ঋষিরা মানবচরিত্রের মূল সন্ধান করিয়া তাহাদের মধ্যে চারিটি বিভাগ দেখিয়াছিলেন। সেই বিভাগ অনুসারেই তাঁহারা সমাজকে চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যদিও ব্রাহ্মণের সন্তান সবসময়ে ব্রাহ্মণের সব গুণ লইয়া জন্মায় না, কিন্তু শিশুকাল হইতে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে ব্রাহ্মণ-সমাজ রক্ষার উপযোগী অনেক গুণ তাহাদের মধ্যে বিকশিত হয়।

মানবসমাজ রক্ষা করিবার জন্য চারি প্রকারের লোকের দরকার। তীক্ষ্ণ ও শুদ্ধবুদ্ধি লোকেরা মানুষের কীসে মঙ্গল হয়, তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু সমাজকে তদনুসারে চালাইবার যে শারীরিক ও মানসিক তেজ প্রয়োজন, তাহা চিন্তাশীল ব্রাহ্মণদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই একটু কম চিন্তাশীল, কিন্তু কর্মক্ষমতাবিশিষ্ট লোক না হইলে সমাজকে সুপথে পরিচালন সম্ভব নহে। সুপরিচালিত না হইলে, মানুষের পশুত্ব চাপিয়া না রাখিলে, মানুষ পশুর মতো কাটাকাটি মারামারি করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। ক্ষত হইতে ত্রাণ করিবার জন্য ক্ষত্রিয়বর্ণের সৃষ্টি হইল।

সমাজে শুদ্ধ চিন্তাশীল এবং সমাজকে শুদ্ধপথে পরিচালন নিমিত্ত দক্ষ লোক থাকিলেও অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থার অভাবে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই সৃষ্টি হইল অন্নবস্ত্রদাতা বৈশ্যকুল। মানুষের সর্বপ্রকার কাজে শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত আবশ্যক। কাজেই, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র শারীরিক শ্রম দ্বারা সেবা করিয়া তিন বর্ণের লোককে সকল কাজে সাহায্য করিত।

স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের মধ্যে এই চারি প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের সামাজিক অবস্থায় এই বর্ণ বংশগত Guild (সংহতি) রূপে পরিণত হইয়াছিল। বর্তমানে নানা কারণে তাহা ব্যক্তিগত হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানচর্চায় বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারের মোহে মানুষ সৃষ্টিবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান কিছুই জানে না। পাশ্চাত্য মানবহিতৈষীদের করুণায় আজকাল নানারূপ guild গঠনের চেষ্টা হইতেছে। এখন ক্ষত্রিয়কুল অত্যাচারী, বৈশ্যগণ প্রবঞ্চক, শূদ্রগণ সর্বত্র নির্যাতিত। সব দেশেই ব্রাহ্মণোচিত চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন, কিন্তু মানবজীবনবিজ্ঞান না-জানা মানুষকে কেহ ঠিকপথ দেখাইয়া দিতে পারিতেছে না। কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে মানবজাতির মধ্যে এই চারি গুণবিশিষ্ট লোকের আবির্ভাব না হইলে মনুষ্যজগতের শান্তি সুদূরপরাহত॥৪১॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥৪২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ), তপঃ (তপস্যা), শৌচং (শৌচ), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জবং (সরলতা), জ্ঞানং (জ্ঞান), বিজ্ঞানম্ (বিশেষ জ্ঞান), আস্তিক্যম্ এব চ (ও আস্তিকতা) স্বভাবজং (স্বভাবজাত) ব্রহ্মকর্ম (ব্রাহ্মণের কর্ম)॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই নয়টি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম (ধর্ম)॥৪২॥

ব্যাকরণ ঃ **শমঃ**=শম্+অল্ (ভাবে)। **দমঃ**=দম্+অল্ (ভাবে)। **তপঃ**=তপ্+অস্ (কর্মবাচ্যে)। **শৌচম্**=শুচ্+কি=শুচি, শুচি+অণ্=শৌচম্। **ক্ষান্তিঃ**=ক্ষম্+ক্তি (স্ত্রী), ১মা একবচন। **আর্জবম্**=ঋজ্+কু=ঋজু, ঋজু+অণ্=আর্জবম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **এব, চ**=অব্যয়। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞানম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **বিজ্ঞানম্**=বি-জ্ঞা+অনট্=বিজ্ঞানম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **আস্তিক্যম্**=অস্তি+কম্=আস্তিক, আস্তিক+ষ্যঞ্=আস্তিক্যম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **স্বভাবজম্**=স্বস্য ভাবঃ=স্বভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, স্বভাব-জন্+ড=স্বভাবজ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ব্রহ্মকর্ম**=ব্রহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্য) কর্ম=ব্রহ্মকর্ম—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ।॥৪২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্মাণ্যাহ—শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ, তপঃ পূর্বোক্তং শারীরাদি, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জবমবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমনুভবঃ, আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ। এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম॥৪২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কানি পুনস্তানি কর্মাণীতি? উচ্যতে—শম ইতি। শমো দমশ্চ যথাব্যাখ্যাতার্থৌ। তপো যথোক্তং শারীরাদি। শৌচং ব্যাখ্যাতম্। ক্ষান্তিঃ ক্ষমা। আর্জবমৃজুতৈব চ। জ্ঞানম্। বিজ্ঞানম্। আস্তিক্যমাস্তিক্যভাবঃ শ্রদ্দধানতাগমার্থেষু। ব্রহ্মকর্ম ব্রাহ্মণজাতেঃ কর্ম স্বভাবজম্। যদুক্তং স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ প্রবিভক্তানীতি তদেবোক্তং স্বভাবজমিতি॥৪২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শম—অন্তঃকরণবৃত্তির নিগ্রহ। দমঃ—শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। তপঃ—সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা। শৌচ—বিবেকাদির দ্বারা অন্তঃকরণের এবং মৃজ্জলাদির দ্বারা বাহিরের শুদ্ধীকরণ। ক্ষমা—অনাদৃত বা তিরস্কৃত হইয়াও যে বৃত্তির দ্বারা মনুষ্য ক্রোধাদিকে নিরোধ করিতে পারে। আর্জব—কৌটিল্যহীনতা। জ্ঞান—ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থ উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। বিজ্ঞান—কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদির সাধনকৌশল এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্রহ্ম ও আত্মার একতা অনুভব করিবার শক্তি। আস্তিক্য—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। যদিও সাত্ত্বিকাবস্থায় এই নববিধ ধর্ম চারি বর্ণেরই অনুষ্ঠেয়, তথাপি এগুলি ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম। কেননা, এগুলি না থাকিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বা সত্ত্বশুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। মিত্র ও শত্রু উভয়কেই সমানভাবে রক্ষা করা, অন্যের নিন্দা না করা, মাংস

ও মদিরাদি সেবন পরিত্যাগ এবং সজ্জন-সমাগত রূপ শৌচ, মহাত্মাদিগের উপদেশ অনুসারে কার্য সম্পাদন, অভ্যাগত ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান, সুখ ও দুঃখে সমভাব আদি উপাদেয় ধর্মগুলি সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই কল্যাণকর। এগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ এবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদির নৈমিত্তিক ধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে॥৪২॥

মন্তব্য ঃ কবি গাহিয়াছেন—"শ্যামা মা কী কল করেছ, কালী মা কী কল করেছ, চৌদ্দপোয়া কলের ভিতরি কি বা রঙ্গ দেখাতেছ।" মানুষের দেহ-মন সর্বতোভাবে একটি কলমাত্র। নিজের কলটিকে যাহারা ঠিকমতো চালাইতে পারে, তাহারাই মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যাহারা নিজের দেহ-মনের পরিচালনে দক্ষ, তাহারা মানবজাতির সকলকে পথ দেখাইতে সক্ষম। এই শ্লোকে ব্রাহ্মণের যেসব গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ বলিতে মানবজীবনের সুদক্ষ নিয়ন্তা বুঝায়।

"জ্ঞানং বিজ্ঞানম্"—Theory and Practice.॥৪২॥

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥৪৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শৌর্যং (শৌর্য), তেজঃ (তেজ), ধৃতিঃ (ধৃতি), দাক্ষ্যং (দক্ষতা), যুদ্ধে চ অপি (ও যুদ্ধে) অপলায়নং (অপরাঙ্মুখতা), দানম্ ঈশ্বরভাবঃ চ (দান ও প্রভুত্ব) স্বভাবজং (স্বাভাবিক) ক্ষাত্রং কর্ম (ক্ষত্রিয়ের কর্ম)॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন (অপরাঙ্মুখতা), দান ও ঈশ্বরভাব (প্রভুত্ব) এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম (ধর্ম)॥৪৩॥

ব্যাকরণ ঃ **শৌর্যম্**=শূর্ ধাতু (রূপ-শূর্যতে)+অন্=শূরঃ, শূর+ষ্যঞ্=শৌর্যম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **তেজঃ**=তিজ্+অস্ (ভাবে) (ক্লীব), ১মা একবচন। **ধৃতিঃ**=ধৃ+ক্তিন্=ধৃতিঃ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **দাক্ষ্যম্**=দক্ষ+ষ্যঞ্ (ভাবে) (ক্লীব), ১মা একবচন। **যুদ্ধে**=যুধ্+ক্ত (ভাবে)=যুদ্ধম্, ৭মী একবচন। **চ**=অব্যয়। **অপি**=অব্যয়। **অপলায়নম্**=নঞ্-পরা-অয়্+অনট্ (ভাবে) (ক্লীব), ১মা একবচন। **দানম্**=দা+অনট্ (ভাবে) (ক্লীব), ১মা একবচন। **ঈশ্বরভাবঃ**=ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বরঃ, ঈশ্বরস্য ভাবঃ=ঈশ্বরভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **ক্ষাত্রম্**=ক্ষৎ-ত্রৈ+ড=ক্ষত্র, ক্ষত্র+অণ্=ক্ষাত্রম্ (ক্লীব), ১মা একবচন, "কর্ম"র বিশেষণ॥৪৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্মাহ—শৌর্যমিতি। শৌর্যং পরাক্রমঃ, তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ধৃতিঃ ধৈর্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং (অপরাঙ্মুখতা), দানমৌদার্যম্, ঈশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ—এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম॥৪৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শৌর্যমিতি। শৌর্যং শূরস্য ভাবঃ। তেজঃ প্রাগল্ভ্যম্। ধৃতির্ধারণম্। সর্বাবস্থাস্বনবসাদো ভবতি যয়া ধৃত্যোত্তম্ভিতস্য। দাক্ষ্যং দক্ষস্য ভাবঃ—সহসা প্রত্যুৎপন্নেষু

কার্যেষ্বব্যামোহেন প্রবৃত্তিঃ। যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমপরাঙ্মুখীভাবঃ শত্রুভ্যঃ। দানং দেয়েষু মুক্তহস্ততা। ঈশ্বরভাব ঈশ্বরস্য ভাবঃ প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণমীশিতব্যান্ প্রতি। ক্ষাত্রং কর্ম ক্ষত্রিয়জাতের্বিহিতং কর্ম ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥৪৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বলবান ব্যক্তিকেও প্রহার করিবার প্রবৃত্তিরূপ পরাক্রম শৌর্য, শত্রু কর্তৃক পরাভূত না হইবার শক্তি তেজ, বিপদে পড়িলেও চিত্তের অবিচলিতাবস্থারূপ ধৃতি, শীঘ্র শীঘ্র কার্যকৌশলনিরূপণশক্তি দক্ষতা, শত্রুশস্ত্রে বারংবার আহত হইয়াও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতারূপ শক্তি অপলায়ন, অসঙ্কোচে সুবর্ণ, গো, গৃহ, অন্ন, ভূমি আদিতে মমত্ববুদ্ধি পরিহারপূর্বক ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে সমর্পণরূপ কার্য দান, প্রজাপালনার্থ ভৃত্যাদির উপর প্রভুত্ব-প্রয়োগরূপ (অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে প্রবৃত্ত দুরাত্মাদিগের দমন-জন্য প্রভুত্ব-প্রকাশরূপ) ঈশ্বরভাব। এই সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম॥৪৩॥

মন্তব্য ঃ যাঁহাদের দেহ-মনে প্রাণশক্তির পূর্ণপ্রভাব দেখা যায়, তাঁহারা যদি জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের বিধান অনুযায়ী সমাজরক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে বিচারশক্তি এবং কর্মশক্তির মিলনে সমাজ শান্তিময় হইয়া উঠে। এই দুই শক্তির সম্মিলিত বিকাশই মানবজাতির বিবর্তনের একমাত্র উপায়। সমাজকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মণ-নির্দেশিত পথে ক্ষত্রিয়শক্তি না চলিলে বৈশ্যেরা সমাজসেবা না করিয়া সমাজলুণ্ঠন করে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলায় শূদ্রেরা চোর-ডাকাত হইতে বাধ্য হয়। মুসলমান বিপ্লবে ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় লুপ্ত হওয়ায় দেশে চোর-ডাকাতের প্রাদুর্ভাব কী প্রবল হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকরা অবশ্যই জানেন। গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলে ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অভাবে কী দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কে না জানে? ইংরেজ জাতির বর্বরতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতের নির্বাপিত ক্ষত্রিয়শক্তির ঈষৎ উন্মেষের ফলে ইংরেজকে ভারতত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ আন্দোলনের শেষদিকে মহাত্মা গান্ধির ভিতর দিয়া ব্রাহ্মণ-প্রতিভার কিঞ্চিৎ বিকাশ না হইলে হয়তো ভারতীয় ক্ষত্রিয়-শক্তির যেটুকু উন্মেষ দেখা গিয়াছিল তাহা ধ্বংস হইয়া যাইত॥৪৩॥

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥৪৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম (বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম)। শূদ্রস্য অপি (ও শূদ্রের) পরিচর্যাত্মকং (সেবারূপ) কর্ম স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত কর্ম)॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের এবং দ্বিজাতিদিগের শুশ্রূষা শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম (ধর্ম)॥৪৪॥

ব্যাকরণ ঃ কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্=কৃষি=কৃষ্+ইক্=কৃষিঃ; গৌরক্ষ্য=রক্ষ্যতে ইতি, রক্ষ্+যৎ= রক্ষ্যম্, গবাং রক্ষ্যম্=গৌরক্ষ্যম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ছন্দের খাতিরে গৌরক্ষ্যম্; বাণিজ্যম্=বণিজ্+

ষ্যঞ্=বাণিজ্যম্ (ক্লীব); কৃষিশ্চ গৌরক্ষ্যঞ্চ বাণিজ্যঞ্চ এতেষাং সমাহারঃ—সমাহার দ্বন্দ্ব। **বৈশ্যকর্ম**= বিশ্+ষ্যঞ্=বাণিজ্য (স্বার্থে)=বৈশ্যঃ, বৈশ্যানাং কর্ম—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **শূদ্রস্য**=শুচ্+রক্=শুদ্র, ৬ষ্ঠী একবচন। অপি=অব্যয়। **পরিচর্যাত্মকম্**=পরি-চর্+ক্যপ্ (ভাবে)=পরিচর্যা (স্ত্রী-টাপ্); পরিচর্যা আত্মা (স্বরূপম্) যস্য তৎ—বহুব্রীহি, পরিচর্যা-আত্মন্+কন্=পরিচর্যাত্মকম্। **কর্ম**=কৃ+মনিন্॥৪৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্মাহ—কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণং, গাং রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবো গোরক্ষ্যং পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ, বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি—এতদ্বৈশ্যস্য স্বাভাবিকং কর্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম॥৪৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কৃষীতি। কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং—কৃষিশ্চ গৌরক্ষ্যং চ বাণিজ্যং চ কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্। কৃষির্ভূমের্বিলেখনম্। গা রক্ষতীতি গোরক্ষঃ। তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যম্। পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং বণিক্কর্ম ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণম্। বৈশ্যং কর্ম বৈশ্যজাতেঃ কর্ম স্বভাবজম্। পরিচর্যাত্মকং শুশ্রূষাস্বভাবং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥৪৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ধান্য ও যবাদির উৎপাদনার্থ ভূমিকর্ষণ, গোকুল-বৃদ্ধীকরণ ও তাহাদিগের রক্ষণ, অন্নাদি বিবিধ ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপার ও কুসীদাদি গ্রহণরূপ বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করাই শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম॥৪৪॥

মন্তব্য ঃ কোনো কোনো লোকের বিষয়বুদ্ধি বেশ থাকে, সংসারে কাজকর্ম তাহারা বেশ করিতে পারে; কিন্তু সুশাসিত না হইলে তাহারা ধনতৃষ্ণার বশে অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে। তাহারাই বৈশ্য। কৃষি দ্বারা অন্ন, গোরক্ষা দ্বারা কৃষিও সম্ভব হয় এবং দুগ্ধ-ঘৃতাদি খাদ্যের দ্বারা মানুষের উপকার হয়। নিত্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সর্বত্র সর্বদা পাওয়া যায় না। বৈশ্যেরা যেখানে যা প্রয়োজন, অন্য স্থান হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া জোগাইয়া দেয়। মানবজাতির রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যতটুকু প্রয়োজন, বৈশ্যের প্রয়োজন তাহা হইতে ঈষন্মাত্র কম নহে।

আজকাল কলকারখানা হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের প্রয়োজন কিছুই হ্রাস পায় নাই। সুতরাং, শূদ্রজাতিকেও ব্রাহ্মণের মতো সমাজরক্ষক বলিয়া জানিতে ও মানিতে হইবে॥৪৪॥

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥৪৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ স্বে স্বে (নিজ নিজ) কর্মণি (কর্মে) অভিরতঃ (তৎপর) নরঃ (মনুষ্য) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি) লভতে (লাভ করিয়া থাকে)। স্বকর্মনিরতঃ (স্ব-স্ব কর্মে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) সিদ্ধিং বিন্দতি (সিদ্ধি লাভ করে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ করো)॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ মনুষ্য নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠাবান হইলে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। স্ব-স্ব কর্মে নিষ্ঠাযুক্ত থাকিলে কীরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা তুমি শ্রবণ করো॥৪৫॥

ব্যাকরণ ঃ স্বে স্বে=স্বস্য, স্বন+ড=স্বম্—৭মী একবচনে স্বে। **কর্মণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৭মী একবচনে। **অভিরতঃ**=অভি-রম্+ক্ত=অভিরতঃ (পুং), ১মা একবচন। **স্বকর্মনিরতঃ**=স্বস্য কর্ম=স্বকর্ম—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, নি-রম্+ক্ত=নিরতঃ; স্বকর্মণি নিরতঃ=স্বকর্মনিরতঃ—৭মী তৎপুরুষ। **সংসিদ্ধিম্**=সম্-সিধ্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **লভতে**=লভ্+লট্ তে। **বিন্দতি**=বিদ্ (লাভে)+লট্ তি। **তচ্ছৃণু**=তৎ+শৃণু, তদ্ ২য়া একবচন; শৃণু=শ্রু+লোট্ হি॥৪৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতস্যাপি ব্রাহ্মণাদিকর্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—স্বে স্বে ইতি। স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে॥৪৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এতেষাং জাতিবিহিতানাং কর্মাণাং সম্যগনুষ্ঠিতানাং স্বর্গপ্রাপ্তিঃ ফলং স্বভাবতঃ। বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুল-ধর্মায়ুঃশ্রুতবৃত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্ত ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। পুরাণে চ বর্ণানামাশ্রমিণাং চ লোকফলভেদবিশেষস্মরণাৎ কারণান্তরাত্ত্বিদং বক্ষ্যমাণং ফলং—স্বে স্বে ইতি। স্বে স্বে যথোক্তলক্ষণভেদে কর্মণ্যভিরতস্তৎপরঃ সংসিদ্ধিং স্বকর্মানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে সতি কার্যেন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সংসিদ্ধিং লভতে প্রাপ্নোতি নরোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ। কিং স্বকর্মানুষ্ঠানাদেব সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিঃ? ন। কথং তর্হি? স্বকর্মনিরতঃ সংসিদ্ধিং যথা যেন প্রকারেণ বিন্দতি তচ্ছৃণু॥৪৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষে বেদোক্ত কর্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রমধর্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। বর্ণাশ্রমবিহিত কার্যানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যার অনুশীলন করিবে। কর্ম "বন্ধনের কারণ"—অর্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য কীরূপে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইতে হয় না এবং এই কর্মের দ্বারা কীরূপেই-বা মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে, ভগবান তাহাই অর্জুনকে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে বলিতেছেন।

বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, গৌণ ধর্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম ভেদে বেদোক্ত ধর্ম পঞ্চবিধ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপনয়নাদিরূপ যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম, তাহা বর্ণধর্ম; ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্যাদিতে অবশ্যপালনীয় যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম, তাহাই আশ্রমধর্ম; এবং মৌঞ্জী, মেখলাদিবন্ধনরূপ যে ধর্ম বর্ণ ও আশ্রম উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা বর্ণাশ্রমধর্ম; রাজ্যাভিষেকযুক্ত হইয়া প্রজাপালনধর্মরূপ গুণাদিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম প্রবর্তিত হয়, তাহা গৌণ ধর্ম; পাপনিবৃত্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে যে ধর্ম কোনো বিশেষ কারণমাত্রকে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম। মহর্ষি হারীত আশ্রমধর্ম, বিশেষধর্ম, সমানধর্ম ও কৃৎস্নধর্ম এইরূপ চারিভাগে ধর্মকে বিভক্ত করিয়াছেন। বর্ণোচিত ধর্ম, আশ্রমোচিত ধর্ম, বর্ণ ও আশ্রম উভয় উপযোগী ধর্ম (অহিংসা, অপ্রমাদ, শ্রাদ্ধকর্ম, অভ্যাগতসেবা, সত্য, অক্রোধ, স্বস্ত্রীসঙ্গতি, শৌচ, অনুসূয়া, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা ইত্যাদি) এবং আত্মজ্ঞান উৎপত্তির প্রতিবন্ধকরূপ প্রত্যবায় পরিহারার্থ

নিষ্কাম কর্ম হারীতের চতুর্বিধ ধর্মের লক্ষ্যস্থল। শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান করিলে সকলেরই পরমকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। তদ্বিরুদ্ধ কার্য করিলে নরকাদিতে গতি হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানাধিকার ও পরিশেষে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। ভগবান এক্ষণে এতদ্বিষয়েরই সূচনা করিতেছেন॥৪৫॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥৪৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যতঃ (যাঁহা হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা) [হয়], যেন (যৎকর্তৃক) ইদং (এই) সর্বং (সমস্ত বিশ্ব) ততং (ব্যাপ্ত), মানবঃ (মানব) স্বকর্মণা (নিজ কর্ম দ্বারা) তম্ (সেই ঈশ্বরকে) অভ্যর্চ্য (অর্চনা করিয়া) সিদ্ধিং বিন্দতি (সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে)॥৪৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! যে ঈশ্বর আকাশাদি ভূতসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ঈশ্বর সচরাচর বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, মানব নিজ কর্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে॥৪৬॥

ব্যাকরণ ঃ যতঃ=যদ্+(পঞ্চম্যাং তসিল্) তস্=যস্মাৎ স্থানে যতঃ। **ভূতানাম্**=ভূ+ক্ত, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **প্রবৃত্তিঃ**=প্র-বৃৎ+ক্তিন্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **যেন**=যদ্, ৩য়া একবচন (পুং)। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সর্বম্**=সর্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **ততম্**=তন্+ক্ত, ১মা একবচন। **মানবঃ**= মনু+অপত্যার্থে অণ্, ১মা একবচন। **তম্**=তদ্ (পুং), কর্মণি ২য়া একবচন। **অভ্যর্চ্য**=অভি-অর্চ্+ল্যপ্। **সিদ্ধিম্**=সিধ্+ক্তিন্=সিদ্ধি, ২য়া একবচন। **বিন্দতি**=বিদ্ (লাভার্থে), লট্ তি॥৪৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কর্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—স্বকর্মেতি সার্ধেন। স্বকর্ম-পরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে, তং প্রকারং শৃণু, তমেবাহ—যত ইতি। যতোঽন্তর্যামিণঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি, যেনাত্মা সর্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং, তমীশ্বরং স্বকর্মণাঽভ্যর্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ॥৪৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত ইতি। যতো যস্মাৎ প্রবৃত্তিরুৎপত্তিঃ। চেষ্টা বা। যস্মাদন্তর্যামিণ ঈশ্বরাদ্ভূতানাং প্রাণিনাং স্যাৎ। যেনেশ্বরেণ সর্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্। স্বকর্মণা পূর্বোক্তেন প্রতিবর্ণং তমীশ্বরমভ্যর্চ্য পূজয়িত্বারাধ্য কেবলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং বিন্দতি মানবো মনুষ্যঃ॥৪৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মায়োপাধিক চৈতন্য আনন্দঘন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জগৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া জগতের উপাদান কারণ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বপ্নদর্শনের ন্যায় এই সৃষ্টি মায়াময়ী। অন্তর্যামী ঈশ্বর সৎ-রূপে ও স্ফুরণরূপে ইহার সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। জগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণই অন্তর্যামী পরমেশ্বর। যে ব্যক্তি নিজবর্ণাশ্রমোচিত

কর্মের দ্বারা সেই সর্বাধিষ্ঠানরূপ পুরুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকাররূপ অন্তঃকরণশুদ্ধি বা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন॥৪৬॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥৪৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বিগুণঃ (অসম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত) স্বধর্মঃ (কুলজধর্ম) স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ (পরধর্ম অপেক্ষা) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ); স্বভাবনিয়তং (স্বভাবজ) কর্ম কুর্বন্ (কর্ম করিলে) [মনুষ্য] কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না)॥৪৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা স্বধর্ম অঙ্গহীন হইয়া অনুষ্ঠিত হইলেও শ্রেষ্ঠ, কেননা স্বভাবজকর্ম সাধন করিলে মনুষ্যকে পাপভাগী হইতে হয় না॥৪৭॥

ব্যাকরণ ঃ **বিগুণঃ**=বিগতাঃ গুণাঃ যস্মাৎ সঃ—বহুব্রীহি। **স্বধর্মঃ**=স্বস্য ধর্মঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **স্বনুষ্ঠিতাৎ**=সু+অনুষ্ঠিতাৎ, অনু-স্থা+ক্ত, ৫মী একবচন। **পরধর্মাৎ**=পরস্যা, পরেষাং বা ধর্মঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৫মী একবচন। **শ্রেয়ান্**=প্রশস্য+ঈয়স্=শ্রেয়স্ (পুং), ১মা একবচনে শ্রেয়ান্। **স্বভাব-নিয়তম্**=স্বস্য ভাবঃ=স্বভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, নি-যম্+ক্ত=নিয়ত; স্বভাবেন নিয়তম্=স্বভাবনিয়তম্—৩য়া তৎপুরুষ (ক্লীব "কর্ম" বিশেষণ)। **কর্ম**=কৃ+মনিন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **কুর্বন্**=কৃ+শতৃ (পুং), ১মা একবচন। **ন**=নঞর্থক অব্যয়। **আপ্নোতি**=আপ্+লট্ তি। **কিল্বিষম্**=কিল+টিষচ্, কর্তৃবাচ্যে (ক্লীব), ২য়া একবচন, কিল্বিষ=পাপ॥৪৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ স্বকর্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্মাৎ শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্‌যুদ্ধাদেঃ স্বধর্মাদ্ভিক্ষাটনাদিপরধর্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যং, যতঃ স্বভাবেন পূর্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম কুর্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি॥৪৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত এবমতঃ—শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ। স্বো ধর্মঃ স্বধর্মঃ। বিগুণোঽপীত্যপিশব্দো দ্রষ্টব্যঃ। পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং স্বভাবেন নিয়তম্। যদুক্তং স্বভাবজমিতি তদেবোক্তং স্বভাবনিয়তমিতি। যথা বিষজাতস্যেব কৃমের্বিষং ন দোষকরং তথা স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং পাপম্॥৪৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মন্ত্র, দেবতা ও দ্রব্যাদি সম্পূর্ণাঙ্গসহ যজ্ঞ এবং ভিক্ষাটনাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম অনুষ্ঠান করিলে যে লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা তুমি (ক্ষত্রিয়) যুদ্ধাদি স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিলে উপাদেয় ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। যুদ্ধাদি ধর্ম ক্ষত্রিয়ের (আমার) স্বধর্ম হইলেও বন্ধুবধাদিজন্য তাহাতে পাপভাগী হইতে হইবে, অর্জুনের এই শঙ্কা দূর করিবার জন্য

ভগবান বলিতেছেন, ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ যুদ্ধাদি ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে বন্ধুবধাদি জন্য পাপভাগী হইতে হয় না। ভগবান এই সকল কথা পূর্বেও সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন। অর্জুনের সংশয় দূরীকরণার্থ এক্ষণে তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছেন॥৪৭॥

মন্তব্য ঃ শ্রীকৃষ্ণের সময়ে হিন্দুসমাজ ধর্মবিজ্ঞান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ছিল। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি চারি বর্ণের কোনো একটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শিশুকাল হইতেই স্ববর্ণোচিত চিন্তা ও কর্মে অভ্যস্ত হইত। তাহাদিগের অভ্যস্ত বর্ণোচিত কর্ম না করিয়া অন্য বর্ণের কর্মে যোগ দিলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা ছিল। তাই ভগবান বর্ণোচিত কর্তব্য করিতে জেদ করিতেছেন।

পরের এবং নিজের অনিষ্ট না ঘটে এমনভাবে কাজ করিও, যাহা তোমার পূর্বসংস্কারে আসিয়াছে করিয়া যাও, খুঁতখুঁত করিও না॥৪৭॥

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥৪৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) সহজং (স্বভাবজাত) কর্ম (কর্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিতে নাই) হি (কেননা) সর্বারম্ভাঃ (সকল কর্মই) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) অগ্নিঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) দোষেণ (দোষ দ্বারা) আবৃতাঃ (আবৃত)॥৪৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে নাই। ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্মই সামান্যতঃ দোষাবৃত থাকে॥৪৮॥

ব্যাকরণ ঃ **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **সদোষম্**=দোষেণ সহ বর্তমানং তৎ যথা স্যাৎ তথা—বহুব্রীহি। **অপি**=অব্যয়। **সহজম্**=সহ জায়তে ইতি, সহ-জন্+ড (ক্লীব), ১মা একবচন। **কর্ম**=কৃ+মনিন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **ত্যজেৎ**=ত্যজ্+বিধিলিঙ্ যাৎ। **হি**=অব্যয়। **সর্বারম্ভাঃ**=সর্বে আরম্ভাঃ, আ-রভ্+ঘঞ্=আরম্ভঃ, ১মা বহুবচন। **ধূমেন**=ধূ+মক্=ধূমঃ, ৩য়া একবচন। **অগ্নিঃ**=অঞ্জ+ক্ত="অক্ত", "অক্ত" শব্দ হইতে "অক্" গ্রহণ করিয়া "ক্" কারের "গ্" কার করিয়া অগ্+নী ধাতু—হ্রস্ব "ই" কার করিয়া অগ্নি। অথবা অনক্তি ধাতুর "অনেক" গ্রহণ করিয়া "ক" কারের "গ" কার করিয়া অন্গ্+নী (হ্রস্ব=নি)=অগ্নিঃ (ইতি সায়নভাষ্যে যাস্ক অনুসৃত বুৎপত্তিঃ)। **ইব**=অব্যয়। **দোষেণ**=দূষ্+ঘঞ্=দোষঃ, ৩য়া একবচন। **আবৃতাঃ**=আ-বৃ+ক্ত, ১মা বহুবচন "সর্বারম্ভাঃ" পদের বিশেষণ॥৪৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে, তর্হি দোষত্বং পরধর্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ, হি যস্মাৎ সর্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টানি সর্বাণ্যপি কর্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্তা এব যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ, অতো যথাগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য

প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব শুদ্ধয়ে সেব্য ইত্যর্থঃ॥৪৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বাণো বিষজাত ইব কৃমিঃ কিল্বিষং নাপ্নোতীত্যুক্তম্। পরধর্মশ্চ ভয়াবহ ইতি। অনাত্মজ্ঞশ্চ ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপ্যকর্মকৃত্তিষ্ঠতীতি। অতঃ—সহজমিতি। সহজং সহ জন্মনৈবোৎপন্নম্। কিং তৎ? কর্ম। কৌন্তেয় সদোষমপি ত্রিগুণাত্মকত্বান্ন ত্যজেৎ। সর্বারম্ভাঃ—আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ। সর্বকর্মাণীত্যেতৎ প্রকরণাৎ। যে কেচিদারম্ভাঃ স্বধর্মা পরধর্মাশ্চ তে সর্বে সদোষাঃ। হি যস্মাৎ—ত্রিগুণাত্মকত্বমত্র হেতুঃ—ত্রিগুণাত্মকত্বাদ্দোষেণ ধূমেন সহজেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। সহজস্য কর্মণঃ স্বধর্মাখ্যস্য পরিত্যাগেন পরধর্মানুষ্ঠানেঽপি দোষান্নৈব মুচ্যতে। ভয়াবহশ্চ পরধর্মঃ। ন চ শক্যতেঽশেষতস্ত্যক্তুমজ্ঞেন কর্ম যতস্তস্মান্ন ত্যজেদিত্যর্থঃ।

কিমশেষতক্তুমশক্যং কর্ম—ইতি ন ত্যজেৎ? কিং বা সহজস্য কর্মণস্ত্যাগে দোষো ভবতীতি? কিঞ্চাতো যদি তাবদশেষতস্ত্যক্তুমশক্যমিতি ন ত্যাজ্যং সহজং কর্ম—এবং তর্হ্যশেষতস্ত্যাগে গুণ এব স্যাদিতি সিদ্ধং ভবতি।

সত্যমেবম্। অশেষতস্ত্যাগ এব নোপপদ্যত ইতি চেৎ কিং নিত্যপ্রচলিতাত্মকঃ পুরুষঃ? যথা সাংখ্যানাং গুণাঃ। কিংবা ক্রিয়ৈব কারকম্? যথা বৌদ্ধানাং পঞ্চ স্কন্ধাঃ ক্ষণপ্রধ্বংসিনঃ। উভয়থাঽপি কর্মণোঽশেষতস্ত্যাগো ন ভবতি। অথ তৃতীয়োঽপি পক্ষঃ—যদা করোতি তদা সক্রিয়ং বস্তু। যদা ন করোতি তদা নিষ্ক্রিয়ং বস্তু তদেব। তত্রৈবং সতি শক্যং কর্মাশেষতস্ত্যক্তুম্। অয়ং ত্বস্মিংস্তৃতীয়ে পক্ষে বিশেষঃ—ন নিত্যপ্রচলিতং বস্তু। নাপি ক্রিয়ৈব কারকম্। কিং তর্হি? ব্যবস্থিতে দ্রব্যেঽবিদ্যমানা ক্রিয়োৎপদ্যতে। বিদ্যমানা চ বিনশ্যতি।

শুদ্ধং দ্রব্যং শক্তিমদবতিষ্ঠত ইত্যেবমাহুঃ কাণাদাঃ। তদেব চ কারকমিত্যস্মিন্ পক্ষে কো দোষ ইতি?

অয়মেব তু দোষঃ—যতস্ত্বভাগবতং মতমিদম্।

কথং জ্ঞায়তে?

যত আহ ভগবান্—নাসতো বিদ্যতে ভাব ইত্যাদি। কাণাদানাং হ্যসতো ভাবঃ সতশ্চাভাব ইতীদং মতমভাগবতম্।

অভাগবতত্বেঽপি ন্যায়বচ্চেৎ কো দোষ ইতি চেৎ?

উচ্যতে—দোষবত্ত্বিদং সর্বপ্রমাণবিরোধাৎ।

কথম্?

যদি তাবদ্দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যং প্রাগুৎপত্তেরত্যন্তমেবাসদুৎপন্নং চ স্থিতং কঞ্চিৎ কালং পুনরত্যন্তমেবাসত্ত্বমাপদ্যতে। তথা চ সত্যসদেব সজ্জায়তে। অভাবো ভাবো ভবতি। ভাবশ্চাভাব ইতি তত্রাভাবো জায়মানঃ প্রাগুৎপত্তেঃ শশবিষাণকল্পঃ সমবায্যসমবায়িনিমিত্তাখ্যং কারণমপেক্ষ্য জায়ত ইতি। ন চৈবমভাব উৎপদ্যতে কারণং চাপেক্ষত ইতি শক্যং বক্তুম্। অসতাং শশবিষাণাদীনামদর্শনাৎ।

ভাবাত্মকাশ্চেদ্‌ঘটাদয় উৎপদ্যমানাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তিমাত্রকারণমপেক্ষ্যোৎপদ্যন্ত ইতি শক্যং প্রতিপত্তুম্।

কিঞ্চ—অসতশ্চ সদ্ভাবে সতশ্চাসদ্ভাবে ন ক্বচিৎ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারেষু বিশ্বাসঃ কস্যচিৎ স্যাৎ। সৎ সদেবাসদসদেবেতি নিশ্চয়ানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ—উৎপদ্যত ইতি দ্ব্যণুকাদের্দ্রব্যস্য স্বকারণসত্তাসম্বন্ধমাহুঃ। প্রাগুৎপত্তেশ্চাসৎ পশ্চাৎ স্বকারণব্যাপারমপেক্ষ্য স্বকারণৈঃ পরমাণুভিঃ সত্তয়া চ সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন সম্বধ্যতে। সম্বন্ধং সৎ কারণসমবেতং সদ্ভবতি। তত্র বক্তব্যং—কথমসতঃ সৎ কারণং ভবেৎ? সম্বন্ধো বা কেনচিৎ? ন হি বন্ধ্যাপুত্রস্য সত্তা সম্বন্ধো বা কারণং বা কেনচিৎ প্রমাণতঃ কল্পয়িতুং শক্যম্।

ননু নৈব বৈশেষিকৈরভাবস্য সম্বন্ধঃ কল্প্যতে। দ্ব্যণুকাদীনাং হি দ্রব্যাণাং স্বকারণেন সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সতামেবোচ্যত ইতি।

ন। সম্বন্ধাৎ প্রাক্ সত্তাঽনভ্যুপগমাৎ। ন হি বৈশেষিকৈঃ কুলালদণ্ডচক্রাদিব্যাপারাৎ প্রাগ্‌ঘটাদীনামস্তিত্বমিষ্যতে। ন চ মৃদ এব ঘটাদ্যাকারপ্রাপ্তিমিচ্ছন্তি। ততশ্চাসত এব সম্বন্ধঃ পারিশেষ্যাদিষ্টো ভবতি।

নন্বসতোঽপি সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ ।

ন। বন্ধ্যাপুত্রাদীনামদর্শনাৎ। ঘটাদেরেব প্রাগভাবস্য স্বকারণসম্বন্ধো ভবতি। ন বন্ধ্যাপুত্রাদেরভাবস্য তুল্যত্বেঽপীতি বিশেষোঽভাবস্য বক্তব্যঃ। একস্যাভাবঃ। দ্বয়োরভাবঃ। সর্বস্যাভাবঃ। প্রাগভাবঃ। প্রধ্বংসাভাবঃ। ইতরেতরাভাবঃ। অত্যন্তাভাব ইতি লক্ষণতো ন কেনচিদ্বিশেষো দর্শয়িতুং শক্যঃ। অসতি চ বিশেষে ঘটস্য প্রাগভাব এব কুলালাদিভির্ঘটভাবমাপদ্যতে সম্বধ্যতে চ ভাবেন কপালাখ্যেন স্বকারণেন সর্বব্যবহারযোগ্যশ্চ ভবতি। ন তু ঘটস্যৈব প্রধ্বংসাভাবোঽভাবত্বে সত্যপীতি প্রধ্বংসাদ্যভাবানাং ন ক্বচিদ্ব্যবহারযোগ্যত্বম্। প্রাগভাবস্যৈব দ্ব্যণুকাদিদ্রব্যাখ্যস্যোৎপত্ত্যাদি-ব্যবহারার্হত্বমিত্যেতদসমঞ্জসম্। অভাবত্বাবিশেষাদত্যন্তপ্রধ্বংসাভাবয়োরিব।

ননু নৈবাস্মাভিঃ প্রাগভাবস্য ভাবাপত্তিরুচ্যতে। কিং তর্হি ভাবস্যৈব হি ভাবাপত্তিঃ? যথা ঘটস্য ঘটাপত্তিঃ। পটস্য পটাপত্তিঃ। এতদপ্যভাবস্য ভাবাপত্তিবদেব প্রমাণবিরুদ্ধম্। সাংখ্যস্যাপি যঃ পরিণামপক্ষঃ সোঽপ্যপূর্বধর্মোৎপত্তিবিনাশাঙ্গীকরণাদ্বৈশেষিকপক্ষান্ন বিশিষ্যতে। অভিব্যক্তি-তিরোভাবাঙ্গীকরণেঽপ্যভিব্যক্তিতিরোভাবয়োর্বিদ্যমানত্বাবিদ্যমানত্বনিরূপণে পূর্ববদেব প্রমাণবিরোধঃ।

এতেন কারণস্যৈব সংস্থানমুৎপত্ত্যাদীত্যেতদপি প্রত্যুক্তং পারিশেষ্যাৎ সদেকমেব বস্তু বিদ্যয়োৎপত্তিবিনাশাদিধর্মৈরনেকধা নটবদ্বিকল্প্যত ইতীদং ভাগবতং মতমুক্তং—নাসতো বিদ্যতে ভাব ইত্যস্মিন্ শ্লোকে। সৎপ্রত্যয়স্যাব্যভিচারাৎ। ব্যভিচারাচ্চেতরেষামিতি।

কথং তর্হ্যাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বেঽশেষতঃ কর্মণস্ত্যাগো নোপপদ্যত ইতি?

যদি বস্তুভূতা গুণা যদি বাঽবিদ্যাকল্পিতাস্তদ্ধর্মঃ কর্ম তদাত্মন্যবিদ্যাঽধ্যারোপিতমেবেত্যবিদ্বান্ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপ্যশেষতস্ত্যক্তু শক্নোতীত্যুক্তম্। বিদ্বাংস্তু পুনর্বিদ্যয়াঽবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং

শক্নোত্যেবাশেষতঃ কর্ম পরিত্যক্তুম্। অবিদ্যাঽধ্যারোপিতস্য শেষানুপপত্তেঃ। ন হি তৈমিরিকদৃষ্ট্যাঽধ্যারোপিতস্য দ্বিচন্দ্রাদেস্তিমিরাপগমে শেষোঽবতিষ্ঠতে। এবং চ সতীদং বচনমুপন্নং—সর্বকর্মাণি মনসেত্যাদি। স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ইতি চ॥৪৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মজ্ঞানশূন্য অজ্ঞানী পুরুষ কোনো-না-কোনো কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ কার্যকারিণী চেষ্টা অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান করিবে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক নিজ অভিরুচি অনুসারে পরধর্ম উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহা কখনও অবলম্বন করিবে না। কেননা, স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কোনো দোষ আদৌ স্পর্শ করিলেও তাহাতে ক্ষতি হইবে না। এমন কার্যই নাই, যাহাতে গুণ-দোষ আদৌ স্পর্শ করে না। যেমন, নিজ বনিতা কুরূপা হইলে পরনারীকে সুন্দরী দেখিলেও নিজকল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি তাহাতে গমন করেন না, সেইরূপ নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম দোষযুক্ত হইলেও পরধর্মকে উপাদেয় বোধে কখনোই গ্রহণ করিবে না। যেমন বিষ হইতে উৎপন্ন কীট বিষকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি ত্রিগুণাত্মক সামান্য দোষ থাকিলেও স্বভাবজ কর্মকে পরিত্যাগ করিবে না। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম পরিত্যাগে সমর্থ হয় না। আর যে শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সমস্ত কর্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে হেয় ও উপাদেয় কর্মের বিচারই-বা কোথায়? তুমি যখন ব্রাহ্মণের ভিক্ষাটনাদি ধর্মের আশ্রয় লইতে চাহিতেছ, তখন তোমাকে সর্বকর্মপরিত্যাগীও বলিতে পারি না। যদি কর্মই করিতে হইল, তবে স্বভাবজ কর্মেরই অনুষ্ঠান করো॥৪৮॥

মন্তব্য ঃ যে-বর্ণে জন্ম হয়, শিশুকাল হইতে সেই বর্ণোচিত কাজে ও চিন্তাপ্রণালীতে মন অভ্যস্ত থাকে। কখনও কখনও নানা কারণে ঐসব কাজে কিছু দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দোষের হাত হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য অন্য কোনো নূতন বর্ণোচিত কাজে হাত দিলে আপাতত একটু ভাল বোধ হইলেও পরে হয়তো দেখা যাইবে, এই কাজেও নানা প্রকার দোষ আছে; কারণ, এই জগতে কোনো কাজ করিলে কিছু-না-কিছু দোষত্রুটি হইয়াই থাকে।

বর্তমানে বর্ণোচিত এবং বংশগত কোনো কাজই নাই। সুতরাং, এখন এইসব কথা আলোচনার বিষয় হয় না। ভারত-সংস্কৃতিতে পূর্ণ অভ্যুদয় অর্থাৎ, মুক্তিলাভই জীবনের লক্ষ্য। তাই যত দূর সম্ভব শুদ্ধভাবে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করাই ছিল উদ্দেশ্য, যে যে-কাজই করুক না কেন।

ব্যাধ ও পতিব্রতার গল্পটি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য॥৪৮॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥৪৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বত্র (সমস্ত বিষয়ে) অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিশূন্যবুদ্ধি) জিতাত্মা (নিরহঙ্কার)

বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) সন্ন্যাসেন (সন্ন্যাসের দ্বারা) পরমাং (পরম) নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্ (আত্মজ্ঞান) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)॥৪৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা, স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন॥৪৯॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্বত্র**=সর্ব+"সপ্তম্যাং ত্রল্" ইতি "ত্রল" প্রত্যয়ঃ। **অসক্তবুদ্ধিঃ**=সন্‌জ্+ক্ত=সক্ত, ন সক্তঃ=অসক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; বুদ্ধিঃ=বুধ্+ক্তিন্, অসক্তা বুদ্ধিঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, পুংলিঙ্গে ১মা একবচন। **জিতাত্মা**=জিতঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **বিগতস্পৃহঃ**=বি-গম্+ক্ত=বিগত; স্পৃহ্+অঙ্+টাপ্=স্পৃহা, বিগতাস্পৃহা যস্য সঃ=বিগতস্পৃহঃ—বহুব্রীহি। **নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্**=নির্ (নাস্তি) কর্ম যস্য সঃ=নিষ্কর্মা—নঞ্ বহুব্রীহি, নিষ্কর্মণঃ ভাবঃ ইতি, নিষ্কর্মন্+ষ্যঞ্=নৈষ্কর্ম্য, সিধ্+ক্তিন্=সিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্যে সিদ্ধিঃ=নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি—৭মী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **পরমাম্**=পর+মা-ক=পরম, পরম+টাপ্=পরমা, কর্মণি, ২য়া একবচনে=পরমাম্। **সন্ন্যাসেন**=সম্-নি-অস্+ঘঞ্=সন্ন্যাসঃ, ৩য়া একবচন। **অধিগচ্ছতি**=অধি-গম্+লট্ তি॥৪৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু কর্মণি ক্রিয়মাণে কথং দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সংপদ্যত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য, জিতাত্মা নিরহংকারঃ, বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়া যস্মাৎ স এবম্ভূতঃ "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ" (১৮/৯) ইত্যেবং পূর্বোক্তেন কর্মাসক্তিফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সন্ন্যাসেন নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং সর্বকর্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্যমেব কর্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ, তদুক্তং—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদি"ত্যাদিশ্লোকচতুষ্টয়েন (৫/৮-১১); তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং "সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী"ত্যেবং (৫/১৩) লক্ষণাং পরমহংসস্যচর্যামাপ্নোতি॥৪৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যা কর্মজা সিদ্ধিরুক্তা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণা তস্যাঃ ফলভূতা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণা বক্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তবুদ্ধিঃ—অসক্তা সঙ্গরহিতা বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য সোঽসক্তবুদ্ধিঃ। সর্বত্র পুত্রদারাদিম্বাসক্তিনিমিত্তেষু। জিতাত্মা—জিতো বশীকৃত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য স জিতাত্মা। বিগতস্পৃহঃ—বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা দেহজীবিতভোগেষু যস্মাৎ স বিগতস্পৃহঃ। য এবম্ভূত আত্মজ্ঞঃ স নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং—নির্গতানি কর্মাণি যস্মান্নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মসম্বোধাৎ স নিষ্কর্মা। তস্য ভাবো নৈষ্কর্ম্যম্। নৈষ্কর্ম্যং চ তৎ সিদ্ধিশ্চ সা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ। নৈষ্কর্ম্যস্য বা সিদ্ধিঃ। নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধির্নিষ্পত্তিঃ। তাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্। পরমাং প্রকৃষ্টাং কর্মজসিদ্ধিবিলক্ষণাম্। সদ্যোমুক্তাবস্থানরূপাং সংন্যাসেন সম্যগ্‌দর্শনেন তৎপূর্বকেণ বা সর্বকর্মসংন্যাসেনাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। তথা চোক্তং—সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য—নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্নাস্ত ইতি॥৪৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহার স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ও ধনাদিতে আদৌ আসক্তি নাই এবং

অনাসক্তিপ্রযুক্ত সমস্ত বিষয়ভোগ হইতে যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিনিবৃত্ত হইয়া আসিয়াছে এবং যিনি জীবনের হেতুভূত অন্নপানাদি কার্যের জন্যও নিশ্চেষ্ট, অর্থাৎ দৃশ্য বিষয়সমূহে দোষদর্শনপূর্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া একমাত্র মুক্তিপদে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন ও নিষ্কাম কর্ম করিয়া যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই শিখাসূত্রপরিত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি (নিষ্কর্ম=ব্রহ্ম, নৈষ্কর্ম্য=আত্মজ্ঞান) লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ইহাতে অধিকার নাই॥৪৯॥

মন্তব্য ঃ সৎকর্ম করিতে করিতে মানুষ যখন অভ্যুদয়ের চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার মন-বুদ্ধি অতি নির্মল হইয়া যায়। এই শুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে জগতের কোনো ভোগই যে স্থায়ী সুখ দিতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিয়া আসক্তিরহিত, স্পৃহাহীন ও জিতেন্দ্রিয় হয়। তাহার ফলে তাহার মন হইতে বিষয়বাসনা নিঃশেষে চলিয়া যায়। সে তখন কর্মফলের অতীত অবস্থায় পরমশান্তি লাভ করে॥৪৯॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥৫০॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥৫১॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥৫২॥
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥৫৩॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥৫৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধ ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) ব্রহ্ম আপ্নোতি (ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন), যা (যাহা) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা (পরিসমাপ্তি), তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপে) মে (আমার নিকট) নিবোধ (শ্রবণ করো) বিশুদ্ধয়া (বিশুদ্ধ) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (ধৈর্য দ্বারা) আত্মানং (অহঙ্কারকে) নিয়ম্য চ (সংযত করিয়া) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগকরতঃ) রাগদ্বেষৌ চ (ও রাগদ্বেষকে) ব্যুদস্য (পরিত্যাগপূর্বক) বিবিক্তসেবী (নির্জনস্থাননিবাসী) লঘ্বাশী (পরিমিতাহারী) যতবাক্কায়মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মন সংযত করিয়া) নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (সর্বদা চিন্তনশীল) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্বক) অহংকারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং (ক্রোধ) পরিগ্রহং (বাহ্যভোগ সাধনরূপ প্রতিগ্রহ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ (মমতাবিহীন) শান্তঃ (বিক্ষেপশূন্য) [মনুষ্য] ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থ) কল্পতে (যোগ্য

হয়) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সমঃ (সমদর্শী হইয়া) পরাং (পরমা) মদ্ভক্তিং (পরমাত্মভক্তি) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন)॥৫০-৫৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! এইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন, তাহা এবং তাহার পরা জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ করো। বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ও ধৈর্য দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত এবং শব্দাদিবিষয় ও রাগদ্বেষকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি নির্জনস্থাননিবাসী, পরিমিতাহারী, যিনি বাক্য মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ এবং বৈরাগ্যবান, তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক নির্মম ও বিক্ষেপশূন্য হইয়া মনুষ্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হয়। যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হন না ও কোনোপ্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি সর্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন॥৫০-৫৪॥

ব্যাকরণ ঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ=সিধ্+ক্তিন্=সিদ্ধি, প্র-আপ্+ক্ত=প্রাপ্ত, সিদ্ধিং প্রাপ্তবান্ যঃ সঃ, সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ ইতি—অলুক্, ২য়া তৎপুরুষ। **যথা**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **আপ্নোতি**=আপ্+লট্ তি। **যা**=যদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **জ্ঞানস্য**=জ্ঞা+অনট্, ৬ষ্ঠী একবচন। **পরা**=পর+স্ত্রিয়াং টাপ্, "নিষ্ঠা" শব্দের বিশেষণ। **নিষ্ঠা**=নি-স্থা+অঙ্+টাপ্ (ভাবে)। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **সমাসেন**=সম্-অস্+ঘঞ্=সমাসঃ, ৩য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৫মী অর্থে ৬ষ্ঠী একবচন। **নিবোধ**=নি-বুধ্ (ভ্বাদিগণীয়) লোট্ হি। **বিশুদ্ধয়া**=বি-শুধ্+ক্ত+টাপ্=বিশুদ্ধা, ৩য়া একবচন। **বুদ্ধ্যা**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি, ৩য়া একবচন। **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত, ১মা একবচন। **ধৃত্যা**=ধৃ+ক্তিন্=ধৃতিঃ, ৩য়া (করণে) একবচন। **আত্মানম্**=অত+মনিন্=আত্মন্, ২য়া একবচন। **নিয়ম্য**=নি-যম্+ল্যপ্। **চ**=অব্যয়। **শব্দাদীন্**=শব্দ্+অল্=শব্দঃ, শব্দঃ আদৌ যেষাং শব্দাদয়ঃ—বহুব্রীহি, ২য়া বহুবচন। **বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা**=বিষয়ান্+ত্যক্ত্বা, বিষয়ান্=বি-সি+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে)=বিষয়ঃ, ২য়া বহুবচন। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্+ক্ত্বাচ্। **রাগদ্বেষৌ**=রন্‌জ্+ঘঞ্=রাগঃ, দ্বিষ্+ঘঞ্=দ্বেষঃ, রাগশ্চ দেষশ্চ=রাগদ্বেষৌ—দ্বন্দ্ব, ২য়া দ্বিবচনে। **ব্যুদস্য**=বি-উৎ-অস্ (ক্ষেপণে)+ল্যপ্। **বিবিক্তসেবী**=বি-বিচ্+ক্ত=বিবিক্তম্ (নির্গুণম্), বিবিক্তং সেবতে ইতি, বিবিক্ত-সেব্+ণিনি। **লঘ্বাশী**=লঘু+আশী, লঘু (অল্পম্) অশ্নাতি ইতি, লঘু-অশ্+ঘিনুণ্। **যতবাক্‌কায়মানসঃ**=যম্+ক্ত=যতঃ, যতাঃ বাক্ চ কায়শ্চ, মানসশ্চ যেন সঃ=যতবাক্-কায়মানসঃ—বহুব্রীহি। **ধ্যানযোগপরঃ**=ধ্যানম্ এব যোগঃ, ধ্যানযোগঃ—কর্মধারয়, ধ্যানযোগঃ পরঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি=ধ্যানযোগপরঃ। **নিত্যম্**=নি+ত্যপ্। **বৈরাগ্যম্**=বি-রন্‌জ্+ঘঞ্=বিরাগঃ, বিরাগস্য ভাবঃ, বিরাগ+ষ্যঞ্=বৈরাগ্যম্। **সমুপাশ্রিতঃ**=সম্-উপ-আ-শ্রি+ক্ত। **অহংকারম্**=অহম্-কৃ+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **বলম্**=বল+অচ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **দর্পম্**=দৃপ্+ঘঞ্ (পুং), ২য়া একবচন। **কামম্**=কম্+ঘঞ্ (পুং), ২য়া একবচন। **ক্রোধম্**=ক্রুধ্+ঘঞ্ (পুং), ২য়া একবচন। **পরিগ্রহম্**=পরি-গ্রহ্+অপ্ (কর্মবাচ্যে) (পুং), ২য়া একবচন। **বিমুচ্য**=বি-মুচ্+ল্যপ্। **নির্মমঃ**=নির্ (নাস্তি) মমত্বং

যস্মিন্—বহুব্রীহি (পুং), ১মা একবচন। **শান্তঃ**=শম্+ক্ত (পুং), ১মা একবচন। **কল্পতে**=কৢপ্+লট্ তে। **ব্রহ্মভূতঃ**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-ভূ+ক্ত (পুং), ১মা একবচন। **প্রসন্নাত্মা**=প্র-সদ্+ক্ত=প্রসন্ন, অৎ+মন্=আত্মা, প্রসন্নঃ আত্মা যস্য স—বহুব্রীহি। ন=অব্যয়। **শোচতি**=শুচ্+লট্ তি। **কাঙ্ক্ষতি**=কাঙ্ক্ষ্+লট্ তি। **সমঃ**=সম্+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে)। **সর্বেষু**=সৃ+ব (ক্লীব), ৭মী বহুবচন। **ভূতেষু**=ভূ+ক্ত (ক্লীব), ৭মী বহুবচন। **মদ্ভক্তিম্**=ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি, মম ভক্তিঃ=মদ্ভক্তিম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **লভতে**=লভ্+লট্ তে। **পরাম্**=পর+টাপ্ স্ত্রিয়াম্, ২য়া একবচন॥৫০-৫৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতস্য পরমহংসস্যজ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভিঃ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ; প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং, তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্যাবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ।

তদেবাহ—বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্বোক্তয়া সাত্ত্বিকয়া বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা আত্মানং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ৌ রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য, বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিঞ্চ বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী শুচিদেশাবস্থায়ী লঘ্বাশী মিতভোজী এতৈরুপায়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযত-বাগ্‌দেহচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সর্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগুপাশ্রিতো ভূত্বা, ততশ্চ অহংকারমিতি—বিরক্তোঽহমিত্যাদ্যহংকারং বলং দুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধবশাৎ অপ্রাপ্যমার্গেষ্বপি বিষয়েসু কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপন্নেষু নির্মমঃ সন্ শান্তঃ পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি।

ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ, অতএব সর্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ, সর্বভূতে। মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে॥৫০-৫৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পূর্বোক্তেন স্বকর্মানুষ্ঠানেনেশ্বরাভ্যর্চনরূপেণ জনিতাং প্রাগুক্তলক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তস্যোৎপন্নাত্মবিবেকজ্ঞানস্য কেবলাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপা নৈষ্কর্ম্যলক্ষণা সিদ্ধির্যেন ক্রমেণ ভবতি তদ্বক্তব্যমিত্যাহ—সিদ্ধিমিতি। সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ স্বকর্মণেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য তৎপ্রসাদজাং কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ। সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি তদনুবাদ উত্তরার্থঃ। কিং তদুত্তরম্? যথার্থোঽনুবাদ ইতি? উচ্যতে—যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাঽনুসারেণ ব্রহ্ম পরমাত্মানমাপ্নোতি তথা তং প্রকারং জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিক্রমং মে মম বচনান্নিবোধ ত্বম্। নিশ্চয়েনাবধারয়েত্যেতৎ। কিং বিস্তরেণ? নেত্যাহ—সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব। হে কৌন্তেয় যথা ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা নিবোধেতি। অনেন যা প্রতিজ্ঞাতা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিদন্তয়া দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্যবসানম্। পরিসমাপ্তিরিত্যেতৎ। কস্য? ব্রহ্মজ্ঞানস্য যা পরা পরিসমাপ্তিঃ। কীদৃশী সা? যাদৃশমাত্মজ্ঞানম্। কীদৃক্ তৎ? যাদৃশ আত্মা। কীদৃশোঽসৌ? যাদৃশো ভগবতোক্তঃ। উপনিষদ্বাক্যৈশ্চ। ন্যায়তশ্চ।

ননু বিষয়াকারং জ্ঞানম্। ন বিষয়ো নাপ্যাকারবানাত্মেষ্যতে ক্বচিৎ।

নন্বাদিত্যবর্ণং[১] ভারূপঃ[২] স্বয়ংজ্যোতিঃ[৩] ইত্যাকারবত্ত্বমাত্মনঃ শ্রূয়তে।

ন। তমোরূপত্বপ্রতিষেধার্থত্বাত্তেষাং বাক্যানাম্। দ্রব্যগুণাদ্যাকারপ্রতিষেধ আত্মনস্তমোরূপত্বে প্রাপ্তে তৎপ্রতিষেধার্থান্যাদিত্যবর্ণম্[৪] ইত্যাদিবাক্যানি। অরূপমিতি চ বিশেষতো রূপপ্রতিষেধাৎ। অবিষয়ত্বাচ্চ। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।[৫] অশব্দমস্পর্শম্[৬] ইত্যাদ্যৈঃ। তস্মাদাত্মাকারং জ্ঞানমিত্যনুপপন্নম্।

কথং তর্হ্যাত্মনো জ্ঞানম্। সর্বং হি যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তত্তদাকারং ভবতি। নিরাকারশ্চাত্মেত্যুক্তম্। জ্ঞানাত্মনোশ্চোভয়োর্নিরাকারত্বে কথং তদ্ভাবনানিষ্ঠেতি?

ন। অত্যন্তনির্মলত্বস্বচ্ছত্বসূক্ষ্মত্বোপপত্তেরাত্মনঃ বুদ্ধেশ্চাত্মসমনৈর্মল্যাদ্যুপপত্তেরাত্মচৈতন্যাকারা-ভাসত্বোপপত্তিঃ। বুদ্ধ্যাভাসং মনঃ। তদাভাসানীন্দ্রিয়াণি। ইন্দ্রিয়াভাসশ্চ দেহঃ। অতো লৌকিকৈর্দেহমাত্র এবাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে। দেহচৈতন্যবাদিনশ্চ লোকায়তিকাঃ—চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ—ইত্যাহুঃ। তথাঽন্য ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদিনঃ। অন্যে মনশ্চৈতন্যবাদিনঃ। অন্যে বুদ্ধিচৈতন্যবাদিনঃ। অতোঽপ্যন্তর-ব্যক্তমব্যাকৃতাখ্যমবিদ্যাবস্থমাত্মত্বেন প্রতিপন্নাঃ কেচিৎ প্রকৃতিচৈতন্যবাদিনঃ। সর্বত্র হি বুদ্ধ্যাদিদেহান্ত আত্মচৈতন্যাভাসতাত্মভ্রান্তিকারণম্। অতশ্চাত্মবিষয়ং জ্ঞানং ন বিধাতব্যম্। কিং তর্হি? নামরূপাদ্যনাত্মাধ্যারোপণনিবৃত্তিরেব কার্যা। নাত্মচৈতন্যবিজ্ঞানং কার্যম্। অবিদ্যাঽধ্যারোপিত সর্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমাণত্বাৎ। অত এব হি বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধাঃ—বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ বস্ত্বেব নাস্তীতি প্রতিপন্নাঃ প্রমাণন্তরনিরপেক্ষতাং চ স্বসংবিদিতত্বাভ্যুপগমেন। তস্মাদবিদ্যাঽধ্যারোপণনিরাকরণমাত্রং ব্রহ্মণি কর্তব্যম্। ন তু ব্রহ্মবিজ্ঞানে যত্নঃ। অত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বাৎ। অবিদ্যাকল্পিতনামরূপবিশেষাকারাপহৃতবুদ্ধিত্বাদত্যন্তপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়মাসন্নতরমাত্মভূতমপ্যপ্রসিদ্ধং দুর্বিজ্ঞেয়মতিদূরমন্যদিব চ প্রতিভাত্যবিবেকিনাম্। বাহ্যাকারনিবৃত্তবুদ্ধীনাং তু লব্ধগুর্বাত্মপ্রসাদানাং নাতঃ পরং সুখং সুপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়ং স্বাসন্নমস্তি। তথাচোক্তং—প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যমিত্যাদি।

কেচিত্তু পণ্ডিতম্মন্যাঃ—নিরাকারত্বাদাত্মবস্তু নোপৈতি বুদ্ধিঃ। অতো দুঃসাধ্যা সম্যগ্জ্ঞাননিষ্ঠা—ইত্যাহুঃ।

সত্যমেবং গুরুসম্প্রদায়রহিতানামশ্রুতবেদান্তানামত্যন্তবহির্বিষয়াসক্তবুদ্ধীনাং সম্যক্ প্রমাণেষ্বকৃত-শ্রমাণাম্। তদ্বিপরীতানাং তু লৌকিকগ্রাহ্যগ্রাহকদ্বৈতবস্তুনি সদ্বুদ্ধির্নিতরাং দুঃসম্পাদ্যা। আত্মচৈতন্যব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরস্যানুপলব্ধেঃ। যথা চৈতদেবমেব নান্যথেত্যবোচাম। উক্তং চ ভগবতা—যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। ইতি। তস্মাদ্বাহ্যাকারভেদবুদ্ধি-

১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩/৮
২ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩/১৪/২
৩ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৩/৯; ৪/৩/১৪
৪ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩/৮
৫ কঠ উপনিষদ্, ২/৩/৯; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪/২০
৬ কঠ উপনিষদ্, ১/৩/১৫; মুক্তিক উপনিষদ্, ৩/৭২

নিবৃত্তিরেবাত্মস্বরূপাবলম্বনে কারণম্। ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিৎ কদাচিৎপ্রসিদ্ধঃ প্রাপ্যো হেয় উপাদেয়ো বা। অপ্রসিদ্ধে হি তস্মিন্নাত্মনি স্বার্থাঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ব্যর্থাঃ প্রসজ্যেরন্। ন চ দেহাদ্যচেতনার্থত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্। ন চ সুখার্থং সুখম্। দুঃখার্থং বা দুঃখম্। আত্মাবগত্যবসানার্থত্বাচ্চ সর্বব্যবহারস্য। তস্মাদ্‌যথা স্বদেহস্য পরিচ্ছেদায় ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা ততোঽপ্যাত্মনোঽন্তর-তমত্বাত্তদবগতিং প্রতি ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা। ইত্যাত্মজ্ঞানানষ্ঠা বিবেকিনাং সুপ্রসিদ্ধেতি সিদ্ধম্।

যেষামপি নিরাকারং জ্ঞানপ্রত্যক্ষং তেষামপি জ্ঞানবশৈব জ্ঞেয়াবগতিরিতি জ্ঞানমত্যন্তং প্রসিদ্ধং সুখাদিবদেবেত্যভ্যুপগন্তব্যম্।

জিজ্ঞাসানুপপত্তেশ্চ। অপ্রসিদ্ধং চেজ্‌জ্ঞানং জ্ঞেয়বজ্জিজ্ঞাস্যেত। যথা জ্ঞেয়ং ঘটাদিলক্ষণং জ্ঞানেন জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছতি তথা জ্ঞানমপি জ্ঞানান্তরেণ জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছেৎ। ন চৈতদস্তি অতোঽত্যন্তপ্রসিদ্ধং জ্ঞানম্। জ্ঞাতাঽপ্যত এব প্রসিদ্ধ ইতি। তস্মাজ্‌জ্ঞানে যত্নো ন কর্তব্যঃ। কিন্ত্বনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তাবেব। তস্মাজ্‌জ্ঞাননিষ্ঠা সুসম্পাদ্যা।

সেয়ং জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠোচ্যতে কথং কার্যেতি—বুদ্ধ্যেতি। বুদ্ধ্যাঽধ্যবসায়াত্মিকয়া বিশুদ্ধয়া মায়ারহিতয়া যুক্তঃ সম্পন্নঃ। ধৃত্যা ধৈর্যেণাত্মানং কার্যকরণ-সংঘাতং নিয়ম্য চ নিয়মনং কৃত্বা বশীকৃত্য। শব্দাদীন্—শব্দ আদির্যেষাং তে শব্দাদয়ঃ। তান্ বিষয়ংস্ত্যক্ত্বা। সামর্থ্যাচ্ছরীরস্থিতি-মাত্রহেতুভূতান্ কেবলান্ মুক্ত্বা—ততোঽধিকান্ সুখার্থাংস্ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। শরীরস্থিত্যর্থত্বেন প্রাপ্তেষু চ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ পরিত্যজ্য চ।

ততঃ—বিবক্তসেবীতি। বিবিক্তসেবী—অরণ্যনদীপুলিনগিরিগুহাদীন্ বিবিক্তান্ দেশান্ সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তসেবী। লঘ্বাশী লঘ্বশনশীলঃ। বিবিক্তসেবালঘ্বশনয়োর্নিদ্রাদিদোষনিবর্তকত্বেন চিত্তপ্রসাদহেতুত্বাদ্‌গ্রহণম্। যতবাক্কায়মানসঃ—বাক্ চ কায়শ্চ মানসং চ যতানি সংযতানি যস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্য স জ্ঞাননিষ্ঠো যতির্যতবাক্কায়মানসঃ স্যাৎ। এবমুপতসর্বকরণঃ সন্, ধ্যানযোগপরঃ। ধ্যানমাত্মস্বরূপচিন্তনম্। যোগ আত্মবিষয় এবৈকাগ্রীকরণম্। তৌ ধ্যানযোগৌ পরত্বেন কর্তব্যৌ যস্য স ধ্যানযোগপরঃ। নিত্যং—নিত্যগ্রহণং মন্ত্রজপাদ্যন্যকর্তব্যাভাবপ্রদর্শনার্থম্। বৈরাগ্যং বিরাগভাবঃ। দৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়েষু বৈতৃষ্ণ্যম্। সমুপাশ্রিতো নিত্যমেবেত্যর্থঃ।

কিঞ্চ—অহংকারমিতি। অহংকারম্—অহংকারণমহংকারো দেহেন্দ্রিয়াদিষু। তম্। বলং সামর্থ্যং কামরাগাদিযুক্তং নেতরচ্ছরীরাদিসামর্থ্যম্। স্বাভাবিকত্বেন ত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ। দর্পং—দর্পো নাম হর্ষান্তরভাবী ধর্মাতিক্রমহেতুঃ। হৃষ্টো দৃপ্যতি। দৃপ্তো ধর্মমতিক্রামতীতি স্মরণাৎ। তং চ। কামমিচ্ছাম্। ক্রোধং দ্বেষং চ। পরিগ্রহম্—ইন্দ্রিয়মনো-গতদোষপরিত্যাগে শরীরধারণপ্রসঙ্গেন ধর্মানুষ্ঠাননিমিত্তেন বা বাহ্যঃ পরিগ্রহঃ প্রাপ্তঃ। তং চ বিমুচ্য পরিত্যজ্য পরমহংসপরিব্রাজকো ভূত্বা। দেহজীবনমাত্রেঽপি নির্গতমমভাবো নির্মমঃ অতএব শান্ত উপরতঃ। যঃ সংহৃতায়াসো যতির্জ্ঞাননিষ্ঠঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবনায় কল্পতে সমর্থো ভবতি।

অনেন ক্রমেণ—ব্রহ্মভূত ইতি। ব্রহ্মভূতোব্রহ্মপ্রাপ্তঃ। প্রসন্নাত্মা লব্ধাধ্যাত্মপ্রসাদঃ। ন শোচতি।

কিঞ্চিদর্থ বৈকল্যমাত্মনো বৈগুণ্যং চোদ্দিশ্য ন শোচিত ন সন্তপ্যতে। ন কাঙ্ক্ষতি। নহ্যপ্রাপ্তবিষয়াকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মবিৎ উপপদ্যতে। অতো ব্রহ্ম-ভূতস্যায়ং স্বভাবোঽনূদ্যতে—ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতীতি। ন হৃষ্যতীতি বা পাঠঃ। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু—আত্মৌপম্যেন সর্বেষু ভূতেষু সুখং দুঃখং বা সমমেব পশ্যতীত্যর্থঃ। নাত্মসন্দর্শনমিহ তস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ—ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি। এবম্ভূতো জ্ঞাননিষ্ঠো মদ্ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরামুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে। চতুর্বিধা ভজন্তে মামিত্যুক্তম্॥৫০-৫৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মানব বর্ণাশ্রম ধর্মের দ্বারা ভগবদারাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় সর্ব কর্ম পরিত্যাগ ও অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, তাহা আমার বাক্য দ্বারা তুমি নিশ্চয় অবধারণ করো। আমার অধিক বলিবার ও তোমারও অধিক শুনিবার বা বুঝিবার এখন অবকাশ নাই। গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস এবং শ্রবণ ও মনন রূপ বিচার দ্বারাই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানের পরিসমাপ্তিরূপ নিষ্ঠাই পরা নিষ্ঠা। এই পরা নিষ্ঠার পরে আর সাধন নাই। অতএব, হে অর্জুন! এই শেষ গূঢ় রহস্য নিশ্চয়বুদ্ধিতে শ্রবণ করো।

"অহং ব্রহ্মাস্মি"[১] এইরূপ সিদ্ধান্তকারিবুদ্ধিযুক্ত হইয়া শরীর ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত (অর্থাৎ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গ হইতে প্রত্যাহৃত) করিয়া—অর্থাৎ রূপ, রস ও গন্ধাদি হইতে চিত্তকে যিনি আকর্ষণ করিতে পারেন ও বিষয়সমূহে অনুরাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না, সেই মহাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন।

যিনি জনসঙ্গ পরিহারপূর্বক নিভৃত গিরিগুহায় বা বনমধ্যে নিবাস করেন, যিনি দেহভরণোপযোগী মাত্র পরিমিত ও পবিত্র আহার গ্রহণ করেন, অর্থাৎ নিদ্রালস্যকারক গুরুতর ভোজন করেন না, যিনি যম, নিয়ম ও আসনাদি সিদ্ধির দ্বারা বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি সদাই ধ্যানযোগসম্পন্ন, অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত আত্মচিন্তন দ্বারা সদৈব তদাকারাকারিত হইয়া থাকে, বিষয়ভোগ বাসনায় যাঁহার চিত্তবৃত্তি বহির্মুখে ধাবিত হয় না, তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ।

আমি কুলীন, আমি মহাপুরুষের শিষ্য, আমি বড় ত্যাগী ও আমার সমকক্ষ কেহই নাই ইত্যাদিরূপ অহঙ্কার যাঁহার নাই, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ আগ্রহরূপ বল যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কার্যসাধন করিয়া যিনি দর্প করেন না, অথবা হর্ষজনিত মদমত্ততা যাঁহার নাই, যাঁহার পারলৌকিক বিষয়ভোগে কামনা নাই, যিনি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধ হন না, স্পৃহাশূন্য হইয়াও যিনি শরীরমাত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাহ্যভোগসাধনরূপ কোনো প্রতিগ্রহ করেন না এবং যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসী হইয়া নির্মম হইয়াছেন, যাঁহার 'অহং মমেতি' বুদ্ধি দ্বারা হর্ষ ও বিষাদাদিতে চিত্তের আদৌ বিক্ষেপ হয় না, সেই জ্ঞানসাধনশীল ব্যক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত।

যিনি বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ-মননাদি দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি"[২] এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানলাভ করিয়াছেন,

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১০
২ তদেব

যিনি শম ও দমাদি সাধনপূর্বক চিত্তশুদ্ধির প্রভাবে প্রসন্নাত্মা হইয়াছেন, যাঁহার দেহাভিমান না থাকায় কোনোপ্রকার শোকের উদয় হয় না, যিনি ভোগার্থ কোনো পদার্থেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, যাঁহার নিগ্রহ, অনুগ্রহ, প্রিয়, অপ্রিয়, স্বকীয় ও পরকীয় সকলই সমান, অর্থাৎ তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত আত্মদৃষ্টিবশতঃ যাঁহার সকলই সমান বোধ হয়—এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী ভগবানের পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে ভক্তি দ্বারা সাধারণতঃ মনুষ্য ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি; কিন্তু পরা ভক্তি কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান রূপ সাধনসকলের পরিণামফলস্বরূপ। জ্ঞানের পরিপাকাবস্থার নামই পরা ভক্তি। বৈধ কর্ম অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি, গৌণী ভক্তি দ্বারা ভগবদুপাসনা, ভগবদুপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি ও ভগবৎসাক্ষাৎকার, ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হয় এবং এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই পরা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে॥৫০-৫৪॥

মন্তব্য ঃ হিন্দুরা তাহাদের সমাজকে একটি ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। যেসব নিয়ম বাল্যকাল হইতে মানিয়া চলিলে মানবজীবনের বিবর্তন একটুও ব্যাহত হয় না, সেই নিয়ম সর্বতোভাবে পালন করিবার সুযোগ-সুবিধা অনেকটা বাধ্যতামূলক ছিল। তাহার ফলে পূর্ণজ্ঞানলাভ করিবার উপযোগী দেহ-মন বহু লোকের মধ্যে দেখা যাইত। সেইসব ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক অবস্থায় উপস্থিত হইতেন, যেকোনো জ্ঞানলাভের পক্ষেই তাঁহাদের কিছুমাত্র বাধা থাকিত না। এই স্থলে সেইসব ব্যক্তিকেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত বলা হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যায় মানুষের জীবন কী প্রকারে বিবর্তিত হয়, তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে দেখিতে পান, এক চিদ্বস্তুর দ্বারাই জগতের সব বস্তুই নির্মিত। তখন তাঁহার মনে অ-চিৎ কোনো বস্তুর দিকে একটুমাত্রও আকর্ষণ থাকে না। এই জগতের কোনোকিছুতেই তাঁহার রাগদ্বেষ দেখা যায় না। তিনি পরমানন্দে পূর্ণ শান্তিতে অবস্থান করেন। অথচ তাঁহার সামাজিক জীবন বা লোকব্যবহার ঠিক প্রাকৃত লোকের মতোই দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য, সিদ্ধ মহাপুরুষদিগকে সাধারণ লোকের ন্যায় সহজভাবে সঙ্ঘের সকলের মধ্যে বাস করিতে আমরা দেখিয়াছি। তাঁহারা যে অসামান্য পুরুষ, প্রথমদৃষ্টিতে একেবারেই বুঝিতে পারি নাই। পরে ব্রহ্মবিদ্যার theory একটু বুঝিবার পর বুঝিলাম, মানবজীবন পূর্ণতালাভ করিলে এইরূপই হয়।

ঠাকুর সহজাবস্থার কথা বলিয়াছেন। সাধারণ লোকের ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকায় মানুষের ভিতরের পূর্ণতা কিছুই বুঝিতে পারে না। তাই এখন যেকোনো "অভিনেতা" মহাপুরুষ সাজিয়া, এমনকী অবতার সাজিয়া তথাকথিত শিক্ষিত লোককে প্রবঞ্চিত করিতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞানীদের সর্বপ্রকার লক্ষণ, ভিতরে-বাহিরের সব জ্ঞাতব্য বিষয় অতি স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত রহিয়াছে। এই শ্লোক কয়টি তাহার মধ্যে অত্যুত্তম। এই শ্লোক কয়টি গীতার সার। ইহাতে ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের সুস্পষ্ট সমন্বয় দেখা যায়। ঠিক ইহাই সন্ন্যাসের আদর্শ॥৫০-৫৪॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥৫৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [আমি] যাবান্ (যেরূপ) যঃ চ (ও যাহা) অস্মি (হই) [ব্রহ্মভূত ব্যক্তি] মাং (আমাকে—ভগবানকে) ভক্ত্যা (ভক্তি দ্বারা) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) অভিজানাতি (বিদিত হন); ততঃ (অনন্তর) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (যথার্থরূপে জানিয়া) তদনন্তরং (তদনন্তর) বিশতে (প্রবেশ করেন)॥৫৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তৎপরে সাধক এই ভক্তির প্রভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন॥৫৫॥

ব্যাকরণ ঃ **ভক্ত্যা**=ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি, ৩য়া একবচন। **যাবান্**=যৎ পরিমাণম্ অস্য ইতি, যদ্+বতুপ্ (পরিমাণে) (পুং), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **তত্ত্বতঃ**=তদ্+ত্ব=তত্ত্বম্, তত্ত্ব+তসিল্ (তৃতীয়ায়াম্)=তত্ত্বতঃ। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অভিজানাতি**=অভি-জ্ঞা+লট্ তি। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **তদনন্তরম্**=তস্মাৎ অনন্তরম্=তদনন্তরম্—৫মী তৎপুরুষ। **বিশতে**=বিশ্+লট্ তে॥৫৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি; কথংভূতম্? যাবান্ সর্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ॥৫৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ততো জ্ঞানলক্ষণয়া—ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি। যাবানহমুপাধিকৃতবিস্তরভেদো যশ্চাহং বিধ্বস্তসর্বোপাধিভেদ উত্তমঃ পুরুষ আকাশকল্পঃ। তং মামদ্বৈতং চৈতন্যমাত্রৈকরসমজমজরমমরমভয়মনিধনং তত্ত্বতোঽভিজানাতি। ততো মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং মামেব। নাত্র জ্ঞানানন্তরপ্রবেশক্রিয়ে ভিন্নে বিবক্ষিতে—জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি। কিং তর্হি? ফলান্তরাভাবজ্ঞানমাত্রমেব। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধীত্যুক্তত্বাৎ।

ননু বিরুদ্ধমিদমুক্তম্। জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা তয়া মামভিজানাতীতি। কথং বিরুদ্ধমিতি চেৎ? উচ্যতে—যদৈব যস্মিন্ বিষয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে জ্ঞাতুস্তদৈব তং বিষয়মভিজানাতি জ্ঞাতেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠাং জ্ঞানাবৃত্তিলক্ষণামপেক্ষত ইতি। ততশ্চ জ্ঞানেন নাভিজানাতি। জ্ঞানাবৃত্ত্যা তু জ্ঞানানিষ্ঠয়াঽভিজানাতীতি।

নৈষ দোষঃ। জ্ঞানস্য স্বাত্মোৎপত্তিপরিপাকহেতুযুক্তস্য প্রতিপক্ষবিহীনস্য যদাত্মানুভবনিশ্চয়াবসানত্বং তস্য নিষ্ঠাশব্দাভিলাপাচ্ছাস্ত্রাচার্যোপদেশেন জ্ঞানোৎপত্তিপরিপাকহেতুং সহকারিকারণং বুদ্ধিবিশুদ্ধ্যাদ্যমানিত্বাদিগুণং চাপেক্ষ্য জনিতস্য ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মৈকজ্ঞানস্য কর্ত্রাদিকারকভেদবুদ্ধিনিবন্ধনসর্বকর্মসংন্যাসসহিতস্য স্বাত্মানুভবনিশ্চয়রূপেণ যদবস্থানং সা পরা জ্ঞাননিষ্ঠেত্যুচ্যতে। সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠার্তাদিভক্তিত্রয়াপেক্ষয়া পরা চতুর্থী ভক্তিরিত্যুক্তা। তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽভিজানাতি। যদনন্তরমেবেশ্বরক্ষেত্রজ্ঞভেদবুদ্ধিরশেষতো নিবর্ততে। অতো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি বচনং ন বিরুধ্যতে। অত্র চ সর্বং নিবৃত্তিবিধায়ি শাস্ত্রং বেদান্তেতিহাসপুরাণস্মৃতি

লক্ষণংপ্রসিদ্ধমর্থবদ্ভবতি। বিদিত্বা...ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি[১]। তস্মান্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ।[২] ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ[৩] ইতি। সন্ন্যাসঃ কর্মণাং ন্যাসঃ।[৪] বেদানিমং চ লোকমমুং চ পরিত্যজ্য। ত্যজ ধর্মমধর্মং চেত্যাদি। ইহ চ দর্শিতানি বাক্যানি। ন চ তেষাং বাক্যানামানর্থক্যং যুক্তম্। ন চার্থবাদত্বম্। স্বপ্রকরণস্থত্বাৎ। প্রত্যগাত্মঽবিক্রিয়স্বরূপনিষ্ঠত্বাচ্চ মোক্ষস্য।

ন হি পূর্বসমুদ্রং জিগমিষোঃ প্রাতিলোম্যেন প্রত্যক্‌সমুদ্রং জিগমিষুণা সমানমার্গত্বং সম্ভবতি। প্রত্যগাত্মবিষয়প্রত্যয়সন্তানকরণাভিনিবেশশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা। সা চ প্রত্যক্‌সমুদ্রগমনবৎ কর্মণা সহভাবিত্বেন বিরুধ্যতে। পর্বতসর্ষপয়োরিবান্তরবান্বিরোধঃ প্রমাণবিদাং নিশ্চিতঃ। তস্মাৎ সর্বকর্মসন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা কার্যেতি সিদ্ধম্॥৫৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পরা ভক্তি ব্যতীত ভগবানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা যথাযথ অনুভব করিতে পারা যায় না। শাস্ত্র বিচার, বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত, এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, অজর, অমর, অভয়, অশোক, গুণাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ও ভাবাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পরা ভক্তি ব্যতীত ঈদৃশ স্বরূপের উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই পরমহংস সন্ন্যাসীর আত্মসত্তা সেই নির্গুণ পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। জ্ঞানের পরনিষ্ঠাসম্পন্ন অবস্থায় সাধকের প্রারব্ধ কর্মের ভোগায়তনস্বরূপ দেহও যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা নহে, তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকিবেন॥৫৫॥

মন্তব্য ঃ মানুষের দেহ-মনে যেমন অজ্ঞানের প্রভাব রহিয়াছে, তেমনি সত্ত্বগুণের প্রভাবে জ্ঞানের প্রভাব তাহা হইতে মোটেই কম নহে। তাই আত্মবিজ্ঞানানুমোদিত ব্যবহার দীর্ঘ কাল অনুসরণ করিলে মানুষের মন-বুদ্ধিতে এই জগৎ-প্রহেলিকার সমস্ত রহস্যই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন সেই জ্ঞানি-পুরুষের মনে জগৎকারণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর দিকে কিছুমাত্র আকর্ষণ অনুভূত হয় না। তাহার ফলে নিজের সত্তার ভিতরে তিনি ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিয়া তদাকারাকারিত ব্রহ্মভূত হইয়া যান। পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণভক্তি একই জিনিস॥৫৫॥

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥৫৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সদা (সর্বদা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) কুর্বাণঃ অপি (করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাশ্বতম্ (নিত্য) অব্যয়ং পদম্ (অক্ষয় স্থান) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)॥৫৬॥

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৫/১, ৪/৪/২২
২ মহানারায়ণ উপনিষদ্, ২৫/১
৩ তদেব, ২১/২
৪ গীতা, ১৮/২

বঙ্গানুবাদ ঃ সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আমার শরণাগত হন, তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥৫৬॥

ব্যাকরণ ঃ সদা=সর্ব+দাচ্‌ (কালে)। **সর্বকর্মাণি**=সর্বাণি কর্মাণি—কর্মধারয়, ২য়া একবচন। **কুর্বাণঃ**=কৃ (আত্মনেপদী)+শানচ্‌ (পুং), ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ**=বি-অপ-আ-শ্রি+অল্‌ (ভাবে)=ব্যপাশ্রয়ঃ, অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ যস্য সঃ=মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—বহুব্রীহি। **মৎপ্রসাদাৎ**=প্র-সদ্‌+ঘঞ্‌=প্রসাদঃ; মম প্রসাদঃ=মৎপ্রসাদঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৫মী একবচন (হেতৌ)=মৎপ্রসাদাৎ। **শাশ্বতম্‌**=শশ্‌+বৎ=শশ্বৎ, শশ্বৎ+অণ্‌=শাশ্বত (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অব্যয়ম্‌**=বি-ই+অচ্‌=ব্যয়ঃ, নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য তৎ=অব্যয়ম্‌—নঞ্‌ বহুব্রীহি (ক্লীব), ২য়া একবচন। **পদম্‌**=পদ্যতে ইতি, পদ্‌+অচ্‌=পদম্‌ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অবাপ্নোতি**=অব-আপ্‌+লট্‌ তি॥৫৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ স্বকর্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকারমুপসংহরতি—সর্বকর্মাণীতি। সর্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্মাণি পূর্বোক্তক্রমেণ সর্বদা কুর্বাণঃ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়য়ো, ন তু স্বর্গাদিফলং যস্য স মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্বোৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্নোতি॥৫৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ স্বকর্মণা ভগবতোঽভ্যর্চ্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা। যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা। স ভগবদ্ভক্তিযোগোঽধুনা স্তূয়তে শাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে শাস্ত্রার্থনিশ্চয়দার্ঢ্যায়—সর্বকর্মাণীতি। সর্বকর্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি। সদা কুর্বাণোঽনুতিষ্ঠন্‌। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—অহং বাসুদেব ঈশ্বরো ব্যপাশ্রয়ো যস্য স মদ্ব্যপাশ্রয় ময্যর্পিতসর্বাত্মভাব ইত্যর্থঃ। সোঽপি মৎপ্রসাদান্মমেশ্বরস্য প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং নিত্যং বৈষ্ণবং পদমব্যয়ম্‌॥ ৫৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অন্তঃকরণশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্ম পরিত্যাগ করিতে নাই এবং শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সমস্ত কর্মের সন্ন্যাস করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। কর্মসন্ন্যাস ব্যতীত ব্রহ্মপদ লাভ হয় না, অর্জুনের এই অপসিদ্ধান্ত বা ভ্রম ভঞ্জন করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন—নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার বুদ্ধি বলবতী হয়। ভগবচ্ছরণাগত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন বা অন্য কোনো বর্ণই হউন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করুন বা সন্ন্যাসের অনধিকারীই হউন, ভগবৎকৃপায় তিনি পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসধর্মের কোনো অঙ্গহানি হইলে সেই নিত্য, সনাতন ও সর্বোৎকৃষ্ট পদলাভে সংশয়ও থাকিতে পারে; কিন্তু যে শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ভগবানের নিত্যধাম লাভ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। তাঁহার শরণাগত হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সামর্থ্যাদির কিছুমাত্র প্রয়োজন পড়ে না। সমস্ত সাধনের ফলস্বরূপ তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া সাধক নিজ জন্ম সফল করেন। "কী অভাব তার, যে বা একবার, তোমার শরণ লয় হে"॥৫৬॥

মন্তব্য ঃ মানুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে পূর্বসংস্কার অনুযায়ী প্রাণ ও মনের ক্রিয়া অবিরাম চলিয়া থাকে। নিজেকে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে স্বতন্ত্ররূপে বোধ করিলে কর্মসংস্কারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। অতঃপর মানুষ পূর্ণানন্দ লাভ করে। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের কর্ম সহসা বন্ধ করা যায় না; তাই প্রাণ-মনের সমস্ত ক্রিয়ার ফলকে ঈশ্বরে সমর্পণের চেষ্টা করিতে করিতে নিজেকে কর্মসংস্কার হইতে মুক্ত করা যায় ॥৫৬॥

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥৫৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ চেতসা (অন্তঃকরণ দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণপূর্বক) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ (জ্ঞানযোগ) উপাশ্রিত্য (আশ্রয়পূর্বক) সততং (সর্বদা) মচ্চিত্তঃ ভব (মদ্গতচিত্ত হও)॥৫৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! তুমি বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করো॥৫৭॥

ব্যাকরণ ঃ চেতসা=চিৎ+অস্=চেতঃ, ৩য়া (করণে) একবচন। **সর্বকর্মাণি**=সর্বাণি কর্মাণি—কর্মধারয়, ২য়া বহুবচন। **ময়ি**="অস্মদ্", ৭মী একবচন। **সংন্যস্য**=সম্-নি-অস্+ল্যপ্। **মৎপরঃ**=অহম্ এব পরঃ (শ্রেয়ঃ) যস্য সঃ—বহুব্রীহি (পুং), ১মা একবচন। **বুদ্ধিযোগম্**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধিঃ, যুজ্+ঘঞ্=যোগঃ, বুদ্ধ্যা যোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **উপাশ্রিত্য**=উপ-আ-শ্রি+ল্যপ্। **সততম্**=তন্+ক্ত=তত, সং ততম্ (ক্লীব), ক্রিয়াবিশেষণে, ২য়া একবচন। **মচ্চিত্তঃ**=মদ্গতং চিত্তং যস্য সঃ=মচ্চিত্তঃ—বহুব্রীহি (পুং), ১মা একবচন। ভব=ভূ+লোট্ হি॥৫৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং, তস্মাৎ চেতসেতি। সর্বাণি কর্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থঃ যস্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমুপাশ্রিত্য সততং, কর্মানুষ্ঠানকালেঽপি "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিরি"তি (৪/২৪) ন্যায়েন ময্যেব চিত্তং যস্য তথাভূতো ভব॥৫৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি। চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্বকর্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি। ময়ীশ্বরে সংন্যস্য—যৎ করোষি যদশ্নাসীত্যুক্তন্যায়েন। মৎপরঃ—অহং বাসুদেবঃ পরো যস্য তব স ত্বং মৎপরঃ সন্ ময্যর্পিতসর্বাত্মভাবঃ। বুদ্ধিযোগং—ময়ি সমাহিতবুদ্ধিত্বং বুদ্ধিযোগঃ। তং বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য। আশ্রয়োঽনন্যশরণত্বম্। মচ্চিত্তো ময্যেব চিত্তং যস্য তব স মচ্চিত্তঃ। সততং সর্বদা ভব॥৫৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কর্ম অনুষ্ঠান করিবে, বিবেকযুক্ত বুদ্ধি বিচার দ্বারা তৎসমস্তই পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে এবং জগতের সমস্ত আশা-ভরসা

পরিত্যাগপূর্বক কর্মফলের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া মোক্ষানুকূল বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্বক চিত্তকে সর্বদাই ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত করিয়া রাখিবে। হে ভগবন্! হে প্রভো! হে শরণাগতরক্ষক! তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ রক্ষাকর্তা নাই, আমি তোমারই হইলাম—মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ভগবানে মন সমর্পণ করো॥৫৭॥

মন্তব্য ঃ এই স্থূল-সূক্ষ্ম দেহযন্ত্রের সব ক্রিয়াই বুদ্ধির নির্দেশে চলিয়া থাকে। তাই বুদ্ধিতে যদি এই বিচার আসে যে, কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি চাই তাহা হইলে তাহার একমাত্র উপায় কর্মে আসক্তিত্যাগ। বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে বড়মানুষের বাড়ির ঝি-র মতো ঈশ্বরার্থে তা করা সম্ভব। বিবেক জাগ্রত হইলে বুঝা যায় যে, অনাদি অবিদ্যার প্রেরণাতেই দেহ-মনে কর্ম করিবার প্রবৃত্তি জন্মায়। তখন সেই আদি কারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করাই কর্মসংস্কার হইতে মুক্তির একমাত্র উপায়।

"বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য"—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

Firm conviction—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা॥৫৭॥

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥৫৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [তুমি] মচ্চিত্তঃ (মদ্‌গতচিত্ত হইয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্বদুর্গাণি (সমস্ত দুঃখ) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)। অথ চেৎ (আর যদি) ত্বম্ অহংকারাৎ (তুমি অহঙ্কারবশতঃ) [আমার বাক্য] ন শ্রোষ্যসি (শ্রবণ না কর) [তাহা হইলে] বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনষ্ট হইবে)॥৫৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! মদ্‌গতচিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে দুস্তর সংসার-দুঃখাদি হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহঙ্কারপূর্বক আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তুমি বিনষ্ট হইবে॥৫৮॥

ব্যাকরণ ঃ **মচ্চিত্তঃ**=মদ্‌গতং চিত্তং যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **সর্বদুর্গাণি**=দুর্-গম্+ড=দুর্গ (ক্লীব), সর্বাণি দুর্গাণি—কর্মধারয়। **তরিষ্যসি**=তৃ+লৃট্ স্যসি। **অথ**=অব্যয়। **চেৎ**=চিৎ+বিচ্। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **অহংকারাৎ**=অহম্-কৃ+ঘঞ্, ৫মী একবচন। **ন**=নঞর্থক অব্যয়। **শ্রোষ্যসি**=শ্রু+লৃট্ স্যসি। **বিনঙ্ক্ষ্যসি**=বি-নশ্+লৃট্ স্যসি॥৫৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততো যদ্ভবিষ্যতি, তচ্ছৃণু মচ্চিত্তঃ ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকদুঃখানি তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেৎ যদি পুনস্ত্বমহংকারাৎজ্জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ মদুক্তমেবং ন শ্রোস্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থভ্রষ্টো ভবিষ্যসি॥৫৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি সর্বাণি দুস্তরাণি সংসারহেতুজাতানি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ক্রমিষ্যসি। অথ চেদ্ যদি ত্বং মদুক্তমহংকারাৎ—পণ্ডিতোঽহমিতি—ন শ্রোষ্যসি ন গ্রহীষ্যসি ততস্ত্বং বিনঙ্ক্ষ্যসি বিনাশং গমিষ্যসি॥৫৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কামক্রোধাদি ও বিষয়ব্যাপারাদি দ্বারা সংসার নানা দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যিনি নিজ পৌরুষ দেখাইতে গিয়া বলপূর্বক রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি দমন করিতে যান, তিনি প্রায়ই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন না; কিন্তু যিনি কোনো প্রযত্ন না করিয়াও কেবল ভগবানের শরণাগত হন, প্রবল বায়ুবেগে মেঘমালা যেমন খণ্ডবিখণ্ড হইয়া উড়িয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার কামক্রোধাদি দুঃখরাশিও ভগবৎকৃপালেশমাত্রেই আপনা-আপনিই বিদূরিত হইয়া যায়। আর হে অর্জুন! যদি তুমি নিজে পাণ্ডিত্যাভিমানের বশীভূত হইয়া আমার বাক্য (ভগবদ্বাণী) অবহেলা কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবে॥৫৮॥

মন্তব্য ঃ জগৎ-কারণের চিন্তায় মন যত নিবিষ্ট হইবে, মন প্রত্যাহৃত হওয়ার ফলে সাধক ততই বাহ্যবস্তুর আকর্ষণ কম অনুভব করিবেন। এইরূপে অগ্রসর হইলে জীবনের সুখ-দুঃখ, সফলতা-বিফলতার বেদনা কমিতেছে বলিয়া তিনি বোধ করিবেন। শীতার্ত ব্যক্তি যত অগ্নির সমীপবর্তী হয়, ততই তাহার শীতের কষ্ট যেমন কমিতে থাকে; ঠিক তেমনই অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট মনই ভগবানের আনন্দের আভাস পাইয়া বাহ্য সুখ-দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতিলাভ করে।

কিন্তু যতই ধর্মকর্ম, যাগযজ্ঞ করা হউক না কেন, মনকে এই জগতের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ঈশ্বরচিন্তায় রত না রাখিতে পারিলে শান্তিলাভের আর কোনো উপায়ই নাই॥৫৮॥

যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥৫৯॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥৬০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহংকারম্ (অহঙ্কারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (এইরূপ) যৎ মন্যসে (যে মনে করিতেছ) তে (তোমার) এষঃ (এই) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়) মিথ্যা (মিথ্যাই) [কেননা] প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) ত্বাং (তোমাকে) [যুদ্ধে] নিযোক্ষ্যতি (প্রবর্তিত করিবে) [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ কর্তুং (যে যুদ্ধ করিতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্বেন (স্বীয়) কর্মণা (কর্ম দ্বারা) নিবদ্ধঃ (বশীভূত হইয়া) অবশঃ (অস্বাধীনভাবে) তৎ অপি (তাহাও) করিষ্যসি (করিবে)॥৫৯-৬০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যদি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া "আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না"—এইরূপ

নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহাও নিষ্ফল হইবে। কেননা, প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে অবশ্য প্রবর্তিত করিবেই করিবে। হে অর্জুন! মোহপ্রযুক্ত তুমি যে-যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ না, পরিণামে স্বভাবজাত ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তাহা তোমাকে করিতেই হইবে॥৫৯-৬০॥

ব্যাকরণ ঃ **অহংকারম্**=অহম্-কৃ+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **আশ্রিত্য**=আ-শ্রি+ল্যপ্। **ন**=নঞর্থক অব্যয়। **যোৎস্যে**=যুধ্+লৃট্ স্যসে। **ইতি**=ইন্+ক্তি, অব্যয়। **মন্যসে**=মন্+লট্ সে। **তে**=যুস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন (তব, তে)। **মিথ্যা**=মিথ্+ক্যপ্ (কর্মবাচ্যে)+টাপ্। **এষঃ**=এতদ্, (পুং) ১মা একবচন। **প্রকৃতিঃ**=প্র-কৃ+ক্তিন্ ১মা একবচন। **ত্বাম্**=যুস্মদ্, ২য়া একবচন। **নিযোক্ষ্যতি**=নি-যুজ্+লৃট্ স্যতি। **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **মোহাৎ**=মুহ্+ঘঞ্, ৫মী একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ইচ্ছসি**=ইষ্+লট্ সি। **স্বভাবজেন**=স্বস্য ভাবঃ=স্বভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; স্বভাব-জন্+ড= স্বভাবজ, ৩য়া একবচন। **স্বেন**="স্ব" ৩য়া একবচন, "কর্ম" শব্দের বিশেষণ। **কর্মণা**=কর্মন্, ৩য়া একবচন। **নিবদ্ধঃ**=নি-বন্ধ্+ক্ত, ১মা একবচন। **অবশঃ**=বশ্+অপ্ (ভাবে)=বশঃ, ন বশঃ=অবশঃ— নঞ্ তৎপুরুষ। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অপি**=অব্যয়। **করিষ্যসি**=কৃ+লৃট্ স্যসি॥৫৯-৬০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কামং বিনঙ্ক্ষ্যামি, ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ— যদহংকারমিতি। মদুক্তমনাদৃত্য কেবলমহংকারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি তন্মন্যসে ত্বমধ্যবস্যসি। এষ তব ব্যবসায়ো মিথ্যৈবাস্বতন্ত্রত্বাত্তব, তদেবাহ প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্তয়িষ্যত্যেব।

কিঞ্চ স্বভাবজেনেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্বকর্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্মণা শৌর্যাদিনা পূর্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্তুং নেচ্ছসি অবশঃ সংস্তৎ কর্ম করিষ্যস্যেব॥৫৯-৬০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইদং চ ত্বয়া ন মন্তব্যং—স্বতন্ত্রোঽহং কিমর্থং পরোক্তং করিষ্যামীতি— যদিতি। যচ্চৈতত্ত্বমহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি ন যুদ্ধং করিষ্যামীতি মন্যসে চিন্তয়সি নিশ্চয়ং করোষি। মিথ্যৈষ ব্যবসায়ো নিশ্চয়স্তে তব। যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষাত্রস্বভাবস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।

যস্মাচ্চ—স্বভাবজেনেতি। স্বভাবজেন শৌর্যাদিনা যথোক্তেন কৌন্তেয় নিবদ্ধো নিশ্চয়েন বদ্ধঃ স্বেনাত্মীয়েন কর্মণা কর্তুং নেচ্ছসি যৎ কর্ম মোহাদিবিবেকতঃ। করিষ্যস্যবশোঽপি পরবশ এব তৎ কর্ম॥৫৯-৬০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "আমি ধর্মাত্মা, যুদ্ধরূপ ক্রূর কর্ম করিব না" বৃথাভিমানবশতঃ যদি তুমি এইরূপ স্থির করিয়া থাক, তবে তাহা ব্যর্থ হইবে; কেননা, যে রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি, সেই রাজসী প্রকৃতি নিশ্চয়ই তোমাকে যুদ্ধার্থ নিযুক্ত করিবে। তোমার অভিমান বা অহঙ্কার সেই প্রকৃতির গতি কিছুতেই রোধ করিতে পারিবে না।

অর্জুন আপনাকে যে সুশিক্ষিত, ধর্মজ্ঞ ও কর্তব্যপরায়ণ বোধ করিতেছেন, তাহা মোহপ্রভাববশতঃ। যেমন রঙের উপর রসায়ন করিলে তাহা রৌপ্যবৎ বোধ হয়, কিন্তু ধাতুগত

তাহা যে রং সেই রং-ই থাকিয়া যায় এবং অগ্নিপরীক্ষা কালে রঙেরই পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ অর্জুনের ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিতে শিক্ষাভিমানরূপ রসায়নস্পর্শে ব্রাহ্মণোচিত ভাব প্রকাশিত হইতেছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধরূপ পরীক্ষাস্থলে অর্জুনের প্রকৃতিগত শৌর্য বীর্য আপনা-আপনি প্রকাশিত হইয়া আসিবে। কেননা, প্রাকৃতিকী শক্তির মর্যাদা কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। "স্বভাব" শব্দে ভগবান ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি ও ঈশ্বরের ইচ্ছা উভয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্জুনের মনের ভাব যাহাই হউক না কেন, তিনি ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির ও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কার্য করিতে কখনোই সমর্থ হইবেন না॥৫৯-৬০॥

মন্তব্য ঃ মানুষের দেহ-মনে অতীত অসংখ্য জন্মের কর্মসংস্কার সঞ্চিত আছে। শাস্ত্রোক্ত ("যোগঃ কর্মসু কৌশলম্") কৌশলে পূর্বসংস্কার ধ্বংস না করিয়া পছন্দমতো একটা কিছু করা এবং কোনো একটা না করা নিতান্তই ব্যর্থ চেষ্টা।

পূর্ব কর্মসংস্কারকে চাপিয়া রাখিলে তাহা কোনো সুযোগ পাইলেই এমন প্রবল বেগে মনে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সাধক নিজ অজ্ঞাতসারে বিপরীত পথে গিয়া বিষম বিপন্ন হইয়া থাকেন। সেই জন্য গীতায় বারবার বলা হইয়াছে, কর্ম বন্ধ না করিয়া কর্ম ভগবানের জন্য করিতেছি—এইভাবে জীবনযাপন করিলে কর্মের শক্তি যত দুর্বল হইতে থাকে, ঈশ্বরচিন্তা ততই প্রবল হয়। ক্রমে মন এত ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায় যে, নারিকেলের বালদোর মতো কর্মসংস্কার খসিয়া পড়ে। ব্রহ্মবিজ্ঞানের এই প্রণালী অবলম্বন না করিয়া অহঙ্কারবশে ইচ্ছামতো কোনো সাধনপথ অবলম্বন করিলে অধঃপাত সুনিশ্চিত॥৫৯-৬০॥

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥৬১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) মায়য়া (মায়া দ্বারা) সর্বভূতানি (প্রাণিসমূহকে) যন্ত্রারূঢ়ানি (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার [ন্যায়]) ভ্রাময়ন্ (ভ্রমণ করাইয়া) সর্বভূতানাং (সর্ব জীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠান করিতেছেন)॥৬১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান প্রাণিসমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন॥৬১॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **ঈশ্বরঃ**=ঈশ্+বরচ্। **মায়য়া**=মা+য+টাপ্, ৩য়া একবচন। **সর্বভূতানি**=সর্ব+অচ্=সর্ব, ভূত=ভূ+ক্ত, সর্বাণি ভূতানি—কর্মধারয়। **যন্ত্রারূঢ়ানি**=যন্ত্র+অল্=যন্ত্র, আ-রুহ্+ক্ত=আরূঢ়, যন্ত্রম্ আরূঢ়ানি=যন্ত্রারূঢ়ানি—২য়া তৎপুরুষ। **ভ্রাময়ন্**=ভ্রম্+ণিচ্+শতৃ, ১মা একবচন; ঈশ্বর শব্দের বিশেষণ। **সর্বভূতানাম্**=সর্বাণি ভূতানি=সর্বভূতানি, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **হৃদ্দেশে**=হৃৎ (হৃদয়ম্) এব দেশঃ (স্থানম্)=হৃদ্দেশঃ—রূপক কর্মধারয়, ৭মী একবচন। **তিষ্ঠতি**=স্থা+লট্ তি॥৬১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেব শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাব-পারতন্ত্র্যং চোক্তম্; ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্বভূতানাং হৃন্মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্যামী তিষ্ঠতি, কিং কুর্বন্? সর্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তত্তৎকর্মসু প্রবর্তয়ন্ যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি, তদ্বদিত্যর্থঃ; যদ্বা, যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্নিত্যর্থঃ; তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/১১)। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণশ্চ "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি, যম্ আত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্, এষ তে আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি (বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ ৩/৭)॥৬১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাৎ—ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বর ঈশনশীলো নারায়ণঃ সর্বভূতানাং সর্বপ্রাণিনাং হৃদ্দেশে হৃদয়দেশেঽর্জুন শুক্লান্তরাত্মস্বভাব বিশুদ্ধান্তঃকরণ—অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জুনং চেতি দর্শনাৎ—তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। স কথং তিষ্ঠতীতি? আহ—ভ্রাময়ন্ ভ্রমণং কারয়ন্। সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি যন্ত্রাণ্যারূঢ়ান্যধিষ্ঠিতানীবেতীবশব্দোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। যথা দারুকৃতপুরুষাদীনি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ছদ্মনা ভ্রাময়ংস্তিষ্ঠতীতি সম্বন্ধঃ॥৬১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মায়ারচিত মনুষ্য মায়াপ্রভাবে আপনাকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করে এবং ইহাও মনে করে যে, তাহার বুঝি স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিবার স্বতন্ত্র শক্তি আছে। মায়াপ্রভাবে মনুষ্য এই ভ্রমে অন্ধীভূত। বস্তুতঃ, ভগবানই জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ, তিনিই জগতের নায়ক। তাঁহারই মায়ায় তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে জগৎ চালিত হইতেছে। নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়া গেলে বা বায়ুর বেগে মেঘ উড়িয়া গেলে লোকে বলে নৌকা চলিতেছে, মেঘ চলিতেছে, ইত্যাদি। সেইরূপ ভগবানের অলক্ষিত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবোধ মনুষ্যগণ মনে করিয়া থাকে, আমরা স্বাধীনভাবে কার্য করিতেছি। তুমি আপনাকে যতই স্বাধীন মনে কর না কেন, ঐশীশক্তির অধীন হইয়া তোমাকে চিরদিনই থাকিতে হইবে। যাঁহার ইচ্ছা ঐশীশক্তিপ্রবাহের অনুকূল, তিনিই ধন্য ও তিনিই সাধু। যেমন সূত্রধার—কাষ্ঠনির্মিত অশ্ব, হস্তী ও ব্যাঘ্রাদিকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া ঘুরাইয়া দিলে তাহারা ঘুরিতে থাকে এবং সূত্র সংযত করিলে তাহাদের গতি রুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভগবানের মায়াসূত্রের প্রভাবে জীবসমূহ নানা ভাবে নানা দিকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশীভূত হইয়া ভবলীলা ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। অতএব, হে অর্জুন! তুমি বিশুদ্ধচিত্তে এই গুহ্য রহস্য বিদিত হইয়া নিজোচিত কার্যে অগ্রসর হও॥৬১॥

মন্তব্য ঃ যখন জীবাত্মার বোধশক্তি হইতে অজ্ঞান আবরণ দূর হইয়া যায় তখন সে দেখিতে পায়, সর্বজীবের অন্তরতম প্রদেশে ব্রহ্ম নিজে সাক্ষিরূপে যেন জীবের জীবনলীলা দেখিতেছেন—যেন এই জীবনলীলা দেখিবার জন্যই এই জীবরূপ বস্তুটি সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদ্যুদ্বর্তিকার প্রত্যেকটিতেই একই বিদ্যুৎ থাকে, তথাপি বাল্বের বৈষম্যে প্রত্যেক বাতিকে স্বতন্ত্র বোধ হয়। অবিকল সেইরূপ প্রত্যেক জীবের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের বৈষম্যে প্রত্যেক জীবকে

আলাদা আলাদা বলিয়া মনে হয়। আবার আনন্দময় কোষের দিকে লক্ষ্য করিলে সকল জীবকেই ঈশ্বরের অংশ বলিয়া জানা যায়। আর ঐ কারণ-শরীরের পিছনে রহিয়াছেন পূর্ণব্রহ্ম। তাই এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর জীবের হৃদয়ে অর্থাৎ, অন্তরতমপ্রদেশে রহিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই জীবের জীবন চলিতেছে।

নিজে "এইসা করেঙ্গা, তেইসা করেঙ্গা" না করিয়া ভগবানের চিন্তায় মন দিয়া ব্যষ্টিকে সমষ্টির চিন্তায় সমর্পণ করিতে বলিয়াছেন॥৬১॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং গচ্ছ (শরণাগত হও)। তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার কৃপায়) পরাং শান্তিং (পরম শান্তি) শাশ্বতং স্থানং ([ও] নিত্য ধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥৬২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! তুমি সর্বতোভাবে সেই ভগবানেরই শরণাগত হও; তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত হইবে॥৬২॥

ব্যাকরণ ঃ **ভারত**=ভরত+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **সর্বভাবেন**=সর্ব+অচ্=সর্বঃ, ভূ+ঘঞ্=ভাবঃ, সর্বঃ ভাবঃ—কর্মধারয়, ৩য়া একবচনে সর্বভাবেন। **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **এব**=অবধারণার্থক অব্যয়। **শরণম্**=শৄ+অনট্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **গচ্ছ**=গম্+লোট্ হি। **তৎপ্রসাদাৎ**=প্র-সদ্+ঘঞ্=প্রসাদঃ, তস্য প্রসাদঃ=তৎপ্রসাদঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৫মী একবচন। **পরাম্**=পর+টাপ্ স্ত্রিয়াম্, ২য়া একবচন। **শান্তিম্**=শম্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **স্থানম্**=স্থা+অনট্। **প্রাপ্স্যসি**=প্র-আপ্+লৃট্ স্যসি। **শাশ্বতম্**=শশ্+বৎ=শশ্বৎ, শশ্বৎ+অণ্=শাশ্বত, ২য়া একবচন॥৬২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তমিতি। যস্মাদেবং সর্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মাদহংকারং পরিত্যজ্য সর্বভাবেন সর্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি॥৬২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তমিতি। তমেবেশ্বরং শরণমাশ্রয়ং সংসারার্তিহরণার্থং গচ্ছাশ্রয়। সর্বভাবেন সর্বাত্মনা হে ভারত! ততস্তৎ প্রসাদাদীশ্বরানুগ্রহাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং শান্তিমুপরতিং স্থানং চ মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমবাপ্স্যসি শাশ্বতং নিত্যম্॥৬২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভাগবতী শক্তি প্রবৃত্তিরূপিণী হইয়া প্রাণিসমূহকে শুভ ও অশুভ কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। যিনি সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণীভূত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; কেননা, তিনি আশ্রিত ব্যক্তিকে কৃপাপূর্বক মায়ামুক্ত করিয়া দেন। ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে কার্যসহিত অবিদ্যা

চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। মনোনিবৃত্তিরূপ পরমা শান্তি ভগবদ্ভক্তের চিরানুগত হইয়া থাকে এবং নিত্যানন্দময় পরমধামে তাঁহার চিরস্থিতি হয়॥৬২॥

মন্তব্য ঃ মানুষের দেহ-মন জড়বস্তু; কাজেই তাহাদিগকে যেদিকে চালিত করা যায়, সেদিকে অবিরাম চলিতে থাকে। জন্মান্তরের সংস্কারবশে জীবনের সকল কাজে দুঃখ মিশ্রিত থাকিলেও তাহা ছাড়িবার ইচ্ছা করিতে জীব সাহস হারাইয়া ফেলে। সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও মনে যদি স্থায়ী শান্তিলাভ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাকে কী করিতে হইবে—ভগবান এই শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। তখন সাধককে বাহ্যবিষয় হইতে মন গুটাইয়া আনিয়া অন্তরতম ভগবানের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। সমস্ত মোক্ষশাস্ত্রের সর্বপ্রকার অধ্যাত্মসাধনার ইহাই মূল সূত্র॥৬২॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥৬৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইতি (এই) গুহ্যাৎ (গুহ্য হইতে) গুহ্যতরং (অতি গুহ্য) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) তে (তোমার নিকট) ময়া (মৎকর্তৃক) আখ্যাতম্ (ব্যাখ্যাত হইল); অশেষেণ (নিঃশেষরূপে) এতৎ (ইহা) বিমৃশ্য (বিচার করিয়া) যথা (যেরূপ) ইচ্ছসি (ইচ্ছা হয়) তথা (সেইরূপ) কুরু (করো)॥৬৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! আমি তোমার নিকট গুহ্যাতিগুহ্য আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা করিলাম। আমার কথিত এই গীতার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত বিচার করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করো॥৬৩॥

ব্যাকরণ ঃ **ইতি**=ইণ্+ক্তিচ্। **গুহ্যাৎ**=গুহ্+ক্যপ্=গুহ্য, ৫মী একবচন। **গুহ্যতরম্**=গুহ্য+তরপ্, ১মা একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্, ১মা একবচন, উক্তে কর্মে ১মা। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচনে "কথনার্থ প্রেরণার্থকশ্চ"। **ময়া**=অস্মদ্, অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। **আখ্যাতম্**=আ-খ্যা+ক্তি (ক্লীব), ১মা একবচন। **অশেষেণ**=নঞ্-শিষ্+ঘঞ্=অশেষঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন। **এতৎ**=এতদ্, ২য়া (ক্লীব), একবচন। **বিমৃশ্য**=বি-মৃশ্+ল্যপ্। **যথা**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **ইচ্ছসি**=ইষ্+লট্ সি। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **কুরু**=কৃ+লোট্ হি॥৬৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সর্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ—ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টং কথং ভূতম্? গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম্ এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি, তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্তিষ্যত ইতি ভাবঃ॥৬৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইতীতি। ইত্যেতত্তে তুভ্যং জ্ঞানমাখ্যাতং কথিতং—গুহ্যাৎ গোপ্যাদ্‌গুহ্যতরমতিশয়েন গুহ্যং রহস্যমিত্যর্থঃ। ময়া সর্বজ্ঞেনেশ্বরেণ। বিমর্শনমালোচনং কৃত্বা। এতদ্‌যথোক্তং শাস্ত্রমশেষেণ সমস্তং যথোক্তং চার্থজাতম্। যথেচ্ছসি তথা কুরু॥৬৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ও শরণাগত ভক্ত। এই জন্য ভগবান কোনো স্থানে অর্জুন কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া, কোথাও-বা বিনা জিজ্ঞাসায় কৃপাপূর্বক মোক্ষসাধনরূপ অনেক জ্ঞানগর্ভ গুহ্যরহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মজ্ঞান যে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ফলস্বরূপ—ইহা ভগবান বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। মন্ত্র, তন্ত্র, মণি ও রসায়নাদি গুহ্যপদার্থ হইতেও আত্মজ্ঞান অত্যন্ত গুহ্য। কেননা, এতাবতের দ্বারা অনিত্য সাংসারিক সুখমাত্র প্রাপ্তি হয়; কিন্তু আত্মজ্ঞানের দ্বারা জীবের ব্রহ্মানন্দরূপ নিত্যসুখ লাভ হইয়া থাকে। তাই ভগবান বলিতেছেন—এই গীতাশাস্ত্রের প্রারম্ভ হইতে পর্যবসান পর্যন্ত তুমি ভাল করিয়া বিচার করো। মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকিলে পাপকর্মাদি নাশের নিমিত্ত স্বর্গফল কামনাদি পরিত্যাগপূর্বক ভগবদ্দর্পণ-বুদ্ধিতে বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সাধক আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মবেত্তা গুরুর সমীপে বেদান্তবাক্য বিচারার্থ শাস্ত্র-প্রতিপাদিত বিধানানুসারে শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্বক সর্বকর্মসন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সন্ন্যাসী ভগবানের শরণাগত হইয়া বিবিক্তদেশসেবা আদি জ্ঞানসাধন অভ্যাসপূর্বক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন। আর যাঁহারা সর্বকর্ম-সন্ন্যাসের অভিলাষ করেন না, তাঁহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির পরেও শাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালনার্থ ও লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন এবং ভগবানের শরণাগত হইয়া সম্পূর্ণ মুক্তিভাগী হইবেন॥৬৩॥

মন্তব্য ঃ পূর্বোক্ত শ্লোকে যে-জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই সৃষ্টির মূল রহস্য। এই বিষয় বুঝিতে না পারিয়াই আমরা সুখ-দুঃখে জীবনপাত করিতেছি। বৈদিক শাস্ত্রসমূহে এই জ্ঞানের কথা বহুপ্রকারে লিখিত থাকিলেও মানুষ কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারে না; সেই জন্য এই জ্ঞানকে "গুহ্য হইতেও গুহ্যতর" বলা হইয়াছে।

ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন, এই বিষয়টি তুমি আগাগোড়া ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করো। তাহার পরেও যদি যুদ্ধ করা না করা সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার মনে যাহা হয় তাহাই করিবে। অর্জুনের মতো লোক সৃষ্টিরহস্যের বিচার করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এই জগৎ চলিতেছে। সুতরাং "আমি এরূপ করিব, ঐরূপ করিব না"—এইরূপ চিন্তা অর্জুনের মনে আর উঠিবে না॥৬৩॥

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি[১] ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥৬৪॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥৬৫॥

---
১ দৃঢ়মতি ইতি পাঠান্তরঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥৬৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বগুহ্যতমং (সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম) মে (আমার) পরমং বচঃ (শ্রেষ্ঠ বাক্য) ভূয়ঃ (পুনর্বার) শৃণু (শ্রবণ করো) [তুমি] মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অত্যন্ত) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (হও) ইতি ততঃ (সেই হেতু) তে (তোমাকে) হিতং (কল্যাণকর বাক্য) বক্ষ্যামি (বলিব) [ত্বং (তুমি)] মন্মনাঃ (মদ্‌গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্‌যাজী (আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানশীল) ভব (হও) মাং (আত্মস্বরূপ আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার করো) [তাহা হইলে] মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) তে (তোমার নিকট) সত্যং প্রতিজানে (সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি) [কেননা, তুমি] মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অসি (হও) সর্বধর্মান্ (সকল প্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগপূর্বক) একং (কেবলমাত্র) মাং (সর্বাত্মরূপ আমাকে) শরণং (আশ্রয়) ব্রজ (প্রাপ্ত হও) অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্বপাপেভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (বিমুক্ত করিব) মা শুচঃ (শোক করিও না)॥৬৪-৬৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, এই জন্য তোমার হিতার্থ আমি পুনর্বার সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ করো। হে অর্জুন! তুমি মদ্‌গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করো ও আমাকে নমস্কার করো। তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কেননা, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তুমি সমুদয় ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না॥৬৪-৬৬॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্বগুহ্যতমম্**=গুহ্+ক্যপ্=গুহ্যম্, সর্বাণি গুহ্যানি, সর্বগুহ্যানি—কর্মধারয়; তেষু অতিশয়েন গুহ্যম্ ইতি, সর্বগুহ্য+তমপ্=সর্বগুহ্যতম (ক্লীব), ২য়া একবচন, “বচঃ” শব্দের বিশেষণ। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **পরমম্**=পর-মা+ক (কর্তৃবাচ্যে)=পরম (ক্লীব), ২য়া একবচন, “বচঃ” শব্দের বিশেষণ। **বচঃ**=বচ্+অসুন্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্=পুনঃ অর্থে। **শৃণু**=শ্রু+লোট্ হি। **মে**=অস্মদ্ ৬ষ্ঠী, একবচন। **দৃঢ়ম্**=দৃহ্+ক্ত (ক্লীব), ক্রিয়াবিশেষণ, ২য়া একবচন। **ইষ্টঃ**=ইষ্+ক্ত, পুংলিঙ্গে ১মা একবচন। **অসি**=অস্+লট্ সি। **ইতি**=ইণ্+ক্তিচ্। **ততঃ**=তদ্+তস্। **তে**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **হিতম্**=ধা+ক্ত (ক্লীব), ২য়া একবচন। **বক্ষ্যামি**=ব্রূ+লৃট্ স্যামি। **মন্মনাঃ**=অহম্ এব মনঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, মৎ+মনাঃ=মন্মনা (পুং), ১মা একবচন। **মদ্ভক্তঃ**=মম ভক্তঃ=মদ্ভক্তঃ—ষষ্ঠী তৎপুরুষ (পুং), ১মা একবচন। **মদ্‌যাজী**=মদর্থমেব যজতি ইতি, অহম্-যজ্+ণিনি=মদ্‌যাজী। **ভব**=ভূ+লোট্ হি। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **নমস্কুরু**=নমস্+কৃ+লোট্ হি। **মামেবৈষ্যসি**=মাম্+এব+এষ্যসি; এব=অব্যয়; এষ্যসি=ই-লৃট্ স্যসি। **সত্যম্**=অস্+শতৃ=সৎ, সৎ+যৎ=সত্যম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন (ক্রিয়াবিশেষণে)। **প্রতিজানে**=প্রতি-জ্ঞা+লট্ (আত্মনে) এ। **প্রিয়ঃ**=প্রী+ক, পুংলিঙ্গে ১মা একবচন। **অসি**=অস্+লট্ সি। **সর্বধর্মান্**=সর্বে ধর্মাঃ=সর্বধর্মাঃ—কর্মধারয়, ২য়া একবচন। **পরিত্যজ্য**=পরি-ত্যজ্+ল্যপ্। **একম্**=ই+কন্=একঃ, ২য়া একবচন। **শরণম্**=শৄ+অনট্ (ভাববাচ্যে)। **ব্রজ**=ব্রজ্+লোট্ হি। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্, ২য়া একবচন। **মোক্ষয়িষ্যামি**=মুচ্+ণিচ্+লৃট্+স্যামি। **মা**=মাঙ্, অব্যয়, (মাঙি লুঙ্)। **শুচঃ**=অশুচঃ, অকার লোপ “ন মাঙ্ যোগে”॥৬৪-৬৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু; পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ—দৃঢ়মত্যন্তমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা, অত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি, যথা—মম ত্বমিষ্টোঽসি ময়া বক্ষ্যমাণং দৃঢ়ং সর্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

তদেবাহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা মচ্চিত্তো ভব, মদ্ভক্তো মদ্ভজনশীলো, মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব, মামেব নমস্কুরু; এবং বর্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি—অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ; ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি, অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি।

ততোঽপি গুহ্যতমমাহ—সর্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব—এবং বর্তমানঃ কর্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, অতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি॥৬৪-৬৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ভূয়োঽপি ময়োচ্যমানং শৃণু—সর্বগুহ্যতমমিতি। সর্বগুহ্যতমং সর্বগুহ্যেভ্যোঽত্যন্তগুহ্যতমং রহস্যম্। উক্তমপ্যসকৃদ্ভূয়ঃ পুনঃ শৃণু। মে মম পরমং প্রকৃষ্টং বচো বাক্যম্। ন ভয়াৎ নাপ্যর্থকারণাদ্বা বক্ষ্যামি। কিং তর্হি? ইষ্টঃ প্রিয়োঽসি মে মম। দৃঢ়মব্যভিচারেণেতি কৃত্বা। ততস্তেন কারণেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। তে তব হিতং পরং জ্ঞানপ্রাপ্তিসাধনম্। তদ্ধি সর্বহিতানাং হিততমম্।

কিং তৎ? আহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব মচ্চিত্তো ভব। মদ্ভক্তো ভব মদ্ভজনো ভব। মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব। মাং নমস্কুরু নমস্কারমপি মমৈব কুরু। তত্রৈবং বর্তমানো বাসুদেব এব সর্বসমর্পিতসাধ্যসাধনপ্রয়োজনো মামেবৈষ্যস্যাগমিষ্যসি। সত্যং তে তব প্রতিজানে। সত্যাং প্রতিজ্ঞাং করোম্যেতস্মিন্ বস্তুনীত্যর্থঃ। যতঃ প্রিয়োঽসি মে। এবং ভগবতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং বুদ্ধ্বা ভগবদ্ভক্তেরবশ্যম্ভাবিমোক্ষফলমবধার্য ভগবচ্ছরণৈকপরায়ণো ভবেদিতি বাক্যার্থঃ।

কর্মযোগনিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বরশরণতামুপসংহৃত্যাথেদানীং কর্মযোগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্‌দর্শনং সর্ববেদান্তবিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ—সর্বধর্মানিতি। সর্বধর্মান্—সর্বে চ তে ধর্মাশ্চ সর্বধর্মাঃ। তান্। ধর্মশব্দেনাত্রাধর্মোঽপি গৃহ্যতে। নৈষ্কর্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ[১] ইতি। ত্যজ ধর্মমধর্মং চ—ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য সংন্যস্য সর্বকর্মাণীত্যেতৎ। মামেকং সর্বাত্মানং সমং সর্বভূতস্থমীশ্বরমচ্যুতং গর্ভজন্মজরা-মরণবিবর্জিতম্। অহমেবেত্যেবমেকং শরণং ব্রজ। ন মত্তোঽন্যদস্তীত্যবধারয়েত্যর্থঃ। অহং ত্বা ত্বামেবং নিশ্চিতবুদ্ধিং সর্বপাপেভ্যঃ সর্বধর্মাধর্ম-বন্ধনরূপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্মভাবপ্রকাশীকরণেন। উক্তং চ—নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতেতি। অত মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ॥৬৪-৬৬॥

---

১ কঠ উপনিষদ্, ১/২/২৪

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ইতঃপূর্বে ভগবান সন্ন্যাস পর্যন্ত নিষ্কাম কর্মযোগের গুহ্যতত্ত্ব বলিয়াছেন; তৎপরে নিষ্কাম কর্মের ফলস্বরূপ গুহ্যতর জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে গুহ্যাতিগুহ্যতম তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। অর্জুন তাঁহার প্রিয় শরণাগত ভক্ত। এই জন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তবৎসল ভগবান আপনিই অর্জুনের হিতার্থ গুহ্যতম পরামর্শ দানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রহ্মপদ লাভের জন্য ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে হয়, ভগবান প্রথমে এই কথা বলিলে পাছে অর্জুন মনে করেন যে, কংস শিশুপালাদি তো দ্বেষপূর্বক ভগবানকে চিন্তা করিয়াছিল, অতএব, আমিও সেইরূপ চিন্তা করি। এই জন্য ভগবান বলিলেন যে, ভক্তিযুক্ত চিত্তে আমার ভজনা করো। এই ভক্তিই-বা কীরূপে হইবে? অর্জুনের এই শঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান বলিলেন, তুমি সর্বদা আমার পূজাপরায়ণ হও। পূজার সামগ্রীর অভাব হইলে যদি পূজা পূর্ণ না হয়, অর্জুনের এই শঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান বলিলেন, তুমি আমাকে নমস্কার অর্থাৎ অতি নম্রতাপূর্বক শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা আমার আরাধনা করো। "মদ্‌যাজী" ও "নমঃ" পদদ্বয়ে ভগবানের অর্চনা ও বন্দনা উপলক্ষিত হইয়াছে। ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্তন, ভগবানের নাম রূপ স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন ও বন্দন এবং দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—ভক্তির এই নয় প্রকার লক্ষণ। এই ভক্তিযোগ সহকারে যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবানের প্রতিজ্ঞানুসারে সেই ভক্ত অবশ্যই ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন। "মন্মনাঃ" এই পদের দ্বারা ভগবান ব্রহ্মে চিত্তবিলয়রূপ গীতার তৃতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞানকাণ্ডীয় জীবব্রহ্মের অভেদ ভাব, "মদ্ভক্ত" এই পদের দ্বারা ভগবান গীতার দ্বিতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভোপযোগী উপাসনা কাণ্ড বা ভক্তিযোগ এবং "মদ্‌যাজী" এই পদের দ্বারা ভগবান নিষ্কাম বর্ণাশ্রমধর্মের আবশ্যকতা অর্থাৎ গীতার প্রথম ষট্‌ক বা কর্মযোগ সংক্ষেপে কীর্তন করিলেন। ধনাদির অভাবে পূজার কোনোপ্রকার অঙ্গহানি হইলেও তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিলে সমস্ত ত্রুটিশূন্য হইয়া যায়। যেমন দর্পণাদি উপাধি নিবৃত্ত হইলে প্রতিবিম্ব বিম্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমার কথিতানুরূপ আরাধনা করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমার অভেদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।

বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম আছে, সকল ধর্মেরই অধিষ্ঠানভূমি একমাত্র ভগবান। তাই ভগবান বলিতেছেন, সকল ধর্মের স্বতন্ত্র সেবা না করিয়া একমাত্র আমাকেই সর্ব ধর্মের স্বরূপ বলিয়া বিদিত হও এবং আমাকেই পরমতত্ত্ব জানিয়া অনাত্মবিষয় চিন্তামাত্রকেই চিত্ত হইতে দূর করিয়া দাও এবং অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তীব্র প্রেমের আবেশে আমাকেই নিরন্তর চিন্তা করো। "সর্বধর্মান্‌" পদে ধর্ম ও অধর্ম অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, সাধারণ ও অসাধারণ (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন আদির) সর্বপ্রকার ধর্মই উপলক্ষিত হইয়াছে। সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ শুনিয়া কেহ সর্বকর্মসন্ন্যাস বলিয়া মনে করিবেন না। কেননা, তাহা হইলে ভগবান শরণগ্রহণরূপ কর্মের ব্যবস্থা করিতেন না। ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়াই সমস্ত শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য এবং সমস্ত সাধনের চরম ফল। বর্ণাশ্রমধর্মকে উপেক্ষা করিয়া অর্জুনের সন্ন্যাসধর্মে যে আস্থা বাড়িয়াছিল,

ভগবান এই শ্লোকে সেই সন্ন্যাসধর্মও পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহার শরণাগতি ভিন্ন কোনো ধর্মকর্মই যে শ্রেষ্ঠ নহে, তাহাই বুঝাইলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত অর্জুন বন্ধুবান্ধব-বধজন্য পাপের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাই ভগবান বলিলেন যে, তুমি তজ্জন্য চিন্তা করিও না, তোমার বিনা প্রায়শ্চিত্তেই আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ধর্মেণ পাপমপনুদতি"[১]—ধর্মের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। ভগবান স্বয়ং সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ, তিনি পাপ বিনষ্ট করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কী? "ঈশ্বরের আমি", "ঈশ্বর আমার" ও "ঈশ্বর আমি"—এই ত্রিবিধ শরণাগতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। প্রথম, যথা—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥" (শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত ষট্‌পদী)

হে অখিলনাথ! যদিও সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই সত্য, তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে, কেহ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না। সেইরূপ হে নাথ! তোমাতে ও আমাতে কোনো ভেদ না থাকিলেও "আমি তোমারই", কিন্তু "তুমি আমার" একথা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় শরণাগতি, যথা—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"[২] (৩য় শতক, শ্লোক ৯৭)

গোপিকাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিলে পর যখন তিনি একদিন হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করেন, সেই সময় গোপিকাগণ ভগবানকে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমাদিগের হাত ছাড়াইয়া বলপূর্বক পলায়ন করিলে, ইহাতে তোমার পৌরুষ কী? আমাদের হৃদয় ছাড়িয়া যদি পলাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি। এখানে ভক্ত "ভগবান আমার" এই ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয় শরণাগতি, যথা—

"সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ, যমগীতা, ৩/৭/৩২)

"স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ এবং আমি বাসুদেবস্বরূপ সেই পরমপুরুষ অদ্বিতীয়", এইরূপ স্থির নিশ্চয় ভাব যাঁহার হৃদয়ে সর্বদা বিদ্যমান, হে দূত! ঈদৃশ ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে তুমি কদাচ গমন করিও না। ঈদৃশ তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিকে তুমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও। (দূতের প্রতি যমের উক্তি)।

ভগবান প্রথমে কর্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা, পরস্পর সাধ্যসাধনভাবে বিস্তারপূর্বক

---

১ মহানারায়ণ উপনিষদ্, ২২/১

২ "হস্তমাক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণেদমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥" (কর্ণামৃত, ৩য় শতক, শ্লোক ৯৭ [এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি])।

বলিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে সেই সকল কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতার উপসংহার করিতেছেন। "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (১৮/৪৬) এই বচনে কর্মনিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন। "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" (১৮/৫৫) এই বচনে কর্মসন্ন্যাসপূর্বক শ্রবণ মননাদি সাধনের পরিপাক সহিত জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন এবং "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮/৬৬) এই বচনে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠার উপসংহার করিলেন॥৬৪-৬৬॥

মন্তব্য ঃ পূর্ব শ্লোকে ভগবান যে-সাধনের কথা বলিয়াছেন, তাহা গুহ্য হইতে গুহ্যতর। এইবার তিনি যে-সাধনের উপদেশ দিবেন, তাহা মুমুক্ষুর সর্বোত্তম গুহ্যতম সাধনা। কারণ, বহু জন্ম সৎকার্য (ধর্ম) ও ঈশ্বরচিন্তা (মোক্ষ) করিতে করিতে বুদ্ধি নির্মল না হইলে ভগবানের চিন্তায় মন সম্পূর্ণ যুক্ত হইতে পারে না। সাধারণ সাধকের জ্ঞানবিচার, যোগাভ্যাস, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি নানা উপায়ে মনকে ঈশ্বরের দিকে টানিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু যাঁহাদের জন্মজন্মান্তর সাধন করিতে করিতে ঈশ্বরের উপর পূর্ণভাবে নির্ভর করিবার ক্ষমতা আসে, তাঁহাদের মনের চিন্তা, প্রাণের ক্রিয়া আপনা হইতেই ঈশ্বরাভিমুখী হয়। এই অবস্থা হইলে মুক্তি হইবেই হইবে। অর্জুনকে সাহস দিবার জন্য ভগবান নিজে শপথ করিয়া এই কথাটি বলিলেন এবং তাঁহার বক্তব্যের চূড়ান্ত কথা এই—ধর্মসাধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া (ভগবানের কোনো সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ ভাবকে) দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিলে সাধক পূর্ণশান্তি লাভ করিবেনই করিবেন।

মুমুক্ষু সাধকের সাধনার পর্যবসান এইভাবেই হইয়া থাকে॥৬৪-৬৬॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥৬৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইদং (ইহা) তে (তোমার) কদাচন (কখনও) অতপস্কায় (তপস্যাবিহীন ব্যক্তির নিকট) ন বাচ্যং (বলা উচিত নয়), ন অভক্তায় (ভক্তিহীনকে নহে) ন চ অশুশ্রূষবে (শ্রবণেচ্ছাবিহীন ব্যক্তিকেও নহে), যঃ (যে) মাম্ (পরমেশ্বররূপ আমাকে) অভ্যসূয়তি (অসূয়া করে) [তাহাকেও] ন চ (নহে)॥৬৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! তোমার হিতার্থ যে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা তপস্যাবিহীন, ভক্তিবর্জিত, শুশ্রূষারহিত এবং আমার প্রতি অসূয়াকারী ব্যক্তিকে কদাচ উপদেশ করিতে নাই॥৬৭॥

ব্যাকরণ ঃ **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), উক্তে কর্মণি ১মা একবচন, ইদম্=গীতাশাস্ত্রম্। **অতপস্কায়**= তপঃ অস্য অস্তি ইতি, তপস্+কন্ (পুং), তপস্কঃ, ৪র্থী একবচনে তপস্কায়; ন তপস্কায়=অতপস্কায়— নঞ্ তৎপুরুষ, "কথনার্থ" ধাতুর যোগে ৪র্থী। তে=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন; কৃত্যানাং কর্তরি বা কৃত্য

প্রত্যয়ান্ত পদ "বাচ্যম্" এর জন্য কর্তায় ৬ষ্ঠী অথবা ৩য়া হইতে পারে, অনুক্ত কর্তায় (কর্মবাচ্যের কর্তায়) ৩য়া স্থলে ৬ষ্ঠী। ন=অব্যয়। **বাচ্যম্**=বচ্+ণ্যৎ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অভক্তায়**=ভজ্+ক্ত, ন ভক্তঃ=অভক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ৪র্থী একবচন, (কথনার্থ ধাতুর যোগে)। **অশুশ্রূষবে**=শ্রূ+সন্+উ= শুশ্রূষু, ন শুশ্রূষুঃ=অশুশ্রূষুঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ৪র্থী একবচনে—অশুশ্রূষবে। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন, ৪র্থী স্থানে ২য়া—ক্রুধদ্রুহোরূপসৃষ্টয়োঃ সম্প্রদানম্। "অভি" উপসর্গযোগে সম্প্রদান কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। অভ্যসূয়তি ক্রিয়া। **অভ্যসূয়তি**=অভি-অসূয়্+লট্ তি॥৬৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়া অতপস্কায় ধর্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যং ন চাভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যং ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্যামকুর্বতে বাচ্যং, মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি, তস্মৈ চ ন বাচ্যম্॥৬৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অস্মিন্ হি গীতাশাস্ত্রে পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নিশ্চিতং কিং জ্ঞানম্? কিং কর্ম বা? আহোস্বিদুভয়মিতি? কুতঃ সংশয়ঃ? যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে—ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিত্যাদীনি বাক্যানি কেবলাজ্জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিং দর্শয়ন্তি। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে—কুরু কর্মৈবেত্যেবমাদীনি কর্মণামবশ্যকর্তব্যতাং দর্শয়ন্তি। এবং জ্ঞানকর্মণোঃ কর্তব্যতোপদেশাৎ সমুচ্চিতয়োরপি নিঃশ্রেয়সহেতুত্বং স্যাৎ—ইতি ভবেৎ সংশয়ঃ।

কিং পুনরত্র মীমাংসাফলম্?

নন্বেতদেব—এষামন্যতমস্য পরমনিঃশ্রেয়সসাধনত্বাবধারণম্। অতো বিস্তীর্ণতরং মীমাংস্যমেতৎ।

আত্মজ্ঞানস্য তু কেবলস্য নিঃশ্রেয়সহেতুত্বম্। ভেদপ্রত্যয়নিবর্তকত্বেন কৈবল্যফলাবসানত্বাৎ। ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিরবিদ্যয়াত্মনি নিত্যপ্রবৃত্তা—মম কর্মাহং কর্তাঽমুষ্মৈ ফলায়েদং কর্ম করিষ্যামীতীয়মবিদ্যাঽনাদিকালপ্রবৃত্তা। অস্যা অবিদ্যায়া নিবর্তকম্—অয়মহমস্মি[১] কেবলোঽকর্তাঽক্রিয়োঽফলো ন মত্তোঽন্যোঽস্তি কশ্চিদিত্যেবংরূপমাত্মবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যমানম্। কর্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতায়া ভেদবুদ্ধের্নিবর্তকত্বাৎ। তুশব্দঃ পক্ষদ্বয়ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন কেবলেভ্যঃ কর্মভ্যঃ—ন চ জ্ঞানকর্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিরিতি পক্ষদ্বয়ং নিবর্তয়তি। অকার্যত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়সস্য কর্মসাধনত্বানুপপত্তিঃ। ন হি নিত্যং বস্তু কর্মণা জ্ঞানেন বা ক্রিয়তে।

কেবলজ্ঞানমপ্যনর্থকং তর্হি?

ন। অবিদ্যানিবর্তকত্বে সতি দৃষ্টকৈবল্যফলাবসানত্বাৎ। অবিদ্যাতমোনিবর্তকস্য জ্ঞানস্য দৃষ্টং কৈবল্যফলাবসানত্বম্। রজ্জ্বাদিবিষয়ে সর্পাদ্যজ্ঞানতমোনিবর্তকপ্রদীপপ্রকাশফলবৎ। বিনিবৃত্তসর্পাদি বিকল্পরজ্জুকৈবল্যাবসানং হি প্রকাশফলম্। তথা জ্ঞানম্। দৃষ্টার্থানং চ ছিদিক্রিয়াঽগ্নিমন্থনাদীনাং ব্যাপৃতকর্ত্রাদিকারকানাং দ্বৈধীভাবাগ্নিদর্শনাদিফলাদন্যফলে কর্মান্তরে বা ব্যাপারনুপপত্তির্যথা তথা জ্ঞাননিষ্ঠাক্রিয়ায়াং সুদৃষ্টার্থায়াং ব্যাপৃতস্য জ্ঞাত্রাদিকারকস্যাত্মকৈবল্যফলাদন্যফলে কর্মান্তরে বা প্রবৃত্তিরনুপপন্নেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠা কর্মসহিতোপপদ্যতে।

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮/১১/২

ভুজিক্রিয়াঽগ্নিহোত্রাদিক্রিয়াবৎ স্যাদিতি চেৎ?

ন। কৈবল্যফলে জ্ঞানে ক্রিয়াফলার্থিত্বানুপপত্তেঃ। কৈবল্যফলে হি জ্ঞানে প্রাপ্তে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ফলে কূপতড়াগাদিক্রিয়াফলার্থিত্বাভাববৎ ফলান্তরে তৎসাধনভূতায়াং বা ক্রিয়ায়ামর্থিত্বানুপপত্তিঃ। ন হি রাজ্যপ্রাপ্তিফলে কর্মণি ব্যাপৃতস্য ক্ষেত্রমাত্রপ্রাপ্তিফলে ব্যাপারোপপত্তিঃ। তদ্বিষয়ং চার্থিত্বম্। তস্মান্ন কর্মণোঽস্তি নিঃশ্রেয়সসাধনত্বং ন চ জ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চিতয়োঃ। নাপি জ্ঞানস্য কৈবল্যফলস্য কর্মসাহায্যাপেক্ষা। অবিদ্যানিবর্তকত্বেন বিরোধাৎ। ন হি তমস্তমসো নিবর্তকম্। অতঃ কেবলমেব জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধনমিতি।

ন। নিত্যকরণে প্রত্যবায়প্রাপ্তেঃ কৈবল্যস্য চ নিত্যত্বাৎ। যত্তাবৎ কেবলজ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিত্যেতৎ—তদসৎ। যত নিত্যানাং কর্মাণাং শ্রুত্যুক্তানামকরণে প্রত্যবায়ো নরকাদিপ্রাপ্তিলক্ষণঃ স্যাৎ।

নন্বেবং তর্হি কর্মভ্যো মোক্ষো নাস্তি—ইত্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব। নৈষ দোষঃ। নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। নিত্যানাং কর্মণামনুষ্ঠানাৎ প্রত্যবায়স্যাপ্রাপ্তিঃ। প্রতিষিদ্ধস্য চাকরণাদনিষ্টশরীরানুপপত্তিঃ। ক্যাম্যানাং চ বর্জনাদিষ্টশরীরানুপপত্তিঃ। বর্তমানশরীরারম্ভকস্য চ কর্মণঃ ফলোপভোগক্ষয়ে পতিতেঽস্মিঞ্ছরীরে দেহান্তরোৎপত্তৌ চ কারণাভাবাদাত্মনো রাগাদীনাং চাকরণাৎ স্বরূপাবস্থানমেব কৈবল্যম্—ইত্যযত্নসিদ্ধং কৈবল্যমিতি।

অতিক্রান্তানেকজন্মান্তরকৃতস্য স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তিফলস্যানারব্ধকার্যস্যোপভোগানুপপত্তেঃ ক্ষয়াভাব ইতি চেৎ?

ন। নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখোপভোগস্য তৎফলোপভোগত্বোপপত্তেঃ। প্রায়শ্চিত্তবদ্বা পূর্বোপাত্ত-দুরিতক্ষয়ার্থত্বান্নিত্যকর্মণাম্। আরব্ধানাং চ কর্মণামুপভোগেনৈব ক্ষীণত্বাদপূর্বাণাং চ কর্মণামনারম্ভেঽযত্নসিদ্ধং কৈবল্যমিতি।

ন। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়[১] ইতি বিদ্যায়া অন্যঃ পন্থা মোক্ষায় ন বিদ্যত ইতি শ্রুতেশ্চর্মবৎ[২] আকাশবেষ্টনাসম্ভববদবিদুষো মোক্ষাসম্ভবশ্রুতেঃ—জ্ঞানাৎ কৈবল্যমাপ্নোতি ইতি চ পুরাণস্মৃতেরনারব্ধফলানাং পুণ্যানাং কর্মণাং ক্ষয়ানুপপত্তেশ্চ। যথা পূর্বোপাত্তানাং দুরিতানামনারব্ধফলানাং সম্ভবস্তথা পুণ্যানামপ্যনারব্ধফলানাং স্যাৎ সম্ভবঃ। তেষাং চ দেহান্তরমকৃত্বা ক্ষয়ানুপপত্তৌ মোক্ষানুপপত্তিঃ। ধর্মাধর্মহেতূনাং চ রাগদ্বেষমোহানামন্যত্রাত্ম-জ্ঞানাদুচ্ছেদানুপপত্তের্ধর্মাধর্মোচ্ছেদানুপপত্তিঃ। নিত্যানাং চ কর্মণাং পুণ্যলোকফলশ্রুতের্বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্মনিষ্ঠাঃ—ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ কর্মক্ষয়ানুপপত্তিঃ।

যে ত্বাহুঃ—নিত্যানি কর্মাণি দুঃখরূপত্বাৎ পূর্বকৃতদুরিতকর্মাণাং ফলমেব। ন তু তেষাং স্বরূপব্যতিরেকেণান্যৎ ফলমস্তি। অশ্রুতত্বাৎ। জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানাদিতি।

ন। অপ্রবৃত্তানাং কর্মাণাং ফলদানাসম্ভবাৎ। দুঃখফলবিশেষানুপপত্তিশ্চ স্যাৎ। যদুক্তং—

১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩/৮, ৬/১৫
২ তদেব, ৬/২০

পূর্বজন্মকৃতদুরিতানাং কর্মণাং ফলং নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভুজ্যত ইতি—তদসৎ। ন হি মরণকালে ফলদানায়ানঙ্কুরীভূতস্য কর্মণঃ ফলমন্যকর্মারব্ধে জন্মন্যুপভুজ্যত ইত্যুপপত্তিঃ। অন্যথা স্বর্গফলোপভোগায়াগ্নিহোত্রাদিকর্মারব্ধে জন্মনি নরকফলোপভোগানুপপত্তির্ন স্যাৎ। তস্য দুরিতদুঃখবিশেষফলত্বানুপপত্তেশ্চ। অনেকেষু হি দুরিতেষুসম্ভবৎসু ভিন্নদুঃখসাধনফলেষু নিত্য-কর্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রফলেষু কল্প্যমানেষু দ্বন্দ্বরোগাদিবাধানিমিত্তং ন হি দুঃখং শক্যতে কল্পয়িতুম্। নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্বোপাত্তদুরিতফলং ন শিরসা পাষাণবহনাদিদুঃখমিতি। অপ্রকৃতং চেদমুচ্যতে—নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং পূর্বকৃতদুরিতকর্মফলমিতি।

কথম্?

অপ্রসূতফলস্য হি পূর্বকৃতদুরিতস্য ক্ষয়ো নোপপদ্যত ইতি প্রকৃতম্। তত্রাপ্রসূতফলস্য কর্মণঃ ফলং নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাহ ভবান্। ন প্রসূতফলস্যেতি। অত সর্বমেব পূর্বকৃতং দুরিতং প্রসূতফলমেবেতি মন্যতে ভবান্—ততো নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব ফলমিতি বিশেষণমযুক্তম্। নিত্যকর্মবিধ্যানর্থক্যপ্রসঙ্গশ্চ। উপভোগেনৈব প্রসূতফলস্য দুরিতকর্মণঃ ক্ষয়োপপত্তেঃ। কিঞ্চ শ্রুতস্য নিত্যস্য দুঃখং চেৎ ফলং নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসাদেব তদ্দৃশ্যতে। ব্যায়ামাদিবৎ। তদন্যস্যেতি কল্পনানুপপত্তিঃ। জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানান্নিত্যানাং কর্মণাং প্রায়শ্চিত্তবৎ পূর্বকৃতদুরিতফলত্বানুপপত্তিঃ। যস্মিন্ পাপকর্মনিমিত্তে যদ্বিহিতং প্রায়শ্চিত্তং ন তু তস্য পাপস্য তৎ ফলম্। অথ তস্যৈব পাপস্য নিমিত্তস্য প্রায়শ্চিত্তদুঃখং ফলং জীবনাদিনিমিত্তমপি নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং জীবনাদিনিমিত্তস্যৈব তৎ ফলং প্রসজ্যেত। নিত্যপ্রায়শ্চিত্তয়োর্নৈমিত্তিক-ত্বাবিশেষাৎ।

কিঞ্চান্যৎ—নিত্যস্য কাম্যস্য চাগ্নিহোত্রাদেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখস্য তুল্যত্বান্নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্বকৃতদুরিতস্য ফলম্। ন তু কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমিতি বিশেষো নাস্তীতি তদপি পূর্বকৃতদুরিতফলং প্রসজ্যেত। তথা চ সতি নিত্যানাং ফলাশ্রবণাত্তদ্বিধানান্যথাঽনুপপত্তেশ্চ নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং পূর্বকৃতদুরিতফলমিত্যর্থাপত্তিকল্পনা চানুপপন্না। এবং বিধানান্যথাঽনুপপত্তেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখব্যতিরিক্ত-ফলত্বানুমানাচ্চ নিত্যানাম্। বিরোধাচ্চ। বিরুদ্ধং চেদমুচ্যতে—নিত্যকর্মণ্যনুষ্ঠীয়মানেঽস্য কর্মণঃ ফলং ভুজ্যত ইত্যভ্যুপগম্যমানে স এবোপভোগো নিত্যস্য কর্মণঃ ফলমিতি নিত্যস্য কর্মণঃ ফলাভাব ইতি বিরুদ্ধমুচ্যতে। কিঞ্চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদাবনুষ্ঠীয়মানে নিত্যমপ্যগ্নিহোত্রাদি তন্ত্রেণৈবানুষ্ঠিতং ভবতীতি তদায়াসদুঃখেনৈব কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমুপক্ষীণং স্যাৎ। তত্তন্ত্রত্বাৎ।

অথ কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমন্যদেব স্বর্গাদি তদনুষ্ঠানায়াসদুঃখমপি ভিন্নং প্রসজ্যেত। ন চ তদস্তি। দৃষ্টবিরোধাৎ। ন হি কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখাৎ কেবলনিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভিদ্যতে। কিঞ্চান্যদবিহিতমপ্রতিষিদ্ধং চ কর্ম তৎকালফলম্। ন তু শাস্ত্রচোদিতং প্রতিষিদ্ধং বা তৎকাল-ফলম্। ভবেদ্যদি তদা স্বর্গাদিষ্বপ্যদৃষ্টফলশাসনে চোদ্যমো ন স্যাৎ। অগ্নিহোত্রাদীনামেব কর্মস্বরূপাবিশেষেঽনুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রেণোপক্ষয়ো নিত্যানাম্। কাম্যানং চ স্বর্গাদিমহাফলত্বমঙ্গেতি-কর্তব্যতাদ্যাধিক্যে ত্বসতি ফলকামিত্বমাত্রেণেতি ন শক্যং কল্পয়িতুম্।

তস্মান্ন নিত্যানাং কর্মণামদৃষ্টফলাভাবঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। অতশ্চাবিদ্যাপূর্বকস্য কর্মণো বিদ্যৈব শুভস্যাশুভস্য বা ক্ষয়কারণমশেষতঃ। ন নিত্যকর্মানুষ্ঠানম্। অবিদ্যাকামবীজং হি সর্বমেব কর্ম। তথা চোপপাদিতম্। অবিদ্বদ্বিষয়ং কর্ম বিদ্বদ্বিষয়া চ সর্বকর্মসংন্যাসপূর্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা। উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ—বেদাবিনাশিনং নিত্যং—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেণ যোগিনাম্—অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং—তত্ত্ববিত্তু—গুণা গুণেষু বর্তুন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে—সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ—অর্থাদজ্ঞঃ করোমীতি। আরুরুক্ষোঃ কর্ম কারণম্। আরূঢ়স্য যোগস্থস্য শম এব কারণম্। উদারাস্ত্রয়োঽপ্যজ্ঞাঃ। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্—অজ্ঞাঃ কর্মিণো গতাগতং কামকামা লভন্তে—অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং—নিত্যযুক্তা যথোক্ত-মাত্মানমাকাশকল্পমকল্মষমুপাসতে। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। অর্থান্ন কর্মিণোঽজ্ঞা উপযান্তি। ভগবৎকর্মকারিণো যে যুক্ততমা অপি কর্মিণোঽজ্ঞাস্ত উত্তরোত্তরহীনফলত্যাগাবসান-সাধনাঃ। অনির্দেস্যাক্ষরোপাসকাস্ত্বদ্বেষ্টা সর্বভূতানামিত্যাদ্যাঽধ্যায়পরিসমাপ্ত্যুক্তসাধনাঃ ক্ষেত্রাধ্যায়াদ্য-ধ্যায়ত্রয়োক্তজ্ঞানসাধনাশ্চ। অধিষ্ঠানাদিপঞ্চহেতুকসর্বকর্মসংন্যাসিনামাত্মৈকত্বাকর্তৃত্বজ্ঞানবতাং পরস্যাং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং বর্তমানানাং ভগবত্তত্ত্ববিদামনিষ্টাদিকর্মফলত্রয়ং পরমহংসপরিব্রাজকানামেষ লব্ধ-ভগবৎস্বরূপাত্মৈকত্বশরণানাং ন ভবতি। ভবত্যেবান্যেষামজ্ঞানাং কর্মিণামসংন্যাসিনাম্—ইত্যেষ গীতাশাস্ত্রোক্তস্য কর্তব্যাকর্তব্যার্থস্য বিভাগঃ।

অবিদ্যাপূর্বকত্বং সর্বস্য কর্মণোঽসিদ্ধমিতি চেৎ?

ন। ব্রহ্মহত্যাদিবৎ। যদ্যপি শাস্ত্রাবগতং নিত্যং কর্ম তথাপ্যবিদ্যাবৎ এব ভবতি।

যথা প্রতিষেধশাস্ত্রাবগতমপি ব্রহ্মহত্যাদিলক্ষণং কর্মানর্থকারণমবিদ্যাকামাদিদোষবতো ভবতি—অন্যথা প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ—তথা নিত্যনৈমিত্তিককাম্যান্যপীতি।

দেহব্যতিরিক্তাত্মন্যজ্ঞাতে প্রবৃত্তির্নিত্যাদিকর্মস্বনুপপন্নেতি চেৎ।

ন। চলনাত্মকস্য কর্মণোঽনাত্মকর্তৃকস্যাহং করোমীতি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ।

দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো গৌণঃ। ন মিথ্যেতি চেৎ?

ন। তৎকার্যেষ্বপি গৌণত্বোপপত্তেঃ। আত্মীয়ে দেহাদিসংঘাতেঽপ্রত্যয়ো গৌণঃ। যথাত্মীয়ে পুত্রে—আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি[১] ইতি। লোকে চাপি—মম প্রাণ এবায়ং গৌরিতি। তদ্বৎ। নৈবায়ং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ। মিথ্যাপ্রত্যয়স্তু স্থাণুপুরুষয়োরগৃহ্যমাণবিশেষয়োঃ। ন গৌণপ্রত্যয়স্য মুখ্যকার্যার্থত্বমধি-করণস্তুত্যর্থত্বাল্লুপ্তোপমাশব্দেন। যথা সিংহো দেবদত্তোঽগ্নির্মাণবক ইতি সিংহ ইবাগ্নিরিব ক্রৌর্যপৈঙ্গল্যাদিসামান্যবত্ত্বাদ্দেবদত্তমাণবকাধিকরণকস্তুত্যর্থমেব। ন তু সিংহকার্যমগ্নিকার্যং বা গৌণশব্দপ্রত্যয়নিমিত্তং কিঞ্চিৎ সাধ্যতে। মিথ্যাপ্রত্যয়কার্যং ত্বনর্থমনুভবতি। গৌণপ্রত্যয়বিষয়ং চ জানাতি নৈব সিংহো দেবদত্তঃ স্যাৎ। নায়মগ্নির্মাণবক ইতি। তথা গৌণেন দেহাদিসংঘাতেনাত্মনা কৃতং কর্ম ন মুখ্যেনাহংপ্রত্যয়বিষয়েণাত্মনা স্তুতং স্যাৎ। ন হি গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং কর্ম মুখ্যসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং স্যাৎ। ন চ ক্রৌর্যেণ পৈঙ্গল্যেন বা মুখ্যসিংহাগ্ন্যোঃ কার্যং কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে।

---

১ কৌষীতকি উপনিষদ্, ২/১১

স্তুত্যর্থেনোপক্ষীণত্বাৎ। স্তূয়মানৌ চ জানীতো নাহং সিংহো নাহমগ্নিরিতি। ন সিংহস্য কর্ম মামগ্নেশ্চেতি। তথা ন সংঘাতস্য কর্ম মম মুখ্যস্যাত্মন ইতি প্রত্যয়ো যুক্ততরঃ স্যাৎ। ন পুনরহং কর্তা মম কর্মেতি।

যচ্চাহুঃ—আত্মীয়ৈঃ স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নৈঃ কর্মহেতুভিরাত্মা করোমীতি।

ন। তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়পূর্বকত্বাৎ। মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তেষ্টানিষ্টানুভূতক্রিয়াফলজনিতসংস্কারপূর্বকা হি স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নাদয়ঃ। যথাঽস্মিন্ জন্মনি দেহাদিসংঘাতাভিমানরাগদ্বেষাদিকৃতৌ ধর্মাধর্মৌ তৎফলানুভবশ্চ তথাঽতীতেঽতীততরেঽপি জন্মনীত্যনাদিরবিদ্যাকৃতঃ সংসারোঽতীতোঽনাগ-তশ্চানুমেয়ঃ। ততশ্চ সর্বকর্মসংন্যাসাজ্জ্ঞাননিষ্ঠায়ামাত্যন্তিকঃ সংসারোপরম ইতি সিদ্ধম্।

অবিদ্যাত্মকত্বাচ্চ দেহাভিমানস্য তন্নিবৃত্তৌ দেহানুপপত্তেঃ সংসারানুপপত্তিঃ। দেহাদিসংঘাত আত্মাভিমানোঽবিদ্যাত্মকঃ। ন হি লোকে গবাদিভ্যোঽন্যোঽহং মত্তশ্চান্যে গবাদয়-ইতি জানংস্তেষ্বহমিতিপ্রত্যয়ং মন্যতে কশ্চিৎ। অজানংস্তু স্থাণৌ পুরুষবিজ্ঞানবদবিবেকতো দেহাদিসংঘাতে কুর্যাদহমিতিপ্রত্যয়ং ন বিবিকতো জানন্। যস্ত—আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি[১] ইতি পুত্রেঽহংপ্রত্যয়ঃ স তু জন্যজনকসম্বন্ধনিমিত্তো গৌণঃ। গৌণেন চাত্মনা ভোজনাদিবৎ পরমার্থকার্যং ন শক্যতে কর্তুং গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং মুখ্যসিংহাগ্নিকার্যবৎ।

অদৃষ্টবিষয়চোদনাপ্রামাণ্যাদাত্মকর্তব্যং গৌণৈর্দেহেন্দ্রিয়াত্মভিঃ ক্রিয়ত ইতি চেৎ?

ন। অবিদ্যাকৃতাত্মকত্বাৎ তেষাম্। ন গৌণা আত্মানো দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ।

কথং তর্হি মিথ্যাপ্রত্যয়েনৈবাসঙ্গস্যাত্মনঃ সঙ্গত্যাত্মত্বমাপাদ্যতে? তদ্ভাবে ভাবাৎ। তদ্ভাবে চাভাবাৎ। অবিবেকিনাং হ্যজ্ঞানকালে বালানাং দৃশ্যতে দীর্ঘোঽহং গৌরোঽহমিতি দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ঃ। ন তু বিবেকিনামন্যোঽহং দেহাদিসংঘাতাদিতি জ্ঞানবতাং তৎকালে দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো ভবতি। তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়াভাবেঽভাবাৎ তৎকৃত এব। ন গৌণঃ। পৃথগ্‌গৃহ্যমাণবিশেষসামান্যয়োর্হি সিংহদেবত্তয়োরগ্নিমাণবকয়োর্বা গৌণঃ প্রত্যয়ঃ শব্দপ্রয়োগো বা স্যাৎ। নাগৃহ্যমাণসামান্যবিশেষয়োঃ।

যত্তূক্তং শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি—তন্ন। তৎপ্রামাণ্যস্যাদৃষ্টবিষয়ত্বাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানুপলব্ধে হি বিষয়েঽগ্নিহোত্রাদিসাধ্যসাধনসম্বন্ধে শ্রুতেঃ প্রামাণ্যম্। ন প্রত্যক্ষাদিবিষয়ে অদৃষ্টদর্শনার্থবিষয়ত্বাৎ প্রামাণ্যস্য। তস্মান্ন দৃষ্টমিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তস্যাহংপ্রত্যয়স্য দেহাদিসংঘাতে গৌণত্বং কল্পয়িতুং শক্যম্। ন হি শ্রুতিশতমপি শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেতি ব্রুবৎ প্রামাণ্যমুপৈতি।

যদি ব্রূয়াৎ—শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেতি—তথাঽপ্যর্থান্তরং শ্রুতের্বিবক্ষিতং কল্প্যম্। প্রামাণ্যান্যথানুপপত্তেঃ। ন তু প্রমাণান্তরবিরুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধং বা।

কর্মণো মিথ্যাপ্রত্যয়বৎকর্তৃকত্বাৎ কর্তুরভাবে শ্রুতেরপ্রামাণ্যমিতি চেৎ।

ন। ব্রহ্মবিদ্যায়ামর্থবত্ত্বোপপত্তেঃ।

---

১ কৌষীতকি উপনিষদ্, ২/১১

কর্মবিধিশ্রুতিবদ্ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ?

ন। বাধকপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ। যথা ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুত্যাত্মন্যবগতে দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো বাধ্যতে—তথাত্মাবগতির্ন কদাচিৎ কেনচিৎ কথঞ্চিদপি বাধিতুং শক্যা। ফলাব্যতিরেকাদবগতেঃ। যথাঽগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতি। ন চ কর্মবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যম্। পূর্বপূর্বপ্রবৃত্তিনিরোধেনোত্তরোত্তরা-পূর্বপ্রবৃত্তিজননস্য প্রত্যগাত্মাভিমুখ্যপ্রবৃত্ত্যুৎপাদনার্থত্বাৎ। মিথ্যাত্বেঽপ্যুপায়সোপেয়সত্যতয়া সত্যত্বমেব স্যাৎ। যথাঽর্থবাদানাং বিধিশেষাণাম্। লোকেঽপি বালোন্মত্তাদীনাং পয়আদৌ পায়য়িতব্যে চূড়াবর্ধনাদিবচনম্। প্রকারান্তরস্থানাং চ সাক্ষাদেব প্রামাণ্যসিদ্ধিঃ। প্রাগাত্মজ্ঞানাদ্দেহাভিমাননিমিত্ত-প্রত্যক্ষাদিপ্রামাণ্যবৎ।

যত্তুমন্যসে—স্বয়মব্যাপ্রিয়মাণোঽপ্যাত্মা সন্নিধিমাত্রেণ করোতি তদেব চ মুখ্যং কর্তৃত্বমাত্মনঃ। যথা রাজা যুধ্যমানেষু যুধ্যত ইতি প্রসিদ্ধং স্বয়মযুধ্যমানোঽপি সন্নিধানাদেব। জিতঃ পরাজিতশ্চেতি। তথা সেনাপতির্বাচৈব করোতি। ক্রিয়াফলসম্বন্ধশ্চ রাজ্ঞঃ সেনাপতেশ্চ দৃষ্টঃ। যথা চর্ত্বিক্কর্ম যজমানস্য তথা দেহাদীনাং কর্মাত্মকৃতং স্যাৎ। তৎফলস্যাত্মগামিত্বাৎ। যথা বা ভ্রামকস্য লোহভ্রাময়িতৃত্বাদব্যাপৃতস্যৈব মুখ্যমেব কর্তৃত্বং তথা চাত্মন ইতি।

তদসৎ। অকুর্বতঃ কারকত্বপ্রসঙ্গাৎ।

কারকমনেকপ্রকারমিতি চেৎ?

ন। রাজপ্রভৃতীনাং মুখ্যস্যাপি কর্তৃত্বস্য দর্শনাৎ। রাজা তাবৎ স্বব্যাপারেণাপি যুধ্যতে। যোধানাং যোধয়িতৃত্বেন ধনদানেন চ মুখ্যমেব কর্তৃত্বম্। তথা জয়পরাজয়ফলোপভোগে। তথা যজমানস্যাপি প্রধানত্যাগেন দক্ষিণাদানেন চ মুখ্যমেব কর্তৃত্বম্। তস্মাদব্যাপৃতস্য কর্তৃত্বোপচারো যঃ স গৌণ ইত্যবগম্যতে। যদি মুখ্যং কর্তৃত্বং স্বব্যাপারলক্ষণং নোপলভ্যতে রাজযজমানপ্রভৃতীনাং তদা সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্তৃত্বং মুখ্যং পরিকল্প্যেত। যথা ভ্রামকস্য লোহভ্রামণেন। ন তথা রাজযজমানাদীনাং স্বব্যাপারো নোপলভ্যতে। তস্মাৎ সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্তৃত্বং গৌণমেব। তথা চ সতি তৎফলসম্বন্ধোঽপি গৌণ এব স্যাৎ। ন গৌণেন মুখ্যং কার্যং নির্বর্ত্যতে।

তস্মাৎসদেবৈতদ্‌গীয়তে—দেহাদীনাং ব্যাপারেণাব্যাপৃত আত্মা কর্তা ভোক্তা চ স্যাদিতি। ভ্রান্তিনিমিত্তং তু সর্বমুপপদ্যতে। যথা স্বপ্নে। মায়ায়াং চৈবম্। ন চ দেহাদ্যাত্মপ্রত্যয়ভ্রান্তি-সন্তানবিচ্ছেদেষু সুষুপ্তিসমাধ্যাদিষু কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যনর্থ উপলভ্যতে। তস্মাদ্‌ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্ত এবায়ং সংসারভ্রমঃ। ন তু পরমার্থ ইতি সম্যগ্‌দর্শনাদত্যন্তমেবোপরম ইতি সিদ্ধম্।

সর্বং গীতাশাস্ত্রার্থমুপসংহৃত্যাস্মিন্নধ্যায়ে বিশেষতশ্চান্ত ইহ শাস্ত্রার্থদার্ঢ্যায় সংক্ষেপত উপসংহারং কৃত্বাঽথেদানীং শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিমাহ—ইদমিতি। ইদং শাস্ত্রং তে তব হিতায় ময়োক্তং সংসারবিচ্ছিত্তয়ে। অতপস্কায় তপোরহিতায়। ন বাচ্যমিতি ব্যবহিতেন সম্বধ্যতে। তপস্বিনেঽপ্যভক্তায় গুরুদেবভক্তিরহিতায় কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ন বাচ্যম্। ভক্তস্তপস্ব্যপি সন্নশুশ্রূষুর্যো ভবতি তস্মা অপি ন বাচ্যম্। ন চ যো মাং বাসুদেবং প্রাকৃতং মনুষ্যং মত্বাঽভ্যসূয়ত্যাত্মপ্রশংসাদি-

দোষাধ্যারোপণেন মমেশ্বরত্বমজানন্ন সহতে। অসাবপ্যযোগ্যঃ। তস্মা অপি ন বাচ্যম্। ভগবত্যনসূয়াযুক্তায় তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে বাচ্যং শাস্ত্রমিতি সামর্থ্যাদগম্যতে। তত্র মেধাবিনে তপস্বিনে বেত্যনয়োর্বিকল্পদর্শনাচ্ছুশ্রূষাভক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদ্‌যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যম্। শুশ্রূষাভক্তিবিযুক্তায় ন তপস্বিনে নাপি মেধাবিনে বাচ্যম্। ভগবত্যসূয়াযুক্তায় সমস্তগুণবতেঽপি ন বাচ্যম্। গুরুশুশ্রূষাভক্তিমতে চ বাচ্যম্। ইত্যেষ শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিঃ॥৬৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পরমাত্মস্বরূপ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর, অর্জুনের জন্ম-মরণরূপ ব্যাধির শান্তির জন্য যে পরমোপাদেয় গুহ্যরহস্যপূর্ণ গীতা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অনধিকারীকে উপদেশ করিতে নিষেধ করিলেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমপূর্বক তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই গীতাশ্রবণে অধিকারী; আবার কেবল জিতেন্দ্রিয় হইলেই হইবে না, অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেষ্টা গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুরুশুশ্রূষায় ও শাস্ত্রবাক্যে নিষ্ঠা থাকা চাই। বিশেষতঃ তাঁহার যেন কোনোপ্রকারেই ভগবান বাসুদেবে কিছুমাত্র দ্বেষবুদ্ধি না থাকে; কেননা, তপস্যা ব্যতীত গীতার উপদেশ ধারণ করিবার শক্তি জন্মে না, ভক্তি ব্যতীত গীতোপদেশ গ্রহণ, শ্রবণ ও মননে প্রবৃত্তি হয় না, গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত গীতার প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং ঈশ্বরে অসূয়াত্যাগ না করিলে গীতার সারতত্ত্ব ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় না। অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা শ্রুতিনিষিদ্ধ। যথা—

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় মা মা ব্রূয়াদ্বীর্যবতী তথা স্যাম॥"[১]
"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"[২]

অনধিকারী পুরুষের নিকট নানা দুঃখ পাইবার আশঙ্কায় বেদবিদ্যা এক সময়ে বিদ্যোপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমাকে গুপ্ত রাখিও, তাহা হইলে তোমাদিগকে ভোগ ও মুক্তি উভয়ই দান করিব। আর যদি লোকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া লোকের নিকট আমাকে গুপ্ত রাখিতে নাই পার, তাহা হইলে যাহারা গুণের স্থানে দোষারোপরূপ অসূয়াযুক্ত, আর্জবরহিত, মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে অসমর্থ এবং গুরুসেবা ও গুরুভক্তি বর্জিত তাহাদিগকে কদাপি উপদেশ করিও না। ধন বা সম্মানের লোভে যদি অপাত্রে আমার উপদেশ কর, তবে আমি বন্ধ্যা নারীর ন্যায় কোনো ফল দান করিব না। বস্তুতঃ, অনধিকারে শাস্ত্রপাঠ করিলে পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। অথবা মলিন বুদ্ধিতে শাস্ত্রার্থ বিপরীত বা অযথাভাবে গৃহীত হওয়ায় পাঠককে দুঃখভাগী এবং শাস্ত্রের প্রকৃত রসলাভে বঞ্চিত হইতে হয়॥৬৭॥

মন্তব্য ঃ ধর্মসাধনা একটি বিজ্ঞান, ঠিক আধুনিক science-এর মতো। বিশেষতঃ মোক্ষধর্ম অতি সূক্ষ্ম বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন সর্ববিধ জ্ঞানেরই গোড়া হইতে আরম্ভ না

১ মুক্তিক উপনিষদ্, ১/৫১
২ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/২৩

করিলে তদ্বিষয়ে কোনো কথাই ঠিকমতো বোধগম্য হয় না, এই বিজ্ঞানেরও গোড়া হইতে সব কথা জানা না থাকিলে হঠাৎ শুনিয়া কিছুই বুঝা যায় না। ঠিকমতো না বুঝিলে কোনো জ্ঞানই উপকারক হয় না, বরং পদে পদে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্য ভগবান বলিতেছেন, তিনি যে-জ্ঞানের কথা বলিলেন, তাহা যাহাকে তাহাকে বলিবে না। যাহারা বাহ্যজগতের আঘাতে অবিচলিত থাকিতে পারে, তাহারা তপস্বী। কিন্তু যে জগতের সামান্য বিষয়ে বিচলিত হয়, তাহার এই জ্ঞানের কথা জানা বিপজ্জনক।

যে ভগবানকে ঠিক ঠিক ভালবাসে না, কেবল সম্প্রদায়ের বা কোনো স্বার্থের অনুরোধে ঈশ্বরকে মানিয়া চলে, চিত্ত শুদ্ধ না থাকায় ভগবানের দিকে কোনো আকর্ষণ অনুভব করে না—সে এই গুহ্যতম জ্ঞানের কথা জানিলে ভণ্ডামি করিয়া নিজের অনিষ্ট করে এবং গোঁড়ামি করিয়া সমাজের অপকার করে।

যাহারা ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতে চাহে না, যাহারা অধ্যাত্মবিষয়ে মনের পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক—তাহারা যদি শুনিতে পায় যে, শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিলে মুক্তি হইবে, তাহা হইলে কৃষ্ণ কী, মুক্তি কী কিছুতেই বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, ভণ্ড হইয়া দাঁড়াইবে।

যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতারগণের চরিত্রে দোষারোপ করে, বেদান্তাদি শাস্ত্রে ত্রুটি রহিয়াছে বলিয়া মনে করে, অর্থাৎ রজোগুণের প্রাধান্যে যাহাদের বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষগণের মহত্ত্ব ঠিকমতো ("অযথাবৎ প্রজানাতি") বুঝিতে পারে না—তাহাদিগকে অন্য সব সাধনা ছাড়িয়া মুক্তির সাধনায় ষোলো আনা মন দিবার উপদেশ দিলে—তাহা কখনও সফল হইবে না॥৬৭॥

য ইমং[১] পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥৬৮॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥৬৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যে ব্যক্তি) ইমং (এই) পরমং গুহ্যং (পরমগুহ্যশাস্ত্র) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণের মধ্যে) অভিধাস্যতি (ব্যাখ্যা করিবেন) ময়ি (আমাতে) পরাং ভক্তিং (পরা ভক্তি) কৃত্বা (করিয়া) অসংশয়ঃ (নিঃসংশয় হইয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবেন) মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণ মধ্যে) তস্মাৎ (গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অতিপ্রিয়কারী) চ ন (আর নাই)। তস্মাৎ (তাহা হইতে) অন্যঃ (অন্য কেহ) মে (আমার) প্রিয়তরঃ চ (প্রিয়তরও) ভুবি (পৃথিবীতে) ন ভবিতা (হইবে না)॥৬৮-৬৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে ব্যক্তি আমাতে পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই

১ ইদম্ ইতি পাঠান্তরঃ

পরমগুহ্যশাস্ত্র ব্যাখ্যান করিবেন, তিনি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন; তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্যলোক-মধ্যে গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার ন্যায় আমার অতি প্রিয়কারী আর কেহই নাই এবং আমারও তাহা ব্যতীত পৃথিবী মধ্যে আর কেহ প্রিয়তরও হইবে না॥৬৮-৬৯॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (পুং), ২য়া একবচন। **পরমম্**=পর+মা-ক (ক্লীব), ২য়া একবচন। **গুহ্যম্**=গুহ্+ক্যপ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **মদ্ভক্তেষু**=ভজ্+ক্ত=ভক্ত, মম ভক্তঃ=মদ্‌ভক্তঃ—ষষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী বহুবচন। **অভিধাস্যতি**=অভি-ধা+লৃট্ স্যতি। **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন। **পরাম্**=পৄ+অপ্+স্ত্রিয়াং টাপ্, ২য়া একবচন। **ভক্তিম্**=ভজ্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **কৃত্বা**=কৃ+ক্ত্বাচ্। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়, অবধারণার্থক। **এষ্যত্যসংশয়ঃ**=এষ্যতি+ অসংশয়ঃ, এষ্যতি=ই+লৃট্ স্যতি; অসংশয়ঃ=নঞ্‌-সম্-শী+অল্ ভাবে। **মনুষ্যেষু**=মনু+য, অপত্যার্থে ষ আগম্ (পুং), ৭মী বহুবচন, (নির্ধারণে ৭মী)। **তস্মাৎ**=তদ্, অপেক্ষার্থে ৫মী একবচন। **ভুবি**=ভূ, ৭মী একবচন। **কশ্চিৎ**=কিম্ (পুং), ১মা একবচন, কঃ+চিৎ। **মে**=অস্মদ্, সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রিয়তরঃ**=প্রী+ক, প্রিয়+তরপ্ (পুং), ১মা একবচন। **অন্যঃ**=অন্+যৎ (পুং), ১মা একবচন॥৬৮-৬৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতৈর্দোষৈ রহিতেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইমমিতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

কিঞ্চ, ন চেতি। তস্মান্মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে ভবিষ্যতি, সমোঽপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি তাবন্নাস্তি, ন চ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥৬৮-৬৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সম্প্রদায়স্য কর্তুঃ ফলমিদানীমাহ—য ইতি। য ইমং যথোক্তং পরমং নিঃশ্রেয়সার্থং কেশবার্জুনয়োঃ সংবাদরূপং গ্রন্থং গুহ্যং গুপ্তং গোপ্যতমং মদ্ভক্তেষু ময়ি ভক্তিমৎস্বভিধাস্যতি বক্ষ্যতি। গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ স্থাপয়িষ্যতীত্যর্থঃ। যথা ত্বয়ি ময়া। ভক্তেঃ পুনর্গ্রহণাত্তদ্ভক্তিমাত্রেণ কেবলেন শাস্ত্রসম্প্রদানে পাত্রং ভবতীতি গম্যতে। কথমভিধাস্যতীতি? উচ্যতে—ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা। ভগবতঃ পরমগুরোরচ্যুতস্য শুশ্রূষা ময়া ক্রিয়ত ইত্যেবং কৃত্বেত্যর্থঃ। তস্যেদং ফলং মামেবৈষ্যতি মুচ্যতে এব। অত্র সংশয়ো ন কর্তব্যঃ।

কিঞ্চ নেতি। ন চ তস্মাচ্ছাস্ত্রসম্প্রদায়কৃতো মনুষ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে কশ্চিন্মে মম প্রিয়কৃত্তমোঽতিশয়েন প্রিয়কৃৎ। ততোঽন্যঃ প্রিয়কৃত্তমঃ নাস্ত্যেবেত্যর্থো বর্তমানেষু। ন চ ভবিতা ভবিষ্যত্যপি কালে। তস্মাদ্দ্বিতীয়োহন্যঃ প্রিয়কৃত্তরো ভুবি লোকেঽস্মিন্ ন ভবিতা॥৬৮-৬৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গীতাশাস্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রেরই কথা মুখ্য বা গৌণ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই জন্য ইহা পরমগুহ্য। ভক্তিমান ব্যতীত কাহারও গীতা বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য নাই। ভক্তি জন্মিলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। এই জন্যই ভগবান বলিলেন যে, ভক্ত হইয়া গীতাশাস্ত্র ভক্তকেই শুনাইবে। ব্যাখ্যাতার বিশেষ ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই, শ্রোতাকেও ভক্তিযুক্ত

হইতে হইবে। ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই ভক্তের নিকট এই গুহ্যতত্ত্বময়ী গীতা ব্যাখ্যা করিবেন। কেননা, তাঁহার পক্ষে গীতা ব্যাখ্যা ব্রহ্মানন্দোপভোগের প্রশস্তক্ষেত্রস্বরূপ।

কেহ কেহ "য ইমং পরমং গুহ্যম্" শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি ভগবদ্ভক্তিবিহীন পুরুষও নিজ সম্মান ও পূজার জন্য আমার ভক্তগণের নিকট এই পরমগুহ্য রহস্যপূর্ণ গীতা ব্যাখ্যা করে, তবে সে ব্যক্তিও সেই পুণ্যপ্রভাবে আমার উপাসনারূপ পরমভক্তি লাভ করিয়া পরিশেষে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে বিদ্যাবান ভক্তপুরুষ মনুষ্যলোকে ভগবানের গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য গীতার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহার ন্যায় ভগবানের প্রিয়পাত্র আর কেহই নাই এবং পূর্বে কেহ হয়ও নাই, পরে কেহ হইবেও না এবং তাঁহারও এই পৃথিবী মধ্যে ভগবান ব্যতীত আর কোনো প্রিয় বস্তু নাই॥৬৮-৬৯॥

মন্তব্য ঃ ধর্মপ্রচারের একটি লক্ষ্য থাকে—preservation of culture. সেই জন্য শঙ্কর, রামানুজ, গৌরাঙ্গ সর্বসাধারণের নিকট তাঁহাদের মত প্রচার করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দও হিন্দুধর্মের বিপরীত পরিবেশের দেশে প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গীতায় এই সাধনাকে "অতি গুহ্য" বলা হইয়াছে এবং বলিবার যোগ্য পাত্র কাহারা তাহা স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। অপরোক্ষানুভূতি করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, শুধু তাঁহাদের সম্বন্ধেই এই কথাগুলি খাটে। তাহার কারণ পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মানুভূতিলাভের যোগ্য পাত্র নির্ণয় করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাধনা ঠিক ঠিক শিখাইতে পারেন, তাঁহারা যে ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয়—এই বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মতো প্রিয় আর কেহ হইবে না—ইহার অর্থ ঃ কোনো ধর্ম যখন প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত হয়, তখন নানাভাবে নানা লোক সেই ধর্মের চর্চা করিয়া থাকেন। যথা—বেদান্ততত্ত্বের research করিয়া Ph.D. হওয়া, ধর্মপ্রচার করিয়া জীবিকানির্বাহ করা কিংবা মান, যশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু অতি অল্প লোকই সত্যসত্যই ভগবানলাভের জন্য সাধনের পথ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং পথের সন্ধান পাইলে প্রাণ পণ করিয়া সাধনে আত্মনিয়োগ করে। তাই ভগবান তাঁহার ভাবপ্রচারের এত গৌরব ঘোষণা করিলেন॥৬৮-৬৯॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥৭০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং (এই) ধর্ম্যং (ধর্মযুক্ত) সংবাদম্ (বৃত্তান্ত) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) তেন (তৎকর্তৃক) অহং (পরমাত্মরূপ আমি) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হইব), ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (অভিপ্রায়)॥ ৭০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্মার্থসংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকেই নিশ্চয় পূজা করা হইবে, ইহাই আমার অভিপ্রেত॥৭০॥

ব্যাকরণ ঃ **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন (কর্তরি)। **চ**=অব্যয়। **আবয়োঃ**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **ইমম্**=ইদম্ (পুং), কর্মণি ২য়া একবচন। **ধর্ম্ম্যম্**=ধর্মাদনপেতম্=ধৃ+মন্=ধর্মঃ (পুং), ২য়া একবচন। **সংবাদম্**=সম্-বদ্+ঘঞ্=সংবাদঃ, কর্মণি ২য়া একবচন। **অধ্যেষ্যতে**=অধি+এষ্যতে, অধি-ই+লৃট্ স্যতে (অধ্যয়ন করিবেন)। **তেন**=তদ্ (পুং), অনুক্ত কর্তায় ৩য়া একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, উক্ত কর্মে ১মা একবচন। **জ্ঞানযজ্ঞেন**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞানম্, যজ্+নঙ্=যজ্ঞঃ। জ্ঞানম্ এব যজ্ঞঃ—রূপক কর্মধারয়, ৩য়া একবচন। **ইষ্টঃ**=যজ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে) (পুং), ১মা একবচন। **স্যাম্**=অস্+বিধিলিঙ্ যাম্। **ইতি**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মতিঃ**=মন্+ক্তিন্, ১মা একবচন॥৭০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ পঠতঃ ফলমাহ—অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োরিমং ধর্ম্ম্যং ধর্মাদনপেতং সংবাদং যোঽধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেনাহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি, তথাপি মম তচ্ছৃণ্বতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি; যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কস্যচিন্নাম, গৃহ্ণাতি, তদাসৌ মামাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্; অতো যথা অজামিল ক্ষত্রবন্ধুপ্রমুখানাং[1] কথঞ্চিন্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি, তথৈব তস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ॥৭০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যোঽপি—অধ্যেষ্যত ইতি। অধ্যেষ্যতে চ পঠিষ্যতি য ইমং ধর্ম্ম্যং ধর্মাদনপেতং সংবাদরূপং গ্রন্থমাবয়োস্তেনেদং কৃতং স্যাৎ। জ্ঞানযজ্ঞেন—বিধিজপোপাংশুমানসানং যজ্ঞানাং জ্ঞানযজ্ঞো মানসত্বাদ্বিশিষ্টতম ইতি। অতস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন গীতাশাস্ত্রস্যাধ্যয়নং স্তূয়তে। ফলবিধিরেব বা। দেবতাদিবিষয়জ্ঞানযজ্ঞফলতুল্যমস্য ফলং ভবতীতি। তেনাধ্যয়নেনাহমিষ্টঃ পূজিতঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মম মতির্নিশ্চয়ঃ॥৭০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গীতাব্যাখ্যার ফল কীর্তন করিয়া ভগবান এক্ষণে গীতাপাঠের ফল বলিতেছেন। অর্জুন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংবাদরূপ গীতা পাঠ করা মহাজ্ঞানযজ্ঞস্বরূপ। চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রব্যযজ্ঞাদিসকল যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের মহিমা অধিক রূপে কীর্তিত হইয়াছে। গীতার পাঠক সেই জ্ঞানযজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকেন। কেননা, কেহ যদৃচ্ছাক্রমে অন্য কাহারও নামোচ্চারণপূর্বক ডাকিলে যেমন সেই ডাক শুনিবামাত্রই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়, সেইরূপ অর্থ বুঝিয়াই হউক, বা না বুঝিয়াই হউক, কেহ গীতাপাঠ করিবামাত্রই ভগবান তাহার নিকটবর্তী হন এবং নিজোচিত কৃপাগুণে তাহাকে চিত্তশুদ্ধিরূপ আশীর্বাদ দান করেন। সুতরাং, জ্ঞানযজ্ঞের মহাফলস্বরূপ ব্রহ্মপদলাভ তাহার অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে॥৭০॥

---

১ ক্ষত্রবন্ধু=ধ্রুব

মন্তব্য ঃ গীতাপাঠকে ভগবান "জ্ঞানযজ্ঞঃ" নামে প্রশংসিত করিতেছেন। যজ্ঞ মানে ঈশ্বরের পূজা অর্থাৎ আরাধনা। গীতার মতো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ জগতে আর নাই। জ্ঞানশাস্ত্রের চরম কথা ও সাধনপ্রণালী এইরূপ সুস্পষ্টভাবে আর কোথাও লিখিত হয় নাই। তাই যাঁহারা গীতা অধ্যয়ন করেন (পাঠ করা নহে), তাঁহারা জ্ঞানচর্চার দ্বারা ঈশ্বরচিন্তা করিয়া ধন্য হন॥৭০॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥৭১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অনসূয়ঃ চ (ও অসূয়াশূন্য) যঃ (যে) নরঃ (ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (কেবলমাত্র শ্রবণ করেন) সঃ অপি (তিনিও) মুক্তঃ (পাপবিমুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্মণাং (পুণ্যাত্মগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভলোক) প্রাপ্নুয়াৎ (লাভ করিয়া থাকেন)॥৭১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র কেবলমাত্র শ্রবণ করেন, তিনিও সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যাত্মগণের ভোগ্য শুভলোক লাভ করিয়া থাকেন॥৭১॥

ব্যাকরণ ঃ **শ্রদ্ধাবান্**=শ্রৎ-ধা+অঙ্+টাপ=শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা+মতুপ্ (পুং), ১মা একবচন। **অনসূয়ঃ**= অসূয়্+অঙ্=অসূয়া, নাস্তি অসূয়া যস্য সঃ=অনসূয়ঃ—নঞ্ বহুব্রীহি। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **নরঃ**=নৃ+অচ্ (পুং), ১মা একবচন। **শৃণুয়াৎ**=শ্রু+বিধিলিঙ্ যাৎ। **অপি**=অব্যয়। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মুক্তঃ**=মুচ্+ক্ত (পুং), ১মা একবচন। **পুণ্যকর্মণাম্**=পূ+ডুণ্য (কর্তৃবাচ্যে), পুণ্যানি কর্মাণি যস্য সঃ=পুণ্যকর্মা—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **শুভান্**=শুভ+ক=শুভঃ (পুং), ২য়া একবচন। **লোকান্**= লোক+অল্ (পুং), ২য়া একবচন। **প্রাপ্নুয়াৎ**=প্র-আপ্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥৭১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অন্যস্য জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ— শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি শ্রদ্ধাবানপি, যঃ কশ্চিৎ "কিমর্থময়মুচ্চৈর্জপতি", অশুদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং করোতি, তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অনসূয়শ্চাসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ, সোঽপি সর্বৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ সন্নশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ॥৭১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথ শ্রোতুরিদং ফলং—শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবাঞ্ছ্রদ্দধানঃ অনসূয়শ্চাসূয়া-বর্জিতঃ সন্নিমং শৃণুয়াদপি যো নরঃ। অপিশব্দাৎ কিমুতার্থজ্ঞানবান্। সোঽপি পাপান্মুক্তঃ শুভান্ প্রশস্তাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণামগ্নিহোত্রাদিকর্মবতাম্॥৭১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গীতার ব্যাখ্যা ও পাঠের ফল ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান এক্ষণে গীতা শ্রবণের ফল বলিতেছেন। যখন কোনো ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে গীতাপাঠ করিতে থাকেন, সেই সময় যদি কোনো ব্যক্তি অসূয়া পরিহারপূর্বক আস্তিক্যবুদ্ধিতে গীতাপাঠকের ও পাঠের দোষ-গুণ বিচার না করিয়া শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে উহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিষ্পাপ হন এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারী পুণ্যাত্মগণ যে দিব্যলোক প্রাপ্ত হন, তিনিও সেই লোক লাভ করেন।

"শৃণুয়াদপি" "সোঽপি" ইত্যাদি বচনের "অপি" শব্দ দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে যে, শ্রোতা গীতার অর্থ না বুঝিতে পারিলেও কেবল গীতোক্ত শব্দমাত্র শ্রবণেই উত্তমলোক প্রাপ্ত হইবেন এবং অর্থবোধপূর্বক গীতা শ্রবণ করিলে যে উত্তমলোকে গতি হইবেই হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

"বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা॥"

বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা যেমন সকলকেই পবিত্র করেন, বাসুদেবের প্রসঙ্গও সেইরূপ প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতা এই তিন জনকেই পবিত্র করিয়া থাকে॥৭১॥

মন্তব্য ঃ যাঁহারা নিজে গীতাপাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা বিজ্ঞলোকের মুখে শুনিলেও ঈশ্বর আরাধনার ফললাভ করেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া ভগবানের তত্ত্ব ও লীলা আলোচনা করিলে মন যে শুদ্ধ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে শ্রোতা শ্রদ্ধাবান এবং অসূয়াশূন্য হওয়া চাই। ইহার অর্থ—গীতার তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ যাঁহার নাই, সেই ব্যক্তি গীতা শ্রবণের প্রকৃত ফললাভ করিয়া থাকেন॥৭১॥

**কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥৭২॥**

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) ত্বয়া (তৎকর্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে) এতৎ (ইহা) শ্রুতং (শ্রুত হইল) কচ্চিৎ (কি)? (হে) ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) তে (তোমার) অজ্ঞানসম্মোহঃ (অজ্ঞানকৃত মোহজাল) কচ্চিৎ (কি) প্রনষ্টঃ (বিনষ্ট হইল)?॥৭২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! এই গীতাশাস্ত্র তুমি একাগ্রচিত্তে শুনিলে কি? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানকৃত মোহজাল কি বিনষ্ট হইল?॥৭২॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **ত্বয়া**=যুষ্মদ্, অনুক্তে কর্তরি ৩য়া একবচন। **একাগ্রেণ**=অঙ্গ+রক্=অগ্রম্, একমেব অগ্রং যস্য তৎ একাগ্রম্—বহুব্রীহি, ৩য়া একবচন। **চেতসা**=চিত্+অসুন্=চেতঃ, ৩য়া একবচন। **এতৎ**=এতদ্, উক্তে কর্মে ১মা একবচন (এতৎ গীতাশাস্ত্রম্)। **কচ্চিৎ**=কম্+চি-ক্বিপ্। **শ্রুতম্**=শ্রু+কর্মণি (ক্লীব), ১মা একবচন। **ধনঞ্জয়**=ধনম-জি+খচ্। **তে**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অজ্ঞানসম্মোহঃ**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞানম্, ন জ্ঞানম্=অজ্ঞানম্—নঞ্ তৎপুরুষ, সম্-মুহ্+ঘঞ্=সম্মোহঃ, অজ্ঞানজঃ সম্মোহঃ=অজ্ঞানসম্মোহঃ—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **প্রনষ্টঃ**=প্র-নশ্+ক্ত (পুং), ১মা একবচন॥৭২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সম্যগ্বোধানুপপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে, অজ্ঞানসম্মোহস্তত্ত্বাজ্ঞানকৃতো বিপর্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥৭২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শিষ্যস্য শাস্ত্রার্থগ্রহণাগ্রহণবিবেকবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি। তদ্‌গ্রহণে জ্ঞাতে পুনর্গ্রাহয়িষ্যাম্যুপায়ান্তরেণাপীতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ঃ। যত্নান্তরং চাস্থায় শিষ্যঃ কৃতার্থঃ কর্তব্য ইত্যাচার্যধর্মঃ প্রদর্শিতো ভবতি। কচ্চিদিতি। কচ্চিৎ কিমেতন্ময়োক্তং শ্রুতং শ্রবণেনাবধারিতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা চিত্তেন? কিং বা প্রমাদিতম্? কচ্চিদজ্ঞানসংমোহোঽজ্ঞাননিমিত্তঃ সংমোহো বিচিত্ত-ভাবোঽবিবেকতা স্বাভাবিকঃ কিং প্রনষ্টঃ। যদর্থোঽয়ং শাস্ত্রশ্রবণায়াসস্তব মম চোপদেষ্টৃত্বায়াসঃ প্রবৃত্তঃ—তে তব ধনঞ্জয়॥৭২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান দেখিলেন, অর্জুনের সংশয়পাশ ছেদন করিবার জন্য তিনি যতক্ষণ গুহ্যরহস্যময়ী গীতা ব্যাখ্যা করিলেন, অর্জুনও ততক্ষণ করজোড়ে ভগবানের শরণাগত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই শ্রবণ করিলেন। এই গীতারূপ মার্তণ্ডতেজে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার চিরদিনের জন্য বিদূরিত হইয়া যায়। অর্জুনেরও অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তিরাশির সম্পূর্ণ শান্তি হইয়া গিয়াছে। ইহা জানিয়াও অর্জুনের মুখে অর্জুনের কৃতকৃত্যতা শুনিবার জন্য এবং গীতাশ্রবণে কীরূপ ফল হইয়া থাকে, তাহাই জগৎকে প্রত্যক্ষতঃ বুঝাইবার জন্য সর্বজ্ঞ ভগবান অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গীতা শ্রবণে তোমার অজ্ঞানজমোহ দূর হইল কি না?॥৭২॥

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াঽচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥৭৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) [হে] অচ্যুত (হে অচ্যুত!) ত্বৎ-প্রাসাদাৎ (তোমার কৃপায়) [আমার] মোহঃ নষ্টঃ (মোহ নষ্ট হইয়াছে), ময়া (মৎকর্তৃক) স্মৃতিঃ লব্ধা (স্মৃতি লব্ধ হইল), [তোমার উপদেশে] স্থিতঃ অস্মি (স্থির হইয়াছি) গতসন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়াছি), তব (তোমার) বচনং (উপদেশ) করিষ্যে (পালন করিব)॥৭৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইল, আমি আত্মজ্ঞানস্বরূপ স্মৃতি লাভ করিলাম, আমি তোমার উপদেশে স্থিরচিত্ত হইয়াছি এবং আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমারই উপদেশানুরূপ কার্য করিব॥৭৩॥

ব্যাকরণ ঃ **অচ্যুত**=চ্যু+ক্ত=চ্যুত, ন চ্যুতঃ=অচ্যুতঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, সম্বোধনে ১মা একবচন। **ত্বৎপ্রসাদাৎ**=প্র-সদ্+ঘঞ্=প্রসাদঃ, তব প্রসাদঃ=ত্বৎ প্রসাদঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৫মী (হেতৌ) একবচন। **মোহঃ**=মুহ্+ঘঞ্ (পুং), ১মা একবচন। **নষ্টঃ**=নশ্+ক্ত (পুং), ১মা একবচন। **ময়া**=অস্মদ্, অনুক্ত কর্তায়, ৩য়া একবচন। **স্মৃতিঃ**=স্মৃ+ক্তিন্, উক্তে কর্মে ১মা একবচন। **লব্ধা**=লভ্+ক্ত+স্ত্রিয়াম্ টাপ্, স্মৃতির বিশেষণ। **গতসন্দেহঃ**=গম্+ক্ত=গতঃ, সম্-দিহ্+ঘঞ্=সন্দেহ, গতঃ সন্দেহঃ যস্য সঃ=গতসন্দেহঃ—বহুব্রীহি (পুং), ১মা একবচন। **স্থিতঃ**=স্থা+ক্ত। **অস্মি**=অস্+

লট্ মি, উত্তমপুরুষ একবচন। তব=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। বচনম্=বচ্+অনট্ (ক্লীব), ২য়া (কর্মে) একবচন। করিষ্যে=কৃ+লৃট্ ষ্য (উত্তমপুরুষ একবচন)॥৭৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কৃতার্থঃ সন্নর্জুন উবাচ—নষ্টো মোহ ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ, যতোঽহমস্মীতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা, অতঃ স্থিতোঽস্মি যুদ্ধায়োপস্থিতোঽস্মি, গতোঽধর্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্যামীতি॥৭৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অর্জুন উবাচ নষ্ট ইতি। নষ্টো মোহোঽজ্ঞানজঃ সমস্তসংসারানর্থহেতুঃ সাগর ইব দুস্তরঃ। স্মৃতিশ্চাত্মতত্ত্ববিষয়া লব্ধা—যস্যা লাভাৎ সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ত্বৎপ্রসাদাত্তব প্রসাদান্ময়া ত্বৎপ্রসাদমাশ্রিতেনাচ্যুত। অনেন মোহনাশপ্রশ্ন-প্রতিবচনেন সর্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানফলমেতাব দেবেতি নিশ্চিতং দর্শিতং ভবতীতি। যতো জ্ঞানাৎ সংমোহনাশ আত্মস্মৃতিলাভশ্চেতি। তথা চ শ্রুতৌ—অনাত্মবিচ্ছোচামি[১]—ইত্যুপন্যস্যাত্ম-জ্ঞানেন সর্বগ্রন্থিবিপ্রমোক্ষ উক্তঃ। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ[২]—তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ[৩]—ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। অথেদানীং ত্বচ্ছাসনে স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহো মুক্ত-সংশয়ঃ করিষ্যে বচনং তব। অহং ত্বৎপ্রসাদাৎ কৃতার্থঃ। ন মে কর্তব্যমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥৭৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুনের গুণবিকারজনিত মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ রাজসী প্রকৃতিতে ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবজনিত সত্ত্বগুণের আবেশে নিজ বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিকূল যে মোহময় বিকার উৎপন্ন হইয়াছিল, ভগবানের মুখে আত্মতত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি"[৪] ঈদৃশ আত্মজ্ঞানস্বরূপ স্মৃতি হওয়ায় তাহা বিদূরিত হইল। যুদ্ধের কর্তব্যতা অর্জুন নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনসত্ত্বে ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না। "গতসন্দেহঃ" পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, অর্জুনের দেহাদি অনাত্ম-বস্তুতে আর আত্মবুদ্ধিরূপ সংশয় রহিল না। এক্ষণে অর্জুন বুঝিলেন যে, বন্ধুবধাদি যুদ্ধের অনিবার্য ঘটনাগুলি তাঁহার স্বধর্ম প্রতিপালনের আর প্রতিকূল থাকিতে পারিল না, কেননা, তিনি দেখিলেন যে, বন্ধুবধাদি তাঁহার লক্ষ্য নহে, তাঁহার লক্ষ্য নিজের প্রতিজ্ঞানুরূপ ক্ষাত্রধর্ম প্রতিপালন। এই স্বধর্ম প্রতিপালন-জন্য তিনি কোনোপ্রকারেই দোষগ্রস্ত হইবেন না॥৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥৭৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) অহম্ (আমি) ইতি (এইরূপে) মহাত্মনঃ

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭/১/৩
২ মুণ্ডক উপনিষদ্, ২/২/৯
৩ ঈশাবাস্য উপনিষদ্, ৭
৪ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১০

বাসুদেবস্য (মহাত্মা বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও অর্জুনের) ইমং (এই) রোমহর্ষণম্ (রোমহর্ষণকর) অদ্ভুতং (আশ্চর্যকর) সংবাদম্ (কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছি)॥৭৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন, (হে মহারাজ!) মহানুভব বাসুদেব ও অর্জুনের এই অদ্ভুত রোমহর্ষণকর সংবাদ আমি পূর্বকথিতানুরূপ শ্রবণ করিলাম॥৭৪॥

ব্যাকরণ ঃ **ইত্যহম্**=ইতি+অহম্। **সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতম্**=সংবাদম্+ইমম্+অশ্রৌষম্+অদ্ভুতম্। **ইতি**=অব্যয়। **মহাত্মনঃ**=মহান্ আত্মা যস্য সঃ=মহাত্মা—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী (সম্বন্ধে) একবচন। **বাসুদেবস্য**=বসুদেব+অপত্যার্থে অণ্=বাসুদেব, ৬ষ্ঠী একবচন। **পার্থস্য**=পৃথা+অপত্যার্থে অণ্=পার্থ, ৬ষ্ঠী একবচন। **ইমম্**=ইদম্ (পুং), কর্মে ২য়া একবচন, সংবাদের সর্বনাম বিশেষণ। **রোমহর্ষণম্**=রোমানি হর্ষয়তি ইতি, রোমন্+হর্ষ+ণিচ্-ল্যু, ২য়া একবচন, "সংবাদম্" এর বিশেষণ। **অদ্ভুতম্**=অদ্-ভূ+ডুতচ্, ২য়া একবচন। **সংবাদম্**=সম্-বদ্+ঘঞ্, কর্মে ২য়া একবচন। **অশ্রৌষম্**=শ্রু+লুঙ্ অম্॥৭৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইত্যহমিতি। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহং; স্পষ্টমন্যৎ॥৭৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পরিসমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ। অথেদানীং কথাসম্বন্ধপ্রদর্শনার্থং সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। ইত্যেবমহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ সংবাদমিমং যথোক্তমশ্রৌষং শ্রুতবানস্মি। অদ্ভুতমত্যন্তবিস্ময়করম্। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরম্॥৭৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কথা বলিতে বলিতে এই কৃষ্ণার্জুনসংবাদ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তৎপরে ঘটনা বলিলেন। তাহারই উদ্যোগকালে ধৃতরাষ্ট্রকে গীতার সমাপ্তিবৃত্তান্ত শুনাইলেন। কৃষ্ণার্জুনসংবাদে অতীব গূঢ় বিচিত্র কথা কীর্তিত হইয়াছে, এই জন্য ইহা অদ্ভুত। ইহা শুনিলে চিত্ত নিতান্ত বিস্ময়যুক্ত হয়, এই জন্যই ইহা রোমহর্ষণকর॥৭৪॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং[১] গুহ্যমহং[২] পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) ব্যাসপ্রসাদাৎ (বেদব্যাসের প্রসাদে) ইমং (এই) পরং গুহ্যং (পরমগুহ্য) যোগং (যোগতত্ত্ব) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (প্রত্যক্ষভাবে উপদেশদানে প্রবৃত্ত) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ (স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে) শ্রুতবান্ (শুনিয়াছি)॥৭৫॥

১ এতৎ ইতি পাঠান্তরঃ
২ গুহ্যমম্ ইতি পাঠান্তরঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহারাজ! বেদব্যাসের প্রসাদে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখ হইতেই আমি এই পরমগুহ্য যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি॥৭৫॥

ব্যাকরণ ঃ অহম্=অস্মদ্, কর্তায় ১মা একবচন। **ব্যাসপ্রসাদাৎ**=ব্যাসস্য প্রসাদাৎ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **ইমম্**=ইদম (পুং), ২য়া একবচন। **পরম্**="পর" ২য়া একবচন, ক্লীবলিঙ্গে অথবা পুংলিঙ্গে। **গুহ্যম্**=গুহ্+ক্যপ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন, অথবা পুংলিঙ্গ। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্ (পুং), ২য়া একবচন। **কথয়তঃ**=কথ্+শতৃ পুংলিঙ্গ, ৫মী একবচন, "শ্রুত্যর্থানাং শ্রাবয়িতা" সূত্রানুসারে। **স্বয়ম্**=সু-ই অথবা অয় ধাতু। **যোগেশ্বরাৎ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগঃ, যোগানাম্ ঈশ্বরঃ=যোগেশ্বরঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৫মী একবচন। **কৃষ্ণাৎ**=কৃষ্+নক্, ৫মী একবচন। **সাক্ষাৎ**=অক্ষিভ্যাং সহ সাক্ষ, ৫মী একবচন, অব্যয় হিসাবে ব্যবহার হয়। **শ্রুতবান্**=শ্রু+ক্তবতু॥৭৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আত্মনস্তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তং, ততো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ শ্রুতবানস্মি, কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগং, পরত্বমাবিষ্করোতি—যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি॥৭৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তং চেমং—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ব্যাসপ্রসাদাত্ততো দিব্যচক্ষুর্ল্লাভাচ্ছ্রুতবানিমং সংবাদং গুহ্যমহং পরং যোগম্। যোগার্থত্বাদ্‌গ্রন্থোঽপি যোগঃ। তং সংবাদমিমং যোগমেব বা যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্। ন পরম্পরাতঃ॥৭৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জুনের পরস্পর কী কথাবার্তা হইল, তাহা সঞ্জয় কীরূপে শুনিতে পাইলেন, ধৃতরাষ্ট্রের এই সংশয় নিরসনার্থ সঞ্জয় বলিলেন যে, আমি বেদব্যাসের অনুগ্রহে দিব্য চক্ষুঃকর্ণাদি পাইয়াছি। সেই গুণে ভগবান যোগেশ্বরের কথাও অনায়াসে শ্রবণ করিতে পারিয়াছি। সর্বশাস্ত্রের সারার্থরূপ গীতা শ্রবণে সঞ্জয় আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন॥ ৭৫॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥৭৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] রাজন্ (হে মহারাজ!) কেশবার্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জুনের) ইমং (এই) পুণ্যম্ (পুণ্যজনক) অদ্ভুতং সংবাদং (অদ্ভুত সংবাদ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারংবার স্মরণ করিয়া) মুহুঃ মুহুঃ (প্রতিক্ষণে) হৃষ্যামি চ (হৃষ্ট হইতেছি)॥ ৭৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণার্জুনের এই পুণ্যরূপ অদ্ভুত সংবাদ আমি যতই স্মরণ করিতেছি, আমার ততই অধিক আহ্লাদ হইতেছে॥৭৬॥

ব্যাকরণ ঃ রাজন্=রাজন্ শব্দের সম্বোধনে ১মা একবচন। **কেশবার্জুনয়োঃ**=কেশবশ্চ অর্জুনশ্চ, কেশবার্জুনৌ—দ্বন্দ্ব, ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **ইমম্**=ইদম্ (পুং), ২য়া একবচন। **পুণ্যম্**=পূ+ডুণ্য

(কর্তৃবাচ্যে) (পুং), ২য়া একবচন। **অদ্ভুতম্**=অদ্-ভূ+ডুতচ্ (পুং), ২য়া একবচন। **সংবাদম্**=সম্-বদ্+ঘঞ্ (পুং), ২য়া একবচন। **সংস্মৃত্য**=সম্-স্মৃ+ল্যপ্। **মুহুর্মুহুঃ**=মুহ্+উস্ (কর্তৃবাচ্যে)=মুহুঃ, মুহুঃ+মুহুঃ=মুহুর্মুহুঃ। **হৃষ্যামি**=হৃষ্+লৃট্ মি॥৭৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ॥৭৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ রাজন্নিতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতং কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং শ্রবণাদপি পাপহরং শ্রুত্বা হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণম্॥৭৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই গীতাশাস্ত্র একে পরমোপাদেয় উপদেশে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার উহা যেকোনো ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিলেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। ইহা স্মরণ করিয়া ("আমার না জানি কত জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ও তপস্যা ছিল, যাহার প্রভাবে এই যোগতত্ত্ব স্বয়ং যোগেশ্বরেরই মুখে শ্রবণ করিলাম"—এইরূপ স্মরণ করিয়া) সঞ্জয়ের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়াছে॥৭৬॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥৭৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] রাজন্ (হে মহারাজ!) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং রূপং (অতি অদ্ভুতরূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (অতিশয়) বিস্ময়ঃ চ (বিস্ময় [হইতেছে] এবং); [আমি] পুনঃ পুনঃ (পুনঃপুনঃ) হৃষ্যামি (আহ্লাদিত হইতেছি)॥ ৭৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহারাজ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ যতবার স্মরণ হইতেছে, ততবারই আমার মহা বিস্ময় জন্মিতেছে ও পুনঃপুনঃ হর্ষাবেগ উঠিতেছে॥৭৭॥

ব্যাকরণ ঃ **রাজন্**=রাজন্, সম্বোধনে ১মা। **হরেঃ**=হরি, ৬ষ্ঠী একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অত্যদ্ভুতম্**=অতি+অদ্ভুতম্। **রূপম্**=রূপ+ক। **সংস্মৃত্য**=সম্-স্মৃ+ল্যপ্। **পুনঃ পুনঃ**=পন্+অরু, কর্তৃবাচ্যে=পুনঃ, পুনঃ পুনঃ=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মহান্**=মহৎ (পুং), ১মা একবচন। **বিস্ময়ঃ**=বি-স্মি+অচ্ (পুং), ১মা একবচন। **হৃষ্যামি**=হৃষ্+লৃট্ মি॥৭৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ তচ্চেতি। বিশ্বরূপং নির্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ॥৭৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তদিতি। তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরের্বিশ্বরূপং বিস্ময়ো মে মহান্ হে রাজন্। হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥৭৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গীতা কেবল শ্রবণ করিয়াই যে সঞ্জয় আনন্দিত হইয়াছেন তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে ভগবান যে পরম ধ্যেয় বিশ্বরূপ নামক নিজ সগুণ রূপ অর্জুনকে দেখাইয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য রূপ স্মরণ করিয়া সঞ্জয়ের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিতেছে না॥৭৭॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥৭৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যত্র (যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যে পক্ষে) ধনুর্ধরঃ পার্থঃ (ধনুর্ধর পার্থ) তত্র (সে স্থানে) শ্রীঃ (রাজশ্রী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (অভ্যুদয়) ধ্রুবা নীতিঃ (অব্যভিচারী ন্যায়) [বর্তমান] [ইতি] (ইহা) মম (আমার) মতিঃ (নিশ্চয়)॥ ৭৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহারাজ! যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও যে পক্ষে গাণ্ডীবধনুর্ধারী অর্জুন রহিয়াছেন রাজশ্রী, বিজয়, ভূতি ও নীতি সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন॥ ৭৮॥

ব্যাকরণ ঃ **যত্র**=যদ্+সপ্তম্যাংস্ত্রল্ ইতি, ত্রল্ প্রত্যয়ঃ। **যোগেশ্বরঃ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগঃ, যোগানাম্ ঈশ্বরঃ (পুং)—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **কৃষ্ণঃ**=কৃষ্+নক্। **ধনুর্ধরঃ**=ধনুস্-ধৃ+অচ্ (পুং), ১মা একবচন। **পার্থঃ**=পৃথা+অপত্যার্থে অণ্। **তত্র**=তদ্+সপ্তম্যাংস্ত্রল্। **শ্রীঃ**=শ্রি+ক্বিপ্ (কর্তৃবাচ্যে) (স্ত্রী), ১মা একবচন। **বিজয়ঃ**=বি-জি+অ। **ভূতিঃ**=ভূ+ক্তিন্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **ধ্রুবা**=ধ্রু+ক=ধ্রুব, ধ্রুব+টাপ্। **নীতিঃ**=নী+ক্তিন্ (স্ত্রী), ১মা একবচন, স্ত্রীলিঙ্গে "নীতি"র বিণ। **মতিঃ**=মন্+ক্তিন্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন॥৭৮॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি; যত্র যেষাং পক্ষে যোগানামীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীবধনুস্তত্রৈব চ শ্রীঃ রাজ্যলক্ষ্মীস্তত্রৈব চ বিজয়স্তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিঃ নীতির্ন্যায়োঽপি (ধ্রুবা সর্বত্র নিশ্চিতেতি সংবধ্যতে ইতি) তত্রৈব ধ্রুবা বা নীতিঃ, মম মতির্নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্বস্বং তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুর্বিতি ভাবঃ। "ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ॥" তথাহি, "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" (৮/২২), "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন" (১১/৫৪) ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তের্মোক্ষং প্রতি সাধকত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব মৎ প্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে; জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তং, "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" (১০/১০), "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" (১৩/১৯) ইত্যাদিবচনাৎ; ন চ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং "সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" (১৮/৫৪) "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" (১৮/৫৫) ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ; ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি

নান্যঃ পন্থা বিদ্যাতেঽয়নায়ে"তি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য, "ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতী"ত্যুক্তে জ্বলনানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্বতর, ৬/২৩), "দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" (নৃসিংহপূর্বতাপনীয়, ১/৭), "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠ উপনিষদ্, ১/২/২৩) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্॥৭৮॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিং বহুনা—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ পক্ষে যোগেশ্বরঃ সর্বযোগানামীশ্বরঃ—তৎপ্রভবত্বাৎ সর্বযোগবীজস্য—কৃষ্ণঃ। যত্র পার্থো যস্মিন্ পক্ষে ধনুর্ধরো গাণ্ডীবধন্বা। তত্র শ্রীঃ। তস্মিন্ পাণ্ডবানাং পক্ষে বিজয়ঃ। তত্রৈব ভূতিঃ। শ্রিয়ো বিশেষবিস্তারো ভূতিঃ। ধ্রুবাঽব্যভিচারিণী নীতির্নয়ঃ। ইত্যেবং মতির্মমেতি॥৭৮॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে মহারাজ! যে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সর্বসিদ্ধিদাতা ও দুঃখভঞ্জনকর্তা "নারায়ণ" নামক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, যে পক্ষে গাণ্ডীবধন্বা বীরকেশরী "নর" নামক অর্জুন রহিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় এবং ন্যায় সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবেন। অতএব, আপনি দুর্যোধনাদি দুরাত্মা পুত্রদিগের জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবদনুগৃহীত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সম্মিলিত হউন।

"কাণ্ডত্রয়াত্মকং শাস্ত্রং গীতাখ্যং যেন নির্মিতম্।
আদিমধ্যান্তষট্‌কেষু তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥"

কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক গীতাশাস্ত্র যিনি রচনা করিয়াছেন আদি, মধ্য ও শেষ ষট্‌কে সেই ভগবানকে আমি নমস্কার করিতেছি॥৭৮॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

শ্লোকসূচি

(প্রথম পঙ্‌ক্তি অনুযায়ী)

আ

ই

ঈ

উ

য

র

ল

ব

শব্দসূচি

আ

ই

ঈ

উ

খ

গ

ধ

ন

ম

য

র

ল

ব

শ

ষ

স

হ

নির্দেশ

গীতার সমস্ত মন্ত্রের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পঙ্ক্তির (যে-সমস্ত মন্ত্রে তিনটি পঙ্ক্তি আছে) প্রথম পাদ বা পাদাংশের ক্রমানুসারে মন্ত্রগুলি সাজানো আছে। প্রত্যেক পাদের পাশেই মূল শ্লোকের প্রথমে পাদ বা পাদাংশ সন্নিবেশিত আছে। যদি ঐ অংশ দেখেও মূল শ্লোকটি মনে না পড়ে, তাহলে পার্শ্বস্থ সংখ্যার সাহায্যে গীতা থেকে শ্লোকটি বের করা যাবে। পার্শ্বস্থ সংখ্যার প্রথমটি অধ্যায় ও দ্বিতীয়টি শ্লোকসংখ্যা সূচিত করছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করে কোনো কোনো গীতায় সেটি গণনা করা হয়নি। এখানে কিন্তু সেটিকে গণনা করা হয়েছে। কাজেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা অন্য সমস্ত গীতার সঙ্গে না-ও মিলতে পারে।

শেষ পঙ্‌ক্তির শ্লোকসূচি

দ

স

হ